পাঠ ১

আল্লাহ্‌ বললেন; ভূমিকা

শ্রোতা বন্ধুরা, আপনাদের সকলের উপর শান্তি বর্ষিত হোক!

আমরা আল্লাহ্‌র নামে সকলকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি, যিনি শান্তির মাবুদ, যিনি চান যেন আমরা সকলে ধার্মিকতার পথে চলি এবং তা বুঝি যা তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং আল্লাহ্‌র সাথে প্রকৃত শান্তি পেতে পারি।
আমরা অত্যন্ত আনন্দিত যে আজকের এই অনুষ্ঠান "ধার্মিকতার পথ" আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে পারছি। আমরা এই রেডিও অনুষ্ঠানটিকে ধার্মিকতার পথ এই নাম দিয়েছি কারণ আমরা চিন্তা করেছি যে, এর মধ্য দিয়ে আমরা নবীদের লেখাগুলোকে বিশ্লেষন করবো যেখানে বলা আছে কিভাবে যারা অধার্মিক তারা আল্লাহ্‌র সামনে ধার্মিকতার পথে আসতে পারে।
কোন পথ আপনি অনুসরণ করছেন- আল্লাহ্‌র ইচ্ছামত পথ অথবা আল্লাহ্‌র অনিচ্ছামত। আপনি কি জানতে চান সেই ধার্মিকতার পথ যা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে আসে? আল্লাহ্‌র কালাম এ কথা বলে, "মোবারক তারা যারা মনেপ্রাণে আল্লাহ্‌র ইচ্ছামত চলতে চায়, কারণ তাদের সেই ইচ্ছা পূর্ণ হবে।" (মথি ৫:৬)
সম্ভবত কেউ এমনটি ভাবতে পারে, আমরা আল্লাহ্‌র ইচ্ছামত পথ চলা সম্পর্কে জানি। প্রথম নবীদের লেখা সম্পর্কে আমাদের জানার কোন দরকার নেই। আমরা যা জানি তা আমাদের জন্য যথেষ্ট! আপনার আচরণ যদি এমনটি হয় তবে শুনুন আল্লাহ্‌র নবী সোলায়মান কী বলেন, "একটা পথ আছে যেটা মানুষের চোখে ঠিক মনে হয়, কিন্তু সেই পথের শেষে থাকে মৃত্যু।" (মেসাল ১৪:১২)
আল্লাহ্‌র কালাম জবুর শরীফে নবী সোলায়মানের আব্বা দাউদ নবী "ধার্মিকতার পথ" সম্পর্কে জানিয়েছেন, যা আল্লাহ্‌ প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং যা আমাদের জানা দরকার। তিনি লিখেছেন, "যাদের মণ অসাড় তারা ভাবে আল্লাহ্‌ বলে কেউ নেই। তাদের স্বভাব নষ্ট হয়ে গেছে, তাদের কাজ জঘন্য; ভাল কাজ করে এমন কেউ নেই।(জবুর ১৪:১,৩; রোমীয় ৩:১০:১২) যে কারণে দাউদ নবী জবুর শরীফ পত্রে বলেন, "হে মাবুদ, তোমার পথ আমাকে জানাও আমাকে তোমার পথে চলতে শিখাও, তোমার সত্যে আমাকে পরিচালনা করো। (জবুর, ২৫: ৪,৫) ???

যদি আমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌ তাঁর ইচ্ছামত পথ শিক্ষা না দিতেন আমরা কখনই তাঁর পথে চলা সম্পর্কে জানতে পারতাম না। আমরা ডাকারে হারিয়ে যাওয়া শিশু ও মরুতে হারিয়ে যাওয়া ভেড়ার মত হয়ে যেতাম। কিন্তু আল্লাহ্‌র কালাম আমাদের এই কথা বলে, "কারণ কেউ যে ধ্বংস হয়ে যায় এটা তিনি চান না বরং সবাই যেন তওবা করে এটাই তিনি চান (২ পিতর ৩:৯; ১ তিমথীয় ২:৪)
বন্ধুগণ, কোন কিছুই গুরুত্বপূর্ণ নয় কারণ যা আপনি জানেন নিশ্চিত ও সত্য "ধার্মিকতার পথ" যা আল্লাহ্‌ এর দিকে নিয়ে যায়।

এইভাবে "ধার্মিকতার পথ" অনুষ্ঠানে আমরা আল্লাহ্‌র কালাম ধারাবাহিকভাবে পড়ে যাব। আল্লাহ্‌র প্রেরিত নবীদের কাহিনীগুলো প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত। আল্লাহ্‌র কালামের শুরু এবং শেষ আছে। (মাথা থেকে লেজ পর্যন্ত) অতএব আমাদের পরিকল্পনা কেতাবের প্রতিটি ঘটনা, যেখানে আল্লাহ্‌ প্রথমে নিজেই উপস্থিত ছিলেন,যা একদম সৃষ্টির শুরুতে।
আমরা আল্লাহ্‌ ও নবীদের সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানতে পারব। আমরা এও দেখব অনেক নবীরা যারা পবিত্র কেতাব লিখেছেন। শুধুমাত্র একজন লেখক নবীদেরকে উৎসাহিত করেছেন তিনি হলেন আল্লাহ্‌।

পাঠ ১

আল্লাহ্ বললেন; ভূমিকা

নবীদের কিতাবে অনেক কাহিনীর বর্বণা আছে। কিন্তু শুধু একটি মাত্র মূল বানী: সু-সংবাদটি হলো কীভাবে আল্লাহ্র বান্দারা আল্লাহ্র সামনে তাঁর ইচ্ছামত চলতে পারে।

অতএব আপনারা বিশ্বস্ততার সাথে ও সতর্কতার সাথে "ধার্মিকতার পথ" এই অনুষ্ঠান শুনুন। জ্ঞানী ওলোফ বলেন, "ধীরে ধীরে একজন মানুষ জঙ্গলে বানর ধরতে পারে" এবং " জলের বালতি সেই মানুষই খুজে পাবে যে সযত্নে কুয়োর পাশে অপেক্ষা করবে" ।একইভাবে আল্লাহ্ তাঁর কেতাবে বলেন, "যারা তাঁর ইচ্ছামত চলে তারা তাঁর হাত থেকে পাওনা পায়।" (ইবরানী ১১:৬) সত্যিকারভাবে যারা আল্লাহ্কে চায় তাদের জন্য আল্লাহ্ প্রতিজ্ঞা করেছেন "যখন তোমরা আমাকে গভীরভাবে জানতে আগ্রহী হবে তখন আমাকে জানতে পারবে।" (ইয়ারমিয়া ২৯:১৩)

এখানে "ধার্মিকতার পথ" এ আমরা আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র কেতাব সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করব। আপনি কি জানেন আল্লাহ্ কিসের মত? অথবা ইবলিশ কোথা থেকে এসেছে? আপনি কি জানেন আল্লাহ্ কেন মানুষ সৃষ্টি করেছেন? অথবা কীভাবে গুনাহ্ এই সুন্দর পৃথিবীতে প্রবেশ করল যা আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন? আপনি কি কখনো আল্লাহ্র প্রেরিত নবী হযরত নূহ এবং তাঁর অভূতপূর্ব ঘটনা সম্পর্কে পড়েছেন? এবং তাঁর মহাবন্যা সম্পর্কে? আপনি কি সত্যিকারভাবে নবীদের ঘটনাগুলো সম্পর্কে জানেন? আপনি কি জানেন কেন হযরত ইব্রাহিম(সাঃ)কে আল্লাহ্র বন্ধু বলা হত? আপনি কি আপনার বন্ধুদের ও আপনার সন্তানদের কাছে নবীদের বাণী সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারেন?

হাজার বছর আগে আইয়ুব নবী প্রশ্ন করেছিলেনঃ "আল্লাহর চোখে কেমন করে মানুষ নির্দোষ হতে পারে?" (আইয়ুব ৯:২) আপনি কি জানেন আল্লাহ্ নবী আইয়ুব এর প্রশ্নের কী উত্তর দিয়েছিলেন? আপনি কি জানেন আল্লাহ্র সামনে কীভাবে ধার্মিক পরিগণিত হতে হয়? আপনি যদি এই বিষয়ে আল্লাহ্র উত্তর জানতে চান এবং আরও প্রশ্নের উত্তর চান আমরা আপনাকে আমন্ত্রন জানাবো যেন আপনি এই অনুষ্ঠান শুনেন। সত্যিই আল্লাহ্র কালাম অত্যন্ত গভীর, সুন্দর, জীবন্ত ও শক্তিশালী এবং অন্য কথায় আল্লাহ্র কালামে কিছুই লুকানো নেই। এটি আমাদের দেখায় মানুষ আসলেই কেমন। তাই কেতাব বলে, "সৃষ্টির কোন কিছুই আল্লাহ্র কাছে লুকানো নেই। যার কাছে আমাদের হিসাব দিতে হবে। তাঁর চোখের সামনে সব কিছুই খোলা ও প্রকাশিত। (ইবরানী ৪:১৩)

আজকে পরবর্তী সময়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্য আমাদের অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে আর তা হল "আল্লাহ্ বলেছেন!। আল্লাহ্ যিনি সর্বোচ্চ তিনি কথা বলেছেন! আল্লাহ্ মানবজাতির সাথে কথা বলেছেন এবং তিনি আপনার সাথে কথা বলতে চান । আপনি যদি অনেক দূরের কোন শক্তিমান রাজার কাছ থেকে কোন চিঠি পান আপনি কি সেটা পড়বেন? আপনি কি রাজার লেখা ওই চিঠির মর্মার্থ অনুভব করবেন? আপনি কি রাজার লেখার প্রতিটি বাক্যের প্রতি মনযোগী হবেন? আমরা কতবার মহান আল্লাহ্র কথা শুনার জন্য আগ্রহী হই?

কীভাবে আল্লাহ্ মানুষের সাথে কথা বলেন? পবিত্র কালাম আমাদের বলে: "অনেকদিন আগে নবীদের মধ্য দিয়ে আল্লাহ্ আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছে নানাভাবে অনেকবার অল্প অল্প করে কথা বলেছিলেন" (ইব ১:১) হ্যাঁ আল্লাহ্ মানুষের সাথে কথা বলার একটি অন্যতম মাধ্যম ছিল নবীদের মাধ্যমে । অনেক দিন আগে আল্লাহ্ নির্দিষ্ট কোন বান্দাকে দিয়ে তাঁর কথা কেতাবে লিখিয়েছেন এবং ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ্র কেতাব বলে, "নবীদের কথায় মনোযোগ দিলে তোমরা ভাল করবে, তবে সবকিছুর উপরে এই কথা মনে রেখ যে কিতাবের

পাঠ ১

আল্লাহ্ বললেন; ভূমিকা

মধ্যকার কোন কথা নবীদের মনগড়া নয়, কারণ তাদের তাদের নিজেদের ইচ্ছামত কোন কথা বলেন না। পাক রুহের দ্বারা পরিচালিত হয়েই তারা আল্লাহ্র দেয়া কথা বলেছেন।" (২ পিতর ১:২০,২১)

আল্লাহ্ হয়তবা নিজে কিতাব লিখতে পারতেন অথবা ফেরেস্তাদের দিয়ে লিখাতে পারতেন। কিন্তু তা তিনি করেননি। আল্লাহ্ সাধারণ মানুষকে এই লেখার কাজে ব্যবহার করেছেন। তিনি এই মানুষদেরকে নবী বলে ডেকেছেন। আল্লাহ্ প্রেরিত নবীগণ তাঁর সহকারি তুল্য। আল্লাহ্ তাদের মনে সেই কথাগুলি বপণ করেছেন যা তিনি বলতে চান এবং তারা আল্লাহ্র কথাই কেতাবে লিখে গেছেন।

আল্লাহ্ প্রতিটি কেতাবি বাক্যকে উৎসাহিত করেছেন। কিন্তু তিনি নবীদের ব্যক্তিসত্তাকে নিরুৎসাহিত করেন নাই। আল্লাহ্র কেতাব শুধু আল্লাহ্র কথাকে ধারণা করে লেখা নয় কিন্তু আপনার আমার মত মানুষের প্রার্থনা ও উদ্বিগ্নতা নিয়ে লেখা। বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহের মাধ্যমে আল্লাহ্ ও মানুষের সাথে তাঁর সম্পর্ক এবং এর মাধ্যমে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন তিনি আমাদের সাথে কত ঘনিষ্ঠভাবে থাকতে চান।

কেন আল্লাহ্ নবী রসুলদের কেতাব লেখার জন্য উৎসাহিত করেছেন? তিনি উৎসাহিত করেছেন যেন প্রতিটি প্রজন্মের মানুষ আল্লাহ্র ইচ্ছা সম্পর্কে জানতে পারে। আল্লাহ্ নবীদের সাথে কথা বলেছেন কারণ তিনি যা লিখেছেন তাঁর মাধ্যমে তিনি আপনার ও আমার সাথে কথা বলতে চান। আল্লাহ্ নবীদের মাধ্যমে যা বলেছেন তা আমাদের জন্য এখনও জীবন্ত ও ফলদায়ক। আল্লাহ্ প্রত্যাশা করেন আমরা প্রত্যেকে যেন নবীদের এই বাণী জানতে ও অনুধাবন করতে পারি।

সম্ভবত কেউ কেউ ভাবতে পারেন, "হ্যাঁ আমার কোন জানার দরকার নেই প্রথম নবী কি লিখে গেছেন। তাদের কথা আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়। প্রত্যেক নবীরই তাদের নিজস্ব কর্মক্ষেত্র ছিল এবং তারা তা পূর্ণ করে গেছেন। এক এক নবী এসেছেন তারা কাজ করেছেন এবং চলে গেছেন। আর একজন এসেছেন, কাজ করেছেন, চলে গেছেন... এভাবে এগিয়ে গেছে। আমরা এখন যারা আজ বেঁচে আছি আমাদের জানার কোন প্রয়োজন নেই প্রথম নবীগণ কি বলে গেছেন।" আপনিও কি একই কথা ভাবেন? আল্লাহ্ এমনটি ভাবেন না। শুনুন মাবুদ আল্লাহ্ কি বলতে চান।

"আমি তোমাদের সত্যিই বলছি আসমান ও জমিন শেষ না হওয়া পর্যন্ত যতদিন না তৌরাত কিতাবের সমস্ত কথা সফল হয় ততদিন সেই তৌরাতের এক বিন্দু কি এক মাত্রা মুছে যাবে না। তাই মুসার শরীয়তের মধ্যে ছোট একটা হুকুমও যে কেউ অমান্য করে এবং লোককে তা অমান্য করতে শিক্ষা দেয় তাকে বেহেশতী রাজ্যে সবচেয়ে ছোট বলা হবে (মথি ৫: ১৮,১৯) "পাক কিতাবের সমস্ত কথা আল্লাহ্র কাছ থেকে এসেছে এবং তা শিক্ষা, চেতনা দান, সংশোধন এবং সৎ জীবন গড়ে উঠবার জন্য দরকারি (২ তিমথীয় ৩:১৬)

সত্যি সকল নবীরাই সর্বোচ্চ্য মূল্য দিয়ে লিখেছেন তারা লিখেছেন যেন বান্দারা আল্লাহ্র প্রতিষ্ঠিত নাজাত ও তাঁর পথ সম্পর্কে জানতে পারে। আপনি কি জানেন আল্লাহ্র প্রেরিত নবীগণ কী লিখেছেন? আল্লাহ্ চান আমরা যেন তাঁর কালাম জানি, তা বিশ্বাস করি ও মান্য করি। কিতাব বলে, "কিতাবের মধ্যে নবীরা যা বলেছেন তা আমাদের কাছে সত্যি বলে প্রমাণিত হয়েছে। অন্ধকারে তোমাদের চোখ যেমন বাতির দিকে থাকে ঠিক তেমনি করে যতক্ষণ সকাল না হয় এবং তোমাদের দিলে শুকতারা না উঠে ততক্ষণ পর্যন্ত নবীদের কথায় মনোযোগ দিলে তোমরা ভাল করবে " । (২ পিতর ১:১৯)

পাঠ ১

আল্লাহ্ বললেন; ভূমিকা

হ্যাঁ মাঝে মাঝে আমরা শুনি কেউ কেউ আল্লাহ্র কেতাবের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা বলে, এটাতে আস্থা রাখা যায় না কারণ এটা ভুলে ভরা। এটাকে পরিবর্তন করা হয়েছে। যাই হোক যে আল্লাহ্র কালামের বিরুদ্ধাচরণ করে, সে আল্লাহর বিরুদ্ধাচারণ করে। কথায় বলে, "একটি ডিম কখনো একটি পাথরের সাথে মল্লযুদ্ধ করতে পারে না।" আল্লাহ্র কালাম পাথর সমতুল্য এবং বান্দারা ডিম সমতুল্য। বান্দারা কখনো আল্লাহ্র সত্য বাক্য পরিবর্তন করতে পারবে না। কিন্তু সত্য কালাম বান্দাদের পরিবর্তন করতে পারে। আল্লাহ্ মহান এবং তিনি তাঁর অনন্ত কালাম সুরক্ষা করতে পারেন। এ কারণে আল্লাহ্ ইঞ্জিল শরীফে এ কথা বলেছেন "আসমান ও জমিন শেষ হবে, কিন্তু আমার কথা চিরদিন থাকবে।" (মথি ২৪:৩৫)

অনেক বান্দারা চেষ্টা করেন আল্লাহ্র বাক্যের বিরুদ্ধাচরণ করার কারণ তা তাদের মনের অবস্থা প্রকাশ করে। শুনুন আল্লাহ্ তাঁর নিজের বাক্য সম্পর্কে কি বলেন "আল্লাহ্র কালাম জীবন্ত ও কার্যকর এবং দু দিকেই ধার আছে এমন ছোরার চেয়েও ধারালো। এই কালাম মানুষের দিল রূহ ও অস্থি মজ্জার গভীরে কেটে বসে এবং মানুষের দিলের সমস্ত ইচ্ছা ও চিন্তা পরীক্ষা করে দেখে।" (ইবরাণী ৪:১২)

হ্যাঁ আল্লাহ্র কালাম জীবন্ত ও কার্যকর, যা মানুষের দিলে কথা বলে। পাক কিতাব পৃথিবীর সবচেয়ে পুরাতন কিতাব, কিন্তু এখনও তা প্রতিটি বান্দার কাছে প্রাসঙ্গিক। কোনকিছুই আল্লাহ্র বাক্যের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নয়। যাই হোক আল্লাহ্র কালাম ভাত মাছের মত(সেনেগালের প্রধান খাদ্য) আমরা সবাই একমত হব যে ভাত ও মাছ খুব সুস্বাদু এবং শরীরের পক্ষে ভাল। কিন্তু যতক্ষণ আমি তা না খাব ততক্ষণ তা কোন শরীরের উপকারে আসবে না। আমাকে খেতে হবে। একইভাবে আমাকে আল্লাহ্র কালামের আস্বাদন নিতে হবে যা আমার হৃদয়কে পুষ্ট করবে। যদি কালাম থেকে ফলদায়ক কিছু পেতে চাই। এ কারণে আল্লাহ্ বলেছেন, "মানুষ কেবল রুটিতে বাঁচে না। কিন্তু আল্লাহ্র মুখের প্রত্যেকটি কালামেই বাঁচে।" (মথি ৪:৪) "মোবারক তারা, যারা মনে-প্রাণে আল্লাহ্র ইচ্ছামত চলতে চায়, কারণ তাদেদর সেই ইচ্ছা পূর্ণ হবে।" (মথি ৫:৬) আপনি কি আল্লাহ্র কালামের জন্য ক্ষুধার্ত? এটি খাদ্য, পুষ্টিকর খাদ্য। এটি শুধু আপনার শরীরকেই পুষ্ট করে না বরং আপনার দিল ও রূহকে পুষ্ট করে।

অতএব আমরা এই কথা বলি, যে আল্লাহ্কে ভয় করে ও তাঁর কালামকে সম্মান করে চেষ্টা করুণ নিয়মিত এই অনুষ্ঠান "ধার্মিকতার পথ" শুনা। এর মাধ্যমে আপনি আপনার জ্ঞান বৃদ্ধি করতে পারেন যা বহু বছর আগে আল্লাহ্র প্রেরিত নবীরা দিয়েছিলেন। আপনি আরও জানতে পারবেন কীভাবে আল্লাহ্ পাকের সামনে ধার্মিক পরিগণিত হওয়া যায়। আল্লাহ্ কথা বলেছেন এবং তিনি আপনার সাথে কথা বলতে চান।

আজকে চলে যাওয়ার পূর্বে আমরা একটি অতিরিক্ত বিষয় আপনাদের কাছে পরিষ্কার করতে চাই। আমাদের এই অনুষ্ঠানে আমরা আল্লাহ্র কালাম ছারা অন্য কোনো বস্তু বা ব্যক্তির উপর নির্ভরশীল না। আমরা যারা এই অনুষ্ঠানটি তৈরী করেছি তারা আল্লাহ্র সত্য সম্পর্কে কিছুই জনি না শুধুমাত্র ততটুকুই জানি যা তিনি তার কিতাবে বলেছেন। এইজন্যই জাকারিয়ার ছেলে নবী ইউহোন্না ইঞ্জিল শরীফে ঘোষনা করেছেন "বেহেশত থেকে দেওয়া না হলে কারও পক্ষে কোন কিছুই পাওয়া সম্ভব না।" (ইউহোন্না ৩:২৭) আমরা আমাদের নিজেদের জ্ঞানের উপর নির্ভর করি নাই। আমরা শুধুমাত্র আল্লাহ্র কালামের উপর নির্ভর করি।

পাঠ ১

আল্লাহ্ বললেন; ভূমিকা

আপনি কি জানেন আল্লাহ্ কি বলেছেন নবীদের কিতাবে? আপনি কি তাদের মধ্যে একজন যে কিনা আল্লাহ্র কালামের ধার্মিকতার জন্য ক্ষুধিত ও তৃষিত ? তাঁর পাক কালামে আল্লাহ্ নিজেকে নাজাত পাওয়ার পথ হিসেবে প্রকাশ করেছেন। আমরা আপনাকে আহবান করব যেন আপনি পাক কালাম থেকে ধার্মিকতাকে অন্বেষণ করেন তা হলে আপনি সত্যিকার অর্থে আল্লাহ্ কি বলেছেন তা বুঝতে পারবেন। আল্লাহ্র কালাম আমাদের বলে "পাক কিতাবে যা কিছু আগে লেখা হয়েছিল তা আমাদের শিক্ষার জন্যই লিখা হয়েছিল যাতে আমরা ধৈর্য ও উৎসাহ লাভ করি এবং তার ফলে আশ্বাস পাই " (রোমীয় ১৫:৪)

আমাদের একটি বিষয় নির্দিষ্ট হতে হবেঃ আল্লাহ্ বলেন এবং তিনি চান আমরা যেন তাঁর কথা শুনি ও জীবন্ত হই। বৃদ্ধ কি যুবক, পুরুষ কি মহিলা, ধনী কিংবা গরিব, আল্লাহ্ সকলকে উদ্দেশ করে বলেন "আমার কথাও কান দাও, আমার কাছে এসো, আমার কথা শোন যেন তোমরা জীবিত থাকো।" (ইশা ৫৫:৩)

বন্ধুগণ, শুনবার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ! আমাদের পরবর্তী অনুষ্ঠানে আল্লাহ্র ইচ্ছায় আমরা আমাদের দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু করব যার নামকরণ হবে "আল্লাহ্ কেমন?" আপনার যদি কোন প্রশ্ন থাকে যা আপনি আজ শুনেছেন আমরা আপনাকে আহবান করব আপনি "ধার্মিকতার পথ" দ্বিতীয় পাঠ দেখুন।

আল্লাহ্ আপনাকে এই মহান দাওয়াতে মনোনিবেশ করার জন্য রহমত দান করুন।
"আমার কথায় কান দাও, আমার কাছে এসো, আমার কথা শোন যেন তোমরা জীবিত থাকো।" (ইশা ৫৫:৩)

পাঠ - ২

আল্লাহ্ কেমন?; পয়াদায়েশ- ১

শ্রোতা বন্ধুরা, আপনাদের সকলের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।

আমরা আল্লাহ্‌র নামে আপনাদের শুক্রিয়া জানাই, যিনি শান্তির মাবুদ, যিনি চান সবাই তার প্রতিষ্ঠিত ধার্মিকতার পথকে বুঝুক আর নিজেদের সে পথে উৎসর্গ করুক এবং তাঁর সাথে অনন্তকাল প্রকৃত শান্তিতে বাস করুক। আপনাদের "ধার্মিকতার পথ" অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনার জন্য আজ ফিরে আসতে সমর্থ হওয়ায় আমরা খুশী।
এই অনুষ্ঠানগুলোতে আমরা এক এক করে আল্লাহ্‌র নবীদের গল্পগুলো বলব। নবীরা যে কিতাবগুলো লিখেছিলেন সেগুলো দেখার পরিকল্পনাও আমরা করেছি; কিতাবগুলো ঈশ্বর যে ধার্মিকতার পথকে নির্দেশ করেছেন সেটাকে প্রকাশ করে যেন মানুষ ঈশ্বরের সামনে ধার্মিক হিসেবে বিবেচিত হয়।
আমাদের প্রথম অনুষ্ঠানে আমরা নবীদের লেখাগুলো নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। আমরা জেনেছি যে অনেকজন নবী ছিলেন যারা পবিত্র কিতাব লিখেছিলেন কিন্তু লেখক ছিলেন আসলে শুধু একজন। আর তিনি হচ্ছেন আল্লাহ্। আমাদের আগের পর্বে আমরা আপনাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাবনার কথা বলে শেষ করেছিলাম। সেই ভাবনাটি ছিল: আল্লাহ্ কথা বলেন। আল্লাহ্ তাঁর নবীদের মাধ্যমে মানবজাতির সাথে কথা বলেন এবং তিনি চান আমরা সবাই যেন তাঁর কথা শুনি। আল্লাহ্ তাঁর নবীদের লেখার মাধ্যমে আমাদের সাথে কথা বলতে চান। আল্লাহ্ কখনো পরিবর্তিত হন না, তাঁর লেখাও না। প্রতিটি প্রজন্মেই তিনি তাঁর কথা রক্ষা করেছেন। "পাক কিতাবের কথা কি বাদ দেয়া যেতে পারে? পারে না। (ইউহোন্না ১০:৩৫) "দুনিয়া ও দুনিয়ার কামনা বাসনা শেষ হয়ে যাবে... কিন্তু প্রভুর কালাম চিরকাল থাকবে।"(১ ইউহোন্না ২:১৭, ১ পিতর ১:২৫)

আজকে আমরা পবিত্র কালামের প্রথম অংশে প্রবেশ করতে যাচ্ছি। এটাকে বলে তোরাহ। আল্লাহ্ মুসা নামের একজনের মনের ভিতর এই কিতাবটি বপণ করেছিলেন। আল্লাহ মুসাকে বলেছিলেন কী লিখতে হবে এবং মুসা সেগুলো লিখে রেখেছিলেন। মুসার সময় থেকে বর্তমান পর্যন্ত প্রায় তিন হাজার পাঁচশ বছর পার হয়ে গেছে। তোরাহ পাঁচটি কিতাব বা পাঁচটি অংশ নিয়ে গঠিত। প্রথম অংশটি পয়াদায়েশ নামে পরিচিত। পয়দায়েশে পঞ্চাশটি অধ্যায় আছে। প্রথম অংশটিকে পয়দায়েশ বলা হয় কারণ এটা আমাদেরকে বলে সৃষ্টির একদম শুরুতে কী ঘটেছিল।

তোরাহর প্রথম কিতাবটি ভালভাবে জানা আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটা আল্লাহ্‌র স্থাপন করা ভিত্তি যেন পরবর্তীতে নবীদের অন্যান্য বইয়ে তিনি কী বলেছেন সেগুলো আমরা বুঝতে পারি। এই কিতাবটি পড়লে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সত্য সম্পর্কে আমরা জানব যা আমাদের জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করবে। আমরা আল্লাহ্ কে এবং তিনি কেমন সে সম্পর্কে জানতে পারব। আমরা ফেরেশতা ও ইবলিশ, বেহেশত এবং পৃথিবী, প্রানিজগত ও মানুষ সম্পর্কে পড়ব। আমরা দেখব দুনিয়াতে কীভাবে গুনাহ্ প্রবেশ করল এবং সেটি সাথে করে কী ব্যাপক ধ্বংস আর দুঃখ নিয়ে এলো। যা হোক, আল্লাহ্ যে নাজাতের পথ দেখিয়েছেন যেন গুনাগাররা আল্লাহ্‌র কাছে ফিরে আসতে পারে এবং তাঁর সাথে সুন্দর একটা সম্পর্ক রাখতে পারে, সেটিও ভালভাবে দেখব। প্রথম গল্পগুলোতে আমরা প্রথম মানুষ, প্রথম পাপ এবং প্রথম খুনিকে দেখব। আমরা প্রথম মিথ্যা ধর্মগুলো, প্রথম নবীগণ এবং প্রথম জাতিসমুহ নিয়ে পড়ব। আমরা আদম ও হাওয়ার গল্প, কোয়েন ও আবেল, নূহ্ ও বন্যা, আল্লাহ্‌র নবী ইব্রাহিম এবং কেন তাকে আল্লাহ্‌র বন্ধু বলা হত সেই বিষয়গুলোর উপর আলোকপাত করব। আমরা ইসমাইল ও ইসহাক, ইস্ ও ইয়াকুব এবং ইউসুফ এবং তাঁর দুষ্ট ভাইদের সম্পর্কে জানব। তোরাহর প্রথম কিতাবে এগুলোসহ আরো অনেক কিছু আছে।

পাঠ - ২

আল্লাহ্ কেমন?; পয়াদায়েশ- ১

অতএব এখন বন্ধুরা, দয়া করে মনোযোগ দিয়ে শুনবেন। কারণ এখন কিতাবে বর্ণিত নবীগণের সম্পর্কে আমরা ধারাবাহিকভাবে অধ্যয়ন করব। প্রথম কিতাব পয়দায়েশের প্রথম রুকু প্রথম আয়াত আমরা পড়ি- "সৃষ্টির শুরুতেই আল্লাহ্ আসমান ও জমিন সৃষ্টি করলেন।"(পয়দায়েশ ১:১) এইখান থেকেই আমরা পাক কিতাবের

অধ্যয়ন শুরু করব। কারণ আল্লাহ্ নিজেই এই কিতাব শুরু করেনঃ "সৃষ্টির শুরুতেই আল্লাহ্ আসমান ও জমিন সৃষ্টি করলেন।"

এই আয়াতের কিছু বিষয় অবশ্যই আমাদের বিবেচনা করতে হবে। দুনিয়া ও বেহেশত তৈরির আগে কি আল্লাহ্র অস্তিত্ব ছিল? কিতাব বলে আল্লাহ্র অস্তিত্ব ছাড়া তখন কিছুই ছিল না। এ কারণে তিনি বলেন, "সৃষ্টির শুরুরতে আল্লাহ্..." আমরা যা কিছু দেখি ও স্পর্ষ করি তার একটি শুরু আছে এবং তা অনেক অনেক আগে, যখন আকাশ, পৃথিবী, সমুদ্র, বৃক্ষরাজি ছিল না। শুরুতে মানুষ ও ফেরেস্তারাও ছিল না। একটি সময় ছিল যখন কিছুই ছিল না, আমরা জানি আল্লাহ্ ছাড়া কোন কিছুর অস্তিত্ব ছিল না।

এ বিশ্বের কেউ কেউ বলে থাকেন, "যেহেতু আল্লাহ্কে আমরা দেখতে পাই না সেহেতু আল্লাহ্ বলে কেউ নেই।" যে সমস্ত মানুষেরা আল্লাহ্র অস্তিত্বকে অস্বীকার করে তাঁদেরকে আমরা কিছু প্রশ্ন করতে চাই; আপনি কি কখনো পরমাণু দেখেছেন? আপনি নিঃশ্বাসের সঙ্গে যে অক্সিজেন নেন তা কি দেখেছেন? আপনি বাতাস দেখতে পান না কিন্তু আপনি বাতাসের অস্তিত্ব বুঝতে পারেন কারণ আপনি তার কর্ম দেখতে পান। আপনি বাতাসে গাছের নড়াচড়া দেখতে পান, কিন্তু আলাদাভাবে বাতাস দেখতে পান না। আপনি বাতাসকে আপনার হাতে ধরে রাখতে পারেন না। কিন্তু আপনি অনুভব করতে পারেন এটা মৃদু শীতল বাতাস। এরকমই হচ্ছে আল্লাহ্র অস্তিত্ব। আমরা আল্লাহ্কে দেখতে পাই না; কারণ মানুষের চোখে তাকে দেখা যায় না। যাই হোক, আমরা জানি আল্লাহ্র অস্তিত্ব কারণ আল্লাহ্র সৃষ্টিকে আমরা দেখতে পাই। কিতাব বলেঃ "আল্লাহ্র যেসব গুণ চোখে দেখতে পাওয়া যায় না অর্থাৎ তার চিরস্থায়ী ক্ষমতা ও তাঁর খোদায়ী স্বভাব সৃষ্টির শুরু থেকেই পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠেছে। তাঁর সৃষ্টি থেকেই মানুষ তা খুব বুঝতে পারে।" (রোমীয় ১:২০)

আর একটি বিষয় যা আমরা পয়দায়েশ প্রথম আয়াত থেকে জানতে পারি, আল্লাহ্র কোন শুরু নাই, প্রথমে আল্লাহ্কে সৃষ্টি করা হয় নাই। আল্লাহ্ অনন্তকালের মাবুদ; এ বিশ্বের যা কিছু আমি জানি ও দেখি তার সব কিছুরই শুরু ছিল; কিন্তু আল্লাহ্র কোন শুরু নাই। তাঁর কোন উৎপত্তি নাই। তাঁর কোন সমকক্ষ নাই; তাঁর অস্তিত্ব শুরু থেকেই; তাঁকে কেউ জন্ম দেয় নাই; তাঁকে কেউ সৃষ্টি করে নাই; তিনি নিজেকে তৈরিও করেন নাই। এ কারণে পাক কিতাবে লেখা আছে, "সৃষ্টির শুরুতে আল্লাহ্..." শুধু তাঁরই কোন শুরু নাই। তিনি একমাত্র সত্তা যিনি সর্বত্র বিরাজমান এবং চিরকালের জন্য জীবন্ত; আর তিনি মাবুদ নামে পরিচিত। আজকের দিনে তিনি যেমন গতকাল তিনি তেমনই ছিলেন; তিনি চিরদিনের জন্য তেমনই; আল্লাহ্ কখনোই পরিবর্তন হন না।

এই আয়াতের মাধ্যমে আরও কিছু বিষয় আছে যা আমরা জানতে পারি, "সৃষ্টির শুরুতেই আল্লাহ্ আসমান ও জমিন সৃষ্টি করলেন। এই আয়াতের অর্থ আল্লাহ্ মহান!" যে আল্লাহ্ সবকিছু সৃষ্টি করেছেন তিনি সবার চেয়ে সমস্ত কিছুর চেয়ে মহত্তর, তিনি সৃষ্টির মাবুদ। সত্যিকারভাবে আমরা আমাদের সমস্ত দিল খুলে ঘোষণা করতে পারি "আল্লাহ্ আকবর" (আল্লাহ্ মহান) তাঁর কোন শরিক নাইঃ তিনি দুনিয়া-মহাসাগর সমস্ত কিছুর উপরে মহান, সুরয-তারা, অন্তরীক্ষ সবকিছুর উপরেঃ তিনি সমস্ত মানবজাতি, রুহ,সমস্ত কিছুর চেয়ে জ্ঞানী ও

শক্তিশালী। তিনি চিরকালের জন্য গৌরব পাবার যোগ্য। যেমনটি যিনি কোন গৃহ নির্মাণ করেন তিনি ওই গৃহ থেকে উত্তম তাই আল্লাহ্‌ সমস্ত কিছুর উপরে কর্তৃত্বকারী কারণ তিনি সমস্ত কিছু নির্মাণ করেছেন। আল্লাহ্‌ মহান! তিনি তাঁর নিজের শক্তিতে বেঁচে থাকেন। তিনি কোন কিছুর উপরে নির্ভর করেন না। আল্লাহ্‌ সবকিছুর উপরে মহান। তাঁর কোন কিছু দরকার নেই। তাঁর কাউকে দরকার নেই, তিনি একাই শ্রেষ্ঠ!

মানুষের অনেক কিছুর প্রয়োজন আছে। প্রতিদিনই আমাদের নিঃশ্বাস নিতে হয় ও ঘুমাতে হয়। পান করতে হয় খেতে হয়। আমাদের সূর্য ও বৃষ্টিরও দরকার হয়। খাবার ও পানির দরকার হয়, বস্ত্র ও বাসস্থানের দরকার হয়, বাবা ও মায়ের দরকার হয়, বন্ধু ও প্রচুর পরিমাণে অর্থের দরকার হয়; আমাদের প্রয়োজন আরো অনেক কিছু; যাই হোক মাবুদ যিনি সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন তাঁর কোন কিছুর প্রয়োজন নেই। তাঁর ক্ষুদা পায় না; তাঁর পিপাসা পায় না; তিনি কখনো ক্লান্ত হন না, মানুষের মত তাঁর কোন শরীর নেই; তাঁর কোন সীমা নেই; তাঁর কোন শেষ নেই; তিনি অনন্তকালীন আল্লাহ্‌; তিনি সমস্ত কিছুর উপর কর্তৃত্বকারী একজন।
এখন একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন; যদি আল্লাহ্‌ মানুষের মত না হন আমাদের মত তাঁর যদি কোন শরীর না থাকে তাহলে আল্লাহ্‌ কেমন? কিতাব এই প্রশ্নের পরিষ্কার উত্তর দিয়েছে; কিতাব বলে, “আল্লাহ্‌ রূহ, যারা তাঁর এবাদত করে, রুহে ও সত্যে তাদের সেই এবাদত করতে হবে।” (ইউহোন্না ৪:২৪) আল্লাহ্‌ কেমন? আল্লাহ্‌ রূহ। মানুষ শরীর ও রুহের তৈরি কিন্তু আল্লাহ্‌ শুধুমাত্র রুহে। আল্লাহ্‌র রুহের কোন সীমা নেই; তিনি সর্বত্রই বিরাজমান। আল্লাহ্‌ সকলের ও সমস্ত কিছুর উপরে অবস্থিত। তিনি সমস্ত কিছুই অনুভব করেন; তিনি সমস্ত কিছু দেখেন; দিন-রাত্রি সবকিছুই তাঁর কাছে সমান। আপনি যখন আপনার ঘরে লুকিয়ে থাকেন; আল্লাহ্‌ সেখানে থাকেন এবং তিনি আপনাকে দেখতে পান। আল্লাহ্‌ সবকিছু জানেনঃ তিনি আপনার চিন্তা ও মনের ইচ্ছা জানেন কারণ তিনি আকবর(মহান)

তাহলে আল্লাহ্‌ কেমন? নিশ্চয়ই আপনি সারাংশ করতে পারছেন এই অধ্যয়নের মাধ্যমে যে আল্লাহ্‌ অন্য কিছুর মত নন। আল্লাহ্‌ আল্লাহই; তাঁর কোন শরিক নাইঃ আগামীতে আমাদের পাঠ অধ্যয়নে “ধার্মিকতার পথ”-এর মাধ্যমে আমরা আমাদের জানবার ধারণাকে আরও বৃদ্ধি করতে পারব আল্লাহ্‌র চরিত্র কেমন, পাক কিতাবে আল্লাহ্‌ শত শত নামে আখ্যায়িত হয়েছে। তিনি মাবুদ, তিনি সর্ব উর্ধ্বে, তিনি সর্বশক্তিমান, তিনি স্রস্টা, তিনি জীবন রচনাকারী, তিনি আলো, তিনি ধার্মিক, তিনি পাক, তিনি সংবেদনশীল, তিনি ভালবাসা, তিনি জীবন্ত ও সত্যের আল্লাহ্‌।

এটা সত্য, শুরুতে আল্লাহ্‌ যিনি দুনিয়া ও বেহেস্ত তৈরি করেছেন তিনিই মহান; তাঁর সম্পর্কে কিতাব বলে, তাঁর জ্ঞান ও বুদ্ধি কত গভীর... সব কিছু ত তাঁরই কাছ থেকে, তাঁর মধ্য দিয়ে আসে এবং সবকিছু তারই উদ্দেশ্যে (রোমীয় ১১:৩৩,৩৬) সেই গৌরবময় আল্লাহ্‌ যিনি একমাত্র শাসনকর্তা যিনি বাদশাদের বাদশাহ, প্রভুদের প্রভু... একমাত্র আল্লাহ্‌ মৃত্যুর অধীন নন, তিনি এমন নূরে বাস করেন যেখানে কোন মানুষ যেতে পারে না। কোন মানুষ কোন দিন তাঁকে দেখেও নি; দেখতে পায়ও না। সম্মান ও ক্ষমতা চিরকাল তাঁরই। আমিন! (১ তীম ৬:১৫,১৬)

অন্য অধ্যায়ে আল্লাহ্‌র নবী মূসা আল্লাহ্‌র তারিফ করেছিল একটি সুন্দর গানের মধ্য দিয়ে। যেখানে তিনি বলেছেন, “হে সর্বশক্তিমান মাবুদ আল্লাহ্‌, কত মহান ও আশ্চর্য তোমার কাজ! হে সমস্ত জাতির বাদশাহ্‌, কত ন্যায় ও সত্য তোমার পথ! হে মাবুদ কে না তোমাকে ভয় করবে? কে না তোমার নামের প্রশংসা করবে?

পাঠ - ২

আল্লাহ্ কেমন?; পয়াদায়েশ- ১

কেবল তুমিই তো পবিত্র।" (প্রকা ১৫:৩) আল্লাহ্ অনন্তকালীন মহান। এটিই আল্লাহ্র প্রথম আয়াত আমাদের শিক্ষা দেয় যখন বলা হয়, "সৃষ্টির শুরুতে আল্লাহ্"।

অতএব বন্ধুরা আমরা এই সত্যটি মনে রাখতে পারি যা আমরা শুনেছি। "সৃষ্টির শুরুতে আল্লাহ্"। একমত্র আল্লাহ্রই অস্তিত্ব ছিল সৃষ্টির শুরুতে আর তাই একমাত্র আল্লাহ্ই আমাদের কাছে প্রকাশ করতে পারেন যে সৃষ্টির শুরুতে কি হয়েছিল। একমাত্র আল্লাহ্ই আমাদেরকে বলতে পারেন ভবিষ্যতে কি হতে যাচ্ছে। একমাত্র তিনিই নিজের সম্পর্কে সত্য আমাদের কাছে প্রকাশ করতে পারেন।

হ্যাঁ আমরা জানি কিছু মানুষ বলে, "কেউ আল্লাহ্ কে জানতে পারে না এবং ভবিষ্যতে কি হবে তাও বলতে পারে না।" তা সত্তেও, নবীদের লেখা বলে যে আমরা আল্লাহকে জানতে পারি এবং আমরা এও জানতে পারি যে অনন্তকালের জন্য আমরা কোথায় থাকবো। আল্লাহ্র কালাম বলে, "তোমাদের কাছে আমি এই সমস্ত লিখলাম যাতে তোমরা জানতে পারো যে, তোমরা অনন্তজীবন পেয়েছো। যিনি সত্য আল্লাহ্ আমরা তার সাথে যুক্ত, অর্থাৎ তাঁর পুত্র ঈসা মসীহের সঙ্গে যুক্ত। তিনিই সত্য আল্লাহ্ এবং তিনিই অনন্ত জীবন।" (১ ইউহোন্না ৫:১৩,২০)
"আল্লাহ্কে যারা মহব্বত করে তাদর জন্য তিনিযা যা ঠিক করে রেখেছেন, সেগুলো কেউ চোখেও দেখে নি কানেও শোনে নি এবং মনেও ভাবে নি। কিন্তু আল্লাহ্ তাঁর রূহের মধ্য দিয়ে সেগুলো আমাদের কাছে প্রকাশ করেছেন, কারণ পাক্-রূহের অজানা কিছু নেই; এমন কি তিনি আল্লাহ্র গভীর বিষয়ও জানেন।" (১করি ২:৯,১০)
আপনারা যারা আজকের অনুষ্ঠান শুনছেন তারা কি ব্যক্তিগতভাবে আল্লাহ্কে জানেন? নাকি তিনি আপনার জন্য শুধুই মহান সৃষ্টিকর্তা যাকে জানা যায় না এবং যিনি ধরাছোঁয়ার বাইরে? প্রিয় বন্ধুরা, আল্লাহ্ চান যেন আপনি তাকে জানেন এবং তাঁর সাথে অনন্তজীবন যাপন করেন। নবীদের কিতাব আমাদের শিক্ষা দেয় কিভাবে আমরা আল্লাহ্র সাথে একটি সুন্দর ও আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে তুলবো। যদিও আমাদের অবশ্যই আমাদের কান, বুদ্ধি ও দিল খোলা রাখতে হবে যেন আমরা আল্লাহ্র কথা শুনতে পারি। আসুন আমরা শুনি আল্লাহ্ তাঁর কালামে কি বলেছেন: "আমার দিকে ফির এবং উদ্ধার পাও, কারণ আমিই আল্লাহ্, আর কেউ মাবুদ নয়।" (ইশা ৪৫:২২)

প্রিয় বন্ধুরা, আজকে আমরা এখানেই শেষ করতে চাই। যাই হোক আমরা আপনাদের জানাতে চাই এই ধারাবাহিক শিক্ষাগুলো অডিও ক্যাসেটে পাওযা যাচ্ছে । আপনি যদি একটি সম্পূর্ন সেট পেতে চান তাহলে আমাদের কাছে লিখুন আমরা আপনাকে জানাবো কিভাবে আপনি তা পেতে পারেন। অথবা যদি আপনি লিখিত পাক্ কিতাব চান আমরা আপনাকে কিতাবের কিছু অংশ পাঠাতে পারি। আমাদের ঠিকানা হলো ধার্মিকতার পথ (ঠিকানা) (আমরা এই বিষয়টি প্রত্যেক..............................)
আমাদের সাথে এই পর্যন্ত থাকার জন্য ধন্যবাদ। আমাদের পরবর্তী অনুষ্ঠানে আমরা আল্লাহ্র ইচ্ছায় একটি আকর্ষনীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো তা হলো: ফেরেশতা এবং ইবলিশ। আপনি কি তাদের আসল কাহিনীটি জানেন যে তারা কোথা থেকে এসেছে?
আল্লাহ্ আপনাদের রহমত দান করুক কারণ পাক কিতাবে বলা আছে "আল্লাহ্ রূহ; যারা তাঁর এবাদত করে, রূহে ও সত্যে তাদের সেই এবাদত করতে হবে।" (ইউহোন্না ৪:২৪)

পাঠ - ৩

ইবলিশ ও ফেরেস্তা; ইশাইয়া ১৪, হেজকিল ২৮

শ্রোতা বন্ধুরা, আপনাদের সকলের উপর শান্তি বর্ষিত হোক!

আল্লাহ্‌র নামে আপনাদের সবাইকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি। তিনি শান্তির ঈশ্বর যিনি চান সবাই যেন ধার্মিকতার পথ সম্পর্কে বোঝে এবং অনুসরণ করে যা তিনি স্থাপন করেছেন আর তার সাথে অনন্তকাল প্রকৃত শান্তিতে থাকতে পারে। আমরা আজ আবারও "ধার্মিকতার পথ" অনুষ্ঠানে ফিরে আসার জন্য আনন্দিত।

আমাদের গত অনুষ্ঠানে আমরা পাক কিতাবের প্রথম আয়াতে পড়েছিলাম "সৃষ্টির শুরুতে আল্লাহ্‌ আসমান ও জমিন সৃষ্টি করলেন"(পয়দায়েশ ১:১) আমরা দেখলাম প্রতিটি জিনিসেরই শুরু আছে শুধু আল্লাহ্‌ ছাড়া। শুরুতে যখন কিছুই ছিল না তখন শুধু একজনেরই অস্তিত্ব ছিল এবং তা হল আল্লাহ্‌। শুধুমাত্র তাঁর অস্তিত্ব শুরুতে ছিল। আল্লাহ্‌ অনন্তকালের মাবুদ। আল্লাহ্‌ তিনি আকবর এবং তাঁর কোন শরিক নাই। তাঁর কোন শুরুও নাই ও শেষও নাই।

তাঁর কোন চাহিদা ছিল না। তিনি সীমাবদ্ধ নন। আল্লাহ্‌ হলেন রূহ এবং তিনি সকল জায়গায় বিরাজমান। তিনি সমস্ত কিছুর উর্দ্ধে। তিনি সমস্ত কিছু পরিপূর্ণ করেন। তিনি সকল কিছু দেখেন। তিনি সবকিছু জানেন। তিনি অদ্বিতীয়। তিনি উত্তম! আল্লাহ্‌ মহান(আকবর) এবং এই কারণে পাক কিতাব বলেঃ "একমাত্র আল্লাহ্‌ মৃত্যুর অধীন নন। তিনি এমন নূরে বাস করেন যেখানে কোন মানুষ যেতে পারে না। কোন মানুষ কোন দিনও তাঁকে দেখেও নি, দেখতে পায়ও না। সম্মান এবং ক্ষমতা চিরকাল তাঁরই। আমিন। (১ তীম ৬:১৬)

আজ আমরা নবীদের কিতাব থেকে তৃতীয় অধ্যায় শুরু করব। আমরা আল্লাহ্‌র কিতাব থেকে ফেরেস্তা ও ইবলিশ সম্পর্কে জানার চেষ্টা করব। আপনি কি জানেন ফেরেস্তা কোথা থেকে এসেছে? অথবা ইবলিশ ও দানব কোথা থেকে এসেছে? আমরা এ সম্পর্কে জানতে পারতাম না যদি আল্লাহ্‌ তাঁদের সম্পর্কে আমাদের না বলতেন। কিন্তু আল্লাহ্‌ কিতাবে তাঁদের সম্পর্কে বলেছেন। আসুন তাহলে আমরা কিতাবে সতর্কভাবে অন্বেষণ করি; তাহলে আমরা ফেরেস্তা ও ইবলিশ সম্পর্কে সত্য ঘটনা জানতে পারব।

আমরা স্মরণ করতে পারি "ধার্মিকতার পথ" অনুষ্ঠানে আমরা ধারাবাহিকভাবে নবীদের লেখা পত্রসমূহ প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অধ্যয়ন করছি। এইজন্য আমাদের গত সম্প্রচারে আমরা আল্লাহ্‌র সত্তা সম্পর্কে অধ্যয়ন করেছি; কারণ আল্লাহ্‌ই একমাত্র যিনি শুরু থেকেই বিরাজমান। আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় আমরা আগামী অধ্যায়ে কীভাবে আল্লাহ্‌ পৃথিবী পয়দা করেছেন এবং সবকিছু এর ভিতরে আছে। যাই হোক, আল্লাহ্‌ মানবজাতি পয়দার পূর্বে আরও কিছু ছিল যা তিনি পয়দা করেছেন তা হল ফেরেস্তা।

আল্লাহ্‌ তার কিতাবে ফেরেস্তা সম্পর্কে অনেক কিছু বলেছেন। আজ আমরা এই গুরুত্বপূর্ণ সত্য বিষয়ে আলোকপাত করব যা সৃষ্টির শুরুতে পয়দা হয়েছে। আল্লাহ্‌র কিতাব আমাদেরকে এ সম্পর্কে অনেক অনেক আগেই বলেছেন আল্লাহ্‌ যিনি রূহ তিনি আরও রূহ সৃষ্টি করেছেন যাকে ফেরেস্তা বলা হয়। কিতাব বলে, "সমস্ত ফেরেস্তাই রুহ"(ইব ১:১৪) আল্লাহ্‌ বাতাসকে তাঁর ফেরেস্তা করেছেন জলন্ত আগুনকে করেছেন তাঁর গোলাম।"(ইব ১:৭) এভাবে কিতাব আমাদের শিক্ষা দেয় ফেরেস্তারা আল্লাহ্‌র মতই রূহ, তাঁদের গঠন/আকার বাতাস ও আগুনের মতই। আমরা বাতাস দেখতে পারি না। কেউ আগুন ছুঁতে পারে না। এ কারণেই

পাঠ - ৩

ইবলিশ ও ফেরেস্তা; ইশাইয়া ১৪, হেজকিল ২৮

ফেরেস্তারা আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে। আল্লাহ্ তাঁদের আমাদের মত শরীর দিয়ে তৈরি করেন নাই। আমরা মানুষেরা শরীর ও রূহ দ্বারা তৈরি কিন্তু ফেরেস্তারা শুধুমাত্র রুহর। এ কারণেই আমরা তাঁদেরকে দেখতে পাই না।

আল্লাহ্ কতজন ফেরেস্তা সৃষ্টি করেছেন? এ সম্পর্কে কিতাব কী বলে? কিতাব বলে অনেক অনেক রূহ যা কেউ গুণতে পারে না। ঊর্ধ্বে আল্লাহ্‌র কাছে সেই ফেরেস্তারা ছিলেন সংখ্যায় হাজার হাজার, কোটি কোটি (প্রকা ৫:১১) আল্লাহ্ আমাদের মাবুদ তিনি মহান (আকবর) যার কোন সীমা নেই, যিনি তাঁর নিজের জন্য হাজার হাজার সুন্দর, উত্তম ও জ্ঞানী ফেরেস্তা সৃষ্টি করেছেন। কিতাব আমাদের এই কথা বলে আল্লাহ্‌র ফেরেস্তারা অনেক শক্তিশালী। তাঁরা আমাদের চেয়েও শক্তিশালী। তাঁরা তাঁদের সৃষ্টির মধ্যে সীমিত ক্ষমতার অধিকারী। তাঁরা সকলেই শক্তিশালী নয়। তাঁরা সব জায়গায় যেতে পারে না; তাঁরা সবকিছু জানে না। তাঁরা সৃষ্টির একটি অংশ। শুধুমাত্র একজনেরই কোন সীমা নেই আর তিনি আল্লাহ্।

ফেরেস্তাদের সম্পর্কে কিছু বিষয় অবশ্যই আমাদেরকে জানতে হবে। যখন আল্লাহ্ ফেরেস্তাদের সৃষ্টি করেন তখন তাঁরা পাক(পবিত্র) ছিলেন। শুরুতে কোন ইবলিশ ফেরেস্তা ছিল না। শুরুতে ইবলিশের কোন অস্তিত্ব ছিল না। কোন শয়তানের রূহ ছিল না। আল্লাহ্ কোন ইবলিশ রূহ সৃষ্টি করেন নাই। আমাদের এই সত্য মনে রাখা উচিত। আল্লাহ্ সবকিছু পারেন। শুধুমাত্র একটু জিনিস ছাড়া; আল্লাহ্ কোন ইবলিশ কাজ করতে পারেন না। এই সত্য ভুললে চলবে না। আল্লাহ্ কোন মন্দ সৃষ্টি করতে পারেন না কারণ তিনি উত্তম। আল্লাহ্ কোন ভুল করতে পারেন না। কারণ তিনি নির্ভুল। কোন গুনাহ তাঁর সত্তা থেকে আসতে পারে না কারণ তিনি খাঁটি ও পাক। আল্লাহ্ যা কিছু চিন্তা করেন ও কর্ম করেন তাহা উত্তম ও নির্ভুল। এ কারণেই কিতাব বলে "কোন খারাপীই আল্লাহকে গুনাহের দিকে টানতে পারে না, আর আল্লাহ্‌ও কাউকে গুনাহের দিকে টানেন না। (ইয়াকুব ১:১৩)

যাই হোক, ইবলিশ কোথা থেকে এসেছেঃ আমরা শীঘ্রই আল্লাহ্‌র উত্তর দেখব, কিন্তু প্রথমে আমাদের কিছু বিষয় অবশ্যই জানতে হবে ফেরেস্তাদের সম্পর্কে। আল্লাহ্ কেন ফেরেস্তাদের সৃষ্টি করলেন? কিতাব আমাদের শিক্ষা দেয় আল্লাহ্ তাঁদেরকে সৃষ্টি করলেন যেন তাঁরা আল্লাহ্‌র সাথে থাকেন ও আল্লাহ্‌কে ভালবাসেন, প্রশংসা করেন ও বেহেস্তে চিরদিনের জন্য সেবা করেন। আল্লাহ্ তাঁদের সকলের মালিক। কারণ তিনি তাঁদের সৃষ্টি করেছেন। তাঁরা ঊর্ধ্ব আসমানে আল্লাহ্‌র গৃহে বেহেস্তে বসবাস করে যা চন্দ্র থেকে অনেক দূরে, এমনকি সূর্য ও তারকা থেকেও। আপনারা কি জানেন একটি বিশেষ জায়গা আছে যেখানে আল্লাহ্ থাকেন? সত্যি, আমাদের গত অধ্যায়ে জানতে পেরেছি আল্লাহ্ সবখানে থাকেন। যাই হোক, কিতাব আমাদের এ শিক্ষাও দেয় যে এ দুনিয়াতে একটি সুন্দর জায়গা আছে যা পাক-পবিত্র; সুন্দর ও আলোকিত; যেখানে আল্লাহ্ বসবাস করেন এবং তাঁর গৌরব প্রকাশ করেন। এই জায়গাকে আল্লাহ্‌র নবীগণ বলেন আল্লাহ্‌র উপস্থিতি বা বেহেস্ত বা জান্নাতুল ফেরদৌস! এখানেই আল্লাহ্ তাঁর পাক ফেরেস্তাদের নিয়ে বসবাস করেন।

ফেরেস্তাদের সম্পর্কে আরও কিছু বিষয় আছে; যা আমাদের জানা উচিত। আর সেটা হল সকল ফেরেস্তারাই সমান নয়। কোন ফেরেস্তা দেখতে সুন্দর, কেউ কেউ অন্যদের চেয়ে জ্ঞানী। কোন কোন ফেরেস্তা বেহেস্তে আল্লাহ্‌র মসনদ ঘিরে থাকেন। তাঁরা হলেন জিবরাইল ও মিখাইল যারা আল্লাহ্‌র পাশে দাঁড়িয়ে থাকেন এবং আল্লাহ্ কর্তৃক দুনিয়াতে কোন বিশেষ কাজের জন্য প্রেরিত হন।

কোন কোন ফেরেস্তা অন্যান্যদের দেখাশুনা করেন। আপনারা কি কখনও লুসিফারের কথা শুনেছেন? আল্লাহ্‌র

পাঠ - ৩

ইবলিশ ও ফেরেস্তা; ইশাইয়া ১৪, হেজকিল ২৮

কিতাব এ সম্পর্কে আমাদের শিক্ষা দেয়। লুসিফার এক সময় সকল ফেরেস্তাদের প্রধান ছিল। আপনারা যদি লুসিফারের গল্প জানেন তাহলে জানতে পারবেন কীভাবে ইবলিশের উৎপত্তি হয়েছিল।

কিতাব আমাদের এ শিক্ষা দেয় আল্লাহ্ যখন ফেরেস্তাদের সৃষ্টি করলেন তখন লুসিফার ছিল সবচেয়ে সুন্দর, শক্তিশালী এবং সকলের চেয়ে জ্ঞানী। লুসিফার মানেই হল উজ্জলতম একজন। লুসিফার ছিলেন অন্যান্য ফেরেস্তাদের চেয়ে জ্ঞান-গরিমায় উত্তম। সমস্ত শক্তি তাঁর কাছে ছিল। আল্লাহ্ তাঁকে ধারণার চেয়েও বেশি সৌন্দর্য ও জ্ঞান দিয়েছিলেন। লুসিফার বাধ্য ছিলেন আল্লাহকে চিরদিনের জন্য সেজদা করা, ভালবাসা ও মান্য করার জন্য কারণ আল্লাহ্ তাঁকে সর্বোচ্চ রহমত দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। যাই হোক, নবীদের লেখা পত্রে আমরা জানতে পারি, লুসিফার আল্লাহ্র প্রতি অবজ্ঞা করতে শুরু করলেন এবং তাঁর মন গর্বে পূর্ণ হতে থাকল। “তুমি মনে মনে বলেছ, আমি বেহেস্তে উঠব, আল্লাহ্র তারাগুলোর উপর আমার সিংহাসন উঠবে, যেখানে দেবতারা জমায়েত হয় উত্তর দিকের সেই পাহাড়ের উপর আমি সিংহাসনে বসব। আমি মেঘের উপরে উঠব; আমি আল্লাহ্ তা’লার সমান হব।” (ইশা ১৪:১৩-১৪)

অবিশ্বাস্য! লুসিফার, আল্লাহ্ তাঁকে যা দিয়েছিলেন তা ছাড়া যার আর কিছুই ছিল না, আল্লাহ্র সর্বঊর্ধ্বে থাকা মহিমাকে চুরি করতে চেয়েছিলেন। শুধু লুসিফারই আল্লাহ্র বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেননি, বেহেশতে থাকা ফেরেস্তাদের এক-তৃতীয়াংশ মহান আল্লাহের বিরুদ্ধে যাবার পথ বেছে নিয়েছিল। (দেখুন প্রকাশিত কালাম ১২:৪)

যা হোক, আল্লাহ্ আল্লাহই এবং আল্লাহ্ লুসিফার ও তাঁর ফেরেস্তারা যা করার পরিকল্পনা করেছিল তার সবকিছুই জানতেন। আমাদের শেষ অধ্যয়নে আমরা যেমন জেনেছি যে আল্লাহ্র কাছে গোপনে কেউই কিছু করতে পারে না কারণ আল্লাহ্ যে কোন কিছু হবার আগেই সেটি জানেন। লুসিফারের মনের ভিতর যে গুনাহ ছিল এবং তাকে যেসব ফেরেস্তারা অনুসরণ করেছিল তাঁদের মনে যে গুনাহ ছিল আল্লাহ্ সেগুলো দেখেছিলেন। ত কী হয়েছিল? আল্লাহ্ কী করেছিলেন? আল্লাহ্র অবস্থান নেওয়ার জন্য যে লুসিফার তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল তাকে কি আল্লাহ্ অনুমতি দিয়েছিলেন? আল্লাহ্ কি গুনাহ মৌকুফ করতে পারেন? আল্লাহ্ কি অহংকার আর বিদ্রোহের গুনাহের সাথে একসাথে বাস করতে পারেন? কখনও না! নবীদের লেখা আমাদের শিক্ষা দেয় যে আল্লাহ্, আমাদের আল্লাহ্ পাক এবং তিনি খারাপ কাজ মেনে নেন না। আল্লাহ্ গুনাহ সহ্য করতে পারেন না। তিনি তাঁর মহিমা অন্য কাউকে দিবেন না। আল্লাহ্ অনন্য, কেউ তাঁর জায়গা নিতে পারে না। এইভাবে, কিতাব বলে যে আল্লাহ্ লুসিফার ও তাঁর মন্দ ফেরেস্তাদের তাঁর পবিত্র উপস্থিতি থেকে বিতাড়ন করে দিয়েছিলেন। লুসিফার ও যারা তাকে অনুসরণ করেছিল তাঁরা আর আল্লাহ্র গৃহ বেহেশতে থাকতে পারল না কারণ তাঁরা আল্লাহ্র জায়গা নিতে চেয়ে গুনাহ করছিল। এজন্য আল্লাহ্ লুসিফার ও তার মন্দ ফেরেস্তাদের বিতাড়ন করেছিলেন। আল্লাহ্, যিনি পবিত্র, অবশ্যই তাঁর সমস্ত বিদ্রোহকারীদের বিচার করবেন ও শাস্তি দিবেন।

গুনাহ করার পর লুসিফারের নাম পরিবর্তন করা হয়েছিল। তাকে আর লুসিফার, যেটি উজ্জ্বল, নামে ডাকা হত না, হত ইবলিশ নামে। ইবলিশ মানে দুশমন।। লুসিফার হয়ে গেল আল্লাহ্র দুশমন। এবং আপনারা জানেন ইবলিশ ও তার ফেরেস্তারা এখনো আল্লাহ্কে এবং যা কিছু ভাল তাকে প্রত্যাখ্যান করে। তারা আল্লাহ্র বাণীকে প্রত্যাখ্যান করে ও অস্বীকার করে। ইবলিশ আল্লাহ্র বিরুদ্ধে লড়াই করে এবং আল্লাহ্র পরিকল্পনাকে ধ্বংস ও বাধা দেয়ার চেষ্টা করে। যাই হোক, আল্লাহ্ সর্বোত্তম বিচারক এবং কেউ তাঁর বিরুদ্ধে জয়লাভ করতে পারে না। “একটা ডিমের একটা পাথরের সাথে যুদ্ধ করা মানায় না।”

পাঠ - ৩

ইবলিশ ও ফেরেস্তা; ইশাইয়া ১৪, হেজকিল ২৮

আসমানি কিতাব আমাদেরকে বলে যে ইবলিশ ও তার ফেরেস্তাদের বিতাড়িত করার পর আল্লাহ্ তাঁদের জন্য জাহান্নামের আগুন তৈরি করলেন যে আগুন কখনও নেভে না। একদিন আসবে যখন আল্লাহ্ শয়তান, তার ফেরেস্তারা এবং যারা তাদের অনুসরণ করে সকলকে সেই আগুনে নিক্ষেপ করবেন। "সেখানে তারা চিরকাল ধরে যন্ত্রণা ভোগ করবে।"(প্রকাশিত কালাম ২০: ১০)

যা হোক, কিতাব আমাদের শিক্ষা দেয় যে শয়তান এখনো আগুনে(জাহান্নাম) নিক্ষিপ্ত হয়নি। আল্লাহ্‌র কালাম বলে যে শয়তান পৃথিবীতেই আছে এবং আল্লাহ্‌র সাথে লড়াই করছে। সে ধ্বংসকারী। সে আল্লাহ্‌র কাজকে ধ্বংস করতে চায়। সে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট মানুষকে বিনষ্ট করতে চায় এবং তার সঙ্গে করে দোজখে নিয়ে যেতে চায়। আল্লাহ্‌র কালাম বলে যে অধিকাংশ মানুষ শয়তানের নিয়ন্ত্রণে কিন্তু সেটা তারা জানে না কারণ শয়তান একজন প্রতারক। এভাবে কিতাব বলে, "শয়তান নিজেকে নূরে পূর্ণ ফেরেস্তা হিসেবে দেখানোর উদ্দেশ্যে নিজে ছদ্মবেশ ধারণ করে।" (২ করিন্থীয় ১১:১৪)। সে মানুষকে ধোকা দেয় যেন তারা আল্লাহ্‌র বাণীর দিকে মনোযোগ না দেয়। এজন্য আল্লাহ্‌র একজন নবী লিখেছিলেন, "সতর্ক থাকো! কারণ তোমাদের শত্রু ইবলিশ গর্জনকারী সিংহের মত কাকে খেয়ে ফেলবে তার খোঁজ করে বেড়াচ্ছে।" (১ পিতর ৫:৮) সতর্ক হও, ইবলিশ তোমাদের চিরদিনের জন্য ধ্বংস করে দিতে চায়।

কিন্তু আল্লাহ্‌র গৌরব হোক। তিনি আমাদেরকে তাঁর কথা বলেছেন যেন আমরা শয়তানের ক্ষমতা থেকে বের হতে পারি। কিতাব বলে, "আপনারা সত্যকে জানতে পারবেন আর সেই সত্যই আপনাদেরকে মুক্ত করবে।"(ইউহোন্না ৮:৩২) আপনারা কি সেই সত্য জানেন যেটা আপনাদের শয়তানের ভয়ানক ফন্দি থেকে মুক্ত করতে পারে? আমরা ভুলে না যাইঃ শয়তান আমাদের থেকে বিজ্ঞ। কিন্তু আল্লাহ্ শয়তান থেকে বিজ্ঞ। শয়তান আমাদের থেকে শক্তিশালী। কিন্তু আল্লাহ্ শয়তানের থেকে শক্তিশালী। আপনি কি সত্য বাণী জানেন যা আপনাকে শয়তানের নিয়ন্ত্রণ থেকে রক্ষা করতে পারে? অনেক মানুষ আল্লাহ্‌র সত্য শুনতে পছন্দ করে না। কেন মানুষ সত্য শুনতে চায় না? কারণ শয়তান তাদেরকে ধোকা দিয়েছে। শয়তানই তাদের যা সত্য না তা বিশ্বাস করতে উৎসাহিত করে। নিশ্চয়ই, সত্য শুনতে সবসময় মধুর নয়। "সত্য একটা গরম গোলমরিচ।" যা হোক, যদি আপনি আল্লাহ্‌র বাণীর সত্যকে জানেন ও বিশ্বাস করেন তাহলে আপনি শয়তানের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হবেন। আল্লাহ্‌র সত্য মানুষকে শয়তানের মিথ্যা থেকে মুক্ত করতে পারে। কিন্তু আপনাকে অবশ্যই সত্যটা জানতে হবে ও বিশ্বাস করতে হবে!

আল্লাহ্‌র কালাম কী বলে তা শুনুন, "প্রিয় সন্তানেরা, তোমরা সব রূহকে বিশ্বাস করো না বরং যাচাই করে দেখো তারা আল্লাহ্ থেকে এসেছে কিনা, কারণ দুনিয়াতে অনেক ভণ্ড নবী বের হয়েছে।" (১ ইউ ৪:১) "যারা নবী হিসেবে আল্লাহ্‌র কালাম বলেন তাঁদের কথা তুচ্ছ করো না, বরং সব কিছু যাচাই করে দেখো। যা ভাল তা ধরে রেখো, আর সবরকম খারাপী থেকে দূরে থেকো।"(১ থিষলনীকীয় ৫:২০-২২) আপনি কি আসলেই জানেন আল্লাহ্‌র নবীরা কী লিখেছেন? আপনি কি সত্য বাণী বুঝতে পারেন? আপনি কি অন্তর থেকে তা বিশ্বাস করেন?

বন্ধুগুণ, শোনার জন্য ধন্যবাদ। আমরা আপনাদের পরবর্তী সম্প্রচারে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানাই যেখানে আমরা আল্লাহ্ কীভাবে পৃথিবী সৃষ্টি করেছিলেন সে সম্পর্কে একসাথে অধ্যয়ন করব। আজকে আমরা যা পড়েছি তার কোনকিছু নিয়ে আপনাদের যদি কোন প্রশ্ন থাকে তাহলে "ধার্মিকতার পথে", ইত্যাদিতে আমাদের

পাঠ - ৩

ইবলিশ ও ফেরেস্তা; ইশাইয়া ১৪, হেজকিল ২৮

লিখুন।

আমরা পরবর্তী সময়ে আপনার সাথে থাকব। আল্লাহ্ আপনাদের দয়া করুন যেহেতু আপনারা তাঁর বাণীর চমৎকার প্রতিশ্রুতিকে গন্য করেছেন "আপনারা সত্যকে জানতে পারবেন আর সেই সত্যই আপনাদের মুক্ত করবে।"

চতুর্থ অধ্যায়

আল্লাহ্ যেভাবে পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন; পয়দায়েশ ১

শ্রোতা বন্ধুরা, আপনাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।
আমরা আল্লাহ্র নামে আপনাদের শুক্রিয়া জানাই, যিনি শান্তির মালিক, যিনি চান সবাই তার প্রতিষ্ঠিত ধার্মিকতার পথকে বুঝুক আর নিজেদের সে পথে উতসর্গ করুক এবং তাঁর সাথে অনন্তকাল প্রকৃত শান্তিতে বাস করুক। আপনাদের সামনে "ধার্মিকতার পথ" অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনার জন্য আজ ফিরে আসতে পেরে আমরা খুশী।

আমাদের গত অনুষ্ঠানে আমরা আল্লাহ্র নবীরা ফেরেস্তা আর শয়তানেদের সম্মন্ধে কী লিখে গিয়েছেন সেগুলো সম্পর্কে জেনেছি। আমরা শিখেছি যে আল্লাহ্ শুরুতে লক্ষ লক্ষ রূহ তৈরি করেছিলেন যাদেরকে ফেরেস্তা বলে ডাকতেন। ফেরেস্তাদের মধ্যে একজন অন্যদের থেকে বেশি বুদ্ধিমান ও সুন্দর ছিল। সেই ফেরেস্তার নাম ছিল লুসিফার। যা হোক, একদিন আসল যখন লুসিফার নিজেকে নিজে মহিমান্বিত করল এবং আল্লাহ্র প্রতি অবজ্ঞা করল, আল্লাহ্র জায়গা সে নিতে চাইল। অন্য অনেক ফেরেস্তারাও লুসিফারের গুনাহর কাজে তাকে অনুসরণ করল। এভাবে আল্লাহ্, যিনি তাঁর বিরুদ্ধে যারা বিদ্রোহ করে তাঁদের সহ্য করেন না, লুসিফার ও মন্দ ফেরেস্তাদের তাঁর পবিত্র স্থান থেকে বিতাড়িত করলেন। লুসিফারের নাম পরিবর্তিত হয়ে গেল শয়তান হিসেবে-যার মানে শত্রু। শয়তান ও তার ফেরেস্তাদের আল্লাহ্ বিতাড়িত করার পর তিনি তাদের জন্য জাহান্নামের আগুন তৈরি করলেন যা কখনও নেভে না। এবং একদিন আল্লাহ্ শয়তান ও তাকে অনুসরণ করা সবাইকে সেই আগুনে নিক্ষেপ করলেন। যা হোক, শয়তানকে এখনো জাহান্নাম রাখা হয় নি। সে পৃথিবীতেই আছে, যাকে পারে তাকেই ধোঁকা দেয়ার জন্য খুঁজে বেড়ায় যেন তারাও ধ্বংস হয়ে যায়।

আজ আমাদের নবীদের লেখাগুলোর মধ্যে চতুর্থ অধ্যয়ন। তৌরাত শরীফের পয়দায়েশ নামের প্রথম কিতাবের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম দুই আয়াতে বলে, "সৃষ্টির শুরুতেই আল্লাহ্ আসমান ও জমিন সৃষ্টি করলেন। দুনিয়ার উপরটা তখনও কোন বিশেষ আকার পায় নি, আর তার মধ্যে জীবন্ত কিছুই ছিল না; তার উপরে ছিল অন্ধকারে ঢাকা গভীর পানি।"(পয়দায়েশ ১:১,২)

সৃষ্টির শুরুতে যখন আল্লাহ্ বেহেশত ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছিলেন তখন এই পৃথিবীতে কোন কিছুই বাস করত না। সবকিছুই ছিল আকারহীন ও অন্ধকার। শুধু শয়তান ও তার ফেরেস্তারা এখানে ছিল। যা হোক, আল্লাহ্ মানুষ সৃষ্টি করার পরিকল্পনা করলেন, যাদের আল্লাহ্কে জানার, তাকে ভালবাসার ও চিরদিন তাঁর বাধ্য থাকার সামর্থ থাকবে। যা হোক, মানুষ সৃষ্টির আগে আল্লাহ্ একটা সুন্দর পৃথিবী সৃষ্টির পরিকল্পনা করলেন যেখানে মানুষ সত্যিকার সমৃদ্ধির মধ্যে বাস করতে পারবে। আজকে তাহলে আমরা দেখব কীভাবে আল্লাহ্ মানুষ অর্থাৎ যাদেরকে তিনি সৃষ্টির পরিকল্পনা করেছিলেন, তাদের জন্য পৃথিবী সৃষ্টি ও প্রস্তুত করেছিলেন।

আল্লাহ্ কীভাবে পৃথিবী সৃষ্টি করেছিলেন সে সম্পর্কে কিতাব কী বলে? এটা বলে, "মাবুদ ছয় দিনে আসমান, জমিন, সমুদ্র এবং সেগুলোর মধ্যেকার সবকিছু তৈরি করেছিলেন।" (হিজরত ২০:১১) এখন তৌরাত শরীফের প্রথম অধ্যায়ের দিকে আমরা দেখি যে ওই ছয় দিনে আল্লাহ্ কী সৃষ্টি করেছিলেন।

১) প্রথম দিনের বিষয়ে কিতাব বলে, "আল্লাহ্র রূহ সেই পানির উপরে চলাফেরা করছিলেন। আল্লাহ্ বললেন, 'আলো হোক।' আর তাতে আলো হল। তিনি দেখলেন তা চমৎকার হয়েছে। তিনি অন্ধকার থেকে আলোকে আলাদা করে আলোর নাম দিলেন দিন আর অন্ধকারের নাম দিলেন রাত। একইভাবে সন্ধ্যাও গেল সকালও

গেল, আর সেটাই ছিল প্রথম দিন। ”(পয়দায়েশ ১:২-৫)

এভাবে প্রথম দিনে আল্লাহ্‌ নির্দেশ দিয়েছিলেন, “অন্ধকারের মধ্যে আলো হোক।” আল্লাহ্‌ পৃথিবীকে নির্দেশ দিলেন, যেটা স্বর্গে দেখতে সুন্দর একটা বলের মত, প্রতি চব্বিশ ঘণ্টায় একবার ঘুরতে। এ কারণেই আমাদের প্রায় বার ঘণ্টা দিনের আলো ও বার ঘণ্টা রাত আছে। প্রথম দিনে অন্ধকার থেকে আলোকে পৃথক করে আল্লাহ্‌ কি চমৎকার কাজটাই না করেছিলেন!

২) দ্বিতীয় দিনের বিষয়ে কিতাব বলে, “তারপর আল্লাহ্‌ বললেন, ‘পানির মধ্যে একটা ফাঁকা জায়গার সৃষ্টি হোক, আর তাতে পানি দু'ভাগ হয়ে যাক।’ এইভাবে আল্লাহ্‌ পানির মধ্যে একটা ফাঁকা জায়গার সৃষ্টি করলেন এবং নিচের পানি ও উপরের পানি আলাদা করলেন। তাতে উপরের পানি ও নিচের পানি আলাদা হয়ে গেল। আল্লাহ্‌ যে ফাঁকা জায়গার সৃষ্টি করেছিলেন তার নাম তিনি দিলেন আসমান।” (পয়দায়েশ ১:৬-৮)

দ্বিতীয় দিনে আল্লাহ্‌ পৃথিবীর চারদিকে আসমান সৃষ্টি করলেন যেটাকে আমরা বায়ুমণ্ডল বলি। বায়ুমণ্ডল হল আসমান যেটা পৃথিবীর চারদিক ঘিরে রাখে এবং যে বাতাস আমরা নিঃশ্বাসের সাথে নিই তাকে ধারণ করে। সেই একই বায়ুমণ্ডলটাই সূর্যের তাপ ও অন্যান্য দুর্যোগ থেকে সব কিছুকে রক্ষা করে। দ্বিতীয় দিনে আল্লাহ্‌র তৈরি করা এই বিশেষ আসমানটি ছাড়া মানুষ পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে পারত না।

৩) তৃতীয় দিনে আল্লাহ্‌ মহাসাগর, শুকনো ভূমি ও সবুজ উদ্ভিদ সৃষ্টি করলেন। কিতাব কী বলে তা শুনুনঃ “এরপর আল্লাহ্‌ বললেন, ‘আসমানের নিচের সব পানি এক জায়গায় জমা হোক এবং শুকনো জায়গা দেখা দিক।’ আর তাই-ই হল। আল্লাহ্‌ সেই শুকনো জায়গার নাম দিলেন ভূমি, আর সেই জমা হওয়া পানির নাম দিলেন সমুদ্র। আল্লাহ্‌ দেখলেন তা চমৎকার হয়েছে। তারপর আল্লাহ্‌ বললেন, ‘ভূমির উপর ঘাস গজিয়ে উঠুক; আর এমন সব শস্য ও শাক সবজির গাছ হোক যাদের নিজের নিজের বীজ থাকবে। ভূমির উপর বিভিন্ন জাতের ফলের গাছও গজিয়ে উঠুক যেগুলোতে তাদের নিজের নিজের ফল ধরবে; আর সেই সব ফলের মধ্যে থাকবে তাদের নিজের নিজের বীজ। আর তাই-ই হল… আর আল্লাহ্‌ দেখলেন তা চমৎকার হয়েছে। এইভাবে সন্ধ্যাও গেল সকালও গেল আর সেটাই ছিল তৃতীয় দিন।” (পয়দায়েশ ১:৯-১১, ১৩)

এভাবে তৃতীয় দিনে আল্লাহ্‌, যিনি মহান নকশাকার, মহাসাগর আর নদীর পাশাপাশি হাজারও জাতের বিভিন্ন গাছ আর উদ্ভিদ সৃষ্টি করলেন যেগুলোর প্রত্যেকটির নিজস্ব ফল ও বীজ আছে। বিভিন্ন প্রকারের কত সুস্বাদু সব খাবার আল্লাহ্‌ সৃষ্টি করেছিলেনঃ আম, কলা, নারকেল, তরুমুজ, টমেটো, বাঁধাকপি, গাজর, ধান, ভুট্টা, বাদাম এবং আরও কত হাজারও রকমের খাবার! এবং আল্লাহ্‌ তাঁর সৃষ্ট এসব কিছু সম্পর্কে বলেছিলেন, “এটা চমৎকার।”। আল্লাহ্‌ যা কিছু সৃষ্টি করেন আর যা করেন তাঁর সবকিছুই ভাল, অপূর্ব আর নিখুঁত। আমরা ইতিমধ্যে দেখেছি যে আল্লাহ্‌ একটি মাত্র বিষয়ই আছে যেটি করতে পারেন না। যা মন্দ কেবল সেটিই আল্লাহ্‌ করতে পারেন না কারণ তিনি মহান।
সম্ভবত আপনাদের কেউ কেউ জিজ্ঞেস করতে পারেন, “যদি আল্লাহ্‌ মহান হন তাহলে পৃথিবী কেন মন্দতা আর শত্রুতা দিয়ে ভরা? কেন আমার মাঠে এ বছর ভাল শস্য হল না? কেন আমার সন্তান অসুস্থ? যদি আল্লাহ্‌ মহানই হন তবে কেন মানুষের মধ্যে মন্দতা আসে? আসলেই এগুলো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এবং পাক কিতাব আমাদের প্রশ্নগুলো নিয়ে সন্তোষজনক উত্তর দেয় যেগুলো আমরা আসন্ন অধ্যয়নে জানব। যা হোক, আজকের

চতুর্থ অধ্যায়

আল্লাহ্ যেভাবে পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন; পয়দায়েশ ১

জন্য কেবল এই গুরুত্বপূর্ণ সত্যটি মনের ভিতর ধারণ করুনঃ আল্লাহ্ মহান এবং এজন্যই আল্লাহ্ যা সৃষ্টি করেছিলেন তাঁর সব কিছুও মহান ছিল।

এক মুহূর্ত সময় নিয়ে চলুন আমরা আল্লাহ্‌র মহত্ত্বকে বিবেচনা করি। আমরা মাত্রই শুনলাম কীভাবে তিনি তৃতীয় দিনে গাছপালা সৃষ্টি করেছিলেন। আপনি কি জানেন কেন আল্লাহ্ ফলসহ গাছ সৃষ্টি করেছিলেন? আল্লাহ্‌র কি সেগুলোর দরকার ছিল? তিনি কি সুন্দর ফলে ভরা গাছ সৃষ্টি করেছিলেন তাঁর নিজের ক্ষুধা নিবারণের জন্য? না! আল্লাহ্ যিনি সৃষ্টিকর্তা তিনি কখনও ক্ষুধার্ত হন না এবং তাঁর কখনও কিছু দরকার হয় না। কেন তাহলে তিনি গাছ সৃষ্টি করেছিলেন? কিতাব আমাদেরকে দেখায় যে আল্লাহ্ সবকিছু তাঁর মহিমায় সৃষ্টি করেছিলেন মানুষের জন্য যাদেরকে তিনি ষষ্ঠ দিনে সৃষ্টির পরিকল্পনা করেছিলেন।

আপনারা কি আল্লাহ্‌র মহিমা স্মরণ করেন? আপনারা কি সুস্বাদু একটি আম খাওয়ার সময়, অথবা একটি ফুলের সুবাসিত ঘ্রাণ নেওয়ার সময় আল্লাহ্‌র মহিমাকে স্মরণ না করে পারেন? আপনি একটা গাছ দেখেন কিন্তু যিনি আপনার জন্য সেটি তৈরি করেছেন তাকে ধন্যবাদ না দিয়ে পারেন? গাছ ছাড়া জীবন হত ভয়ানক। আমরা রান্না করার জন্য কোন জ্বালানি কাঠ পেতাম না অথবা নৌকা বা ঘর তৈরির জন্য কোন কাঠের তক্তা পেতাম না। গরমের দিনে বসে জিরানোর জন্য কোন ছায়া পেতাম না অথবা চা এবং ওষুধের জন্য কোন পাতাও পেতাম না। গাছ ছাড়া জীবন অসম্ভব হয়ে যেত। আল্লাহ্‌র সৃষ্টি করা এসব গাছপালাগুলো সেসব হাজারও ভাল জিনিসের মধ্যে একটি যা তিনি আমাদের সুখের জন্য তৈরি করেছেন। আল্লাহ্ চান আমরা যেন তাঁর মহিমাকে স্মরণ করি। নবী হযরত দাউদ জবুর শরীফে লিখেছেন, "স্বাদ নিয়ে দেখো মাবুদ মেহেরবান।"(জবুর শরীফ ৩৪:৮) কিন্তু এখন আমরা আমাদের সময় শেষ হওয়ার আগে আজকের অধ্যয়ন চালিয়ে যাব।

৪) চতুর্থ দিনে আল্লাহ্ বললেন, "আসমানের মধ্যে আলো দেয় এমন সব কিছু দেখা দিক, আর তা রাত থেকে দিনকে আলাদা করুক। সেগুলো আলাদা আলাদা দিন, ঋতু আর বছরের জন্য চিহ্ন হয়ে থাকুক।" (পয়দায়েশ ১:১৪) আল্লাহ্ কেবল নির্দেশ দিয়েছিলেন আর তাতে সূর্য, চন্দ্র আর তারকামণ্ডলী আসমানে অস্তিত্বমান হয়েছিল। আল্লাহ্ আরেকবার কথা বললেন আর তাতে পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরতে আরম্ভ করল। তিনি আবারও কথা বললেন আর তাতে চাঁদ পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘুরতে আরম্ভ করল।
আল্লাহ্ পৃথিবীর সবকিছু সৃষ্টিতে কীসের ব্যবহার করেছিলেন? এ ব্যাপারে কিতাব কী বলে? কিতাব বলেঃ

"আল্লাহ্‌র মুখের কথাতে এই দুনিয়া সৃষ্টি হয়েছিল। তাতে বোঝা যায় যা আমরা দেখতে পাই তা কোন দেখা জিনিস থেকে সৃষ্টি হয়নি।" প্রথমেই কালাম ছিলেন, কালাম আল্লাহ্‌র সঙ্গে ছিলেন এবং কালাম নিজেই আল্লাহ্ ছিলেন। আর প্রথমেই তিনি আল্লাহ্‌র সঙ্গে ছিলেন। সব কিছুই সেই কালামের দ্বারা সৃষ্ট হয়েছিল, আর যা কিছু সৃষ্ট হয়েছিল সেগুলোর মধ্যে কোন কিছুই তাঁকে ছাড়া সৃষ্ট হয়নি।"(ইউহোন্না ১:১-৩)

আমরা ইতিমধ্যে পড়েছি যে প্রথম দিনে আল্লাহ্ শুধু বলেছিলেন, "আলো হোক" আর তাতে আলো হয়েছিল। দ্বিতীয় দিনে আল্লাহ্ বলেছিলেন, "ফাঁকা জায়গার সৃষ্টি হোক।" আর তাতে ফাঁকা জায়গার সৃষ্টি হয়েছিল। তৃতীয় দিনে আল্লাহ্ আবার কথা বললেন এবং তিনি যা বললেন তা-ই অস্তিত্বমান হল এবং এভাবে চলতে থাকল। এখন তাহলে আল্লাহ্ এই দুনিয়াতে যা কিছু আছে সব সৃষ্টি করতে কী ব্যবহার করেছিলেন? আল্লাহ্ তাঁর কথা ছাড়া আর কিছুই ব্যবহার করেননি। তিনি শুধু কথা বলেছিলেন এবং যা বলেছিলেন তাই ঘটেছিল।

চতুর্থ অধ্যায়

আল্লাহ্ যেভাবে পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন; পয়দায়েশ ১

আল্লাহ্ তাঁর কথার মাধ্যমেই সব সৃষ্টি করেছিলেন। এবং কিতাব বলে যে আল্লাহ্ শুধু তাঁর কথার মাধ্যমে সবকিছু সৃষ্টিই করেননি, তিনি তাঁর শক্তিশালী কথার মাধ্যমে সবকিছু ধরে রেখেছিলেন(সব কিছু একসাথে ধরে রাখা)। চাঁদ আর তারকামন্ডলী যে আসমানে তাদের যার যার নির্দিষ্ট জায়গায় আছে সেটা আল্লাহ্র কথার শক্তিতেই আছে। সূর্য যে প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে উদয় হয় আর অস্ত যায় সেটা আল্লাহ্র নির্দেশেই। শুধু চিন্তা করে দেখুন আমাদের জীবন কতটা কঠিন হত যদি আমরা না জানতাম আগামীকাল সূর্য উঠবে কি উঠবে না! কিতাব বলে, "আল্লাহ্ বিশ্বাসযোগ্য।" (১ করিন্থীয় ১:৯) তাঁর উপর নির্ভর করা যায়। তিনি কখনো তাঁর কথার বরখেলাপ করেন না। তিনি কখনও পরিবর্তিত হন না। "প্রভুর কালাম চিরকাল থাকে।" (১ পিতর ১:২৫)

৫) পঞ্চম দিনে আল্লাহ্ মাছ ও পাখির হাজার হাজার প্রজাতি সৃষ্টি করলেন। কিতাব বলে, "তারপর আল্লাহ্ বললেন, 'পানি বিভিন্ন প্রাণীর ঝাঁকে ভরে উঠুক আর দুনিয়ার উপরে আসমানের মধ্যে বিভিন্ন পাখি উড়ে বেড়াক।' এইভাবে আল্লাহ্ সমুদ্রের বড় বড় প্রাণী এবং পানির মধ্যে ঝাক বেঁধে ঘুরে বেড়ানো বিভিন্ন জাতের প্রাণী সৃষ্টি করলেন। এছাড়া তিনি বিভিন্ন জাতের পাখিও সৃষ্টি করলেন। তাদের প্রত্যেকের নিজের নিজের জাতি অনুসারে বংশ বৃদ্ধির করার ক্ষমতা রইল। আল্লাহ্ দেখলেন তা চমৎকার হয়েছে। আল্লাহ্ তাদের এই বলে দোয়া করলেন, 'বংশবৃদ্ধির ক্ষমতায় পূর্ণ হয়ে তোমরা নিজেদের সংখ্যা বাড়িয়ে তোল আর তা দিয়ে সমুদ্রের পানি পূর্ণ করো। দুনিয়ার উপরে পাখিরাও নিজের নিজের সংখ্যা বাড়িয়ে তুলুক।' এইভাবে সন্ধ্যাও গেল সকালও গেল, আর সেটাই ছিল পঞ্চম দিন।" (পয়দায়েশ ১: ২০-২৩)

ষষ্ঠ দিন সম্পর্কে কিতাব আমাদেরকে বলে যে আল্লাহ্ জীবজন্তু আর মানুষ সৃষ্টি করেছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে আজ আমাদের হাতে এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করার সময় নেই। আল্লাহ্ চাইলে আগামী অনুষ্ঠানে আল্লাহ্ কীভাবে ও কেন প্রথম মানুষ সৃষ্টি করেছিলেন এ বিষয়ে কিতাব বলে সেটা নিয়ে সতর্কতার সাথে অনুসন্ধান করব।

আজ আমরা আল্লাহ্র মহিমাকে অনুধাবন করেছি। আমরা আল্লাহ্র নবী হযরত দাউদ কী লিখেছেন তা পড়েছি, ""স্বাদ নিয়ে দেখো মাবুদ মেহেরবান।" বন্ধুগণ, আপনারা কি আসলেই আল্লাহ্র মহিমাকে উপলব্ধি করেছেন? প্রতিদিন আমরা বিভিন্ন রকমের খাবারের স্বাদ গ্রহণ করি যা আল্লাহ্ আমাদের জন্য যোগান দিয়েছেন, কিন্তু আমরা কি আসলেই আল্লাহ্র মহিমাকে উপলব্ধি করতে আর চিনতে পেরেছি? আপনি যদি আসলেই আল্লাহ্র মহিমাকে উপলব্ধি করতে চান তাহলে আপনাকে অবশ্যই আল্লাহ্র কালাম শুনতে হবে আর তা বিশ্বাস করতে হবে। পাক কিতাব বলে, "মানুষ কেবল রুটিতেই বাঁচে না, কিন্তু আল্লাহ্র মুখের প্রত্যেকটি কালামেই বাঁচে।"(মথি ৪:৪) আমাদের পরবর্তী পাঠে আমরা জানতে পারব যে মানুষ শুধু কেবল একটি শরীর নয় কিন্তু একটা রূহেরও মালিক। আমাদের রূহ অবশ্যই আল্লাহ্র কালামের উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকে। আল্লাহ্র কালাম খুব সুন্দর আর অতুলনীয় চমৎকার কিন্তু আমাদের সেটির জন্য ক্ষুধার্ত থাকতে হবে। আপনার পাকস্থলী খাবারের জন্য যেমন ক্ষুধার্ত থাকে আপনার রূহ কি আল্লাহ্র জ্ঞান এবং তাঁর শাশ্বত কালামের জন্য তেমন ক্ষুধার্ত থাকে? আপনি যদি আল্লাহ্র কালামের জন্য এরকমভাবে ক্ষুধার্ত থাকেন তাহলে আপনি সেই সত্য আবিষ্কার করবেন যেটা আপনাকে এই দুনিয়াতে এবং বেহেশতে আল্লাহ্র সাথে প্রকৃত শান্তির অক্ষত উত্তরাধিকারী করবে। আমরা জানি যে এটা সত্য কারণ আল্লাহ্ নিজে সেটা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এটা বলার মাধ্যমে "মোবারক তারা মনেপ্রাণে আল্লাহ্র ইচ্ছামত চলতে চায়, কারণ তাদের সেই ইচ্ছা পূর্ণ হবে।"(মথি ৫:৬) আমিন।

চতুর্থ অধ্যায়

আল্লাহ্ যেভাবে পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন; পয়দায়েশ ১

আপনাদের মনোযোগের জন্য ধন্যবাদ। আমরা আপনাদের অনুরোধ করি পরবর্তী সময়ে আমাদের সাথে অংশগ্রহণ করার জন্য কারণ আমরা দেখব কীভাবে আল্লাহ্ প্রথম মানুষ সৃষ্টি করেছিলেন এবং আরও গুরুত্বপূর্ণ হল কেন তিনি তাকে সৃষ্টি করেছিলেন...আল্লাহ্ আপনাদের রহমত করুন এবং যে সুন্দর আমন্ত্রণ তিনি আপনাদের করেছেন আপনারা যেন তা কখনও ভুলে না যানঃ

"স্বাদ নিয়ে দেখো মাবুদ মেহেরবান।"

পঞ্চম অধ্যায়

আল্লাহ্‌ কেন মানুষ সৃষ্টি করলেন; পয়দায়েশ ১,২

শ্রোতা বন্ধুরা, আপনাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।

আমরা আল্লাহ্‌র নামে আপনাদের শুক্রিয়া জানাই, যিনি শান্তির মালিক, যিনি চান সবাই তার প্রতিষ্ঠিত ধার্মিকতার পথকে বুঝুক আর নিজেদের সে পথে উতসর্গ করুক এবং তাঁর সাথে অনন্তকাল প্রকৃত শান্তিতে বাস করুক। আপনাদের "ধার্মিকতার পথ" অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনার জন্য আজ ফিরে আসতে সমর্থ হওয়ায় আমরা খুশী।

আমাদের শেষ অনুষ্ঠানে আল্লাহ্‌ কীভাবে বেহেস্ত, পৃথিবী, মহাসাগর এবং এগুলোর মধ্যে যা যা থাকে সেগুলো কীভাবে সৃষ্টি করেছিলেন সে সম্পর্কে পড়েছিলাম। আল্লাহ্‌ মাবুদ কোন কিছু ছাড়াই শুধু তাঁর মুখের কথায় ছয় দিনে সব কিছু সৃষ্টি করেছিলেন। আমরা দেখেছিলাম কেন আল্লাহ্‌ পৃথিবী সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি এটি সৃষ্টি করেছিলেন মানুষের জন্য যাদেরকে তিনি তাঁর নিজের মহিমার জন্য তৈরির পরিকল্পনা করেছিলেন। আল্লাহ্‌র কি দয়া যে তিনি সুন্দর আর চমৎকার একটা জায়গা তৈরি করেছেন যাতে মানুষ সত্যিকারের সমৃদ্ধির সাথে বসবাস করতে পারে!

আজকে আমরা কিতাব দেখব এবং জানব ঠিক কীভাবে আল্লাহ্‌ প্রথম মানুষকে সৃষ্টি করেছিলেন। আল্লাহ্‌র সহায়তায় আমরা আরও বোঝার চেষ্টা করব কেন তিনি মানুষ সৃষ্টি করলেন। তৌরাত শরীফের পয়দায়েশ কিতাবের প্রথম রুকু ছাব্বিশ নং আয়াতে আল্লাহ্‌র কালাম বলে,

"তারপর আল্লাহ্‌ বললেন, 'আমরা আমাদের মত করে এবং আমাদের সঙ্গে মিল রেখে এখন মানুষ তৈরি করি। তারা সমুদ্রের মাছ, আকাশের পাখি, পশু, বুকে হাঁটা প্রাণী এবং সমস্ত দুনিয়ার উপর রাজত্ব করুক।' পরে আল্লাহ্‌ তাঁর মত করেই মানুষ সৃষ্টি করলেন। হ্যাঁ, তিনি তাঁর মত করেই মানুষ সৃষ্টি করলেন, সৃষ্টি করলেন পুরুষ ও স্ত্রীলোক করে।"(পয়দায়েশ ১:২৬,২৭)

আমাদের সামনে একটি গভীর ও অসাধারণ সত্য আছে যেটা সবার বোঝা দরকারঃ আল্লাহ্‌ তাঁর মত করেই প্রথম পুরুষ ও স্ত্রী লোককে সৃষ্টি করলেন! বিষয়টি নিয়ে ভাবুন! আল্লাহ্‌ মানুষকে তাঁর মত হওয়ার জন্য তৈরি করলেন। সত্যিকারভাবেই, মানুষ আল্লাহ্‌র সৃষ্ট সকল সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ্‌র মত করে শুধু মানুষকেই সৃষ্টি করা হয়েছিল।

এখন আল্লাহ্‌র কালামের অর্থটা কী যখন এটা বলা হয়ঃ "আল্লাহ্‌ নিজের মত করেই মানুষ সৃষ্টি করলেন"? দ্বিতীয় রুকু সাত নং আয়াতে কিতাব বলেঃ "মাবুদ আল্লাহ্‌ মাটি দিয়ে একটি পুরুষ মানুষ তৈরি করলেন এবং তাঁর নাকে ফুঁ দিয়ে তার ভিতরে জীবন বায়ু ঢুকিয়ে দিলেন। তাতে সেই মানুষ একটি জীবন্ত প্রাণী (রূহ) হল।"(পয়দায়েশ ২:৭) এই এই আয়াতে লক্ষ করি যে যখন আল্লাহ্‌ প্রথম পুরুষ মানুষ তৈরি করেছিলেন তিনি দুইটি উপাদান দিয়ে তাকে তৈরি করেছিলেনঃ একটা শরীর এবং একটা রূহ। মানুষ শুধু একটি শরীরসর্বস্ব প্রাণী নয়। তার একটি শরীর আর একটি রূহ আছে। আল্লাহ্‌ মানুষকে দুইটি ধাপে তৈরি করেছিলেন। কিতাব কী বলে তা আবার শুনুনঃ একঃ "মাবুদ আল্লাহ্‌ মাটি দিয়ে একটি পুরুষ মানুষ তৈরি করলেন" দুইঃ আল্লাহ্‌ "তার নাকে ফুঁ দিয়ে তাঁর ভিতরে জীবন বায়ু ঢুকিয়ে দিলেন এবং তাতে সেই মানুষ একটি জীবন্ত প্রাণী (রূহ) হল।"

পঞ্চম অধ্যায়

আল্লাহ্ কেন মানুষ সৃষ্টি করলেন; পয়দায়েশ ১,২

এই কিতাব দেখে আমরা জানতে পারি যে আল্লাহ্ যখন পুরুষ মানুষ তৈরি করেছিলেন তখন তিনি প্রথমে একটা শরীর তৈরি করেছিলেন। কেন আল্লাহ্ প্রথমে শরীর তৈরি করলেন? তিনি প্রথমে শরীর তৈরি করেছিলেন যাতে তিনি মানুষের রূহকে এই শরীরের ভিতর বাস করার স্থান দিতে পারেন। আপনি কি জানেন যে আপনার শরীর হল আপনার ঘর; অস্থায়ী তাঁবু যেটার ভিতর আপনার "প্রকৃত আপনি'টি (আপনার রূহ) বাস করে? কিতাব এটাই শিক্ষা দেয়, "এই দুনিয়াতে যে শরীর আমাদের আছে সেটা তাঁবুর মত। (২ করিন্থীয় ৫:১) আল্লাহ্ রূহের বসবাসের জন্য মানুষের শরীর সৃষ্টি করেছিলেন।

আল্লাহ্ কী দিয়ে প্রথম মানব শরীর তৈরি করেছিলেন? কিতাব বলে যে মাবুদ মাটি দিয়ে এটা তৈরি করেছিলেন। আমরা যে আধুনিক যুগে বাস করি সেখান থেকে আমরা জানি যে পৃথিবীর মাটি বিশটি রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে গঠিত। বিজ্ঞানীরা আমাদেরকে বলেন যে সেই বিশটি রাসায়নিক পদার্থের সবগুলোই মানুষের শরীরে পাওয়া যায়। এজন্য আল্লাহ্‌র নবী হযরত দাউদ জবুর শরীফে লিখেছিলেন, "কীভাবে আমরা গড়া তা ত তাঁর অজানা নেই; আমরা যে ধুলি ছাড়া আর কিছু নই তা তাঁর মনে আছে।" (জবুর শরীফ ১০৩:১৪) হ্যাঁ, শরীর ধুলা থেকে তৈরি, কিন্তু তার মানে এই নয় যে সেটা মূল্যহীন। মানব শরীরে সত্তর লক্ষ কোটি অংশ আছে যেগুলোকে আমরা কোষ বলি। এই সবগুলো কোষই একসাথে গঠিত আর নকশা করা যাতে সেগুলো নিখুঁত সমন্বয়ের মাধ্যমে ক্রিয়া করতে পারে। মানব শরীর একটি অলৌকিক বিষয়! আল্লাহ্ আমাদের শরীরে মস্তিস্ক, হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, পাকস্থলী, যকৃত, অন্ত্র, হাড়, পেশী, চামড়া, চোখ, কান, নাক, মুখ ও আরও অনেক অনেক চমৎকার অঙ্গ স্থাপন করেছেন। প্রতিটি অঙ্গই তার কাজ 'জানে'। শুধু আল্লাহ্ সেটা তৈরি করতে পারতেন। এজন্য নবী হযরত দাউদও লিখেছেন, "আমি তোমার প্রশংসা করি, কারণ আমি ভীষণ আশ্চর্যভাবে গড়া; আশ্চর্য তোমার সব কাজ, আমি তা ভাল করেই জানি!" (জবুর শরীফ ১৩৯:১৪)

হ্যাঁ, মানব শরীর একটা অবিশ্বাস্য বিস্ময়! ত এটা কি মানুষের শরীর ছিল যা আল্লাহ্ তাঁর মত করে তৈরি করেছিলেন? না। এটা হতে পারে না কারণ আল্লাহ্ হচ্ছে রূহ। আল্লাহ্ মানুষের শারীরিক কাঠামোকে তাঁর নিজের মত করে তৈরি করেননি। তাহলে কিতাব যখন বলে "আল্লাহ্ তাঁর নিজের মত করে মানুষ তৈরি করলেন" এটা কী অর্থ বোঝায়? এটার অর্থ হল আল্লাহ্ তাঁর মত করে মানুষের রূহকে তৈরি করেছেন।

আমরা ইতিমধ্যে লক্ষ করেছি যে আল্লাহ্ যখন প্রথম মাটি দিয়ে পুরুষ মানুষের শরীর তৈরি করেছিলেন এটা ছিল প্রাণহীন। এটা ছিল শুধু একটা মৃতদেহ। কেন আল্লাহ্ শরীরের ভিতর আত্মা প্রবেশ করানোর আগে শরীর তৈরি করলেন? কেন আল্লাহ্, যিনি সর্বশক্তিমান, একটা সাধারণ ধাপের মাধ্যমে মানুষকে তৈরি করলেন না যেটা তিনি অন্য সব সৃষ্টির ক্ষেত্রে করেছিলেন? সম্ভবত আল্লাহ্ এটা করেছিলেন আমাদেরকে শিক্ষা দেয়ার জন্য যে মানুষের নিজের তার জীবনের উপর কোন ক্ষমতা নেই। মানুষ নিজেকে জীবন দিতে পারে না এবং মানুষ কোন জীবন্ত কিছু সৃষ্টি করতে পারে না। আল্লাহ্ জীবনের মাবুদ এবং কেবল তাঁর মধ্যেই জীবন খুঁজে পাওয়া যায়। মানুষের কাছ থেকে জীবন আসে না, এটা আল্লাহ্‌র দেয়া উপহার। কিতাব বলে, "মাবুদ আল্লাহ্ তার নাকে ফুঁ দিয়ে তার ভিতরে জীবন বায়ু ঢুকিয়ে দিলেন এবং তাতে সেই মানুষ একটি জীবন্ত প্রাণী হল।" আল্লাহ্ যে শরীরটা তৈরি করেছিলেন সেটা বেঁচে থাকতে শুরু করল। কেন সেটা জীবিত ছিল? কারণ আল্লাহ্, জীবনের মাবুদ, সেটাকে একটা রূহ দিয়েছিলেন। আল্লাহ্ মৃত দেহটার ভিতর ফুঁ দিয়ে তাঁর প্রাণ দিয়েছিলেন। আল্লাহ্‌র ভিতর যে প্রাণ ছিল সেটা তখন মানুষের ভিতর আসল। এভাবে মানুষ একটা জীবিত সত্তা হিসেবে আবির্ভূত হল।

তাহলে আল্লাহ্ যেটিকে তাঁর নিজের মত করে তৈরি করেছিলেন সেটি কী ছিল? রূহ। আল্লাহ্ তাঁর নিজের মত

করে মানুষের রূহকে তৈরি করেছিলেন। আপনি কি জানতেন আল্লাহ্র রূহের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যেগুলো মানুষের রূহের ভিতরেও খুঁজে পাওয়া যায়? আজকের পাঠ শেষ করার আগে আমরা আল্লাহ্র তিনটি বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করতে চাই যেগুলো মানুষের মধ্যেও খুঁজে পাওয়া যায়। যে তিনটি বৈশিষ্ট্য আমরা আল্লাহ্র সাথে ভাগাভাগি করি সেগুলো নিয়ে চিন্তা করলে আমরা ভাল বুঝতে পারি কিতাব "আল্লাহ্ তাঁর নিজের মত করে মানুষকে তৈরি করলেন" বলার মাধ্যমে কী বোঝাতে চায়। যে তিনটি বৈশিষ্ট্য আল্লাহ্ মানুষের রূহের ভিতর স্থাপন করেছেন সেগুলো হলঃ

একঃ আল্লাহ্ মানুষকে একটি মন(রূহ) দিয়েছেন যেন সে আল্লাকে জানতে পারে
দুইঃ আল্লাহ্ মানুষকে একটি হৃদয়(আবেগ) দিয়েছেন যেন সে আল্লাহ্কে ভালবাসতে পারে
তিনঃ আল্লাহ্ মানুষকে একটি ইচ্ছাশক্তি(পছন্দ করার স্বাধীনতা) দিয়েছেন যেন সে আল্লাহ্র বাধ্য থাকে।

যেহেতু আল্লাহ্ একটা মন, একটা হৃদয় আর একটা ইচ্ছাশক্তির অধিষ্ঠাতা/মালিক সেহেতু আল্লাহ্ মানুষের রূহে একটা মন, একটা হৃদয় আর আর একটা ইচ্ছাশক্তি দিয়েছেন। চলুন উপলব্ধি করা যাক এটার অর্থ কী।
১) প্রথমত, আল্লাহ্ মানুষকে একটা মন দিলেন যেটা আল্লাহ্কে জানার জন্য এবং আল্লাহ্র মত করে চিন্তা করতে সমর্থ। আল্লাহ্ মানুষকে একটা শক্তিশালী মন দিয়ে তৈরি করলেন কারণ তিনি পরিকল্পনা করেছিলেন যাতে মানুষ তাঁর সাথে একটা ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে থাকে। আমরা যখন আল্লাহ্র নবী হযরত ইব্রাহিমের জীবন সম্পর্কে পড়ব তখন আমরা দেখতে পাবো যে তাঁকে বলা হত আল্লাহ্র বন্ধু। হযরত ইব্রাহিম জানতেন আল্লাহ্র ব্যক্তিগতভাবে তাঁর সাথে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। যা হোক, ইব্রাহিমই একমাত্র নন যার আল্লাহ্র বন্ধু হওয়ার মত সুবর্ণ সুযোগ হয়েছিল। আমরাও হতে পারি "আল্লাহ্র বন্ধু"। আল্লাহ্ চান আমরাও যেন তাঁর সাথে ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে থাকি। এ কারণে তিনি মানুষের রূহের ভিতর একটা মন(রূহ) স্থাপন করলেন যেটা আল্লাহ্র মনের(রূহের) সাথে এক সুরে মিশে যেতে পারে।

সম্ভবত একটা প্রশ্ন দিয়ে আমরা কী বলছি সেটা আমরা স্পষ্ট করতে পারি। কোন বিষয়টি একটা পশু থেকে একজন মানুষকে পৃথক করে? মন। মানুষের রূহ আর মন একটা পশুর মন থেকে খুবই ভিন্ন। কেন পশুরা এই রেডিও অনুষ্ঠানটা বুঝতে পারে না? কারণ আমাদের যে ধরনের মন আছে সেটা তাদের নেই। শ্রোতা বন্ধুরা, আপনারা কেন আমাদের কথা বুঝতে সমর্থ হচ্ছেন? কারণ আপনারা সবারই একই রকমের মন আছে-মানব মন। একইভাবে, মানুষের রূহ আল্লাহ্র রূহের সাথে মিল রেখেই তৈরী করা।

এটা বলার মাধ্যমে আমরা অবশ্যই এটা ভাবব না যে আমাদের মন আর আল্লাহ্র মন জ্ঞান আর বিজ্ঞতায় সমান। সেটা কখনোই না। আল্লাহ্র বিজ্ঞতা অনেক গভীর আর তাঁর জ্ঞান মানুষের বিজ্ঞতা থেকে অনেক বেশি। যেটা আমাদের বোঝা প্রয়োজন সেটা হলঃ আল্লাহ্ মানুষকে একটা রূহ দিয়েছেন যার মাধ্যমে তার জীবন্ত আল্লাহ্র সাথে অর্থবহ একটা সম্পর্ক উপভোগ করার সম্ভাবনা আছে। আল্লাহ্ আপনাকে পশুদের মত হতে দিতে চান না যারা তাঁকে জানতে পারে না। একটা পশুর মস্তিস্ক আছে কিন্তু সে আল্লাহ্কে নিয়ে ভাবতে পারে না। একটা পশুর মুখ আছে কিন্তু সেটা দিয়ে সে আল্লাহ্কে তাঁর প্রতিদিনের খাবার যোগাড় করে দেয়ার জন্য ধন্যবাদ দিতে পারে না। তার চোখ আছে কিন্তু সে পবিত্র কিতাব পড়তে পারে না। তার কান আছে কিন্তু আল্লাহ্র কালাম শুনতে পারে না। যা হোক, মানুষ, যাকে আল্লাহ্ তাঁর মত করে তৈরি করেছেন, যেন সে আল্লাহ্ মাবুদকে জানতে পারে। হ্যাঁ, আপনি যিনি আজকে শুনছেন, আপনি আল্লাহ্কে জানতে পারেন। আপনি আপনার সৃষ্টিকর্তার সাথে একটা চমৎকার সম্পর্ক গড়তে পারেন যদি আপনি, তিনি মুক্তির জন্য যে ধার্মিকতার

পথ প্রতিষ্ঠা করেছেন, সেটিকে বিশ্বাস আর গ্রহণ করেন। আমরা আসন্ন পাঠে আল্লাহ্র মুক্তির পথকে পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করব। কিন্তু আজকে যে বিষয়টি আমরা অবশ্যই বুঝব সেটি হল আল্লাহ্ মানুষকে একটি রূহ দিয়েছেন যার মাধ্যমে তাঁকে জানা সম্ভব।

২) আল্লাহ্ যখন মানুষকে তাঁর মত করে তৈরি করেছিলেন তখন তিনি তাঁর রুহে আরও একটি বিষয় স্থাপন করে দিয়েছেন। একটা হৃদয়। আল্লাহ্ মানুষকে হৃদয় দিয়েছেন যেন সে আল্লাহ্কে ভালবাসতে পারে। আমরা সেই হৃৎপিণ্ডের কথা বলছি না যেটা রক্ত সঞ্চালন করে , সেই হৃদয়ের কথা বলছি যা আপনার রুহে, আপনার আবেগে আর আপনার ভাবনায় অনুভব করেন। আমরা আপনার হৃদয়ের ইচ্ছার কথা বলছি। আল্লাহ্ প্রথম মানুষকে সেই আবেগ অনুভব করার সামর্থ দিয়েছেন যে আবেগ তিনি নিজে অনুভব করেন। আল্লাহ্ ভালবাসতে, ঘৃণা করতে, আনন্দ করতে পারেন এবং দুঃখ আর সমবেদনা অনুভব করতে পারেন। এজন্য আল্লাহ্ মানুষের রূহে একটা হৃদয় দিয়েছেন যেটা ভালবাসা আর ঘৃণার মত আবেগগুলোকে অনুভব করতে পারে। আল্লাহ্ চান মানুষ যেন তাই ভালবাসে যা আল্লাহ্ ভালবাসেন আর তাই ঘৃণা করে যা আল্লাহ্ ঘৃণা করেন। আল্লাহ্ চান আমরা যেন তাঁকে আমাদের সমস্ত হৃদয় দিয়ে ভালবাসি। এজন্যই তিনি তাঁর মত করে মানুষকে তৈরি করেছেন এবং তাকে একটি হৃদয় দিয়েছেন।

৩) আল্লাহ্ যখন মানুষকে তাঁর মত করে তৈরি করেছিলেন তখন তিনি তাঁর রুহে আরও একটি বিষয় স্থাপন করে দিয়েছেন। তিনি মানুষের রূহে ইচ্ছাশক্তি দিয়েছেন। আল্লাহ্ প্রত্যেক মানুষকে তাঁর পছন্দ অনুযায়ী পথ বাছাই করার অনুমতি দেন। তিনি কিছু করবেন কি করবেন না সে ব্যাপারে আল্লাহ্র বাছাই করার ক্ষমতা আছে। এভাবে, আল্লাহ্ মানুষকে অধিকার আর দায়িত্ব দিয়ে সৃষ্টি করেছেন তার নিজের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বাছাই করতে পারে। আল্লাহ্ মানুষকে এভাবে সৃষ্টি করতে পারতেন যাতে সে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই আল্লাহ্র ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করে এবং তার কোন বাছাই করার সুবিধা না থাকে। যা হোক, আল্লাহ্ মানুষকে ইচ্ছাশক্তি এবং দায়িত্ব দিয়েছেন সে আল্লাহ্র বাধ্য থাকবে কিনা সেটা বাছাই করার। আল্লাহ্ শুধু একটা যন্ত্র(রোবট) তৈরি করতে চাননি। আল্লাহ্ মানুষকে সূর্যের মত করে তৈরি করতে চাননি যা নিয়মমাফিক প্রতিদিন উদয় হবে কিন্তু যার নিজের কোন ইচ্ছা থাকবে না। সূর্য প্রতিদিন স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রতিদিন আল্লাহ্র ইচ্ছা পূরণ করে। মানুষের ক্ষেত্রে বিষয়টি সেরকম নয়। মানুষ হচ্ছে একটা বিশেষ সৃষ্টি। আল্লাহ্ তাঁর নিজের জন্য আমাদের সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্ চান আমরা যেন তাঁকে ভালবাসা আর উপাসনা করার জন্য নির্বাচন করি। আল্লাহ্ মানুষের উপর একটি মহান দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। মানুষের তার নিজের জন্য অবশ্যই ঠিক করতে হবে সে আল্লাহ্কে অনুসরণ করবে নাকি শয়তানকে, সে আল্লাহ্র বাণীকে লালন করবে নাকি সেটাকে অবমাননা করবে। আল্লাহ্ কাউকে তাঁর কালাম বিশ্বাস করতে জোর করবেন না। তিনি কখনও আমাদের তাঁকে ভালবাসতে আর বাধ্য হতে জোর করবেন না। ভালবাসা কখনও ভালবাসা না যদি সেটি দমনমূলক হয়। আল্লাহ্ আমাদের প্রত্যেকে আমরা কোন পথ অনুসরণ করব সে বিষয়ে পছন্দ করার অনুমতি দেন। কিন্তু শেষে এসে আল্লাহ্ সবাইকেই বিচার করবেন যারা তাঁর রাজ্যকে অস্বীকার করে কারণ আল্লাহ্ মানুষকে তাঁর নিজের জন্য সৃষ্টি করেছেন। কিতাব এটাই বলে।

আমরা পৃথিবীতে আছি আল্লাহ্র জন্য। আমরা এখানে নিজেদের জন্য বা টাকার জন্য বা অন্য কিছুর বা অন্য কারো জন্য আসিনি। আল্লাহ্ তাঁর জন্য; তাঁর খুশি আর মহিমার জন্য আমাদের সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্ আমাদের তাঁকে চিরদিনের জন্য জানার, ভালবাসার আর মেনে চলার সামর্থ দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। হ্যা...চিরদিনের জন্য। অনন্ত আল্লাহ্ আমাদের প্রত্যেকে একটা করে অনন্ত রূহ দিয়েছেন। এটা আল্লাহ্র ইচ্ছা

যে আমাদের সাথে তাঁর আজ, আগামীকাল আর অনন্ত জীবন ধরে গভীর আর চমৎকার একটা সম্পর্ক থাকে। এই কারণের জন্যই আল্লাহ্‌ মানুষকে তাঁর নিজের মত করে তৈরি করেছিলেন।

আমরা পবিত্র কিতাবের এই আয়াতের মাধ্যমে আপনাদের বিদায় জানাই যেটা আমাদেরকে মানুষের জন্য আল্লাহ্‌র পরিকল্পনাকে স্মরণ করিয়ে দেয়ঃ “আমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌ এক। তোমরা প্রত্যেকে তোমাদের সমস্ত দিল, সমস্ত প্রাণ, সমস্ত মন ও সমস্ত শক্তি দিয়ে তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌কে মহব্বত করবে।” (মার্ক ১২:২৯,৩০)

শোনার জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ। আল্লাহ্‌ চাইলে আমাদের পরবর্তী অনুষ্ঠানে আমরা প্রথম মানুষ আদম ও হাওয়া সম্পর্কে জানব।

আল্লাহ্‌ আপনাদের রহমত করুন এবং সকল সময়ের সবচেয়ে মহান আদেশটির অর্থ আর গুরুত্ব বোঝার অন্তর্দৃষ্টি দান করুনঃ

“তোমরা প্রত্যেকে তোমাদের সমস্ত দিল, সমস্ত প্রাণ, সমস্ত মন ও সমস্ত শক্তি দিয়ে তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌কে মহব্বত করবে।” (মার্ক ১২:৩০)

অধ্যায় ৬

হযরত আদম ও হাওয়া এবং বেহেস্তের বাগান

শ্রোতা বন্ধুরা, শান্তি আপনাদের সহবর্তি থাকুক। আল্লাহ্‌র নামে আপনাদের অভিবাদন জানাই, শান্তির ঈশ্বর, যিনি ধার্মিকতার পথ প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তিনি চান যেন প্রত্যেকেই সে পথ সম্পর্কে জানতে পারে এবং আত্মসমর্পণ করে, এবং সত্যিকারের শান্তি যেন চিরদিন তাদের সাথে থাকে। আপনাদের অনুষ্ঠান ”*ধার্মিকতার পথ*” নিয়ে পথ নিয়ে আজ উপস্থিত হতে পেওে আমরা আনন্দিত।

সৃষ্টির শুরুর ঘটনার মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের পাঠ চালিয়ে যাব। আজকের পাঠে আমরা হযরত **আদম ও হাওয়ার** সম্পর্কে জানতে পারব এবং দুনিয়াতে তাদের প্রথম দিনের ঘটনা সম্পর্কে শিখতে পারব।

আমরা ইতিমধ্যে তৌরাত শরীফ থেকে পড়েছি,”মাবুদ ছয় দিনে আসমান, জমীন, সমুদ্র এবং সেগুলোর মধ্যেকার সব কিছু তৈরী করেছিলেন”। আমরা এটাও লক্ষ করেছি যে ষষ্ঠ দিনে আল্লাহ্ কীভাবে মানুষ সৃষ্টি করেছিলেন। আল্লাহ **একটি দেহ ও একটি প্রাণ** দিয়ে মানুষ সৃষ্টি করেছিলেন। আল্লাহ্ জমীনের ধূলি দিয়ে পুরুষের দেহের গঠন দান করেছিলে, এবং তিনিই সেই দেহের মধ্যে চিরস্থায়ী রুহ্‌র প্রবেশ ঘটিয়েছিলেন। আল্লাহ্ তাঁর নিজ প্রতিমুর্তিতে মানুষের রুহ্‌র রূপ দান করেছিলেন। এথেকে বোঝা যায় যে আল্লাহ মানুষের অন্তরকে এক বিশেষ জ্ঞান (রুহ্) দিয়ে গঠন করেছিলেন, যেন মানুষ আল্লাহ্‌কে জানতে পারে। এছাড়াও আল্লাহ্ মানুষকে একটি হৃদয় (আবেগ–অনুভূতি) দিয়েছিলেন যার মাধ্যমে সে আল্লাহ্‌কে ভালবাসতে পারে এবং তিনি মানুষকে ইচ্ছা-শক্তি (ইচ্ছার-স্বাধীনতা) দিয়েছিলেন, যেন সে সেচ্ছায়, আল্লাহ্‌র প্রতি বাধ্য থাকা কিংবা বাধ্য না থাকার ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

আল্লাহ প্রথম মানব সৃষ্টি করার পরে, কিন্তু সৃষ্টির কাজ থেকে বিশ্রামে যাবার আগে কয়েকটি কাজ করেছিলেন। আর এই কাজ গুলো সম্পর্কেই আজ আমরা শিক্ষা গ্রহণ করতে চাই।

চলুন তৌরাত শরীফ এর প্রথম খন্ড: পয়দায়েশ এর দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে শুরু করা যাক। আমরা সপ্তম আয়াত থেকে শুরু করব। কিতাবে লেখা আছে:

“পরে মাবুদ আল্লাহ্ মাটি দিয়ে একটি পুরুষ মানুষ তৈরী করলেন এবং তার নাকে ফুঁ দিয়ে তার ভিতরে জীবন–বায়ু ঢুকিয়ে দিলেন। তাতে সেই মানুষ একটি জীবন্ত প্রাণী হল। এর আগে মাবুদ **আল্লাহ্ পূর্ব দিকে আদন দেশে একটা বাগান করেছিলেন, আর সেখানেই তাঁর গড়া মানুষটিকে রাখলেন**।” (পয়দায়েশ ২:৭,৮)

কিতাব আমাদের আরও দেখিয়েছেন যে, কীভাবে আল্লাহ্ তাঁর সৃষ্ট মানুষের জন্য একটি মনোহর বাগান প্রস্তুত করেছিলেন। সেই বাগানটিকে বলা হত আদন (পরমানন্দ) অথবা **বেহেশ্‌তের বাগান**। অনেকে মনে করে থাকেন যে বাগানটি ছিল বেহেশ্‌তে, যেখানে আল্লাহ্ প্রথম মানুষকে রেখেছিলেন। কিন্ত কিতাব আমাদের দেখিয়েছেন যে এটি **এই জমীনেই অবস্থিত ছিল**, সম্ভবত বর্তমান সময়ের ইরাক দেশের পূর্ব দিকে, আদন নামক স্থানে। নবীদের কিতাব অনুসারে, বেহেশ্‌তের বাগান (আদন) যা এ দুনিয়াতে আবস্থিত এবং আল্লাহ্‌র উপস্থিতিতে উর্দ্ধ আসমানের বেহেশ্‌তের বর্ণনায় কোনও বিভ্রান্তি জন্মায় না।

নিম্নোলিখিত আয়াত গুলো, যা কিতাবে লেখা আছে:

“সেখানকার মাটিতে তিনি এমন সব গাছ জন্মিয়েছিলেন যা দেখতেও সুন্দর এবং যার ফল খেতেও ভাল। তা ছাড়া বাগানের মাঝখানে তিনি “জীবন–গাছ” ও “নেকী–বদী–জ্ঞানের গাছ” নামে দু’টি গাছও জন্মিয়েছিলেন। সেই বাগানে পানির যোগান দিতে এমন একটা নদী যেটা আদন দেশের মধ্য থেকে বের হয়েছিল এবং চারটা শাখানদীতে ভাগ হয়ে গিয়েছিল।..... মাবুদ আল্লাহ সেই মানুষটিকে নিয়ে আদন বাগানে রাখলেন যাতে তিনি তাতে চাষ করতে পারেন ও তার দেখাশোনা করতে পারেন।”(পয়দায়েশ ২:৯,১০,১৫)

এভাবেই আমরা দেখতে পাই যে, আল্লাহ্ প্রথম মানুষ, আদমের জন্য এক অপূর্ব স্থান তৈরী করেছিলেন যেখানে সে সত্যিকারের সমৃদ্ধ জীবন–যাপন করতে পারেন। আল্লাহ্ তাঁকে এমন এক আনন্দদায়ক বাগানে রেখেছিলেন যা, দেখতেও সুন্দর আবার খেতেও সুস্বাদু এমন ফলের গাছে পরিপূর্ণ ছিল। এই মোহনীয় স্থানে

অধ্যায় ৬

হযরত আদম ও হাওয়া এবং বেহেস্তের বাগান

সবকিছুই নির্ভুল ও বিস্ময়কর ছিল। আদম সবকিছুই অনুভব করতে পারতেন, তিনি তাঁর চোখ দিয়ে সেই বাগানের সুন্দর্য দেখে বিমোহিত হতেন, গাছে গাছে পাখিদের গানের সুর তাঁর কানে আসত এবং বাগানের বিভিন্ন ফুলের খুশ্‌বুতে তিনি নিমগ্ন থাকতেন। উপভোগ করার জন্য আদমকে, আল্লাহ্ সবকিছুই দিয়েছিলেন। আমরা এটাও পড়েছি যে আল্লাহ্, তাঁর দয়া অনুসারে, আদমকে একটি সন্তোষজনক কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। দায়িত্বটি ছিল সেই বাগানটির যত্ন নেওয়া, যেন তিনি সেখানে সুখীভাবে বসবাস করতে পারেন।

আদন বাগানে যে ঘটনাটি সবচেয়ে বিস্ময়কর ছিল, তা হল, বাগানে যখন সন্ধার মৃদু বাতাস বইত, তখন **আল্লাহ্ স্বয়ং বাগানে আসতেন** যেন তিনি তাঁর নিজ প্রতিমূর্তিতে গড়া মানুষের সাথে সাক্ষাত করতে পারেন (পয়দায়েশ; ৩:৮)। কেন আল্লাহ্ আদমের সাথে সাক্ষাত করতে আসতেন? যে কারনে তিনি আদমের সাথে দেখা করতে আসতেন, সে কারনটি আমরা ইতিমধ্যে জেনেছি, **আল্লাহ্ মানুষকে তাঁর সাহচর্য হবার জন্য সৃষ্টি করেছিলেন**। আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্য ছিল যে তিনি মানুষের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করবেন, কথা বলবেন, একসাথে আনন্দ করবেন এবং এক মন ও রুহ্‌য় একসাথে অনন্তকাল অতিবাহিত করবেন। হ্যা, আল্লাহ্ চেয়েছিলেন যেনে চিরদিনের জন্য মানুষের সাথে তাঁর এক অপূর্ব ও আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

আল্লাহ্ যে বাগানে প্রথম মানুষকে রেখেছিলেন, এখন সময় হল সে বাগান সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য জানার। বাগানের ঠিক মাঝখানে, আল্লাহ্ খুব গুরুত্বপূর্ণ দু'টি গাছ জন্মিয়েছিলেন। তার মধ্যে একটির নাম ছিল *জীবন-গাছ*, এবং অন্যটি ছিল *নেকী-বদী-জ্ঞানের গাছ*। আল্লাহ্ চেয়েছিলেন, মানুষকে তাঁর অনন্তকালীন জীবনের অংশীদার করার জন্য, আর সে কারনেই তিনি, আদমকে স্বরণ করিয়ে দিতে বাগানে **"জীবন-গাছ"** টি রেখেছিলেন। সেই সাথে আদমকে পরীক্ষা করার জন্য আল্লাহ বাগানের মাঝখানে **"নেকী-বদী-জ্ঞানের গাছ"** টি রেখেছিলেন। চলুন দেখা যাক এই বিষয়ে কিতাব কি বলে: ***"তুমি তোমার খুশীমত এই বাগানের যে কোন গাছের ফল খেতে পার;*** *কিন্তু নেকী-বদী-জ্ঞানের যে গাছটি রয়েছে তার ফল* ***তুমি খাবে না****, কারন যেদিন তুমি তার ফল খাবে সেই দিন নিশ্চয়ই তোমার মৃত্যু হবে।"*(পয়দায়েশ; ২:১৬, ১৭)

আল্লাহ্ কেন, আদমকে সেই নেকী-বদী-জ্ঞানের গাছ থেকে কোন কিছু খেতে নিষেধ করেছিলেন? আল্লাহ্ কি কৃপণ? না, তিনি কৃপণ নন! প্রকৃতপক্ষে খোদা, "তিনি দয়ালু!"{ইয়াকুব ১:৫}আল্লাহ্ আদমকে বলেছিলেন, "তুমি ঐ গাছ ব্যতিরেকে....অন্যান্য সকল গাছ থেকে ফল খেতে পার।" এটা কি খুব কঠিন কোন হুকুম ছিল? না, তা নয়। আল্লাহ্, তাঁর রহমত অনুসারে, সুখী থাকার জন্য আদমের যা যা প্রয়োজন ছিল তার সবই তাঁকে দিয়েছিলেন। যা কিছু ভাল, এমন কোন জিনিসই তিনি তাঁকে না দিয়ে থাকেননি। যাই হোক আল্লাহ্, তাঁর নিখুঁত পরিকল্পনা অনুযায়ী আদমকে **খুব সহজ** একটি পরীক্ষার মধ্য দিয়ে নিয়ে যেতে চাইলেন যেন আদম, আল্লহ্‌কে এটা দেখানোর সুযোগ পেতে পারেন যে তিনি আল্লাহ্‌কে যথেষ্ঠ মহব্বত করেন আর তাই তিনি তাঁর হুকুমের প্রতিও বাধ্য থাকবেন। যেমন আল্লাহ্ তাঁর কালামে বলছেন, *"যদি কেউ আমাকে মহব্বত করে তবে সে আমার কথায় বাধ্য হয়ে চলবে।........যে আমাকে মহব্বত করে না সে আমার কথায় বাধ্য হয়ে চলে না।"*(ইউহোন্না; ১৪:২৩,২৪) আদমের ইমান ও মহব্বত যাচাই করার জন্যই আল্লাহ্ এই পরীক্ষাটি করেছিলেন। আর এর জন্যই আল্লাহ্ তাঁকে এই সহজ হুকুমটি দিয়েছিলেন। আল্লাহ কোন যান্ত্রিক মানুষ (যন্ত্রমানব) সৃষ্টি করেননি। আল্লাহ্ মানুষকে একটি মন, একটি সুন্দর হৃদয় এবং স্বাধীন ভাবে চিন্তা করার ক্ষমতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন যেন নিজের বিচার বিবেচনা দ্বারা সে আল্লাহ্‌কে মহব্বত করতে পারে।

নিষিদ্ধ গাছের ফল খেলে কি হতে পারে, সে বিষয়ে আল্লাহ আদমকে কী বলেছিলেন? চলুন আমরা পুনরায় কিতাব থেকে পড়ে দেখি। আল্লাহ্ বলেছেন, *"কিন্তু নেকী-বদী-জ্ঞানের যে গাছটি রয়েছে তার ফল তুমি খাবে না, কারণ যেদিন তুমি তার ফল খাবে সেই দিন* ***নিশ্চই তোমার মৃত্যু হবে।"*** এইভাবেই, আল্লাহ আদমকে

অধ্যায় ৬
হযরত আদম ও হাওয়া এবং বেহেস্তের বাগান

জানিয়েছিলেন যে তাঁর হুকুমের প্রতি অবাধ্যতাই **মৃত্যুর** কারন হয়ে দাড়াবে। আল্লাহ্‌ তাঁর সৃষ্ট মানুষকে মহব্বত করতেন; তাই তিনি পূর্বেই তাঁকে, তাঁর জবানের প্রতি সাবধান করেছিলেন, বলেছিলেন: আদম, যদি তুমি আমার কথার অবাধ্য হও, তবে তুমি অবশ্যই মরবে কারন আমার পবিত্র আইন-কানুনের বিরুদ্ধে *"যে গুনাহ্‌ করবে সে-ই মরবে।"*(ইহিস্কেল; ১৮;২০)

হয়তবা কেউ প্রশ্ন করতে পারে: **গুনাহ্‌ কী?** কিতাব বলে, *"গুনাহ হল আল্লাহও **কালাম** অমান্য করা।"*(১ ইউহোন্না ৩:৪) **"সব রকমের অন্যায়ই গুনাহ্‌।"**(১ ইউহোন্না ৫:১৭) **"সৎ কাজ** করতে জেনেও যে তা **না করে** সে গুনাহ্‌ করে।"(ইয়াকুব ৪:১৭) নিজের *"ইচ্ছা মত"* পথে চলাই গুনাহ্‌।(ইশাইয় ৫৩:৬) আল্লাহ্‌র হুকুমের বাইরে যে কোন কিছু করাই গুনাহ্‌। **তাদের কি হবে, যারা আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে গুনাহ্‌ করবে?** আল্লাহ্‌র কালাম বলে, *"যে গুনাহ করবে সে-ই মরবে!"*(ইহিস্কেল ১৮:২০) এবং অন্য আয়াতে, উল্লেখ আছে, "গুনাহ যে বেতন দেয় তা মৃত্যু।"(রোমীয় ৬:২৩) **মৃত্যু কী ?** অনেকে ভেবে থাকে যে জীবিত না থাকাই হল মৃত্যু; যখন সব কিছুই শেষ হয়ে যায় এবং আপনার আর কোন অস্তিত্বই থাকে না। কিন্তু আমরা যদি নবীদের লেখনী গুলোর দিকে মনযোগ দেই, তাহলে বুঝতে পারব যে মৃত্যু আসলে তা নয়। পাক্‌ কিতাব, যা সর্বপ্রথম ইবরানী ভাষায় লেখা হয়েছিল, সেখানে বলা হয়েছে, মৃত্যু হল ***বিচ্ছেদ।*** জীবন থেকে বিচ্ছিন্নতাই হল মৃত্যু।

যেমন আল্লাহ্‌ আদমকে বলেছিলেন, "তুমি যদি নেকী-বদী-জ্ঞানের গাছে ফল খাও, তাহলে তুমি অবশ্যই মরবে," আর এটা দিয়ে তিনি বুঝিয়েছিলেন যে: আদম, আমার নিষেধ করা গাছ থেকে তুমি যদি ফল খাও, তবে তুমি সেদিনই মরবে, অর্থাৎ: তুমি **আমার কাছ থেকে আলাদা হয়ে যাবে**। যদি তুমি আমার অবাধ্য হও, তবে তোমার সাথে আমার আর কখনো কোন সুসম্পর্ক থাকবে না। আমি পাক্‌ এবং যারা আমার আইন কানুন অমান্য করে, আমি তাদের ঘৃণা করি। আমি ইবলিস ও তার ফেরেশ্‌তাদেরকে তাদের গুনাহ্‌র জন্য তাড়িয়ে দিয়েছিলাম , এবং আমি তোমাকেও তোমার গুনাহ্‌র জন্য তাড়িয়ে দেব। আর তুমি যদি ঐ নিষিদ্ধ গাছের ফল খাও, তবে তোমার দেহ বৃদ্ধ হতে শুরু করবে, অবশেষে, তা মরে যাবে, অর্থাৎ তোমার রুহ্‌ তোমার দেহকে ত্যাগ করবে। তবে এখানেই শেষ নয়। আমার অবাধ্য হলে, তোমার এই শরীরই কেবল মাত্র মৃত্যুবরন করবে না, কিন্তু তোমার রুহ্‌ এমন এক জায়গায় যাবে, যে জায়গা ইবলিস শয়তান ও তার ফেরেশ্‌তাদের জন্য তৈরী করা হয়েছে। এবং সেখানে গিয়ে তুমি আমার সাথে চিরকালের জন্য আলাদা হয়ে যাবে।

এভাবে আমরা জানতে পারলাম যে, **গুনাহ্‌রে কারনে তিনটি ভয়াবহ বিচ্ছেদ ঘটে থাকে**। **প্রথমটি হল**, এই **দুনিয়াতেই আপনার রুহ্‌ আল্লাহ্‌র কাছ থেকে পৃথক হয়ে যায়।** অর্থাৎ আপনার অন্তরের গুনাহ্‌র কারনে আল্লাহ্‌ পাকের সাথে আপনার আর কোন সম্পর্ক থাকে না। **দ্বিতীয়ত,** আপনার মৃত্যুর মাধ্যমে আপনার দেহ থেকে আপনার রুহ্‌ আলাদা হয়ে যায়। অর্থাৎ, আপনার দেহের মৃত্যু ঘটে এবং ফয়সালা করবার জন্য আপনার রুহ্‌কে আল্লাহ্‌র দরবারে নিয়ে যাওয়া হয়। তৃতীয়ত, আপনার দেহ ও রুহ্‌ চিরদিনের জন্য আল্লাহ্‌র কাছ থেকে পৃথক হয়ে দোজখের আগুনে পতিত হয়।

আল্লাহ্‌র কালাম অনুসারে, মৃত্যু কী? সহজ ভাবে বলতে গেলে, **জীবন্ত আল্লাহ্‌র কাছ থেকে পৃথক হয়ে যাওয়াই হল মৃত্যু**। গুনাহ্‌, জীবনের প্রকৃত উৎস, আল্লাহ্‌র কাছ মানুষকে পৃথক করে ফেলে। আল্লাহ্‌, পাক্‌!, তিনি গুনাহ্‌র সাথে মিলতে পারেন না। গুনাহ্‌কারী হৃদয়, এমন কোন গাছের **ডালের** মতন যা কেটে ফেলা হয় এবং আগুনে ফেলে দেওয়া হয়। গাছ থেকে কেটে ফেলার পর সেই ডাল'টির অবস্থা কি হয়? কেটে ফেলা ডাল'টি কি তারপর আর জীবিত থাকতে পারে? না, সেটা মরে যায়! যদিও তার পাতা গুলো সাথে সাথেই শুকিয়ে যায় না, কিন্তু সেগুলো ধীরে ধীরে মরে যেতে থাকে। ঠিক সেরকমই, গুনাহ্‌ থেকে মাফ করে দেওয়ার জন্য আল্লাহ্‌ যে

পথ দিয়েছেন, আপনি যদি সে পথ গ্রহণ না করেন, আপনি নিজে থেকে ভাবতে পারেন যে আপনি জীবিত, কিন্তু এ সম্পর্কে নবীদের লিখিত কিতাবে লেখা আছে, *"অবাধ্যতা ও গুনাহের দরুন তোমরা মৃত।"* (ইফিষীয় ২:১) ***"তোমাদের অন্যায় মাবুদের কাছ থেকে তোমাদের আলাদা করে দিয়েছে। তোমাদের গুনাহ্‌র দরুন তিনি তাঁর মুখ তোমাদের কাছ থেকে ফিরিয়ে নিয়েছেন।"***(ইশাইয়া ৫৯:২) ***"কাটা ডালের মতই বাইরে ফেলে দেওয়া হয় আর তা শুকিয়ে যায়***।*তখন সেই ডালগুলো কুড়িয়ে আগুনে ফেলে দেওয়া হয় এবং সেগুলো পুড়ে যায়।"*(ইউহোন্না ১৫:৬)

যে ডাল, গাছের সাথে সংযুক্ত থাকে না, তা কোন ফলও উৎপাদন করতে পারে না। আল্লাহ্‌র সামনে একজন গুনাহ্‌কারীও ঠিক তেমন। আল্লাহ্, যিনি সেই আসল গাছ, **জীবনের সত্যিকারের উৎস, তাঁকে** খুশি করার জন্য সে কিছুই করতে পারে না কারন **আল্লাহ্‌র সাথে তার কোন সম্পর্কই থাকে না**। গুনাহ্‌কারীরা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে কেবল ন্যায় বিচারটাই আশা করতে পারে। কিন্তু নবীদের কিতাবে আল্লাহ্ আমাদের একটি পথ দেখিয়েছেন, যাতে করে আমরা তাঁর কাছে গ্রহনযোগ্য হতে পারি এবং নিশ্চিত হতে পারি যে আমরা পাপের ক্ষমা পেয়েছি। আর এটাই আমরা পরবর্তি পাঠে শিখতে যাচ্ছি।

শেষ করার পূর্বে, আমরা দেখব যে পড়ার মত এই অধ্যায় আর কি বাকি আছে? কিতাব আমাদের বলে যে আল্লাহ্ কিভাবে প্রথম স্ত্রীলোক সৃষ্টি করেছিলেন। চলুন শোনা যাক:

"পরে মাবুদ আল্লাহ বললেন, 'মানুষের পক্ষে একা থাকা ভাল নয়। আমি তার জন্য একজন উপযুক্ত সংগী তৈরী করব।' সেজন্য মাবুদ আল্লাহ আদমের উপর একটা গভীর ঘুম নিয়ে আসলেন; আর তাতে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন, তখন তিনি তাঁর একটা পাঁজর তুলে নিয়ে সেই জায়গাটা বন্ধ করে দিলেন। আদম থেকে তুলে নেওয়া সেই পাঁজরটা দিয়ে মাবুদ আল্লাহ একজন স্ত্রীলোক তৈরী করে আদমের কাছে নিয়ে গেলেন। তাঁকে দেখে আদম বললেন , 'এবার হয়েছে। এঁর হাড়-মাংস আমার হাড়-মাংস থেকেই তৈরী। পুরুষ লোকের শরীরের মধ্য থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে বলে এঁকে 'স্ত্রীলোক' বলা হবে।' এইজন্যই মানুষ পিতা-মাতাকে ছেড়ে তার স্ত্রীর সাথে এক হয়ে থাকবে আর তারা দু'জন এক শরীর হবে। তখন আদম এবং তার স্ত্রী উলংগ থাকতেন, কিন্তু তাঁদের কোন লজ্জাবোধ ছিল না।"(পয়দায়েশ ২:১৮, ২১-২৫)

এথেকে আমরা বুঝতে পারি যে, **বিবাহ** আল্লাহর পরিকল্পনার মধ্য দিয়েই এসেছে। আল্লাহ্ একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোক সৃষ্টি করেছেন যেন তারা একে অপরকে মহব্বত করতে পারে, একসাথে জীবন কাটাতে পারে এবং পরিবার গঠন করতে পারে যেন আল্লাহ্ গৌরবান্বিত হন। আল্লাহ্, যিনি আদমকে মহব্বত করতেন, তিনি চেয়েছিলেন যেন আদম পরিপূর্ণভাবে সুখী হন, তাই তিনি তাঁকে চমৎকার **একজন স্ত্রী** উপহার দিয়েছিলেন! আল্লাহ্ চেয়েছিলেন যে আদম যেন তাঁর স্ত্রীর যত্ন নেয়, তাঁর প্রয়োজন মিটায় এবং তাঁকে নিজের মত করে মহব্বত করে। এমনকি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হল, আল্লাহ্ চেয়েছিলেন, পুরুষ ও নারী যেন তাঁর সাথে এক গভীর মধুর সম্পর্ক গড়ে তোলার মাধ্যমে তাঁকে জানতে পারে, তাঁকে মহব্বত করে এবং চিরদিন তাঁর বাধ্য হয়ে চলে।(ইফিষীয় ৫:২১-৩৩; ৬:১-৪)

এভাবেই আল্লাহ্, তাঁর সৃষ্টির কাজ শেষ করেছিলেন। কিতাব বলে:

"আল্লাহ তাঁর নিজের তৈরী সব কিছু দেখলেন। সেগুলো সত্যিই **খুব চমৎকার** হয়েছিল। এভাবে সন্ধ্যাও গেল সকালও গেল, আর সেটাই হল ষষ্ঠ দিন। এভাবে আসমান ও জামীন এবং তাদের মধ্যকার সব কিছুই তৈরী

করা শেষ হল। আল্লাহ্ তাঁর সব সৃষ্টির কাজ ছয় দিনে শেষ করলেন; **তিনি সপ্তম দিনে সৃষ্টির কোন কাজ করলেন না**। এই সপ্তম দিনটিকে তিনি দোয়া করে পবিত্র করলেন, কারন ঐ দিনে তিনি কোন সৃষ্টির কাজ করেন নি।" (পয়দায়েশ ১:৩১-২:৩)

সপ্তম দিনে আল্লাহ্ কেন বিশ্রাম করলেন? তিনি ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিলেন বলেই কি তা করেছিলেন? না, আল্লাহ্ কখনও ক্লান্ত হন না। কিতাব বলে যে আল্লাহ্ বিশ্রাম নিয়েছিলেন কারন তিনি **"সৃষ্টির কাজ শেষ করেছিলেন!"** সবকিছুই খুব নিখুঁত হয়েছিল। আর এ কারনেই সপ্তম দিনে আল্লাহ্ তাঁর কাজ থেকে বিশ্রামে (নিবৃত্ত) গিয়েছিলেন। এবং এ কারনেই সপ্তাহে সাতটি দিন।

বন্ধুগন, এতক্ষন সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ। আল্লাহ্র রহমতে, পরবর্তি সময় আমরা, দুনিয়াতে কীভাবে গুনাহ্ প্রবেশ করেছিল সে সম্পর্কে শিখব।

চিন্তা করে দেখুন, আল্লাহ্র কালামে, আপনার জন্য এই রহমতের কথা লেখা আছে:

"গুনাহ্ যে বেতন দেয় তা মৃত্যু, কিন্তু আল্লাহ্ আমাদের অনন্ত জীবন দান করেছেন.....!"(রোমীয় ৬:২৩)

অধ্যায় ৭

দুনিয়াতে গুনাহ্‌র প্রবেশ; পয়দায়েশ ৩

শ্রোতা বন্ধুরা, শান্তি আপনাদের সহবর্তি থাকুক। আল্লাহ্‌র নামে আপনাদের অভিবাদন জানাই, শান্তির আল্লাহ্, যিনি ধার্মিকতার পথ প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তিনি চান যেন প্রত্যেকেই সে পথ সম্পর্কে জানতে পারে এবং আত্মসমর্পণ করে, এবং সত্যিকারের শান্তি যেন চিরদিন তাদের সাথে থাকে। আপনাদের অনুষ্ঠান *"ধার্মিকতার পথ"* নিয়ে পথ নিয়ে আজ উপস্থিত হতে পেরে আমরা আনন্দিত।

বিগত দু'টি পাঠে আমরা শিখেছি যে আল্লাহ্ কীভাবে প্রথম নর-নারী সৃষ্টি করেছিলেন। কিতাব বলে, *"পরে আল্লাহ তাঁর মত করেই মানুষ সৃষ্টি করলেন। হ্যাঁ, তিনি **তাঁর মত করেই মানুষ** সৃষ্টি করলেন, সৃষ্টি করলেন পুরুষ ও স্ত্রী করে।"*(পয়দায়েশ ১:২৭) আল্লাহ্ তাঁদের হৃদয় ও মনে এমন সক্ষমতা দিয়েছিলেন যেন তাঁরা তাঁকে জানতে পারে এবং তাঁকে মহব্বত করে। আল্লাহ্ মানুষকে স্বাধীন ইচ্ছা-শক্তি দিয়েছিলেন, যেন সে সেচ্ছায়, আল্লাহ্‌র প্রতি বাধ্য থাকা কিংবা অবাধ্য হবার ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। আমরা আরও জেনেছি যে আল্লাহ্ মানুষকে বেহেশতের বাগানে, অর্থাৎ যে মনোহর বাগান তিনি এই জমীনেরই *আদন* নামক স্থানে তৈরী করেছিলেন সেখানে রেখেছিলেন। আল্লাহ্, প্রথম সৃষ্ট পুরুষ ও স্ত্রীলোক, **আদম** এবং **হাওয়া**কে, সত্যিকারের শান্তি ও সমৃদ্ধ জীবন যাপনের জন্য যা যা দরকার এরকম সবকিছুই দিয়েছিলেন। **আল্লাহ্ চেয়েছিলেন মানুষ যেন তাঁকে জানতে পারে, তাঁকে মহব্বত করে এবং অনন্তকাল তাঁর ইবাদত করে**।

এজন্যই, আমরা দেখেছি যে, আল্লাহ্, তাঁর নিখুঁত পরিকল্পনা অনুসারে, তাঁর সৃষ্ট মানুষকে এক অতি সহজ পরীক্ষার মধ্য দিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেই বাগানের মাঝখানে আল্লাহ্ **নেকী-বদী-জ্ঞানের গাছ** জন্মিয়েছিলেন এবং মানুষকে আদেশ দেয়ার সাথে সাথে সতর্কও করেছিলেন, ***"তুমি তোমার খুশীমত এই বাগানের যে কোন গাছের ফল খেতে পার**; কিন্তু নেকী-বদী-জ্ঞানের যে গাছটি রয়েছে তার ফল **তুমি খাবে না**, কারন যেদিন তুমি তার ফল খাবে সেই দিন নিশ্চয়ই তোমার মৃত্যু হবে।"*(পয়দায়েশ; ২:১৬, ১৭)

আল্লাহ্ কেন আদমকে এভাবে পরীক্ষা করেছিলেন? আল্লাহ্, আদমের হৃদয়ের অবস্থা যাচাই করতে চেয়েছিলেন। আল্লাহ্, আদমকে গুনাহে্ পতিত হবার জন্য এ পরীক্ষাটি করেননি বরং তাঁকে বরকত ও শক্তি দান করবার জন্যই এটা ঘটিয়েছিলেন। আল্লাহ্‌র সৃষ্ট মানুষ ছিল পাক্ ও নিখুঁত। কিন্তু এটা দ্বারা এই বোঝায় না যে সে পরিপক্ক বিবেচনা শক্তি এবং ভালবাসায় পূর্ণ হৃদয়ের অধিকারী হবেন। **আদমের মহব্বত** পরীক্ষা করার জন্যই আল্লাহ্ তাঁকে এই পরীক্ষাটির মধ্য দিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন।

যদি আদম আল্লাহর বাধ্য থেকে এই পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতেন, তবে তিনি প্রমান করতে পারতেন যে তিনি হৃদয় দিয়ে আল্লাহ্ কে মহব্বত করেন। সেই সাথে আদম যদি গুনাহ্ না করে এই পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতেন, তবে এই পরীক্ষা তাঁকে আরও শক্তিশালি করত, কারন কিতাব বলে যে *"ধৈর্যের ফল খাঁটি স্বভাব এবং খাঁটি স্বভাবের ফল আশা।"* (রোমীয় ৫:৪)

আজ আমরা, পয়দায়েশ এর তৃতীয় অধ্যায়ে চলে এসেছি। এই অধ্যায় আমাদের দেখায় যে **গুনাহ্ কীভাবে দুনিয়াতে প্রবেশ করেছিল**। যদি এই অধ্যায়ের শিক্ষাটি আমাদের জানা থাকে, তাহলে আমরা নিশ্চই জানি যে মানুষের হৃদয় কীভাবে মন্দ পথে গিয়ে বিপথগামী হয়েছিল এবং সেই সাথে জানতে পারব যে এই দুনিয়া কেনই বা এত দুঃখ কষ্টে পরিপূর্ণ।

আমরা ইতিমধ্যে জেনেছি যে, সৃষ্টির শুরুতে, আদম ও হাওয়া সেই বেহেশ্তের বাগানে ছিলেন যেখানে তাঁরা পরমানন্দে সব কিছু নিয়ে পরিপূর্ণ সুখে সন্তুষ্ট ছিলেন। সবচেয়ে ভাল যে বিষয়টি ছিল, তা হল, প্রতিদিন, যখন সন্ধ্যার মৃদু বাতাস বইত, **আল্লাহ্ সে বাগানে যেতেন**, যেন তিনি আদম এবং হাওয়ার সাথে কথা বলতে পারেন। আল্লাহ্ তাদের সাথে সাক্ষাত করতেন যেন তাদের সাথে এক অর্থপূর্ণ ও অপূর্ব সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

যাইহোক, কিতাব বলে যে **আরও একজন সে বাগানে উপস্থিত ছিল**। আপনি কি জানেন সে কে ছিল? সে ছিল শয়তান, আল্লাহ্‌র প্রতিপক্ষ, ইবলিশ শয়তান। আল্লাহ্ যখন দুনিয়ার এ সমস্ত কিছু সৃষ্টি করছিলেন, শয়তান তখন সব কিছুই দেখছিলেন। আল্লাহ্ যখন নেকী-বদী-জ্ঞানের গাছ থেকে ফল না খেতে আদমকে

সতর্ক করেছিলেন, শয়তান তখন তা শুনছিল। আর চুপি চুপি সব কিছু দেখছিল এবং সে সাথে আল্লাহ্‌র চমৎকার সৃষ্টিগুলোর নষ্ট করার **পরিকল্পনা তৈরী করছিল**। শয়তান, আল্লাহ্‌র সৃষ্ট মানুষকে প্রলোভনে ফেলার জন্য পরিকল্পনা করছিল যেন তাঁরা আল্লাহ্‌র অবাধ্য হয়, গুনাহ্ করে অবশেষে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে আলাদা হয়ে বিনষ্ট হয়ে যায়! আল্লাহ্, শয়তানের এ পরিকল্পনার সমস্তটাই জানতেন, কিন্তু আদম ও হাওয়া, এ পরিকল্পনার সম্পর্কে কিছুই জানতেন না।

একদিন, আদম ও হাওয়া যখন সেই নিষিদ্ধ গাছটির কাছে দাড়িয়ে ছিলেন, তখন শয়তান, সাপের বেশে তাঁদের কাছে এসে তাঁদের সাথে কথা বলতে শুরু করল। যেমন কিতাবে লেখা আছে, *"মাবুদ আল্লাহর তৈরী ভূমির জীব-জন্তুদের মধ্যে সাপ ছিল সবচেয়ে চালাক। এই সাপ একদিন সেই স্ত্রীলোকটিকে বলল, 'আল্লাহ্ কি সত্যি তোমাদের বলেছেন যে, বাগানের সব গাছের ফল তোমরা খেতে পারবে না'?"*(পয়দায়েশ ৩:১)

আমরা এখানে একটু চিন্তা করব, কেন শয়তান, সাপের বেশ ধারন করে এসেছিল? কিতাব এ বিষয় আমাদের উত্তর দেয়, *"মাবুদ আল্লাহর তৈরী ভূমির জীব-জন্তুদের মধ্যে সাপ ছিল **সবচেয়ে চালাক**।"* শয়তানই সেই প্রলুব্ধকারী, তাই সেখানে সে খুব বুদ্ধিমানের বেশে নিজেকে উপস্থাপন করেছিল। শয়তান, আদম ও হাওয়ার সামনে এক বিশাল বড় ও ভয়ানক ড্রগনের মত এসে বলেনি যে, "আদম এবং হাওয়া, শান্তি তোমাদের সহবর্তি থাকুক। আমি ইবলিশ শয়তান, মাবুদ আল্লাহ্‌র বিপক্ষ! লোভ দেখিয়ে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে তোমাদের বিপথে নিয়ে যেতে আজ আমি এখানে হাজির হয়েছি যেন তোমরা চিরদিনের জন্য বিনষ্ট হয়ে যাও!" শয়তান কিন্তু কাজটি এভাবে করে নি! তাহলে কিভাবে সে তাঁদের সামনে উপস্থিত হয়েছিল? একঠি সুন্দর ও বুদ্ধিমান সৃষ্টির রুপ ধারন করে। সে সাপের বেশে তাঁদের সাথে কথা বলেছিল, কারন সে সময়, অর্থাৎ দুনিয়াতে গুনাহ্ প্রবেশ করার পূর্বে, সাপ অন্যান্য সকল প্রানীর চেয়ে বেশি চালাক ছিল।

শয়তান এখনও ঠিক সেরকমই। সে খুবই চালাক। সে নিজেকে এমনভাবে উপস্থাপন করে যেন সে ভাল কোন কিছু করার জন্য হাজির হয়েছে। কিতাবে বলা আছে: *"শয়তান নিজেকে **নূরে পূর্ন ফেরেশতা** বলে দেখাবার উদ্দেশ্যে নিজেকে বদলে ফেলে।"*(২ করিন্থীয় ১১:১৪) কাজেই আল্লাহ্‌র কালাম সতর্ক করে বলে যে, *"ভন্ড নবীদের বিষয় সাবধান হও। তারা তোমাদের কাছে ভেড়ার চেহারায় আসে, অথচ তারা রাক্ষুসে নেকড়ে বাঘের মত!"* (মথি ৭:১৫) **শয়তান প্রতারক**। আর এ কারনেই শয়তান, আদম ও হাওয়ার সামনে সাপের বেশ ধারন করে এসেছিল। সে বুঝতে পেরেছিল আদমের চেয়ে হাওয়াকে প্রলোভনে ফেলা বেশি সহজ হবে, তাই সে আদমের চেয়ে প্রথমে হাওয়ার সাথে কথা বলাটাকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছিল। শয়তান জানত হাওয়াকে সৃষ্টি করার পূর্বে, আল্লাহ্ আদমকে ঐ গাছটি সম্পর্কে সতর্ক করেছিলেন। তথাপি হাওয়াও আল্লাহ্‌র হুকুমগুলো জানত। শয়তান খুবই চতুর ছিল এবং সে তার পরিকল্পনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে খুবই সতর্ক ছিল। শয়তানের আশা ছিল যে কোনভাবে যদি সে স্ত্রীলোকটিকে ভুলিয়ে তাঁকে নেকী-বদী-জ্ঞানের গাছের ফল খাওয়াতে পারে, তাহলেই আদম আল্লাহর্ অবাধ্য হয়ে তাঁকে অনুসরন করবে।

যেমন কিতাবে উল্লেখ আছে, *" এই সাপ একদিন সেই স্ত্রীলোকটিকে বলল,' আল্লাহ্ কি সত্যিই তোমাদের বলেছেন যে, বাগানের সব গাছের ফল তোমরা খেতে পারবে না?'"* (পয়দায়েশ ৩ :১) আপনি শুনলেন তো শয়তান হাওয়াকে কি জিজ্ঞেস করেছিল? সে প্রশ্ন করেছিল" *আল্লাহ্ কি সত্যিই তোমাদের বলেছেন যে,' বাগানের সব গাছের ফল তোমরা খেতে পারবে না?'"* আপনি বুঝতে পারছেনতো যে শয়তান কি করার চেষ্টা করছিল? আল্লাহ্‌র হুকুম সম্পর্কে বারবার প্রশ্ন করে শয়তান হাওয়ার মনে ঐ বিষয় সম্পর্কে **সন্দেহ সৃষ্টি করার** চেষ্টা করছিল। তাই সে বারবার জিজ্ঞেস করছিল, "আল্লাহ্ **কি**.... বলেছিল?' আল্লাহ্ কি **সত্যিই** বলেছিল.....?'" বর্তমান সময়েও শয়তান ঠিক একই পদ্ধতি অনুসরন করছে। সে **কালামের সত্যের বিপক্ষে যুদ্ধ করে চলছে**, কারন সে জানে যে আল্লাহ্‌র কালামের ক্ষমতা আছে তাকে নিরস্ত্র ও মিথ্যার দায়ে কলঙ্কিত করার। শয়তান জানে যে আলো যেমন অন্ধকারকে দূর করে তেমনি সত্যও মিথ্যাকে দূর করে।

চলুন এখন শোনা যাক যে শয়তান ও স্ত্রীলোকের মধ্যে আর কি কি কথোপকথন হয়েছিল। কিতাব বলে:

অধ্যায় ৭

দুনিয়াতে গুনাহ্‌র প্রবেশ; পয়দায়েশ ৩

“স্ত্রীলোক সাপকে বললেন, ‘বাগানের গাছের ফল আমরা খেতে পারি। তবে বাগানের মাঝখানে যে গাছটি রয়েছে তার সম্বন্ধে আল্লাহ্ বলেছেন, ‘তোমরা তার ফল খাবেও না, ছোঁবেও না। তা করলে তোমাদের মৃত্যু হবে।” তখন সাপ স্ত্রীলোকটিকে বললেন, ‘কখনও না, **কিছুতেই তোমরা মরবে না।** আল্লাহ্ জানেন, যেদিন তোমরা সেই গাছের ফল খাবে সেই দিনই তোমাদের চোখ খুলে যবে। তাতে নেকী-বদীর জ্ঞান পেয়ে তোমরা আল্লাহ্‌র মতই হয়ে উঠবে।’” (পয়দায়েশ ৩: ২-৫)

সত্যিই অদ্ভুত! আল্লাহ্ আদম ও হাওয়াকে কি বলেছিলেন যে তাদের কী হতে পারে যদি তারা সেই নিষিদ্ধ গাছের ফল খায়? তিনি বলেছিলেন “ *তোমাদের মৃত্যু **হবে!**”* আর শয়তান কি বলেছিল? সে বলেছিল: “*তোমরা **মরবে না!**”* এভাবে, আল্লাহ্‌র কালামের প্রতি তাদের মনে কেবল মাত্র সন্দেহ স্থাপনের মধ্যেই শয়তান থেমে থাকেনি বরং তাদের দিয়ে সত্যকে **অস্বীকার করাতে** সে সক্ষম হয়েছিল! আপনার কি মনে হয়? কার কথা সত্য ছিল, আল্লাহ্‌র নাকি শয়তানের? পাক্ কিতাব বলে যে আল্লাহ্ই একমাত্র সত্য এবং তাঁর মধ্যে কোন মিথ্যা নেই। শয়তানের ক্ষেত্রে; তার মধ্যে কোন সত্য নেই, যেমন লেখা আছে,*“সে যখন মিথ্যা বলে তখন সে তা **নিজে থেকেই বলে**, কারণ সে **মিথ্যাবদী** আর **সমস্ত মিথ্যার জন্ম তার মধ্য থেকেই** হয়েছে।”*(ইউহোন্না ৮:৪৪)

যাইহোক, আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে শয়তান কেবলমাত্র **একজন মিথ্যাবাদীই** নয়, সে একজন প্রতারকও। সে অত্যন্ত চালাক; সে **মিথ্যাকে** সত্যের সাথে **মিলিয়ে** এমন ভাবে উপস্থাপন করে যেন তা সত্য বলেই মনে হয়। আমরা দেখতে পাই যে শয়তান আদম ও হাওয়াকে বলেছিল, “*যেদিন তোমরা সেই গাছের ফল খাবে সেই দিনই তোমাদের চোখ খুলে যবে। তাতে নেকী-বদীর জ্ঞান পেয়ে তোমরা আল্লাহ্‌র মতই হয়ে উঠবে।”* শয়তান তাদের **মিথ্যা** বলেছিল যে, “*তোমরা আল্লাহ্‌র মতই হয়ে উঠবে!”*, কারন যে গুনাহ্ করে সে আল্লাহ্‌র মত হতে পারে না বরং শয়তানের মতই হয়ে যায়। কিন্তু শয়তান যখন বলেছিল যে, “*তোমরা নেকী-বদীর জ্ঞান পাবে”* তখন কিন্তু সে **সত্যই** বলছিল, কারন গুনাহ্ করার পর আদম ও হাওয়া মন্দতা সম্পর্কে জানতে পেরেছিল। কিন্তু শয়তান তাদের বলেনি যে এই জ্ঞান তাদের জীবনকে এত বিষাক্ত করে তুলবে। আল্লাহ্ বলেছিলেন যে, “*যেদিন তুমি সেই গাছের ফল খাবে সেই দিন **নিশ্চয়ই তোমার মৃত্যু হবে!”*** কিন্তু শয়তান বলেছিল, “*সেই গাছের ফল খেলে তোমরা **মরবে না**!”* শয়তান মিথ্যাবদী। আর তাইতো আল্লাহ্ যখন বলেছিলেন, *“তোমরা মরবে!”* শয়তান তা অস্বীকার করে বলেছিল, *“তোমরা মরবে না!”*

আর তখন আদম ও হাওয়ার জন্য সময় এসেছিল **আল্লাহ্‌র কালাম এবং শয়তানের প্ররোচনার মধ্য থেকে যেকোন একটিকে বাছাই করে নেওয়ার।** তাদের সামনে সুযোগ ছিল যে: হয় তারা আল্লাহর কালামের প্রতি ঈমান আনবে নচেৎ শয়তানে কথা বিশ্বাস করবে। তারা কি সত্যকে গ্রহণ করেছিল নাকি মিথ্যাকে? তারা কি অন্ধকারের অধিপতিকে অনুসরন করবে নাকি নুর আল্লাহ্‌কে?

চলুন আমরা পড়ে দেখি যে তারা কোনটা পছন্দ করেছিল। কিতাব বলে: *“স্ত্রীলোকটি যখন বুঝলেন যে, গাছটার ফলগুলো খেতে ভাল হবে এবং সেগুলো দেখতেও সুন্দর আর তা ছাড়া জ্ঞান লাভের জন্য কামনা করবার মতও বটে, তখন তিনি কয়েকটা ফল **পেড়ে নিয়ে খেলেন**। সেই ফল তিনি তাঁর স্বামীকেও দিলেন এবং তাঁর স্বামীও তা খেলেন।”*(পয়দায়েশ ৩:৬)

আশ্চর্য! আল্লাহ্ মানুষকে তাঁর নিজের মত করে সৃষ্টি করেছিলেন যেন মানুষ তাঁকে জানতে পারে, তাঁকে মহব্বত করতে পারে এবং চিরদিন তাঁর বাধ্য হয়ে চলে। কিন্তু মানুষ কি করেছিল? আল্লাহ্‌র প্রতি কি তার যথেষ্ট মহব্বত ছিল যাতে করে সে আল্লাহ্‌র হুকুমের প্রতি বাধ্য থাকতে পারে? **সে মহব্বতের আল্লাহ্‌র প্রতি অবাধ্য হয়েছিল এবং আল্লহ্ ও মানুষের দুশমন, শয়তানকে অনুসরন করেছিল!**

ঐ দিনটা কতই'না মর্মান্তিক ছিল! আমাদের আদি পিতা-মাতা, আদম ও হাওয়া, মাবুদ আল্লাহ্‌র নিষেধ করা গাছের ফল খাওয়ার মাধ্যমে তাঁর পথ থেকে সরে এসেছিল। ”মহামারী কি কখনও একক ব্যক্তিতে আবদ্ধ থাকে?” (ওলফ প্রবাদবাক্য)

ঠিক একইভাবে, আল্লাহ্‌র কালাম বলে: ***"একটি মানুষের মধ্য দিয়ে গুনাহ দুনিয়াতে এসেছিল ও সেই গুনাহের মধ্য দিয়ে মৃত্যুও এসেছিল। সব মানুষ গুনাহ্‌ করেছে বলে এভাবে* সকলের কাছেই মৃত্যু উপস্থিত হয়েছে!" (রোমীয় ৫:১২)** হতে পারে এটা আমাদের ভাল লাগতেও পারে নাও লাগতে পারে, কিন্তু এটাই সত্য!

"যেমন বাবা তেমন ছেলে" { ওলফ প্রবাদবাক্য } আপনি, আমি, আমরা সকলে আদমের মতই। গুনাহ্‌ের মধ্যে দিয়েই আমাদের জন্ম তাই আমাদের প্রত্যেকেই মরতে হবে, কারন আমরা সকলেই **আদমের বংশধর।** প্রথম সৃষ্ট মানুষ, যিনি আল্লাহ্‌র হুকুমের আবাধ্য হয়েছিলেন, সেই আদমই আমাদের সকলের পূর্বপুরুষ এবং **আমরা প্রত্যেকে তাঁরই মতন**। আমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে বলতে পারবে সে কখনও আল্লাহর হুকুমের অবাধ্য হয়নি? আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই! তাহলে আল্লাহ্‌র অবাধ্য হওয়া, উত্তরাধীকার সূত্রে আমরা কোত্থেকে পেয়েছি? আদমের কাছ থেকেই। ভয়াবহ সংক্রামক রোগের মত, **গুনাহ্‌ আদমের কাছ থেকে আমাদের মধ্যে ছড়িয়ে পরেছে**। সত্যিই, মহামারী কখনও একক ব্যক্তিতে আবদ্ধ থাকে না!

কিন্তু এখনও সব আশা শেষ হয়ে যায়নি। কারন আল্লাহ্‌র কালাম ঘোষনা করে যে, ***"একটা গুনাহের** মধ্য দিয়ে যেমন সব মানুষকেই **শাস্তির যোগ্য** বলে ধরা হয়েছে, তেমনি একটা **ন্যায় কাজের** মধ্য দিয়ে সব মানুষকেই **ধার্মিক** বলে গ্রহন করবার ব্যবস্থাও করা হয়েছে এবং তার ফল হল অনন্ত জীবন।"* (রোমীয় ৫:১৮) গুনাহ্‌কারীরাও যেন আল্লাহ্‌র কাছে ফিরে আসতে পারে সেজন্য আল্লাহ্‌, তাদের জন্য নাযাত লাভের এক ন্যায়নিষ্ঠ পথ প্রতিষ্ঠা করেছেন, আজ আমরা এটা নিয়ে আর আলোচনা করব না, কিন্তু পরবর্তি পাঠগুলোতে আমরা আল্লাহ্‌র সেই প্রতিষ্ঠিত পথ সম্পর্কে শিখব।

বন্ধুগন, এই ছিল আপনাদের অনুষ্ঠান *"ধার্মিকতার পথ"*। পরবর্তিতে আমাদের পরিকল্পনা রয়েছে এ গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়'টি থেকে শুরু করে এগিয়ে যাব যেন দেখতে পারি যে ধার্মিকতার পথ থেকে সরে গিয়ে অধার্মিকতার পথ অনুসরন করার ফলে আদম ও হাওয়ার জীবনে কি পরিনতি ঘটেছিল।

আল্লাহ্‌ আপনাদের রহমত দান করুন যেন আপনারা সৃষ্টির এই সত্য মনে রাখতে পারেন।

"একটা মানুষের মধ্য দিয়ে গুনাহ্‌ দুনিয়াতে এসোছিল ও গুনাহের মধ্য দিয়ে মৃত্যুও এসেছিল। সব মানুষ গুনাহ্‌ করেছে বলে এভাবে সকলের কাছেই মৃত্যু উপস্থিত হয়েছে!" (রোমীয় ৫:১২)

অধ্যায় ৮

আদমের গুনাহ্‌র ফল; পয়দায়েশ ৩

শ্রোতা বন্ধুরা, শান্তি আপনাদের সহবর্তি থাকুক। আল্লাহ্‌র নামে আপনাদের অভিবাদন জানাই, শান্তির আল্লাহ্, যিনি ধার্মিকতার পথ প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তিনি চান যেন প্রত্যেকেই সে পথ সম্পর্কে জানতে পারে এবং আত্মসমর্পণ করে, এবং সত্যিকারের শান্তি যেন চিরদিন তাদের সাথে থাকে। আপনাদের অনুষ্ঠান *"ধার্মিকতার পথ"* নিয়ে আজ উপস্থিত হতে পেরে আমরা আনন্দিত।

তৌরাত শরীফ অধ্যয়নের মাধ্যমে আমরা শিখেছি যে মাবুদ আল্লাহ্ তাঁর নিজের মত করেই প্রথম মানুষ সৃষ্টি করেছিলেন। আমরা এটাও জেনেছি যে আল্লাহ্ কেন তাঁদের সৃষ্টি কারেছিলেন। আল্লাহ্ তাঁদের সৃষ্টি করেছিলেন যেন তাঁরা তাঁদের সমস্ত মন, প্রান ও শক্তি দিয়ে আল্লাহকে মহব্বত করে যার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সাথে তাঁরা এক অপূর্ব ও গভীর সম্পর্ক উপভোগ করতে পারে।

আল্লাহর প্রতি আদমের মহব্বত এবং তাঁর হুকুমের প্রতি বাধ্য হয়ে চলার সামর্থ যাচাই করার জন্য তিনি, তাঁকে খুব সহজ একটা পরীক্ষার মধ্য দিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। প্রথম স্ত্রীলোক সৃষ্টি করার পূর্বে আল্লাহ্ আদমকে হুকুম দিয়েছিলেন, ***"তুমি তোমার খুশীমত এই বাগানের যে কোন গাছের ফল খেতে পার;*** *কিন্তু নেকী-বদী-জ্ঞানের যে গাছটি রয়েছে তার ফল* ***তুমি খাবে না****, কারন যেদিন তুমি তার ফল খাবে সেই দিন নিশ্চয়ই তোমার মৃত্যু হবে।"*(পয়দায়েশ; ২:১৬, ১৭) এভাবে আল্লাহ্ আদমকে পরীক্ষিত হবার বিষয়ে পূর্বেই সতর্ক করে বলেছিলেন যে তাঁর হুকুমের প্রতি অবাধ্যতা মৃত্যু নিয়ে আসবে এবং এর ফলে সে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। আল্লাহ্ আদমকে মহব্বত করতেন এবং চেয়েছিলেন আদম যেন তাঁর সাথে আনন্দ ও সহভাগিতায় চিরকাল থাকতে পারেন। যাইহোক, আমরা গত অনুষ্ঠানে শুনেছি যে **আদম ও হাওয়া** শয়তানের কথা শুনে **আল্লাহর অবাধ্য** হয়ে তাঁর নিষেধ করা গাছের ফল খেয়েছিলেন।

তাই আজ আমরা তৌরাত শরীফের পয়দায়েশের তৃতীয় আধ্যায় থেকেই পাঠ চালিয়ে যাব যেন জানতে পারি যে **আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধ করা গুনাহ্‌র** ফলে **আদম ও হাওয়ার** জীবনে **কি পরিনতি ঘটেছিল । কিতাবের** সপ্তম আয়াতে উল্লেখ আছে: *"তখনই তাঁদের দু'জনের চোখ খুলে গেল। তাঁরা বুঝতে পারলেন যে, তাঁরা উলংগ অবস্থায় আছেন। তখন তাঁরা কতগুলো ডুমুরের পাতা একসংগে জুড়ে নিয়ে নিজেদের জন্য খাটো ঘাগরা তৈরী করে নিলেন।"*(পয়দায়েশ ৩:৭)

আল্লাহ্‌র প্রতি অবাধ্য হবার পর আদম ও হাওয়া প্রথমে কোন কাজটি করেছিলেন? তাঁরা তাঁদের **লজ্জা ও অপরাধ ঢাকার চেষ্টা করেছিলেন!** আমরা ইতিমধ্যে নেকী-বদী-জ্ঞানের গাছের ফল খাবার পূর্বে, আদম ও হাওয়ার ঘটনা সম্পর্কে জেনেছি;"তখন আদম এবং তাঁর স্ত্রী উলংগ থাকতেন, কিন্তু তাতে তাঁদের কোন লজ্জাবোধ ছিল না।" (পয়দায়েশ ২:২৫) কিন্তু তখন তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁদের দৈহিক পরিবর্তন ঘটতে শুরু করেছে। তাঁরা তাঁদের লজ্জা ও অপরাধবোধের কারনে সেই পাক্ বিচারকর্তার সামনে উপস্থিত হতে পারছিল না। তাই তাঁরা লজ্জা নিবারনের জন্য ডুমুর গাছের পাতা একসাথে জুড়ে তাঁদের দেহের উলংগতা ঢেকেছিলেন। কিন্তু তাঁদের দেহের আচ্ছাদন তাঁদের অন্তরের অপরাধবোধকে মুছে ফেলতে পরেনি।

এরপরে, কিতাব উল্লেখ আছে: *"যখন সন্ধ্যার বাতাস বইতে শুরু করল তখন তাঁরা মাবুদ আল্লাহর গলার আওয়াজ শুনতে পেলেন। তিনি বাগানের মধ্যে বেড়াচ্ছিলেন। তখন আদম ও তাঁর স্ত্রী বাগানের গাছপালার মধ্যে নিজেদের লুকালেন যাতে মাবুদ আল্লাহর সামনে তাঁদের পড়তে না হয়।"* (পয়দায়েশ ৩:৮) গুনাহ্ করার পর আদম ও হাওয়ার মধ্যে কি পরিবর্তন ঘটেছিল! আল্লাহ্‌র অবাধ্য হবার পূর্বে, আল্লাহ্ বাগানে তাঁদের সাথে সাক্ষাত করতে আসলে তাঁরা খুব আনন্দ করতেন। কিন্তু সেসময় যখন তাঁরা আল্লাহ্‌র কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েছিলেন, তাঁরা ভয়ে ও লজ্জায় শিহরিত হয়ে উঠেছিলেন এবং আল্লাহ্‌র সামনে থেকে বাগানের গাছগুলোর আড়ালে নিজেদের লুকানোর চেষ্টা করছিলেন! কেন আদম ভয় পেয়েছিলেন এবং লুকিয়েছিলেন? এটা বুঝতে নিশ্চই কারো কোন সমস্য হবে না। যদি কেউ অন্যের ক্ষেত থেকে কিছু চুরি করে এবং তখন যদি সেই ক্ষেতের

মালিকের কণ্ঠস্বর শুনতে পায় তখন সে কি করবে? সে অবস্যাই পালাতে চেষ্টা করবে। ঠিক একইভাবে, আল্লাহ্‌ যা নিষেধ করেছিলেন আদম তাই করেছিলেন, তাই সে পালিয়েছিলেন। আদম খুব ভালভাবেই জানতেন যে তিনি আল্লাহ্‌র হুকুমের বিরুদ্ধে কাজ করেছেন।

আল্লাহ্‌র হুকুমের অবাধ্য হওয়ার পর কি আদমের ভয় পাওয়া উচিৎ ছিল? অবশ্যই! কিন্তু কেন? কারন আল্লাহ্‌ তাঁকে স্পষ্টভাবে বলেছিলেন, *"যেদিন তুমি নেকী-বদী-জ্ঞানের গাছের ফল খাবে সেই দিন **নিশ্চয়ই তোমার মৃত্যু হবে!"*** আল্লাহ্‌ কি তাঁর জবান রক্ষা করেছিলেন? আদম কি সত্যিই মারা যেতেন? আপনার কি মনে হয়? **আল্লাহ্‌ কি সত্যিই তাঁর সৃষ্ট মানুষকে শাস্তি দিয়েছিলেন? ওলফ প্রবাদে বলা আছে যে, কোন প্রশ্নের উত্তর আরেকটি প্রশ্ন দিয়ে দেয়া যায় না কিন্তু এই ক্ষেত্রে আমরা প্রশ্নের সবচেয়ে ভাল উত্তর দিতে পারবো অন্য একটি প্রশ্ন দিয়ে!** আল্লাহ্‌র আইন কানুনের বিরুদ্ধচারণ করার কারনে, সেই শয়তান, লুসিফারের প্রতি আল্লাহ্‌ কি করেছিলেন? তিনি কি শয়তান ও তার ফেরশতা, যারা গুনাহ্‌ করেছিল, তাদের বেকসুর খালাস করে দিয়েছিলেন? না, তিনি তাদের খালাস করে দেননি! আল্লাহ্‌ তাদেরকে তাঁর পাক্‌ উপস্থিতি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। এবং শুধু তাই না, তিনি তাদের জন্য দোজখের আগুন সৃষ্টি কারেছিলেন! শয়তানের মত আদমও আল্লাহ্‌র দেওয়া আইন-কানুনের বিরুদ্ধচারণ করেছিলেন। আল্লাহ্‌ কি এরকম বলতে পারতেন, "এটা তেমন কোন সমস্যাই নয়!" এবং নির্বিচারে আদমকে ছেড়ে দিতেন? কখনোই না! **আল্লাহ্‌ পাক্‌ এবং তিনি অবস্যাই গুনাহ্‌র বিচার করে থাকেন!** দুনিয়াতে জ্ঞানী ব্যক্তিদের মধ্যে অন্যতম একজন হলেন লিয়োনার্দো দা ভিঞ্চি, তিনি বলেছিন "যে আমার পক্ষে নয় সে আমার বিপক্ষে" আল্লাহ্‌ কখনই মন্দকে প্রশ্রয় দেন না।তিনি অবশ্যই এর শাস্তি দিয়ে থাকেন। নবী হাবাক্কুক বলেছেন, *"হে আল্লাহ্‌, আমার আল্লাহ্‌ পাক........তুমি এত খাঁটি যে, তুমি খারাপীর দিকে তাকেতে পার না এবং অন্যায় সহ্য করতে পার না!"* (হাবাক্কুক ১:১২,১৩) হ্যাঁ, *"মাবুদই তাঁর বান্দদের প্রতি ন্যয়বিচার করবেন! জীবন্ত আল্লাহ্‌র হাতে পড়া কি ভয়ংকর ব্যাপার!* (ইবরানী ১০:৩০, ৩১) এটা আল্লাহ্‌ পাকে্র বৈশিষ্ট যে তিনি প্রত্যেকটি গুনার বিচার করেন ও শাস্তি দেন। তাই আদম ও হাওয়ার গুনাহ্‌র বিচার করাটা প্রয়োজনীয় ছিল। তাই পরবর্তী আয়াত'টিতে আমরা দেখতে পাই: *"মাবুদ আল্লাহ্‌ আদমকে ডেকে বললেন, 'তুমি কোথায়?'"* (পয়দায়েশ ৩:৯)

আদম গুনাহ্‌ করার পর আল্লাহ্‌ কি করেছিলেন? আল্লাহ্‌ আদমকে খুঁজ্‌ছিলেন, তাঁকে ডাকছিলেন, ***"তুমি কোথায়?"*** আদম কি আল্লাহ্‌র সন্ধানে বেড়িয়েছিলেন? না! সে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে পালানোর চেষ্টা করছিলেন। আল্লাহ্‌ কেন আদমকে ডাকছিলেন? তিনি কি জানতেন না যে আদম কোথায় ছিলেন? আল্লাহ্‌, যিনি সবকিছু জানেন ও দেখতে পান, তিনি নিশ্চই জানতেন আদম কোথায় লুকিয়ে ছিলেন! আল্লাহ্‌ আদমকে ডেকেছিলেন কারন তিনি চেয়েছিলেন আদম যেন তাঁর গুনাহে্র বিষয়টি বুঝতে পেরে আল্লাহর কাছে তা স্বীকার কারে। যদিও আদম আল্লাহ্‌র হুকুমের অবাধ্য হয়েছিলেন তবু আল্লাহ্‌ তখনও তাঁকে মহব্বত করতেন।

আদম কি উত্তর দিয়েছিলেন যখন আল্লাহ্‌ তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন, *"তুমি কোথায়?"* কিতাব বলে:

"[আদম] বললেন, 'বাগানের মধ্যে আমি তোমার গলার আওয়াজ শুনেছি। কিন্তু আমি উলংগ, তাই ভয়ে লুকিয়ে আছি।' তখন মাবুদ আল্লাহ্‌ বললেন, 'তুমি যে উলংগ সেই কথা কে তোমাকে বলল? যে গাছের ফল খেতে আমি তোমাকে নিষেধ করেছিলাম তা কি তুমি খেয়েছ?' আদম বললেন, 'যে স্ত্রীলোককে তুমি আমার সংগিনী হিসেবে দিয়েছ সে-ই আমাকে ঐ গাছের ফল দিয়েছে আর আমি তা খেয়েছি।' আর মাবুদ আল্লাহ্‌ সেই স্ত্রীলোককে বললেন, 'তুমি এ কি করেছ?' স্ত্রীলোকটি বললেন, 'ঐ সাপ আমাকে ছলনা করে ভুলিয়েছে আর সেজন্য আমি তা খেয়েছি।'" (পয়দায়েশ ৩: ১০-১৩)

আপনি শুনলেনতো আদম ও হাওয়া আল্লাহ্‌কে কীভাবে উত্তর দিয়েছিলেন? **একে অন্যের উপর দোষ চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছিলেন।** আদম একই সাথে আল্লাহ্‌ এবং হাওয়াকে দোষারোপ করেছিলেন, বলেছিলেন: এটা আমার দোষ নয়! যে স্ত্রীলোককে **আপনি** আমার সংগিনী হিসেবে দিয়েছেন– এটা তাঁর দোষ! অন্যদিকে হাওয়া, সেই সাপের উপর দোষ চাপিয়ে বললেন, আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করবেন না– ঐ সাপ আমাকে ছলনা করে

ভুলিয়েছে! কিন্তু আল্লাহ্‌, যিনি মানুষের হৃদয় জানেন, তিনি ঠিকই জানতেন যে তাঁরা দু'জনেই অপরাধ করেছিলেন। আল্লাহ্‌ তাঁদেরকে সেই গছের ফল খেতে বলেননি, এমনকি শয়তানও তাঁদেরকে সেই গাছের ফল খেতে বাধ্য করেনি। শয়তান মানুষকে প্রলোভন দেখিয়ে তার সাথে প্রতারনা করতে পারে, কিন্তু গুনাহ্‌ করানোর জন্য সে কারো উপর জোর খাটাতে পারে না। শয়তান হাওয়ার সাথে ছলনা করেছিল, কিন্তু হাওয়া যা করেছিলেন তা আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে গুনাহ্‌। আদমের বিষয় কিতাব বলে যে, আদম ছলনায় ভোলেননি।(১ তীমথিয় ২:১৪) তিনি সতর্কভাবে তাঁর নিজের পথ অনুসরন করেছিলেন। আদম খুব ভালভাবে আল্লাহ্‌র হুকুম সম্পর্কে জানতেন, কিন্তু তিনি ধার্মিকতার পথ ছেড়ে অধার্মিকতার পথ অনুসরন করেছিলেন। এবং তিনি শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র অবাধ্যই হননি উপরন্তু তিনি অন্যের উপর দোষ চাপিয়ে তাঁর গুনাহ্‌র ভার আরও গুরুতর করেছিলেন।

বর্তমান সময়েও মানুষ তার ভুল স্বীকার না করে অন্যকে দোষারোপ করে, কিন্তু আল্লাহ্‌তো সত্যটা জানেন। পাক্‌ কিতাবের মধ্যদিয়ে আল্লাহ্‌ মানুষের সাথে কথা বলে যাচ্ছেন, তিনি ডাকছেন: **কোথায় তুমি?** আমাকে উত্তর দাও! তুমি কি করেছ? কেন তুমি আমার কালাম গ্রহন করে, তার উপর ঈমান এনে বাধ্য হয়ে চলনা? কেন তুমি আমার ধার্মিকতাকে ঘৃণা কর? কেন তুমি নিজের গুনাহ্‌র জন্য অন্যকে দোষারোপ কর? *"মাবুদ বলেন, 'আমি আমার নাম করে বলছি, আমার সামনে প্রত্যেকেই হাঁটু পাতবে এবং আমাকে আল্লহ বলে স্বীকার করবে।' তাহলে দেখা যায়, আমাদের প্রত্যেককেই নিজের বিয়য়ে আল্লাহর কাছে হিসাব দিতে হবে।" (* রোমীয় ১৪: ১১,১২)

চলুন সেই অধ্যায় থেকে আমরা আবার দেখতে শুরু করি যে আল্লাহ্‌, সাপ অথার্ত শয়তান এবং আদম ও হাওয়াকে কী শাস্তি দিয়েছিলেন। কিতাবে লেখা আছে:

"তখন মাবুদ আল্লাহ্‌ সেই সাপকে বললেন, 'তোমার এই কাজের জন্য ভুমির সমস্ত গৃহপালিত আর বন্য প্রানীদের মধ্যে তোমাকে সবচেয়ে বেশী বদদোয় দেওয়া হল। তুমি সারা জীবন পেটের উপর ভর করে চলবে এবং ধুলো খাবে। আমি তোমার ও স্ত্রীলোকের মধ্যে এবং তোমার বংশ ও স্ত্রীলোকের মধ্য দিয়ে আসা বংশের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি করব। সেই বংশের একজন তোমার মাথা পিষে দেবে আর তুমি তার পায়ের গোড়ালীতে ছোবল মারবে।' তারপর তিনি সেই স্ত্রীলোকটিকে বললেন, 'আমি তোমার গর্ভকালীন অবস্থায় তোমার কষ্ট অনেক বাড়িয়ে দেব। তুমি যন্ত্রনার মধ্য দিয়ে সন্তান প্রসব করবে। স্বামীর জন্য তোমার খুব কামনা হবে, আর সে তোমার উপর কর্তৃত্ব করবে।' তারপর তিনি আদমকে বললেন, 'যে গাছের ফল খেতে আমি নিষেধ করেছিলাম তুমি তোমার স্ত্রীর কথা শুনে তা খেয়েছ। তাই তোমার দরুন মাটিতে বদদোয়া দেওয়া হল। সারা জীবন ভীষন পরিশ্রম করে তবে তুমি মাটির ফসল খাবে। তোমার জন্য মাটিতে কাঁটাগাছ ও শিয়ালকাঁটা গজাবে, কিন্তু তোমার খাবার হবে ক্ষেতের ফসল। যে মাটি থেকে তোমাকে তৈরী করা হয়েছিল সেই মাটিতে ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তোমাকে খেতে হবে। তোমার এই ধুলার শরীর ধুলাতেই ফিরে যাবে।'" (পয়দায়েশ ৩:১৪-১৯)

আপনি দেখেছেনতো তাঁদের গুনাহ্‌র পরিনতি কি হয়েছিল? এটা দুঃখ-বেদনা, কন্টকময় জীবন, পরিশ্রম ও শ্রান্তি, বিভিন্ন রোগ এবং মৃত্যুর কারন হয়েছিল। হ্যাঁ, *"গুনাহ যে বেতন দেয় তা **মৃত্যু**!"*(রোমীয় ৬: ২৩) আল্লাহ্‌ কি বলেছিলেন যে আদম ও হাওয়ার জীবনে কী ঘটবে যদি তাঁরা সেই নিষিদ্ধ গাছের ফল খায়? তিনি বলেছিলেন ,"**যেদিন** তুমি তার ফল খাবে সেই দিন নিশচয়ই তোমার **মৃত্যু** হবে।" আদম ও হাওয়া যেদিন ফল খেয়েছিল সেদিনই কি তাঁদেরকে দাফন করা হয়েছিল? না। কিন্তু তাঁরা কি সেদিনই মারা গিয়েছিল? এক অর্থে

তাঁরা সেদিনই মরে গিয়েছিল! ঠিক ঐদিনই **আদম ও হাওয়ার আত্মার মৃত্যু ঘটেছিল**, কারন আল্লাহ্‌র সাথে তাঁদের আর কোন সম্পর্ক ছিল না।

আমরা যা ইতিমধ্যে শিখেছি, **মৃত্যু হল আল্লাহ্‌র কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া**। আদম ও হাওয়া, আল্লাহ্‌র অবাধ্য হয়ে **জীবনের উৎস**, আল্লাহ্‌র কাছ থেকে নিজেদেরকে পৃথক করে ফেলেছিলেন। যেদিন থেকে তাঁরা শয়তানের কথা বিশ্বাস করে তাকে অনুসরন করতে শুরু করেছিলেন সেদিনই তাঁরা আল্লাহর সাথে তাঁদের গভীর সম্পর্ককে বিনষ্ট করে আল্লাহ্‌র অনন্ত জীবনের অধীকার থেকে নিজেদের বঞ্চিত করেছিলেন। তাঁরা আল্লাহ্‌র বিপক্ষ হয়ে গিয়েছিল কারন তাঁরা আল্লাহ্‌র দুশমন, শয়তানের পক্ষ বেছে নিয়েছিলেন। আল্লাহর সাথে তাঁদের সম্পর্কের অবসান ঘটেছিল। আরেকটু সাজিয়ে বলতে গেলে: যদি আপনার কোন বন্ধু আপনার শত্রুর পক্ষ অবলম্বন করে, তবে সে কি আর আপনার প্রকৃত বন্ধু থাকতে পারে নাকি সে আপনার শত্রুতে পরিনত হয়? যেমন আমরা বলে থাকি "তোমার বন্ধুর শত্রু তোমারও শত্রু" তেমনি যে শয়তানের পথ অবলম্বন করে সে আল্লাহ্‌র বিপক্ষ বলে গন্য হয়। গুনাহ্‌ মানুষকে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়।

আজ শেষ করার পূর্বে, আমাদের কিছু জিনিস অবশ্যই বুঝতে হবে এবং মনে রাখতে হবে। আমরা যারা এই দুনিয়াতে জন্মগ্রহন করেছি, আমরা সকলেই *"অবাধ্যতা আর গুনাহর দরুন ....মৃত"* (ইফিষীয় ২:১) গনের মত এবং *"আল্লাহর দেওয়া জীবন থেকে...অনেক দূরে.."*(ইফিষীয় ৪:১৮) আমরা হয়ত ভাবতে পারি, আমাদের অবস্থা এরকম নয়, কিন্তু আল্লাহ্‌র কালাম এটাই প্রকাশ করেছে। যেদিন আদম আল্লাহর অবধ্য হয়েছিলেন সেদিনই তিনি একজন গুনাহ্‌কারী হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিলেন। আদম, যিনি গুনাহ্‌ করেছিলেন, তিনিই সমগ্র মানব জাতীর আদি পিতা। তাই আদমের গুনাহ্‌র কারনে **তাঁর সকল বংশধর গুনাহ্‌গার হয়েছে।** "যাহা বুনিবে তাহাই কাটিবে" (ওলফ প্রবাদ) সেইসাথে আদমের গুনাহ্‌ই তাঁকে **আল্লাহর কাছ থেকে পৃথক** করেছে। সকল জীবিত ব্যক্তির পিতা আদম, যিনি আল্লাহর দেওয়া আইন-কনুন অস্বীকার করেছিলেন। যার পরিনতি হল, আদমের সকল বংশধরই জন্ম থেকেই আল্লাহ্‌র কাছ থেকে আলদা। "মহামারী কি কখনও একক ব্যক্তিতে আবদ্ধ থাকে?" (ওলফ প্রবাদ) আর ঠিক এটাই আল্লাহ্‌র কালাম ঘোষনা করেছেন, যেমন বলা আছে: *"একটি মানুষের মধ্য দিয়ে গুনাহ দুনিয়াতে এসেছিল ও সেই গুনাহের মধ্য দিয়ে মৃত্যুও এসেছিল।* ***সব মানুষ গুনাহ্‌ করেছে*** *বলে এভাবে* ***সকলের কাছেই মৃত্যু উপস্থিত হয়েছে!"*** (রোমীয় ৫:১২)

আমাদের পূর্বপুরুষ আদম, যিনি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করেছিলেন, তিনি হলেন **গাছ থেকে কেটে ফেলা সেই ডাল'টির মতন** । গাছের সাথে আর যুক্ত না থাকলে সে ডালের অবস্থা কেমন হয়? এটি শুকিয়ে মরে যায়। আর সে শাখাগুলোর কি অবস্থা হয় যেগুলো সেই কাটা ডাল'টির সাথে সংযুক্ত থাকে? সেগুলোও কি আর জীবিত থাকতে পারে? না, সেগুলোও মরে যায় কারন ওগুলো শুক্‌নো ডাল থেকেই এসেছে। ঠিক একই রকম ভাবে, **আদমের সমস্ত সন্তানেরা সেই কেটে ফেলা ডাল'টির শাখা গুলোর মতন।** নিজের গুনাহ্‌র কারনে, আদম সেই শুকনো ডাল'টির মতন, এবং আমরা সকলেতো তাঁর মতই। আমাদের পূর্বপুরুষ, আদমের গুনাহ্‌ আমাদের প্রভাবিত করেছে। আমরা সকলে তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্টের সাথে সাথে তাঁর দন্ডাজ্ঞাও বহন করছি।

জবুর শরীফে নবী দায়ূদ দাউদ লিখেছিলেন: *"হ্যাঁ, জন্ম থেকেই আমি অন্যায়ের মধ্যে আছি; গুনাহের অবস্থাতেই আমি মায়ের গর্ভে ছিলাম।"*(জবুর শরীফ ৫১: ৫) গুনাহ্‌ অনেকটা এইডস্‌ এর মত–একটি অত্যন্ত মারাত্মক ব্যাধি যা সারা দুনিয়াতে ছড়িয়ে পড়েছে। এইড্‌স যদি কোন ব্যক্তির দেহে একবার প্রবেশ করে, তা

আর কখনও দূর হয়না। সেই ব্যক্তির কাছ থেকে এইড্‌স তার সন্তানদের মধ্যেও ছড়াতে পারে। এইড্‌স একটি মৃত্যুজনক ব্যাধি এবং এ রোগের কোন প্রতিষেধক এখনও আবিষ্কৃত হয়নি। গুনাহ্‌ও এরকমই। এটা এমন একটা চরম দুর্ভাগ্য যা সারা দুনিয়াতে ছড়িয়ে গিয়েছে। **গুনাহ্‌ মৃত্যুজনক**, যা মানুষকে চিরদিনের জন্য নষ্ট করে দেয়, কিন্তু **মানুষের কাছে এর জন্য কোন প্রতিষেধক নেই।**

কিন্তু আজ আমরা হৃদয় দিয়ে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করতে পারি, কারন তিনি গুনাহ্‌র ক্ষমতা ও শাস্তি থেকে রক্ষা করার জন্য নিজ্‌ থেকে আমাদের একটি প্রতিকারক দিয়েছেন। কিন্তু আমাদের অবশ্যই আল্লাহ্‌র সেই প্রতিকারকের উপর ঈমান আনতে হবে এবং তা গ্রহণ করতে হবে। আল্লাহ্‌র ইচ্ছায়, আমাদের পরবর্তি অনুষ্ঠানে আমরা দেখব যে আল্লাহ্‌ কীভাবে আদম ও হাওয়া এবং তাঁদের সকল উত্তরসূরীদের একটি বিস্ময়কর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যেখানে একজন ক্ষমতাবান নাযাত দাতার কথা বলা হয়েছে যিনি দুনিয়াতে গুনাহ্‌কারীদের গুনাহ্‌ থেকে এবং শয়তান ও জাহান্নাম থেকে নাযাত দান করবেন।

এতক্ষন ধরে সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ........

আল্লাহ্‌ আপনাদের বরকত দান করুন যেন আপনারা নবী দাউদে এই লেখনিটি নিয়ে চিন্তা করতে পারেন:

"হ্যাঁ, জন্ম থেকেই আমি অন্যায়ের মধ্যে আছি; গুনাহের অবস্থাতেই আমি মায়ের গর্ভে ছিলাম।" (জবুর শরীফ ৫১: ৫)

অধ্যায় ৯
অপূর্ব প্রতিশ্রুতি; পয়দায়েশ ৩

শ্রোতা বন্ধুরা, শান্তি আপনাদের সহবর্তি থাকুক। আল্লাহ্‌র নামে আপনাদের অভিবাদন জানাই, শান্তির আল্লাহ্‌, যিনি ধার্মিকতার পথ প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তিনি চান যেন প্রত্যেকেই সে পথ সম্পর্কে জানতে পারে এবং আত্মসমর্পণ করে, এবং সত্যিকারের শান্তি যেন চিরদিন তাদের সাথে থাকে। আপনাদের অনুষ্ঠান "*ধার্মিকতার পথ*" নিয়ে আজ উপস্থিত হতে পেরে আমরা আনন্দিত।

আমাদের বিগত অনুষ্ঠানে, আমরা দেখেছি আল্লাহ্‌র নিষেধ করা গাছের ফল খাওয়ার মধ্য দিয়ে কীভাবে আদম ও হাওয়া আল্লাহ্‌র পথ থেকে সরে বিপথে গিয়েছিলেন। এভাবে আল্লাহর নিজের মত করে সৃষ্টি করা মানুষ, আল্লাহর দুশমন শয়তানের পথ অনুসরন করেছিলেন। আদম ও হাওয়া গুনাহ্‌ করার পূর্বে, আল্লাহ্‌ যখন বাগানে তাঁদের সাথে সাক্ষাত করতে আসতেন, তাঁরা খুব আনন্দের মধ্য দিয়ে সে সময়গুলো উপভোগ করতেন, কিন্তু পরবর্তিতে যখনই তাঁরা আল্লাহ্‌র গলার স্বর শুনতে পেয়েছিলেন, তাঁরা **ভয়ে ও লজ্জায় আল্লাহ্‌র কাছ থেকে নিজেদের গোপন করার জন্য** বাগানের গাছগুলোর মধ্যে গিয়ে লুকিয়েছিলেন! আল্লাহ্‌ আদম ও হাওয়াকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, কথা বলেছিলেন এবং সব কিছু শোনার পর দুনিয়াতে গুনাহ্‌র পরিনতিগুলো ঘোষনা করেছিলেন। যা ছিল: কষ্ট ও যন্ত্রনা, কন্টকময় জীবন, রোগ এবং মৃত্যু।

যার পরিণামে সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত, মৃত্যুর ছায়া আদমের সকল উত্তরপুরুষের সাথে সাথে ঘুরছে। গুনাহর মধ্য দিয়েই আদমের সকল সন্তানদের গর্ভে ধারন করা হয়েছে এবং জন্ম থেকেই তারা মন্দ স্বভাব নিয়ে বড় হচ্ছে। শুনতে ভাল লাগুক বা না লাগুক এটা সত্য যে **আমদের সকলের চরিত্রই আমাদের পূর্বপুরুষ আদমের চরিত্রের মত। "যাহা বুনিবে তাহা কাটিবে" (ওলফ প্রবাদ)** আদমের গুনাহ্‌র কারনেই আমাদের সকলের জন্ম হয়েছে গুনহের মধ্য দিয়ে। সত্যিই "মহামারী কি কখনও একক ব্যক্তিতে আবদ্ধ থাকে?" (ওলফ প্রবাদ) এবং **আদমের গুনাহ্‌** যেমন আল্লাহ্‌র কাছ থেকে তাঁকে পৃথক করেছে ঠিক একই ভাবে **আমাদের গুনাহ্‌ও** আল্লাহ্‌র কাছ থেকে আমাদের আলাদা করেছে। তাই কিতাব বলে,

"একটি মানুষের মধ্য দিয়ে গুনাহ্‌ দুনিয়াতে এসেছিল ও সেই গুনাহর মধ্য দিয়ে মৃত্যুও এসেছিল। সব মানুষ গুনাহ করেছে বলে এভাবে সকলের কাছেই মৃত্যু উপস্থিত হয়েছে।"(রোমীয় ৫: ১২) *"কারন সবাই গুনাহ করেছে এবং আল্লাহর প্রশংসা পাবার অযোগ্য হয়ে পড়েছে।"*(রোমীয় ৩:২৩) *"তোমাদের অন্যায় মাবুদের কাছ থেকে তোমাদের আলাদা করে দিয়েছে।"*(ইশাইয়া ৫৯: ২)

শুন্‌তে ভাল না লাগলেও এ কথা গুলোই সত্য। "সত্য হল জলন্ত অঙ্গারের মত" (ওলফ প্রবাদ)

এভাবেই আমরা দেখতে পাই যে **আদমের একটি গুনাহ্‌ সমস্ত মানব জাতিকে আল্লাহর কাছ থেকে পৃথক করে দিয়েছিল**।যেদিন আদম আল্লাহ্‌র অবাধ্য হয়েছিলেন, সেদিনই আদম(এবং এখন পর্যন্ত জন্মগ্রহনকারী সমস্ত মানব জাতি) আলোর রাজ্য ত্যাগ করে অন্ধকারের রাজ্যে প্রবেশ করেছিলেন। আল্লাহ্‌র রাজ্যে তাঁদের আর কোন অধীকার ছিল না। যে তাঁদেরকে দাস হিসেবে বন্দি করে রেখেছিল, তাঁদের গুনাহ্‌র কারনে, তাঁরা সেই **শয়তানের** অভিশাপের **অংশ** পেয়েছিল। তখন তাঁরা গুনাহের দাসত্ব, মৃত্যু ভয়– এবং তারপরে অনন্তকালীন দোজখের আগুন ছাড়া জীবনে আর কিছুই আশা করতে পারেনি।

অধ্যায় ৯
অপূর্ব প্রতিশ্রুতি; পয়দায়েশ ৩

কিতাব যদি এখানেই শেষ হয়ে যেত তাহলে আমাদের কেবল, মুক্তির উপায় খুজে না পাওয়া কোন অন্ধ ব্যক্তির মত করুন বিষাদে কেঁদে কেঁদে এই বইটি বন্ধ করে রাখতে হত। আল্লাহ্ যদি আদমের সন্তানদের জন্য মুক্তির কোন পথ খোলা না রাখতেন তাহলে আমাদের, আজীবন দন্ডপ্রাপ্ত আসামীর জীবন অতিবাহিত করতে হত! কিন্তু মাবুদের গৌরব করি, আল্হামদুল ইল্লাহ্, কারন নবীদের কিতাব, আদমের গুনাহর ঘটনার মধ্য দিয়েই শেষ হয়ে যায়নি। **আল্লাহ্, তিনি দয়ার সাগর, তিনি আদমের সন্তানদের উদ্ধার করবার জন্য একটি পথ খোলা রেখেছেন!** এইজন্য আল্লাহর কালাম বলে,

"শরীয়ত দেওয়া হল যাতে অন্যায় বেড়ে যায়, কিন্তু যেখানে অন্যায় বাড়ল সেখানে আল্লাহর রহমতও আরও অনেক বাড়ল।"(রোমীয় ৫: ২০) *"ভয় কোরো না, কারন আমি তোমাদের কাছে খুব আনন্দের খবর এনেছি। এই আনন্দ সব লোকের জন্যই।"*(লূক ২:১০) *"আল্লাহ্র যে রহমত দ্বারা নাজাত পাওয়া যায় তা সব মানুষের কাছেই প্রকাশিত হয়েছে!"*(তীত ২: ১১)

ইতিমধ্যে আমরা যা শিখেছি, আল্লাহ্ পাক্ এবং তিনি অবশ্যই সকল গুনাহ্গারদের বিচার করবেন। আল্লাহ্ ন্যায়পরায়ন আর তিনি কখন গুনাহের বিষয় "ভুলে" যান না। তিনি অবশ্যই সকল গুনাহের বিচার করে থাকেন। গুনাহের শাস্তি হল মৃত্যু ও চিরদিনের জন্য আল্লাহ্র কাছ থেকে আলাদা হয়ে যাওয়া। আল্লাহ্ অপরিবর্তনশীল এবং গুনাহের শাস্তি ও কখনো পরিবর্তিত হয়না। যাইহোক, আজ আমরা কিতাব থেকে পড়া শুরু করব, কীভাবে আল্লাহ্ পাক্ **গুনাহগারদের গুনাহের শাস্তি থেকে মুক্ত করার পরিকল্পনা নকশা করেছিলেন**। এরমধ্য দিয়েই আমরা শিখ্তে পারব যে আল্লাহ্ শুধুমাত্র ন্যায়বানই নয় তিনি পরম করুণাময়ও! আল্লাহ্ আমাদের **বিচারক, তিনিই আমাদের নাজাত দাতা হয়েছেন।**

আজ আমরা দেখতে পাব, আদম ও হাওয়ার গুনাহে পতীত হবার দিন থেকেই আল্লাহ্ কীভাবে, গুনাহ্কারীদের রক্ষা জন্য তাঁর অপূর্ব পরিকল্পনার কথা জানানো শুরু করেছিলেন। চলুন তৌরাত শরীফের পয়দায়েশ থেকে এগিয়ে যাওয়া যাক যেন আমরা সেই সুখবর'টি সম্পর্কে জানতে পারি। আমরা তৃতীয় আধ্যায়ের ১৫ আয়াত থেকে শুরু করছি: আল্লাহ্ সাপের বেশধারী শয়তানকে বলেছিলেন, ***"আমি তোমার ও স্ত্রীলোকের মধ্যে এবং তোমার বংশ ও স্ত্রীলোকের মধ্য দিয়ে আসা বংশের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি করব। সেই বংশের একজন তোমার মাথা পিষে দেবে আর তুমি তার পায়ের গোড়ালীতে ছোবল মারবে।"***

এই জটিল আয়াত'টি কয়েকটি গভীর জ্ঞানমুলক ও গুরুত্বপূর্ন সত্য বহন করে যেসব বিষয়গুলো আল্লাহ্র নবীগন পরবর্তীতে বিষদ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এই আয়াতের মূল বিষয়গুলো সংক্ষিপ্তাকারে এভাবে উপস্থাপন করা যায়: **আল্লাহ্ সর্বপ্রথম এই আয়াতের মধ্যদিয়েই দুনিয়াতে একজন নাজাতদাতা পাঠানোর বিষয়টি প্রকাশ করেছিলেন** যিনি শয়তানের আধিপত্য থেকে আদমের সন্তানদের মুক্ত করবেন। **এটিই সর্বপ্রথম আয়াত যার দ্বারা সেই নিস্পাপ/ গুনাহ্হীন মুক্তিদাতার আসার বিষয়'টি উল্লেখ্ করা হয়েছে।** চলুন এই আয়াতের মধ্য থেকে সেই নাজাতদাতার সম্পর্কে চারটি সত্য জেনে নেওয়া যাক যাঁকে আল্লাহ্ দুনিয়াতে পাঠানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

১) প্রথম সত্যটি হল: আল্লাহ্ ঘোষনা করেছিলেন যে একজন কুমারী **নারীর মধ্যদিয়ে** এই মুক্তিদাতার **জন্ম** হবে। আমাদের সকলের জন্ম হয়েছে পুরুষ ও স্ত্রীলোকের সম্পর্কের মধ্য দিয়ে। কিন্তু যে নাজাত দাতার আসবার

বিষয়ে এখানে বলা হয়েছে, তাঁর জন্ম হবে আল্লাহর শক্তিতে কেবল মাত্র নারীর মধ্য দিয়ে। তাঁর কোন জাগতিক পিতা থাকবে না। দুনিয়ার উদ্ধার কর্তা আদমের মধ্য দিয়ে আসবেন না কারন আদমের সমস্ত সন্তানদের মধ্যেই গুনাহ্‌ের দাগ রয়েছে। গুনাহ্‌গারদের মুক্তিদাতার অবশ্যই নিষ্পাপ/ **গুনাহ্‌হীন** হতে হত। তাঁকে সরাসরি বেহেশতে, আল্লাহ্‌র কাছ থেকে আসতে হত। তাহলে এ পাঠ থেকে আমরা প্রথম যে সত্যটি শিখেছি তা হল: আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুত নাজাত দাতা, যিনি কোন পুরুষের মাধ্যমে নয় কিন্তু স্ত্রীলোকের মধ্য দিয়ে জন্মগ্রহন করবেন।

২) যেদিন আদম ও হাওয়া গুনাহ্‌ করেছিলেন সেদিন আল্লাহ আরেকটি বিষয় ঘোষনা করেছিলেন। প্রতিশ্রুত মুক্তিদাতার বিষয়ে আল্লাহ্‌ শয়তানকে বলেছিলেন: *"তুমি তার পায়ের গোড়ালীতে ছোবল মারবে!"* আর এরমধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌ প্রকাশ করেছিলেন যে স্বর্গ থেকে তাঁর পাঠানো **সেই মুক্তিদাতাকে শয়তান যন্ত্রনা ভোগ করাবে**। পরবর্তি অধ্যায়গুলোতে নবীদের ভবিষ্যতবানী গুলোর মধ্য দিয়ে আমরা জানতে পারব যে শয়তান কীভবে মানুষের মনে উত্তেজনা সৃষ্টি করে সেই নাজাত দাতাকে নির্যাতন করে, যন্ত্রনা দিয়ে হত্যা করেছিল। নাজাতদাতার যন্ত্রনা ভোগের এ বিষয়টি আল্লাহর পরিকল্পনার অংশ ছিল। আল্লাহ্‌র কাছে আমাদের ফিরিয়ে আনার জন্য, জগতের উদ্ধারকর্তাকে সকলের গুনাহ্‌র মূল্য হিসেবে নিজের জীবন উৎসর্গ করতে হত; আমাদের মত গুনাহ্‌গারদের মুক্তির মূল্য হয়ে একজন ধার্মিককে মরতে হয়েছিল। গুনাহ্‌ের শাস্তি মৃত্যু থেকে আমাদের মুক্ত করতে তার মূল্য হিসেবে তিনি নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন।

৩) নাজাতদাতার সম্পর্কে তৃতীয় সত্যটি ছিল, আল্লাহ্‌ সাপের বেশধারী শয়তানকে বলেছিলেন যে, "সেই বংশের একজন (সেই নাযাতদাতা) তোমার (শয়তানে'র) মাথা পিষে দেবে।" যদিও শয়তানের জন্য এটা একটা দুঃসংবাদ ছিল কিন্তু যারা গুনাহ্‌, জাহান্নাম ও শয়তানের শক্তি থেকে মুক্ত হতে চেয়েছিল. তাদের জন্য নিঃসন্দেহে এটা একটি সুসংবদ ছিল। আর এভাবেই আল্লাহ্‌ প্রকাশ করেছিলেন যে **সব কিছুর শেষে, সেই নাজাতদাতা, শয়তানকে পরাজিত করবেন** এবং গুনাহ্‌ের দাসত্বে বন্দি আদমের সন্তানদের মুক্ত করবেন।

৪) সবশেষে আল্লাহ্‌ ঘোষণা করেছিলেন যে দুনিয়াতে **দুই দলের মানুষ** থাকবে: একদল শয়তানের পক্ষে এবং অন্যরা আল্লাহ্‌র পক্ষে। তারা শয়তানের দলের লোকজন যারা আল্লাহ্‌র কালামে উপর ঈমান আনবেনা। আর তারাই আল্লাহ্‌র পক্ষের লোক যারা তাঁর কালাম ও সেই নাজাতদাতার উপর ঈমান আনবে ও তাঁকে গ্রহন করবে।(ইউহোন্না ১: ৯-১৩)

এইপ্রকারে, আদম ও হাওয়া গুনাহ্‌য় পতীত হবার পর থেকেই আল্লাহ্‌ গুনাহ্‌গারদের মুক্ত করার জন্য তাঁর মহত পরিকল্পনার কথা প্রকাশ করতে শুরু করেছিলেন। পরবর্তী অনুষ্ঠানগুলোতে ধীরে ধীরে আমরা দেখ্‌তে পাব কীভাবে আল্লাহ্‌র প্রত্যেক নবী সেই নাজাতদাতার বিষয়ে বলেছিলেন, যিনি শয়তানের হাত থেকে গুনাহ্‌গারদের মুক্ত করবেন। এতক্ষন ধরে আমরা যা শিখেছি সে বিষয়গুলো যদি আপনার কাছে জটিল মনে হয়, তাহলে দুঃচিন্তা করবেন না কারন ধারাবাহিকভাবে আমরা যত এগিয়ে যাব শিক্ষাগুলো আমাদের কাছ ততটাই সহজ ও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। আল্লাহ্‌ বলেছেন: *"যদি রূপা খুঁজবার মত করে সুবুদ্ধির তালাশ কর, আর গুপ্তধনের মত তা তালাশ করে দেখ, তাহলে মাবুদের প্রতি ভয় কি, তা তুমি বুঝতে পারবে আর আল্লাহ্‌র সম্বন্ধে জ্ঞান পাবে!"*(মেসাল ২:৪, ৫)

চলুন তৌরাত শরীফের পয়দায়েশের তৃতীয় অধ্যায়ের শেষ অংশটি এবার পড়ে শেষ করা যাক।

অধ্যায় ৯
অপূর্ব প্রতিশ্রুতি; পয়দায়েশ ৩

"আদম ও তাঁর স্ত্রীর জন্য জন্য মাবুদ আল্লাহ্ পশুর চামড়ার পোশাক তৈরী করে তাঁদের পরিয়ে দিলেন। তারপর মাবুদ আল্লাহ বললেন, 'দেখ, নেকী-বদীর জ্ঞান পেয়ে মানুষ আমাদের একজনের মত হয়ে উঠেছে। এবার তারা যেন জীবন-গাছের ফল খেয়ে চিরকাল বেঁচে না থাকে সেজন্য আমাদের কিছু দরকার।' এই বলে মাবুদ আল্লাহ মাটির তৈরী মানুষকে মাটি চাষ করবার জন্য আদন বাগান থেকে বের করে দিলেন। এভাবে তিনি তাঁদের তাড়িয়ে দিলেন। তারপর তিনি জীবন-গাছের কাছে যাওয়ার পথ পাহারা দেবার জন্য আদন বাগানের পূর্ব দিকে কারুবীদের রাখলেন আর সেই সংগে একখানা জলন্ত তলোয়ার রাখলেন যা অনবরত ঘুরতে থাকল।"(পয়দায়েশ ৩: ২১-২৪)

এ আয়াত গুলোর মধ্য দিয়েই তৃতীয় অধ্যায় শেষ হয়েছে। আজ শেষ করার পূর্বে চলুন এই আয়াত গুলোর মধ্য থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ন বিষয় দেখে নেই।

কিতাব বলে: *"আদম ও তাঁর স্ত্রীর জন্য মাবুদ আল্লাহ্ পশুর চামড়ার পোশাক তৈরী করে তাঁদের পরিয়ে দিলেন।"* আপনি কি মনে করতে পারেন, নেকী-বদী-জ্ঞানের গাছের ফল খাওয়ার পর আদম ও হাওয়া কি করেছিলেন? নিজেদের লজ্জা নিবারনের জন্য **তাঁরা ডুমুরের পাতা একসংগে জুড়ে নিয়ে** নিজেদের জন্য খাটো ঘাগ্‌রা তৈরী করে তা পড়েছিলেন। তাঁরা পাতা দিয়ে তাঁদের জন্য যে পোশাক তৈরী করেছিলেন তা কি আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল? না, তিনি তা পছন্দ করেননি! তাঁরা তঁদের নিজেদের যে পোশাক জন্য তৈরী করেছিলেন, আল্লাহ্ কেন তা গ্রহণ করেননি? কারন আল্লাহ্ আদম ও হাওয়াকে শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন যে তিনি নিখুঁত আর তিনি মানুষের ত্রুটিপূর্ন কাজ গ্রহন করেন না। এবিষয়ে কিতাব বলে: *"আমরা প্রত্যেকে নাপাক লোকের মত হয়েছি আর **আমাদের সব সৎ কাজ নোংরা কাপড়ের মত**।"*(ইশাইয়া ৬৪:৬) কোন কিছুই দিয়েই আল্লাহ্‌র সামনে মানুষ নিজেদের গুনাহ্ ঢাকতে পারে না।

কিন্তু আল্লাহ্ মানুষের জন্য কিছু করেছিলেন। **আল্লাহ্ পশু হত্যা করেছিলেন,** সেখান থেকে চামড়া সংগ্রহ করেছিলেন এবং আদম ও হাওয়ার জন্য **পশুর চামড়া দিয়ে পোশাক** তৈরী করেছিলেন। **আল্লাহ্ সর্বপ্রথম, পশু কোরবানি দিয়েছিলেন।** সেটা আদম ও হাওয়ার জন্য কেমন বেদনাদায়ক দৃশ্য ছিল যখন তাঁরা দেখছিলেন আল্লাহ্‌র কোরবানি করা পশুর রক্ত পশুর শরীর থেকে বেড়িয়ে আসছে! পশুর শরীর থেকে ঝড়িত রক্তের মধ্য দিয়ে আল্লাহ্ আদম ও হাওয়াকে শিখিয়েছিলেন, *"গুনাহ যে বেতন দেয় তা **মৃত্যু**."*(রোমীয় ৬: ২৩) আর সেজন্যই **"রক্তপাত না হলে** গুনাহের মাফ হয় না।"(ইবরানী ৯:২২) এটা নিয়ে আজ আমরা বেশি আলোচনা করব না, শুধু এতটুকু বলা যায় যে গুনাহের মাফ করার বিষয়ে আল্লাহ্‌র শরীয়ত বলে: ***"রক্তপাত না হলে গুনাহের মাফ হয় না।"*** অবশ্যই গুনাহের শাস্তি দেওয়া হয়ে থাকে। আর গুনাহ্‌র শাস্তি হল মৃত্যু। আল্লাহ্ শুধুমাত্র সেসব গুনাহ্ মাফ করে থাকেন যেসব গুনাহ্‌ের জন্য মূল্য দেওয়া হয়ে থাকে। সেই মূল্য হিসেবে গুনাহগারদের অপরাধের জন্য খাঁটি ও নির্দোষ একজনকে জীবন দিতে হবে। আর একমাত্র এ উপায়ের মধ্যদিয়েই আল্লাহ্ তাঁর ন্যায্যতার সাথে আপোষ না করে গুনাহ্গারীর অপরাধ মাফ করে থাকেন।

এভাবে আল্লাহ্ পশু কোরবানীর দৃষ্টান্ত স্থাপনের মাধ্যমে গুনাহগারদের মনে করিয়ে দিয়েছিলেন যে গুনাহ যে ফল দেয় তা হল মৃত্যু। আর পশু কোরবানীর মাধ্যমে প্রতীকীরুপে সেই নির্দোষ নাজাতদাতাকে বোঝানো হয়েছিল যিনি দুনিয়াতে এসে গুনাহগারদের গুনাহ্‌র মূল্য হিসেবে নিজের রক্ত ঢেলে দেবেন। পরবর্তিতে আমরা এ বিষয়ে আরও

বিস্তারিত ভাবে জানতে পারব। তাহলে আজ আমদের মনে রাখাতে হবে যে আল্লাহ্ পশুর রক্ত ঝড়িয়েছিলেন যেন আদম ও হওয়ার গুনাহের অপরাধ ডেকে দেওয়া যায়।

এরপরে **আল্লাহ্ আদম ও হাওয়াকে** বেহেশতের বাগান আদন থেকে **তাড়িয়ে** দিয়েছিলেন। এবং তিনি জীবন গাছের কাছে যাওয়ার পথ পাহারা দেবার জন্য একজন ফেরেশতাকে অনবরত ঘুরতে থাকা জলন্ত তলোয়ার দিয়ে সেখানে রাখেছিলেন। আল্লাহ্‌র নিষেধ করা গাছের ফল খাওয়ার মাধ্যমে আদম ও হাওয়া মৃত্যুর পথ বেছে নিয়েছিল। যার পরিণামে তাঁরা বেহেশতের বাগানের অপরুপ ও অনাবিল আনন্দ থেকে চিরদিনের জন্য বঞ্চিত হয়েছিলেন। আমরা ইতিমধ্যে জেনেছি যে কীভাবে আল্লাহ্ সেখান থেকে লুসিফারকে, অর্থাৎ সেই শয়তানকে তার অপরাধের জন্য তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। এবং এখন আমরা জানলাম যে আল্লাহ্ আদম ও হাওয়াকেও তাঁদের গুনাহের জন্য তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। আল্লাহ্ পবিত্র এবং **তিনি অবশ্যই অপবিত্র সব কিছুর জন্য শাস্তি দিয়ে থাকেন**।

তাই প্রিয় বন্ধুগন, দুটি বিষয় আমাদের মনে রাখতে হবে: **প্রথমত, আল্লাহ্ ন্যায়বান,** তাই তিনি কোন প্রকার অন্যায় সহ্য করতে পারেন না। আর সে কারনেই তিনি আদম ও হাওয়ার শাস্তি হিসেবে তাঁদেরকে আদন বাগান থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। দ্বিতীয়ত আল্লাহ্ দয়াময়। আদম ও হাওয়ার কোন যোগ্যতাই ছিল না তাঁর রহমত পাবার। তাঁরা কেবল তাঁর কাছ থেকে শাস্তি পাবার যোগ্য ছিলেন। কিন্ত আল্লাহ্ কখনো চান না যেন কোনা মানুষ ধ্বংস হয়ে যাক। তাই তিনি একজন নাজাতদাতাকে পাঠানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যিনি সকল গুনাহগারদেরকে শয়তানের অন্ধকার রাজ্য থেকে মুক্ত করে আল্লাহ্‌র সত্য ও গৌরবময় রাজ্যে নিয়ে যেতে পারেন।

একটা বিষয় নিজের মধ্যে কখনো ভুলভাবে ব্যাখ্যা করবেন না। আর তা হল, **আল্লাহর ক্ষমাশীলতা কখনও আল্লাহ্‌র ন্যায়নিষ্ঠতাকে খর্ব করে না। আল্লাহ্‌র এই বৈশিষ্ট্য দুটিকে অবশ্যই একসাথে কাজ করতে হবে।** পরবর্তি পাঠগুলোতে আমরা আরও পরিষ্কারভাবে দেখতে পাব কীভাবে আল্লাহ্ তাঁর ন্যায়নিষ্টতার বিপরীতে না গিয়েও গুনাহগারদের ক্ষমা করতে পারেন।

শ্রোতা বন্ধুরা, এই ছিল আপনাদের অনুষ্ঠান *"ধার্মিকতার পথ"*। আমরা আপনাদের সাথে আল্লাহ্‌র সেই অপূর্ব প্রতিশ্রুতির বিষযটি নিয়ে আলোচনা করছিলাম যে প্রতিশ্রুতি তিনি দিয়েছিলেন যেদিন আদম ও হাওয়া তাঁর পথ ছেড়ে বিপথগামী হয়েছিলেন। আমরা আশা রাখি যে আপনি নিয়মিত এই অনুষ্ঠানটি শুনতে থাকবেন যতদিন না পর্যন্ত আপনি বুঝতে পারবেন **সেই নাজাত দাতার** বিষয়ে আল্লাহ্‌র অপূর্ব পরিকল্পনাটি কি ছিল, যাঁকে পাঠানো হয়েছিল আপনার সকল গুনাহ্ থেকে আপনাকে রক্ষা করার জন্য।

আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ। আমাদের পরবর্তী অনুষ্ঠান শোনার জন্য আমন্ত্রন রইল যেখানে আমরা আদম ও হাওয়ার দুই পুত্র: হাবিল ও কাবিল সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ন বিষয় শিখব।

আল্লাহ্ আপনাদের হেদায়েত দান করুন যেন আপনারা কিতাবে কথাগুলো বুঝতে পারেন, যেমন লেখা আছে:

"শরীয়ত দেওয়া হল যাতে অন্যায় বেরে যায়, কিন্তু যেখানে অন্যায় বাড়ল সেখানে আল্লাহ্‌র রহমতও আরও অনেক পরিমাণে বাড়ল।" (রোমীয় ৫:২০)

অধ্যায় ১০
হাবিল ও কাবিলঃ কোরবানীর নিয়ম

শ্রোতা বন্ধুরা, শান্তি আপনাদের সহবর্তি থাকুক। আল্লাহ্‌র নামে আপনাদের অভিবাদন জানাই, শান্তির আল্লাহ্‌, যিনি ধার্মিকতার পথ প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তিনি চান যেন প্রত্যেকেই সে পথ সম্পর্কে জানতে পারে এবং আত্মসমর্পণ করে, এবং সত্যিকারের শান্তি যেন চিরদিন তাদের সাথে থাকে। আপনাদের অনুষ্ঠান *"ধার্মিকতার পথ"* নিয়ে আজ উপস্থিত হতে পেরে আমরা আনন্দিত।

গত দিন, তৌরাত শরীফ থেকে আমাদের পাঠে আমরা জেনেছিলাম যে, আদম ও হাওয়ার গুনাহে পতীত হবার পর আল্লাহ্‌ দুনিয়াতে একজন নাজাতদাতা পাঠানোর বিষয়ে তাঁর পরিকল্পনার কথা ঘোষনা করেছিলেন যিনি জাহান্নাম, গুনাহ্‌ ও শয়তানের শক্তি থেকে আদমের সন্তানদের মুক্ত করবেন। আমরা আরও জেনেছি কেন আল্লাহ্‌ আদম ও হাওয়ার তৈরী করা পাতার পোশাক গ্রহন করেননি যা তারা নিজেদের জন্য বানিয়েছিলেন। আল্লাহ্‌ তাঁদের শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন যে এমন কোন কিছুই নেই যার দ্বারা গুনাহগাররা তাঁদের বিচারক আল্লাহ্‌ পাক্‌ এর কাছ থেকে নিজেদের অপরাধ গোপন করতে পারে। কেবল আল্লাহ্‌ই পারে গুনাহগারদেরকে তাদের অপরাধ থেকে রক্ষা করতে। এরপর আমরা দেখেছি আল্লাহ্‌ কয়েকটি পশু কোরবানী করেছিলেন, সেই পশুর চামড়া দিয়ে পোশাক তৈরী করেছিলেন এবং আদম ও হাওয়াকে পরিয়ে দিয়েছিলেন। **আল্লাহ্‌ই প্রথম রক্ত কোরবানী দিয়েছিলেন**। আমরা আরও পড়েছি যে আল্লাহ্‌ বলেছিলেন দুনিয়াতে দুই ধরনের মানুষ থাকবে যার মধ্যেঃ একদল আল্লাহ্‌র কালামে ঈমান আনবে এবং অন্যদল তা প্রত্যাক্ষান করবে।

আজ আমরা আদম ও হাওয়ার প্রথম দুই পুত্র সন্তানের বিষয়ে জানতে পারব, যাদের একজনের নাম ছিল **কাবিল**, যিনি আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনেননি এবং অন্যজন হলেন **হাবিল** যিনি আল্লাহর উপর ঈমান এনেছিলেন। আমরা জেনেছিলাম যে তখন আদম ও হাওয়া বেহেশতের বাগানের (আদন) বাইরে বসবাস করতেন। তাঁদের অপরাধের কারনে আল্লাহ্‌ তাঁদেরকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। তাঁদের গুনাহ্‌র দরুন তাঁরা বেহেশতের অপরুপ সৌন্দর্য ও অনাবিল সুখ-শান্তি থেকে চিরদিনের জন্য বহিঃষ্কৃত হয়েছিলেন। তাঁদের গুনাহ্‌ আল্লাহ্‌র সাথে তাঁদের সম্পর্ক নষ্ট করে দিয়েছিল। কিন্তু তারপরও আল্লাহ্‌ তাঁদের মহব্বত করতেন ও যত্ন নিতেন।

চলুন এখন তৌরাত শরীফ থেকে একসাথে পাঠ করা যাক। পয়দায়েশের চতুর্থ অধ্যায়ে লেখা আছে, *" আদম তাঁর স্ত্রী হাওয়ার কাছে গেলে পর হাওয়া গর্ভবতী হলেন, আর **কাবিল** নামে তাঁর একটি ছেলে হল। তখন হাওয়া বললেন, ' মাবুদ আমাকে একটা পুরুষ সন্তান দিয়েছেন।' পরে তাঁর গর্ভে কাবিলের ভাই **হাবিলের** জন্ম হল। হাবিল ভেড়ার পাল চরাত আর কাবিল জমি চাষ করত।"* (পয়দয়েশ ৪: ১,২)

আদম ও হাওয়া দুইজন পুত্র সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন, একজনের নাম ছিল কাবিল এবং অন্যজনের নাম হাবিল।তারা তাদের পিতা-মাতার মতই গুনাহ্‌গারী ছিলেন। সংক্রামক রোগের মত আদমের গুনাহ্‌ তাঁর সন্তানদের মধ্যে ছড়িয়ে গিয়েছিল। গুনাহের মধ্য দিয়েই কাবিল এবং হাবিলকে গর্ভে ধারণ করা হয়েছিল। যেমন কিতাবে লেখা আছে: "ছেলেটি বাইরে ভিতরে তাঁরই মত হয়েছিল।" (পয়দায়েশ ৫: ৩) "যেমন পিতা, তেমন পুত্র।" **হাবিল ও কাবিল মন্দতার স্বভাব নিয়েই জন্মগ্রহন করেছিলেন।** সেই সন্তানেরা জ্ঞানে ও বয়সে বেড়ে উঠছিল। কাবিল জমি চাষ করত। তিনি অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রমী ছিলেন এবং কোন কাজকেই পরোয়া করতেন না। হাবিল ভেড়ার পাল চরাত। **তাদের উভয়েরই আল্লাহ্‌র সম্পর্কে জ্ঞান ছিল**। তারা জানতেন যে এক আল্লাহ্‌ আছেন, তিনি পবিত্র এবং তিনি গুনাহ্‌কে ঘৃনা করেন। **রক্ত কোরবানীর মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সামনে উপস্থিত হবার যে পদ্ধতি আল্লাহ দিয়েছিলেন** তা তাদের উভয়েরই জ্ঞাত ছিল।

অধ্যায় ১০
হাবিল ও কাবিল: কোরবানীর নিয়ম

হাবিল ও কাবিলের জীবনে একদিন এমন একটা সময় এসেছিল যেদিন তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে তারা আল্লাহ্‌র এবাদত করবেন এবং তাঁর উদ্দেশ্যে কেরবানী দিবেন। যেমন কিতাবে লেখা আছে:

*"পরে এক সময় কাবিল মাবুদের কাছে তার জমির ফসল এনে কোরবানী করল। হাবিল ও তার পাল থেকে প্রথম জন্মেছে এমন কয়েকটা ভেড়া এনে তার চর্বিযুক্ত অংশগুলো কোরবানী দিল। **মাবুদ হাবিল ও তার কোরবানী কবুল করলেন, কিন্তু কাবিল ও তার কোরবানী কবুল করলেন না।** এতে কাবিলের খুব রাগ হল আর সে মুখ কালো করে রইল।"* (পয়দায়েশ ৪: ৩-৫)

চলুন এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা যাক। তারা দুজনই আল্লাহ্‌র এবাদত করতে চেয়েছিলেন। উভয়েই আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে কোরবানী দিয়েছিলেন। কিন্তু কিতাব বলে: *"মাবুদ হাবিল ও তার কোরবানী কবুল করলেন, কিন্তু কাবিল ও তার কোরবানী কবুল করলেন না।"* আল্লাহ্ কেন হাবিলের কোরবনী কবুল করেছিলেন আর কেনইবা কাবিলের কোরবানী প্রত্যাক্ষান করেছিলেন? দুইজনের কোরবানীর মধ্যে কি এমন পার্থক্য ছিল?

সত্যিকার অর্থে হাবিল ও কাবিলের কোরবানীর মধ্যে অনেক পার্থক্য ছিল। কাবিল আল্লাহ্ উদ্দেশ্যে **উত্তম শাক-সবজী এবং সুস্বাদ ফলমূল কোরবানী দিয়েছিলেন**। অন্যদিকে হাবিল আল্লাহ্‌র উদ্দেষ্যে **নির্দোষ ভেড়ার রক্ত কোরবানী দিয়েছিলেন**। আল্লাহ্ হাবিলের গুনাহ্ মাফ করেছিলেন কিন্তু কাবিলের গুনাহ্ মাফ করেননি।

কেন আল্লাহ হাবিলের গুনাহ্ মাফ করেছিলেন যিনি ভেরার রক্ত কোরবানী দিয়েছিলেন এবং কেনইবা কাবিলের গুনাহ্ মাফ কারননি যিনি উত্তম শাক-সবজি ও সুস্বাদু ফলমূল কোরবানী দিয়েছিলেন? ব্যাপারটা কি এমন যে আল্লাহ্ শাক-সবজি ও ফলমূল অপছন্দ করেন? না, আসলে ব্যাপারটা এমন নয়! তাহলে কেন আল্লাহ্ হাবিলকে উত্তম বলে বিবেচনা করেছিলেন কিন্তু কাবিলকে অযোগ্য বলে ত্যাগ করেছিলেন? এর যথাযথ কারনটি হল: **আল্লাহর যেভাবে চেয়েছিলেন হাবিল সেভাবে কোরবানী দিয়েছিলেন কিন্তু কাবিল অন্যভাবে কোরবানী দিয়েছিলেন।** কোরবানী'টা কেমন হওয়া দরকার ছিল যার মাধ্যমে আল্লাহ্ তাঁর ন্যয়নিষ্ঠতার সাথে আপোষ না করে গুনাহ্ মাফ করতে পারতেন? তিনি চেয়েছিলেন একটি নির্দোষ পশুর রক্ত–যা **জীবন** বহন করে। হাবিল আল্লাহ্‌র উপর ঈমান এনেছিলেন এবং যেমনটি আল্লাহ্ চেয়েছিলেন সেই অনুযায়ী রক্ত কোরবানী দিয়েছিলেন। এবিষয়ে কিতাবে লেখা আছে: *"ঈমানের জন্য কাবিলের চেয়ে হাবিলের কোরবানী আল্লাহ্‌র চোখে আরও ভাল ছিল। তাঁর **ঈমানের জন্যই** আল্লাহ তাঁর কোরবানী কবুল করে তাঁর বিষয়ে এই সাক্ষ্য দিয়েছিলেন যে, তিনি ধার্মিক।"* (ইবরানী ১১: ৪) হাবিল আল্লাহ্‌র উপর ঈমান এনেছিলেন কিন্তু কাবিল আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনেননি।

আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনা বলতে কি বোঝায়? আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনা বলতে আল্লাহ্‌র কালামের প্রতিটি বিষয় অক্ষরে অক্ষরে পালন করাকে বোঝায়। আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনা মানে **আল্লাহ্‌র সমস্ত হুকুমকে সত্য বলে মেনে নেওয়া।** আপনি যদি বলেন, "আমি আল্লাহ্‌র উপর ঈমান এনেছি," কিন্তু পাক্ কিতাবে আল্লাহ্ যা বলেছেন তা বিশ্বাস করেন না, তাহলে আপনি সত্যিই আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনতে পারেন নি। **আল্লাহ্ ও তাঁর কালাম এক**। যদি আপনি আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনেন তাহলে আপনি অবশ্যই তাঁর কালাম বিশ্বাস করবেন। আর যদি আপনি আল্লাহ্‌র কথায় বিশ্বাস না করেন তাহলে আপনি আল্লাহ্‌কেই বিশ্বাস করেন না।

আল্লাহ্ হাবিলের কোরবানী কবুল করেছিলেন কারন তিনি আল্লাহ্‌র কালামে বিশ্বাস করেছিলেন এবং তাঁর হুকুম অনুসারে ভেড়ার রক্ত এনেছিলেন। আল্লাহ্ কাবিলের কোরবানী কবুল করেননি কারন তিনি সঠিকভাবে আল্লাহ্‌র কালামের উপর ঈমান আনেন নি। কাবিল প্রমান করতে চেয়েছিলেন যে আল্লাহ্‌র উপর তার ঈমান আছে

কিন্তু তার কাজের মধ্যদিয়ে উল্টোটা প্রকাশ পেয়েছিল, কারন তিনি আল্লাহ্‌র হুকুম মোতাবেক রক্ত কোরবানী দেননি।

অনেকে হয়ত প্রশ্ন করে থাকবেন, “আল্লাহ্‌ কেন পশু কোরবানীর হুকুম দিয়েছিলেন?” আল্লাহ্‌ কেন বলেছিলেন, যে *“রক্তপত না হলে গুনাহের মাফ হয় না”?* এর কারনটি হল: আল্লাহ্‌র শরীয়ত অনুযায়ী **গুনাহ্‌র ফল (বেতন, শাস্তি) হল মৃত্যু!** আর এ কারনেই রক্তপাতের প্রয়োজন ছিল। আল্লাহ্‌ তো এটা বলেননি যে, “ফলমুল ও শাক-সবজি কোরবানীর মাধ্যমে গুনাহের শাস্তির দায় পরিশোধ করা যায়।” এমনকি তিনি এটাও বলেননি যে, “মোনাজাত করে, রোজা রেখে অথবা ভাল কাজ করে গুনাহ্‌ের শাস্তি থেকে রেহাই পাওয়া যায়।” না! তাঁর ধার্মিকতা অনুসারে আল্লাহ্‌ বলেছেন: গুনাহ্‌র শাস্তি **মৃত্যু!** নবীদের কিতাবে আল্লাহ্‌ আমাদের দেখিয়েছেন যে সব মানুষ, আদমের সকল সন্তান গুনাহ্‌ করেছে এবং তাদের গুনাহের জন্য তারা প্রত্যেকে আল্লাহ্‌ পাকের কাছে দায়ী। গুনাহ্‌গারদের মৃত্যু হবেই এবং মৃত্যুর পর চিরদিনের জন্য জাহান্নামে গিয়ে তার দায় পরিশোধ করতে হবে। গুনাহ্‌ের দায় অসীম আর আপনি আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে অনেক অনেক নেকী কাজ করেও গুনাহ্‌ের দায় থেকে মুক্ত হতে পারবেন না। **গুনাহের শাস্তি মৃত্যু এবং মৃত্যুর পরে জাহান্নাম**, তাই নেকী কাজের মাধ্যমে এই দায়ের মূল্য পরিশোধ করা যায় না!

চলুন এ বিষয়টি নিয়ে আরও বিশদ ভাবে আলোচনা করা যাক। মনে করুন আমি একজন পাওনাদারের কাছে বিশাল অঙ্কের টাকা দেনা হয়ে আছি, তখন আমি তার কাছে গিয়ে বললাম, “ আমি জানি আপনার কাছে আমি অনেক টাকার জন্য ঋণী, কিন্তু আমার হাত একেবারে শুন্য তাই আমি টাকা দিয়ে আমার ঋণ পরিশোধ করতে পারব না, তবে ঋণ পরিশোধের জন্য আমি একমাত্র যা করতে পারি; প্রতিদিন আমি আপনার বাড়ির উঠান ঝাড় দিয়ে দেব, এভাবে যতদিন না পর্যন্ত আমার ঋণ পরিশোধীত হবে আমি এ কাজ করতে থাকব।” এই প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে সেই পাওনাদার কি ধরনের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে পারে বলে মনে করেন? হতে পারে সে খুব রাগ হয়ে যাবে অথবা আমার কথা শুনে হাসবে কিন্তু সত্যিকার অর্থে সে কখনোই আমার এ প্রস্তাবে রাজি হবে না! কেন তিনি এ প্রস্তাব মেনে নেবেন না? কারন আমি তো কেবল মাত্র কয়েকটি “ভাল কাজের” মাধ্যমে এতগুলো টাকার ঋন থেকে মুক্তি পেতে পারিনা।

ঠিক একই ভাবে ভাল কাজ করে কেই কখনো গুনাহের শাস্তি এরাতে পারে না। কোন টাকা পয়সায় না কিংবা নেকী কাজের দ্বারা নয় কিন্তু কেবল মাত্র **মৃত্যুর** মাধ্যমেই গুনাহের শাস্তির দায় পরিশোধীত হয়। গুনাহের বিচার ও শাস্তি একটাই, আর তা হল মৃত্যু। এ কারনেই আল্লাহ্‌ হাবিল ও কাবিলের হাতের কাজে সন্তুষ্ট হয়ে তাদের গুনাহের ক্ষমা করেননি। আল্লাহ্‌র শরীয়ত অনুযায়ী কেবল মাত্র রক্ত কোরবানীর মাধ্যমেই গুনাহের দায় হতে মুক্তি পাওয়া যায়। অর্থাৎ একজন নির্দোষকে অপরাধীর বদলে মরতে হবে।

আল্লাহ্‌র পরিকল্পনা মোতাবেক গুনাহ্‌ের ক্ষমা পাওয়া যায়, মানুষের পরিকল্পনা অনুযায়ী নয়। (বদলি) কোরবানীর মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌, আদমের সন্তাদের ক্ষমা ও নাজাত লাভের পথ তৈরী করে দিয়েছেন। পূর্বকালে আল্লাহ্‌র শরীয়ত ছিল যে প্রত্যেক গুনাহগারকে একটি নির্দোষ পশু কোরবানী দিতে হত। অর্থাত একজন গুনাহ্‌গারের বদলে একটি নির্দোষ পশুকে মরতে হত। কারন কোরবানির রক্ত, আদমের উত্তরপুরুষদের প্রতি আল্লাহকে সহিষ্ণু করতে এবং কিছু কালের জন্য গুনাহ্‌ **আড়াল** করতে পারত। কিন্তু পশুর রক্ত মানুষের গুনাহের দায় বিলুপ্ত করতে পারত না, কারন পশুর রক্তের মূল্য আর মানুষের রক্তের মূল্য সমান নয়। একারনেই কিতাবে পশু কোরবানী সম্পর্কিত বিষয়ে বলা আছে যে, “শরীয়তের মধ্যে যা আছে তা ভবিষ্যতের সব উন্নতির বিষয়ের

অধ্যায় ১০

হাবিল ও কাবিল: কোরবানীর নিয়ম

<u>**ছায়ামাত্র;** তাতে **সাত্যিকারের মহান বিষয়গুলো** নেই। সেজন্য যারা আল্লাহ্র এবাদত করতে আসে শরীয়ত কখনও বছরের পর বছর এই একই রকম ভাবে পশু-কোরবানীর দ্বারা তাদের পূর্ণতা দান করতে পারে না.....**কারণ ষাঁড় ও ছাগলের রক্ত কখনই গুনাহ্ দূর করতে পারে না।"** (ইবরানী ১০: ১,৪)</u>

তাই পশু কোরবানী সম্পর্কে যে গুরুত্বপূর্ন বিষয়টি মনে রাখতে হবে তা হল এটা ছিল সেই **নাজাতদাতা** সম্পর্কে **একটি প্রতিকী উদাহরণ** মাত্র অর্থাৎ আদমের বংশের সকল মানুষের গুনাহ্র দায়ের মূল্য পরিষোধ করতে দুনিয়াতে যার আসবার কথা ছিল। আল্লাহ্র প্রতিশ্রুত সেই নাজাতদাতা, যার মরতে হত <u>*"আল্লাহর কাছে আমাদের নিয়ে যাবার জন্য সেই নির্দোষ লোকটি গুনাহগারদের জন্য, অর্থাত আমাদের জন্য মরেছিলেন।"* (১ পিতর ৪: ৩, ৪)</u> যেমন সুসংবাদে লেখা আছে{ইঞ্জিল শরীফ} <u>*"সব নবীরাই তাঁর বিষয়ে এই সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তাঁর উপর যারা ঈমান আনে তারা প্রত্যেকে তাঁর গুনে গুনাহের মাফ পায়।"* (প্রেরিত ১০: ৪৩)</u>

কিন্তু পূর্বকালে আল্লাহ্র শরীয়ত অনুসারে উদ্ধার পাবার জন্য পশু কোরবানীর আইন ছিল। কিন্তু কাবিল আল্লাহ্র শরীয়ত মোতাবেক চলেননি। কাবিল নিজের মনগড়া ধর্ম অনুসারে সেই আইন মোতাবেক কাজ করেছিলেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে কাবিলই **প্রথম মিথ্যা ধর্মের** প্রচলন ঘটিয়েছিলেন। তিনি তার নিজের পরিশ্রমের ফসল আল্লাহ্র কাছে নিয়ে এসেছিলেন। তিনি তার নিজের চাষ করা ফসল আল্লাহ্র উদ্দেষ্যে কোরবানী দিয়েছিলেন, অর্থাৎ যা তিনি এই অভিশপ্ত জমীনে ফলিয়েছিলেন উপরন্তু যার মধ্যে কোন রক্ত ছিল না। আল্লাহ্ কি এরকম রক্তবিহীন কোন "কোরবানী" কবুল করেছিলেন?

হাবিলের ক্ষেত্রে, তিনি যেমন আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে কোরবানীর জন্য একটি খুঁত-হীন ভেড়া এনেছিলেন এবং তা হত্যা করেছিলেন তাতে রক্তপাত ঘটেছিল। এরপর তিনি সেটাকে পুড়িয়েছিলেন। কোরবানী দরুন আল্লাহ্র প্রতি তার সম্পূর্ণ মনযোগ ছিল। তিনি ব্যক্তিগত ভাবে জনতেন যে তিনি মৃত্যুর যোগ্য ছিলেন, কিন্ত **তার পরিবর্তে সে স্থনে একটি নির্দোষ ভেড়াকে মরতে হয়েছিল।** এভাবে হাবিল সেই নাজাতদাতার উপর ঈমান আনার একটি দৃষ্টান্ত বহন করেছিলেন, যাঁর দুনিয়াতে আসার এবং গুনাহ্গারীদের পরিবর্তে সে স্থানে তাদের শস্তি বহন করে নিজের জীবন দান করার কথা ছিল।

একটি খুব গুরুত্ব্যপূর্ন প্রশ্নের মধ্য দিয়ে আজকের অনুষ্ঠান শেষ করব। কেন আল্লাহ্ কাবিলেন কোরবানী কবুল করেননি? এর কারনটা কি এমন যে কাবিল হাবিলের চেয়ে বড় গুনাহ্গারী ছিলেন? না, না এটা সঠিক কারন নয়। তারা উভয়ই গুনাহ্গারী ছিলেন। উভয়ই আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে কোরবানী দিয়েছিলেন। আদম একজন ধর্মনিষ্ঠ ব্যাক্তি ছিলেন। বাহ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমরা হয়ত মনে করতে পারি যে, কাবিলের কোরবানী হাবিলের কোরবানীর চেয়ে বেশী শুদ্ধ ছিল। কারন জবাই করা ভেড়া আর ভেড়ার রক্তের দৃশ্য দেখার চেয়ে বরং শাক-সবজি ও ফলমূল দেখতে বেশী ভাল লাগে! কিন্তু গুনাহ্ আল্লাহ্র কাছে অসন্তুষ্টকর বিষয় এবং গুনাহে্র ক্ষমা পাবার যে পদ্ধতি আল্লাহ্ ঘোষনা করেছিলেন তা হল: ***"রক্তের দ্বারা পাক-সাফ করা হয় এবং রক্তপাত না হলে গুনাহের মাফ হয় না।"*** আর তাই আল্লাহ্ কাবিলকে এবং কাবিলের কোরবানীকে কবুল করেননি কারন কাবিল আল্লাহর দেখানো নাজাত লাভের ন্যায়নিষ্ঠ পথ অনুসরন করেননি।

আল্লাহ্র নির্ধারিত ন্যায়নিষ্ঠ পথ ব্যতিত কেউ আল্লাহর কাছে আসতে পারে না। আল্লাহ্র আইন নিখুঁত ও সুনির্দিষ্ট! এটা অনেকটা গণিতের মত। যেমন স্কুলে যদি শিক্ষক কোন ছাত্রকে প্রশ্ন করেন "দুই এর সাথে দুই যোগ করলে কত হয়?" তার জন্য কেবল একটি সঠিক উত্তরই রয়েছে তা হল **"দুই যোগ দুই সমান-সমান চার"** কোন ছাত্র তিন বললে তা ভুল হবে, যে ছাত্র পাঁচ বলবে তার'টা ভুল হবে। এমনকি যে সারে-চার বলবে তার'টা

ও ভুল হবে। দুয়ের সাথে দুই যোগ করলে যোগফল শুধুমাত্র চারই হয়! নাজাত লাভের জন্য আল্লাহ্ ধার্মিকতার যে পথ প্রতিষ্ঠা করেছেন তা ঠিক এমনই। আল্লাহ্র কোন শরীক নাই এবং কোনও গুনাহ্গার ব্যাক্তিই সেই একটি মাত্র পথ ছাড়া আল্লাহ্ পাকের সাথে মিলিত হতে পারে না! **এটাই কোরবানীর সর্বপ্রধান নিয়ম।**

আজকে আপনারা যারা শুনছেন, আপনারা কি জানেন আল্লাহ্র কালামে সেই পবিত্র কোরবানীর বিষয় কী লেখা আছে যার মধ্যদিয়ে আল্লাহ্ **চিরদিনের জন্য গুনাহ্র দায় থেকে আমাদের মাফ করতে পারেন?** আপনি জানেন কী স্বয়ং আল্লাহ্ পাক্ দুনিয়াতে একজন সর্বোৎকৃষ্ট নাজাত দাতাকে পাঠিয়েছিলেন যেন আপনি আপনার গুনাহের ক্ষমা পেতে পারেন এবং বিশুদ্ধ হৃদয় নিয়ে আল্লাহ্র নিকট উপস্থিত হতে পারেন? পরবর্তী পাঠগুলোতে আমরা সেই আসাধারন নাজাত দাতার সম্পর্কে আরও অনেক কিছু শিখব। তাঁর বিষয়ে পাক্ কিতাব বলে: *"নাজাত আর কারও কাছে পাওয়া যায় না, কারন সারা দুনিয়াতে আর এমন কেউ নেই যার নামে আমরা নাজাত পেতে পারি।"* (প্রেরিত ৪: ১২)

বন্ধগনু আজ এটুকুই রইল। আল্লাহ্র ইচ্ছা হলে পরবর্তি অনুষ্ঠানের মধ্যেই আমরা হাবিল ও কাবিলের ঘটনাটি সমাপ্ত করব. . . .

আল্লাহ্ আপনাদের বরকত দান করুন যেন আপনারা তাঁর শরীয়তের মূল বিষয়'টি নিয়ে গভীরভাবে ধ্যান করতে পারেন। যেমন কিতাবে লেখা আছে:

"রক্তের দ্বারা পাক-সাফ করা হয় এবং রক্তপাত না হলে গুনাহের মাফ হয় না।" (ইবরানী ৯: ২২)

পাঠ ১১

কাবিলের অনুশোচনাহীনতা; পয়দায়েশ ৪

শ্রোতা বন্ধুরা, আসালা মালাইকুম (শান্তি আপনাদের উপর বর্তুক).
আমরা মহান আল্লাহতালার নামে সকলকে শুভেচ্ছা জানাই, শান্তিদাতা আল্লাহ চান, ধার্মিকতার লাভের যে পথ তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন সেই পথ সম্পর্কে সকলে জানবে, বুঝবে এবং আত্মসর্মপণ করবে এবং চিরকাল সত্যিকারের শান্তি লাভ করবে। আপনাদের সকলের প্রিয় "ধার্মিকতার পথ" অনুষ্ঠানটি নিয়ে আজ আবার ফিরে আসতে পেওে আমরা খুবই আনন্দিত।

আমরা আমাদের গত অনুষ্ঠানে আদম ও হাওয়াবিবির প্রথম দুই সন্তান হাবিল ও কাবিল সম্পর্কে শিখেছিলাম। আমরা দেখেছিলাম তারা দু'জনে কিভাবে আল্লাহর এবাদত করেছিলেন এবং আল্লাহর কাছে কোরবানীকরেছিলেন। কাবিল যে ফসল চাষ করেছিলেন তার কিছু ফসল নিল এবং আল্লাহর কাছে কোরবানীকরল কিন্তু হাবিল একটি নিখুত ভেড়া নিল এবং কোরবানীকরল যা গুনাহ্‌কে ঢেকে রাখে। পাক্ কিতাব আমাদের বলে,"মাবুদ হাবিল ও তার কোরবানীকবুল করলেন কিন্তু কাবিল ও তার কোরবানীকবুল করলেন না"।

মাবুদ কেন হাবিলকে কবুল করলেন, কাবিলকে নয়? কারণ মাবুদের কাছে ধার্মিকতা লাভের উপায় রক্ত কোরবানীকরা। মাবুদের বিচারে হাবিল পাক্- পবিত্র লোক কারণ সে মাবুদের কালামে ঈমান রেখেছেন এবং মাবুদের পছন্দ অনুযায়ি কোরবানীকরেছিলেন। অন্য দিকে কাবিল, তার নিজের প্রচেষ্টায় মাবুদকে খুশি করতে চেয়েছিল, এজন্য মাবুদ কাবিলের কোরবানী কবুল করলেন না।

আজ হাবিল ও কাবিলকে নিয়ে যে অধ্যায়ন তা শেষ করব। আপনি কি জানেন, কাবিল ও তার কোরবানী কবুল না হওয়ার পর কি ঘটেছিল? পয়দায়েশ গ্রন্থের ৪ রুকু তে ৫ আয়াতে পাক্ কিতাব আমাদের বলে,"এতে কাবিলের খুব রাগ হল আর সে মুখ কালো করে রইল"। কেন কাবিলের রাগ হয়েছিল? এটা বুঝতে কোন অসুবিধা হয় না। একটা উদাহরন দেই, আমি যদি কোন খারাপ কাজ করি এবং কেউ একজন আমাকে বলে," তুমি ভুল করেছ! তোমার মন্দ পথ ত্যাগ কর এবং সঠিক কাজ কর!" যে লোকটি আমাকে দোষী করল ঐ লোকটির প্রতি আমি কেমন মনোভাব পোষন করব? হয় আমি নম্রভাবে তার উপদেশ গ্রহন করব এবং আমার মন্দ পথ পরিত্যাগ করব অথবা আমি তার উপর ভীষন রেগে যাব এবং আমি যা করছিলাম তাই করে যাব। আল্লাহ কাবিলকে অনুযোগ করল যেন কাবিল বুঝতে পারে যে কাবিল তার চাষের যে ফসল কোরবানী হিসাবে আল্লাহর উদ্দেশ্যে দিয়েছেন তার কোন মুল্য নেই। আল্লাহ চেয়েছিলেন কাবিল যেন তওবা করে এবং হাবিলের মত নিখুত/নির্দোষ ভেড়া নিয়ে আল্লাহর উদ্দেশ্যে কোরবানী করে। আল্লাহ কাবিলকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে চেয়েছিলেন, সেই পথ হল ক্ষমার পথ। কিন্তু কাবিল আল্লাহকে মানতে অস্বীকার করল, অহংকারি হল এবং আল্লাহর সামনে পাপ করল। ফলে রাগান্বিত ও হতাশাগ্রস্থ হয়ে পরেছিল।
তখন " মাবুদ আল্লাহ কাবিলকে বললেন, 'কেন তুমি রাগ করেছ, আর কেনেই বা মুখ কালো করে আছ? যদি তুমি ভাল কাজ কর তাহলে কি তোমার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠবে না? কিন্তু যদি ভাল কাজ না কর তবে তো গুনাহ তোমাকে পাবার জন্য তোমার দরজায় এসে বসে থাকবে; কিন্তু তাকে তোমার বশে আনতে হবে।" (পয়দায়েশ ৪:৬-৭) কেন আল্লাহ কাবিলকে এভাবে প্রশ্ন করলেন? আল্লাহ তাকে প্রশ্ন করেছেন কারন তিনি চান না কাবিলের সর্বনাশ হউক। আল্লাহ চান কাবিল তার গুনাহের জন্য তওবা করুক এবং সঠিক পথে চলুক। আল্লাহ কাবিলকে তার ভয়ঙ্কর শত্রু সম্পর্কে সর্তক করেছেন, যে তাকে ও তার বংশকে ধ্বংশ করে ফেলবে। সেই শত্রু হল গুনাহ্।

গুনাহ্ কি? গুনাহ্ এই পৃথিবীর সবচেয়ে প্রধান সমস্য। গুনাহ আমাদের চরম শত্রু। গুনাহ হল মৃত্যুজনক বিষধর সাপের তুল্য। এটি একটি ছোট্ট আগুনের ফুলকির তুল্য যা একটি বৃহৎ বন পুরিয়ে ধ্বংস করে দিতে পারে। পাপ হল সেই আগুনের মশাল যা দিয়ে শয়তান এই গোটা দুনিয়াকে পুড়িয়ে ধ্বংস করছে। আল্লাহ কালাম আমাদের বলে,"তাহলে দেখা যায়, সৎ কাজ করতে জেনেও যে তা না করে সে গুনাহ্ করে"। (ইয়াকুব ৪:১৭) আবার "যারা গুনাহ করে তারা আল্লাহর কালাম অমান্য করে। গুনাহ হল আল্লাহর কালাম অমান্য করা"। "যে

গুনাহ্ করতেই থাকে সে ইবলিসের, কারণ ইবশিস প্রথম থেকেই গুনাহ্ করে চলেছে"। (১ ইউহোন্না ৩:৪,৮) গুনাহ আমাদের দেহের আঙ্গ-প্রতঙ্গের উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং যা যা সত্য ও ভালো তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। গুনাহ হল সেই সকল কাজ যা আল্লাহর ইচ্ছার সাথে এক মত হয় না। গুনাহ আল্লাহর কালামের উপর ঈমান আনতে এবং বাধ্য হতে অস্বীকার করে। "আমাদের নিজের পথে বা মর্জিতে চলাই গুনাহ "।(ইশাইয়া ৫৩:৬)

কেয়ামতের দিনে তাদের কি অবস্থা হবে, যারা তার নিজের মর্জিতে চলে এবং আল্লাহর উপর ঈমান আনতে এবং তাঁর বাধ্য হয়ে চলতে অস্বীকার করে? পাক্-কালাম আমাদের বলে, "প্রভু যখন আসবেন তখন তাদের এমন শাস্তি দেওয়া হবে যার ফলে তারা তাঁর উপস্থিতি ও মহা শক্তির বাইরে পড়ে চিরদিন ধ্বংস হতে থাকবে"। (২ থিষলনীকীয় ১:৯) যে কেহ আল্লাহর দেওয়া নাজাতের পথ ধরে আসবে তাদের তিনি অনন্ত জীবন দেবেন। কিন্তু যে তার হৃদয়কে কঠিন করবে এবং আল্লাহর দেওয়া সত্য পথের বিরুদ্ধে যাবে তার উপর আল্লাহর ক্রোধ এবং বিচার নেমে আসবে। যদিও পাক্-কিতাবে বলে আল্লাহ চান না "কেউ ধ্বংস হয়ে যাক কিন্তু তিনি চান সবাই যেন তওবা করে তার কাছে ফিরে আসে"। (২পিতর ৩:৯) আল্লাহ চাননি কাবিল তার নিজের গুনাহের জন্য ধ্বংস হয়ে যাক। আল্লাহ চেয়েছিলেন কাবিল তার কাজের জন্য তওবা করবে এবং অধার্মিকতার যে পথ সে বেছে নিয়েছে তা ত্যাগ করে ধার্মিকতার পথ বেছে নেবে।

যেমন আমরা আমাদের শেষ অনুষ্ঠানে দেখেছিলাম, মাবুদ আল্লাহর কিভাবে একজন গুনাহ্গার তাঁর সম্মুখে ধার্মিক হবে পারে তার পরিকল্পনা প্রকাশ করেছিলেন। হাবিল আল্লাহের পরিকল্পনায় ঈমান রেখেছিলেন এবং তিনি গুনাহের থেকে মুক্তিলাভের জন্য নিখুত/নির্দোষ ভেড়া আল্লাহর উদ্দেশ্যে কোরবানী করেছিলেন। হাবিল আল্লাহর হুকুমে ঈমান রেখেছেন " গুনাহের শাস্তি মৃত্যু," এবং "রক্তপাত বিনা গুনাহের মাপ হয় না!" (রোমীয় ৬:২৩; ইবরানী ৯:২২)। আল্লাহর সামনে হাবিল ভেড়ার রক্তপাতের মাধ্যমে তার সকল গুনাহ্ পরিস্কার করেছিলেন। হাবিল জানতেন তিনি একজন গুনাহ্গার এবং আল্লাহর শাস্তি পাওয়ার যোগ্য। কিন্তু তিনি এও জানতেন আল্লাহর হুকুম অনুসারে নির্দোষ ভেড়া কোরবানী করলে তিনি তার শাস্তি থেকে মুক্তি পাবে। যে ভেড়া হাবিল কোরবানী করেছিলেন তা ছিল সেই নাজাতদাতার প্রতিচ্ছবি, যিনি পৃথিবীতে আসবেন এবং নিজের জীবন কোরবানীকরার মাধ্যমে সমস্ত গুনাহগারদের চিরদিনের জন্য তাদের অপরাধ থেকে সম্পূর্নভাবে ক্ষমা/মাপ করে দেবেন। অন্যদিকে কাবিল, আল্লাহর উপর লোক দেখানো ঈমান রেখেছিলেন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে তাঁকে অস্বীকার করত। কাবিল মুখে মুখে আল্লাহর সম্মান করত কিন্তু তার অন্তর আল্লাহ থেকে বহুদুরে ছিল। আল্লাহ তালাহ ভেড়ার রক্ত চেয়েছিলেন কিন্তু কাবিল নিজের উৎপাদিত ফসল কোরবানী করেছিলেন। কাবিল আল্লাহর কাছে মুল্যহীন এবাদত করেছিলেন কারন সে আল্লাহর পথকে কবুল করেননি।

আসুন আমরা পরবর্তি রুকু গুলো পাঠ করি, আল্লাহ কাবিলের মুল্যহীন এবাদত ও কোরবানীসম্পর্কে দোষী করার পর কাবিল কি করেছিলেন। পাক্-কিতাবে আছে,"এরপর একদিন মাঠে থাকবার সময় কাবিল তার ভাই হাবিলের সংগে কথা বলছিল আর তখন সে হাবিলকে হামলা করে হত্যা করল"। (পয়দায়েশ ৪:৮) কাবিল কি করেছিল? সে কি তওবা করেছিল? সে কি আল্লাহর উপর ঈমান রেখেছিল এবং গুনাহ থেকে মুক্তির জন্য ভেড়ার রক্ত কোরবানী করেছিল? না, কাবিল তার ভাইয়ের উপর হামলা করল এবং তাকে হত্যা করে গুনাহের উপর আরও গুনাহ যোগ করল।

এটা কি! কাবিল, যে গুনাহ্ থেকে মাপ/ক্ষমা লাভের জন্য ভেড়ার রক্তপাতের নিয়ম অস্বিকার করেছে, আবার তার ধার্মিক ভাইয়ের রক্তপাত সে করেছে; আল্লাহ কি তাকে মাপ/ক্ষমা করবেন, আপনি এই বিষয়ে কি চিন্তা করেন? কাবিলের মনে তার ভাইকে হত্যা করার চিন্তা কে দিয়েছে? কাবিল কার কথা শুনেছিলেন? কাবিল ইবলিশ/শয়তানের কথা শুনেছিলেন। পাক্-কিতাব বলে, সে তার ভাইকে হত্যা করেছে কারণ "সে মন্দ/খারাপ কাজ করত"(১ যোহন ৩:১২)। আমরা ইতিমধ্যে দেখেছি আল্লাহ ঘোষনা করেছেন, পৃথিবীতে দুই দল মানুষ আছে, এক দল আল্লাহর লোক এবং অন্য দল ইবলিশের লোক। হাবিল আল্লাহের উপর আস্থা ছিল এবং সে

পাঠ ১১

কাবিলের অনুশোচনাহীনতা; পয়দায়েশ ৪

আল্লাহের কালামে ঈমান রেখেছিল ও তাতে যথেষ্ট বাধ্য ছিল। কাবিল ইবলিশর বাধ্য ছিল কারন সে আল্লাহের কালামে ঈমান রাখে নাই।

এখন দেখি ছোট ভাইকে হত্যা করার পর আল্লাহ্ কাবিলকে কি বলেছিলেন।

"পরে মাবুদ কাবিলকে বললেন, তোমার ভাই হাবিল কোথায়? সে জবাব দিল, আমি জানি না; আমার ভাইয়ের রক্ষক কি আমি? তিনি বললেন, তুমি এ কি করেছ? তোমার ভাইয়ের রক্ত ভুমি থেকে আমার কাছে কাঁদছে। আর এখন, যে ভুমি তোমার হাত থেকে তোমার ভাইয়ের রক্ত গ্রহণ করার জন্য নিজের মুখ খুলেছে, সেই ভুমিতে তুমি বদদোয়াগ্রস্ত হলে। ভুমিতে কৃষিকর্ম করলেও তা তার শক্তি দিয়ে তোমার সেবা আর করবে না; তুমি দুনিয়াতে পলাতক ও ভ্রমণকারী হবে। (পয়দায়েশ ৪: ৯-১২)

তাই আল্লাহ কাবিলকে শাস্তি দিয়ে বললেন,"ভুমিতে কৃষিকর্ম করলেও তা তার শক্তি দিয়ে তোমার সেবা আর করবে না"। উলফ প্রবাদ বলেছেন," গাভী যদিও তার বাছুঁরকে লাথি মারে কিন্তু সে তাকে ঘৃনা করে না"। তেমনি আল্লাহ কাবিলকে অপরাধী করার জন্য শাস্তি দেননি কিন্তু সে যেন সত্যে বিশ্বাস করে এবং তার গুনাহের জন্য তওবা করে রক্ষা পায়। কাবিল কি করেছিল? সে কি তওবা করেছিল? না, সে তা করেনি। পাক্-কালাম বলে,"পরে কাবিল মাবুদের সম্মুখ থেকে প্রস্তান করে আদনের পূর্ব দিকে নোদ নামক দেশে বাস করতে লাগল"(পয়দায়েশ ৪:১৬)। কাবিল, আল্লাহের কালামকে অস্বীকার করল, আল্লাহের দিক পিছন ফিরিয়েছেন এবং তার জীবনের সব দিক থেকে আল্লাহকে বদ্ধ করে রেখেছিল। আল্লাহ নিজে থেকে কাবিলের সাথে দূরত্ব তৈরি করেনি কিন্তু কাবিল নিজেই আল্লাহের সাথে দূরত্ব তৈরি করেছিল।

আজও বেশীর ভাল আদম সন্তান কাবিলের মত, তাদের নিজের পথেই চলছে এবং আল্লাহের রব যাতে শুনতে না হয় তার জন্য তাদের হৃদয়কে বন্ধ করে রাখে, তারা মুখে বলে,"আল্লাহ মহান" কিন্তু তারা তাদের অন্তরে চিন্তা করে,"আল্লাহ অনেক দুরে থাকেন, কেউ তাকে জানতে পারে না"। যাই হোক, আল্লাহর কালামে দেখতে পাই যে, আল্লাহ আমাদের কাছ থেকে দুরে নই। কারন আল্লাহ তিনিই আমাদের সকলকে জীবন এবং প্রাণ বায়ু এবং সব কিছুই দিয়েছেন। তিনি আমাদের হৃদয় স্পন্দনের সাথে থাকেন। আল্লাহ আপনাকে ব্যক্তিগতভাবে জানেন, এবং তিনি চান আপনিও তাকে ব্যক্তিগতভাবে জানুন! (প্রেরিত ১৭:২৪-৩১; রোমীয় ১০:১-১৩) কেন বেশীর ভাগ মানুষ আল্লাহকে ব্যক্তিগত ভাবে জানার জন্য তাঁর কাছে আসে না? পাক্-কিতাব আমাদের এই প্রশ্নের উত্তর দেয়, আল্লাহ বলেন,"আর সেই বিচার এই যে, দুনিয়াতে নূর এসেছে এবং মানুষেরা নূর থেকে অন্ধকার বেশি ভালবাসলো, কেননা তাদের কাজগুলো মন্দ ছিল। কারণ যে কেউ মন্দ আচরণ করে সে নূর ঘৃনা করে এবং সে নুরের কাছে আসে না, পাছে তার কাজগুলোর দোষ প্রকাশিত হয়ে পরে"। (ইউহোন্না ৩:১৯-২০)

লোকেরা আল্লাহকে জানতে পারে না কারণ তারা কাবিলের মত আল্লাহের কালাম থেকে নিজেদের মনকে ফিরিয়ে রেখেছেন। দায়ুদ (আঃ) নবী লিখেছেন,"তোমার কালাম আমার চরণের প্রদীপ, আমার পথের আলো"। (জবুর শরীফ ১১৯:১০৫) যদি আপনি আল্লাহের কালামের নুরের কাছে ফিরে না আসেন, তবে আপনি গুনাহের অন্ধকারেই পড়ে থাকবেন এবং আল্লাহকে জানার জন্য তাঁর কাছে কখনই আসতে পারবেন না। আল্লাহও আপনার থেকে দুরে থাকবেন। এখনও আল্লাহ চান তিনি যে আপনার থেকে দুরে নন তা আপনি জানুন। তিনি আপনার পিছনে, আপনার পাশে, আপনার সামনেই আছেন। আল্লাহ আপনাকে ভালবাসেন এবং তিনি চান আপনার সাথে ঘনিষ্ট সম্পর্ক করতে। কিন্তু আপনি অবশ্যই কাবিলের মত হবেন না, যে আল্লাহের ধার্মিকতার পথে চলতে অস্বীকার করেছে এবং তার হৃদয়কে পাষান করে রেখেছিল। আল্লাহ চেয়েছিলেন কাবিল যেন তওবা করে। আজও আল্লাহ চান প্রত্যেক মানুষ তওবা করে তার কাছে ফিরে আসে এবং তাঁর কালামে ঈমান আনে।

পাঠ ১১

কাবিলের অনুশোচনাহীনতা; পয়দায়েশ ৪

আপনি কি জানেন, তওবা করার মানে কি? এর মানে আপনার চিন্তার ও কাজের পরিবর্তন করা। তওবা করা মানে আল্লাহের সামনে সকল গুনাহ স্বীকার করা এবং বলা "আপনি আমার নাযাতের জন্য যে পথ প্রস্তুত করেছেন সেই বিষয়ে আমার চিন্তা ভুল ছিল। তওবা করার মানে হল, আল্লাহের সাথে একমত হওয়া যে, আল্লাহের ন্যায়বিচার থেকে নিজেকে মুক্ত করার অন্য কোন পথ নেই এবং তাঁর প্রস্তুত করা নাযাতের পথে আত্মসর্মাপন করা।

একজন ব্যক্তি যে সত্যিকারের তওবা করেছিলেন যে, থাইস (সেনেগালের দ্বিতিয় বৃহত্তম শহর) ট্রেনে করে ডাকার (সেনেগালের রাজধানি) যেতে চেয়েছিল। তাই সে ট্রেনের টিকিট কাটলো এবং ট্রেনে উঠে পড়ল। সে একাই যাত্রা করছিল এবং কিছু সময় পর বুঝতে পারল যে সে বামাকো (মালির পথে) সম্পুর্ণ উলটো পথের ট্রেনে যাত্রা করছে। যদি সে ডাকার যেতে চাই তবে তার কি করা উচিৎ? তার অবশ্যই তওবা করা উচিৎ-এই ভাবে, তার কবুল করা যে সে ভুল পথে চলছে এবং পরবর্তি স্টেশনে নেমে যাওয়া এবং ডাকার যাওয়া ট্রেনে উঠে পড়া। এখানে আমরা প্রকৃত তওবার করার দুটি দিক দেখতে পায়, ভুল পথ ত্যাগ করা এবং সঠিক পথ গ্রহন করা। সত্যিকারের তওবা করার সাথে দুটি কাজ একই সাথে যুক্ত থাকে। প্রথমত, আপনাকে অবশ্যই আপনার নিজেস্বতা, আপনার গুনাহ, আপনার প্রতিমা এবং আপনার যা যা লাভজনক তা আল্লাহের দিকে ফেরানো। তারপর আপনাকে অবশ্যই আল্লাহের দিকে এবং তাঁর কালামে প্রতি ফিরে আসতে হবে; যা আপনাকে কিভাবে নাজাত পাওয়া যায় তার পথ বলে দেবে। এটাই প্রকৃত তওবা।

কাবিল, সে কখনও তওবা করেনি। কাবিল তার নিজের ইচ্ছাতেই চলতে থাকল। আল্লাহের প্রস্তুত করা নাজাতের পথ প্রত্যাখান করেছিল। এই জন্য পাক্-কালামে লেখা আছে,"কাবিল অধার্মিকতার পথ বেঁছে নিয়েছে, এই কারনে আল্লাহ তাদের জন্য অনন্তকালের ঘোরতর অন্ধকার জমা করে রেখেছেন। (এহুদা ১১,১৩)

প্রিয় বন্ধুরা, আমরা নিশ্চয় কাবিলের মত নই! আল্লাহ শীলোহের লোকদের জন্য যে সর্তকবানী দিয়েছিলেন, তিনি বলেছিলেন,"যদি তোমরা মন না ফিরাও, তোমরা সকলেই তেমনি বিনষ্ট হবে"। (লুক ১৩:৩) আল্লাহ অবশ্যই বিচার করবেন এবং সেই নির্মম বিচার যারা তাদের গুনাহ থেকে মুক্ত না হবে তাদের সকলের প্রতি নেমে আসবে।

এই বিষয়ে এখানে কোন রকম ভুল করা যাবে না, আমরা আমাদের ভাল কাজের দ্বারা কখনও আল্লাহের সামনে ধার্মিক হতে পারবেন না। কাবিলের মত অনেক লোক বিশ্বাস করে তাদের বিধি বিধান, ধর্মীয় নিয়ম কানুন নেমে চলার মাধ্যমে আল্লাহের বিচার থেকে রক্ষা পেয়ে যাবে। কিন্তু ধর্মীয় নিয়ম কানুন নেমে চলে একজন মানুষ কখনও ধার্মিক করতে পারে না। আল্লাহের পাক্-কালাম বলে,

"শরীয়তের কাজ দ্বারা কোন লোক তাঁর (আল্লাহের) সাক্ষাতে ধার্মিক বিবেচিত হবে না" (রোমীয় ৩:২০)
"আমরা তো সকলে নাপাক ব্যক্তির মত হয়েছি, আমাদের সব ধার্মিকতা মলিন কাপড়ের সমান" (ইশাইয়া ৬৪:৬) "কেননা রহমতে ঈমানের মধ্য দিয়ে তোমরা নাজাত পেয়েছ এবং তা তোমাদের নিজেদের দ্বারা হয় নি, তা আল্লাহরই দান; তা কাজের ফল নয়, যেন কেউ গর্ব করতে না পারে"। (ইফিষীয় ২:৮-৯)

আমাদের এই অনুষ্ঠান শোনার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ। আল্লাহের ইচ্ছায়, আগামী অনুষ্ঠানে আমরা ইনোস নবীর জীবনী সহ নবী ইব্রাহিমের বংশের কিছু অংশ নিয়ে আলোচনা করব।

আজ যে বিষয় শুনলেন দয়া করে চিন্তাপুর্বক বিবেচনা করবেন। পাক্-কিতাব বলে,

"তোমাদের পক্ষে আল্লাহ দীর্ঘসহিষ্ণু; কেউ যে বিনষ্ট হয়, তা তিনি চান না বরং তিনি চান যেন সকলে মন পরিবর্তন পর্যন্ত পৌছাতে পারে"। (২ পিতর ৩:৯) "যদি মন না ফিরাও, তোমরা সকলেই বিনস্প হবে"। (লুক ১৩:৩)

আপনাদের সকলের উপর আল্লাহ্‌র রহমত বর্ষিত হউক।

পাঠ ১২

হনোক নবী; পয়দায়েশ ৪, ৫

শ্রোতা বন্ধুরা, শান্তি আপনাদের উপর বর্তুক।

আমরা মহান আল্লাহ্‌র নামে সকলকে শুভেচ্ছা জানাই, শান্তিদাতা আল্লাহ চান, ধার্মিকতার লাভের যে পথ তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন সেই পথ সম্পর্কে সকলে জানবে, বুঝবে এবং আত্মসর্মপণ করবে এবং চিরকালের জন্য সত্যিকারের শান্তি লাভ করবে। আপনাদের সকলের প্রিয় "ধার্মিকতার পথ" অনুষ্ঠানটি নিয়ে আজ আবার ফিরে আসতে পেরে আমরা খুবই আনন্দিত।

আমরা আমাদের গত অনুষ্ঠানে আদম (আঃ) ও হাওয়াবিবির প্রথম দুই সন্তান হাবিল ও কাবিল সম্পর্কে শিখেছিলাম। আমরা দেখেছিলাম তারা দু'জনে কিভাবে আল্লাহর এবাদত করেছিলেন এবং আল্লাহর কাছে কোরবানি করেছিলেন। হাবিল আল্লাহর উপর ঈমান রেখেছিল এবং ভেড়ার রক্ত কোরবানি করেছিল কিন্তু কাবিল তাঁর নিজের কাজের ফল দ্বারা আল্লাহকে সন্তষ্ট করতে চেয়েছিল। আল্লাহ হাবিলের কোরবানি কবুল করলেন কিন্তু কাবিলের কোরবানি কবুল করলেন না। আল্লাহ কাবিলকে তওবা করতে বললেন কিন্তু কাবিল নাখশ/রাগান্বিত হল এবং তার ভাই হাবিলকে হত্যা করল।

আজ আমরা তৌরাত শরিফের পয়দায়েশ পুস্তকের চার ও পাঁচ আয়াত থেকে আমাদের আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছি। আল্লাহর কালাম আমাদের বলে যে আদম (আঃ) ও হাওয়া বিবির "আরও পুত্র ও কন্যা ছিল"(পয়দায়েশ ৫:৪)। যাই হোক, আমরা জানি আল্লাহ আদমের (আ) বংশকে দুইটি পারিবারিক বংশে বিভক্ত করেছিলেন, একটি কাবিলের পরিবারিক বংশ এবং অন্যটি কাবিলের ছোট ভাই শিসের পারিবারিক বংশ।

আমরা প্রথমে কাবিলের বংশ তালিকা দেখব। কাবিল তার নিজের পরিবার থেকে স্ত্রী গ্রহন করেছিলেন এবং তাদেরও অনেক ছেলেমেয়ে ছিল। যাহোক, (উলুফের প্রবাদবাক্য) এইরকম, "পাহাড়ি হরিণ কখনও গর্তে বসবাস করা শাবক জন্ম দেয় না" ঠিক তেমনি কাবিলের সন্তানেরা তার পিতা যে ভাবে চিন্তা করতেন, কথা বলতেন এবং কাজ করতেন তার থেকে বের হতে পারেনি। তারাও তার পিতার মত আল্লাহের কালামে সম্মান করতেন না। তাদের প্রচুর জ্ঞান ও বুদ্ধি ছিল কিন্তু তারা আল্লাহকে জানতো না। তারা জাগতিক বিষয়কেই মুল্যায়ন করত। তারা একটি শহর তৈরী করেছিল, যন্ত্রপাতি তৈরি করেছিল, বাঁশি এবং বীনা এবং এরকম অনেক কিছু সৃষ্টি করেছিল। কাবিলের একজন বংশধর জন্মগ্রহন করলো তার নাম তূবল-কাবিল। সে লোহার ও ব্রোঞ্জের অস্ত্র তৈরি করতো। কিন্তু সুন্দর হস্তশিল্প সুন্দর হৃদয় তৈরি করে না!

লামাক নামে কাবিলের এক বংশধর জন্ম নিল, সে ছিল আদম (আঃ) বংশের সপ্তম পুরুষ। লামাক তার পূর্বপুরুষ কাবিলের পদচিহ্ন অনুসরন করত এবং সে আরও অধিক গুনাহের কাজ করল। লামাক প্রথম ব্যক্তি যে দুইজন স্ত্রী গ্রহন করল এবং কাবিলের মতই একজন হত্যাকারী ছিল। পাক্-কিতাব আমাদের বলে লামাক দুইজনকে হত্যা করেছিল এবং সে অহংকার করত যে সে কাবিলের চেয়ে বেশী প্রতিফল পাবে। কাবিলের মত তার সকল বংশধর লামাকের মত আল্লাহর ইচ্ছাকে গুরুত্ব দিত না। লামাক ছিল অত্যন্ত স্বার্থপর এবং অর্থলোভী মানুষ। সে ছিল অহংকারী এবং দাম্ভীক লোক। সে আল্লাহকে ভালবাসার চেয়ে আমোদ প্রমোদ বেশী পছন্দ করত। ইবলিশ/শয়তান ছিল তার প্রভু কিন্তু সে কখনও তা অনুধাবন করেনি। লামাক এই সব কাজ করত কারন সে কাবিলের পথই বেছে নিয়ে ছিল। লামাক এই নামটি আপনাদের মনের মধ্যে গেঁথে নিন কারণ এই পর্ব শেষ করার পুর্বে আবার আমরা তার বিষয়ে ফিরে আসব।

আল্লাহকে হাজারও শুকরিয়া যে তিনি কাবিল ও তার অধার্মিক বংশধরদের বর্ননা দিয়ে কিতাব লেখা শেষ করেনি। কিতাব আমাদের আরো একটি পারিবারিক বংশতালিকার বিষয়ে বলে আর তা হল শিস নবীর বংশ তালিকা, বলা হয়েছে আল্লাহ্ আদম (আঃ) এবং বিবি হাওয়াকে "কাবিল কতৃক নিহত হাবিলের পরিবর্তে "

পাঠ ১২

হনোক নবী; পয়দায়েশ ৪, ৫

আর একটি সন্তান দিলেন।(পয়দায়েশ ৪:২৫) তার নাম শিস, শিস নামের অর্থ মনোনীত। আল্লাহ্ হাবিলের স্থলে শিসকে মনোনীত করলেন। কেন হাবিলের স্থলে শিসকে মনোনীত করলেন? এর উত্তর বেহেস্তি বাগান আদনে রয়েছে, মাবুদ আল্লাহ প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, একজন এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহন করবেন যে ইবলিশ পরাজিত করবে এবং আদম (আঃ) বংশকে শয়তানের ক্ষমতা থেকে মুক্ত করবেন। সেই নাযাতদাতা অবশ্যই হাবিলের বংশের মধ্য দিয়ে আসবে যে আল্লাহে ঈমান রেখেছিলেন। সে জন্য ইবলিশ কাবিলকে দিয়ে হাবিলকে হত্যা করলেন। পৃথিবীতে নাযাতদাতা পাঠানোর জন্য আল্লাহের পরিকল্পনায় ইবলিশ বা শয়তান বাধা দিতে চিয়েছিলেন। কিন্তু ইবলিশের চেয়ে আল্লাহ্ অনেক বেশী বুদ্ধিমান। আল্লাহ আদম সন্তানদের উদ্ধারের জন্য এক চমৎকার পরিকল্পনা করলেন আর কেউ তাতে বাধা দিতে পারবে না এমনকি ইবলিশও না। এইজন্য আল্লাহ তার পরিকল্পনা সফল করার জন্য কাবিলের দ্বারা নিহত হাবিলের পরিবর্তে শিসকে আদম (আঃ) ও বিবি হাওয়াকে দিলেন। যেন আল্লাহের নাযাতের পরিকল্পনা অপ্রতিহত ভাবে সামনের দিকে এগিয়ে যায়।

শিস তার বড় ভাই হাবিলের মত সত্যিকারের ঈমানদার ছিলেন। আল্লাহ নাযাতের যে পথ প্রস্তুত করেছিলেন শিস সেই পথ বেঁছে নিয়েছিলেন। শিস আদম (আঃ) এর অন্যান্য সন্তানদের মতই গুনাহের স্বভাবে জন্মে ছিলেন কিন্তু শিস আল্লাহর নাযাতদাতার প্রতিজ্ঞার বিষয়ে বিশ্বাস করেছিলেন; যে তিনি অবশ্যই আসবেন এবং তার গুনাহ থেকে মুক্তি লাভের জন্য আল্লাহের সামনে ভেড়ার রক্ত কোরবানি করে তার ঈমানকে প্রকাশ করেছিলেন। শিসের আরো একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল তা হল সে তার সন্তানদের সত্য আল্লাহর জ্ঞানে বৃদ্ধি করেছিলেন। এজন্য পাক্-কিতাব আমাদের বলে, "শিসের এক পুত্র জন্মগ্রহন করলো ... ... সেই সময় লোকেরা মাবুদের নামে এবাদত করতে আরম্ভ করলো। (পয়দায়েশ ৪:২৬)

এখানে আমরা আদম (আঃ) নবীর বংশে দুইটি পারিবারিক বংশতালিকা দেখতে পাই, একটি কাবিলের বংশতালিকা অন্যটি শিসের বংশতালিকা। আপনি কি জানেন এই দুটি বংশতালিকা আমাদের কাছে কি চিত্র প্রকাশ করে? তারা দুই বংশ দুই প্রকার মানুষের চরিত্রকে চিত্রায়িত করে যারা আদম (আঃ) সময় থেকে আজ পর্যন্ত এই পৃথিবীতে রয়েছে। আল্লাহর দৃষ্টিতে এই পৃথিবীতে মাত্র দুই ধরনের মানুষ আছে। আল্লাহ্ এই পার্থক্য সাদা চামড়ার কিম্বা কালো চামড়ার মানুষের মধ্যে, না তো গাড়ো কিম্বা সানতাল, পুরুষ অথবা মহিলা, ধনি এবং গরিবের মধ্যে দেখেন। আল্লাহ্ পক্ষপাতিত্ব করেন না। তবুও আল্লাহ্ দুই প্রকার মানুষের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। জানতে চান তারা কোন দুই দল মানুষ? একদল যারা আল্লাহ্র কালামে ঈমানে আনে আর অন্য দল যারা আল্লাহের কালামে ঈমান আনে না। একদল যারা আল্লাহকে জানে, এবং অন্যদল যারা আল্লাহকে জানে না। একদল যারা আলোর পথে চলে এবং অন্যদল যারা অন্ধকারে চলে। একদল যারা তাদের গুনাহের জন্য ক্ষমা চায় এবং অন্যদল যারা তাদের গুনাহের জন্য ক্ষমা চায় না। প্রত্যেকে যারা আল্লাহ্র উপর ঈমান আনে এবং আল্লাহের প্রস্তুত করা ধার্মিকতার পথ মনোনীত করেছে তারা রক্ষা পাবে অর্থাৎ (বেহেস্তে যেতে পারবে) যেমন শিস এবং তার পরিবার রক্ষা পেয়েছিল। কিন্তু যারা আল্লাহের ধার্মিকতার পথে চলবে না তারা শাস্তি পাবে অর্থাৎ (দোযখবাসি হবে) যেমন কাবিল ও তার পরিবার শাস্তি পেয়েছিল।

পাক্-কিতাব আমাদের বলে, আদম (আঃ) ৯৩০ বছর বেঁচে ছিলেন এবং পরে তিনি মারা যান। আদিকালে লোকেরা পুর্ণ বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত বেঁচে থাকতেন এবং সকল মানুষের মতই মারা যেত। আল্লাহ যেমন বলেছিলেন তেমনি আদম (আঃ) এবং হাওয়া বিবি তারাও মারা গিয়েছেন। আল্লাহ যখন তাদের দুইজনকে প্রথম সৃষ্টি করেছিলেন তখন আল্লাহর ইচ্ছা ছিল না যে তারা মারা যাক কিন্তু ইচ্ছা ছিল যেন তারা অনন্তকাল জীবিত থাকে। কেন আদম (আঃ) এবং হাওয়া বিবি মারা গিয়েছেন? কারণ তারা আল্লাহর বিরুদ্ধে গুনাহ্ করেছিল এবং গুনাহের জন্য মৃত্যুও দুনিয়াতে এসেছিল।

পাঠ ১২

হনোক নবী; পয়দায়েশ ৪, ৫

এখন আমরা একজন আল্লাহর বান্দার গল্প শুনব, যিনি শিস নবীর বংশের লোক এবং আল্লাহর উপরে ঈমান রাখতেন। তার নাম হলো হনোক, তিনি হলেন আল্লাহর একজন নবী। হনোক নবীকে অনেকে ইদ্রিস (আরবীয় শব্দ) নামে চেনে। আমরা পাক্-কালামের পয়দায়েশ গ্রন্থের পঞ্চম আয়াতে হনোক নবীর বংশ পরিচয় দেখতে পায়। পাক্-কিতাব বলে, শিস নবীর পিতা আদম (আঃ); শিস আনুশের পিতা; আনুশ কৈননের পিতা, কৈনন মাহলাইলের পিতা, মাটলাইল ইয়ারুদের পিতা, ইয়ারুদ হনোকের পিতা। হনোক নবী আদম (আঃ) পরে শিস নবীর বংশের সপ্তম প্রজন্ম।

অন্য সকল লোকের মতই হনোক নবী গুনাহগার হিসাবে জন্মগ্রহন করেছিলেন। তা সত্ত্বেও হনোক নবীর বয়স যখন ৬৫ বছর তখন তিনি তার গুনাহের জন্য তওবা করে মহান আল্লাহর দিকে ফিরে এসেছিলেন এবং তিনি ঈমান রাখতেন আল্লাহর ওয়াদা করা সেই নাজাতদাতার উপরে যিনি দুনিয়াতে আসবেন এবং সত্যিকারের কোরবানি রুপে নিজেকে কোরবান করে দেবেন এবং আল্লাহর ঈমানদারদের সকল গুনাহ্ থেকে নাজাত করে দেবেন। হনোক নবী গুনাহ্ থেকে মুক্তির জন্য আল্লাহর উদ্দেশ্যে পশুর রক্ত কোরবানি করে তার ঈমানের প্রমান দিলেন। ফলে; আল্লাহ হনোক নবীর ঈমানের জন্য তাকে ধার্মিক করলেন; তার অন্তরকে খাটি করলেন এবং তার সকল গুনাহ্ মাফ করে দিলেন। তাই পাক্-কিতাবে আছে <u>"হনোক নবী তিনশত বছর আল্লাহর সঙ্গে গমনাগমন/চলাফেরা করলেন"। (পয়দায়েশ ৫:২২)</u>

যাই হোক; হনোক নবীর সময় আল্লাহর সাথে গমনাগমন করা খুব সহজ ছিল না। কারণ আজকের দিনের মতই অনেকাংশে সেই সময় দুনিয়া ছিল গুনাহে পুর্ণ, দুর্নীতিগ্রস্ত ও নীতিভ্রষ্ট। হনোক নবীর সময়ে বেশীর ভাগ লোক তাদের নিজেদের ভোগবিলাস, কামনা বাসনা পুরণ করতো এবং নাপাক জীবন যাপন করত। হনোক নবী জানতেন আল্লাহ নাপাক জীবন যাপন করার জন্য মানুষ সৃষ্টি করেনি কিন্তু পাক্-পবিত্র ও শুদ্ধ জীবন যাপনের জন্য সৃষ্টি করেছেন। এই জন্য হনোক নবী যারা আল্লাহকে জানেনা তার এমন প্রতিবেশীদের মত লোভ লালসাকে তার জীবনে কোন জায়গা দেননি। আল্লাহর মতই হনোক নবী ধার্মিকতা ভালবাসতেন কিন্তু গুনাহের কাজ ও শয়তানি ঘৃনা করতেন। হনোক নবীর পাক্-পবিত্র জীবন যাপনের জন্য তার প্রতিবেশী লোকেরা তাকে অপমান ও অত্যাচার করতেন কিন্তু হনোক নবী এই সমস্তের জন্য ধৈর্যহারা হতেন না কারণ তিনি জানতেন আল্লাহর শান্তি লাভের চেয়ে অন্য কোন কিছুই গুরুত্বপুর্ণ নয়।

সেই মন্দ সময়ে আল্লাহ হনোককে তাঁর খাস বান্দা ও নবী হিসাবে মনোনীত করেছিলেন। অন্য সকল নবীগনের মত হনোক নবীও নাযাতদাতা বা মুক্তিদাতার আগমনের বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছেন। তিনি আরও ঘোষনা করেছেন, একদিন নাযাতদাতা আসবেন এবং যারা ঈমান আনে না এবং তওবা করতে অস্বীকার কওে, তাদের শাস্তি দেবেন। হনোক নবীর বয়ান শুনুন:

<u>"দেখ প্রভু তাঁর অযুত অযুত পবিত্র ফেরেশতার সঙ্গে আসলেন, যেন সকলের বিচার করেন; আর ভক্তিহীন লোকেরা তাদের যেসব ভক্তিবিরুদ্ধ কাজ দ্বারা ভক্তিহীনতা দেখিয়েছে এবং ভক্তিহীন গুহাহগার লোকেরা তাঁর বিরুদ্ধে যেসব শক্ত কথা বলেছে তার জন্য তাদেরকে দোষী করবেন!"। (এহুদা ১:১৫-১৬)</u>

হনোক নবীর সম্পর্কে আরেকটি আশ্চর্য বিষয় আমাদের জানা অত্যন্ত প্রয়োজন আর তা হল হনোক নবী মৃত্যুবরন করেন নাই। এটাই সত্য। পাক-কিতাব সাক্ষ্য দেয় যে, হনোক নবী মৃত্যুবরন করেন নাই। পাক্-কিতাবে লেখা আছে <u>"হনোক ৩০০ বছর আল্লাহর সঙ্গে গমনাগমন করেছেন। পরে তিনি আর রইলেন না, কেননা আল্লাহ তাঁকে নিজের কাছেই তুলে নিলেন"। (পয়দায়েশ ৫:২৪)</u> আল্লাহ তাঁর ক্ষমতায় এবং পরিকল্পনা অনুসারে মানুষের স্বাভাবিক মৃত্যুর পথকে পরিবর্তন করে হনোক নবীকে সরাসরি বেশেস্ত নছিব করেছেন।

পাঠ ১২

হনোক নবী; পয়দায়েশ ৪, ৫

কেন আল্লাহ হনোক নবীর জন্য স্বাভাবিক মৃত্যুর পথ পরিবর্তন করলেন? হনোক নবীর জীবন দ্বারা আল্লাহ্ আমাদের সকলকে শিক্ষা দিতে চান যে, যারা সত্যিকারে তাঁর উপর ঈমান আনে এবং অন্য সকল কিছু চেয়ে তাঁকে (আল্লাহকে) খুশি করতে চান তাদের জন্য আল্লাহর চিন্তা আছে। পাক্-কিতাবে আমাদের বলে:

"ঈমানের জন্যই হনোক লোকান্তরে নীত হলেন, যেন মৃত্যু না দেখতে পান; তাঁর উদ্দেশ আর পাওয়া গেল না, কেননা আল্লাহ্ তাঁকে নিয়ে গেলেন। বস্তুত তাঁকে নিয়ে যাবার আগে তাঁর পক্ষে এই সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছিল যে, তিনি আল্লাহ্র প্রীতির পাত্র ছিলেন। কিন্তু ঈমান ছাড়া প্রীতির পাত্র হওয়া কারো সাধ্য নয়; কারণ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র কাছে উপস্থিত হয়, তার এটা বিশ্বাস করা আবশ্যক যে, আল্লাহ্ আছেন এবং যারা তাঁর খোঁজ করে, তিনি তাদের পুরস্কারদাতা"। (ইবরানী ১১:৫-৬)

৩০০ বছর হনোক নবী কেবলমাত্র আল্লাহকে সন্তুষ্ট করেছেন কারন তিনি আল্লাহ্র উপর ঈমান রেখেছেন এবং আল্লাহকে ভালবেসেছেন। যখন কোন লোক আল্লাহর ইচ্ছা পালন করাকে গুরুত্ব দিত না তখন হনোক নবী আল্লাহ্র বাধ্য ছিলেন। তাই আল্লাহ্ একদিন হনোক নবীর নাম ধরে ডাকলেন, সঙ্গে সঙ্গে হনোক নবী নিজেকে আল্লাহর মহিমাপুর্ণ গৌরবময় গৃহে অর্থাৎ বেহেস্তে দেখতে পেলেন। এখানে আল্লাহ্ আমাদের কাছে একটি গুরুত্বপুর্ণ বিষয় প্রকাশ করতে চান, তা হল, যদি আমাদের ঈমান হনোক নবীর মত না হয় তবে আমরা কখনই আল্লাহকে খুশি করতে পারব না। যদি আপনার ঈমান হনোক নবীর মত হয় তবে আল্লাহ আপনাকে ধার্মিক হিসাবে গননা করেন এবং আপনার আর মৃত্যু ভয় থাকবে না। আপনি জানতে পারবেন আল্লাহ আপনার জন্য মৃত্যুর দরজা বন্ধ করে রেখেছেন। কারন যদি আপনি আল্লাহর কালাম শুনেন এবং তাহাতে ঈমান রাখেন, তবে যখন আপনি এই দুনিয়া থেকে বিদায় নেবেন তখন হনোক নবীর মত আপনিও চিরকালের জন্য আল্লাহর উপস্থিতিতে অর্থাৎ বেহেস্তে বসবাস করবেন। সেইজন্য, আল্লাহ সকল গুনাহগারদের ধার্মিকতা লাভের জন্য নাজাতের বা পরিত্রানের যে পথ প্রস্তুত করেছেন সেই বিষয়ে আপনাকে অবশ্যই বুঝতে হবে এবং ঈমান আনতে হবে।

আজকের আলোচনা সারাংশে আমরা আদম (আঃ) দুই বংশধর লামাক ও হনোক নবীর মধ্যে কিছু বিষয়ে তুলনামুলক আলোচনা করতে চাই।

লামাক এবং হনোক দুজনেই আদম (আঃ) এর বংশের সপ্তম প্রজন্ম বা বংশধর। লামাক ছিলেন কাবিলের বংশের এবং হনোক ছিলেন শিস নবীর বংশধর। লামাক এবং হনোক দুজনই একই প্রজন্মের মানুষ (সমসময়ের) কিন্তু তাদের একই রকম চিন্তাধারা ছিল না। তাদের দুজনের পথ রাত ও দিনের মতই সম্পূর্ন আলাদা।

লামাক আল্লাহ ও তাঁর কালামে ঈমান রাখে নাই কিন্তু হনোক আল্লাহ ও তাঁর কালামে ঈমান রাখেছেন।

লামাক ইবলিশের সাথে নাপাক জীবন যাপন করতো; অন্যদিকে হনোক আল্লাহের সাথে পাক জীবন যাপন করতো।

লামাক আল্লাহর দেওয়া নাজাতের পথ অগ্রাহ্য করেছিল যেখানে হনোক আল্লাহর দেওয়া নাজাত লাভের জন্য আকাংখি ছিল এবং গুনাহ থেকে নাযাত লাভের জন্য আল্লাহর কাছে মেষের রক্ত কোরবানী করেছিল।

লামাক টাকা-পয়সা, ধন-দৌলত, নারী সঙ্গ, ভোগ-বিলাস, পোষাক-পরিচ্ছদ ও আনন্দ-উল্লাসের আকাঙ্খা করতো; অন্যদিকে হনোক যিনি জীবন দিতে পারেন সেই একজনের সাথে আরো ঘনিষ্টতা লাভের আকাংখী ছিলেন।

পাঠ ১২

হনোক নবী; পয়দায়েশ ৪, ৫

লামাক তার নিজের গুনাহে মারা গেল এবং দোজখে গেল কিন্তু আল্লাহ হনোককে বেহেস্তে, তাঁর কাছে তুলে নিল।

পরিশেষে, আপনাকে একটি গুরুত্বপুর্ন প্রশ্ন করতে চাই, আপনি লামাক অথবা হনোক বেশিরভাগ কার মত? আপনি কি কাবিল এবং লামাকের মত লোক অথবা শিস এবং হনোকের মত? আপনি কি হনোকের ঈমানের মত আল্লাহর উপর সর্বান্তঃকরণে ঈমান রেখেছেন নাকি লামাকের মত নিজের পথে চলছেন? আল্লাহ তাঁর কালামে বলেছেন, “নিজেদেরকে পরিক্ষা করে দেখ, তোমরা ঈমানে আছ কি না:” ... ... “কারণ ঈমান ছাড়া (আল্লাহ এবং তাঁর কালামে) আল্লাহকে সন্তষ্ট করা অসম্ভব!” (২ করিন্থীয় ১৩:৫; ইবরানী ১১:৬)

বন্ধুরা, আজ আমরা এখানে শেষ করব। আল্লাহর ইচ্ছা অনুসারে পরবর্তি সময়ে আমরা আল্লাহের আরো একজন নবী নূহ নবীর জীবন নিয়ে আলোচনা করবো।

আল্লাহের পাক্-কালামের কথা স্মরনে রাখুন:

“ঈমান ছাড়া প্রীতির পাত্র হওয়া কারো সাধ্য নয়; কারণ যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে উপস্থিত হয়, তার এটা বিশ্বাস করা আবশ্যক যে, আল্লাহ্ আছেন এবং যারা তাঁর খোঁজ করে, তিনি তাদের পুরস্কারদাতা”। (ইবরানী ১১:৫-৬)

মহান আল্লাহ আপনাদের সকলকে তার রহমত দান করুন।

পাঠ ১৩

নুহ্ নবী, আল্লাহর ধৈর্য এবং তাঁর রাগ; পয়দায়েশ ৬

শ্রোতা বন্ধুরা, আল্লাহর শান্তি আপনাদের উপর বর্তুক।

আমরা মহান আল্লাহ্‌র নামে সকলকে শুভেচ্ছা জানাই, শান্তিদাতা আল্লাহ চান, ধার্মিকতার লাভের যে পথ তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন সেই পথ সম্পর্কে সকলে জানবে, বুঝবে এবং আত্মসর্মপণ করবে এবং চিরকালের জন্য সত্যিকারের শান্তি লাভ করবে। আপনাদের সকলের প্রিয় "ধার্মিকতার পথ" অনুষ্ঠানটি নিয়ে আজ আবার ফিরে আসতে পেরে আমরা খুবই আনন্দিত।

পবিত্র কালাম অনুসারে পূর্ববতী আলোচনায় আমরা দেখেছি, শুরুতে যখন আল্লাহ্ এই দুনিয়া সৃষ্টি করেছিলেন তখন সব কিছুই ছিল খুবই উত্তম। কিন্তু যখন আমাদের পুর্বপুরুষ আদম (আঃ) আল্লাহ্‌র হুকুমের অবাধ্য হলেন, তখন থেকে আদম (আঃ) এর মধ্যদিয়ে মন্দতা এই দুনিয়াতে প্রবেশ করল এবং সকল মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে গেল। সত্যি বলতে "মহামারি শুরু হলে তাকে বাঁধ দিয়ে আটকে রাখা যায় না"(উল্ফের প্রবাদ বাক্য)। আমরা আমাদের শেষের অনুষ্ঠানে আদম (আঃ) এর দুই সন্তানের দুই বংশ ধারা, একটি কাবিলের বংশ এবং অন্যটি শিস নবীর বংশ ধারা সম্পর্কে শিখেছিলাম। কাবিলের বংশের সন্তানরা আল্লাহের উপরে ঈমান রাখে নাই। কিন্তু শিস নবীর বংশের সন্তানেরা আল্লাহ্ ও তাঁর কালামে ঈমান রেখেছিলেন এই জন্য আল্লাহ্ তাদের গুনাহ্ থেকে তাদের মাফ করে দিয়েছিলেন। শিস নবীর বংশের মধ্য দিয়ে হনোক নবী এসেছিলেন। হনোক নবীর সময় অধিকাংশ লোক শয়তানকে অনুসরন করে মন্দতায় জীবন যাপন করতেন। কিন্তু হনোক নবী আল্লাহ্‌ের পবিত্রতায় জীবন যাপন করতেন।

আজ আমরা এমন একজন ব্যক্তির বিষয়ে শিখব যিনি ভ্রষ্টচারী কুটিল ও চরম মন্দ নাফরমানির যুগে আল্লাহ্‌ের পথে চলতেন। তিনি হলেন নূহ্ নবী, হনোক নবীর নাতী। আমরা আগেই জেনেছিলাম এখন মানুষ যত বেশি দিন বেঁচে থাকে আদিম কালের লোকেরা তার চেয়ে আরও অধিক গুন বেশি দিন বাঁচতো। আপনি কি জানেন এই দুনিয়াই কে সবচেয়ে বেশি দিন বেঁচে ছিলেন? তার নাম মুতাওশালেহ, তিনি হনোক নবীর ছেলে। তিনি ৯৬৯ বছর বেঁচে ছিলেন। মুতাওশালেহ ছিলেন লামাকের আব্বা এবং লামাক ছিলেন নূহ্ নবীর আব্বা। এই লামাক কিন্তু আগের পাঠের আলোচনার কাবিলের বংশধর লামাক নই, একদম আলাদা লোক। নূহ্ নবী আদমের (আঃ) বংশের ১০ পুরুষ/প্রজন্ম। নুহ নবীর যখন ৫০০ বছর বয়স তখন তিনি সাম, হাম ও ইয়াফস নামে তিন পুত্রের পিতা হন।

নূহ নবীর জীবনী নিয়ে আলোচনা করা আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপুর্ণ কারণ নূহ নবীর সময় দুনিয়াতে যেরকম অবস্থা ছিল আমরা ঠিক এখন সেই একই রকম অবস্থার মধ্যে জীবন যাপন করছি। নূহ নবীর সময়ে এই দুনিয়াতে গুনাহ কানায়-কানায় পুর্ণ হয়ে গিয়ে ছিল। পাক্-কালামে বলা হয়েছে "আর মাবুদ দেখলেন, দুনিয়াতে মানব-জাতির নাফরমানী অত্যধিক এবং তাদের অন্তঃকরণের সমস্ত কল্পনা সবসময় কেবল মন্দ"। (পয়দায়েশ ৬:৫) আদম-সন্তানদের হৃদয় কুচিন্তায়, যেমন: পতিতাগমন, চৌর্যবৃত্তি, খুন, জেনা, লোভ, নাফরমানী, ছল, লম্পটতা, কুদৃষ্টি, নিন্দা, অহংকার ও মুর্খতায়; ভরে গিয়েছিল। আল্লাহ্ মানুষের জন্য যে দুনিয়া সৃষ্টি করেছিলেন সেই দুনিয়া লাভের জন্য মানুষ দৌড়া-দৌড়ি করছে। অনেক বেশি ধর্মকর্ম করছে কিন্তু সবই লোক দেখানো। মাংসিক আনন্দই তাদের প্রভু এবং তারা তাদের গুনাহ্ শুধু বাড়িয়েই যাচ্ছে।

আসুন পবিত্র কালামের তৌরাত শরিফের পয়দায়েশ গ্রন্থ ষষ্ট আয়াতে আমাদের জন্য কি বলে শুনি;

৩"তাতে মাবুদ বললেন, আমার রুহ্ মানুষের মধ্যে চিরকাল ধরে অবস্থান করবেন না, কেননা তারা মরণশীল; পক্ষান্তরে তাদের সময় একশত বিশ বছর হবে।" ৫"আর মাবুদ দেখলেন দুনিয়াতে মানব জাতির নাফরমানী অত্যধিক এবং তাদের অন্তঃকরণের সমস্ত কল্পনা সবসময় কেবল মন্দ"। ৬"তাই মাবুদ দুনিয়াতে মানবজাতি সৃষ্টি করার দরুন অনুশোচনা করলেন ও মনে কষ্ট পেলেন"। ৭"তখন মাবুদ বললেন, আমি যে মানুষকে সৃষ্টি

করেছি তাকে দুনিয়া থেকে মুছে ফেলবো; মানুষের সঙ্গে পশু, সরীসৃপ, জীব ও আসমানের পাখিদেরকেও মুছে ফেলবো; কেননা তাদের সৃষ্টি করার দরুন আমার অনুশোচনা হচ্ছে"।

এখানে আমরা দেখতে পাই, মহান আল্লাহ্ রব্বুল আলামিন আদম সন্তানদের নাফরমানীর জন্য এই দুনিয়া থেকে তাদের মুছে ফেলতে চেয়েছেন। অন্যদিকে, গুনাহ্গারদের জন্য আল্লাহর রহমত কতখানি তাও প্রকাশ করেছেন, তিনি তাদের গুনাহ থেকে তওবা করে ফিরে আসার জন্য ১২০ বছর সময় দিয়েছেন, যেন তার ধ্বংস/বিনষ্ট না হয়। কিন্তু যখন এই সময় শেষ হয়ে যাবে, তখন যারা তওবা করতে অস্বীকার করেছে এবং ধার্মিকতার/নাযাতের পথকে কবুল করেনি আল্লাহ্ তাদের সকলের বিচার করবেন।

আল্লাহ মানুষের জন্য ১২০ বছরের যে সময়সীমা বেঁধে দিয়েছিলেন তা থেকে আমরা আল্লাহর চারিত্রিক গুনাবলি সম্পর্কে কিছু বিশেষ বিষয় শিখতে পারি। তা হল, আল্লাহ ধৈর্য্যশীল কিন্তু তাঁর ধৈর্য্যের একটি সময়সীমা রয়েছে। আল্লাহ মানুষকে তওবা করার জন্য বলেন, সময় দেন কিন্তু তা চিরকালের জন্য নয়। এজন্য নূহ নবীর সময়ে আল্লাহ বলেন,"আমার রুহ্ মানুষের মধ্যে চিরকাল ধরে অবস্থান করবেন না, কেননা তারা মরণশীল; পক্ষান্তরে তাদের সময় একশত বিশ বছর হবে।" তাই আমরা দেখতে পায়, আল্লাহ একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত গুনাহ্গারদের জন্য ধৈর্য্যধারন করেন কিন্তু যদি তারা তওবা করতে অস্বীকার করে তখন তিনি তাদের বিচার করেন। এখানে আমরা আল্লাহ্র দুইটি চারিত্রিক গুনাবলী দেখতে পাই: প্রথমত তাঁর ধৈর্য্য এবং দ্বিতীয়ত তাঁর ক্রোধ/রাগ। আল্লাহ্ মঙ্গলময় এবং অত্যন্ত ধৈর্য্যশীল কিন্তু একই সঙ্গে তিনি ধার্মিক এবং অত্যন্ত রাগী।

কেউ কেউ ভাবেন আল্লাহ এমন একজন লোক যিনি একটি বড় বেত বা লাঠি নিয়ে থাকেন এবং খুব তারাতারি রেগে যান এবং সেই লাঠি দিয়ে তিনি লোকদের আঘাত করেন এবং আহত করে আনন্দ পান কিন্তু আল্লাহ কখনই এমন নন। আবার অনেকে ভাবেন, আল্লাহ কখনও রাগ করেন না এবং তিনি কেবলই মানুষকে ক্ষমা করেন এবং তাদের গুনাহ্ গুলো ভুলে যান। তারা সকলে জানেন,"আল্লাহ মঙ্গলময়, আল্লাহ মঙ্গলময়, আল্লাহ মঙ্গলময়" সব সময় কিন্তু আল্লাহ এমনই থাকবেন না।

পাক-কিতাব আমাদের আল্লাহর চারিত্রিক গুনাবলী সম্পর্কে সঠিক ধারনা প্রদান করেন। আল্লাহ্ মঙ্গলময় এবং ধার্মিক! তিনি ধৈর্য্য ধরতে পারেন এবং রাগও করতে পারেন। তাঁর উদারতা ও তাঁর দয়ার গুণে তিনি গুনাহ্গারদের জন্য ধৈর্য্যশীল কিন্তু তাঁর ধার্মিকতা এবং তাঁর পবিত্রতার গুনের জন্য যারা গুনাহ্ করেন তাদের প্রতি তিনি রাগান্বিত হন। আল্লাহ তিনি নাযাতদাতা এবং তিনি বিচারকর্তা। আল্লাহের নবীগন আল্লাহের ধৈর্য্য ও রাগ সম্পর্কে কিতাবে অনেক বিষয় লিখেছেন। আসুন আমরা শুনি তারা পাক-কিতাবে কি বলেছেন;

"প্রিয়তমেরা, তোমরা এই একটি বিষয় ভুলে যেও না, প্রভুর কাছে একদিন হাজার বছরের সমান এবং হাজার বছর এক দিনের সমান। প্রভু নিজের ওয়াদা পালনে বিলম্ব করেন না, যেমন কেউ কেউ মনে করেন কিন্তু তোমাদের পক্ষে তিনি দীর্ঘসহিষ্ণু; কেউ যে বিনষ্ট হয়, তা তিনি চান না বরং তিনি চান যেন সকলে মন পরিবর্তন পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে। কিন্তু প্রভুর দিন চোরের মত আসবে;" (২পিতর ৩:৮-১০) "প্রভু তাঁর লোকবৃন্দের বিচার করবেন। আল্লাহর হাতে পড়া কি ভয়ানক বিষয়!" "দেখ যিনি কথা বলেন, তাঁর কথা শুনতে অসম্মত হয়ো না; কারণ যিনি দুনিয়াতে সাবধানবানী বলেছেন, তাঁর কথা শুনতে অসম্মত হওয়াতে যখন ঐ লোকেরা রক্ষা পায়নি, তখন যিনি বেহেশত থেকে আমাদের সাবধান করছেন, তাঁর কথা অগ্রাহ্য করলে আমরা যে রক্ষা পাব না তা কত না নিশ্চিত!, কেননা আমাদের আল্লাহ্ গ্রাসকারী আগুনের মত।" (ইবরানী ১০:৩০,৩১; ১২:২৫,২৯)

পাঠ ১৩

নুহ্ নবী, আল্লাহর ধৈর্য এবং তাঁর রাগ; পয়দায়েশ ৬

জবুর শরীফে আমরা পড়ি, "আল্লাহ্ ধর্মময় বিচারকর্তা; তিনি প্রতিদিন ক্রোধকারী আল্লাহ। মানুষ যদি না ফেরে, তবে তিনি তাঁর তলোয়ারে শান দেবেন; তিনি নিজের ধনুকে চাড়া দিয়েছেন, তা প্রস্তুত করেছেন"। (জবুর শরীফ ৭:১১,১২)

সুসমাচার পুস্তকে লেখা আছে;

"আল্লাহর গজব বেহেশত থেকে সেই মানুষের সমস্ত ভক্তিহীনতা ও অধার্মিকতার উপরে প্রকাশিত হচ্ছে, যারা অধার্মিকতা দিয়ে সত্যের প্রতিরোধ করে"। "আর আমরা জানি, যারা এরকম আচরন করে আল্লাহ তাদের প্রতি সত্য অনুযায়ি বিচার করে থাকেন। আর হে মানুষ, যারা এরকম আচরণ করে, তুমি যখন তাদের বিচার করে থাক, আবার নিজেও তেমনি করে থাক, তখন তুমি কি আল্লাহর বিচার এড়াবে বলে মনে করছো? অথবা তাঁর অশেষ দয়া, ধৈর্য ও চিরসহিষ্ণুতাকে হেয়জ্ঞান করছো? আল্লাহর দয়া যে তোমাকে মন পবির্তনের দিকে নিয়ে যায়, তা তি জান না? কিন্তু তোমার কঠিন ভাব এবং অপরিবর্তনশীল অন্তর অনুসারে তুমি তোমার নিজের জন্য সেই গজবের দিনের জন্য এমন শাস্তি সঞ্চয় করছো, যখন আল্লাহর ন্যায়বিচার প্রকাশ পাবে। তিনি তো প্রত্যেক মানুষকে তার কাজ অনুযায়ী ফল দেবেন"। (রোমীয় ১:১৮; ২:২-৬)

আল্লাহ্র ক্রোধ মানুষের ক্রোধের মত নই। মানুষ খুবই রাগান্বিত হতে পারে কিন্তু যখন সে ভুলে যেতে থাকে তখন তার রাগও আস্তে আস্তে শেষ হয়ে যায় যদি না আবার কেউ মনে করিয়ে দেয়। আল্লাহর রাগ সেই রকম নয় যে, সময়ের সাথে সাথে আল্লাহর রাগ ধ্বংস হয়ে যাবে। আল্লাহ তিনি ধর্মময় বিচারকর্তা এবং তিনি কোন কিছুই ভুলে যান না! যখন কেউ তার কুকর্মের জন্য তওবা করতে অস্বীকার করে তখন আল্লাহ্র ক্রোধ শান্ত হয় না বরং আরো বৃদ্ধি পায়। যেমন আমরা পাক-কিতার থেকে একটু আগে পাঠ করেছি; "কিন্তু তোমার কঠিন ভাব এবং অপরিবর্তনশীল অন্তর অনুসারে তুমি তোমার নিজের জন্য সেই গজবের দিনের জন্য এমন শাস্তি সঞ্চয় করছো, যখন আল্লাহর ন্যায়বিচার প্রকাশ পাবে"।

নূহ নবীর সময়ের লোকেরা আল্লাহর গজবের দিনের জন্য তাদের শাস্তি সঞ্চয় করেছিল। কিন্তু মনে রাখতে হবে সেই সময় একজন মানুষ ছিল যে তার সমস্ত অন্তর দিয়ে আল্লাহকে ভালবাসতেন এবং আল্লাহর কালামের উপরে ঈমান রাখতেন। সেই মানুষটি হলো নূহ নবী। পাক-কিতাব এই বিষয়ে বলে, "কিন্তু নুহ মাবুদের দৃষ্টিতে অনুগ্রহ লাভ করলেন। নূহ তার সময়কার লোকদের মধ্যে ধার্মিক ও খাটি লোক ছিলেন এবং তিনি আল্লাহ্র সঙ্গে গমনাগমন করতেন"। (পয়দায়েশ ৬:৮-৯)

কেন আল্লাহ্ নূহ নবীকে অনুগ্রহ করলেন? নূহ কি আল্লাহর অনুগ্রহ লাভের যোগ্য ছিলেন? না! যদি অনুগ্রহ যোগ্যতার বিচারে হয়ে থাকে তখন তা অনুগ্রহ থাকে না, কারণ অনুগ্রহের অর্থ হলো অযোগ্যকে যোগ্য বলে মনে করে নেওয়া। কেন আল্লাহ অন্যদের প্রতি অনুগ্রহ না দেখিয়ে শুধু মাত্র নুহের প্রতি অনুগ্রহ দেখোলেন? এই সম্পর্কে পাক-কিতার কি বলে? কিতাব বলে, "নূহ আল্লাহের ঈমান রেখেছেন" যেখানে অন্য সকল লোকেরা আল্লাহে তাদের ঈমান রাখে নাই। নূহ আল্লাহের কালামে ঈমান রেখেছেন। তিনি ঈমান রেখেছেন আল্লাহর ওয়াদাকৃত নাযাতদাতার উপর যিনি দুনিয়াতে আসবেন এবং সমস্ত গুনাহগারদের তাদের গুনাহ থেকে নাযাত দিবেন । আদম (আঃ) এর অন্য সকল সন্তানদের মত নূহ নবীরও গুনাহ্ ছিল কিন্তু আল্লাহ নূহ নবীকে ধার্মিক গননা করলেন কারন নূহ আল্লাহর উপর ঈমান রেখেছেন এবং আল্লাহ যে ভাবে হুকুম করেছেন নুহ নবী সেই ভাবে তার গুনাহের জন্য রক্তের কোরবানী কোরবান করেছেন। এই জন্য পাক-কিতাবে লেখা আছে,"নূহ তার সময়কার লোকদের মধ্যে ধার্মিক ও খাটি লোক ছিলেন"।

একদিন আল্লাহ্ নুহকে বললেন:

পাঠ ১৩

নুহ্ নবী, আল্লাহর ধৈর্য এবং তাঁর রাগ; পয়দায়েশ ৬

(পয়দায়েশ ৬) ১৩“আমি সমস্ত প্রাণী ধ্বংস করে ফেলতে মনস্থির করেছি, কেননা তাদের দ্বারা দুনিয়া জোর-জুলুমে পরিপুর্ণ হয়েছে; আর দেখ, আমি দুনিয়ার সঙ্গে তাদেরকে বিনষ্ট করবো। ১৪ তুমি গোফর কাঠ দিয়ে একটি জাহাজ তৈরি কর; সেই জাহাজের মধ্যে কুঠরী তৈরি করবে ও তার ভিতরে ও বাইরে আলকাতরা দিয়ে লেপন করবে। ১৫ এইভাবে তা তৈরি করবে। জাহাজ লম্বায় ৩০০ হাত, চওড়ায় ৫০ হাত ও উচ্চতায় ৩০ হাত হবে। ১৬ তার ছাদের এক হাত নিচে জানালা প্রস্তুত করে রাখবে ও জাহাজের পাশে দরজা রাখবে; তার প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলা তৈরি করবে। ১৭ আর দেখ, আসমানের নিচে প্রাণবায়ুবিশিষ্ট যত জীবজন্তু আছে, তাদের সকলকে বিনষ্ট করার জন্য আমি দুনিয়ার উপরে বন্যা নিয়ে আসবো; আর দুনিয়ার সকলে প্রাণত্যাগ করবে। ১৮ কিন্তু তোমার সঙ্গে আমি আমার নিয়ম স্থির করবো; তুমি ও তোমার পুত্রেরা, স্ত্রী ও পুত্রবধুদের সঙ্গে নিয়ে সেই জাহাজে প্রবেশ করবে। ১৯ সমস্ত জীবজন্তুর স্ত্রী-পুরুষ জোড়া জোড়া নিয়ে তাদের প্রাণ রক্ষা করার জন্য তোমার সেই জাহাজে প্রবেশ করাবে; ২০ সব জাতের পাখি ও সব জাতের পশু ও সব জাতের ভূচর সরীসৃপ জোড়া জোড়া প্রাণ রক্ষা করার জন্য তোমার কাছে আসবে। ২১ আর তোমার ও তাদের আহারের জন্য তুমি সব রকমের খাবার জিনিস এনে তোমার কাছে মজুদ করবে।

আল্লাহ্ কিভাবে এই দুনিয়াতে বন্যার পানি নিয়ে আসবেন এবং যারা তওবা করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে এবং সত্য আল্লাহে্ ঈমান আনে নাই তাদের ধ্বংস করবেন সেই পরিকল্পনা নূহ নবীর কাছে প্রকাশ করলেন। আল্লাহ্ বন্যার পানি থেকে রক্ষা পাওয়া জন্য নূহ নবীকে একটি বড় জাহাজ তৈরি করতে বললেন। সেই জাহাজের দৈর্ঘ্য হবে ৩০০ হাত যা একটি ফুটবল মাঠের চেয়ে দেড়গুন লম্বা। এই জাহাজ নূহ ও তার পরিবার এবং অনেক পশুপাখি জীব-জন্তু এবং যারা আল্লাহের কালামে ঈমান আনবে তাদের সকলকে আশ্রয় দিতে পারবে। আল্লাহের হুকুম অনুসারে নূহ্ জাহাজের ভিতরে অনেকগুলো কক্ষ তৈরী করলেন কিন্তু জাহাজের বাহিরে শুধু মাত্র একটি দরজা তৈরী করলেন। কারণ আল্লাহ নূহের সময়ের লোকদের এই সংবাদ দিতে চেয়েছিলেন যে, যারা আল্লাহর বিচারদন্ড এই বন্যা থেকে রক্ষা পেতে চায় তাদের সকলকে জাহাজের এই একটি মাত্র দরজা দিয়েই ভিতরে প্রবেশ করতে হবে। যারা এই দরজা দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করবে তারা সকলে রক্ষা পাবে। যে কেহ এই দরজা দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করবে না তারা সকলে শাস্তি পাবে!

তাই নূহ জাহাজ তৈরী করতে শুরু করলেন। এটি ছিল খুবই কঠিন কাজ। নুহ ও তার তিনজন ছেলে শত শত বড় বড় গাছ কাটলেন, সেগুলোর তক্তা বানালেন, জাহাজের আকৃতি বানালেন, পেরেক দিয়ে আটকে দিলেন এবং ভিতরে ও বাইরে আলকাতরা দিয়ে লেপন করলেন। নূহের স্ত্রী এবং তার পুত্রবধুরা এই কঠিন কাজে তাদের সাহায্য করলেন। প্রায় এক শত বছর ধরে দিনের পর দিন নূহ এবং তার পরিবার এই জাহাজ তৈরির জন্য কঠোর পরিশ্রম করলেন। নূহ্ কেবলমাত্র জাহাজ তৈরির কাজ নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন না কিন্তু তিনি আল্লাহর বিচার দিনের ভয়াবহতার কথাও লোকদের কাছে তবলিগ করেছেন। আমরা ধরে নিতে পারি নূহ লোক এই ধরনের কিছু কথা বলেছেন, “শোনো, আল্লাহ আমাকে তাঁর প্রচন্ড ক্রোধের বিষয়ে তোমাদের সর্তক করতে বলেছেন, তোমাদের গুনাহের জন্য আল্লাহর প্রচন্ড রাগ প্রজ্বোলিত হয়েছে; আল্লাহ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি দুনিয়াতে প্রচন্ড বন্যা নিয়ে আসবেন এবং যারা গুনাহের জন্য তওবা করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন তাদের সবাইকে তিনি ধ্বংস করে দেবেন। কিন্তু আমি তোমাদেরকে এক সুসংবাদ জানাচ্ছি, আল্লাহ তিনি দয়াবান/ করুনাময়। তিনি আমাকে হুকুম দিয়েছেন যেন আমি একটি জাহাজ নির্মান করি এবং যারা গুনাহের জন্য তওবা করবে এবং আল্লাহর কালামে ঈমান আনবে তাদেরকে রক্ষা/উদ্ধার করি। হয়ত নূহ আরও অনেক অনেক কথা বলে লোকদের সর্তক করেছেন এবং দুর্নীতিগ্রস্ত প্রজন্মকে মন্দতার পথ থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য অনেক তর্কবিতর্ক / সাধ্যসাধনা করেছেন।

আপনি কি চিন্তা করেন? আল্লাহ্ তাঁর নবীর মুখে দ্বারা যে সর্তকবার্তা ঘোষনা করেছেন নূহের সময়ের লোকেরা সেই সব কথাই ঈমান এনেছিল? আমরা এখন এর উত্তর দেব না কারণ আমাদের সময় শেষ হয়ে গেছে। যদি

পাঠ ১৩

নুহ্‌ নবী, আল্লাহর ধৈর্য এবং তাঁর রাগ; পয়দায়েশ ৬

আল্লাহর ইচ্ছা হয় পরবর্তি সময়ে আমরা নূহ নবীর এই গল্পের বাকি অংশ আলোচনা করব এবং আমরা দেখব, যারা আল্লাহের কালামে ঈমান রাখে আল্লাহ তাদের প্রত্যেকে কিভাবে সুরক্ষা প্রদান করেন এবং যারা তাঁর কালামে ঈমান আনে না তাদের কিভাবে সেই মহা জলপ্লাবনে ডুবিয়ে শাস্তির ব্যবস্থা করেন করেন।

সকলকে এই অনুষ্টান শোনার জন্য ধন্যবাদ জানাই; শেষ করার আগে কিতাবের এই কথা স্মরন করিয়ে দেইঃ

“প্রভু নিজের ওয়াদা পালনে বিলম্ব করেন না, যেমন কেউ কেউ মনে করেন, কিন্তু তোমাদের পক্ষে তিনি দীর্ঘসহিষ্ণু; কেউ যে বিনষ্ট হয়, তা তিনি চান না বরং তিনি চান যেন সকলে মন পরিবর্তন পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে। কিন্তু প্রভুর দিন চোরের মত আসবে;”। (২পিতর ৩:৯-১০)

আল্লাহ্‌ সকলকে হেদায়েত দান করুন ও রহমত প্রদান করুন।

পাঠ ১৪

নুহ্ নবী ও মহা জলপ্লাবন; পয়দায়েশ ৭

শ্রোতা বন্ধুরা, আল্লাহর শান্তি আপনাদের উপর বর্তুক।

আমরা মহান আল্লাহ্র নামে সকলকে শুভেচ্ছা জানাই, শান্তিদাতা আল্লাহ চান, ধার্মিকতার লাভের যে পথ তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন সেই পথ সম্পর্কে সকলে জানবে, বুঝবে এবং আত্মসর্মপণ করবে এবং চিরকালের জন্য সত্যিকারের শান্তি লাভ করবে। আপনাদের সকলের প্রিয় "ধার্মিকতার পথ" অনুষ্ঠানটি নিয়ে আজ আবার ফিরে আসতে পেরে আমরা খুবই আনন্দিত।

বিগত অনুষ্ঠানে নূহ নবীর জীবনীর উপর রচিত যে আর্কষনীয় গল্প নিয়ে আলোচনা করেছিলাম সেই নূহ ছিলেন আদম (আঃ) এর বংশের দশম প্রজন্ম। নাফরমানী ও দুর্নীতিগ্রস্থ অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগে নূহ নবী আল্লাহর সাথে গমনাগমন করিতেন। আমরা দেখেছিলাম আদম সন্তানদের গুনাহের জন্য আল্লাহর কেমন মনদুঃখ হয়েছিল। পাক্-কালামে বলা হয়েছে "আর মাবুদ দেখলেন, দুনিয়াতে মানব-জাতির নাফরমানী অত্যধিক এবং তাদের অন্তঃকরণের সমস্ত কল্পনা সবসময় কেবল মন্দ"। (পয়দায়েশ ৬:৫) এই কারনে আল্লাহ প্রচন্ড রাগান্বিত হলেন এবং গুনাহগারদের তাঁর সম্মুখ থেকে এবং পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণ ভাবে ধ্বংস করতে ও মুছে ফেলার পরিকল্পনা করলেন।

তবুও নূহ নবীর প্রতি আল্লাহের রহমত ছিল কারন তিনি আল্লাহকে ভালবাসতেন এবং তাঁর কালামের উপর ঈমান রেখেছিলেন। তাই একদিন আল্লাহ্ নূহকে বললেন, এই দুনিয়া গুনাহে পরিপুর্ণ হয়ে গেছে এই জন্য আমি এই দুনিয়ার সকল মানুষকে ধ্বংস করে ফেলবো। আমি দুনিয়াতে মহা জলপ্লাবন আনব এবং বেহেশতের নিচে যত জীবন্ত প্রাণী আছে সব ধ্বংস করে ফেলব। কিন্তু তুমি একটি বড় জাহাজ নির্মান করবে যেন তুমি ও তোমার পরিবার রক্ষা পাও।

প্রায় একশত বছর ধরে নূহ ও তাঁর পরিবার কঠোর পরিশ্রম করে সেই বড় জাহাজ নির্মান করলেন। কিন্তু নূহ শুধুমাত্র জাহাজ নির্মানে ব্যস্ত ছিলেন না। তিনি তাঁর চারিদিকের লোকের কাছে তাবলিক করে বলেছেন: তোমরা গুনাহ্ থেকে মন ফিরাও এবং আল্লাহর দিকে ফিরে আসো! আল্লাহ্ তিনিই একমাত্র আল্লাহ, তিনি এই দুনিয়ার বিচার করবেন!

আল্লাহ তাঁর নবীর মধ্যদিয়ে তাদের কাছে যে কথা ঘোষনা করেছিলেন নূহের সময়ের লোকেরা কি সেই কথাই ঈমান এনেছিল এবং গুনাহের জন্য তওবা করেছিল? আপনি কি ভাবছেন? এই দুনিয়াতে হাজার হাজার আদম সন্তানদের মধ্যে কত জন গুনাহের জন্য তওবা করেছিল এবং আল্লাহর উপর ঈমান রেখে সেই জাহাজে প্রবেশ করতে পেরেছিল? পাক্-কিতাবে আছে "সেই জাহাজে অল্প লোক অর্থাৎ আট জন ব্যক্তি রক্ষা পেয়েছিল" (১পিতর ৩:২০)।

কত জন লোক আল্লাহর উপর ঈমান রেখেছিল? মাত্র আট জন: নূহ এবং তাঁর স্ত্রী, ও তাঁর তিন ছেলে এবং তিন পুত্রবধু। এছাড়া আর কেউ আল্লাহর কালামে ঈমান আনে নাই। কেউ কেউ নূহ্রের প্রচারকে তুচ্ছ করেছেন, কেউ কেউ উপহাস করেছেন এবং তাদের কেউ কেউ নূহকে পাগল ভেবেছেন কারন নূহ যেখানে পানি নেই এমন জায়গাই একটি বড় জাহাজ নির্মান করছিল। হয়ত লোকেরা নূহকে এইভাবে উপহাস করেছিলেন, "ওহে লোকেরা! তোমরা এসে এই লোককে দেখ, সে মরুভুমির মধ্যে এই বড় জাহাজ তৈরি করছে! নূহ নিশ্চয় পাগল হয়ে গেছে! এই শুকনো মরুভুমিতে বন্যার পানি? হা হা হা! অসম্ভব! আরে নূহ তুমি জানোনা, আল্লাহ সব সময় মঙ্গলময়, তিনি কখনও তাঁর সৃষ্টি ধ্বংস করতে পারে না। নূহ তুমি পাগল হয়ে গেছ!" কিন্তু নূহ তাদের অপমানগুলোকে গায়ে মাখেনি কারন আল্লাহ তাকে যা বলেছেন সেই কালামের উপর নূহ ঈমান রেখেছিলেন। তিনি জাহাজ তৈরির কাজ চালিয়ে গেলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তবলিগ করেলেন, বললেন, "আল্লাহ তাঁর

ধর্মশীলতায় এই দুনিয়ার বিচার করতে যাচ্ছেন! তোমরা কেন আল্লাহর কালামে ঈমান আনছো না? তোমরা কেন বিনষ্ট হইতে চাও?"

অবশেষে সেই দিন আসলো যখন নূহ ও তার পরিবার জাহাজ তৈরি কাজ শেষ করলেন। পয়দায়েশ ষষ্ঠ আয়াতে শেষ রুকু যদি আমরা পাঠ করি, লেখে আছে, "তাতে নূহ্ সেরকম করলেন, আল্লাহ্র হুকুম অনুসারেই সমস্ত কাজ করলেন" (পয়দায়েশ ৬:২২)। জাহাজ প্রস্তুত ছিল। সমস্ত কাজ শেষ। শুধু একটি মাত্র কাজ বাকি ছিল, তা হল নূহ্ এবং তার পরিবারের জাহাজে প্রবেশ করা। শেষবারের মত আমরা নূহকে লোকদের বোঝানোর শেষ চেষ্টা করতে শুনি: "আল্লাহর কথা শুনো! গুনাহের জন্য তওবা করো এবং আল্লাহর কালামে ঈমান আনো! মহাবন্য খুব শ্রীঘ্র আসছে! সময় থাকতে জাহাজে প্রবেশ করো! দরজা খোলা আছে! যে এই দরজা দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করবে সেই রক্ষা পাবে কিন্তু যদি তোমরা প্রবেশ করতে অস্বীকার করো তবে কিভাবে আল্লাহর বিচার থেকে পালিয়ে বাঁচবে? নূহ্ আন্তরিকতার সাথে লোকদের সর্তক করেছিল কিন্তু তারা কেউ তার কথা শোনেনি।

ফলস্বরূপ, পাক্-কিতাবের পয়দায়েশ সপ্তম আয়াতে বলে:

১"মাবুদ নূহকে বললেন, তুমি সপরিবারে জাহাজে প্রবেশ করো, কেননা এই কালের লোকদের মধ্যে আমার সাক্ষাতে তোমাকেই ধার্মিক দেখেছি। ২তুমি পাক-পবিত্র পশুর স্ত্রী-পুরুষ নিয়ে প্রত্যেক জাতের সাত জোড়া করে এবং নাপাক পশুর স্ত্রী-পুরুষ নিয়ে প্রত্যেক জাতের এক জোড়া করে, ৩এবং আসমানের পাখিদেরও স্ত্রী-পুরুষ নিয়ে প্রত্যেক জাতের সাত জোড়া করে সারা দুনিয়াতে তাদের বংশ রক্ষা করার জন্য নিচের সঙ্গে রাখ। ৪কেননা সাত দিন পর আমি দুনিয়াতে চল্লিশ দিন ও চল্লিশ রাত বৃষ্টি বর্ষণ করে আমার সৃষ্ট যাবতীয় প্রাণীকে দুনিয়া থেকে মুছে ফেলবো। ৫তখন নূহ মাবুদের হুকুম অনুসারে সমস্ত কাজ করলেন।" (পয়দায়েশ ৭:১-৫)

কেন নূহ এবং তার পরিবার জাহাজে প্রবেশ করেছিল? তারা কি আকাশে মেঘ দেখেছিল সেইজন্যে? কিম্বা ঝিরিঝিরি বৃষ্টি শুরু হয়েছিল? না, যখন তারা জাহাজে প্রবেশ করেছিল তখন আকাশ সম্পূর্ণ পরিষ্কার ছিল। তবে কেন তারা জাহাজে প্রবেশ করেছিল? শুধুমাত্র একটি কারণে তারা তা করেছিল আর তা হল আল্লাহ্ তাদের হুকুম করেছিল বলেই তারা জাহাজে প্রবেশ করেছিল। হতে পারে যারা জাহাজের বাইরে ছিল তাদের মনোভাব ছিল এমন; "আমিও মহান আল্লাহে ঈমান রাখি কিন্তু আমি ঐ জাহাজে প্রবেশ করবো না! আবার কেউ কেউ বলেছে, আমি আল্লাহে ঈমান রাখি কিন্তু নূহের তবলিগ গ্রহন করতে ইচ্ছুক না!" আমরা এই ধরনের লোকদের বিষয়ে কি বলতে পারি? সত্যি বলতে তারা আল্লাহের উপরে ঈমান রাখে নাই কারন তারা আল্লাহের মনোনীত নবীগনের কথায় ঈমান আনে নাই। তারা গুনাহ্রে পথ থেকে তওবা করে ফিরে আসতে অস্বীকার করেছে এবং আল্লাহ নূহ নবীর মধ্যদিয়ে মহা প্লাবন থেকে মুক্তির যে পথ দেখিয়েছেন সেই পথ গ্রহন না করে প্রত্যাখান করেছে। তারা হয়ত মুখে আল্লাহর সম্মান করে কিন্তু তাদের হৃদয় আল্লাহের কাছ থেকে অনেক দুরে থাকে।

এই জন্য পাক-কিতাবে আমাদের বলে:

"বন্যা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য নূহ্ ও তার পুত্ররা এবং তাঁর স্ত্রী ও পুত্রবধূরা জাহাজে প্রবেশ করলেন। নূহের প্রতি আল্লাহর হুকুম অনুসারে পাক ও নাপাক পশুর, এবং পাখির ও ভূমিতে গমনশীল যাবতীয় জীবের স্ত্রী-পুরুষ জোড়া জোড়া করে জাহাজে নূহের কাছে প্রবেশ করলো। পরে মাবুদ তাঁর পেছনের দরজা বন্ধ করে দিলেন।" (পয়দায়েশ ৭:৭-৯, ১৬)

আপনি কি ভাল ভাবে শুনতে পেয়েছেন, নূহ এবং তার পরিবার জাহাজে প্রবেশ করার পর আল্লাহ্ কি করেছিলেন? পাক-কিতাবে আছে " মাবুদ তাঁর পেছনের দরজা বন্ধ করে দিলেন।" আল্লাহর প্রচন্ড ক্রোধ

প্রকাশের দিন চলে এসেছিল। আল্লাহ্ সেই সময়ের লোকদের জন্য দীর্ঘ সময় ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করেছিলেন, কিন্তু তার ধৈর্যের সীমা পার হয়ে গিয়ে ছিল! এখন শুধুমাত্র তাঁর ক্রোধের প্রকাশ করা বাকি ছিল। আল্লাহ সেই দরজা বন্ধ করে দিয়ে ছিলেন এবং যখন আল্লাহ দরজা বন্ধ করেন তখন কেউ তা খুলতে পারে না।

তারপর আল্লাহ্ যেমন ওয়াদা করেছিলেন ঠিক সেই ভাবে দুনিয়াতে বন্যার পানি নিয়ে আসলেন। আকাশ অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল; প্রচন্ড বাতাস বইতে শুরু করেছিল। সমস্ত আকাশ মেঘে ঢেকে গেল, মেঘগর্জনের সাথে বজ্রবিদ্যুৎ এবং ভুমিকম্প শুরু হয়েছিল। তখন আদম সন্তানগন ভয়ে কাঁপতে শুরু করেছিল। যখন দুনিয়ার সবকিছু শান্ত ছিল তখন আল্লাহর কালাম এবং কাজের প্রতিবাদ করা এবং অপমান বা তুচ্ছ করা খুব সহজ ছিল। কিন্তু এখন আল্লাহর বিচার তাদের উপর নেমে এসেছে, এখন তাদের মুখ চিৎকার করছে! আল্লাহর ধর্মময় বিচারদন্ড নেমে এসেছে এখন তাদের তার মুখোমুখি হতে হবে এবং তাদের পালিয়ে বাঁচার কোন জায়গা বাকি নেই।

ভারি বর্ষন শুরু হল, পৃথিবীর সমস্ত জলধারা থেকে পানি বেগে এবং ফেটে বেরিয়ে আসল, নদী এবং সমুদ্রের পানি বেড়ে গেল ফলে পৃথিবীতে মহা বন্যা দেখা দিল। পানির তীব্র স্রোত এবং উত্তাল ঢেউয়ের তোড়ে শহর নগর এবং গ্রাম-গঞ্জ সমস্ত কিছু ভাসিয়ে নিয়ে গেল। সেই সমস্ত লোকেরা ভীতসন্ত্রোস্ত হয়ে দ্রুতগতিতে পালানোর চেষ্টা করছিল এবং উচু জায়গা খুজছিল। যারা যারা নুহকে অপমান করেছে এবং আল্লাহর কালাম প্রত্যাখান করেছে এখন তারা জানতে পেরেছে আল্লাহর নবীগন যা যা বলেছিল তা সবই সত্য ছিল। কিন্তু তাদের এই জ্ঞান আর কোন কাজে আসেনি কারন তওবা করার সুযোগ শেষ হয়ে গিয়েছিল; এবং নাজাত লাভের সময়ও অতীত হয়েছিল। হয়ত কেউ কেউ তখন চিৎকার করে নূহকে ডেকে বলেছিল, নূহ্ নূহ্ দরজা খোল, নূহ আমাদের সাহায্য কর, আমাদের রক্ষা করো; আমরা তোমাকে বিশ্বাস করি নুহ; তুমিই ঠিক ছিলে; আমরা তোমার কথায় ঈমান আনছি, তোমার কথায় ঈমান আনছি! কিন্তু তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। আল্লাহ দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন। নাজাত পাওয়ার দিন চলে গেছে। বিচারের দিন চলে এসেছে এখন যতই মুনাজাত করেন, কান্নাকাটি করেন, দরজায় আঘাত করেন, এমনকি সত্য জানেন কোন কিছুই আল্লাহর মন পরিবর্তন করাতে পারবে না। আল্লাহ্ যখন নাযাত পাওয়ার দরজা বন্ধ করে দেন তখন কেউ তা খুলতে পারে না।

পাক-কিতাব আমাদের বলে চল্লিশ দিন ও চল্লিশ রাত অবিরাম ধারায় বৃষ্টি ও বন্যা হয়েছিল যতখন পর্যন্ত পাহাড় পর্বত সব ডুবে না গেল। কিন্তু নুহের তৈরি জাহাজ পানির উপর ভাসতে লাগলো।

<u>“তাতে ভূচর যাবতীয় প্রানী-পাখি, গৃহপালিত ও বন্য পশু, ভূচর সরীসৃপ এবং মানুষ সকলই মারা গেল। স্থলচর যত জীবন্ত প্রানী ছিল, সকলই মারা গেল। এভাবে দুনিয়া নিবাসী সমস্ত প্রানী-মানুষ, পশু, সরীসৃপ ও আসমানের পাখি দুনিয়া থেকে মুছে গেল, কেবল নূহ ও তার সঙ্গী জাহাজের প্রানীরা বেঁচে রইলেন” (পয়দায়েশ ৭:২১-২৩)</u>

আল্লাহ যে ওয়াদা করেন তা কি তিনি পূরণ করতে পারেন? অবশ্যই পারেন। যে সকল গুনাহ্গার গুনাহের জন্য তওবা করতে অস্বীকার করে আল্লাহ কি তাদের বিচার করেন? তিনি অবশ্যই তাদের বিচার করেন। যারা যারা জাহাজের ভিতরে প্রবেশ করেনি আল্লাহ যেমন বলেছিলেন ঠিক তেমনি ভাবে তাদের বিচার করেছেন।

শ্রোতা বন্ধুরা, নূহ নবীর গল্প আজ আমরা এখানে শেষ করবো। যদি আল্লাহর ইচ্ছা/মর্জি হয় তবে আমরা পরবর্তি অনুষ্ঠানে নুহ ও তার সঙ্গী যারা জাহাজে ছিল তাদের কি হয়েছিল সেই বিষয়ে আলোচনা করে এই গল্প শেষ করবো। যাই হোক, আজ আপনাদের বিদায় দেওয়ার পুর্বে মহাবন্যা দ্বারা আল্লাহর বিচারের এই গল্প থেকে আল্লাহ আমাদের একটি গুরুত্বপুর্ণ শিক্ষা দিতে চান। তা হল; আল্লাহ দুনিয়ার সকল মানুষের বিচার করার জন্য একটি দিন নিরুপণ করে রেখেছেন। সেই বিচারের দিন নুহ নবীর সময়ের লোকদের বিচারদন্ডের চেয়েও ভীষন বিচার দন্ড আমাদের উপর নেমে আসবে!

পাঠ ১৪
নুহ্ নবী ও মহা জলপ্লাবন; পয়দায়েশ ৭

আল্লাহর একজন নবী কেয়ামতের দিনে সেই বিচার সম্বন্ধে কি কথা ঘোষনা করেছেন তা মন দিয়ে শুনুন. তিনি কিতাবে লিখেছেন:

"১১পরে আমি একটি বড় সাদা রংয়ের সিংহাসন ও যিনি তার উপরে বসে আছেন, তাঁকে দেখতে পেলাম; তাঁর সম্মুখ থেকে আসমান ও জমিন পালিয়ে গেল; তাদের জন্য আর স্থান পাওয়া গেল না। ১২আর আমি দেখলাম, ক্ষুদ্র ও মহান সমস্ত মৃত লোক সেই সিংহাসনের সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে; পরে কয়েকখানি কিতাব খোলা হল এবং আর একখানি কিতাব অর্থাৎ জীবন-কিতাব খোলা হল এবং মৃতদের কিতাবগুলোতে যেমন লেখা হয়েছিল তাদের সেই কাজ অনুসারে বিচার করা হল। ১৫ আর জীবন-কিতাবে যার নাম লেখা পাওয়া গেল না তাকে আগুনের হ্রদে নিক্ষেপ করা হল"। (প্রকাশিত কালাম ২০:১১-১২, ১৫)

শ্রোতা বন্ধুরা; কেয়ামতের বিচার দিনে আপনার প্রত্যাশার বিষয়ে আপনি কি নিশ্চিত? আপনার নাম কি সেই জীবন-কিতাবে লেখা আছে? আপনি কি নাজাত লাভের যে দরজা মাবুদ খুলে রেখেছেন তা দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করেছেন? আল্লাহর কিতাবে আছে: "দেখ এখন সুপ্রসন্নতার সময়; দেখ এখন নাজাতের দিবস"। (২ করিন্থীয় ৬:২) আমরা দেখেছি নূহের সময়ের লোকদের জন্য আল্লাহ কতদিন ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করেছেন যেন তারা তওবা করে, ঈমান আনে এবং রক্ষা পায় কিন্তু সেই সময়ের শেষে তিনি নাজাত পাওয়ার দরজা বন্ধ করে দিলেন। যাহারা সেই জাহাজের দরজা দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করতে অস্বীকার করেছেন তারা সকলে আল্লাহর ভয়ানক বিচারের সম্মুখিন হয়েছে।

আল্লাহ যে দিন তাঁর ধার্মিকতায় এই দুনিয়ার বিচার করবেন সেই কেয়ামতের দিনের বিষয়ে পাক-কিতাব বলে:"তোমরা নিজেরা ভাল করেই জান, রাতের বেলায় যেমন চোর আসে তেমনি প্রভুর দিন আসছে। লোকে যখন বলে,'শান্তি ও নিরাপত্তা' তখনই তাদের কাছে আকস্মিক বিনাশ উপস্থিত হয়, যেমন গর্ভবতী স্ত্রীলোকের প্রসব-বেদনা উপস্থিত হয়ে থাকে, আর তারা কোনক্রমে তা এড়াতে পারবে না।" (১থিষলনীকীয় ৫:২,৩) আদম সন্তানদের নাজাত লাভের জন্য আল্লাহ যে দরজা খুলে রেখেছেন সেই দরজা দিয়ে যারা যারা ভিতরে ঢুকেছে শুধুমাত্র তারা ছাড়া আর কেউ সেই দিনের যন্ত্রনা থেকে পালাতে পারবে না।

আল্লাহ গুনাহগারদের জন্য যে দরজা খুলে রেখেছেন সে সম্পর্কে আপনি কি কিছু জানেন? আল্লাহ আপনাকে রক্ষার জন্য যে পথ নির্দেশ করেছেন সে সম্পর্কে কি কিছু জানেন? নূহের সময়ে মহাবন্যার থেকে বিচার দিনে কারা রক্ষা পেয়েছিল? শুধুমাত্র যারা জাহাজের দরজা দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করেছিল। সেই একইভাবে পাক-কিতাব আমাদের দেখিয়েছেন আল্লাহর গুনাহগার আদম-সন্তানদের নাযাতের জন্য একমাত্র দরজা প্রস্তুত করেছেন যেন কেয়ামতের বিচার দিনে তারা সেই দরজা দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে এবং রক্ষা পায়। আপনি কি নাযাত লাভের দরজা সম্বন্ধে কিছু জানেন? তবে ভালো ভাবে শুনুন, মহান আল্লাহ্ এই দুনিয়ার জন্য যে একমাত্র পাক্ মধ্যস্থতাকারী প্রেরন করেছেন তিনি নিশ্চয়তার সাথে কালামে বলেছেন: তিনি বলেন, "আমিই সেই দরজা"; আমার মধ্যে দিয়ে যদি কেউ প্রবেশ করে, সে নাজাত পাবে"।(ইউহোন্না ১০:৯) "সত্যি সত্যি, আমি তোমাদেরকে বলছি, যে ব্যক্তি আমার কালাম শুনে ও যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তাঁর উপর ঈমান আনে, সে অনন্ত জীবন পেয়েছে এবং তাকে বিচারে আনা হবে না; সে মৃত্যু থেকে জীবনে পার হয়ে গেছে।" (ইউহোন্না ৫:২৪)

বন্ধুরা আজ আমরা এখানেই শেষ করব কিন্তু ভবিষ্যতে অন্য কোন অনুষ্ঠানে আমরা আল্লাহ এই দুনিয়ার জন্য যে নাজাতদাতা প্রেরন করেছেন তার বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানবো; যিনি বলেছেন "আমিই সেই দরজা"; আমার মধ্যে দিয়ে যদি কেউ প্রবেশ করে, সে নাজাত পাবে!" (ইউহোন্না ১০:৯)

পাঠ ১৪

নুহ্‌ নবী ও মহা জলপ্লাবন; পয়দায়েশ ৭

সকলকে এই অনুষ্ঠান শোনার জন্য ধন্যবাদ জানাই; পরবর্তী অনুষ্ঠানে মাবুদের ইচ্ছায় আমরা নূহ নবীর গল্পের শেষ অংশ নিয়ে আলোচনা করবো।

আমাদের প্রত্যাশা পাক কালাম থেকে যে গুরুত্বপুর্ণ প্রশ্ন নিয়ে আপনি চিন্তা করছেন সেই বিষয়ে সঠিক শিক্ষা বুঝতে আল্লাহ আপনাকে তৌফিক দান করুন:

<u>“তা হলে এমন মহৎ এই নাজাত অবহেলা করলে আমরা কিভাবে রক্ষা পাব?” (ইবরানী ২:৩)</u>

আল্লাহ্‌ আপনাদের সকলকে হেদায়েত দান করুন ও রহমত প্রদান করুন।

পাঠ ১৫

নুহ্ নবী ও আল্লাহের বিশ্বস্ততা; পয়দায়েশ ৮ ও ৯

শ্রোতা বন্ধুরা, আল্লাহর শান্তি আপনাদের উপর বর্তুক।

আমরা মহান আল্লাহ্‌র নামে সকলকে শুভেচ্ছা জানাই, শান্তিদাতা আল্লাহ চান, ধার্মিকতার লাভের যে পথ তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন সেই পথ সম্পর্কে সকলে জানবে, বুঝবে এবং আত্মসর্মপণ করবে এবং চিরকালের জন্য সত্যিকারের শান্তি লাভ করবে। আপনাদের সকলের প্রিয় "ধার্মিকতার পথ" অনুষ্ঠানটি নিয়ে আজ আবার ফিরে আসতে পেরে আমরা খুবই আনন্দিত।

আল্লাহর নবী নূহের কাহিনি আজ আমরা শেষ করার পরিকল্পনা করেছি। প্রথমে আমরা বিগত দুটি অনুষ্ঠানে প্রচারিত নূহ্ ও মহাবন্যা নিয়ে আমাদের আলোচনার পুনরালোচনা করতে চাই। পয়দায়েশ পুস্তকের ষষ্ঠ আয়াতে আমরা দেখেছি নূহের সময়ের লোকেরা কেমন দুর্নীতিগ্রস্ত ও ভ্রষ্টচারি ও নাফরমানী লোক ছিল এবং সেই লোকদের অন্তরের চিন্তা ছিল কেবলই মন্দ। এই জন্য আল্লাহ সেই গুনাহ্‌গার যারা গুনাহ্ থেকে তওবা করে ফিরে আসতে এবং সত্যের কাছে আসতে এবং জীবন্ত আল্লাহর উপর ঈমান আনতে অস্বীকার করেছে তাদের বিনষ্ট করতে এই দুনিয়াতে আল্লাহ্ মহাবন্যা এনেছিলেন।

এই রকম দুর্নীতিগ্রস্ত ও নাফরমানী সমাজে মাত্র একজন মানুষ আল্লাহ্‌কে খুশি করতে পেরেছিলেন; তিনি হলেন নূহ। নূহ আল্লাহ্‌কে ভালবাসতেন এবং তাঁর উপর ঈমান রাখতেন। এই জন্য একদিন আল্লাহ নূহের সাথে কথা বললেন এবং একটি বড় জাহাজ বানাতে হুকুম দিলেন। যেন সে এবং তাঁর পরিবার এবং অনেক প্রানী সেই জাহাজে আশ্রয় নিয়ে মহাবন্যা থেকে রক্ষা পায়। একশত বছর ধরে নূহ ও তার পরিবার কঠোর পরিশ্রম করে জাহাজ নির্মান করলেন এবং লোকদের গুনাহের জন্য তওবা করতে এবং আল্লাহের কালামে ঈমান আনতে চেতনা দিলেন। কিন্তু একজন লোকও নূহের তবলিগে মনোযোগ করলেন না। একজন লোকও আসন্ন মহাবন্যা বিষয় নূহ যা বলেছিল তা বিশ্বাস করেনি।

তবুও সেই দিন আসলো যখন জাহাজ সম্পুর্ণ প্রস্তুত হয়েছিল। আল্লাহ্‌র ভয়ঙ্কর বিচার এই মন্দ দুনিয়ার উপর নেমে আসলো। আল্লাহ দীর্ঘদিন অনেক ধৈর্য ধারণ করেছেন কিন্তু তাঁর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গিয়েছিল। তাই মাবুদ নূহকে বললেন; তুমি ও তোমার পরিবার এবং পাক্ পশু ও পাখির স্ত্রী-পুরুষ সাত জোড়া (কোরবানির জন্য) এবং নাপাক পশুর স্ত্রী-পুরুষ এক জোড়া করে নিয়ে জাহাজে প্রবেশ করো। আল্লাহ যেভাবে হুকুম দিলেন সেই অনুসারে নূহ ও তার পরিবার এবং সেই পশু-পাখি নিয়ে জাহাজে প্রবেশ করলেন। পাক-কিতাবে লেখা আছে "মাবুদ তাঁর দরজা বন্ধ করে দিলেন"। আল্লাহ্ যিনি আদম সন্তানদের জন্য নাজাতের দরজা একদিন খুলে দিয়েছিলেন তিনিই একদিন তা বন্ধ করে দিলেন। আল্লাহর অনুগ্রহের দিন চলে গেছে এবং আল্লাহ্‌র ভয়ঙ্কর ক্রোধের দিন উপস্থিত হয়েছিল!

তারপর বিদ্যুৎ চমকানি, বজ্রবিদ্যুৎ মেঘগর্জন এবং ভুমিকম্পে এই দুনিয়া প্রবলভাবে কাঁপতে লাগলো। প্রবল বর্ষনের কারনে মহাবন্যা দেখা দিলো। প্রত্যেকে এদিক ওদিক পালানোর চেষ্টা করলো, তারা রক্ষা পাওয়ার জন্য পর্বতের চুঁড়াতে উঠল কিন্তু কেউ আল্লাহর পবিত্র ক্রোধ থেকে পালিয়ে রক্ষা পেলো না। যারা নূহকে টিটকারি ও উপহাস করেছিল এবং আল্লাহর কালাম শুনতে অগ্রাহ্য করেছিল এখন তারা সত্য জানতে পেরেছে কিন্তু এখন অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। নাজাত পাওয়ার সময় শেষ হয়ে গিয়েছে। আল্লাহ নিজে সেই দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন।

চল্লিশ দিন ও চল্লিশ রাত অবিরত প্রবল বর্ষন হলো এবং পৃথিবীর জলাধি থেকে পানি বের হতে লাগলো যতক্ষন পর্যন্ত পাহাড় পর্বতের উচু চুঁড়াগুলো ডুবে না গেল কিন্তু নূহের তৈরি জাহাজ সেই পানির উপর ভাসতে লাগলো। পাক-কিতাবে বলে,

পাঠ ১৫

নুহ্ নবী ও আল্লাহের বিশ্বস্ততা; পয়দায়েশ ৮ ও ৯

"তাতে ভুচর যাবতীয় প্রাণী- পাখি, গৃহপালিত ও বন্যপশু, ভুচর সরীসৃপ এবং সকলই মারা গেল। স্থলচর যত জীবন্ত প্রানী ছিল, সকলেই মারা গেল। এভাবে দুনিয়া নিবাসী সমসাত প্রাণী- মানুষ, পশু, সরীসৃপ ও আসমানের পাখি দুনিয়া থেকে মুছে গেল, কেবল নূহ ও তাঁর সঙ্গী জাহাজের প্রাণীরা বেঁচে রইলেন"। (পয়দায়েশ ৭:২১-২৩)

তাই পাক-কিতাবে উল্লেখ আছে, আল্লাহ্ যেমন ওয়াদা করেছিলেন সেভাবেই তাঁর শাস্তি সম্পন্ন করলেন। জাহাজের বাইরে যারা ছিল সকলেই শাস্তি পেয়েছিল। আল্লাহ বিশ্বস্ততার সাথে তাঁর ওয়াদা রক্ষা করেন।

জাহাজের ভিতরে কি ঘটেছিল? আল্লাহ কি নূহ এবং তাঁর পরিবারকে ভুলে গিয়েছিলেন? আল্লাহ যিনি আসমানের সকল পক্ষিকে খাবার দেন এবং তাদের একটিও আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া দুনিয়াতে পড়ে না; তিনি কি তাদের ভুলে যেতে পারেন? আসুন আমরা পাক-কিতাবের পয়দায়েশ গ্রন্থের অষ্টম রুকুতে কি লেখা আছে পড়ে দেখি:

"আর আল্লাহ নূহকে ও তাঁর সঙ্গে জাহাজে অবস্থিত বন্য পশু ও গৃহপালিত পশুদের কথা স্মরণ করলেন; আল্লাহ দুনিয়াতে বায়ু বহালেন, তাতে পানি কমতে আরম্ভ করলো। তাতে সপ্তম মাসে, সপ্তদশ দিনে অরারট পর্বতমালার একটি শৃঙ্গে জাহাজ আটকে রইলো।" (পয়দায়েশ ৮:১,৪)

এখানে আমরা দেখি, নূহ এবং যারা যারা সেই জাহাজে ছিল আল্লাহ্ তাদেরকে স্মরণ করলেন। তিনি পৃথিবীতে বায়ু বহালেন যেন পৃথিবীর উপর থেকে পানি সরে যায়। আল্লাহ্র পরিচালনায় জাহাজটি অরারট পর্বতমালায় এসে থেমে রইল। নূহ এবং তার পরিবার এক বছর এক সপ্তাহ জাহাজের মধ্যে থাকলেন যতখন পর্যন্ত পৃথিবীকে ঢেকে রাখা পানি একেবারে শুকিয়ে না গেল। তখন আল্লাহ্ নূহকে বললেন," তুমি ও তোমার স্ত্রী এবং তোমার ছেলেরা এবং তাদের স্ত্রী সকলে জাহাজ থেকে বের হয়ে এসো"। তাই নূহ এবং তার পরিবারের সঙ্গে সমস্ত প্রানী জাহাজ থেকে বেরিয়ে এলো। যখন নূহ জাহাজ থেকে বেরিয়ে এলো তখন নূহ একটি কোরবানগাহ্ তৈরি করলেন এবং পাক্ কিছু প্রানী ও পাখি নিয়ে কোরবানগাহ্র উপরে আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে আগুনে পুড়িয়ে কোরবানী করলেন।

আপনি কি শুনেছেন জাহাজ থেকে বেরিয়ে নূহ প্রথম কি কাজ করেছিলেন? নূহ কিছু পাক্ প্রানী নিয়ে তাঁর তৈরি কোরবাগাহের উপর আগুনে পুড়িয়ে কোরবানী করেছিলেন। আল্লাহ তাঁর যে আইন শুরু করেছিলেন তা তিনি লুপ্ত করলেন না; সেই আইন হলো "সমস্ত কিছুই রক্ত দ্বারা পাক-পবিত্র হয় এবং রক্তসেচন ছাড়া গুনাহের মাফ হয় না"। (ইবরানী ৯:২২) যদিও মহাবন্যায় বেশীরভাগ গুনাহগার পৃথিবীতে থেকে ধ্বংশ হয়েছিল তবু গুনাহের শিকড় পৃথিবী থেকে একেবারে ধ্বংস হলো না যা আদম সন্তানদের হৃদয়ে থেকে গিয়েছিল। এইজন্য নূহ এবং তার বংশধরেরা গুনাহের জন্য আল্লাহর উদ্দেশ্যে পশু কোরবানী করতে থাকলো। তাই আমরা এখানে দেখতে পাই, নাজাত লাভের পথ হল পশু কোরবানী করা যা আল্লাহ হুকুম করেছিলেন। আদিম কালে আমাদের পিতৃ-পুরুষেরা যুগে যুগে অনেক পশু কোরবানীর উদ্দেশ্যে হত্যা করেছিলেন একজন মুক্তিদাতা বা নাজাতদাতার চিহ্নস্বরুপ যিনি পৃথিবীতে আসবেন এবং নিজের রক্ত আদম সন্তাদের গুনাহের মুক্তির মুল্যরুপে প্রদান করবেন। এই জন্য, নূহ যখন জাহাজ থেকে বের হয়ে আসলেন তখন প্রথমে তিনি পশুর রক্ত কোরবানী করলেন যেন তার ছেলেরা এবং তার পরবর্তী বংশধরেরা জানতে পারে আল্লাহর আইন কখনও পরিবর্তন হয় না- সেই আইন হল: "কেননা গুনাহের বেতন মৃত্যু" (রোমীয় ৬:২৩) এবং "সমস্ত কিছুই রক্ত দ্বারা পাক-পবিত্র হয় এবং রক্তসেচন ছাড়া গুনাহের মাফ হয় না"। (ইবরানী ৯:২২)

তাই পাক-কিতাবে বলে:

"তাতে মাবুদ আগুনে পোড়ানো কোরবানীর সৌরভের ঘ্রাণ নিলেন... ...। পরে আল্লাহ নূহকে ও তাঁর পুত্রদেরকে দোয়া করে বললেন, 'তোমরা প্রজাবন্ত ও বহুবংশ হও, দুনিয়া পরিপূর্ন করো... ... দেখ, তোমাদের

পাঠ ১৫

নুহ্ নবী ও আল্লাহের বিশ্বস্ততা; পয়দায়েশ ৮ ও ৯

সঙ্গে তোমাদের ভাবী বংশের সঙ্গে ও তোমাদের সঙ্গী যাবতীয় প্রানীর সঙ্গে আমি আমার এই নিয়ম স্থির করলাম, বন্যা দ্বারা সমস্ত প্রানীকে আর মুছে ফেলা হবে না এবং দুনিয়াকে বিনাশ করার জন্য বন্যা আর হবে না... ... আমি তোমাদের সঙ্গে ও তোমাদের সঙ্গী যাবতীয় প্রানীর সঙ্গে চিরস্থায়ী পুরুষ-পরম্পরার জন্য যে নিয়ম স্থির করলাম, তার চিহ্ন এই- আমি মেঘে আমার ধনু স্থপন করবো, তা-ই দুনিয়ার সঙ্গে আমার নিয়মের চিহ্ন হবে। যখন আমি দুনিয়ার উপরে মেঘের সঞ্চার করবো, তখন মেঘের মধ্যে সেই রংধনু দেখা যাবে; তাতে তোমাদের সঙ্গে ও মরণশীল সমস্ত প্রানীর সঙ্গে আমার যে নিয়ম আছে তা আমার স্মরণ হবে এবং সকল প্রানীকে বিনাশ করার জন্য বন্যা আর হবে না"। (পয়দায়েশ ৮:২১; ৯:১,৯,১১-১৫)

এই আয়াত গুলো আমরা যখন পড়েছি তখন আপনি কি শুনেছেন এই আয়াত গুলোতে আল্লাহ নূহকে পাঁচবার একটি কথা বলেছেন? সেই কথাটি হলো "নিয়ম/চুক্তি" আল্লাহর কালাম, এই নিয়ম/চুক্তি হল মানুষের কাছে আল্লাহর একটি বিশেষ ওয়াদা। আল্লাহ্ ওয়াদা রক্ষাকারী। আল্লাহ্ বিশ্বস্ত, এবং তিনি তাঁর বিশ্বস্ততা আদম সন্তানদের কাছে প্রকাশ করতে চান। এই জন্য তিনি তাঁর দয়ানুসারে নূহ ও তাঁর পরবর্তী প্রজন্মের কাছে তাঁর নিয়ম প্রতিস্থাপন করে বলেছেন "বন্যা দ্বারা সমস্ত প্রানীকে আর মুছে ফেলা হবে না"। কত সুন্দর আল্লাহর ওয়াদা। আল্লাহ শুধুমাত্র ওয়াদা করে তাঁর কথা শেষ করেনি কিন্তু তিনি তার ওয়াদার চিহ্ন হিসাবে মেঘে তাঁর রংধনু স্থাপন করেছেন।

আপনি কি জানেন, বৃষ্টির পরে আমরা মাঝে মাঝে আকাশে যে সুন্দর রংধনু দেখতে পায় তা হলো আল্লাহ্র বিশ্বস্থতা প্রকাশের চিহ্ন? যতবার আমরা মেঘে তাঁর রংধনু দেখি আল্লাহ চান বংশপরম্পরায় আল্লাহর বিশ্বস্থতা স্মরণ করি। আল্লাহ মেঘে রংধনু স্থাপন করেছেন তাঁর ওয়াদা যুক্ত নিয়মের/চুক্তির নিশ্চয়তা প্রদানের জন্য যে, সমস্ত প্রানী ধ্বংশ করার জন্য আর কখনও বন্যা নিয়ে আসবেন না। নিশ্চয় আল্লাহ্ ওয়াদা রক্ষাকারী! এবং তিনি বিশ্বস্ত।

নূহের জীবনের কর্মবৃত্তান্ত বিষয়ে আলোচনার আরও অনেক বিষয় আছে যা আমরা আলোচনা করতে পারি কিন্তু আমাদের অনেক সময় নেই. দয়া করে আপনি নিজে তৌরাত্ শরীফের পয়দায়েশ পুস্তকের নবম রুকু পড়ে নূহ নবীর জীবনের আরও অনেক বিষয় জেনে নিতে পারেন। আমরা দেখতে পায় মহা বন্যার পরে নূহ আরও ৩৫০ বছর বেঁচে ছিলেন এবং পুর্ণ বৃদ্ধ বয়সে তিনি আল্লাহ্র কাছে বেহেস্তে চলে গেলেন।

সারাংশে এসে আমরা আল্লাহ্র নবী নূহের বিষয়ে দুটি গুরুত্বপুর্ণ প্রশ্ন করে আলোচনার উপসংহার টানতে পারি। প্রশ্ন দুটি হল: নূহ এবং সেই সময়ের লোকদের মধ্যে কি পার্থক্য ছিল? আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য নূহ কি করেছিলেন? সে খুবই সাধারণ একটি কাজ করেছিলেন তা হল; তিনি আল্লাহ্র কালামে ঈমান রেখেছিল। এই কারনে নূহ্ তার সময়ের লোকদের সঙ্গে বিনষ্ট হয়নি। মন দিয়ে শুনুন আল্লাহ্ তার কালামে নূহের বিষয়ে কি সাক্ষ্য দিয়েছেন:

"ঈমানের জন্যই নূহ, যা যা তখন দেখা যাচ্ছিল না এমন বিষয়ে হুকুম পেয়ে ভক্তিযুক্ত ভয়ে আবিষ্ট হয়ে আপন পরিবারের রক্ষার জন্য একটি জাহাজ নির্মান করলেন এবং দুনিয়াকে তা দ্বারা দোষী করলেন ও নিজে ঈমান অনুরূপ ধার্মিকতার অধিকারী হলেন" কারণ "ঈমান ছাড়া আল্লাহ্র কাছে প্রীতির পাত্র হওয়া কারো সাধ্য নয়" (ইবরানী ১১:৭,৬)

আজ আপনাকে বিদায় দেওয়ার পুর্বে দুটি গুরুত্বপুর্ণ বিষয়ে চিন্তার জন্য জানাতে চাই যা অবশ্যই আমাদের মনে রাখতে হবে। সেই দুটি চিন্তার বিষয়ের প্রথম বিষয়টি হল: নূহ্ কিভাবে আল্লাহকে খুশি/সন্তুষ্ট করেছিলেন? ঈমানের দ্বারা। নূহ্ আল্লাহর উপর ঈমান রেখেছিল; আল্লাহ যা যা বলেছিলেন নূহ্ তাতেই ঈমান রেখেছিলেন। যদিও তার চারিদিকের লোকেরা তাকে অগ্রাহ্য করেছিল তবুও নূহ মাবুদের উপর পুর্ণ আস্থা রেখেছিলেন এবং

আল্লাহর কালামের বাধ্য ছিলেন। নূহের এই ঈমানের জন্য আল্লাহ্ তৎকালীন দুষ্ট লোকদের মধ্যে থেকে নূহকে উদ্ধার করেছিলেন। যারা আজ আমাদের অনুষ্ঠান শুনছেন, আল্লাহ্ যা যা বলেছেন সেই সব কালামে আপনি কি সত্যিকারে ঈমান রেখেছেন? আমাদের প্রত্যেকের জন্য আল্লাহর ইচ্ছা যেন আমরা নূহের মত আল্লাহর প্রতিটি কালামের উপর ঈমান রাখি।

দ্বিতীয় বিষয়টি হল: আমাদের সকলের নিশ্চয় মনে আছে নূহের গল্পের মধ্যে নূহের ঈমান ছাড়াও আরও গুরুত্বপুর্ণ একটি বিষয় ছিল। আপনি কি জানেন সেই বিষয়টি কি? সেটি হল আল্লাহর বিশ্বস্থতা। কেন নূহের ঈমানের চেয়ে আল্লাহ্র বিশ্বস্থতা বেশী গুরুত্বপুর্ণ? কারণ যদি আল্লাহ্ তাঁর নিয়ম এবং ওয়াদাই বিশ্বস্থ না থাকতেন তবে নূহ যে তাঁর উপর ঈমান রেখেছিলেন তাতে কোন লাভ হতো না। আমাদের সকলের এই অভিজ্ঞতা আছে আমরা যখন কোন মানুষের কথার উপর নির্ভর করেছি এবং তিনি তাঁর ওয়াদা রক্ষা করেনি তখন আমাদের কি অবস্থা হয়েছে। ধরুন আপনার এক বন্ধু ওয়াদা করে বলল; "আগামীকাল আপনাকে এক বস্তা চাল দেবো"। আপনি তার কথাই ঈমান রাখেন এবং তার কথাই নির্ভর করে থাকলেন। কিন্তু কি হবে যদি তিনি সেই চাল তিনি না নিয়ে আসেন? আপনি নিশ্চয় হতাশ হবেন এমনকি আপনাকে না খেয়েও থাকতে হতে পারে! আপনার বন্ধুর উপর আপনার যে ঈমান ছিল তা মুল্যহীন হয়ে যাবে; কেন? কারণ আপনার বন্ধু তার ওয়াদা রক্ষা করে নাই। আপনি এমন একজনের উপর নির্ভর করেছিলেন যিনি অবিশ্বস্ত।

কিন্তু আল্লাহ্ এমন নন। পাক-কিতাব আমাদের বলে:

"আমরা যদিও অবিশ্বস্ত হই, তবুও তিনি বিশ্বস্ত থাকেন কারন তিনি নিজেকে অস্বীকার করতে পারেন না।" (২ তীমথিয় ২:১৩) "কেননা মানুষ মাত্র ঘাসের মত ও তার সমস্ত সৌন্দর্য ফুলের মত; ঘাস শুকিয়ে গেল এবং ফুল ঝরে পড়লো, কিন্তু প্রভুর কালাম চিরকাল থাকে ... ... তাঁর উপর যে ঈমান আনে সে লজ্জিত হবে না" (১পিতর ১:২৪-২৫; ২:৬) হ্যাঁ, "আল্লাহ বিশ্বাসযোগ্য" (১করিন্থীয় ১:৯)

তিনি যা ওয়াদা করেন তা তিনি পুর্ণ করেন!

নূহের গল্পের মধ্যে আমরা পরিস্কার ভাবে দেখেছি আল্লাহ্ যা ওয়াদা করেছেন তার সমস্ত কিছু তিনি পুর্ণ করেছেন। আমরা পড়েছি আল্লাহ্ যেমন ওয়াদা করেছিলেন ঠিক সেই ভাবে যারা যারা জাহাজের ভিতরে ছিল আল্লাহ্ তাদের কিভাবে রক্ষা করেছেন এবং যারা বাহিরে ছিল কিভাবে তাদের বিচার করেছেন। আমরা আরও দেখেছি আল্লাহ নূহের গুনাহকে কিভাবে মাফ করেছেন কারন নূহ আল্লাহ্ যেভাবে তাঁকে হুকুম করেছিলেন সেই ভাবে তিনি আল্লাহ উদ্দেশ্যে পশুর রক্ত কোরবান হিসাবে কোরবানী করেছিলেন। আমরা আরো শিখেছিলাম আল্লাহ্ মেঘে কিভাবে তাঁর রংধনু স্থাপন করেছিলেন যেন নূহ ও সমস্ত মানুষ ভুলে না যায় যে "আল্লাহ্ বিশ্বাসযোগ্য"।

ও হো, শ্রোতা বন্ধুরা, আপনি আজকের দিনের সব কিছু ভুলে যেতে পারেন কিন্তু দয়া করে একটি বিষয় ভুলে যাবেন না; তা হলো "আল্লাহ্ বিশ্বস্ত"। তিনি কখনও তাঁর ওয়াদা থেকে পিছু ফেরে যান না। তিনি যা ওয়াদা করেন তা অবশ্যই পুর্ণ করেন এবং তিনি তা করে দেখান যেন সকলে তা দেখতে পাই। "আল্লাহ্ বিশ্বাসযোগ্য... ... তাঁর উপর যে ঈমান আনে সে লজ্জিত হবে না" (১করিন্থীয় ১:৯) (১পিতর ২:৬)। আসুন আমরা আল্লাহ্র উপর ঈমান রাখি এবং আন্তরিকতার সাথে তাঁর কালাম গ্রহন করি। এবং যেন আমরা "নূহ নবী এবং মহাবন্যার" গল্প থেকে কিছু উপকার লাভ করি - যেমন নূহ আল্লাহ্র কালামে ঈমান রেখেছিল এবং রক্ষা পেয়েছিলেন কিন্তু তাঁর চারপাশের প্রত্যেকে সেই কালাম অগ্রাহ্য করেছিল এবং ধ্বংস হয়েছিল! তেমন না হয়।

পাঠ ১৫

নুহ্ নবী ও আল্লাহের বিশ্বস্ততা; পয়দায়েশ ৮ ও ৯

এখানে আমরা আজ শেষ করবো। আমাদের অনুষ্ঠান শোনার জন্য আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। মহান আল্লাহ্‌র ইচ্ছানুসারে আগামী পর্বে আমরা নূহ নবীর পরবর্তী বংশ এবং কিভাবে দুনিয়াতে এত ভাষার জন্ম হল সেই সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো।

যাবার পুর্বে, দয়া করে আল্লাহর এই সত্য কালাম মনে রাখবেন:

“আল্লাহ্ বিশ্বাসযোগ্য... ... তাঁর উপর যে ঈমান আনে সে লজ্জিত হবে না” (১করিন্থীয় ১:৯) (১পিতর ২:৬)।

আল্লাহ্ আপনাদের সকলকে তাঁর রহমত দান করুন।

১৬ অধ্যায়

ব্যাবিলনের দালান; পয়দায়েশ ১০, ১১

শ্রোতা বন্ধু, আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হউক।

আমরা আপনাকে আল্লাহ্‌র নামে শুভেচ্ছা জানাই। তিনি শান্তির প্রভু। তিনি তার তৈরীকৃত ধার্মিকতার পথ এবং তাঁর সত্যময় শান্তি সম্পর্কে আমাদের জানাতে চান। আমরা অত্যন্ত আনন্দিত আজকে আপনার জন্য “ধার্মিকতার পথ” অনুষ্ঠানটি উপস্থাপন করতে পেরে।

আমাদের শেষ অনুষ্ঠানে আমরা **“আল্লাহ্‌র নবী, নূহ”** এর উপর আমাদের অধ্যায়ন শেষ করেছি। আমরা দেখেছি যে আদম সন্তানদের মহাবন্যার মাধ্যমে ধ্বংস করার পিছনে আল্লাহ্‌র একটি উদ্দেশ্য ছিল। কারণ তাদের মধ্যে আল্লাহ্ অনেক দুষ্টতা দেখেছিলেন। নূহের জাহাজ নির্মানকালে আল্লাহ্ বহুবছর যাবৎ **“গুনাহ্‌গাড়দের সুযোগ দিয়েছিলেন যেন গুনাহের পথ থেকে ফিরে আসতে পারে”**। আল্লাহ্‌র কালামে বিশ্বাস করলে জাহাজটি একটি আশ্রয়স্থান হতে পারতো। তারপরও নূহ এবং তার পরিবার ছাড়া কেউ আল্লাহ্‌র বার্তার উপর ঈমান আনেনি। এইভাবে **আল্লাহ্ ধার্মিকতা এবং বিশ্বস্ততার সাথে ন্যায় বিচার করেছিলেন**। যেহেতু তিনি নিজে ধার্মিক এবং বিশ্বস্ত। যারা জাহাজের দরজা পার করে ভিতরে প্রবেশ করেনি আল্লাহ্ তাদের ধ্বংস করেছিলেন এবং যারা পার হয়ে ভিতরে প্রবেশ করেছিল তাদের রক্ষা করেছিলেন।

আজকে আমরা পয়দায়েশ কিতাবটি অধ্যায়ন করবো এবং শিখবো **নূহের সময় কালে** কি হয়েছিল। নূহের বিষয়ে আমাদের আলোচনায় আমরা শিখেছি যে, নূহের তিনজন ছেলে ছিল, **সাম, হাম এবং ইয়াফস**। কিতাব আমাদের দেখায় যে **দুনিয়ার প্রত্যেক নবী,** এই তিনজন ব্যক্তি থেকে এসেছে। সাম হচ্ছে ইহুদী এবং আরবীয়দের আদীপিতা। আফ্রিকা এবং চায়নার বেশির ভাগ লোকেরাই সম্ভবত হামের বংশধর। আর ইউরোপীয়রা হচ্ছে ইয়াফসের বংশধর। যদি আপনি জাতিগণের বংশ সম্পর্কে আপনার জ্ঞান আরো বৃদ্ধি করতে চান তাহলে তৌরাতের প্রথম কিতাবের দশম এবং একাদশ অধ্যায় অধ্যায়ন করতে পারেন। যাই হোক, আমাদের আজকের অধ্যায়ে আমরা শুধু একটি বিষয় অর্থাৎ নূহের তিন ছেলে সাম, হাম এবং ইয়াফসের ইতিহাস সম্পর্কে বর্ণনা দিবো। আল্লাহ্ **দুনিয়ার নাজাত দাতার** পূর্বপুরুষ হিসাবে সামকে বেছে নিয়েছিলেন। যার কারনে কিতাবে সামের বংশধরদের কাহিনী গভীরভাবে দেওয়া আছে। তার বংশ ধরে আল্লাহ্‌র নবীগণ এবং দুনিয়ার নাজাত দাতা উভয়ই এসেছিলেন।

এইভাবে, দুনিয়ার সমস্ত নবী নূহের তিন ছেলের মাধ্যমে পৃথিবীতে এসেছে। আপনি এবং আমি, সিনাগালের সমস্ত লোক, গাম্বিয়ার সমস্ত লোক, মৌরিতানিয়ার সমস্ত লোক এবং আফ্রিকার সমস্ত লোক, ঠিক একই ভাবে পৃথিবীর সমস্ত লোক যারা এখন পৃথিবীতে বাস করছে তারা সবাই নূহের বংশধর। নূহ আল্লাহ্‌র উপর ঈমান এনেছিলেন এবং তার পরিবারকে রক্ষা করার জন্য একটি জাহাজ নির্মান করেছিলেন। যার কারনে আমরা আজ দুনিয়াতে বেঁচে আছি। তিনি তার পরিবারকে মহাবন্যা থেকে রক্ষা করেছিলেন তার সাথে তিনি আমাকে এবং আপনাকেও ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন।

আল্লাহ্ নূহ এবং তার ছেলেদের এই বলে দোয়া করেছিলেন: “তোমরা বংশবৃদ্ধির ক্ষমতা দ্বারা সংখ্যায় বেড়ে ওঠো এবং দুনিয়া ভরে তোলো।” (পয়দায়েশ ৯:১ আয়াত) এইভাবে, মহাবন্যার বহুবছর পরে, আবারো নানা ধরনের মানুষ দুনিয়াতে বসবাস করছে। আর আবারো দুনিয়া **গুনাহের দ্বারা দুর্নিতীগ্রস্থ হতে শুরু করেছে**। আমরা ইতিমধ্যে দেখেছি যে নূহ এবং তার ছেলেরা গুনাহের মধ্যে জন্ম নিয়েছে কারণ তারা আদমের বংশধর। যখন তারা জাহাজে প্রবেশ করেছিল তখন তাদের সাথে আদমের কাছ থেকে পাওয়া গুনাহের সভাবও প্রবেশ করেছিল। আর তারা যখন জাহাজ থেকে বের হয়ে এসেছিল তখন সাথে করে তাদের হৃদয়ে ধারণকৃত **গুনাহের শীকড়ও** বের হয়ে এসেছিল।

১৬ অধ্যায়

ব্যাবিলনের দালান; পয়দায়েশ ১০, ১১

মহাবন্যা মানুষের গুনাহের স্বভাব পরিবর্তন করেনি। একটি প্রবাদবাক্য আছে, **"একটি ইঁদুর শুধুমাত্র গর্তই করতে পারে।"** যার কারনে দুনিয়ার সমস্ত মানুষ গুনাহের সাথে জন্মগ্রহণ করে, কারণ তারা সবাই নূহের বংশধর এবং নূহ আদমের বংশধর।

এটি দুঃখজনক হলেও সত্যি যে মহাবন্যার বহুবছর পরেও নূহের বেশিরভাগ বংশধরেরা আল্লাহ্ এবং তাঁর ইচ্ছা সম্পর্কে সচেতন না। তারা তাদের পূর্বপুরুষ শিস, হনোক এবং নূহের মত আল্লাহের কালামে ঈমান আনেনি। তারা আল্লাহ্কে ভুলে গিয়েছিল এবং তাদের জীবন, নিঃশ্বাস, সূর্যের আলো, বৃষ্টি এবং খাদ্যের জন্য ধন্যবাদ দেয়নি। এই জন্য আল্লাহ্ রংধনুর চিহ্ন দিয়েছেন যেন তারা আল্লাহ্র বিশ্বস্ততা মনে করতে পারে। এখনকার বেশির ভাগ মানুষ এর অর্থও বুঝতে পারে না। শুনুন, তাদের সতর্ক করার জন্য আল্লাহ্র কালাম কি ঘোষণা করে:

"মানুষ তাঁর সম্বন্ধে জানবার পরেও আল্লাহ্ হিসাবে তাঁর প্রশংসাও করে নি, তাঁকে কৃতজ্ঞতাও জানায় নি। তাদের চিন্তাশক্তি অসার হয়ে গেছে এবং তাদের বুদ্ধিহীন দিল অন্ধকারে পূর্ণ হয়েছে। যদিও তারা নিজেদের জ্ঞানী বলে দাবি করেছে তবুও আসলে তারা মুর্খই হয়েছে। আল্লাহ্র সত্যকে ফেলে তারা মিথ্যাকে গ্রহণ করেছে। সৃষ্টিকর্তাকে বাদ দিয়ে তারা তাঁর সৃষ্ট জিনিসের পূজা করেছে, কিন্তু সমস্ত প্রশংসা চিরকাল সেই সৃষ্টিকর্তারই। আমিন।" (রোমীয় ১:২১, ২২, ২৫ আয়াত)

কাবিল এবং তার বংশধরদের মত, নূহের বেশিরভাগ বংশধরেরা সত্যকে কবর দিতে চায় এবং অধার্মিকতাকে অনুসরণ করে। তাদের ধর্ম ছিল, কিন্তু তা মিথ্যা ধর্ম ছিল কারণ তা আল্লাহ্র প্রতিষ্ঠিত ধার্মিকতার পথ ছিল না। তারা আল্লাহ্র সত্যি কালাম শুনেনি। তারা শয়তানের কথা শুনেছিল।

নমরূদ নামে একজন লোক ছিলেন, যিনি নূহের দ্বিতীয় ছেলে হামের বংশধর ছিলেন। নমরূদ একজন মহৎ শীকাড়ি ছিলেন, যিনি মহাবন্যার পর পাঁচশত বছর বেঁচে ছিলেন। তার নামের অর্থ হচ্ছে বিদ্রোহী। নমরূদ খুব বুদ্ধিমান ছিলেন কিন্তু তিনি আল্লাহ্কে জানতেন না। তিনি আল্লাহ্র কালামকে অগ্রাহ্য করেছিলেন এবং শয়তান, কাবিল এবং নূহের সময়ের মানুষদের দেখানো পথে চলেছিলেন। নমরূদ বিভিন্ন বড় বড় শহর তৈরী করেছিলেন এবং **একটি বড় শহর** তৈরী করার পরিকল্পনা করেছিলেন যেখানে দুনিয়ার সমস্ত মানুষ একসাথে বসবাস করতে পারবে।
আসুন আমরা দেখি, পয়দায়েশের একাদশ অধ্যায়ে নমরূদ এবং তার লোকেরা যে বড় শহরটি তৈরী করতে চেয়েছিলেন তার সম্পর্কে কিতাব আমাদের কিভাবে সতর্ক করে। কিতাব বলে:

(পয়দায়েশ ১১) ১**তখনকার দিনে সারা দুনিয়ার মানুষ কেবল একটি ভাষাতেই কথা বলত এবং তাদের শব্দগুলোও ছিল একই।** ২পরে তারা পূর্ব দিকে এগিয়ে যেতে যেতে ব্যাবিলন দেশে একটা সমভূমি পেয়ে সেখানেই বাস করতে লাগল। ৩তারা একে অন্যকে বলল, "চল, আমরা ইট তৈরী করে আগুনে পুড়িয়ে নিই।" এই বলে তারা পাথরের বদলে ইট এবং চুন-সুরকির বদলে আল্কাত্‌রা ব্যবহার করতে লাগল। ৪তারা বলল, "এস, আমরা নিজেদের জন্য একটা শহর তৈরী করি এবং এমন একটা **উঁচু ঘর তৈরী করি যার চূড়া গিয়ে আকাশে ঠেকবে**। এতে আমাদের **সুনামও হবে** আর আমরা সারা **দুনিয়ায় ছড়িয়েও** পড়ব না।"
এইভাবে, আমরা দেখতে পাই, কিভাবে আদমের সন্তান একটি মহৎ শহর তৈরী করতে চেয়েছিলেন এবং একটি উচু ঘর নির্মান করতে চেয়েছিলেন যা মহাকাশকে স্পর্শ করতে পারবে। কেন তারা এই উঁচু ঘরটি নির্মান করতে চেয়েছিলেন? নমরূদ এবং তার লোকেরা সুনাম অর্জন করতে চেয়েছিলেন। তারা দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে একত্র করতে

চেয়েছিলেন যাতে তারা শক্তিশালী হতে পারে এবং ছিন্নভিন্ন না হয়ে পরে। যাই হোক, তাদের পরিকল্পনা আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করেনি। আল্লাহ্ নূহের সন্তানদের বলেছিলেন যাতে তারা দুনিয়ার বুকে ছড়িয়ে পরে। আল্লাহ্, যিনি দুনিয়া সৃষ্টি করেছেন তিনি জানতেন কোন বিষয়টি দুনিয়ার মানুষের জন্য মঙ্গলজনক হবে। যাই হোক, নূহের বেশির ভাগ বংশধরেরাই আল্লাহ্‌র চিন্তার বিষয়ে উদ্বিগ্ন না। তারা মনে করে তারা আল্লাহ্‌র চেয়েও বেশি বুদ্ধিমান। শয়তানের মত, তাদের হৃদয় **অহংকারে এবং আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে বিদ্রোহে** পরিপূর্ণ। কিন্তু কিতাব বলে: "যে কেউ নিজেকে উঁচু করে তাকে নীচু করা হবে এবং যে কেউ নিজেকে নীচু করে তাকে উঁচু করা হবে।" (মথি ২৩:১২ আয়াত) এবং "মানুষ যা সম্মানিত মনে করে আল্লাহ্‌র চোখে তা ঘৃণার যোগ্য।" (লুক ১৬:১৫ আয়াত) নিজেকে উঁচুতে তোলা কিংবা নিজের জন্য নাম খোজা আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে গুনাহ্। কারণ শুধুমাত্র **একটি নাম আছে যা সকল প্রশংসা এবং গৌরবের যোগ্য**। আর সেই নাম আল্লাহ্‌র নাম যিনি বেহেশত এবং দুনিয়া সৃষ্টি করেছেন। এই বিষয়ে কিতাব বলে, "যে গর্ব করে সে প্রভুকে নিয়েই গর্ব করুক"; কারণ নিজের প্রশংসা করবার দরুন কেউ ভাল বলে প্রমাণিত হয় না, বরং প্রভু যার প্রশংসা করেন সে-ই ভাল বলে প্রমাণিত হয়।" (২ করিন্থিয় ১০:১৭, ১৮ আয়াত)

যাই হোক, নমরূদের সময়ে, বেশির ভাগ আদম সন্তানেরা আল্লাহ্‌কে শ্রদ্ধা করতো না। তারা মনে করতো আল্লাহ্‌কে তাদের প্রয়োজন নেই। আল্লাহ্‌র কালাম তাদের প্রয়োজন নেই। কারো পরামর্শ তাদের প্রয়োজন নেই। তাদের চরিত্র স্বাধীনতা এবং বিদ্রোহের আত্মা দারা নিয়ন্ত্রিত ছিল। বর্তমানে, একই ধরনের চরিত্র আদম সন্তানদের হৃদয়ে খুঁজে পাওয়া যায়। এমনকি আমরা ছোট ছেলে-মেয়েদের মধ্যেও এই ব্যবহার দেখতে পাই যখন তারা তাদের হাত গুটিয়ে নেয় এবং বলে, "না, আমি এই কাজটি করবো না!" {একগুয়েমির একটি চলমান মুখভঙ্গি}। ঠিক একই বিদ্রোহের আত্মা, প্রাপ্ত বয়স্কদের মধ্যে আরো বেশি করে দেখা যায়! দুনিয়ার ঘরে-ঘরে এবং জাতির বিরুদ্ধে জাতির শত্রুতা কেন হচ্ছে? এটি কি সেই স্বাধীন আত্মা নয়, যে ভেবে থাকে: "আমি আমার নিজের দেখাশোনা নিজেই করতে পারি। আমার সংস্কৃতি সবচেয়ে ভাল। আমার ধর্ম আমার জন্য যথেষ্ট। আমার সম্প্রদায় সঠিক। আমার লোকেরা শ্রেয়। আমার গোষ্ঠী বুদ্ধিমান। আমার নামটাই বেশি প্রয়োজনীয়। আমার বিষয়! আমার ইচ্ছা! আমার কাজ! আমার টাকা! আমার! আমার!! আমার!!! কতটা আত্ম-কেন্দ্রিক মানুষেরা! প্রত্যেকে তার নিজের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। নিজের-অন্বেষণকারী এই স্বাধীন আত্মার কারনে দুনিয়ার লোকেরা ঝগড়া, লড়াই এবং যুদ্ধ করে থাকে। যাই হোক, আল্লাহ্ এই ধরনের আত্মাকে ঘৃনা করেন, কারণ এই ধরনের আত্মা শুধু তার নিজের নাম গৌরবান্বিত করতে চায়। সৃষ্টিকর্তার নামের জন্য তারা কিছুই করে না। তারপরও, সেই সময়ের অনেক লোক ধার্মিক ছিল কিন্তু তারা আল্লাহ্‌র কালামকে অস্বীকার করেছিল। তারা মনে করেছিল তারা তাদের পথ অনুসারে বেহেশত হাসিল করবে। এই বিষয়ে চিন্তা করুন! মহাবন্যার মাত্র পাঁচশত বছর পরে, লোকেরা আবারো তাদের নিজের পথ অনুসরণ করেছিল এবং সেই প্রভুকে অস্বীকার করেছিল যিনি তাদের জীবন এবং নিঃশ্বাস দিয়েছিলেন। তারা এমন এক ঘোড়ার মত যাকে পরিষ্কার করার পর গিয়ে মাঠের কাঁদাতে গড়াগড়ি করলো! (২ পিতর ২:২২ আয়াত দেখুন) আল্লাহ্ এবং তাঁর কালাম থেকে দূরে থাকলে মানুষ কতটা বোকা এবং দুষ্ট হয়ে যায়!
তাহলে আল্লাহ্ কি করেছিলেন? তিনি কি তাদের ঐ অবস্থায় ছেড়ে দিয়েছিলেন যাতে তাদের সৃষ্টিকর্তাকে ত্যাগ পাওে এবং নিজের স্বাধীন পরিকল্পনা অনুসারে চলতে পারে? আল্লাহ্ কি তাদের গ্রহণ করেছিলেন যারা তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল? না, তিনি তা করেন নি! শুনুন আল্লাহ্ কি করেছিলেন। কিতাব বলে:

৫মানুষ যে শহর ও উঁচু ঘর তৈরী করছিল তা দেখবার জন্য মাবুদ নেমে আসলেন। ৬তিনি বলেছিলেন, "এরা একই জাতির লোক এবং এদের ভাষাও এক; সেইজন্যই এই কাজে তারা হাত দিয়েছে। নিজেদের মতলব হাসিল করবার জন্য এর পর এরা আর কোন বাধাই মানবে না। ৭কাজেই এস, আমরা নীচে গিয়ে তাদের ভাষায় গোলমাল বাধিয়ে

১৬ অধ্যায়

ব্যাবিলনের দালান; পয়দায়েশ ১০, ১১

দিই যাতে তারা একে অন্যের কথা বুঝতে না পারে।" ৮তারপর মাবুদ সেই জায়গা থেকে তাদের সারা দুনিয়াতে ছড়িয়ে দিলেন। এতে তাদের সেই শহর তৈরীর কাজও বন্ধ হয়ে গেল। ৯এইজন্য সেই জায়গার নাম হল ব্যাবিলন, কারণ **সেখানেই মাবুদ সারা দুনিয়াতে ভাষার মধ্যে গোলমাল বাধিয়ে দিয়েছিলেন। সেখান থেকেই তিনি তাদের দুনিয়ার সব জায়গায় ছড়িয়ে দিয়েছিলেন।"**

এইভাবে, আমরা দেখতে পাই আল্লাহ্ নমরূদের এবং তার সঙ্গীদের পরিকল্পনার বিষয়ে কষ্ট পেয়েছিলেন কারণ তারা নিজেদের গৌরবের জন্য একটি মহৎ শহর নির্মান করছিল। এই সময়ের পূর্বে দুনিয়ার সবাই একই ভাষা ব্যবহার করতো। কিন্তু আজকের দিনে, আল্লাহ্ তাদের **ভাষা বিভিন্ন করেছেন** যেন তারা একে অপরকে বুঝতে না পারে। আপনি স্বরণ করুন আল্লাহ্ নূহের বংশধরদের আদেশ করেছিলেন যেন "সমস্ত দুনিয়া পূর্ণ করে"; যেন সমস্ত দুনিয়াতে ছড়িয়ে যায়। কিন্তু নমরূদ এবং তার অনুসারীরা চেয়েছিল তাদের নিজের পথ অনুসরণ করতে এবং সমস্ত দুনিয়ার মানুষকে এক স্থানে একত্র করতে। এই ভাবে আল্লাহ্ তাদের সবাইকে সমস্ত **দুনিয়ার বুকে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন**। যার কারনে আজকে আমাদের দুনিয়াতে শত শত জাতি-গোষ্ঠী এবং হাজারো ভাষা।

আল্লাহ্ এই কাজটি খুব সতর্কতার সাথে করেছিলেন, দুনিয়ার সমস্ত ভাষা এলোমেলো করে দিয়েছিলেন। চিন্তা করুন শুধুমাত্র সিনেগালে কয়টি ভাষা তারা ব্যবহার করছে! আহা, আমাদের আল্লাহ্ কত মহান! কেউ সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র বিরুদ্ধে গিয়ে উন্নতি করতে পারে না। "একটি ডিমের একটি পাথরের সাথে গিয়ে কুস্তি করা ঠিক নয়!" {প্রবাদ বাক্য} মানুষ আল্লাহ্র সাথে গিয়ে "কুস্তি" করার চেষ্টা করে এবং হেরে যায়। আপনি কি জানতে চান কোন শহরটি মানুষ আল্লাহ্র বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে নির্মান করতে চেয়েছিল? হ্যাঁ, সেই শহরের নাম হচ্ছে **ব্যাবিলন**। ব্যাবিলন অর্থ হচ্ছে, **"বিশৃঙ্খলা"**!

এই হচ্ছে ব্যাবিলন শহরের এবং তাদের নাম উঁচুতে উঠানোর চেষ্টার কাহিনী। আমরা কি কোন ভাবে ব্যাবিলনের লোকদের মত? আমরা কি কোনভাবে নিজেদের উঁচু করি? আল্লাহ্ আমাদের বলেছেন এটি **গুনাহ্**। শ্রোতাবন্ধু, **কার নাম আপনি উঁচু করতে চাচ্ছেন?** আপনার নিজের নাম কি? কোন ধর্মীয় নেতার নাম কি? নাকি আপনি শুধুমাত্র আল্লাহ্র নাম উঁচুতে উঠাতে চান? কার প্রশংসা (ধন্যবাদ) আপনি খুঁজে বেড়াচ্ছেন? কোন মানুষের প্রশংসা কি? নাকি আপনি আল্লাহ্র প্রশংসা খুঁজে বেড়াচ্ছেন? একটি বিষয় নির্দিষ্ট করা আছে। যে প্রশংসা মানুষের কাছ থেকে আসে তা টিকে থাকে না, কিন্তু যে প্রশংসা আল্লাহ্র কাছ থেকে আসে তা চিরকাল অবস্থান করে। আল্লাহ্র কালাম বলে, "সব মানুষ ঘাসের মত, আর ঘাসের ফুলের মতই তাদের সব সৌন্দর্য; ঘাস শুকিয়ে যায়, আর ফুলও ঝরে যায়, কিন্তু প্রভুর কালাম **চিরকাল থাকে**!" (১ পিতর ১:২৪ আয়াত)
মাবুদের নিজের কথা শুনুন: "জ্ঞানী লোকেরা তাদের জ্ঞানের গর্ব না করুক, কিংবা শক্তিশালীরা তাদের শক্তির গর্ব না করুক কিংবা ধনীরা তাদের ধনের গর্ব না করুক, কিন্তু যে গর্ব করতে চায় সে এই নিয়ে গর্ব করুক যে, সে আমাকে বোঝে ও জানে, অর্থাৎ সে জানে যে, আমিই মাবুদ; আমার মহব্বত অটল আর দুনিয়াতে আমার কাজ ন্যায়ে ও সততায় পূর্ণ। এই সমস্ত বিষয়েই আমি আনন্দ পাই। আমি মাবুদ এই কথা বলছি।" (ইয়ারমিয়া ৯:২৩, ২৪ আয়াত)
আল্লাহ্র ইচ্ছা, আমাদের পরবর্তী অনুষ্ঠানে আমরা আমাদের অধ্যায়নের প্রথম থেকে এই পর্যন্ত সমস্ত কিছু পর্যালোচনা করবো....আপনাদের স্মৃতিশক্তি অনুসারে আল্লাহ্ আপনাদের রহমত দান করুন।

"কারণ নিজের প্রশংসা করবার দরুন কেউ ভাল বলে প্রমাণিত হয় না, বরং প্রভু যার প্রশংসা করেন সে-ই ভাল বলে প্রমাণিত হয়।" (২ করি: ১০:১৮ আয়াত)

১৭ অধ্যায়
“সৃষ্টির শুরু” পর্যালোচনা; পয়দায়েশ ১-১১

শ্রোতা বন্ধু, আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হউক।
আমরা আপনাকে আল্লাহ্‌র নামে শুভেচ্ছা জানাই। তিনি শান্তির প্রভু। তিনি তার তৈরীকৃত ধার্মিকতার পথ এবং তাঁর সত্যময় শান্তি সম্পর্কে আমাদের জানাতে চান। আজকে আপনার অনুষ্ঠান “ধার্মিকতার পথ” আবারো উপস্থাপন করতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত।

আজকে আমরা আল্লাহের সাহায্যে পরিকল্পনা করেছি তৌরাতে উল্লেখিত মূসা নবীর বিষয়ে যা অধ্যায়ন করেছি তা **সংক্ষিপ্তভাবে পর্যালোচনা** করবো। তৌরাত হচ্ছে নবীদের পবিত্র কিতাবের প্রথম অংশ। এই অংশটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি হচ্ছে সকল **কিতাবের ভিত্তি,** যা আল্লাহ্ আমাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন। যা আমরা সচারাচর শুনে থাকি তা আমরা এই অংশের দ্বারা যাচাই করে দেখতে পারি। যে বিষয়টি আমাদের কানে আসছে, তা কি সত্যি আল্লাহের কাছ থেকে আসছে কিনা আমরা তা আমরা যাচাই করে দেখতে পারি। ৫টি কিতাবের সমন্বয়ে তৌরাত গঠিত। প্রথম কিতাবটিকে বলা হয় পয়দায়েশ। পয়দায়েশে ১৫টি অধ্যায় আছে। আমাদের আলোচনায় আমরা ১১ অধ্যায় পর্যন্ত অধ্যায়ন করেছি।

আপনি কি স্বরণ করতে পারেন, আল্লাহ্‌র কালামের প্রথম আয়াতটিতে কি লেখা আছে? আসুন আমরা আবারো এটি পড়ি। এখানে লেখা আছে: <u>“সৃষ্টির শুরুতে আল্লাহ্ আসমান ও জমীন সৃষ্টি করলেন”।</u> আল্লাহ্ চিরকালের প্রভু। শুরুতে যখন দুনিয়া সৃষ্টি হয়নি তখনো আল্লাহ্ ছিলেন। আল্লাহ্ হচ্ছে চিরস্থায়ী আত্মা যার কোন শুরু নেই। যার কারনে কিতাবের প্রথম আয়াত বলে, “সৃষ্টির শুরুতে **আল্লাহ্**!”

তারপর আমরা দেখলাম, আল্লাহ্ দুনিয়া সৃষ্টির আগে হাজার হাজার শক্তিশালী আত্মা সৃষ্টি করেছিলেন। তাদেরকে ফেরেশতা বলা হয়। ফেরেশতাদের মধ্যে একজন অন্যদের তুলনায় খুব চতুর এবং সুন্দর ছিল। তার নাম ছিল ‘শুকতারা’ অথবা লুসিফার। লুসিফারকে আল্লাহ্ ফেরেশতাদের প্রধান করেছিলেন। যাই হোক, কিতাব বলে যে, লুসিফার এক সময় আল্লাহ্‌র উপরের স্থানে উঠতে চেয়েছিল। তার হৃদয় থেকে আল্লাহ্‌কে অসম্মান করেছিল। আল্লাহ্‌র স্থানে নিজেকে বসাতে চেয়েছিল। তখন অনেক ফেরেশতারাও তার এই গুনাহের সাথে যুক্ত হয়েছিল। যার কারনে আল্লাহ্ লুসিফারকে এবং দুষ্ট ফেরেশতাদের বহিষ্কার করেছিলেন, কারণ আল্লাহ্ গুনাহ্ সহ্য করেন না। লুসিফারের নাম পরিবর্তন করে নাম দেওয়া হয়েছিল **শয়তান**, যার অর্থ বিপক্ষ। শয়তান এবং তার সঙ্গীদের বহিষ্কার করার পর আল্লাহ্ তাদের উদ্দেশ্যে জাহান্নামের আগুন সৃষ্টি করেছিলেন, যে আগুন কখনো নিভে যায় না। কিতাব বলে শেষ বিচারের দিন আল্লাহ্, যিনি নিজে ধার্মিক, তিনি শয়তান এবং যারা শয়তানকে অনুসরণ করে তাদের সবাইকে সেই জলন্ত আগুনে নিক্ষেপ করবে।

তারপর, আমরা পড়েছি কিভাবে **মাবুদ মহাকাশ, পৃথিবী এবং পৃথিবীর সমস্ত কিছু ছয়দিনে সৃষ্টি করেছিলেন**। তিনি এই দুনিয়ার বাহিরের কোন কিছু ব্যবহার করেননি! আল্লাহ্ সব কিছু সৃষ্টি করেছিলেন মানুষের জন্য (মানব জাতিকে আল্লাহ্ তার গৌরব এবং আনন্দের জন্য সৃষ্টি করেছিলেন)। মানুষ হচ্ছে আল্লাহ্‌র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সৃষ্টি। কারণ মানুষ আল্লাহ্‌র মত করে সৃষ্টি হয়েছিল। আল্লাহ্ মানুষের সাথে একটি গভীর এবং অর্থপূর্ণ সম্পর্ক রাখতে চেয়েছিলেন। যার কারনে আল্লাহ্ মানুষের প্রানে বুদ্ধিমান আত্মা দিয়েছিলেন যেন মানুষ আল্লাহ্‌কে জানতে পারে। আল্লাহ্ মানুষকে হৃদয় দিয়েছিল যেন তাঁকে ভালবাসতে পারে। আল্লাহ্ মানুষকে স্বাধীন ইচ্ছা শক্তি দিয়েছিলেন যেন মানুষ তাঁর বাধ্যতা এবং অবাধ্যতার ক্ষেত্রে স্বীদ্ধান্ত নিতে পারে।

তৌরাতের দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা পড়েছি যে, আল্লাহ্ দুনিয়াতে পরমদেশ (এদন বাগান) স্থাপন করেছিলেন এবং মানুষকে সেখানে রেখেছিলেন। আল্লাহ্ মঙ্গলময়, তিনি আদমকে বেঁচে থাকার জন্য সব কিছু দিয়েছিলেন যেন আদম শান্তি এবং উন্নতির সাথে জীবন-যাপন করতে পারে।

যেদিন আল্লাহ্ আদমকে সৃষ্টি করেছিলেন তিনি আদমকে বলেছিলেন, <u>“তুমি তোমার খুশীমত এই বাগানের যে কোন গাছের ফল খেতে পার; কিন্তু নেকী-বদী-জ্ঞানের যে গাছটি রয়েছে তার ফল তুমি খাবে না, কারণ যেদিন তুমি তার ফল খাবে সেই দিন নিশ্চয়ই তোমার মৃত্যু হবে।”</u> (পয়দায়েশ ২:১৬, ১৭ আয়াত) এইভাবে, আমরা দেখি যে, আল্লাহ্ কিভাবে আদমের সামনে **একটি সাধারণ পরীক্ষা** রেখেছিলেন। আল্লাহ্ তার সৃষ্টি মানুষের সাথে

একটি অর্থপূর্ণ সম্পর্ক রাখতে চেয়েছিলেন। যার কারনে আল্লাহ্ তাকে পরীক্ষা করেছিলেন। মানুষকে তিনি সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা দিয়েছিলেন, হয় মানুষ তার বাধ্য হয়ে মহব্বত দেখাবে নয়তোবা তাঁর অবাধ্য হবে।

তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাই, কিভাবে দুনিয়াতে গুনাহ্ নেমে এসেছিল। কিতাব আমাদের দেখায় যে, একদিন যখন আদম এবং হাওয়া আল্লাহ্‌র বলা নিষিদ্ধ গাছের সামনে ছিলেন, তখন শয়তান একটি ধূর্ত সাপের বেশে এসে বলেছিল,

> "আল্লাহ্ কি সত্যি তোমাদের বলেছেন যে, বাগানের সব গাছের ফল তোমরা খেতে পারবে না?" জবাবে স্ত্রীলোকটি বললেন, "বাগানের গাছের ফল আমরা খেতে পারি। তবে বাগানের মাঝখানে যে গাছটি রয়েছে তার ফল সম্বন্ধে আল্লাহ বলেছেন, 'তোমরা তার ফল খাবেও না, ছোঁবেও না। তা করলে তোমাদের মৃত্যু হবে।' " তখন সাপ স্ত্রীলোকটিকে বলল, "কখনও না, কিছুতেই তোমরা মরবে না। আল্লাহ্ জানেন, যেদিন তোমরা সেই গাছের ফল খাবে সেই দিনই তোমাদের চোখ খুলে যাবে। তাতে নেকী-বদীর জ্ঞান পেয়ে তোমরা আল্লাহ্‌র মতই হয়ে উঠবে।" (পয়দায়েশ ৩:১-৫ আয়াত)

এইভাবে, আমরা দেখেছি যে, কিভাবে শয়তান আল্লাহ্‌র কালামের বিরুদ্ধে কথা বলেছিল! আল্লাহ্ আদম এবং হাওয়াকে কি বলেছিলেন, যদি তারা এই নিষিদ্ধ গাছের ফল খায় তাতে কি হবে? কার কথা আদম এবং হাওয়া শুনেছিলেন এবং অনুসরণ করেছিলেন: তারা কি আল্লাহ্‌র কালাম অনুসরণ করেছিলেন? নাকি শয়তানের পথ অনুসরণ করেছিলেন? হায়! কিতাবে লেখা আছে, আদম এবং হাওয়া শয়তানের কথা শুনেছিলেন এবং আল্লাহ্‌র নিষেধ করা গাছের ফল খেয়েছিলেন! শয়তান হাওয়াকে ঠকিয়েছিল যেন তিনি সীমা অতিক্রম করে। **আদম নিজ ইচ্ছায় আল্লাহ্‌র আদেশ অমান্য করেছিলেন এবং শয়তানকে অনুসরণ করেছিলেন**। এইভাবে পবিত্র কিতাব বলে: "একটি মানুষের মধ্য দিয়ে গুনাহ্ দুনিয়াতে এসেছিল ও সেই গুনাহের মধ্য দিয়ে মৃত্যুও এসেছিল। সব মানুষ গুনাহ্ করেছে বলে এইভাবে সকলের কাছেই মৃত্যু উপস্থিত হয়েছে।" (রোমীয় ৫:১২ আয়াত)

পরিনামে, আল্লাহ্ **আদম এবং হাওয়াকে** পরমদেশের বাগান থেকে **বহিষ্কার** করেছিলেন। আল্লাহ্‌র কথা মত আল্লাহ্ কাজ করেছিলেন। তাদেরকে বহিষ্কার করার আগে আল্লাহ্ তাদের **ওয়াদা করেছিলেন** যে, আদম সন্তানদের নাজাত দেওয়ার জন্য তিনি **একজন নাজাতদাতা পাঠাবেন** যাতে সবাই শয়তানের শক্তি, গুনাহ্ এবং মৃত্যুর হাত থেকে নাজাত পেতে পারে। এই ওয়াদার নিশ্চয়তার প্রকাশের জন্য আল্লাহ্ একটি প্রানীকে জবেহ করেছিলেন এবং আদম-হাওয়াকে চামড়ার পোষাক তৈরী করে দিয়েছিলেন। এই কোরবানীর মাধ্যমে আল্লাহ্ আদম এবং হাওয়াকে শিক্ষা দিয়েছিলেন যে, "গুনাহের বেতন হচ্ছে মৃত্যু" (রোমীয় ৬:২৩) এবং "রক্তপাত না হলে গুনাহের মাফ হয় না"। (ইবরানী ৯:২২)

চতুর্থ অধ্যায়ে, আদমের দুই সন্তানের কাহিনী আমরা পড়েছি, **কাবিল এবং হাবিল**। আমরা দেখেছি যে কিভাবে হাবিল **আল্লাহের উদ্দেশ্যে একটি নিখুত মেষ (ভেড়া) গুনাহের কোরবানী হিসেবে জবেহ** করেছিলেন। ঠিক যেমন আল্লাহ্ তার মা-বাবার জন্য করেছিলেন। যাই হোক, কাবিল **তার নিজের মত করে আল্লাহ্‌কে খুশি করতে চেয়েছিলেন**। তিনি সেই সব কিছু এনেছিলেন যা দুনিয়ার ফসল থেকে জমা করেছিলেন। আর আল্লাহ্ এই মাটিকে অভিশাপ দিয়েছিলেন। এইভাবে কিতাব বলে, "মাবুদ হাবিল ও তার কোরবানী কবুল করলেন, কিন্তু কাবিল ও তার কোরবানী কবুল করলেন না।" (পয়দায়েশ ৪:৪,৫) আল্লাহ্ কাবিলকে সুযোগ দিলেন যাতে কাবিল তার গুনাহ্ স্বীকার করতে পারে এবং আল্লাহ্‌র দেখানো ধার্মিকতার পথ অনুসরণ করে। কিন্তু কাবিল রেগে গিয়েছিলেন এবং তার ছোটভাই হাবিলকে হত্যা করেছিলেন।

এরপর, আল্লাহ্ আদম এবং হাওয়াকে **শিস** নামে আরো একজন সন্তান দিয়েছিলেন। শিসও হাবিলের মত ছিলেন। আল্লাহ্‌র উপর ঈমান এনেছিলেন এবং কোরবানীর রক্ত দ্বারা আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করেছিলেন। এইভাবে আমরা আদমের বংশধরদের দুটি তালিকা দেখতে পাই, কাবিলের বংশরেখা এবং শিসের বংশরেখা। কাবিলের

বংশধরেরা আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনেনি। কিন্তু শিসের বংশধরের মধ্যে ঈমানদার লোক ছিলেন। **হনোক** শিসের বংশধর ছিলেন। একটি দুর্নিতিগ্রস্থ প্রজন্মে হনোক আল্লাহ্‌র দেখানো পথে চলতেন। হনোকের একজন মহান নাতী ছিল "**নূহ্**"। নূহের সময়ে আল্লাহ্ আদম সন্তানদের ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন তাদের **দুষ্টতার** কারনে। এই মন্দ সময়ে নূহ্ আল্লাহ্‌র উপর ঈমান বজায় রেখেছিলেন। যার কারনে আল্লাহ্ তাকে একটি জাহাজ নির্মান করতে বলেছিলেন, যে জাহাজটি নূহের পরিবার, কিছু প্রানী এবং যারা তাদের গুনাহ্ থেকে মন ফিরিয়ে ঈমানদার হবে তাদের জন্য আশ্রয়স্থল হবে। যতদিন নূহ্ জাহাজ নির্মান করছিলেন ততদিন আল্লাহ্ ধৈর্য সহকারে গুনাহ্‌গাড়দের ডেকেছিলেন। বেশ অনেক বছর আল্লাহ্ গুনাহ্‌গাড়দের ডেকেছিলেন। যাইহোক, নূহ্ এবং তার পরিবার ছাড়া কেউ আল্লাহ্‌র আহ্বানে সারা দেয়নি। এইভাবে, আল্লাহ্ তার ওয়াদামত সব করেছিলেন। যারা সত্যে ঈমান আনেনি তাদের প্রত্যেকের বিচার আল্লাহ্ করেছিলেন। নূহ্ এবং তার পরিবার ছাড়া সবাই **মহাবন্যায়** ধ্বংস হয়েছিল।

নূহের তিনজন ছেলে ছিল: **সাম, হাম এবং ইয়াফস**। সারা দুনিয়াতে সকল জাতি এই তিনজনের বংশধর। যাইহোক, তাদের বেশিরভাগ বংশধর খুব দ্রুত আল্লাহ্‌কে এবং তাঁর কালাম ভুলে গিয়েছিল। আমাদের শেষ অধ্যায়ে আমরা শিখেছি, কিভাবে নমরূদ এবং তার সঙ্গীরা সকল লোকদের একত্র করতে চেয়েছিল এবং একটি মহৎ শহর নির্মান করতে চেয়েছিল যেখানে একটি বড় দালান হবে। তারা বিদ্রোহ করেছিল। যাইহোক আল্লাহ্ তাদের কথা ভিন্ন করে দিয়েছিলেন এবং দুনিয়ার চারিদিকে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। শহরটির নাম ছিল **ব্যাবিলন**, যার অর্থ বিশৃঙ্খলা। আমরা সংক্ষেপে দেখলাম পয়দায়েশ এক অধ্যায় থেকে একাদশ অধ্যায় পর্যন্ত কি অধ্যায়ন করেছি।

তাহলে কিভাবে আমরা এই সমস্ত কাহিনীগুলোকে সংক্ষিপ্ত করতে পারি? সৃষ্টির শুরুর মাধ্যমে আল্লাহ্ আমাদের কি শিক্ষা দিতে চাইছে। এখানে শিক্ষা গ্রহণের মত অনেক বিষয়ই আছে কিন্তু আজকে আমরা তার থেকে দুটি বিষয় বিশ্লেষণ করবো। প্রথম বিষয়, **মানুষ অধার্মিক**। শিক্ষা গ্রহণের মত আরো একটি সত্য হচ্ছে, **আল্লাহ্ ধার্মিক**।

আমাদের অধ্যায়নে আমরা বারে বারে দেখেছি **মানুষের অধার্মিকতা**। আমরা এটি শুরু থেকেই পরমদেশের বাগানে দেখতে পেয়েছি, যখন আদম এবং হাওয়া আল্লাহ্‌র নিষেধ করা গাছের ফল গ্রহণ করলেন। এই একই সভাব আমরা আদমের প্রথম সন্তান কাবিলের মধ্যে দেখেছি, যিনি আল্লাহ্‌র প্রতিষ্ঠিত কোরবানীর পথ অনুসরণ করেনি। আমরা এই একই বিষয় লক্ষ করেছি কাবিলের বংশধরদের মধ্যে। তারা ছিল নূহের প্রজন্ম এবং ব্যাবিলনের দালান নির্মারকারীরা। সংক্ষিপ্তভাবে, আদম সন্তানদের কাহিনী হচ্ছে: মানুষ অধার্মিক! যেভাবে কিতাবে লেখা আছে: **"সবাই গুনাহের অধীন....ধার্মিক কেউ নেই, একজনও নেই!...সবাই ঠিক পথ থেকে সরে গেছে,** সবাই একসংগে খারাপ হয়ে গেছে; **ভাল কাজ করে এমন কেউ নেই, একজনও নেই!"** (রোমীয় ৩:৯ ,১০ ,১২ আয়াত)

যেভাবে আমরা দেখেছি মানুষের অধার্মিকতা সেভাবে আমরা দেখেছি **আল্লাহ্‌র ধার্মিকতা**। কিতাব আমাদের বলে, "যে কথা আমরা ঈসা মসীহের কাছ থেকে শুনে তোমাদের জানাচ্ছি তা এই- আল্লাহ্ **নূর**; তাঁর মধ্যে অন্ধকার বলে কিছুই নেই"। (১ ইউহোন্না ১:৫ আয়াত) আমরা ধার্মিকতার সাক্ষী, তিনি লুসিফারকে গর্ব এবং বিদ্রোহের জন্য বহিষ্কার করেছিলেন। আমরা এটি আবার দেখতে পাই যখন আল্লাহ্ আদম এবং হাওয়ার অবাধ্যতার জন্য বহিষ্কার করেছিলেন। তারপর আল্লাহ্ তাঁর ধার্মিকতা আবারো প্রকাশ করলেন। তিনি ওয়াদা করেছিলেন একজন পবিত্র নাজাত দাতা পাঠাবেন, যিনি আদম সন্তানদের গুনাহের ঋন পরিশোধ করবেন। এমনকি আমরা আল্লাহের নিয়মেও ধার্মিকতা লক্ষ করি, যেখানে আছে: **"রক্তপাত না হলে গুনাহের মাফ হয় না"।** (ইবরানী ৯:২২ আয়াত) আল্লাহ্ তার ধার্মিকতা তুলে ধরেছিল যখন হাবিলের মেষ কোরবানী গ্রহণ করেছিলেন এবং কাবিলকে অগ্রাহ্য করেছিলেন, কারণ কাবিল আল্লাহ্‌র ক্ষমার পথ অবজ্ঞা করেছিলেন। নূহের সময়ে আমরা আল্লাহ্‌র ধার্মিকতা দেখতে পেয়েছি, তিনি বহু বছর গুনাহের পথ থেকে ফিরে আসার জন্য মানুষদের সময় দিয়েছিলেন। যারা তার

পথে আসে নি তিনি তাদের মহাবন্যার মাধ্যমে ধ্বংস করেছিলেন। আমরা আমাদের শেষ অধ্যায়নে দেখেছি যে আল্লাহ্ কিভাবে তাঁর ধার্মিকতা দেখিয়েছিলেন, তিনি ব্যাবিলনের বিদ্রোহীদের ভাষা ভিন্ন করে দিয়েছিলেন।

হ্যাঁ, আল্লাহ্ ধার্মিক এবং তিনি মানুষের **ধার্মিকতা অনুসারে** বিচার করে থাকেন! অধার্মিক গুনাহ্‌গাড় তাদের অপূর্ন "ভাল কাজের" দ্বারা সন্তুষ্ট করতে পারে না। যদি কোথাও গুনাহের দাগ থেকে থাকে সেখানে অবশ্যই আল্লাহ্ বিচার করবেন এবং দোষী করবেন। কিতাব বলে, "আমাদের আল্লাহ্ ধ্বংসকারী আগুনের মত!...মাবুদই তাঁর বান্দাদের প্রতি ন্যায়বিচার করবেন। জীবন্ত আল্লাহ্‌র হাতে পড়া কি ভয়ংকর ব্যাপার!" (ইবরানী ১২:২৯; ১০:৩০, ৩১ আয়াত)

এইভাবে, তৌরাতের প্রথম একাদশ অধ্যায়ে আল্লাহ্ আমাদের তুলে ধরেছেন একটি গুরুত্বপূর্ন সত্য, আল্লাহ্‌র ধার্মিকতা। তার মানে কি এই দাড়ায় অধার্মিক লোকদের কোন সম্ভাবনা নেই যে আল্লাহ্ তাদের গ্রহণ করবে? আল্লাহ্‌র প্রশংসা করুন, **গুনাহ্‌গাড়দের জন্য আশা আছে**। আল্লাহ্‌র দয়ায় একটি পথ আছে যে পথে আদম সন্তানেরা নিজেকে সঠিক বলে দাবী করতে পারবে। আপনি নাজাতের পথ সম্পর্কে জানেন, যা আল্লাহ্ গুনাহ্‌গাড়দের জন্য প্রস্তুত করেছেন? যদি আপনি এখনো আল্লাহ্‌র ধার্মিকতার পথ সম্পর্কে না জানেন তাহলে আমাদের পরবর্তী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করুন যাতে আমরা নবী ইব্রাহিমের বিষয়ে অধ্যায়ন করতে পারি যাকে বলা হত আল্লাহ্‌র বন্ধু। ইব্রাহিমের অসাধারণ কাহিনীতে আমরা দেখবো যারা অধার্মিক তারা কিভাবে আল্লাহ্‌র সামনে ধার্মিক হতে পারে।

আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ....আমরা যা আজকে অধ্যায়ন করেছি তার চিন্তাশক্তি দ্বারা আল্লাহ্ আপনার মঙ্গল করুন। মনে রাখবেন আল্লাহ্‌র কালাম বলে:

"পাক-কিতাবে যা কিছু আগে লেখা হয়েছিল তা আমাদের শিক্ষার জন্যই লেখা হয়েছিল, যাতে আমরা ধৈর্য ও উৎসাহ লাভ করি এবং তার ফলে আশ্বাস পাই।" (রোমীয় ১৫:৪ আয়াত)

১৮ অধ্যায়

কেন আল্লাহ্‌ ইব্রাহিমকে আহ্বান করেছিলেন; পয়দায়েশ ১১, ১২

শ্রোতা বন্ধু, আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হউক।

আমরা আপনাকে আল্লাহ্‌র নামে শুভেচ্ছা জানাই। তিনি শান্তির প্রভু। তিনি তার তৈরীকৃত ধার্মিকতার পথ এবং তাঁর সত্যময় শান্তি সম্পর্কে আমাদের জানাতে চান। আজকে আপনার অনুষ্ঠান "ধার্মিকতার পথ" আবারো উপস্থাপন করতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত।

আমাদের বিগত অধ্যায়গুলোতে আমরা আল্লাহ্‌র বিষয়ে এবং তার ধার্মিকতার বিষয়ে শিক্ষা পেয়েছি। আমরা দেখেছি আদম এবং হাওয়া, কাবিল এবং হাবিল, শিস এবং হনোক, নূহ্‌ এবং তার প্রজন্ম আর নমরূদ এবং ব্যাবিলনের দালান। আমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে কেবল কিছু মানুষ **আল্লাহ্‌কে এবং তাঁর ধার্মিকতার পথ** অনুসরণ করেছিলেন। বেশিরভাগ লোকেরাই **শয়তান এবং তার অধার্মিকতার পথ** অনুসরণ করেছিল।

আমরা আজকে এমন একজন লোকের কাহিনীতে এসেছি যিনি আল্লাহ্‌র কালামে অতি সুপরিচিত একজন ব্যাক্তি এবং আল্লাহ্‌ আদম সন্তানদের নাজাত দেওয়ার জন্য যে পরিকল্পনা করেছিলেন সেই পরিকল্পনাতে সেই লোকটি একটি বিশেষ স্থান দখল করেছিলেন। কিতাব বলে তিনি "আল্লাহ্‌র বন্ধু" এবং "সকল ঈমানদারদের পিতা।" আপনি জানেন তিনি কে? তিনি হচ্ছে আল্লাহ্‌র নবী, **ইব্রাহীম**। পাক কিতাব ইব্রাহিমের সম্বদ্ধে একটি বৃহৎ চুক্তির কথা বলে। তাঁর নাম নবীদের লিখনিতে একশত বারেরও বেশি লক্ষ করা যায়। যার কারনে, আল্লাহ্‌র ইচ্ছা অনুসারে, আজকে এবং সামনের অধ্যায়গুলোতে আমরা খুঁজে দেখবো কিতাব আমাদের এই লোকটির বিষয়ে কি শিক্ষা দেয় যাকে বলা হয়ে থাকে **"আল্লাহ্‌র বন্ধু"**। আজকে আমরা চিন্তা করেছি ইব্রাহিমের কাহিনীর শুরু লক্ষ করবো। আমরা দেখতে চাই কিভাবে আল্লাহ্‌ ইব্রাহিমকে তাঁকে **অনুসরণ করার জন্য আহ্বান** করলেন এবং **কেন আহ্বান করলেন**।

শুরু করার পূর্বে, আপনাদের জানা প্রয়োজন, ইব্রাহিমের নাম প্রথমেই ইব্রাহিম ছিল না। তার নাম ছিল **ইব্রাম**। এখন থেকে সামনের দুটি অধ্যায়ে আমরা দেখবো কেন আল্লাহ্‌ ইব্রামের নাম পরিবর্তন করে ইব্রাহিম রাখলেন। যাই হোক, আমরা আজকে আমাদের ধারনায় রাখবো যে ইব্রাহিমের নাম আগে ইব্রাম ছিল। পয়দায়েশের **১১** অধ্যায়ে আমরা শিখেছি যে ইব্রাম সামের বংশধর ছিলেন। আপনি কি সাম, হাম এবং ইয়াফসের কথা মনে করতে পারছেন? তারা নূহের তিন ছেলে ছিলেন। সাম এবং ইব্রামের মাঝে দশ প্রজন্মের ব্যাবধান ছিল, ঠিক যেমন আদম এবং নূহের মাঝে দশ প্রজন্মের ব্যাবধান ছিল। ইব্রামের আব্বার নাম ছিল তারেখ। কিতাব বলে, "তারেখের ছেলেদের নাম ছিল ইব্রাম, নাহুর ও হারণ, আর হারণের ছেলের নাম লুত।" (পয়দায়েশ ১১:২৭ আয়াত) ইব্রামের বড় ভাইয়ের ছেলের নাম ছিল লুত। লুতের আব্বা মারা গিয়েছিলেন {নোট: প্রাচীন কালের প্রথা অনুসারে ইব্রাম লুতের আব্বা হয়}। ইব্রামের স্ত্রীর নাম ছিল সারী। "সারী বন্ধ্যা ছিলেন; তাঁর কোন ছেলেমেয়ে হয় নি।" (পয়দায়েশ ১১:৩০ আয়াত) ইব্রাম এবং সারীর একই আব্বা ছিল কিন্তু আম্মা এক ছিল না।

ইব্রাম উর নামের এক শহরে বসবাস করতেন, যা ক্যালডিয়া দেশে অবস্থিত ছিল, এখন তা ইরাক নামে পরিচিত। এই শহরটি সেই শহর থেকে খুব দূরে নয় যে শহরটিতে নমরূদ বড় দালান নির্মান করতে চেয়েছিল। সেই দেশের লোকেরা মূর্তিপূজা করতো। আদমের সময়ের সব লোকদের মত ইব্রামও **গুনাহের অন্ধকারে জন্ম নিয়েছিলেন**। ইব্রামের আব্বা সত্যি আল্লাহ্‌কে জানতেন না এমনকি ইব্রামও না।

যাইহোক, কিতাব আমাদের বলে যে একদিন আল্লাহ্‌ ইব্রামকে দেখা দিয়েছিলেন এবং তার সাথে কথা বলেছিলেন। আপনার জানা প্রয়োজন তখনকার সময়ে আল্লাহ্‌ কিছু মানুষের সাথে মাঝে মাঝে সরাসরি কথা বলতেন, কারণ তারা তখনও নবীদের লিখনী পায়নি। আজকে আল্লাহ্‌ মানুষের সাথে পাক কিতাবের মাধ্যমে কথা বলে থাকেন। যার কারনে আল্লাহ্‌র ধার্মিকতার পথ জানার জন্য আমাদের আকাশ থেকে গায়েবি আওয়াজ অথবা দর্শন কিংবা ফেরেশতাদের কথা শুনার প্রয়োজন নেই। আমরা যখন আল্লাহ্‌র কালাম ধ্যান করি তখন আমরা **আল্লাহ্‌র রব শুনতে পাই**।

আসুন আমরা শুনি আল্লাহ্‌ ইব্রামকে কি বলেছিলেন। দ্বাদশ অধ্যায়ের এক আয়াত আমরা পড়ি: "পরে মাবুদ ইব্রামকে বললেন, "তুমি **তোমার নিজের দেশ**, তোমার আত্মীয়-স্বজন এবং তোমার পিতার বাড়ী-ঘর **ছেড়ে** আমি

তোমাকে যে দেশ দেখাব সেই দেশে যাও।" (পয়দায়েশ ১২:১ আয়াত) আপনারা শুনেছেন, আল্লাহ্ ইব্রামকে কি আদেশ করেছিলেন? আল্লাহ্ আদেশ করেছিলেন যেন ইব্রাম তার বাড়ী, আত্মীয়-সজন, দেশ ত্যাগ করে এবং যে দেশে আল্লাহ্ তাকে নিয়ে যায় সেখানে গমন করে। মানুষ যেভাবে চিন্তা করে সেভাবে এই কাজটি করা খুবই কঠিন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইব্রামকে রহমত দান করার জন্য আল্লাহ্‌র বৃহৎ পরিকল্পনা ছিল।

আসুন আমরা এই আয়াত এবং আরো দুটি আয়াত আবার পাঠ করি যেন জানতে পারি কেন আল্লাহ্ ইব্রামকে আহ্বান করেছিলেন এবং তার বাড়ী ও দেশ ত্যাগ করতে বলেছিলেন।

> "পরে মাবুদ ইব্রামকে বললেন, "তুমি তোমার নিজের দেশ, তোমার আত্মীয়-স্বজন এবং তোমার পিতার বাড়ী-ঘর ছেড়ে আমি তোমাকে যে দেশ দেখাব সেই দেশে যাও। তোমার মধ্য থেকে **আমি একটি মহাজাতি সৃষ্টি করব**। আমি তোমাকে দোয়া করব এবং এমন করব যাতে তোমার সুনাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে আর তোমার মধ্য দিয়ে লোকে দোয়া পায়। যারা তোমাকে দোয়া করবে আমি তাদের দোয়া করব, আর যারা তোমাকে বদদোয়া দেবে আমি তাদের বদদোয়া দেব। তোমার মধ্য দিয়েই **দুনিয়ার প্রত্যেকটি জাতি দোয়া পাবে**।" (পয়দায়েশ ১২:১-৩ আয়াত)

কেন আল্লাহ্ ইব্রামকে এক দেশ থেকে অন্য দেশে গমন করতে বললেন? কারণ: আল্লাহ্ ইব্রামের মধ্য দিয়ে একটি মহাজাতি সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন যারা হবে আল্লাহ্‌র নবী এবং এর মধ্য দিয়ে দুনিয়ার নাজাতদাতা আসবে। যার কারনে আল্লাহ্ ইব্রামকে ওয়াদা করেছিলেন, "তোমার মধ্য থেকে আমি একটি মহাজাতি সৃষ্টি করব... তোমার মধ্য দিয়েই দুনিয়ার প্রত্যেকটি জাতি দোয়া পাবে।"

এটি একটি মহৎ সত্য। আপনি কি এই বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন? আল্লাহ্ ইব্রামকে দুনিয়ার নাজাত দাতার পূর্বপুরুষদের পিতা হিসেবে বাছাই করে নিয়েছিলেন। এই নাজাত দাতাকে নির্ধারণ করা হয়েছে দুনিয়ার সব মানুষকে রক্ষা করার জন্য। যারা তাঁর উপর ঈমান আনবে তারা গুনাহ্, শয়তান এবং চিরস্থায়ী আগুনের কর্তৃত্ব থেকে রক্ষা পাবে। এইভাবে আমরা দেখতে পাই কোন সময়ে আল্লাহ্ ইব্রামকে আহ্বান করেছিলেন। আল্লাহ্ তার পরিকল্পনার সাথে অগ্রসর হচ্ছিলেন যাতে দুনিয়ার নাজাতদাতা আসতে পারেন। ইব্রাম নিজে দুনিয়ার নাজাতদাতা ছিলেন না, কিন্তু তিনি এমন এক জাতির পিতা হতে পেরেছিলেন যার মধ্য দিয়ে নাজাতদাতা দুনিয়াতে আসবেন।

এটি ছিল ইব্রামের প্রতি আল্লাহ্‌র ওয়াদা {অথবা চুক্তি}, যার বিনিময়ে ইব্রাম তার দেশ ত্যাগ করে আল্লাহ্‌র দেখানো দেশে যাবে। ইব্রাম কি আল্লাহ্‌র বাধ্য ছিলেন? আপনি কি মনে করেন? আল্লাহ্‌র কালাম আমাদের বলে:

> **"মাবুদের কথামতই ইব্রাম তখন বেরিয়ে পড়লেন** আর লুতও তাঁর সংগে গেলেন। হারণ শহর ছেড়ে যাবার সময় ইব্রামের বয়স ছিল পঁচাত্তর বছর। তিনি তাঁর স্ত্রী সারী আর ভাইপো লুতকে নিয়ে বের হলেন। নিজেদের সব কিছু নিয়ে এবং যে সব গোলাম তাঁরা হারণে পেয়েছিলেন তাদের নিয়ে তিনি কেনান দেশের দিকে যাত্রা করে সেখানে গিয়ে পৌঁছালেন।" (পয়দায়েশ ১২:৪-৫ আয়াত)

কেন ইব্রাম আল্লাহ্‌র বাধ্য হয়েছিলেন এবং তার আব্বা ও ধর্ম থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন? এর একটিই মাত্র কারণ। ইব্রামের আল্লাহ্‌র প্রতি আস্থা ছিল। ইব্রাম জানতেন না তিনি কোথায় যাচ্ছেন কিন্তু তিনি বিশ্বাস করেছিলেন আল্লাহ্‌র কালামে, আল্লাহ্ বলেছিলেন "বেড়িয়ে পড়! যদি তুমি বেড়িয়ে পড় আমি তোমাকে বৃহৎ-ভাবে রহমত দান করবো!" ইব্রামের আল্লাহ্‌র প্রতি আস্থা ছিল এবং আল্লাহ্‌র কথা মত তিনি বেড়িয়ে পড়েছিলেন। আল্লাহ্ বিশ্বস্ততার সাথে ইব্রামকে কেনান দেশে পরিচালনা করেছিলেন যা এখন প্যালেস্টাইন অথবা ইসরাইল নামে পরিচিত।

১৮ অধ্যায়

কেন আল্লাহ্ ইব্রাহিমকে আহ্বান করেছিলেন; পয়দায়েশ ১১, ১২

তারপর, কিতাব বলে: "কেনান দেশের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে ইব্রাম শিখিম শহরের কাছে মোরির এলোন গাছ পর্যন্ত গেলেন। তখনও কেনানীয়রা সেই দেশে বাস করছিল। পরে মাবুদ ইব্রামকে দেখা দিয়ে বললেন, "এই দেশটাই আমি তোমার বংশকে দেব।" (পয়দায়েশ ১২:৬-৭ আয়াত) এই ভাবে আমরা শিখি যে আল্লাহ্ ইব্রামকে একটি নতুন জাতির পিতা হওয়ার ওয়াদা করেছিলেন এবং তাকে একটি নতুন দেশ দেওয়ার ওয়াদা করেছিলেন। আল্লাহ্ ইব্রামকে দেখা দিলেন এবং ওয়াদা করলেন "তোমার বংশধরদের আমি এই দেশ দিবো।"

আসুন, আমরা ইব্রামের প্রতি আল্লাহ্‌র ওয়াদার একটি চিত্র তৈরী করি। বিষয়টি অনেকটা এরকম একজন মুরব্বী মানুষ যার সন্তান নেই তিনি সিনেগালে ভ্রমন করতে আসলেন। সাথে করে তিনি তার বয়স্কা স্ত্রীকে নিয়ে আসলেন যিনি কখনো গর্ভবতী হননি। যখন তারা যাত্রা শুরু করলেন হয়তো মানুষ বলছে, "একদিন হয়তো তুমি এবং তোমার বংশধরেরা সিনেগাল দেশটিকে গ্রাস করবে"। বয়স্ক লোকটি হেসে উত্তর দেয়, "তুমি খুবই রসিক! আমার বংশধরেরা এই দেশ গ্রাস করবে? আমার তো কোন বংশধর নেই! আমি একজন বয়স্ক মানুষ, আমার কোন সন্তান নেই এবং আমার স্ত্রী গর্ভ ধারণ করতে পারে না–আর তুমি বলছ আমার বংশধরেরা এই দেশ গ্রাস করবে? তুমি কি অসুস্থ?"

হয়তো এই চিত্রটি একটু হাস্যকর; তবুও, এই ধরনের ওয়াদা আল্লাহ্ ইব্রামকে করেছিলেন–যিনি ছিলেন বয়স্ক এবং সন্তানহীন, যার স্ত্রী গর্ভধারণ করতে পারতো না। শুনুন, তেরো অধ্যায়ে আল্লাহ্ ইব্রামকে কি ওয়াদা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন,

> "যে সব জায়গা তুমি দেখবে তা আমি তোমাকে ও তোমার বংশকে চিরকালের জন্য দেব। আমি তোমার বংশের লোকদের দুনিয়ার ধূলিকণার মত অসংখ্য করব। দুনিয়ার ধূলিকণা **যদি কেউ গুণে শেষ করতে পারে তবে তোমার বংশের লোকদেরও গোণা যাবে**। সারা দেশটা তুমি একবার ঘুরে এস, কারণ এই দেশটাই আমি তোমাকে দেব।" (পয়দায়েশ ১৩:১৫-১৭ আয়াত)

আল্লাহ্ কি তার ওয়াদা অনুসারে কাজ করেছিলেন? আল্লাহ্ কি ইব্রামের দ্বারা একটি মহাজাতি উৎপন্ন করেছিলেন? আল্লাহ্ কি প্যালেস্টাইন দেশ ইব্রামের বংশধরদের দিয়েছিলেন? অবশ্যই তিনি তা করেছিলেন! আমরা পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে দেখবো যে ইব্রাম ইবরানী জাতীর পিতা হয়েছিলেন, আল্লাহ্ দেশটি তাদের দিয়েছিলেন, বর্তমানে যাকে আমরা ইসরাইল নামে চিনি।

তারপর, কিতাব বলে: "ইব্রাম তখন সেখানে একটা **কোরবানগাহ্** তৈরী করলেন, তারপর সেখান থেকে তিনি বেথেল শহরের পূর্ব দিকের পাহাড়ী এলাকায় এগিয়ে গেলেন এবং পশ্চিমে বেথেল আর পূর্বে অয় শহরের মাঝামাঝি এক জায়গায় তাঁর তাম্বু ফেললেন। মাবুদের প্রতি সেখানেও তিনি একটা **কোরবানগাহ্** তৈরী করলেন এবং মাবুদের এবাদত করলেন"। (পয়দায়েশ ১২:৭,৮ আয়াত) আল্লাহ্‌র ওয়াদাকৃত দেশে যাওয়ার সময় ইব্রাম প্রথমে কি করেছিলেন? ইব্রাম তার তৈরীকৃত কোরবানগাহে একটি পশু জবেহ করেছিলেন এবং পুড়িয়ে দিয়েছিলেন। হাবিল, শিস, হনোক এবং নূহের মত ইব্রামও আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে পশু কোরবানী করেছিলেন। কেন ইব্রাম এই কাজটি করেছিলেন? তিনি এই কাজটি করেছিলেন কারণ তখনো আল্লাহ্ তাঁর ওয়াদাকৃত শরিয়ত পূর্ণ করেনি: "রক্তপাত না হলে গুনাহের মাফ হয় না!" (ইবরানী ৯:২২ আয়াত) **ইব্রামও আদমের সকল বংশধরদের মত গুনাহ্‌গার ছিলেন**। একটি কারনে আল্লাহ্ ইব্রামের গুনাহের দিকে দৃষ্টিপাত করেনি কারণ ইব্রাম আল্লাহের উপর ঈমান এনেছিলেন এবং আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে কোরবানীর রক্ত এনেছিলেন। এটি একটি চিত্র ছিল যে **পবিত্র-নাজাতদাতাকে** পৃথিবীতে আসতে হবে এবং গুনাহ্‌গারদের স্থানে নিজের জীবন কোরবানী করতে হবে।

আমাদের সময় প্রায় শেষের দিকে। আজকে আমরা যা অধ্যায়ন করেছি তা খুবই গুরুত্বপূর্ন এবং তা অবশ্যই আমাদের ভুলে গেলে চলবে না। আপনি কি এখন বুঝতে পারছেন কেন আল্লাহ্ ইব্রামকে আহ্বান করেছিলেন এবং তার আব্বাকে ছেড়ে ভিন্ন দেশে যেতে বলেছিলেন? হ্যাঁ, আল্লাহ্ চেয়েছিলেন যেন ইব্রামের মধ্য দিয়ে একটি

১৮ অধ্যায়
কেন আল্লাহ্‌ ইব্রাহিমকে আহ্বান করেছিলেন; পয়দায়েশ ১১, ১২

নতুন জাতি সৃষ্টি হয়, যে জাতি দুনিয়ার সকল লোকদের জন্য "রহমতের দরজা" হবে। আল্লাহ্‌ ইব্রামকে ঘিরে যে পরিকল্পনা করেছিল তা সেই **মহান পরিকল্পনার** একটি অংশ ছিল যা তিনি ওয়াদা করেছিলেন পরমদেশের বাগানে, যেখানে আমাদের পূর্বপুরুষ আদম এবং মাতা হাওয়া গুনাহ্‌ করেছিলেন। আপনার কি স্বরণে আছে, আল্লাহ্‌ একজন লোকের কথা ওয়াদা করেছিলেন, যিনি শয়তানের শক্তি থেকে আদম সন্তানদের মুক্ত করার জন্য আসবে। দুই হাজার বছর পর, ইব্রামের সময়, **আল্লাহ্‌ তাঁর ওয়াদা ভুলে যাননি**।

আজকে আমরা দেখেছি যে, কিভাবে আল্লাহ্‌ সততার সাথে ইব্রামকে আহ্বান করেছিলেন যাতে একটি জাতির পিতা হতে পারেন এবং সেই জাতির মাধ্যমে ওয়াদাকৃত নাজাতদাতা দুনিয়াতে আসতে পারে। যার কারনে আল্লাহ্‌ ইব্রামকে এই বলে ওয়াদা করেছিলেন, "তোমার মধ্য থেকে আমি একটি মহাজাতি সৃষ্টি করব। আমি তোমাকে দোয়া করব এবং এমন করব যাতে তোমার সুনাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে আর তোমার মধ্য দিয়ে লোকে দোয়া পায়। যারা তোমাকে দোয়া করবে আমি তাদের দোয়া করব, আর যারা তোমাকে বদদোয়া দেবে আমি তাদের বদদোয়া দেব। **তোমার মধ্য দিয়েই দুনিয়ার প্রত্যেকটি জাতি দোয়া পাবে।**" (পয়দায়েশ ১২:২,৩ আয়াত)

আপনি কি আজকের অধ্যায়নে মনোযোগী ছিলেন? আমাদের কিছু প্রশ্ন করতে দিন যাতে করে আজকের অধ্যায়ন সংক্ষিপ্ত আকারে মনে করা যাবে। **১মঃ কেন আল্লাহ্‌ ইব্রামকে এই বলে আহ্বান করেছিলেন, তোমার বাড়ি ছেড়ে অন্য দেশে যাও?** কারণ আল্লাহ্‌ ইব্রামের মধ্য দিয়ে একটি নতুন জাতি উৎপন্ন করতে চেয়েছিলেন। **২য়ঃ কেন আল্লাহ্‌ অব্রামের মধ্য দিয়ে একটি নতুন জাতি সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন?** কারন, আল্লাহ্‌ পরিকল্পনা করেছিলেন যে, এই জাতির মধ্য দিয়ে তিনি নবী পাঠাবেন, কিতাব পাঠাবেন এবং নাজাতদাতাকে দুনিয়াতে পাঠাবেন। এইভাবে, সংক্ষিপ্ত বিবরণে, আমরা দেখতে পাই কখন আল্লাহ্‌ ইব্রামকে আহ্বান করেছিলেন, আল্লাহ্‌ তাঁর পরিকল্পনার সাথে সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন যেন **নাজাতদাতাকে এই দুনিয়াতে পাঠাতে পারেন**।

বন্ধুরা, আমাদের আজকে এখানেই শেষ করতে হবে। আমাদের পরবর্তী অধ্যায়ে, আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় আমরা শিখবো কেন "ইব্রামকে আল্লাহ্‌র বন্ধু" বলে ডাকা হত। যেভাবে আপনি ইব্রামের প্রতি আল্লাহ্‌র ওয়াদা ধ্যান করেছেন, সেইভাবে আল্লাহ্‌ আপনাকে রহমত দান করুন।

> **"তোমার মধ্য থেকে আমি একটি মহাজাতি সৃষ্টি করব। আমি তোমাকে দোয়া করব...তোমার মধ্য দিয়েই দুনিয়ার প্রত্যেকটি জাতি দোয়া পাবে।"** (পয়দায়েশ ১২:২, ৩ আয়াত)

১৯ অধ্যায়

ইব্রাহিম, আল্লাহ্ পাকের বন্ধু; পয়দায়েশ ১১, ১২

শ্রোতা বন্ধু, আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হউক।

আমরা আপনাকে আল্লাহ্র নামে শুভেচ্ছা জানাই। তিনি শান্তির প্রভু। তিনি তার তৈরীকৃত ধার্মিকতার পথ এবং তাঁর সত্যময় শান্তি সম্পর্কে আমাদের জানাতে চান। আজকে আপনার অনুষ্ঠান "ধার্মিকতার পথ" আবারো উপস্থাপন করতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত।

বিগত অধ্যায়নে আমরা দেখা শুরু করেছি যে নবী ইব্রাহিমের বিষয়ে পাক কিতাবে কি লেখা আছে। আমরা শিখেছি যে, ইব্রাহিমের নাম প্রথমেই ইব্রাহিম ছিল না কিন্তু ইব্রাম ছিল। আমরা দেখেছি যে ইব্রাম ক্যালডিয়া দেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন যা এখন ইরাক নামে পরিচিত। এই দেশের লোকেরা পূর্তিপূজক ছিল। যাইহোক, কিতাব বলে, একদিন আল্লাহ্ ইব্রামকে দেখা দিয়েছিলেন এবং তার আব্বার বাড়ী ছেড়ে তাঁর দেখানো স্থানে যেতে বলেছিলেন।

আপনার কি স্বরণ আছে আল্লাহ্ কেন ইব্রামকে অন্য দেশে যেতে বলেছিলেন? আল্লাহ্ এই কাজটি করেছিলেন যেন ইব্রামের মধ্য দিয়ে একটি নতুন জাতি সৃষ্টি হয় যার মধ্য দিয়ে নবীরা উঠে আসবে এবং নাজাতদাতাও দুনিয়াতে আসবে। এইভাবে আমরা আবিষ্কার করলাম, যখন আল্লাহ্ ইব্রামকে আহ্বান করেছিলেন, তিনি নাজাতদাতাকে দুনিয়াতে আনার পরিকল্পনা অনুসারে অগ্রসর হচ্ছিলেন। যার কারনে আল্লাহ্ ইব্রামকে বলেছিলেন, "তোমার মধ্য থেকে আমি একটি মহাজাতি সৃষ্টি করব। আমি তোমাকে দোয়া করব**...তোমার মধ্য দিয়েই দুনিয়ার প্রত্যেকটি জাতি দোয়া পাবে।**" (পয়দায়েশ ১২:২, ৩ আয়াত)

এইভাবে, আমরা পড়েছি, ইব্রাম কিভাবে আল্লাহ্র বাধ্য ছিলেন এবং তার শহর ছেড়েছিলেন যদিও তিনি জানতেন না আল্লাহ্ তাকে কোথায় নিয়ে যাবেন। যখন ইব্রাম তার আব্বার বাড়ি ছেড়েছিলেন তখন তার বয়স পঁচাত্তর বৎসর ছিল। ইব্রাম সাথে করে তার স্ত্রী সারী, বড় ভাইয়ের ছেলে লুত এবং তার অর্জিত সম্পদ ও গোলাম-বাদীদের নিয়েছিলেন আর কেনানের দিকে যাত্রা করেছিলেন। কেনান হচ্ছে সেই দেশ যা এখন প্যালেস্টাইন অথবা ইসরাইল নামে পরিচিত।

যখন ইব্রাম কেনান দেশে এসে উপস্থিত হলেন, তখন আল্লাহ্ ইব্রামকে আবারো দেখা দিলেন এবং বললেন, "তোমার বংশধরদের আমি এই দেশ দিবো।" (পয়দায়েশ ১২:৭ আয়াত) এইভাবে আমরা দেখতে পাই আল্লাহ্ কিভাবে তাঁর ওয়াদা অনুসারে ইব্রামকে একটি জাতির আব্বা করেছিলেন এবং নতুন একটি দেশ ইব্রামের বংশধরদের দিয়েছিলেন। চমৎকার! ইব্রাম এবং তার স্ত্রী মুরব্বী ছিলেন এবং তাদের কোন সন্তান ছিল না। তাহলে কিভাবে তাদের বংশবৃদ্ধি পেল যারা এই দেশটি পূর্ন করেছিল? এই বিষয়ে আল্লাহ্র উত্তর আমরা খুব শীঘ্রই দেখতে পাবো।

আসুন আমরা ইব্রামের কাহিনীটি পড়তে থাকি। আমরা তৌরাত শরীফের পয়দায়েশ কিতাবের তেরোতম অধ্যায় অধ্যায়ন করছি। এই অধ্যায়ে আমরা দেখবো **ইব্রাম এবং তার ভাইয়ের ছেলে লুতের মধ্যে কি হয়েছিল**। কিতার বলে:

> (পয়দায়েশ ১৩: ২-১৩ আয়াত) ২ইব্রাম খুব ধনী ছিলেন। তাঁর অনেক পশু এবং সোনা ও রূপা ছিল। ৩পরে তিনি নেগেভ থেকে সরে যেতে যেতে বেথেল পর্যন্ত গেলেন। এইভাবে তিনি বেথেল এবং অয়ের মাঝামাঝি সেই জায়গাটায় গিয়ে পৌঁছালেন যেখানে তিনি আগে তাম্বু ফেলেছিলেন ৪এবং প্রথম কোরবানগাহ তৈরী করেছিলেন। সেখানে তিনি মাবুদের এবাদত করলেন। ৫লুত, যিনি ইব্রামের সংগে গিয়েছিলেন, তাঁর নিজেরও অনেক গরু, ভেড়া, ছাগল এবং তাম্বু ছিল। ৬তবে জায়গাটা এমন ছিল না যাতে তাঁরা দু'জনে এক জায়গায় বাস করতে পারেন। পশু এবং তাম্বু তাঁদের দু'জনেরই এত বেশী ছিল যে, তা নিয়ে তাঁদের এক জায়গায় থাকা সম্ভব হচ্ছিল না। ৭ফলে ইব্রাম আর লুতের রাখালদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ দেখা দিল। তা ছাড়া সেই সময় কেনানীয় ও পরিষীয়রাও সেই দেশে বাস করছিল। ৮তখন ইব্রাম লুতকে বললেন, "দেখ, আমরা দু'জনে নিকট আত্মীয়। সেইজন্য তোমার ও আমার মধ্যে এবং তোমার ও আমার রাখালদের মধ্যে কোন ঝগড়া-

বিবাদ না হওয়াই উচিত। [৯]গোটা দেশটাই তো তোমার সামনে পড়ে আছে। তাই এস, আমরা আলাদা হয়ে যাই। **তুমি বাঁ দিকটা বেছে নিলে আমি ডান দিকে যাব, আর ডান দিকটা বেছে নিলে আমি বাঁ দিকে যাব।"**
[১০]তখন লুত চেয়ে দেখলেন জর্ডান নদীর দক্ষিণ দিকের সমভূমিতে প্রচুর পানি আছে এবং জায়গাটা দেখতে প্রায় মাবুদের বাগানের মত, আর তা না হলেও অন্ততঃ সোয়রে যাবার পথে মিসর দেশের মত। তখনও মাবুদ সাদুম ও আমুরা শহর ধ্বংস করে ফেলেন নি। [১১]তখন লুত জর্ডান নদীর দক্ষিণ দিকের সমস্ত সমভূমিটা নিজের জন্য বেছে নিয়ে পূর্ব দিকে সরে গেলেন। এইভাবে তাঁরা একে অন্যের কাছ থেকে আলাদা হয়ে গেলেন। [১২]**ইব্রাম** কেনান দেশে এবং **লুত** সেই সমভূমির শহরগুলোর মাঝখানে বাস করতে লাগলেন। তিনি সাদুম শহরের কাছে তাম্বু ফেলেছিলেন। [১৩]সাদুমের লোকেরা খুব খারাপ ছিল এবং মাবুদের বিরুদ্ধে তারা ভীষণ গুনাহ্ করছিল।

এইভাবে, আমরা দেখতে পাই, কিভাবে লুত সবুজ অংশটি বেছে নিয়েছিলেন এবং তার চাচার জন্য শুকনো জায়গাটা দিয়েছিলেন। যাইহোক, লুত যে অংশটি বেছে নিয়েছিলেন তা সাদুম এলাকার অংশ ছিল–আর সেই শহরটি দুষ্টতায় পরিপূর্ণ ছিল!

লুত তার **নিজের ইচ্ছাকে** বেছে নিয়েছিলেন আর ইব্রাম **আল্লাহ্র ইচ্ছাকে** বেছে নিয়েছিলেন। আল্লাহ্ আমাদের বুঝাতে চান, লুতের নিজের ইচ্ছা বেছে নেওয়ার ফল কি হয়েছিল। শেষে লুত তার সব কিছু হারিয়েছিলেন: তার ধনীত্ব, পরিবার, সুখ এবং তার আত্ম-সাক্ষ্য। একজন বুদ্ধিমান লোক আল্লাহ্র ইচ্ছা বেছে নেয়। ইব্রাম আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে সব ত্যাগ করেছেন এবং আল্লাহ্ তাকে বৃহৎ আকারে রহমত দান করেছেন।

লুত এবং ইব্রামের কাহিনী থেকে আমরা কিভাবে উপকৃত হলাম? হয়তো আমরা আমাদের এই প্রশ্ন করতে পারি। তাদের দু'জনের মধ্যে আমি কাকে বেশি পছন্দ করলাম? **লুত** নাকি **ইব্রাম?** আমি কি লুতের মত জগতের বিষয়গুলো খুঁজে বেড়াচ্ছি? নকি **অনন্তকালের বিষয়** খুজে বেড়াচ্ছি, ইব্রামের মত? তাদের দু'জনের মত আমাদেরও এই দুটি বিষয়ের একটি বেছে নিতে হবে, আমাদের নিজের ইচ্ছা অথবা আল্লাহ্র ইচ্ছা। কিতাব বলে, "যদি কেউ সমস্ত দুনিয়া লাভ করে তার বিনিময়ে তার সত্যিকারের জীবন হারায় তবে তার কোন লাভ নেই?" (মার্ক ৮:৩৬ আয়াত) "তোমরা দুনিয়া এবং দুনিয়ার কোন কিছু ভালবেসো না... [কারন] দুনিয়া ও দুনিয়ার কামনা-বাসনা শেষ হয়ে যাচ্ছে, **কিন্তু আল্লাহ্র ইচ্ছা যে পালন করে সে চিরকাল থাকবে।"** (১ ইউহোন্না ২:২৫-১৭ আয়াত) এমন কি আছে যা আপনি অন্য যে কোন কিছুর থেকে বেশি আকঙ্খা করেন? দুনিয়ার সমস্ত কিছু শেষ হয়ে যাবে কিন্তু আল্লাহ্র কাছ থেকে যা আসবে তা চিরকাল থাকবে।

আসুন এখন আমরা ইব্রামের কাহিনীটি পড়তে থাকি। কিতাব বলে:

(পয়দায়েশ ১৩: ১৪-১৮ আয়াত) [১৪]লুত আলাদা হয়ে যাবার পর মাবুদ ইব্রামকে বললেন, "তুমি যে জায়গায় দাঁড়িয়ে আছ সেখান থেকে উত্তর-দক্ষিণ ও পূর্ব-পশ্চিমে একবার চেয়ে দেখ। [১৫]যে সব জায়গা তুমি দেখবে তা আমি তোমাকে ও তোমার বংশকে চিরকালের জন্য দেব। [১৬]আমি তোমার বংশের লোকদের দুনিয়ার ধূলিকণার মত অসংখ্য করব। দুনিয়ার ধূলিকণা যদি কেউ গুণে শেষ করতে পারে তবে তোমার বংশের লোকদেরও গোণা যাবে। [১৭]সারা দেশটা তুমি একবার ঘুরে এস, কারণ এই দেশটাই আমি তোমাকে দেব।"
[১৮]তখন ইব্রাম তাঁর তাম্বু তুলে নিলেন এবং হেবরন এলাকার মম্রি নামে একজন লোকের এলোন বনের কাছে তা খাটালেন। সেখানেও তিনি মাবুদের প্রতি একটা কোরবানগাহ্ তৈরী করলেন।

(পয়দায়েশ ১৫:১-৬ আয়াত) [১]এর পর মাবুদ ইব্রামকে দর্শনের মধ্য দিয়ে বললেন, "ইব্রাম, ভয় কোরো না। ঢালের মত করে আমিই তোমাকে রক্ষা করব, আর তোমার পুরস্কার হবে মহান।" [২]ইব্রাম বললেন, "হে মাবুদ, আমার মালিক, তুমি আমাকে কি দেবে? আমার তো কোন ছেলেমেয়ে নেই। আমার মৃত্যুর পরে দামেস্কের ইলীয়েষর আমার সম্পত্তির ওয়ারিশ হবে। [৩]তুমি কি আমাকে কোন সন্তান দিয়েছ? কাজেই আমার বাড়ীর একজন গোলামই তো আমার পরে আমার বিষয়-সম্পত্তির ওয়ারিশ হবে।" [৪]তখন মাবুদ ইব্রামকে

১৯ অধ্যায়

ইব্রাহিম, আল্লাহ্ পাকের বন্ধু; পয়দায়েশ ১১, ১২

বললেন, "না, ওয়ারিশ সে হবে না। তোমার নিজের সন্তানই তোমার সম্পত্তির ওয়ারিশ হবে।" [৫]পরে মাবুদ ইব্রামকে বাইরে নিয়ে গিয়ে বললেন, "আসমানের দিকে তাকাও এবং যদি পার ঐ তারাগুলো গুণে শেষ কর। তোমার বংশের লোকেরা ঐ তারার মতই অসংখ্য হবে।" [৬]**ইব্রাম মাবুদের কথার উপর ঈমান আনলেন আর মাবুদ সেইজন্য তাঁকে ধার্মিক বলে গ্রহণ করলেন।**

চমৎকার! ইব্রাম এবং তার স্ত্রী বয়স্ক ছিলেন এবং তাদের কোন সন্তান ছিল না। তারপরও আল্লাহ্ ইব্রামকে ওয়াদা করেই চলেছিলেন যে তার মধ্য দিয়ে একটি বড় জাতি আসবে। কিভাবে এটি হতে পারে? কিভাবে ইব্রাম একটি মহাজাতির পিতা হতে পারেন? শুধুমাত্র একটি উত্তরই আসতে পারে: মাবুদ আল্লাহ্ সব কিছু করতে পারেন! আল্লাহ্ মহান! কোন কিছুই তাঁর কাছে অসম্ভব না! যা আল্লাহ্ ওয়াদা করেন তা তিনি করে থাকেন।

ইব্রামের ক্ষেত্রে কি হয়েছিল? তিনি কি মাবুদের প্রতি ঈমান এনেছিলেন, যদিও মাবুদ তাকে একটি "অসম্ভব বিষয়ের" ওয়াদা করেছিলেন? কিতাব যা বলে তা শুনুন: **"ইব্রাম মাবুদের কথায় ঈমান এনেছিলেন এবং মাবুদের কাছে ধার্মিক বলে গ্রহণযোগ্য হয়েছিলেন!"** কত সুন্দর একটি বিষয়! আল্লাহ্ ইব্রামকে এমন ওয়াদা করেছিলেন যা মানুষের কাছে অসম্ভব। তারপরও ইব্রাম কিরূপ সাড়া দিয়েছিলেন? তিনি আল্লাহের ওয়াদায় ঈমান এনেছিলেন! তিনি আল্লাহের কর্মে ঈমান এনেছিলেন! ইব্রামের ঈমানের কারনে আল্লাহ্ তাকে ধার্মিক বলে গ্রহণ করেছিলেন।

এই সত্য বাধ্যতা তাদের হৃদয়কে শিহরিত করবে যারা আল্লাহের সামনে নিজেকে ধার্মিক দেখাতে চায়। কেন আল্লাহ্ ইব্রামকে ধার্মিক বলে গ্রহণ করেছিলেন? ইব্রাম কি ব্যাক্তিগতভাবে ধার্মিক ছিলেন? না! আমাদের পরবর্তী অধ্যায়নে আমরা দেখবো কিভাবে ইব্রামের হৃদয়ে গুনাহ্গারদের স্বভাব ছিল। ঠিক তার পূর্বপুরুষদের মত। তাহলে কেন আল্লাহ্ ইব্রামকে একজন ধার্মিক লোক বলে গ্রহণ করলেন? **আল্লাহ্ ইব্রামের ঈমানের কারনে তাকে ধার্মিক বলে গ্রহণ করলেন!**

আল্লাহের উপর ঈমান আনার অর্থ কি? আপনি হয়তো জানেন, নবীদের কিতাব হিব্রু ভাষায় লেখা হয়েছে। হিব্রু শব্দ অনুসারে **"ঈমান"** হচ্ছে **"আমান"** যেখান থেকে আমরা **আমিন** শব্দটি পেয়েছি। যখন আপনি বলছেন "আমিন" আপনি স্বাভাবিকভাবে বলছেন, "হ্যাঁ! এটি সত্যি" অথবা "হ্যাঁ, আমি এর সাথে একমত!" এর অর্থ হচ্ছে ঈমান আনা। যখন আল্লাহ্ ইব্রামকে ওয়াদা করেছিলেন তখন ইব্রামের হৃদয় সাড়া দিয়েছিল: "আমিন! হ্যাঁ, এটি সত্যি! আমি আপনার কালামে ঈমান এনেছি!" **এই "আমিনের" উপর ভিত্তি করে ইব্রামকে আল্লাহ্ ধার্মিক বলে গ্রহণ করেছিলেন।**

আপনার ক্ষেত্রে আপনি কি মনে করেন? আপনি কি চান, আল্লাহ্ ইব্রামকে যেমন ধার্মিকরূপে গ্রহণ করেছিলেন, তিনি আপনাকেও সেইরূপে ধার্মিক বলে গ্রহণ করুক? তাহলে ইব্রামের মত আপনাকেও আল্লাহ্‌র কালামে ইমান আনতে হবে। আল্লাহ্ যা বলে তা যদি কঠিনও হয় তার উপর আপনাকে ঈমান আনতে হবে। আপনার আল্লাহ্‌র সত্য কালামে ঈমান আনতে হবে যদিও আপনার আত্মিয়-স্বজন অথবা বন্ধু তাতে ঈমান নাও আনতে পারে। আল্লাহ্ তাঁর ধার্মিকতার পোশাক আপনাকে পড়াতে চান এবং তাঁর পাক-উপস্থিতিতে আপনাকে থাকার অধিকার দিতে চান, কিন্তু আপনাকে তাঁর কালামে ঈমান আনতে হবে। কিতাব বলে,

"ঈমান ছাড়া আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা অসম্ভব" (ইবরানী ১১:৬ আয়াত) "আল্লাহ্‌র রহমতে **ঈমানের মধ্য দিয়ে** তোমরা নাজাত পেয়েছ। এটা তোমাদের নিজেদের দ্বারা হয় নি, তা আল্লাহরই দান। এটা **কাজের ফল হিসাবে** দেওয়া হয় নি, যেন কেউ গর্ব করতে না পারে।"(ইফিষীয় ২:৮,৯ আয়াত) তাহলে আমাদের পূর্বপুরুষ ইব্রাহিমের বিষয়ে আমরা কি বলব? এই ব্যাপারে তিনি কি দেখেছিলেন? কাজের জন্যই যদি ইব্রাহিমকে ধার্মিক বলে গ্রহণ করা হয়ে থাকে তবে তো তাঁর গর্ব করবার কিছু আছেই। কিন্তু আল্লাহ্‌র সামনে

১৯ অধ্যায়

ইব্রাহিম, আল্লাহ্‌ পাকের বন্ধু; পয়দায়েশ ১১, ১২

তাঁর গর্ব করবার কিছুই নেই। পাক-কিতাবে লেখা আছে, **“ইব্রাহিম আল্লাহ্‌র কথার উপর ঈমান আনলেন আর সেইজন্য আল্লাহ্‌ তাঁকে ধার্মিক বলে গ্রহণ করলেন।”**

আল্লাহ্‌ যা বলেছিলেন, ইব্রাম তাতে ঈমান এনেছিলেন। এই কারনে আল্লাহ্‌ তাকে তার প্রকৃত ধার্মিকতা দান করেছিলেন। আর এই বিষয়টিতে সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে ইব্রামের জন্য যে কথাটা আল্লাহ্‌ বলেছিলেন, “ঈমানের দ্বারা ইব্রামকে ধার্মিক বলে গ্রহণ করা হলো” তা শুধুমাত্র ইব্রামের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। আমাদের ক্ষেত্রেও এ কথাটি প্রযোজ্য হতে পারে। **আল্লাহ্‌ তার নিখুত ধার্মিকতা আমাদেরকে দিবেন যদি আমরা আল্লাহ্‌র সুখবরে ঈমান আনি**। আমরা যদি সেই নাজাতদাতার উপর ঈমান আনি যিনি ইব্রামের বংশের মধ্য দিয়ে দুনিয়াতে এসেছিলেন।

আপনার ক্ষেত্রে আপনি কি মনে করেন? **আপনি কি সত্যিই আল্লাহ্‌র উপর ঈমান এনেছেন?** আমরা এই কথা জিজ্ঞেস করছি না, আপনি কি বিশ্বাস করেন **আল্লাহ্‌ আছেন** কিংবা আপনি কি বিশ্বাস করেন **আল্লাহ্‌ এক**। কিতাবে এই ধরনের বিশ্বাস সম্পর্কে বলে: <u>তুমি বিশ্বাস কর যে আল্লাহ্‌ এক, তাই না? খুব ভাল! কিন্তু **ভূতেরাও তো তা বিশ্বাস করে** এবং ভয়ে কাঁপে।</u> (ইয়াকুব ২:১৯ আয়াত) শয়তানও জানে একজনই আল্লাহ্‌ আছেন। আপনি যদি বিশ্বাস করেন আল্লাহ্‌ এক, তাতে আল্লাহ্‌ আপনার গুনাহ্‌ ক্ষমা করে দিবেন না এবং আপনাকে ধার্মিক বলে গ্রহণ করবেন না। আল্লাহ্‌ চান যেন আপনি তাঁর **কালামে ঈমান আনেন এবং তা গ্রহণ করেন**। আল্লাহ্‌ নবীদের লিখনী দ্বারা আপনার সাথে কথা বলতে চান। তিনি চান যেন আপনি নাজাতের সুখবরে ঈমান আনেন যা আপনাকে চিরকালের জন্য ধার্মিক করবে, আপনি হবেন “পবিত্র একজন”। প্রিয় বন্ধু, আল্লাহ্‌কি **তাঁর ধার্মিকতার** পোশাক আপনাকে পড়িয়েছেন? নাকি আপনি শুধুমাত্র ধর্মের পোশাক পড়ে আছেন? আপনি কি আল্লাহ্‌র ঈমানযোগ্য কালাম পড়ছেন? নাকি মানুষের কথা শুনছেন? আপনি কি জানেন পাক কিতাব নাজাতের ধার্মিকতার পথ সম্পর্কে কি ঘোষণা করছে যা আল্লাহ্‌ প্রতিষ্ঠা করেছেন? আপনি কি তা গ্রহণ করেছেন?

ইব্রাম আল্লাহ্‌র কালামে ঈমান এনেছিলেন, তার সাথে সাথে আত্মিয়-স্বজন এবং তার আব্বার ধর্ম থেকে আলাদা হয়েছিলেন। এর কারনে তাকে **“আল্লাহ্‌ পাকের বন্ধু”** বলা হয়। পাক কিতাব বলে<u>: “ইব্রাহিম আল্লাহ্‌র কথার উপর ঈমান আনলেন আর সেইজন্য আল্লাহ্‌ তাকে **ধার্মিক** বলে গ্রহণ করলেন। সেইজন্য তাঁকে **আল্লাহ্‌র বন্ধু** বলে ডাকা হয়েছিল।”</u> (ইয়াকুব ২:২৩) আপনি আপনার ক্ষেত্রে কি ভাবছেন? আপনি কি আল্লাহ্‌র বন্ধু?

আজকে এখানেই আমাদের থামতে হবে। আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ এবং আপনাকে আমন্ত্রন জানাচ্ছি আমাদের পরের অনুষ্ঠানে, যেখানে আমরা ইব্রাম এবং ইসমাইল সম্পর্কে আলোচনা করবো...

আপনি যেভাবে আল্লাহ্‌র এই মহান আয়াত চিন্তা করেন সেই ভাবে তিনি আপনার মঙ্গল করুন:

<u>“ইব্রাহিম আল্লাহ্‌র কথার উপর ঈমান আনলেন আর সেইজন্য আল্লাহ্‌ তাকে ধার্মিক বলে গ্রহণ করলেন। সেইজন্য তাঁকে আল্লাহ্‌র বন্ধু বলে ডাকা হয়েছিল।”</u> (ইয়াকুব ২:২৩)

২০ অধ্যায়
ইব্রাহিম এবং ইসমাইল; পয়দায়েশ ১৬ ,১৭

শ্রোতা বন্ধু, আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হউক।

আমরা আপনাকে আল্লাহ্‌র নামে শুভেচ্ছা জানাই। তিনি শান্তির প্রভু। তিনি তার তৈরীকৃত ধার্মিকতার পথ এবং তাঁর সত্যময় শান্তি সম্পর্কে আমাদের জানাতে চান। আজকে আপনার অনুষ্ঠান "ধার্মিকতার পথ" আবারো উপস্থাপন করতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত।

দুই অধ্যায় আগে, আমরা কিতাব থেকে ইব্রামের কাহিনী সম্পর্কে দেখেছি। প্রথমে, ইব্রাহিমের নাম ইব্রাহিম ছিল না কিন্তু ইব্রাম ছিল। আজকের এই অনুষ্ঠানে আমরা আবিষ্কার করবো কেন আল্লাহ্ **ইব্রামের নাম পরিবর্তন করে ইব্রাহিম রেখেছিলেন**।

আজকের অধ্যায়নের প্রথম অংশ একটি **দুঃখের কাহিনী** যা আমাদের প্রকাশ করে ইব্রাম এমন কাজ করেছিলেন যা আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করেনি। কিছু লোকেরা মনে করে আল্লাহ্‌র লোকেরা কখনো গুনাহ্ করে না। কিন্তু আল্লাহ্‌র কালাম আমাদের ঘোষণা দেয়: "সবাই সমান, কারণ **সবাই গুনাহ্ করেছে** এবং আল্লাহর প্রশংসা পাবার অযোগ্য হয়ে পড়েছে।" (রোমীয় ৩:২২, ২৩ আয়াত) এবং "যদি বলি আমরা গুনাহ করি নি তবে আমরা তাঁকে মিথ্যাবাদী বানাই, আর তাঁর কালাম আমাদের অন্তরে নেই।" (১ ইউহোন্না ১:১০ আয়াত) আমরা ইতিমধ্যে দেখেছি যে আদমের গুনাহ্ কিভাবে সবার মাঝে ছড়িয়ে গিয়েছে–যুবক এবং বৃদ্ধ, পুরুষ এবং মহিলা, অইহুদী এবং নবী, সবার মাঝে। শুধুমাত্র একজন লোক যার মধ্যে আদমের গুনাহ্ প্রবেশ করতে পারেনি। তিনি হচ্ছেন পবিত্র নাজাতদাতা যিনি দুনিয়াতে এসেছেন গুনাহ্‌গারদের রক্ষা করার জন্য। তার মধ্যে গুনাহ্ প্রবেশ করতে পারেনি কারণ তিনি উপর থেকে এসেছিলেন এবং তিনি আল্লাহ্‌র উপস্থিতিতে পবিত্র একজন।

শেষ দুই অধ্যায়ে, আমরা দেখছি যে, কিভাবে আল্লাহ্ ইব্রামকে একটি মহাজাতির ওয়াদা করেছিলেন, যার মধ্য দিয়ে নাজাতদাতা দুনিয়াতে আসবেন। ইব্রাম এবং তার স্ত্রী দুইজনই বয়স্ক ছিলেন এবং তাদের কোন সন্তান ছিল না। তারপরও ইব্রাম আল্লাহ্‌র কালামে অবিশ্বাস করেননি। যাইহোক, আমরা আজকে দেখবো যে দশ বছর পর, ইব্রামকে বংশের বিষয়ে আল্লাহ্ যে ওয়াদা করেছিলেন সেই বিষয়ে ইব্রাম **আল্লাহ্‌কে "সাহায্য" করার** চেষ্টা করেছিলেন। ইব্রাম তার অজান্তে যা করেছিলেন তা অনেক সমস্যার কারণ হয়েছিল।

আমরা তৌরাত পড়ে দেখি যে, ইব্রাম এবং তার স্ত্রী সারী পুত্র দেওয়ার বিষয়ে আল্লাহ্‌র ওয়াদা পূর্ন করার জন্য কি করেছিলেন। পয়দায়েশের ষোল অধ্যায়ে, কিতাব বলে:

> (পয়দায়েশ ১৬:১-৬) [১]ইব্রামের স্ত্রী সারীর তখনও কোন ছেলেমেয়ে হয় নি। হাজেরা নামে তাঁর একজন মিসরীয়
> বাঁদী ছিল। [২]একদিন সারী ইব্রামকে বললেন, "দেখ, মাবুদ আমাকে বন্ধ্যা করেছেন। সেইজন্য তুমি আমার বাঁদীর
> কাছে যাও। হয়তো তার মধ্য দিয়ে আমি সন্তান লাভ করব।" ইব্রাম সারীর কথায় রাজী হলেন। [৩]তাই কেনান
> দেশে ইব্রামের দশ বছর কেটে যাওয়ার পর সারী তাঁর মিসরীয় বাঁদী হাজেরার সংগে ইব্রামের বিয়ে দিলেন।
> [৪]ইব্রাম হাজেরার কাছে গেলে পর সে গর্ভবতী হল। যখন হাজেরা বুঝতে পারল যে, সে গর্ভবতী হয়েছে তখন সে
> তার বেগম সাহেবাকে তুচ্ছ করতে লাগল। [৫]এতে সারী ইব্রামকে বললেন, "আমার প্রতি তার এই অন্যায়ের জন্য
> আসলে তুমিই দায়ী। আমার এই বাঁদীকে আমি তোমার বিছানায় তুলে দিয়েছিলাম, কিন্তু এখন গর্ভবতী হয়েছে
> জেনে সে আমাকে তুচ্ছ করতে শুরু করেছে। তাহলে তোমার ও আমার মধ্যে কে দোষী তা এখন মাবুদই বিচার
> করুন।" [৬]জবাবে ইব্রাম সারীকে বললেন, "দেখ, তোমার বাঁদী তো তোমার হাতেই আছে। তোমার যা ভাল মনে
> হয় তার প্রতি তুমি তা-ই কর।" তখন সারী হাজেরার প্রতি এমন নিষ্ঠুর ব্যবহার করতে লাগলেন যে, হাজেরা
> তাঁর কাছ থেকে পালিয়ে গেল।

২০ অধ্যায়

ইব্রাহিম এবং ইসমাইল; পয়দায়েশ ১৬ ,১৭

এইভাবে, আমরা দেখতে পাই, ইব্রামের গুনাহের কারনে কিভাবে তিক্ততা জন্ম নিয়েছিল এবং তার ঘরে অশান্তি সৃষ্টি করেছিল। হাজেরার গর্ভ হয়েছিল বলে সারী হাজেরাকে হিংসা করতো। হাজেরা সারীর ব্যাবহারে হতাশ ছিল। এইভাবে হাজেরা সারীর কাছ থেকে পালিয়ে যায়।

তারপর, কিতাব বলে:

> (পয়দায়েশ ১৬:৭-১২ আয়াত) [৭]পথে মরুভূমির মধ্যে একটা পানির ঝর্ণার কাছে মাবুদের ফেরেশতা হাজেরাকে দেখতে পেলেন। ঝর্ণাটা ছিল শূর নামে একটা জায়গায় যাবার পথে। [৮]ফেরেশতা বললেন, "সারীর বাঁদী হাজেরা, তুমি কোথা থেকে আসছ আর কোথায়ই বা যাচ্ছ?" জবাবে হাজেরা বলল, "আমি আমার বেগম সাহেবা সারীর কাছ থেকে পালিয়ে যাচ্ছি।" [৯]তখন মাবুদের ফেরেশতা বললেন, "তোমার বেগম সাহেবার কাছে ফিরে গিয়ে আবার তার অধীনতা স্বীকার করে নাও।" [১০]তিনি তাকে আরও বললেন, "আমি তোমার বংশের লোকদের সংখ্যা এমন বাড়িয়ে তুলব যে, **তাদের সংখ্যা গুণে শেষ করা যাবে না**।" [১১]তিনি তাকে আরও বললেন, "দেখ, তুমি গর্ভবতী। তোমার একটি ছেলে হবে। আর সেই ছেলেটির নাম তুমি **ইসমাইল** (যার মানে 'আল্লাহ্ শোনেন') রাখবে, কারণ তোমার দুঃখের কান্নায় মাবুদ কান দিয়েছেন। [১২]তবে মানুষ হলেও সে বুনো গাধার মত হবে। সে সকলকে শত্রু করে তুলবে আর অন্যেরাও তাকে শত্রু বলে মনে করবে। **সে তার ভাইদের দেশের কাছে বাস করবে**।"

তাই হাজেরা ফেরেশতার কথামত তার বেগম সাহেবার কাছে ফিরে গেলেন। "পরে হাজেরার একটি ছেলে হল, আর ইব্রাম ছেলেটির নাম দিলেন ইসমাইল। ইব্রামের ছিয়াশি বছর বয়সে ইসমাইলের জন্ম হয়েছিল।" (পয়দায়েশ ১৬:১৫, ১৬ আয়াত) এইভাবে, **ইসমাইল** জন্ম গ্রহণ করলেন। ইসমাইল হচ্ছে সমস্ত আরবীয়দের আদিপিতা। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, আল্লাহ্ ইসমাইলের বিষয়ে চিন্তা করেছিলেন এবং তাকে নিয়ে পরিকল্পনা করেছিলেন, কিন্তু ইসমাইল সেই সন্তান ছিল না যার বিষয়ে আল্লাহ্ ওয়াদা করেছিলেন। ইব্রামের মাধ্যমে একটি নতুন জাতি উৎপন্ন করার পরিকল্পনা আল্লাহ্ পরিবর্তন করেনি। আল্লাহ্ যা ওয়াদা করেন তা সবসময়ই আল্লাহ্ পূর্ণ করেন যদিও আমরা অনেক সময় তাকে ধিরগতীসম্পন্ন ভেবে থাকি। এইভাবে, আমরা দেখতে পাই, ইসমাইলের জন্মের তের বৎসর পর্যন্ত আল্লাহ্ ইব্রামকে কিছু বলেন নি, কিন্তু তের বছর পর আল্লাহ্ হঠাৎ করে ইব্রামের সাথে আবারো কথা বলেছিলেন।

আসুন আমরা সতের অধ্যায় পাঠ করি এবং দেখি আল্লাহ্ তের বৎসর নিশ্চুপ থাকার পর ইব্রামকে কি বললেন। যা আমরা পড়তে যাচ্ছি তা খুবই চমৎকার। কিতাব বলে:

> (পয়দায়েশ ১৭:১-২১) [১]ইব্রামের বয়স যখন **নিরানব্বই বছর** তখন মাবুদ তাঁকে দেখা দিয়ে বললেন, "আমিই **সর্বশক্তিমান আল্লাহ্**। তুমি আমার সংগে যোগাযোগ-সম্বন্ধ রাখ এবং আমার ইচ্ছামত চল। [২]**তোমার জন্য আমি আমার ব্যবস্থা স্থির করব আর তোমার বংশ অনেক বাড়িয়ে দেব**।" [৩]এতে ইব্রাম সেজদায় পড়লেন, আর আল্লাহ্ তাঁর সংগে কথা বলতে লাগলেন। [৪]তিনি বললেন, "তোমার জন্য আমার এই ব্যবস্থাতে আমার যা করবার রয়েছে তা এই: তুমি অনেক জাতির পিতা হবে। [৫]তোমাকে ইব্রাম (যার মানে 'মহান পিতা') বলে আর ডাকা হবে না, কিন্তু এখন থেকে তোমার নাম হবে ইব্রাহিম (যার মানে 'অনেক লোকের পিতা'); কারণ আমি তোমাকে অনেকগুলো জাতির আদিপিতা করে রেখেছি। [৬]আমি তোমার বংশ অনেক বাড়িয়ে দেব। তোমার মধ্য থেকে আমি অনেক জাতি সৃষ্টি করব, আর তোমার মধ্য থেকে অনেক বাদশাহর জন্ম হবে। [৭]এই ব্যবস্থার সম্বন্ধ যে কেবল তোমার আর আমার মধ্যে চলবে তা নয়; তা চলবে তোমার সন্তানদের ও আমার মধ্যে বংশের পর বংশ ধরে। এটা হবে একটা চিরকালের ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থায় আমি তোমার এবং তোমার পরে তোমার বংশের

লোকদেরও আল্লাহ্‌ হলাম। [৮]যে কেনান দেশে তুমি এখন বিদেশী হয়ে বাস করছ তার সবটাই চিরকালের সম্পত্তি
হিসাবে আমি তোমাকে ও তোমার বংশকে দিলাম। আমি তাদের সকলেরই আল্লাহ্‌ হলাম।” [৯]আল্লাহ্‌ ইব্রাহিমকে
আরও বললেন, “এই ব্যবস্থায় তোমার যা করবার রয়েছে তা এই: তুমি ও তোমার সমস্ত সন্তান বংশের পর বংশ
ধরে এই ব্যবস্থা মেনে চলবে। [১০]আমার এই যে ব্যবস্থা, **যার চিহ্ন হিসাবে** তোমাদের প্রত্যেকটি পুরুষের খৎনা
করাতে হবে, তা তোমার ও তোমার বংশের লোকদের মেনে চলতে হবে। [১১]তোমাদের প্রত্যেকের পুরুষাংগের
সামনের চামড়া কেটে ফেলতে হবে। তোমার ও আমার মধ্যে এই যে ব্যবস্থা স্থির করা হল, এটাই হবে তার চিহ্ন।
[১২]বংশের পর বংশ ধরে তোমাদের প্রত্যেকটি পুরুষ সন্তানের জন্মের আট দিনের দিন এই খৎনা করাতে হবে।
তোমার বংশের কেউ না হয়ে তোমার বাড়ীর গোলাম হলেও তাদের সবাইকে এই খৎনা করাতে হবে, তা তারা
তোমার বাড়ীতে জন্মেছে এমন কোন গোলামের সন্তানই হোক বা টাকা দিয়ে বিদেশীর কাছ থেকে কিনে নেওয়া
গোলামই হোক। [১৩]আমি আবার বলছি, যে গোলাম তোমার বাড়ীতে জন্মেছে কিংবা যাকে টাকা দিয়ে কেনা
হয়েছে, তাদের প্রত্যেককে খৎনা করাতেই হবে। এটাই হবে তোমাদের শরীরে আমার চিরকালের ব্যবস্থার চিহ্ন।
[১৪]যে লোকের পুরুষাংগের সামনের চামড়া কাটা নয় তাকে তার জাতির মধ্য থেকে মুছে ফেলা হবে, কারণ সে
আমার ব্যবস্থা অমান্য করেছে।” [১৫]আল্লাহ্‌ ইব্রাহিমকে আরও বললেন, “তোমার স্ত্রী সারীকে আর সারী বলে ডাকবে
না। তার নাম হবে **সারা**। [১৬]আমি তাকে দোয়া করে তারই মধ্য দিয়ে তোমাকে একটা পুত্রসন্তান দেব। আমি
তাকে আরও দোয়া করব যাতে সে অনেক জাতির এবং তাদের বাদশাহ্‌দের আদিমাতা হয়।” **১৭**এই কথা শুনে
ইব্রাহিম মাটিতে উবুড় হয়ে পড়লেন এবং হেসে মনে মনে বললেন, “তাহলে সত্যিই একশো বছরের বুড়োর
সন্তান হবে, আর তা হবে নব্বই বছরের স্ত্রীর গর্ভে!” [১৮]পরে ইব্রাহিম আল্লাহ্‌কে বললেন, “আহা, ইসমাইলই যেন
তোমার রহমতে বেঁচে থাকে!” [১৯]তখন আল্লাহ্‌ বললেন, “তোমার স্ত্রী সারার সত্যিই ছেলে হবে, আর তুমি তার
নাম রাখবে ইসহাক (যার মানে ‘হাসা’)। **তার ও তার বংশের লোকদের জন্য আমি আমার চিরকালের ব্যবস্থা
চালু রাখব**। তবে **ইসমাইল সম্বন্ধে** তুমি যা বললে তা আমি শুনলাম। [২০]শোন, আমি তাকেও দোয়া করব এবং
অনেক সন্তান দিয়ে তার বংশের লোকদের সংখ্যা অনেক বাড়িয়ে দেব। সে-ও বারোজন গোষ্ঠী-নেতার আদিপিতা
হবে এবং **তার মধ্য থেকে আমি একটা মহাজাতি গড়ে তুলব**। [২১]**কিন্তু ইসহাকের জন্যই আমি আমার ব্যবস্থা চালু
রাখব**। সামনের বছর এই সময়ে সে সারার কোলে আসবে।”

এখানেই আমাদের আজকের কিতাব পাঠ থামাতে হবে। আমরা দেখেছি যে, কিভাবে ইব্রাম তার স্ত্রীর পরামর্শ গ্রহণ করলেন এবং তার বাদী হাজেরার সাথে বিছানায় শয়ন করলেন। ইব্রাম যা করেছিলেন তা ভুল ছিল। ইব্রাম এবং হাজেরার মধ্য দিয়ে যে সন্তান এসেছিল “ইসমাইল”, তিনি আল্লাহ্‌র ওয়াদাকৃত নতুন বংশের অংশ ছিলেন না। যাইহোক, মানুষের অবিশ্বস্ততা আল্লাহ্‌র বিশ্বস্ততায় বাধা দিতে পারে না। আমরা ইতিমধ্যে পড়েছি যে, আল্লাহ্‌ তাঁর ওয়াদার নিশ্চয়তা প্রকাশের জন্য ইব্রামকে নিরানব্বই বছর বয়সে আবারো দেখা দিলেন। তিনি বলেছিলেন, “আমি সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌....তুমি অনেক জাতির পিতা হবে। তোমাকে আর ইব্রাম বলে ডাকা হবে না; তোমাকে ইব্রাহিম বলে ডাকা হবে, যেহেতু আমি তোমাকে বহু জাতির পিতা করবো।” আল্লাহ্‌র পরিকল্পনা বজায় রাখতে আল্লাহ্‌ ইব্রামের নাম পরিবর্তন করে ইব্রাহিম রেখেছিলেন, যার অর্থ **বহুলোকের পিতা**। আল্লাহ্‌ সারীর নামও পরিবর্তন করে সারা রেখেছিলেন যার অর্থ **রাজকুমারী**।

এখানে কিছু বিষয় খুবই চমৎকার। এখানে আমরা এক বয়স্ক দম্পতি দেখতে পাই যারা কখনো সন্তান লাভ করেনি তাদের নাম ছিল ইব্রাম এবং সারী। এখন আল্লাহ্‌ তাদের নামের পরিবর্তে নতুন নাম ঘোষণা করলেন। ইব্রামের নতুন নাম ইব্রাহিম অর্থাৎ বহু লোকের পিতা এবং সারীকে বলা হবে সারা যার অর্থ রাজকুমারী। আল্লাহ্‌ ইব্রাহিম এবং সারাকে

একজন পুত্র সন্তান দিতে যাচ্ছিলেন যার মাধ্যমে একটি জাতি উৎপন্ন হবে। এই জাতির মাধ্যমে অনেক বাদশাহ্ এবং নবী আসবে আর অবশেষে দুনিয়ার নাজাত দাতা আসবে। সত্যিকার অর্থে, মাবুদ মহান এবং চিরকালের প্রশংসার যোগ্য। বহুকাল পরেও তিনি ইব্রাহিমকে দেওয়া ওয়াদা ভুলে যাননি।

তাহলে, যখন আল্লাহ্ ইব্রাহিমের এই বার্ধক্যের সময়ে একজন পুত্র সন্তানের ওয়াদা করলেন তখন ইব্রাহিম কি করেছিলেন? কিতাব বলে, "ইব্রাহিম তার মুখ নিচু করলো এবং হাসলো আর বলল, একশত বৎসর একজন বুড়োর দ্বারা কি একজন সন্তানের জন্ম সম্ভব? সারা কি নব্বই বৎসর বয়সে গর্ভ-ধারণ করতে পারবে?" ইব্রাহিম হেসেছিল! কিন্তু তিনি অবিশ্বাসের কারনে হাসেনি, তিনি হেসেছিলেন তার আনন্দের কারনে।

এইভাবে, কিতাব বলে:

> যখন পিতা হবার কোন আশাই ছিল না তখনও ইব্রাহিম আল্লাহ্‌র উপর আশা রেখে ঈমান এনেছিলেন। আল্লাহ্ তাঁকে বলেছিলেন, "তোমার বংশধরেরা আসমানের তারার মত অসংখ্য হবে।" আর সেই কথামতই ইব্রাহিম অনেক জাতির পিতা হয়েছিলেন। যদিও প্রায় একশো বছরের বুড়ো ইব্রাহিম বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁর শরীর অকেজো হয়ে গেছে আর বিবি সারারও সন্তান হবার বয়স আর নেই, তবুও ইব্রাহিমের ঈমান দুর্বল ছিল না। **"আল্লাহ্‌র ওয়াদা সম্বন্ধে তাঁর মনে কখনও কোন সন্দেহ আসে নি, বরং তিনি ঈমানে আরও বলবান হয়ে উঠে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করতেন। ইব্রাহিম সম্পূর্ণভাবে এই বিশ্বাস করতেন যে, আল্লাহ্ যা ওয়াদা করেছেন তা করবার ক্ষমতাও তাঁর আছে।"** (রোমীয় ৪:১৮-২১)

তারপরও, ইব্রাহিম তার বাদী হাজেরার ছেলে ইসমাইল সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলেন। আল্লাহ্ উত্তর দিয়েছিলেন,

> শোন, আমি তাকেও দোয়া করব এবং অনেক সন্তান দিয়ে তার বংশের লোকদের সংখ্যা অনেক বাড়িয়ে দেব। **সে-ও বারোজন গোষ্ঠী-নেতার আদিপিতা হবে এবং তার মধ্য থেকে আমি একটা মহাজাতি গড়ে তুলব। কিন্তু ইসহাকের জন্যই আমি আমার ব্যবস্থা চালু রাখব**। সামনের বছর এই সময়ে সে সারার কোলে আসবে... তার ও তার বংশের লোকদের জন্য আমি আমার চিরকালের ব্যবস্থা চালু রাখব।" (পয়দায়েশ ১৭:২০, ২১, ১৯ আয়াত)

এইভাবে, আল্লাহ্ নিশ্চিত করলেন যে কিভাবে ইসহাকের বংশের মধ্য দিয়ে তিনি নবীদের এবং নাজাতদাতাকে নিয়ে আসবেন। পরবর্তী অধ্যায়ে, আল্লাহ্‌র ইচ্ছায়, আমরা দেখবো যে কিভাবে মাবুদ ইব্রাহিম এবং সারাকে ওয়াদাকৃত পুত্র সন্তান **ইসহাককে** দিয়েছিলেন। সত্যিকার অর্থে, **আল্লাহ্ বিশ্বস্ত**। আল্লাহ্ যা ওয়াদা করেন তা তিনি রক্ষা করেন! কোন কিছুই তার কাছে অসম্ভব নয়। পবিত্র সুখবর {ইঞ্জিল} থেকে এই সুন্দর আয়াত শুনুন:

> আল্লাহ্‌র ধন অসীম। তাঁর জ্ঞান ও বুদ্ধি কত গভীর!
> তাঁর বিচার ও তাঁর সমস্ত কাজ বুঝা অসম্ভব।
> কে মাবুদের মন বুঝতে পেরেছে? আর কে-ই বা তাঁর পরামর্শদাতা হয়েছে?
> আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে কার দাবি আছে যে, তার দাবি তাঁকে মানতে হবে?
> সব কিছু তো তাঁরই কাছ থেকে ও তাঁরই মধ্য দিয়ে আসে এবং সব কিছু তাঁরই উদ্দেশে।
> **চিরকাল তাঁরই প্রশংসা হোক।"** আমিন। (রোমিয় ১১:৩৩-৩৬ আয়াত)

২০ অধ্যায়

ইব্রাহিম এবং ইসমাইল; পয়দায়েশ ১৬ ,১৭

সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ..... যেভাবে আপনি এই আয়াতের অর্থ খুজে দেখতে সম্মত হোন সেভাবে আল্লাহ্ আপনাকে রহমত দান করুন।

আমরা অবিশ্বস্ত হলেও তিনি বিশ্বস্ত থাকেন, কারণ তিনি নিজেকে অস্বীকার করতে পারেন না। (২ তিমথীয় ২:১৩ আয়াত)

২১ অধ্যায়
ইব্রাহিমঃ সাদুমের ধ্বংস এবং ইসহাকের জন্ম; পয়দায়েশ ১৮-২১

প্রিয় শ্রোতাবন্ধুগণ, আপনাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। ॥

আমরা আল্লাহ্‌র নামে আপনাদের শুভেচ্ছা জানাই, যিনি শান্তিদাতা মাবুদ, যিনি চান যেন প্রত্যেকে ধার্মিকতার পথ সম্পর্কে বুঝতে পারে ও সেই পথে নিজেদের সমর্পন করে যা তিনি স্থাপন করেছেন, এবং তাঁর মধ্যেই রয়েছে চিরকালের সত্যিকারের শান্তি। আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান *"ধার্মিকতার পথ"* উপস্থাপন করতে পেরে আমরা আজ সত্যিই অনেক খুশি।

তৌরাত শরীফ অধ্যয়ন করতে গিয়ে আমরা দেখেছি যে কিভাবে আল্লাহ প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে ইব্রাহিমকে তিনি একটি নতুন জাতির পিতা তৈরী করবেন যার মধ্যে দিয়ে আল্লাহর নবীগণ এবং পৃথিবীর নাজাতদাতা আসবেন। যাইহোক, গল্পের এই সময় পর্যন্ত, সারী, ইব্রাহিমের স্ত্রীর কোন সন্তান ছিল না এবং সারী ও ইব্রাহিম উভয়েরই অনেক বয়স হয়ে গিয়েছিল।

আজকে আমরা অরেকটি মজাদার গল্প শুনবো। গল্পের শুরুতেই আমরা তিনজন লোককে দেখতে পাব যারা ইব্রাহিমের সাথে দেখা করতে এসেছিলেন। যাইহোক, এই তিনজন ব্যক্তি সাধারন মানুষের চেয়েও বেশি কিছু ছিলেন। তাদের মধ্যে দুইজন ছিলেন ফেরেস্তা এবং অন্যজন ছিলেন মাবুদ আল্লাহ-পাক নিজেই! অনেকেই বলবেন যে আল্লাহ-পাক মানুষরুপে ইব্রাহিমের কাছে আসতে পারেন না, কিন্তু তারা হয়তো ভুলে গেছেন যে আল্লাহ-পাক মহান এবং তাঁর কাছে কোন কিছুই কঠিন নয়। আল্লাহ-পাক সবকিছু করতে পারেন, শুধুমাত্র অধার্মিকতার কাজ ছাড়া।

আজকে আমরা তৌরাত শরীফ থেকে চারটি রুকু পড়তে যাচ্ছি। পয়দায়েশ পুস্তকের আঠারো নাম্বার রুকুতে লেখা আছেঃ

*(পয়দায়েশ ১৮) ১**ইব্রাহিম** যখন মম্রির এলোন বনের কাছে বাস করছিলেন তখন মাবুদ একদিন **তাঁকে দেখা দিয়েছিলেন**। ইব্রাহিম সেই দিন দুপুরের রোদে তাঁর তাম্বুর দরজায় বসে ছিলেন। ২-৩এমন সময় তিনি চোখ তুলে দেখলেন, তাঁর সামনে কিছুটা দূরে **তিনজন** লোক দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁদের দেখামাত্র তিনি তাম্বুর দরজার কাছ থেকে দৌড়ে গিয়ে মাটিতে উবুড় হয়ে তাঁদের সালাম জানিয়ে বললেন, "দেখুন, যদি অসুবিধা না হয় তবে দয়া করে আপনার এই গোলামকে পাশ কাটিয়ে চলে যাবেন না। ৪আমি একটু পানি আনিয়ে দিচ্ছি, আপনারা পা ধুয়ে নিন। তারপর আপনারা এই গাছের তলায় একটুক্ষণ বিশ্রাম করুন। ৫আপনাদের এই গোলামের এখানে যখন এসেছেন তখন আমি কিছু খাবার নিয়ে আসি, তাতে সতেজ হয়ে আপনারা আবার যাত্রা করতে পারবেন।" জবাবে তাঁরা বললেন, "খুব ভাল, আপনি যা বললেন তা-ই করুন।" ৬ইব্রাহিম তখনই তাম্বুর ভিতরে গিয়ে সারাকে বললেন, "তাড়াতাড়ি করে আঠারো কেজি ভাল ময়দা নিয়ে মেখে কিছু রুটি তৈরী করে দাও।" ৭ইব্রাহিম তারপর দৌড়ে গিয়ে গরুর পাল থেকে ভাল দেখে একটা কচি বাছুর নিয়ে তাঁর গোলামকে দিলেন। সেই গোলামও তাড়াতাড়ি সেটা রান্না করতে নিয়ে গেল।৮পরে ইব্রাহিম দই, টাটকা দুধ এবং রান্না করা গোশ্‌ত নিয়ে তাঁদের পরিবেশন করলেন। তাঁরা যখন খাচ্ছিলেন তখন ইব্রাহিম তাঁদের পাশে গাছের তলায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। ৯তাঁরা ইব্রাহিমকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনার স্ত্রী সারা কোথায়?" তিনি বললেন, "তাম্বুর ভিতরে আছেন।" ১০তখন **তাঁদের মধ্যে একজন** বললেন, **"সামনের বছর এই সময়ে আমি নিশ্চয়ই আপনার কাছে আবার আসব। তখন আপনার স্ত্রী সারার কোলে একটি ছেলে থাকবে।"** সারা ইব্রাহিমের পিছনে তাম্বুর দরজার কাছ থেকে সব কথা শুনছিলেন। ১১তখন ইব্রাহিম আর সারার অনেক বয়স হয়ে গিয়েছিল এবং সারার ছেলেমেয়ে হবার বয়স আর ছিল না।১২তাই সারা মনে মনে হেসে বললেন, "আমার স্বামী এখন বুড়ো হয়ে গেছেন আর আমিও ক্ষয় হয়ে*

এসেছি; সহবাসের আনন্দ কি আবার আমার কাছে ফিরে আসবে?” ১৩তখন মাবুদ ইব্রাহিমকে বললেন, “সারা কেন এই কথা বলে হাসল যে, এই বুড়ো বয়সে সত্যিই কি তার সন্তান হবে? ১৪মাবুদের কাছে অসম্ভব বলে কি কিছু আছে? সামনের বছর ঠিক এই সময়ে আমি আবার তোমার কাছে ফিরে আসব আর তখন সারার কোলে একটি ছেলে থাকবে।” ১৫সারা তখন ভয় পেয়ে হাসবার কথা অস্বীকার করে বললেন, “না, আমি তো হাসি নি।” কিন্তু মাবুদ বললেন, “তা সত্যি নয়; তুমি হেসেছ বৈকি!”

*”২০তারপর মাবুদ বললেন, **“সাদুম ও আমুরার বিরুদ্ধে ভীষণ হৈ চৈ চলছে, আর তাদের গুনাহ্‌ও জঘন্য রকমের।** ২১সেইজন্য আমি এখন নীচে গিয়ে দেখতে চাই যে, তারা যা করেছে বলে আমি শুনছি তা সত্যিই অতটা খারাপ কি না। আর যদি তা না হয় তাও আমি জানতে পারব।” ২২তখন অন্য দু’জন ঘুরে সাদুমের দিকে চলতে লাগলেন আর **ইব্রাহিম মাবুদের সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন**। ২৩পরে ইব্রাহিম মাবুদের দিকে কিছুটা এগিয়ে গিয়ে বললেন, “কিন্তু আপনি কি খারাপ লোকদের সংগে সৎ লোকদেরও মুছে ফেলবেন? ২৪শহরের মধ্যে যদি পঞ্চাশজন সৎ লোক থাকে তবে সেই পঞ্চাশজনের দরুন গোটা শহরটাকে রেহাই না দিয়ে কি সত্যিই আপনি তা ধ্বংস করে ফেলবেন? ২৫এটা আপনার পক্ষে অসম্ভব। সৎ আর খারাপের প্রতি একই রকম ব্যবহার করে তাদের একসংগে মেরে ফেলা যে আপনার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। **সমস্ত দুনিয়ার যিনি বিচারকর্তা তিনি কি ন্যায়বিচার না করে পারেন?”** ২৬তখন মাবুদ বললেন, “যদি সাদুম শহরে **পঞ্চাশজনও** সৎ লোক পাওয়া যায়, তবে তাদের দরুন গোটা শহরটাকেই আমি রেহাই দেব।” ২৭ইব্রাহিম বললেন, “দেখুন, আমি ধুলা ও ছাই ছাড়া আর কিছুই নই, তবুও আমি সাহস করে আমার মালিকের সংগে কথা বলছি। ২৮ধরুন, যদি পঞ্চাশজন সৎ লোক না হয়ে পাঁচজন কম হয় তাহলে কি সেই পাঁচজন কম হওয়ার জন্য আপনি গোটা শহরটা ধ্বংস করে ফেলবেন?” তিনি বললেন, “আমি যদি সেখানে **পঁয়তাল্লিশজনকেও** পাই তবে আমি তা ধ্বংস করব না।”২৯ইব্রাহিম তাঁকে আবার বললেন, “ধরুন, যদি সেখানে মাত্র চলি-শজন সৎ লোক পাওয়া যায়?” তিনি বললেন, “সেই **চলি-শজনের** জন্যই আমি তা ধ্বংস করব না।” ৩০ইব্রাহিম বললেন, “আমার মালিক যেন আমার কথায় অসন্তুষ্ট না হন। আচ্ছা, যদি সেখানে **ত্রিশজন**কে পাওয়া যায়?” তিনি বললেন, “যদি আমি ত্রিশজনকেও সেখানে পাই তবে আমি তা ধ্বংস করব না।” ৩১ইব্রাহিম বললেন, “আমি যখন সাহস করে দীন-দুনিয়ার মালিকের সংগে কথা বলছি তখন আরও বলছি, যদি সেখানে **বিশজনকে** পাওয়া যায়?” তিনি বললেন, “সেই বিশজনের জন্যই আমি তা ধ্বংস করব না।” ৩২তখন ইব্রাহিম বললেন, “আমার মালিক যেন অসন্তুষ্ট না হন, আমি আর একবার মাত্র বলছি, যদি সেখানে **দশজন**কে পাওয়া যায়?” তিনি বললেন, “সেই দশজনের জন্যই আমি তা ধ্বংস করব না।” ৩৩ইব্রাহিমের সংগে কথা বলা শেষ করে মাবুদ সেখান থেকে চলে গেলেন আর ইব্রাহিমও তাঁর বাড়ীতে ফিরে গেলেন।*

*(পয়দায়েশ ১৯) ১সেই দিনই সন্ধ্যাবেলায় সেই দু’জন ফেরেশতা **সাদুম** শহরে গিয়ে পৌঁছালেন। **লুত** তখন শহরের সদর দরজার কাছে বসে ছিলেন। তাঁদের দেখে তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং মাটিতে উবুড় হয়ে সালাম জানিয়ে বললেন, ২“দেখুন, আর এগিয়ে না গিয়ে আপনারা দয়া করে আপনাদের এই গোলামের ঘরে আসুন এবং হাত-পা ধুয়ে নিয়ে রাতটুকু কাটান। খুব ভোরে উঠেই না হয় আবার চলতে শুরু করবেন।” জবাবে তাঁরা বললেন, “না, আমরা এই শহর-চকেই রাত কাটাব।” ৩কিন্তু লুত যখন খুব সাধাসাধি করতে লাগলেন তখন তাঁরা তাঁর সংগে গিয়ে তাঁর বাড়ীতে ঢুকলেন। পরে লুত খামিহীন রুটি সেঁকে তাঁদের জন্য একটা মেজবানীর আয়োজন করলেন, আর তাঁরাও খাওয়া-দাওয়া করলেন। ৪কিন্তু তাঁরা শুতে যাবার আগেই সাদুম শহরের সব জোয়ান ও বুড়োরা এসে বাড়ীটা ঘেরাও করল। ৫তারা লুতকে ডেকে বলল, “আজ রাতে যে দু’জন লোক তোমার এখানে*

এসেছে তারা কোথায়? তাদের বের করে আমাদের কাছে নিয়ে এস। আমরা ঐ দু'জন পুরুষের সংগে জেনা করব।"

সাদুমের অনেক লোক সমকামী ছিল এবং বিপথগামী হয়ে আল্লাহর বিরুদ্ধে গুনাহ করলো। (রোমীয় ১ঃ২৬,২৭ আয়াত দেখুন)

*(পয়দায়েশ ১৯) ৬তখন লূত দরজার বাইরে লোকদের সামনে গেলেন এবং তাঁর পিছনে দরজা বন্ধ করে দিয়ে বললেন, ৭"ভাইয়েরা আমার, আমি তোমাদের অনুরোধ করছি, **তোমরা এই রকম খারাপ কাজ কোরো না।** ৮দেখ, আমার দু'টি মেয়ে আছে। তারা কখনও কোন পুরুষের সংগে থাকে নি। তাদের আমি তোমাদের কাছে বের করে নিয়ে আসছি। তাদের সংগে তোমরা যা খুশী কর, কিন্তু এই লোকদের উপর কিছু কোরো না, কারণ তাঁরা আমার ঘরে আশ্রয় নিয়েছেন।" ৯কিন্তু তারা বলল, "যা, যা, পথ থেকে সরে দাঁড়া!" তারা আরও বলল, "লোকটা আমাদের এখানে এসেছে বিদেশী হিসাবে, আর তারপর থেকে আমাদের উপর কেবল মোড়লি করে বেড়াচ্ছে। এখন আমরা ওদের চেয়েও তোর সংগে আরও খারাপ ব্যবহার করব।" এই বলে তারা এগিয়ে গিয়ে ঘরের দরজাটা ভেংগে ফেলবার উদ্দেশ্যে লূতকে ভীষণভাবে ঠেলতে লাগল। ১০তখন সেই দু'জন লোক হাত বাড়িয়ে লূতকে ঘরের ভিতরে টেনে নিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। ১১তারপর তাঁরা আলোর ঝলক দিলেন, আর তাতে দরজার বাইরে দাঁড়ানো জোয়ান ও বুড়ো লোকেরা হঠাৎ চোখে আর দেখতে পেল না। ফলে সেই লোকগুলো দরজা খুঁজতে খুঁজতে হয়রান হয়ে পড়ল। ১২পরে সেই দু'জন লোক লূতকে জিজ্ঞাসা করলেন, "এই শহরে তোমার জামাই, ছেলে, মেয়ে কিংবা আর কোন আত্মীয়-স্বজন আছে কি? তাদের সবাইকে নিয়ে এই জায়গা থেকে তুমি বের হয়ে যাও, **১৩কারণ এই এলাকা ধ্বংস করে ফেলবার জন্য আমরা তৈরী হয়ে আছি। এই এলাকার লোকদের বিরুদ্ধে মাবুদের কাছে এত ভীষণ হৈ চৈ হচ্ছে যে, তিনি তা ধ্বংস করবার জন্য আমাদের পাঠিয়ে দিয়েছেন।"** ১৪তখন লূত বাইরে গিয়ে যারা তাঁর জামাই হবে তাদের বললেন, "তোমরা তাড়াতাড়ি এই জায়গা ছেড়ে চলে যাও, কারণ মাবুদ এই শহরটা ধ্বংস করবার জন্য তৈরী হয়ে আছেন।" কিন্তু তারা মনে করল তিনি তামাশা করছেন। ১৫সকাল হলে পর সেই ফেরেশতারা লূতকে তাগাদা দিয়ে বললেন, "শীঘ্র কর। তোমার স্ত্রী এবং তোমার দুই মেয়ে যারা এখানে আছে তাদের নিয়ে বের হয়ে যাও। তা না হলে যে গজব এই শহরের উপর নেমে আসছে তুমিও তার মধ্যে পড়ে ধ্বংস হয়ে যাবে।" ১৬লূত কিন্তু যাই-যাচ্ছি করতে লাগলেন। কিন্তু মাবুদের রহমত তাঁর উপর ছিল বলে সেই দু'জন তাঁর এবং তাঁর স্ত্রী ও মেয়েদের হাত ধরে টেনে শহরের বাইরে নিয়ে আসলেন। ১৭সবাইকে বের করে নিয়ে আসবার পর সেই দু'জনের একজন বললেন, **"বাঁচতে চাও তো পালাও। পিছনে তাকিয়ো না এবং এই সমভূমির কোন জায়গায় থেমো না। পাহাড়ে পালিয়ে যাও; তা না হলে তোমরাও মারা পড়বে।"***

***২৪তার পরেই মাবুদ আসমান থেকে সাদুম ও আমুরার উপর গন্ধক ও আগুনের বৃষ্টি শুরু করলেন।** ২৫তিনি সেই শহর দু'টি, সমস্ত সমভূমিটা, শহরের সমস্ত লোক এবং সেখানকার জমির উপর জন্মেছে এমন সব কিছু ধ্বংস করে দিলেন। **২৬লূতের স্ত্রী লূতের পিছনে পড়ে পিছন দিকে ফিরে তাকালেন, আর তাতে তিনি লবণের একটা থাম হয়ে গেলেন। ২৭পরের দিন ইব্রাহিম খুব ভোরে উঠে সেই জায়গায় গেলেন যেখানে আগের দিন তিনি মাবুদের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন।** ২৮তিনি নীচে সাদুম, আমুরা এবং সমস্ত সমভূমিটার দিকে তাকিয়ে দেখলেন যে, প্রকাণ্ড চুলা থেকে যেমন ধোঁয়া ওঠে তেমনি সেই সব এলাকা থেকে ধোঁয়া উঠছে। ২৯এইভাবে লূত যেখানে বাস করতেন আল্লাহ্‌ সেই সমভূমির শহরগুলো ধ্বংস করবার সময় ইব্রাহিমের কথা ভেবে লূতকে ঐখানকার বিপদের মাঝখান থেকে সরিয়ে এনেছিলেন।*

২১ অধ্যায়

ইব্রাহিমঃ সাদুমের ধ্বংস এবং ইসহাকের জন্ম; পয়দায়েশ ১৮-২১

এটি হচ্ছে সেই দুঃখজনক গল্প যে কিভাবে আল্লাহ-পাক আকাশ থেকে জ্বলন্ত গন্ধক ফেলে সাদুম ও আমুরা শহরের বিচার করেছিলেন। বর্তমানে ধ্বংসিত সাদুম শহর প্যালেস্টানেই (ইস্রায়েল) মৃত সাগরের তলদেশে রয়েছে। গুনাহ ধরে রাখা বা গুনাহের পিছনের চলা কখনোই একটি উত্তম সিদ্ধান্ত নয়। গুনাহের বিচার করার বিষয়ে আল্লাহ-পাক খুবই ভয়ানক!

এখন,আমাদের অনুষ্ঠানের বাকি সময়টুকুতে, আমরা তৌরাত শরীফের বাকি অংশটুকু দেখতে চাই যে আল্লাহ-পাক কিভাবে **ইব্রাহিম ও সারীকে একটি সন্তান দান করেন**, যার মধ্যে দিয়ে তাঁর করা অনেক আগের **ওয়াদা পূর্ণ হয়েছিল**। একুশ অধ্যায়ে লেখা আছেঃ

*(পয়দায়েশ ২১) **১মাবুদ তাঁর কথামতই** সারার দিকে মনোযোগ দিলেন এবং তিনি তাঁর জন্য যা করবেন বলে **ওয়াদা করেছিলেন** তা করলেন। ২এতে সারা গর্ভবতী হলেন। ইব্রাহিমের বুড়ো বয়সে সারার গর্ভে তাঁর ছেলের জন্ম হল। **আল্লাহ্ যে সময়ের কথা বলেছিলেন** সেই সময়েই তার জন্ম হল। ৩ইব্রাহিম সারার গর্ভের এই সন্তানের নাম রাখলেন ইসহাক। ৪আল্লাহ্‌র হুকুম অনুসারে ইব্রাহিম আট দিনের দিন তাঁর ছেলে ইসহাকের খৎনা করালেন। **৫ইব্রাহিমের বয়স যখন একশো বছর** তখন তাঁর ছেলে ইসহাকের জন্ম হয়েছিল। ৬সারা বলেছিলেন, "আল্লাহ্ আমার মুখে হাসি ফুটালেন, আর সেই কথা শুনে অন্যের মুখেও হাসি ফুটবে।" ৭তিনি আরও বলেছিলেন, "সারা যে সন্তানকে বুকের দুধ খাওয়াবে এই কথা এর আগে কে ইব্রাহিমকে বলতে পারত? অথচ তাঁর এই বুড়ো বয়সেই তাঁর সন্তান আমার কোলে আসল।"*

এভাবে আল্লাহ-পাক তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করেছিলেন যা তিনি অনেক আগে ইব্রাহিম ও সারীর কাছে করেছিলেন। সারী, যাকে এই কথা বলা হতো, "তিনি কখনোই সন্তান জন্ম দিতে পারবেন না," তিনি সন্তান ধারন করলেন যেভাবে **আল্লাহ-পাক বলেছিলেন**। তারা তার নাম রাখলেন ***ইসহাক***, যার অর্থ হলো হাস্য। কিন্তু ইসহাকের জন্ম হওয়ার সবাই আনন্দিত ছিলেন না।

কিতাবে লেখা আছেঃ

> *(পয়দায়েশ ২১) ৮ইসহাক বড় হলে পর যেদিন তাকে মায়ের দুধ ছাড়ানো হল সেই দিন ইব্রাহিম একটা বড় মেজবানী দিলেন। ৯সারা দেখলেন, **মিসরীয় হাজেরার গর্ভে ইব্রাহিমের যে সন্তানটি জন্মেছে সে ইসহাককে নিয়ে তামাশা করছে**। ১০এই অবস্থা দেখে তিনি ইব্রাহিমকে বললেন, "ছেলে সুদ্ধ ঐ বাঁদীকে বের করে দাও, কারণ ঐ ছেলে আমার ইসহাকের সংগে বিষয়-সম্পত্তির ওয়ারিশ হতে পারবে না।" ১১ছেলে ইসমাইলের এই ব্যাপার নিয়ে ইব্রাহিমের মনের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে গেল। ১২কিন্তু আল্লাহ্ তাঁকে বললেন, "তোমার বাঁদী ও তার ছেলেটির কথা ভেবে তুমি মন খারাপ কোরো না। সারা তোমাকে যা বলছে তুমি তা-ই কর, কারণ ইসহাকের বংশকেই তোমার বংশ বলে ধরা হবে। ১৩তবে সেই বাঁদীর ছেলের মধ্য দিয়েও আমি একটা জাতি গড়ে তুলব, কারণ সে-ও তো তোমার সন্তান।" ১৪তখন ইব্রাহিম খুব ভোরে উঠে কিছু খাবার আর পানিতে-ভরা একটা চামড়ার থলি হাজেরার কাঁধে তুলে দিলেন। **তারপর ছেলেটিকে তাঁর হাতে দিয়ে তাকে বিদায় করে দিলেন।***

ইসমাইলের চলে যাওয়াটা ইব্রাহিমের জন্য কষ্টদায়ক ছিল, কিন্তু এটা ঘটতেই হতো, কারণ আল্লাহ-পাক তার কাছে এটা প্রকাশ করেছিলেন যে সেই নতুন জাতি, এবং দুনিয়ার নাজাতদাতা, ইসহাকের মধ্যে দিয়ে আসবেন ইসমাইলের মধ্যে দিয়ে নয়। ইসমাইল, যার বয়স ছিল প্রায় পনের বছর, যে ইসহাককে নিয়ে মজা করতো এবং

ইসহাকের মধ্যে দিয়ে আল্লাহ-পাকের একটি মহান জাতি সৃষ্টি ও তার মধ্যে দিয়ে জগতের নাজাতদাতা আসার যে পরিকল্পনা **তার জন্য কোন যথাযথ স্বীকৃতি ছিল না**।

তাহলে ইসমাইলের প্রতি কি ঘটলো? কিতাবের পরবর্তী পদগুলিতে আমরা দেখতে পাই যে কিভাবে ইসমাইল তার মায়ের সাথে চলে গেল এবং মিশরের কাছে মরুভুমির মধ্যে বাস করতে লাগলো, এবং একজন মিশরীয় নারীকে বিবাহ করলো। ইসমাইল আরব রাজ্যের পিতা হয়ে উঠলেন যা ইসহাকের মধ্যে দিয়ে আসা জাতির কাছে শত্রুতে পরিনত হয়েছিলেন, যেভাবে ইব্রাহিমের কাছে আল্লাহ-পাক ভবিষ্যতবানী করেছিলেন (পয়দায়েশ ১৬ঃ১২ পদ দেখুন)। আজকের দিন পর্যন্ত আরববাসী ও যিহুদীদের মধ্যে একটি শত্রুতাপূর্ণ মনোভাব রয়েছে যা আপনারা ভাল করেই জানেন! আল্লাহ-পাক আরববাসী, যিহুদী এবং প্রত্যেক জাতির লোকদেরকে ভালবাসেন এবং তিনি চান যেন সবাই তাঁর দিকে ফিরে আসে।

প্রিয় বন্ধুগণ, আমাদের সময় প্রায় একেবারে শেষ প্রান্তে। আমাদের বিশ্বাস যে আপনাদের প্রত্যেকেই আরেকবার দেখলেন যে **সত্য ও জীবন্ত আল্লাহ-পাক** একজন **বিশ্বস্ত মাবুদ** যিনি তাঁর কথা থেকে একটুও এদিক ওদিক সরে যান না। এই জন্যই তিনি যেমনটি বলেছিলেন সাদুম ও আমুরার প্রতি সেইরকমই বিচার করলেন। সেই জন্যই তিনি ইব্রাহিম ও সারীর বৃদ্ধ বয়সেও একটি সন্তান দিলেন যেমনটি তিনি করবেন বলে ওয়াদা করেছিলেন। এবং এই জন্যই তিনি ইব্রাহিমের দ্বারা ইসমাইলকে দুরে পাঠিয়ে দিলেন যাতে **তাঁর অপরিবর্তনীয় যে উদ্দেশ্য তা স্থাপিত হতে পারে**।

আমাদের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনার জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। আমরা আপনাদের জোড়ালোভাবে আমন্ত্রন জানাই যেন আপনারা পরবর্তী অনুষ্ঠানে আমাদের সাথে যোগ দেন, কারণ, এটি আল্লাহ-পাকের ইচ্ছা যেন আমরা ইব্রাহিমের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা জানতে পারিঃ ইব্রাহিমের সন্তানকে কোরবানী দেয়ার ঘটনা.....

সেই পর্যন্ত আল্লাহ-পাকের এই কালাম আপনাদের সঙ্গে থাকুকঃ

> ***“আহা! আল্লাহর ধনাঢ্যতা ও প্রজ্ঞা ও জ্ঞান কেমন সীমাহীন! তাঁর বিচারগুলো কেমন বোধের অতীত! তাঁর পথগুলো কেমন সন্ধানের অতীত!” রোমীয় ১১ঃ৩৩***

পাঠ ২২

ইব্রাহিমের কোরবানী; পয়দায়েশ ২২

প্রিয় শ্রোতাবন্ধুগণ, আপনাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক।

আমরা আল্লাহ্‌র নামে আপনাদের শুভেচ্ছা জানাই, যিনি শান্তিদাতা মাবুদ, যিনি চান যেন প্রত্যেকে ধার্ম্মিকতার পথ সম্পর্কে বুঝতে পারে ও সেই পথে নিজেদের সমর্পন করে যা তিনি স্থাপন করেছেন, এবং তাঁর মধ্যে রয়েছে চিরকালের সত্যিকারের শান্তি। আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান"*ধার্ম্মিকতার পথ*" উপস্থাপন করতে পেরে আমরা আজ সত্যিই অনেক খুশি।

তৌরাত শরীফ অধ্যয়ন করতে গিয়ে আমরা আল্লাহ-পাকের নবী ইব্রাহিম সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ এবং চমৎকার গল্প আবিষ্কার করেছি। আজকে আমরা ইব্রাহিমের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পাঠে এসে উপস্থিত হয়েছি আর তা হলোঃ "তাবাসকি" (ইব্রাহিমের কোরবানী) এর সত্যিকারের ঘটনা এবং এর অর্থ। {তাবাসকিঃ উলফ এবং কিছু আফ্রিকান ভাষার খুবই পরিচিত একটি শব্দঃ ক্রিয়া/কাজের বর্ননায়ঃ উৎসবের দিনে কোন একটি পশু/ভেড়া কোরবানী দেয়া; আর নাম হিসাবেঃ মুসলিমদের উৎসব "ঈদ-উল-আযহা" যা ইব্রাহিমের ছেলেকে কোরবানী দেয়ার ঘটনাটিকে স্মরণ করে করা হয়}

আমাদের আগের পাঠে, আমরা জেনেছি যে কিভাবে আল্লাহ-পাক ইব্রাহিম ও সারীর বৃদ্ধ বয়সে তাদেরকে একটি সন্তান দিয়েছিলেন যার মধ্যে দিয়ে আল্লাহর করা অনেক আগের ওয়াদা পূর্ণ হয়েছিল। তাদের সন্তানের নাম ছিল ইসহাক। আল্লাহ-পাক ইব্রাহিমকে ওয়াদা করেছিলেন যে, ইসহাকের বংশের মধ্যে দিয়ে তিনি একটি নতুন জাতি তৈরী করবেন যার মধ্যে দিয়ে পৃথিবীর অন্য সমস্ত জাতি রহমত প্রাপ্ত হবে। আমরা এতে দেখেছি যে কিভাবে ইসমাইল এবং তার মা বিবি হাজেরা, ইব্রাহিমের বাড়ি ছেড়ে মিশরে বাস করার জন্য গেলেন। এভাবে, শুধুমাত্র ইসহাক বাড়ীতে থেকে গেল যিনি আল্লাহ-পাকের ওয়াদা অনুসারে জন্মগ্রহন করেছিলেন।

একদিন আল্লাহ-পাক ইব্রাহিমকে একটি অবাক করার মত ও কঠিন কাজ করতে বললেন। তৌরাত শরীফে, পয়দায়েশ পুস্তকের ২২ রুকুতে এই কথা লেখা আছেঃ

(পয়দায়েশ ২২) ১এই সমস্ত ঘটনার পর আল্লাহ্‌ ইব্রাহিমকে এক পরীক্ষায় ফেললেন। আল্লাহ্‌ তাঁকে ডাকলেন, "ইব্রাহিম"। ইব্রাহিম জবাব দিলেন, "এই যে আমি"। ২আল্লাহ্‌ বললেন, "তোমার ছেলেকে, অদ্বিতীয় ছেলে ইসহাককে, যাকে তুমি এত ভালবাস তাকে নিয়ে তুমি মোরিয়া এলাকায় যাও। সেখানে **যে পাহাড়টার কথা আমি তোমাকে বলব তার উপরে তুমি তাকে পোড়ানো-কোরবানী হিসাবে কোরবানী দাও।"**

কি!? আল্লাহ ইব্রাহিমকে কি করতে বললেন? তিনি ইব্রাহিমকে এই আদেশ দিলেন যে, যেন তিনি তার প্রিয় পুত্রকে নিয়ে দুরের পাহাড়ের উপরে যান এবং পোড়ানো-কোরবানী হিসাবে তাকে কোরবানী দেন! এটা কিভাবে হতে পারে? ইব্রাহিম এই পুত্রের জন্য প্রায় পঁচিশ বছর অপেক্ষা করেছিলেন যার বিষয়ে আল্লাহ-পাক ওয়াদা করেছিলেন, এবং এখন সেই আল্লাহ-পাকই তাকে বলছেন যেন তিনি তার ছেলেকে কোরবানীর জন্য খুন করেন! ইব্রাহিম আল্লাহকে কিভাবে উত্তর দিলেন? তিনি কি আল্লাহ-পাকের কথার বিরুদ্ধে তর্ক করেছিলেন কারণ বিষয়টি মেনে নেয়া কঠিন ছিল বিধায়? কিতাবে বলা হয়েছেঃ

(পয়দায়েশ ২২) ৩সেইজন্য ইব্রাহিম খুব ভোরে উঠে একটা গাধার পিঠে গদি চাপালেন। তারপর তাঁর ছেলে ইসহাক ও দুজন গোলামকে সংগে নিলেন, আর পোড়ানো-কোরবানীর জন্য কাঠ কেটে নিয়ে **যে জায়গার কথা আল্লাহ্‌ তাঁকে বলেছিলেন সেই দিকে রওনা হলেন।**

পাঠ ২২
ইব্রাহিমের কোরবানী; পয়দায়েশ ২২

প্রায় তিন দিন ধরে, ইব্রাহিম এবং তার ছেলে ও দুইজন গোলাম শুধু হাঁটলেন এবং হাঁটলেন এবং হাঁটলেন, সেই পর্বতের দিকে যার কথা আল্লাহ-পাক তাকে বলেছিলেন। যতই ইব্রাহিম সেই ভয়ংকর স্থানের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন যেখানে তার প্রিয় পুত্রকে খুন করতে হবে এবং পোড়ানো হবে ততই তার হৃদয় ভাঙ্গার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল! অবশ্যই, আমরা যারা আজকে এই কাহিনীটি পড়ছি তারা জানি যে আল্লাহ-পাক শুধুমাত্র ইব্রাহিমের ঈমানের পরীক্ষা করছিলেন, কিন্তু ইব্রাহিম সেটি জানতেন না! আল্লাহ-পাক তাকে যা করতে বলেছিলেন তা ছিল সত্যিই অসহ্যনীয় এবং যন্ত্রনাদায়ক পরীক্ষা!

পরবর্তীতে কিতাবে যা বলা হয়েছেঃ

(পয়দায়েশ ২২) 4তিন দিনের দিন ইব্রাহিম চোখ তুলে চাইতেই দূর থেকে সেই জায়গাটা দেখতে পেলেন৷ ৫তখন তিনি তাঁর গোলামদের বললেন, তোমরা গাধাটা নিয়ে এখানেই থাক; আমার ছেলে আর আমি ওখানে যাব৷ ওখানে আমাদের এবাদত শেষ করে আবার আমরা তোমাদের কাছে ফিরে আসব৷ ৬এই বলে ইব্রাহিম পোড়ানো-কোরবানীর জন্য কাঠের বোঝাটা তাঁর ছেলে ইসহাকের কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে নিজে আগুনের পাত্র ও ছোরা নিলেন৷ তারপর তাঁরা দুজনে একসংগে হাঁটতে লাগলেন৷ ৭তখন ইসহাক তাঁর পিতা ইব্রাহিমকে ডাকলেন, আব্বা৷ ইব্রাহিম বললেন, জ্বী বাবা, কি বলছ? ইসহাক বললেন, পোড়ানো-কোরবানীর জন্য কাঠ আর আগুন রয়েছে দেখছি, কিন্তু ভেড়ার বাচ্চা কোথায়? ৮ইব্রাহিম বললেন, ছেলে আমার, পোড়ানো-কোরবানীর জন্য আল্লাহ্ নিজেই ভেড়ার বাচ্চা যুগিয়ে দেবেন৷ এই সব কথা বলতে বলতে তাঁরা এগিয়ে গেলেন৷ ৯যে জায়গার কথা আল্লাহ্ ইব্রাহিমকে বলে দিয়েছিলেন তাঁরা সেখানে গিয়ে পৌঁছালেন৷ সেখানে পৌঁছে ইব্রাহিম একটা কোরবানগাহ্ তৈরী করে তার উপর কাঠ সাজালেন৷ পরে ইসহাকের হাত-পা বেঁধে তাঁকে সেই কোরবানগাহের কাঠের উপর রাখলেন৷ ১০তারপর ইব্রাহিম ছেলেটিকে মেরে ফেলবার জন্য ছোরা হাতে নিলেন৷ ১১এমন সময় মাবুদের ফেরেশতা বেহেশত থেকে তাঁকে ডাকলেন, ইব্রাহিম, ইব্রাহিম! ইব্রাহিম জবাব দিলেন, এই যে আমি৷ ১২ফেরেশতা বললেন, ছেলেটির উপর তোমার হাত তুলো না বা তার প্রতি আর কিছুই কোরো না৷ তুমি যে আল্লাহ্ভক্ত তা এখন বুঝা গেল, কারণ আমার কাছে তুমি তোমার ছেলেকে, অদ্বিতীয় ছেলেকেও কোরবানী দিতে পিছ্পা হও নি৷ ১৩ইব্রাহিম তখন চারদিকে তাকালেন এবং দেখলেন তাঁর পিছনে একটা ভেড়া রয়েছে আর তার শিং ঝোপে আট্কে আছে৷ তখন ইব্রাহিম গিয়ে ভেড়াটা নিলেন এবং ছেলের বদলে সেই ভেড়াটাই তিনি পোড়ানো-কোরবানীর জন্য ব্যবহার করলেন৷ ১৪তিনি সেই জায়গাটার নাম দিলেন ইয়াহ্ওয়েহ্-যিরি (যার মানে মাবুদ যোগান)৷ সেইজন্য আজও লোকে বলে, মাবুদের পাহাড়ে মাবুদই যুগিয়ে দেন৷

কাহিনীটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এর ব্যাখ্যা দরকার। ইব্রাহিমের উৎসর্গের কাহিনীতে তিনটি দিক রয়েছেঃ ***একটি ঐতিহাসিক দিন, একটি চিহ্নসম্বলিত দিক এবং একটি ভবিষ্যৎবানীগত দিক।*** অন্যকথায়, ইব্রাহিমের উৎসর্গের ঘটনাটি বুঝতে হলে আমাদেরকে তিনটি বিষয় বুঝতে হবেঃ ১) কি ঘটেছিল ২) উৎসর্গের ঘটনাটি কোন চিহ্নকে নির্দেশ করে, এবং ৩) এই ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে ইব্রাহিম কি ভবিষ্যৎবানী করছিলেন যা তখনও ঘটতে বাকি ছিল।

ঐতিহাসিক দিকটাকে বিবেচনা করলে, আজকে আমরা পড়েছি কিভাবে আল্লাহ-পাক ইব্রাহিমের ঈমানের পরীক্ষা করেছিলেন এবং একটি ভেড়ার পরিবর্তে কিভাবে তার পুত্রকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। এটি প্রায় ৪০০০ বছর আগে এমন একটি স্থানে ঘটেছিল যেখানে বর্তমানে জেরুশালেম এর অবস্থান। সংক্ষিপ্তভাবে, এটাই হচ্ছে ইব্রাহিমের কোরবানীর ঘটনার ঐতিহাসিক বর্ননা।

পাঠ ২২

ইব্রাহিমের কোরবানী; পয়দায়েশ ২২

কাহিনীটির চিহ্নের দিকটা বিবেচনা করলে, আল্লাহর কালাম আমাদেরকে এই কথা বলে যে আমরা প্রত্যেকেই ইব্রাহিমের সন্তান। আমরা পড়েছি যে আল্লাহ-পাক, তাঁর বিচার কার্যে, ইব্রাহিমের সন্তানদেরকে মৃত্যুদন্ড দিয়েছেন। আমরাও প্রত্যেকেই গুনাহগার এবং আল্লাহ-পাকের বিচারের যোগ্য। কিন্ত আমরা এটাও পড়েছি যে কিভাবে আল্লাহ-পাক, তাঁর অশেষ রহমতে, ইব্রাহিমের সন্তানকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছেন। একইভাবে, আল্লাহ-পাক, তাঁর রহমতে, আমাদের উদ্ধারের জন্য একটি উপায় পাঠিয়েছেন যেন আমরা রক্ষা পেতে পারি। সেই মুক্তির রাস্তাটি কি? ইব্রাহিমের কোরবানীর এই ঘটনাটি আমাদেরকে এই শিক্ষা দেয় যে নাজাতের পথ আল্লাহ-পাকের দ্বারাই স্থাপিত হয়েছিল যা ছিল পরিপূর্ণ কোরবানীর পথ।

আজকের গল্পে, আমরা দেখেছি যে কিভাবে আল্লাহ-পাক ইব্রাহিমের ছেলের পরিবর্তে মৃত্যুর জন্য একটি ভেড়ার বাচ্চা যুগিয়ে দিয়েছিলেন। ভেড়ার শুধুমাত্র শিং-ই ঝোপের মধ্যে আটকা পড়েছিল; ভেড়ার চামড়ায় কোন দাগ পড়ে নাই বা শরীরে আঘাত লাগে নাই। যদি ভেড়ার একটি মাত্র দোষ বা খুঁতও থাকতো, তাহলে এটি কোনভাবেই ইব্রাহিমের ছেলের পরিবর্তে বেদীতে প্রতিস্থাপন করা যেত না। কিন্তু কোরবানীর জন্য আল্লাহ-পাক যা দিয়েছিলেন তা ছিল একটি নিখুঁত ভেড়া, কোন রকম দোষ/ত্রুটি বিহীন। আমাদের অধ্যয়নের তৌরাত শরীফের প্রথম রুকুতে আমরা আল্লাহর স্থাপন করা নাজাতের পরিকল্পনার কথা সম্পর্কে শিখেছি। আপনি কি স্মরণ করতে পারেন সেই পথটি কি ছিল? আদম ও হাওয়ার গুনাহের পর, আল্লাহ-পাক ঘোষনা করলেন যে, যেহেতু গুনাহের প্রতিফল বা শাস্তি হচ্ছে মৃত্যু, তাই রক্তপাত বিহিন গুনাহের কোন ক্ষমা করা হবে না। এভাবে, যারা তাদের গুনাহ থেকে ক্ষমা পেতে চাইতেন তাদের প্রত্যেককেই একটি দোষ/ত্রুটি বিহীন পশু নিতে হতো, সেটিকে খুন করা হত এবং তারপর সেটিকে আল্লাহ-পাকের জন্য পোড়ানো উৎসর্গ হিসাবে উপস্থাপন করা হতো। একজন গুনাহগান মানুষের জন্য একটি নিষ্পাপ প্রাণীকে বা পশুকে মৃত্যুবরন করতে হতো। কোন রকম বিচার সমঝোতা না করে এটাই ছিল একমাত্র পথ যার মধ্যে দিয়ে আদমের সন্তানেরা তাদের গুনাহের জন্য আল্লাহ-পাকের কাছ থেকে ক্ষমা পেতে পারতো।

আরেকটি বিষয় আমাদের অবশ্যই মনে রাখা দরকারঃ <u>শরীয়তের এই কথা বলে যে, কোরবানীর পশুগুলো ভবিষ্যতের সব উন্নতির বিষয়ের ছায়ামাত্র এবং যার আসার কথা রয়েছে তাঁর চিহ্নস্বরুপ; তাতে সত্যিকারের মহান বিষয়গুলো নেই। কারণ ষাড় ও ছাগলের রক্ত কখনোই গুনাহ দূর করতে পারে না।"</u> (ইব্রানি ১০ঃ১,৪)। পশুর রক্ত গুনাহের মূল্য দিতে পারে না কারণ পশু এবং মানুষ সমান মূল্যবান নয়। এভাবে, আমরা শিখতে পারি যে ইব্রহিমের ছেলের পরিবর্তে যে ভেড়াকে বেদীতে কোরবানীর জন্য দেয়া হয়েছিল তা ছিল একটি মহান, আরো অধিক নিখুঁত কোরবানীর একটি দৃষ্টান্ত স্বরুপ। আল্লাহ-পাকের কালাম আমাদেরকে দেখায় যে ইব্রাহিমের ছেলের পরিবর্তে যে ভেড়াটি মারা গিয়েছিল তা ছিল পাক-পবিত্র নাজাতদাতার একটি চিহ্নস্বরুপ যার এই দুনিয়ার আসার কথা ছিল এবং সমস্ত গুনাহগারদের জন্য মৃত্যুবরণ করার কথা ছিল, যাতে আল্লাহ সেই সব গুনাহগারদের ক্ষমা করতে পারেন যারা তাঁর প্রতি ঈমান আনবে। সংক্ষেপে, এটিই ছিল ইব্রাহিমের কোরবানীর ভেড়ার চিহ্নস্বরুপ দিক। আল্লাহর বিচারের হাত থেকে গুনাহগারদের রক্ষা করার জন্য আল্লাহ-পাক যাকে এই দুনিয়ায় পাঠাবেন বলে ওয়াদা করেছিলেন সেই নাজাতদাতার দৃষ্টান্তস্বরুপ ছিল এই ভেড়াটি!

কাহিনীর ভবিষ্যতবানীর দিকটি বিবেচনা করলে, আপনি কি স্বরণ করত পারেন ইব্রাহিম তার ছেলেকে কি বলেছিল যখন তারা পাহাড়ে উঠতে ছিল? তিনি তাকে বললেনঃ "আল্লাহ-পাক নিজেই কোরবানীর জন্য ভেড়া যুগিয়ে দিবেন।" এবং আপনি কি স্মরন করতে পারেন ইব্রাহিম তার ছেলের পরিবর্তে ভেড়াটিকে মারার পর এবং পোড়ানোর পর সেই স্থানটিকে কি বলে ঘোষনা দিয়েছিলেন? তিনি সেই কোরবানীর জায়গাটিকে

বলেছিলেনঃ “মাবুদ আল্লাহই যোগানদাতা।” এবং নবী মূসা যিনি তৌরাত শরীফে লিখেছেনঃ “সেই জন্য আজো লোকেরা বলেঃ ‘মাবুদের পাহাড়ে মাবুদই যুগিয়ে দেন!’” এর কারন কি ছিল? কেন নবী ইব্রাহিম এই কথা বললেন, “মাবুদই যুগিয়ে দেবেন”? কেন তিনি বললেন না যে, “মাবুদের শুকরিয়া হোক! মাবুদই কোরবানীটি যুগিয়ে দিয়েছেন!? বন্ধুগন, এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, কারণ এর উত্তরের মধ্যে রয়েছে আল্লাহর কালামের সুখবর যা আমাদের প্রত্যেকেই বুঝতে হবে এবং বিশ্বাস করতে হবে! কেন ইব্রাহিম সেই জায়গাকে বললেন, “মাবুদ আল্লাহই যোগাইবেন”? এর কারন এইঃ **ইব্রাহিম এমন একটি ঘটনার কথা ঘোষনা করছিলেন যা সেই একই পাহাড়ে ঘটতে যাচ্ছিল** যেখানে তার ছেলের পরিবর্তে একটি ভেড়াকে কোরবানী দেয়া হয়েছিল। সংক্ষেপে, ইব্রাহিম এই কথা ঘোষনা করছিলেন যেঃ “আমি আল্লাহর শুকরিয়া করি, কারণ তিনি আমার ছেলে পরিবর্তে একটি ভেড়াকে কোরবানী দেয়ার জন্য পাঠিয়েছেন। যাইহোক, আমি আপনাদের বলছি যে, ঠিক এই পাহাড়েই, আল্লাহ-পাক আরেকটি কোরবানী দিবেন যা এই ভেড়া কোরবানীর চেয়েও আরো বেশি মহান হবে যা আজকে আমার ছেলেকে ছুড়ি ও আগুন থেকে রক্ষা করলো। হ্যাঁ, আল্লাহ-পাক যে কোরবানী দিতে যাচ্ছেন তা সেই ক্ষমতা আছে যা আদমের সন্তানদেরকে অনন্তকালীন মৃত্যুজনিত আগুন থেকে রক্ষা করবে যে আগুন কখনোই নেভে না! আল্লাহ-পাক একজন পবিত্র বা পাক-নাজাতদাতাকে পাঠাবেন যিনি কোরবানী হয়ে মৃত্যুবরন করবেন, গুনাহগারদের পক্ষে নির্দোষীর মত মৃত্যুবরন করবেন যাতে যতজন তাঁতে ঈমান আসবে সে বিনষ্ট না হয়!” এটাই হচ্ছে সমস্ত লোকদের জন্য সেই সুখবর যা ইব্রাহিম ঘোষনা করছিলেন যখন তিনি বলছিলেন, “আল্লাহ-পাক নিজেই কোরবানীর জন্য পশু যুগিয়ে দিবেন!”

আজকের কাহিনীটি “ইব্রাহিমের কোরবানী” শেষ করার আগে, আমাদের প্রত্যেককেই জানা দরকার যে, গুনাহগারদের জন্য আল্লাহ-পাক একটি কোরবানী যুগিয়ে দিবেন বলে ইব্রাহিম যে ভবিষ্যতবানী করেছিলেন সেই ভবিষ্যতবানী প্রায় দুই হাজার বছর পর **আল্লাহ-পাক পূর্ণ করেছেন**। আজকে আমরা এর থেকে বেশি কিছু বলতে পারছি না কিন্তু যারা আপনারা সুখবর জানেন {ইঞ্জিল}, তারা সেই নাজাতদাতার কাহিনী জানেন। আপনারা জানেন যে তিনি একজন কুমারীর গর্ভে জন্মগ্রহন করেছিলেন যিনি ইব্রাহিম ও ইসহাকের বংশজাত ছিলেন যেভাবে আল্লাহ-পাক ওয়াদা করেছিলেন। সেই নাজাতদাতা যিনি গুনাহগারদের পরিবর্তে মৃত্যুবরন করতে যাচ্ছেন তাঁর কোন জাগতিক পিতা ছিল না। তিনি বেহেশত থেকে এসেছিলেন, এবং এভাবেই তিনি আদমের গুনাহের স্বভাবের উত্তরাধিকারী হইলেন না। তাঁর কোন গুনাহর ছিল না; তাঁর কোন দোষ বা ত্রুটি ছিল না। সেই কারনেই তিনি আদমের গুনাহগার সন্তানদের পরিবর্তে একটি নিখুঁত কোরবানী হিসাবে মৃত্যুবরন করার যোগ্য ছিলেন। যখন আমরা সুখরব সম্পর্কে জানবো, আমরা জানতে পারবো যে সেই নাজাতদাতার নাম হলো ঈসা। ঈসা নামের অর্থ হলো মাবুদ রক্ষা করেন। কেউ কেউ তাঁকে ঈসা বলেন। {এই বিষয়ে আরো জানতে #৬১ নম্বর পাঠ দেখুন} যখন আমরা সুখবরের {ইঞ্জিল} লেখাগুলো পড়বো তখন আমরা পড়বো যে কিভাবে একজন নবী ছিলেন যার নাম ইউহোন্না {কোরানের ভাষায়ঃ ইয়াহিয়া} যাকে আল্লাহ নাজাতদাতা ঈসা মসীহের পূর্বে তাঁর পথ প্রস্তুত করতে পাঠিয়েছিলেন। পরের দিন, ইয়াহিয়া/ইউহোন্না ঈসাকে তার নিজের দিকে আসতে দেখে বললেন, “ঐ দেখ আল্লাহর মেষ-শাবক, যিনি মানুষের সমস্ত গুনাহ দূর করেন!” (ইউহোন্না ১ঃ২৯)। কেন নবী ইয়াহিয়া/ইউহোন্না মাবুদ ঈসাকে “আল্লাহর মেষ-শাবক” বলে সম্বোধন করলেন? কারণ ঈসা জন্মেছেনই তাঁর রক্তকে কোরবানী হিসাবে উৎসর্গ করতে যা সমস্ত গুনাহ দুর করে। **ঠিক যেভাবে ইব্রাহিমের ছেলের পরিবর্তে একটি মেষের মৃত্যু হয়েছিল তেমনি আদমের সন্তানদেরকে গুনাহের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য নাজাতদাতা আসলেন এবং মৃত্যুবরণ করলেন**। ঈসা হলেন সেই পরিপূর্ন/নিখুত এবং চুড়ান্ত কোরবানী যার

পাঠ ২২

ইব্রাহিমের কোরবানী; পয়দায়েশ ২২

কথা ইব্রাহিম ভবিষ্যতবানী করেছিলেন যখন তিনি বলেছিলেনঃ **"আল্লাহ-পাক নিজেই কোরবানীর জন্য মেষ যুগিয়ে দিবেন।"**

সুখবর/সুসমাচারে আমরা পড়বো যে কিভাবে ঈসা স্বইচ্ছায় নিজেকে শত্রুদের হাতে তুলে দিলেন এবং কিভাবে তারা তাঁকে সলীবে পেরেক বিদ্ধ করেছিল। **ঈসা যিনি নাজাতদাতা, যাকে আল্লাহ-পাক নিজে পাঠিয়েছেন, তিনি ইব্রাহিমের কোরবানীর মেষের ভবিষ্যতমূলক ও চিহ্নস্বরুপন যে অর্থ তা পূর্ণ করেছেন।** এই কারণে, ঈসার মৃত্যুর ঠিক আগে, তিনি চিৎকার করে কেঁদে উঠলেন, **"সমাপ্ত হইলো!"** (ইউহোন্না ১৯ঃ৩০) {উলফঃ সবকিছু শেষ হলো/পূর্ন হলো!"} তিনদিন পর, আল্লাহ-পাক সেই নাজাতদাতাকে মৃত্যু থেকে জীবিত করে তুলে তার পরিপূর্ণতা এবং ক্ষমতাকে নিশ্চিত করলেন! **ঈসাই হলেন সেই একমাত্র ব্যক্তি যিনি পরিপূর্ণরুপে ইব্রাহিমের কোরবানীর অর্থকে পূর্ণ করেছেন।** এবং আপনি কি জানেন যে ঈসা যে জায়গায় গুনাহগারদের জন্য মারা গিয়েছিলেন সেটি ছিল সেই একই পাহাড় যেখানে ইব্রাহিম তার ছেলের পরিবর্তে মেষের উৎসর্গ করেছিলেন? আপনি কি সেই দুইটি কোরবানীর স্থান সম্পর্কে জানেন? হ্যাঁ, সেটি হলো জেরুশালেম।

প্রিয় শ্রোতাবন্ধুগণ, আপনি যেই হন না কেন, যেখানেই থাকুন না কেন, আজকে আল্লাহ-পাক আপনাকে এই আদেশ দিচ্ছেন যেন আপনি আপনার ভুল ধারনা ও কাজগুলো থেকে ফিরেন এবং সেই পরিপূর্ণ এবং চুড়ান্ত কোরবানীর প্রতি আশা রাখেন যাকে তিনি পাঠিয়েছেন। কেননা কিতাব বলেঃ "[ঈসা নাজাতদাতা] তিনি সলীবের উপরে নিজের শরীরে আমাদের গুনাহের বোঝা বইলেন, যেন আমরা গুনাহের দাবি-দাওয়ার কাছে মরে আল্লাহর ইচ্ছামত চলবার জন্য বেঁচে থাকি। তাঁর গায়ের ক্ষত তোমাদের সুস্থ করেছে। (১ম পিতর ২ঃ২৪)। আজকে আমরা দেখেছি যে ইব্রাহিমের ছেলে সেই কোরবানী গ্রহন করেছিলেন যা আল্লাহ-পাক তার জন্য দিয়েছিলেন। আপনি কি করবেন? **আপনি কি সেই কোরবানী গ্রহন করেছেন যা আল্লাহ-পাক আপনার জন্য যুগিয়ে দিয়েছেন?** আমাদের কথা শোনার জন্য আপনাদেরকে শুকরিয়া জানাই...আল্লাহ আপনাদের দোয়া/রহমত করুন যখন আপনারা মোরিয়া পর্বতে ইব্রাহিমের বলা কথাগুলোর অর্থগুলো সতর্কতার সাথে বিবেচনা করছেন, "আল্লাহ নিজেই কোরবানীর জন্য মেষ যুগিয়ে দিবেন....মাবুদের পাহাড়ে মাবুদই যুগিয়ে দিবেন।" (পয়দায়েশ ২২ঃ৮,১৪)।

পাঠ ২৩

ইস্ এবং ইয়াকুবঃ ক্ষণস্থায়ী এবং অনন্তকালীন; পয়দায়েশ ২৫

প্রিয় শ্রোতা বন্ধুরা, আপনাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক।

আমরা আল্লাহ্‌র নামে আপনাদের শুভেচ্ছা জানাই, যিনি শান্তিদাতা মাবুদ, যিনি চান যেন প্রত্যেকে ধার্মিকতার পথ সম্পর্কে বুঝতে পারে ও সেই পথে নিজেদের সমর্পন করে যা তিনি স্থাপন করেছেন, এবং তাঁর মধ্যে রয়েছে চিরকালের সত্যিকারের শান্তি। আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান *ধার্মিকতার পথ* উপস্থাপন করতে পেরে আমরা আজ সত্যিই অনেক খুশি।

আমাদের গত সপ্তাহের অনুষ্ঠানে, আমরা ইব্রাহিমের কোরবানীর ঘটনাটি শুনেছিলাম {ঈদ-উল-আযহা}। সুখবর এ {ইঞ্জিল} এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার একটি দারুন সারাংশ আমাদের কাছে তুলে ধরেছে যখন এখানে বলা হয়েছে যেঃ “ইব্রাহিমের পরীক্ষা করবার সময় তিনি আল্লাহর উপর ঈমানের জন্যই ইসহাককে কোরবানী দিয়েছিলেন। যার কাছে আল্লাহ ওয়াদা করেছিলেন তিনিই তার অদ্বিতীয় ছেলেকে কোরবানী দিতে যাচ্ছিলেন। এ সেই ছেলে যার বিষয়ে আল্লাহ বলেছিলেন, “ইসহাকের বংশকেই তোমার বংশ বলে ধরা হবে।” ইব্রাহিম তাকে কোরবানী দিতে রাজী হলেন কারন তার ঈমান ছিল যে, আল্লাহ মৃতকে জীবিত করতে পারেন। আর বলতে কি, ইব্রাহিম তো মৃত্যুর দুয়ার থেকেই ইসহাককে ফিরে পেয়েছিলেন।” (ইব্রানী ১১ঃ১৭-১৯)।

আমাদের শেষ পাঁচটি পাঠ নবী হযরত ইব্রাহিমের জীবনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে তৈরী হয়েছে। তৌরাত শরীফে হয়রত ইব্রাহিমের আরো অনেক ঘটনার বর্ননা রয়েছে যার ব্যাখ্যা আমরা দেই নাই। দুর্ভাগ্যক্রমে, আসলে সবগুলো ঘটনা পড়ার মত সময়ও আমাদের হাতে নেই। যাইহোক, ইব্রাহিমকে পার করে তার বংশধরদের ঘটনায় যাওয়ার আগে ইব্রাহিম সম্পর্কে আল্লাহ-পাক কিছু বিষয় বলেছেন যা আমাদের জানা প্রয়োজন। একদিন আল্লাহ-পাক ইব্রাহিমের বংশধরদের কি হতে যাচ্ছে সেই সম্পর্কে বললেন। তিনি বললেন,

“তুমি এই কথা নিশ্চয় করে জেনো, **তোমার বংশের লোকেরা এমন একটা দেশে গিয়ে বাস করবে যা তাদের নিজেদের নয়। সেখানে তারা অন্যদের গোলাম হয়ে চারশো বছর পর্যন্ত জুলুম ভোগ করবে। কিন্তু যে জাতি তাদের গোলাম করে রাখবে সেই জাতির উপর আমি গজব নাজেল করব। পরে তারা অনেক ধন-দৌলত নিয়ে সেইদেশ থেকে বের হয়ে আসবে”** (পয়দায়েশ ১৫ঃ১৩-১৪)।

এই কথা বলার মধ্যে দিয়ে আল্লাহ-পাক ঘোষনা করছিলেন যে ইব্রাহিমের বংশধরেরা মিশরে দাসী হয়ে থাকবে। আল্লাহ-পাক আরো ওয়াদা করেছিলেন যে প্রায় চারশ বছর তিনি তাদেরকে মিশরীয়দের হাতে তুলে দেবেন। এখন থেকে আর চারটি পাঠের পর, আল্লাহ-পাকের ইচ্ছা পাঠে, আমরা দেখতে শুরু করবো যে কিভাবে এই ভবিষ্যতবানী পূর্ণ হয়েছিল যেভাবে আল্লাহ-পাক ইব্রাহিমের কাছে বলেছিলেন। পরবর্তীতে ২৫ রুকুতে কিতাবে বলা হয়েছেঃ

“ইব্রাহিম তাঁর সমস্ত ধন-সম্পত্তি ইসহাককে দিয়েছিলেন। ইব্রাহিম মোট একশো পঁচাত্তর বছর বেঁচে ছিলেন। একটি সুন্দর ও সুখী জীবন কাটিয়ে অনেক বয়সে তিনি ইন্তেকাল করে তার পূর্বপুরুষদের কাছে চলে গেলেন। মম্রি শহরের পূর্ব দিকে হিট্টিয় সোহরের ছেলে ইফ্রোনের জমিতে মকপেলার গুহায় তার ছেলে ইসহাক ও ইসমাইল তাকে দাফন করলেন। এই জমিটাই তিনি হিট্টীয়দের কাছ থেকে কিনে নিয়েছিলেন। এখানেই তার স্ত্রী সারাকে এবং তাকে দাফন করা হয়েছিল।” (পয়দায়েশ ২৫ঃ৫,৭-১০)।

এভাবেই, ইব্রাহিম, আল্লাহর বন্ধু, মাবুদের উপস্থিতির মধ্যে প্রবেশ করলেন যিনি তাকে জানতেন এবং ভালবাসতেন।

কিভাবে আমরা আল্লাহর নবী, ইব্রাহিমের কথা বিবেচনা করে এই পাঠের সারাংশ ও উপসংহার টানতে পারি? সম্ভবত দুইটি প্রশ্ন করে এবং এর উত্তর দিয়ে। প্রথম প্রশ্নটি হলোঃ কেন আল্লাহ ইব্রাহিমকে অন্য দেশে যেতে বললেন? উত্তরঃ কারণ আল্লাহ-পাক ইব্রাহিমের মধ্যে দিয়ে একটি নতুন জাতি সৃষ্টির বিষয়ে পরিকল্পনা করেছিলেন যার মধ্যে দিয়ে জগতের নাজাতদাতা আসবেন। দ্বিতীয় প্রশ্নটি হলোঃ কেন আল্লাহ-পাক ইব্রাহিমকে একজন ধার্মিক ব্যক্তি হিসাবে গণনা করলেন এবং তাকে তাঁর অনন্তকালীন পবিত্র বা রুহানিক উপস্থিতির জন্য গ্রহন করলেন? উত্তরঃ কারণ আল্লাহ-পাক যা বলতেন তা ইব্রাহিম বিশ্বাস করতেন যদিও তা কোন কোন সময়

পাঠ ২৩

ইস্ এবং ইয়াকুবঃ ক্ষণস্থায়ী এবং অনন্তকালীন; পয়দায়েশ ২৫

সহজ ছিল না। ইব্রাহিম আল্লাহ-পাকের প্রতি তার ঈমানের জন্য রক্ষা পেয়েছিলেন তার নিজের কাজের জন্য নয়। এইভাবে পাক-কিতাবের এই কথা পূর্ন হয়েছিল, "ইব্রাহিম আল্লাহর কথার উপর ঈমান আনলেন আর সেই জন্য আল্লাহ তাকে ধার্ম্মিক বলে গ্রহন করলেন। সেই জন্য তাকে আল্লাহর বন্ধু বলে ডাকা হয়েছিল।" (ইয়াকুব ২ঃ২৩)। পয়দায়েশ পুস্তকের ২৫ রুকু শুরু হয়েছে ইব্রাহিমের বংশধরদের ইতিহাস দিয়ে। আসেন আমরা তৌরাত শরীফের অধ্যয়ন চালিয়ে যাই এবং ইসহাক এবং তার জমজ দুই সন্তানের বিষয়ে শিখি। কিতাবে বলা হয়েছেঃ

(পয়দায়েশ ২৫)১৯এই হল ইব্রাহিমের ছেলে ইসহাকের জীবনের ইতিহাস৷ ইব্রাহিমের ছেলে ইসহাক৷ ২০ইসহাক চল্লিশ বছর বয়সে রেবেকাকে বিয়ে করেছিলেন৷ রেবেকা ছিলেন পদ্দন-ইরাম দেশের সিরীয় বথূয়েলের মেয়ে এবং সিরীয় লাবনের বোন৷ ২১ইসহাকের স্ত্রী বন্ধ্যা ছিলেন বলে ইসহাক তাঁর জন্য মাবুদের কাছে ভিক্ষা চাইলেন৷ মাবুদ তা কবুল করলেন এবং রেবেকা গর্ভবতী হলেন৷ ২২তাঁর গর্ভের মধ্যে যমজ সন্তান ছিল এবং তারা একে অন্যের সংগে ঠেলাঠেলি করতে লাগল৷ সেইজন্য রেবেকা বললেন, "আমার এই রকম হচ্ছে কেন?" এই বলে ব্যাপারটা কি, তা জানবার জন্য তিনি মাবুদের কাছে মুনাজাত করতে গেলেন৷ ২৩মাবুদ তাঁকে বললেন, "তোমার গর্ভে দুটি ভিন্ন জাতির শুরু হয়েছে, জন্ম থেকেই তারা দুটি ভিন্ন বংশ হবে৷ একটির চেয়ে আর একটির শক্তি বেশী হবে, বড়টি তার ছোটটির গোলাম হবে৷" ২৪সন্তান প্রসবের সময় দেখা গেল সত্যিই তাঁর গর্ভে যমজ সন্তান রয়েছে৷ ২৫প্রথমে যে ছেলেটির জন্ম হল তার গায়ের রং ছিল লাল এবং তার শরীর পশমের কোর্তার মত লোমে ঢাকা৷ এইজন্য তার নাম রাখা হল ইস্ (যার মানে "লোমশ")৷ ২৬তারপর ইসের পায়ের গোড়ালি-ধরা অবস্থায় তার ভাইয়ের জন্ম হল৷ এইজন্য তার নাম রাখা হল ইয়াকুব (যার মানে "গোড়ালি-ধরা")৷ ইসহাকের ষাট বছর বয়সে তাঁর স্ত্রীর গর্ভে এদের জন্ম হয়েছিল৷ ২৭এই ছেলেরা বড় হলে পর ইস্ খুব ভাল শিকারী হলেন৷ তিনি বাইরে মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়াতেন, কিন্তু ইয়াকুব ছিলেন শান্ত স্বভাবের৷ তিনি বাড়ীতে থাকতেই ভালবাসতেন৷

এভাবে, আমরা দেখতে পাই যে ইসহাক ও রেবেকার জমজ দুই সন্তান ছিল যাদের নাম তারা রেখেছিলেন ইস্ এবং ইয়াকুব {আবরীতে ইয়া'কুব}। তারা জমজ ছিল কিন্তু এর অর্থ এই ছিল না তারা একই ছিল! যখন ইস্ বড় হতে লাগলেন তিনি তখন তার সমস্ত আকর্ষন পার্থিব ক্ষণস্থায়ী বিষয়ের উপরে দিতে লাগলেন, কিন্তু ইয়াকুব আল্লাহ-পাকের বিষয়বস্তুকে মূল্য দিতে লাগলেন যা ছিল অনন্তকালীন। ইসের ঠাকুরদাদা ইব্রাহিম এবং তার বাবা ইসহাকের মধ্যে দিয়ে যে নতুন জাতি উৎপন্ন করার ওয়াদা আল্লাহ-পাক করেছিলেন সেই বিষয়ে তার কোন চিন্তাই ছিল না। যাইহোক, ইয়াকুব আল্লাহর করা ওয়াদার প্রতি মনোযোগী হলেন। ইস ছিল প্রথমজাত। সুতরাং, মানবিক দিক থেকে তিনিই ছিলেন সেই ব্যক্তি যার মধ্যে দিয়ে উত্তরাধীকার বংশধর আসবে এবং তিনিই হবেন সেই মহান জাতির পিতা যার কথা আল্লাহ-পাক তার ঠাকুরদাদা, ইব্রাহিম ও তার বাবা ইসহাকের কাছে ওয়াদা করেছিলেন। যাইহোক, এমনকি জমজ দুইভাইয়ের জন্মের আগেই তাদের মা, রেবেকার কাছে আল্লাহ-পাক বলেছিলেন, "বড় সন্তান ছোট সন্তানের গোলাম হবে।" (পয়দায়েশ ২৫ঃ২৩)। আল্লাহ-পাক তাঁর পূর্বজ্ঞান থেকে এই ঘোষনা করেছিলেন যে প্রথমজাতের উত্তরাধীকারী এবং নতুন জাতির বংশধরেরা ইয়াকুবের মধ্যে দিয়ে আসবেন, ইসে্র মধ্যে দিয়ে নয়। তাই ইয়াকুবের উচিত ছিল আল্লাহ-পাকের হাতে সবকিছু তুলে দেয়া যিনি যথা সময়ে উত্তরাধীকারদেরকে তার কাছে দেয়ার জন্য সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী এবং আল্লাাহ-পাকের জন্য অপেক্ষা করা। যাইহোক, ইয়াকুব আল্লাহর সময়ের জন্য অপেক্ষা করেন নাই। আসেন আমরা দেখি যে ইয়াকুব তার বড়ভাই ইসের কাছ থেকে উত্তরাধীকার অধিকার নেয়ার জন্য কি করেছিল।
কিতাব বলে যেঃ

পাঠ ২৩

ইস্ এবং ইয়াকুবঃ ক্ষণস্থায়ী এবং অনন্তকালীন; পয়দায়েশ ২৫

(পয়দায়েশ ২৫) ২৯ একদিন ইয়াকুব ডাল রান্না করছেন, এমন সময় ইস্ মাঠ থেকে ফিরে আসলেন৷ তখন তিনি খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন৷ ৩০তিনি ইয়াকুবকে বললেন, "আমি খুব ক্লান্ত৷ তোমার ঐ লাল জিনিস থেকে আমাকে কিছুটা খেতে দাও৷" এই কথার জন্য ইসের আর এক নাম হল ইদোম (যার মানে "লাল")৷ ৩১ইয়াকুব বললেন, "কিন্তু বড় ছেলে হিসাবে তোমার যে অধিকার সেটা আজ তুমি আমার কাছে বিক্রি কর৷" ৩২ইস্ বললেন, "দেখ, আমার প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে, বড় ছেলের অধিকার দিয়ে আমি কি করব?" ৩৩ইয়াকুব বললেন, "আগে তুমি আমার কাছে কসম খাও৷" তখন ইস্ কসম খেয়ে বড় ছেলের অধিকার ইয়াকুবের কাছে বিক্রি করে দিলেন৷ ৩৪ইয়াকুব এর পর ইস্কে রুটি ও ডাল খেতে দিলেন, আর ইস্ খাওয়া-দাওয়া শেষ করে উঠে চলে গেলেন৷ এইভাবে ইস্ তাঁর বড় ছেলে হওয়ার অধিকারকে কোন দামই দিলেন না৷

আপনি কি বুঝতে পেরেছেন ইস্ কি করেছিলেন? তিনি তার বড় ছেলে হওয়ার অধিকার সামান্য খাবারের জন্য ছেড়ে দিলেন! কল্পনা করুন একজন ধনী ব্যক্তির দুইজন ছেলে ছিল। সেই ধনী ব্যক্তির জায়গা-জমি ছিল, বাড়ি ছিল এবং তিনি অনেক ধন-দৌলতের মালিক। প্রথম ছেলে হলেন সেই ব্যক্তি যিনি বেশিরভাগ সম্পত্তির উত্তরাধীকারী। যাইহোক, একদিন, বড় ছেলে ঝোপের মধ্যে থেকে আসলেন এবং দেখলেন যে তার ছোট ভাই রাস্তার পাশে মাছ ও ভাত {সেনেগালের জাতিয় খাবার} রান্না করছে। বড় ছেলে তার ছোট ভাইকে বললো, "আমি খুবই ক্ষুধার্ত, তোমার ঐখান থেকে আমাকে কিছু ভাত খেতে দাও!" যাইহোক, ছোটভাই উত্তরে বললেন, "আমি তোমাকে এটি দেব না, কিন্তু আমি তোমার কাছে এটি বিক্রি করবো।" বড় ছেলে জিজ্ঞাসা করলো, "তুমি কত টাকায় আমার কাছে এটি বিক্রি করবে?" ছোটভাই বললো, "বড় ছেলে হিসাবে তোমার যে অধিকার।" বড়ছেলে উত্তরে বললো, "বিক্রি করে দিলাম! আমি এত ক্ষুধার্ত যে মারা পড়বো। যদি মারাই যাই তাহলে জন্মের অধিকার দিয়ে আমি কি করবো?" তাই বড়ছেলে তার ছোট ভাইয়ের কাছে সমস্ত উত্তরাধীকার হস্তার্পন করার ওয়াদা করলেন! তারপর সেই বড় ছেলে নিচে বসলেন, খেলেন এবং পান করলেন, উঠে দাড়ালেন এবং তার পথে হেঁটে গেলেন। আমরা এই প্রথমজাত সন্তানের বিষয়ে কি বলতে পারি যিনি মাত্র একবোল ভাত ও মাছের জন্য তার জায়গা-জমি, ঘর-বাড়ী, এবং ধন-দৌলত ও অধিকারকে বিনিময় করলেন? আমরা শুধুমাত্র একটা কথাই বলতে পারিঃ "কি বোকা!" যেভাবে এই বড়ছেলে বা প্রথমজাত সন্তান তার বাবার আশির্বাদ এবং পার্থিব সম্পত্তিকে অবজ্ঞা করেছিল, ঠিক একই ভাবে ইস্ আল্লাহ-পাকের রহমত বা আশির্বাদ ও অনন্তকালীন সম্পত্তিকে অবজ্ঞা করেছিল। ইস্ যে বিষয়টিকে অবজ্ঞা করেছিল তা আসলে পার্থিব জগত থেকে অসীম পরিমানে মূল্যবান ছিল, কারণ ইস্ একটি নতুন জাতির অংশীদার হওয়ার অধিকারকে অবজ্ঞা করেছিল যার মধ্যে দিয়ে এই দুনিয়ার নাজাতদাতা আসবেন।

ইস্ এবং ইয়াকুবের কাহিনীর মধ্যে দিয়ে আল্লাহ-পাক আজকে আমাদের কি শিক্ষা দিতে চান? আল্লাহ-পাক আমাদেরকে এই শিক্ষাই দিতে চান যেন আমরা ইসে্র পথ অনুসরন না করি এবং পার্থিব ক্ষণস্থানী বিষয়ের পরিবর্তে যেন অনন্তকালীন যে সম্পদ তা না হারাই। আসুন এই বিষয়ে আল্লাহর কালাম কি বলে আমরা তা শুনি। এটি বলেঃ

বস্তুতঃ মানুষ যদি সারা দুনিয়া লাভ করে নিজের প্রাণ হারায় তবে তার কি লাভ হবে? কিংবা মানুষ নিজের প্রাণের পরিবর্তে কি দিবে?" (মথি ১৬ঃ২৬)। "দেখ, কেউ যেন আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত না হয়; পাছে তিক্ততার কোন মূল অঙ্কুরিত হয়ে তোমাদেরকে উৎপীড়িত করে এবং এতে অধিকাংশ লোক নাপাক হয়; পাছে কেউ জেনাকারী বা ধর্ম বিদ্রূপক হয়, যেমন ইস্ সে তো একবারের খাদ্যের জন্য নিজের জ্যোষ্ঠাধিকার বিক্রি করেছিল।" (ইব্রানী ১২ঃ১৫,১৬)।

পাঠ ২৩

ইস্ এবং ইয়াকুবঃ ক্ষণস্থায়ী এবং অনন্তকালীন; পয়দায়েশ ২৫

ইস্ আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হয়েছিল কারণ সে আল্লাহর বিষয়কে মূল্যায়িত করে নাই। এভাবে, আল্লাহ-পাক আমাদেরকে সতর্ক করেন, এবং বলেনঃ ইস্্রে পথ অনুসরন করিও না! আমি যে রহমত তোমাকে দিতে চাই তা অবজ্ঞা কর না!

আপনার অবস্থান কোথায়? আপনি কি আল্লাহর রহমত চান? আল্লাহ-পাক আপনাকে ভালবাসেন এবং প্রচুর পরিমানে আপনাকে রহমত করতে চান, কিন্তু আপনার জীবনে তাঁকে প্রথম স্থান দিতে হবে। আপনাকে জাগতিক খাবার ও অর্থের থেকেও বেশি পরিমানে আল্লাহর কালামকে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন যে কিতাবের কালাম কি বলে যেখানে লেখা আছেঃ "চোখ যা দেখে নি, কান যা শোনে নি এবং মানুষের হৃদয়াকাশে যা ওঠে নি, যারা তাঁকে মহব্বত করে, আল্লাহ তাদের জন্য তা প্রস্তুত করে রেখেছেন।" (১ম করিন্থীয় ২ঃ৯)। আল্লাহ-পাক আমাদেরকে প্রচুর পরিমানে রহমত করতে চান। তিনি আমাদের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করতে চান, আমাদের খারাপ হৃদয়কে পরিবর্তন করতে চান, আমাদেরকে শুচি করতে এবং তাঁর ভালবাসা, আনন্দ, শান্তি এবং নিশ্চয়তা দিয়ে পরিপূর্ণ করতে চান। এবং এই রহমতগুলো সেই উত্তরাধীকারীদের অংশ যা আল্লাহ-পাক সমস্ত আদম সন্তানদেরকে দিতে চান! যাইহোক, আপনার সমস্ত হৃদয় দিয়ে অনন্তকালীন বিষয়গুলো খুঁজতে হবে। যদি কেউ আকাঙ্খিত হৃদয়ে আল্লাহর অনন্তকালীন রহমতগুলো না চায় তাহলে সে তা কখনোই গ্রহন করতে পারবে না। যেভাবে আমরা মাঝে মাঝে শুনে থাকি, "যদি কেউ মধু পেতে চায় তাহলে তাদের মৌমাছির বিরুদ্ধে সাহসী হতে হবে।" {উলফ প্রবাদবাক্য}

আপনি কি আল্লাহ-পাকের রহমত গ্রহন করতে চান? তাহলে আপনাকে বুঝতে চেষ্টা করতে হবে যে খোদার কালামে কি ওয়াদা করা হয়েছে। আপনি কি জানেন যে তাঁর রহমত এত মহান যে তা মানুষের বোঝার ক্ষমতার বাইরে? আপনি কি সেগুলো হৃদয়ে ধারন করেন? নাকি আপনি পার্থিব বিষয়ের দিকে বেশি মনোযোগি হচ্ছেন? আল্লাহর কালাম আমাদের দেখায় যে পৃথিবীতে মাত্র দুই ধরনের লোক আছেঃ এক ধরনের লোক যারা পৃথিবীকে বেশি মূল্য দেয় এবং পার্থিব বিষয় নিয়ে ব্যস্ত এবং অন্য ধরনের লোক হলো যারা অনন্তকালীন রহমতকে বেশি গুরুত্ব দেয় এবং সেই দিকে বেশি মনোযোগ দেয় যা উপর হইতে আইসে। আপনি কোন ধরনের লোক?

আসেন শুনি জবুরশরীফ প্রথম অধ্যায়ে কি লেখা আছেঃ

(জবুর ১) ১ধন্য সেই লোক, যে দুষ্টদের পরামর্শমত চলে না, গুনাহ্গারদের পথে থাকে না, ঠাট্টা-বিদ্রূপকারীদের আড্ডায় বসে না; ২বরং মাবুদের শরীয়তেই তার আনন্দ, আর সেটিই তার দিনরাতের ধ্যান৷ ৩সে যেন জলস্রোতের ধারে লাগানো গাছ, যা সময়মত ফল দেয়, আর যার পাতা শুকিয়ে ঝরে যায় না; সে সব কাজেই সফলতা লাভ করে৷ ৪কিন্তু দুষ্টেরা সেরকম নয়; তারা যেন বাতাসে উড়ে যাওয়া তুষ৷ ৫এইজন্য রোজ হাশরে দুষ্টেরা টিকবে না, গুনাহ্গার লোকেরা আল্লাহ্ভক্তদের দলে টিকে থাকতে পারবে না; ৬কারণ আল্লাহ্ভক্তদের চলার পথের উপর মাবুদের খেয়াল আছে, কিন্তু দুষ্ট লোকদের চলার পথে রয়েছে ধ্বংস৷

আপনার অবস্থান কেমন? আপনি কোন পথে হাঁটছেন? আপনি কি সেই পথে হাঁটছেন যারা আল্লাহর ওয়াদার খোঁজ করে? নাকি আপনি ইস্্রে মত যিনি পার্থিব জিনিসের পরিবর্তে আল্লাহর রহমতপূর্ণ ওয়াদা বিক্রি করে দেন? আল্লাহর কালাম আমাদের সতর্ক করে বলে যেঃ

বস্তুতঃ মানুষ যদি সারা দুনিয়া লাভ করে নিজের প্রাণ হারায় তবে তার কি লাভ হবে? কিংবা মানুষ নিজের প্রাণের পরিবর্তে কি দিবে?" (মথি ১৬ঃ২৬)। "কিন্তু যে খাবার নষ্ট হয়ে যায় সেই খাবারের জন্য ব্যস্ত হয়ে লাভ কি? যে খাবার নষ্ট হয় না বরং অনন্ত জীবন দান করে তারই জন্য ব্যস্ত হন। সেই খাবারই ইব্‌নে আদম আপনাদের দেবেন, কারণ পিতা আল্লাহ প্রমান করে দেখিয়েছেন যে, এই কাজ করবার অধিকার কেবল তাঁরই

আছে।” (ইউহোন্না ৬ঃ২৭) “দেখ, কেউ যেন আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত না হয়; পাছে তিক্ততার কোন মূল অঙ্কুরিত হয়ে তোমাদেরকে উৎপীড়িত করে এবং এতে অধিকাংশ লোক নাপাক হয়; পাছে কেউ জেনাকারী বা ধর্ম বিরূপক হয়, যেমন ইস্ সে তো একবারের খাদ্যের জন্য নিজের জ্যেষ্ঠাধিকার বিক্রি করেছিল।” (ইব্রানী ১২ঃ১৫,১৬)।

প্রিয় শ্রোতাবৃন্দ, আজকে আমাদের এখানেই থামতে হবে। পরবর্তী সময়ে, আল্লাহর ইচ্ছায়, আমরা তৌরাতের ইয়াকুবের কাহিনী নিয়ে ফিরে আসবো... আল্লাহ আপনাকে রহমত দান করুন যখন আপনি সতর্কতার সাথে তাঁর কালামের এই সতর্কবানীটি বিবেচনা করছেনঃ

“দেখ, কেউ যেন আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত না হয়; পাছে তিক্ততার কোন মূল অঙ্কুরিত হয়ে তোমাদেরকে উৎপীড়িত করে এবং এতে অধিকাংশ লোক নাপাক হয়; পাছে কেউ জেনাকারী বা ধর্ম বিরূপক হয়, যেমন ইস্ সে তো একবারের খাদ্যের জন্য নিজের জ্যেষ্ঠাধিকার বিক্রি করেছিল।” (ইব্রানী ১২ঃ১৫,১৬)।

পাঠ ২৪

ইয়াকুবের ইস্রায়েল হওয়া; পয়দায়েশ ২৮-৩২

প্রিয় শ্রোতা বন্ধুরা, আপনাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক।
আমরা আল্লাহ্‌র নামে আপনাদের শুভেচ্ছা জানাই, যিনি শান্তিদাতা মাবুদ, যিনি চান যেন প্রত্যেকে ধার্মিকতার পথ সম্পর্কে বুঝতে পারে ও সেই পথে নিজেদের সমর্পন করে যা তিনি স্থাপন করেছেন, এবং তাঁর মধ্যে রয়েছে চিরকালের সত্যিকারের শান্তি। আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান *"ধার্মিকতার পথ"* উপস্থাপন করতে পেরে আমরা আজ সত্যিই অনেক খুশি।

আমাদের আগের পাঠে, আমরা ইসহাকের জমজ দুই পুত্র ইস্ এবং ইয়াকুবের কথা পড়েছি। ইস্ আল্লাহ-পাকের ওয়াদাকে অবজ্ঞা করেছিল যা আল্লাহ-পাক তার ঠাকুরদাদা ইব্রাহিমের কাছে করেছিলেন এবং মাত্র এক বাটি খাবারের বিনিময়ে তার জোষ্ঠ্যত্বকে দিয়ে দিয়েছিল! ইয়াকুবের ক্ষেত্রে, সে আল্লাহ-পাকের ওয়াদাকে মূল্য দিয়েছিল। যাইহোক, এর অর্থ এই নয় যে ইয়াকুবের কোন ভুল বা দোষ ছিল না! ইয়াকুবের নামের অর্থ ছিল প্রবঞ্চক। আজকে আমরা তৌরাত শরীফে দেখতে যাচ্ছি যে কিভাবে আল্লাহ-পাক প্রবঞ্চক ইয়াকুবকে পরিবর্তন করে মাবুদের মনের লোক হিসাবে তৈরী করলেন।

ইয়াকুব সত্যিই একজন প্রবঞ্চক ছিল। কিতাব, যা কোন নবীর দুর্বলতাকে লুকিয়ে রাখে না, তা আমাদের জন্য এই বিষয়টি লিপিবদ্ধ করে রেখেছে যে কিভাবে ইয়াকুব তার বড় ভাইকে দুই দুইবার ঠকিয়েছে যেন সে জোষ্ঠ্যেত্বের অধিকার পায়। এই কারণে ইস্ এতই রাগান্বিত ছিল যে সে তার ছোট ভাইকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল। আর তাই, তাদের মা, রেবেকা গোপনে ইয়াকুবকে ডাকলেন এবং তাকে উপদেশ দিয়ে বললেন যেন সে তার মামা লাবনের কাছে পালিয়ে যায়, যিনি হারোনে বাস করেন এবং যতদিন তার ভাইয়ের রাগ নিস্তেজ না হয় ততদিন সেখানে থাকেন।

তাহলে আসেন আমরা পয়দায়েশ পুস্তকের আঠাস নাম্বার রুকু পড়ি এটা জানার জন্য যে যখন ইয়াকুব তার পিতার ইসহাকের বাড়ী থেকে যখন তার মামা লাবনের বাড়ীতে গেলেন তখন কি ঘটলো। কিতাবে লেখা আছেঃ
(পয়দায়েশ ২৮) ১০এদিকে ইয়াকুব বের-শেবা ছেড়ে হারণ শহরের দিকে যাত্রা করলেন৷ ১১পথে এক জায়গায় বেলা ডুবে গেলে পর তিনি সেখানেই রাতটা কাটালেন৷ সেখানে কতগুলো পাথর পড়ে ছিল৷ ইয়াকুব সেগুলোর একটা মাথার নীচে দিয়ে শুয়ে পড়লেন৷ ১২তিনি স্বপ্নে দেখলেন মাটির উপরে একটা সিঁড়ি দাঁড়িয়ে আছে এবং তার মাথাটা গিয়ে বেহেশতে ঠেকেছে৷ তিনি দেখলেন আল্লাহ্‌র ফেরেশতারা তার উপর দিয়ে ওঠা-নামা করছেন, ১৩আর মাবুদ তার উপরে দাঁড়িয়ে বলছেন, "আমি মাবুদ৷ আমি তোমার পূর্বপুরুষ ইব্রাহিমের আল্লাহ্ এবং ইসহাকেরও আল্লাহ্৷ তুমি যেখানে শুয়ে আছ সেই দেশ আমি তোমাকে এবং তোমার বংশের লোকদের দেব৷ ১৪তোমার বংশের লোকেরা দুনিয়ার ধূলিকণার মত অসংখ্য হবে৷ পূর্ব-পশ্চিমে এবং উত্তর-দক্ষিণে তোমার বংশ ছড়িয়ে পড়বে৷ দুনিয়ার সমস্ত জাতি তোমার ও তোমার বংশের মধ্য দিয়ে দোয়া পাবে৷ ১৫আমি তোমার সংগে সংগে আছি; তুমি যেখানেই যাও না কেন আমি তোমাকে রক্ষা করব৷ এই দেশেই আবার আমি তোমাকে ফিরিয়ে আনব৷ আমি তোমাকে যা বলেছি তা পূর্ণ না করা পর্যন্ত আমি তোমাকে ছেড়ে যাব না৷" ১৬পরে ইয়াকুব ঘুম থেকে উঠে বললেন, "তাহলে মাবুদ নিশ্চয়ই এই জায়গায় আছেন অথচ আমি তা বুঝতে পারি নি৷ ১৭এই কথা ভেবে তাঁর মনে ভয় হল৷ তিনি বললেন, "কি ভয়ংকর এই জায়গা! এটা আল্লাহ্‌র থাকবার জায়গা ছাড়া আর কিছু নয়; বেহেশতের দরজা এখানেই৷ ১৮ইয়াকুব খুব ভোরে উঠলেন এবং যে পাথরটা তিনি মাথার নীচে দিয়েছিলেন সেটা থামের মত করে দাঁড় করিয়ে তার উপরে তেল ঢেলে দিলেন৷" ১৯তিনি জায়গাটার নাম দিলেন বেথেল (যার মানে ""আল্লাহ্‌র ঘর")৷ এই জায়গাটার কাছের শহরটার আগের নাম ছিল লূস৷

এভাবে, আল্লাহ-পাক স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে ইয়াকুবের কাছে নিজেকে প্রকাশ করলেন এবং সেই একই বিষয়ে ওয়াদা করলেন যা তিনি তার ঠাকুরদাদা ইব্রাহিম ও পিতা ইসহাকের কাছে করেছিলেন যে, তার মধ্যে দিয়ে

একটি মহান জাতি উৎপন্ন হবে। সুতরাং, আমরা দেখতে পাই যে জেষ্ঠ্যত্ব যা সে তার বড় ভাইয়ের কাছ থেকে চুরি করেছিল আল্লাহ-পাকই সেটি তাকে দিয়েছিলেন। নতুন জাতি যার মধ্যে দিয়ে নাজাতদাতার আগমন ঘটবে সেই জাতির পিতা হবার যোগ্যতা ইয়াকুবের ছিল না। যাইহোক, আল্লাহ-পাক একজন দয়ার ও অনুগ্রহের আল্লাহ, যিনি তাদেরকেও উত্তম বিষয় দিয়ে থাকেন যারা তার যোগ্যও নয়। ইয়াকুব তার স্বপ্নে কি দেখেছিলেন? কিতাব বলে যে “তিনি স্বপ্নে দেখলেন মাটির উপরে একটা সিড়ি দাড়িয়ে আছে এবং তার মাথাটা গিয়ে বেহেশতে ঠেকেছে এবং আল্লাহর ফেরেশতারা তার উপর দিয়ে উঠা-নামা করছেন।” তার এই স্বপ্নে, ইয়াকুব একট সিড়ি দেখতে পেয়েছিলেন। ইয়াকুব যে সিড়িটি দেখেছিল তা একটু অন্যরকম ধরনের ছিল, সেটি অনেক লম্বা ছিল, পৃথিবী থেকে বেহেশত পর্যন্ত এবং যেখানে আল্লাহপাকের উপস্থিতি রয়েছে! স্বপ্নে লম্বা সিড়ি দেখানোর মধ্যে দিয়ে আল্লাহ-পাক ইয়াকুবকে দেখিয়েছেন যে তিনি তাঁর সাথে একটি চমৎকার ও অন্তরঙ্গ সম্পর্ক চান। সেই সাথে আল্লাহ তাকে এটাও দেখাতে চেয়েছিলেন যে এই দুনিয়ার নাজাতদাতা যিনি আসছেন তিনিও এই সিড়ির মতই হবেন যা পৃথিবী থেকে বেহেশত পর্যন্ত হবে এবং আল্লাহ-পাক ও মানুষের মধ্যে একটি মধ্যস্থকারী হবেন।

এখনকার সময়ে, অনেক লোক মনে করেন যে একজন ব্যক্তি তার ভাল কাজের দ্বারা বেহেশতে যাওয়ার সিড়িতে উঠতে পারে। যাইহোক, আল্লাহর কিতাব আমাদেরকে এই কথা বলে যে আল্লাহ-পাক ও মানুষের মধ্যে শুধুমাত্র একটিই “সিড়ি” আছে এবং সেই সিড়ি মানুষের কাছ থেকে আসে নাই, সেটি এসেছে আল্লাহর কাছ থেকে। আমরা যারা আদমের সন্তান আমরা আমাদের নিজেদের শক্তিতে কোন ভাবেই আল্লাহর উপস্থিতিতে প্রবেশ করতে পারি না। এর কারণ হলো আমাদের গুনাহ এবং সেই পবিত্র আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার শক্তির অভাব। কিন্তু আল্লাহ-পাক, যিনি রহমতে পরিপূর্ণ, এবং মানুষের জন্য তাঁর মহৎ ভালবাসার জন্য তিনি আদমের বংশধরদের জন্য একটি নাজাতের পথ উন্মুক্ত করেছেন।

সুতরাং, ইয়াকুব তার স্বপ্নে যে সিড়ি দেখেছিলেন তা সেই মধ্যস্থ্যতাকারীকেই প্রকাশ করেন যার কথা আল্লাহ-পাক ওয়াদা করেছিলেন এই দুনিয়ার গুনাহগারদের মুক্ত করার জন্য। এই মধ্যস্থতাকারীই হচ্ছে সেই সিড়ি যা ইয়াকুব পৃথিবী ও বেহেশতের মাঝখানে দেখেছিলেন। কিতাব এই কথা শিক্ষা দেয় যেঃ “আল্লাহ মাত্র একজনই আছেন এবং আল্লাহ ও মানুষের মধ্যে মধ্যস্থও মাত্র একজন আছেন। সেই মধ্যস্থ হলেন মাবুদ ঈসা। তিনি সব মানুষের মুক্তির মূল্য হিসাবে নিজের জীবন দিয়েছিলেন.....যাতে যতজন তাঁর উপর ঈমান আনে সে বিনষ্ট না হয় কিন্তু অনন্ত জীবন/আখেরী জীবন পায়।” (১ম তিমথীয় ২ঃ৫-৬; ইউহোন্না ৩ঃ১৬)। এই বিষয়ে আল্লাহর কালাম একেবারে পরিষ্কারঃ আল্লাহ যে মধ্যস্থকারীকে বেহেশত থেকে পাঠিয়েছেন তাঁর মধ্যে দিয়ে ছাড়া কেউই আল্লাহর কাছে যেতে পারেনা।

এখন, আসেন দেখি যে ইয়াকুব যখন তার মামার বাড়ীতে পৌছালো তারপর কি হলো। আল্লাহর কালাম এই কথা বলে “যে যা বোনে সে তাই কাটে।” (গালাতীয় ৬ঃ৭)। আমরা ইতিমধ্যেই শুনেছি যে কিভাবে ইয়াকুব তার বড় ভাইকে ঠকিয়েছে। এখন আমরা দেখবো যে কিভাবে ইয়াকুবের মামা তাকে ঠকালো। তার মামার নাম ছিল লাবন এবং তিনি একজন চালাক লোক ছিলেন। কিতাবে লেখা আছেঃ

(পয়দায়েশ ২৯) ১৪ লাবন তাঁকে বললেন, “সত্যিই আমাদের শরীরে একই রক্ত বইছে” এর পর ইয়াকুব লাবনের
বাড়ীতে এক মাস কাটালেন। ১৫ একদিন লাবন বললেন, “তুমি আমার আত্মীয় বলেই কি বিনা বেতনে আমার কাজ
করবে? তোমাকে কি দিতে হবে আমাকে বল।” ১৬ লাবনের দুটি মেয়ে ছিল। বড়টির নাম লেয়া আর ছোটটির নাম
রাহেলা। ১৭ লেয়ার থাকবার মধ্যে ছিল শুধু দুটি সুন্দর চোখ, কিন্তু রাহেলার শরীরের গড়ন ও চেহারা সবই ছিল
সুন্দর। ১৮ ইয়াকুব রাহেলাকে ভালবাসতেন বলে তিনি বললেন, “আপনার ছোট মেয়ে রাহেলার জন্য সাত বছর
আমি আপনার কাজ করব।” ১৯ লাবন বললেন, “রাহেলাকে অন্য কোন লোকের হাতে দেবার চেয়ে তোমার হাতে
দেওয়াই ভাল। তুমি আমার কাছেই থাক।” ২০ এর পর ইয়াকুব রাহেলার জন্য সাত বছর কাজ করলেন। ইয়াকুব
রাহেলাকে ভালবাসতেন বলে সেই বছরগুলো তাঁর কাছে মাত্র কয়েক দিন বলে মনে হল। ২১ তারপর ইয়াকুব

পাঠ ২৪

ইয়াকুবের ইস্রায়েল হওয়া; পয়দায়েশ ২৮-৩২

লাবনকে বললেন, "আমার কাজের মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে৷ যাঁর জন্য আমি কাজ করেছি এবার তাঁকে আমার হাতে তুলে দিন যেন তাঁকে নিয়ে আমি বাস করতে পারি৷" ২২ তখন লাবন সেই এলাকার সব লোকদের ডেকে একটা মেজবানী দিলেন৷ ২৩ পরে রাত হলে তিনি তাঁর মেয়ে লেয়াকে ইয়াকুবের কাছে দিয়ে আসলেন, আর ইয়াকুবও তাঁর সংগে থাকলেন৷ ২৪ লাবন তাঁর বাঁদী সিল্পাকেও লেয়ার বাঁদী হিসাবে দিয়েছিলেন৷২৫ সকাল হলে পর ইয়াকুব আশ্চর্য হয়ে দেখলেন যে, তিনি লেয়া৷ সেইজন্য তিনি লাবনকে বললেন, "আপনি আমার সংগে এ কি রকম ব্যবহার করলেন? এতদিন কি আমি রাহেলার জন্যই আপনার কাজ করি নি? তবে কেন আপনি আমাকে ঠকালেন?" ২৬ লাবন বললেন, "বড় মেয়ের আগে ছোট মেয়ের বিয়ে দেওয়া আমাদের দেশের নিয়ম নয়৷ ২৭ তুমি এই বিয়ের উৎসব-সপ্তাটা পার হতে দাও৷ তারপর অন্য মেয়েটিকেও তোমাকে দেওয়া হবে৷ তবে তার জন্য তোমাকে আরও সাত বছর আমার কাজ করতে হবে৷"২৮ ইয়াকুব তাঁর কথা মেনে নিয়ে সেই উৎসব-সপ্তাটা শেষ করলেন৷ তারপর লাবন তাঁর মেয়ে রাহেলাকেও ইয়াকুবের সংগে বিয়ে দিলেন, ২৯ আর তাঁর বাঁদী বিল্‌হাকে রাহেলার বাঁদী হিসাবে দিলেন৷৩০ ইয়াকুব রাহেলার সংগেও থাকলেন৷ তিনি লেয়ার চেয়ে রাহেলাকে বেশী ভালবাসতেন৷ এর পর তিনি আরও সাত বছর লাবনের অধীনে কাজ করলেন৷

আমরা দেখতে পাই যে এভাবেই লাবন তার ভাতিজা ইয়ুকুবের সাথে প্রতারনা করেছিলেন। যা কিছু ঘটেছিল তা ভাল ছিল না কিন্তু আপনি নিশ্চত থাকতে পারেন যে ইয়াকুবের জীবনে যা কিছু ঘটছে তার উপর আল্লাহ-পাকের হাত রয়েছে এবং তিনি তা ইয়াকুবের ভালোর জন্য ব্যবহার করতে যাচ্ছেন। অবশেষে, ইয়াকুব বার ছেলের পিতা হলেন। ইয়াকুব তার মামার বাড়ীতে বিশ বছর ছিলেন। সেই বিশ বছরে, আল্লাহ-পাক তাঁর ভালবাসায়, ইয়াকুবকে কিছু পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যেতে অনুমতি দিয়েছিলেন যাতে তিনি ইয়াকুবকে শাসন করতে পারেন এবং তার বিশ্বাসকে আরো নিখুঁত করতে পারেন যেভাবে সোনা আগুনে পুড়ে খাঁটি হয়। যাইহোক, একদিন আসলো যেদিন আল্লাহ-পাক ইয়াকুবকে দেখা দিলেন এবং বললেন, "তুমি তোমার পূর্বপুরুষদের দেশে নিজের লোকদের কাছে ফিরে যাও; আমি তোমার সঙ্গে আছি।" (পয়দায়েশ ৩১ঃ৩)। তারপর ইয়াকুব তার পরিবারকে সঙ্গে নিয়ে উঠলেন, সবকিছু গোছালেন এবং বেরিয়ে পড়লেন। তারা কনান দেশের দিকে রওনা দিলেন-যে দেশের কথা আল্লাহ-পাক ইব্রাহিম, ইসহাক, ইয়াকুব এবং তাদের বংশধরদের কাছে ওয়াদা করেছিলেন।

ইয়াকুব এবং তার পরিবার যখন কনান দেশের পথে যাচ্ছিলেন তখন বিশেষভাবে আল্লাহ-পাক ইয়াকুবকে দেখা দিলেন এবং তার নাম পরিবর্তন করে দিলেন। আসুন শুনি পয়দায়েশ বত্রিশ অধ্যায়ে/রুকুতে কি লেখা আছে।

(পয়দায়েশ ৩২) ১৪দু'শো ছাগী ও বিশটা ছাগল, দু'শো ভেড়ী ও বিশটা ভেড়া, বাচ্চাসুদ্ধ ত্রিশটা দুধালো উট, চল্লিশটা গাভী ও দশটা ষাঁড়, বিশটা গাধী ও দশটা গাধা৷ ১৬সেগুলো বিভিন্ন দলে ভাগ করে গোলামদের হাতে দিয়ে তিনি তাদের বলে দিলেন, "প্রত্যেকটি দলের শেষে কিছু জায়গা রেখে তোমরা আমার আগে আগে যাও৷" ১৭প্রথম দলের গোলামকে তিনি হুকুম দিয়ে বললেন, "আমার ভাই ইসের সংগে দেখা হলে তিনি যখন জিজ্ঞাসা করবেন, কোথায় যাচ্ছ? তুমি কার লোক? তোমার সামনের ঐ পশুগুলোই বা কার ১৮তখন তুমি বলবে, এগুলো আপনার গোলাম ইয়াকুবের৷ তিনি আমার প্রভু ইসের জন্য এই উপহার পাঠিয়েছেন, আর তিনি আমাদের পিছনেই আছেন৷" ১৯এইভাবে তিনি দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং অন্যান্য গোলাম যারা পশুর দল নিয়ে যাচ্ছিল তাদের প্রত্যেককেই হুকুম দিলেন, "ইসের সংগে দেখা হলে তোমরাও ঠিক এই কথাই বলবে৷ ২০আর শেষে বলবে, আপনার গোলাম ইয়াকুব আমাদের পিছনেই আছেন৷" ইয়াকুব মনে মনে এই চিন্তা করলেন, "আমার আগে আগে যে উপহার যাচ্ছে তা দিয়ে আমি তাঁকে শান্ত করে নেব৷ তার পরে যখন তাঁর সংগে আমার দেখা হবে তখন আমাকে গ্রহণ করতে হয়তো তাঁর কোন আপত্তি থাকবে না৷" ২১কাজেই উপহারের জিনিসগুলো তাঁর আগে চলে

পাঠ ২৪

ইয়াকুবের ইস্রায়েল হওয়া; পয়দায়েশ ২৮-৩২

গেল, কিন্তু সেই রাতটা তিনি সেখানেই কাটালেন৷ ২২সেই রাতেই ইয়াকুব উঠে তাঁর দুই স্ত্রী, দুই বাঁদী ও এগারোজন ছেলেকে হেঁটে পার হওয়া যায় এমন একটা জায়গা দিয়ে যব্বোক নদীর ওপারে রেখে আসলেন৷ ২৩তাঁর আর যা কিছু ছিল সেই সবও তাদের সংগে পাঠিয়ে দিলেন৷ ২৪তাতে ইয়াকুব একাই রয়ে গেলেন৷ তখন একজন লোক এসে ভোর না হওয়া পর্যন্ত তাঁর সংগে কুস্তি করলেন৷ ২৫সেই লোকটি যখন দেখলেন যে, তিনি ইয়াকুবকে হারাতে পারছেন না তখন কুস্তি চলবার সময় তিনি ইয়াকুবের রানের জোড়ায় আঘাত করলেন৷ তাতে তাঁর রানের হাড় ঠিক জায়গা থেকে সরে গেল৷ ২৬তখন সেই লোকটি বললেন, "ফজর হয়ে আসছে, এবার আমাকে ছেড়ে দাও৷" ইয়াকুব বললেন, "আমাকে দোয়া না করা পর্যন্ত আমি আপনাকে ছাড়ব না৷" ২৭লোকটি বললেন, "তোমার নাম কি?" তিনি বললেন, "আমার নাম ইয়াকুব৷" ২৮লোকটি বললেন, "তুমি আল্লাহ্‌ ও মানুষের সংগে যুদ্ধ করে জয়ী হয়েছ বলে তোমার নাম আর ইয়াকুব থাকবে না, তোমার নাম হবে ইসরাইল (যার মানে, যিনি আল্লাহ্‌র সংগে যুদ্ধ করেন)।" ২৯ইয়াকুব তাঁকে বললেন, "মিনতি করি, আপনি বলুন আপনার নাম কি?" তিনি বললেন, "তুমি আমার নাম জিজ্ঞাসা করছ কেন?" এই কথা বলেই তিনি ইয়াকুবকে দোয়া করলেন৷ ৩০তখন ইয়াকুব সেই জায়গাটার নাম রাখলেন পনূয়েল (যার মানে "আল্লাহ্‌র মুখ")। তিনি বললেন, "আমি আল্লাহ্‌কে সামনাসামনি দেখেও বেঁচে রয়েছি৷"

এটি একটি দারুন ঘটনা যেখানে অনেক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা রয়েছে। আমরা দেখতে পাই যে আল্লাহ-পাক ইয়াকুবের কাছে নিজেকে একজন মানুষ হিসাবে প্রকাশ করলেন এবং তার সঙ্গে কুস্তি করলেন। তিনি কেন ইয়াকুবের সাথে কুস্তি করলেন? কারণ আল্লাহ-পাক চেয়েছিলেন যেন ইয়াকুব বুঝতে পারেন যে তিনি তাঁর থেকে দুর্বল। আল্লাহ-পাক ইয়াকুবকে বোঝাতে চেয়েছিলেন যে সত্যিকারের শক্তি এবং জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর কাছ থেকেই আসে! ইয়াকুবের জন্য আল্লাহর একটি দারুন পরিকল্পনা ছিল কিন্তু আল্লাহর রহমত শুধুমাত্র তাদের কাছেই আসতে পারে যারা জানেন যে তারা নিজেদের শক্তিতে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতে পারেন না। ইয়াকুব বুঝতে শুরু করেছিলেন যে আল্লাহর সামনে তিনি কতটা দুর্বল। সেই রাতে, আল্লাহ-পাক ইয়াকুবকে একটি নতুন নাম দিলেন, আর সেই নাম হলো, **ইসরাইল**। ইয়াকুব নামের অর্থ হলো যিনি প্রবঞ্চনা করেন। কিন্তু ইসরাইল নামের অর্থ হলো-যিনি আল্লাহর সঙ্গে যুদ্ধ করেন। ইসরাইল হবে সেই নতুন জাতির নাম যে জাতির সম্পর্কে আল্লাহ-পাক ইব্রাহিম, ইসহাক ও ইয়াকুবের কাছে ওয়াদা করেছিলেন। আপনি জানেন যে, ইয়াকুবের বারো ছেলের মধ্যে দিয়েই ইসরাইল জাতির উৎপত্তি হয়েছিল। এবং সেই ইসরাইল জাতির লোকদের মধ্যে দিয়েই নাজাতদাতার এই দুনিয়ার আগমন ঘটেছিল।
কেউ কেউ হয়তো জিজ্ঞাসা করবেনঃ আল্লাহ-পাক কেন ইয়াকুবের মত একজন প্রবঞ্চককে বাছাই করলেন এবং তাকে একটি জাতির পিতা করলেন যার মধ্যে দিয়ে এই পৃথিবীর নাজাতদাতা আসবেন? আসেন আমরা পাক-কিতাব থেকে এর উত্তর শুনিঃ

"কিন্তু দুনিয়া যা মূর্খতা বলে মনে করে আল্লাহ তা-ই বেছে নিয়েছেন যেন জ্ঞানীরা লজ্জা পায়। দুনিয়া যা দুর্বল বলে মনে করে আল্লাহ তা-ই বেছে নিয়েছেন যেন যা শক্তিশালী তা শক্তিহীন হয়। দুনিয়া যা নীচ ও তুচ্ছ বলে মনে করে, এমন কি, দুনিয়ার চোখে যা কিছুই নয় আল্লাহ তা-ই বেছে নিয়েছেন যেন দুনিয়ার চোখে যা মূল্যবান তা মূল্যহীন হতে পারে। তিনি ঐ সব বেছে নিয়েছেন যেন তাঁর সামনে কোন মানুষ গর্ব করতে না পারে।" (১ম করিন্থীয় ১ঃ২৭-২৯)।

ইয়াবুক একজন প্রবঞ্চক ছিলেন। তার কোন উপায়ই ছিল না যে তার নিজের শক্তিতে তিনি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতে পারেন। তার মধ্যে কিছুই ভাল ছিল না, শুধুমাত্র একটি বিষয় ছাড়াঃ ইয়াকুব আল্লাহর কালামে ঈমান রাখতেন। ইয়াকুব আল্লাহর ওয়াদাগুলোকে সম্পত্তি হিসাবে দেখতেন। দুনিয়ার অন্যান্য বিষয় থেকে আল্লাহর কালাম ও রহমত গ্রহন করা ছিল ইয়াকুবের কাছে বেশি গুরুত্বপুর্ণ বিষয়। এভাবেই আল্লাহ-পাক নিজেকে

ইয়াকুবের কাছে প্রকাশ করলেন এবং তাকে রহমত করলেন। আল্লাহ-পাক, তাঁর অনন্তকালীর উদ্দেশ্যের জন্য ইয়াকুবের প্রবঞ্চনাময় হৃদয়কে পরিবর্তন করে ইসরাইল, আল্লাহর লোক হিসাবে রুপান্তর করলেন। আপনার অবস্থান কোথায়? ইয়াকুবের মত, আপনি কি আপনার দুর্বলতাগুলোকে চিহ্নিত করতে পেরেছেন যাতে আল্লাহ-পাক সন্তুষ্ট হন। আসেন এই বিষয়ে আল্লাহর কালাম কি বলে তা শুনি। এটি বলে যেঃ

“মোবারক তারা, যারা দিলে নিজেদের গবীর মনে করে, কারণ বেহেশতী রাজ্য তাদেরই।” (মথি ৫ঃ৩)

{“যারা দিলে নিজেদের গরীব মনে করে” এর অর্থ হলোঃ এমন কেই যিনি তার নিজের দুর্বলতাগুলো জানেন যার মধ্যে দিয়ে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা যায়} “আল্লাহ অহংকারীদের বিরুদ্ধে দাড়ান কিন্তু নম্রদের রহমত করেন। সেজন্য আল্লাহর ক্ষমতার সামনে নিজেদের নীচু কর, যেন ঠিক সময়ে তিনি তোমাদের উঁচু করেন।” (১ম পিতর ৫ঃ৫,৬)।

আমাদেরকে শোনার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ জানাই। আমাদের পরবর্তী অধ্যয়নে, আল্লাহর ইচ্ছায়/মেহেরবানীতে, আমরা ইউসুফের কাহিনী শুনতে যাচ্ছি যিনি ইয়াকুবের একজন সন্তান ছিলেন... আল্লাহ-পাক আপনাদের রহমত দান করুন। আপনাদের জন্য আল্লাহর কিতাব থেকে এই কালামটি দিয়ে শেষ করছিঃ

“তবুও মাবুদ তোমাদের রহমত দান করবার জন্য অপেক্ষা করছেন; তোমাদের মমতা করবার জন্য তিনি প্রস্তুত হয়ে আছেন। মাবুদ ন্যায়বিচারের আল্লাহ; মোবারক তারা, যারা তাঁর জন্য অপেক্ষা করে।” (ইশাইয়া ৩০ঃ১৮)

পাঠ ২৫
ইউসুফের অবমাননা; পয়দায়েশ ৩৭-৩৯

প্রিয় শ্রোতা বন্ধুরা, আপনাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক।
আমরা আল্লাহ্‌র নামে আপনাদের শুভেচ্ছা জানাই, যিনি শান্তিদাতা মাবুদ, যিনি চান যেন প্রত্যেকে ধার্মিকতার পথ সম্পর্কে বুঝতে পারে ও সেই পথে নিজেদের সমর্পন করে যা তিনি স্থাপন করেছেন, এবং তাঁর মধ্যে রয়েছে চিরকালের সত্যিকারের শান্তি। আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান *"ধার্মিকতার পথ"* উপস্থাপন করতে পেরে আমরা আজ সত্যিই অনেক খুশি যেখানে আমরা একজন একজন করে আল্লাহর নবীদের কাহিনী উপস্থাপন করতে পারছি। আমরা আল্লাহর কালাম তৌরাত শরীফের প্রথম ভাগ পড়ার মধ্যে দিয়ে আছি।

আমাদের আগের পাঠে, আমরা আল্লাহ-পাকের নবী ইব্রাহিমের ছেলের ছেলে ইয়াকুবের বিষয়ে শিখেছি। আমরা দেখেছি যে কিভাবে আল্লাহ-পাক ইয়াকুবকে একটি নতুন নাম দিলেন, আর সেই নাম হলো ইসরাইল। ইয়াকুব নামের অর্থ হলো প্রবঞ্চক, কিন্তু ইসরাইল নামের অর্থ হলো যিনি আল্লাহর সাথে যুদ্ধ করেন। এখন ইয়াকুবের দুইটি নামঃ ইয়াকুব এবং ইসরাইল। সেই সাথে ইসরাইল সেই নতুন জাতির নামও যার কথা আল্লাহ-পাক ইব্রাহিম, ইসহাক এবং ইয়াকুবের বংশের কাছে ওয়াদা করেছিলেন। ইয়াকুবের বারোজন সন্তান ছিল। এই বারো ছেলের মধ্যে দিয়ে ইসরাইল জাতির উৎপত্তি হয়েছিল যার মধ্যে দিয়ে দুনিয়ার নাজাতদাতার আসার কথা রয়েছে।
আপনি কি ইয়াকুবের সেই বারোজন ছেলের নাম জানেন? তারা হলেন-রুবেন, শিমিয়োন, লেবি, এহুদা, ইষাখর, সবূলূন, দান, নপ্তালি, গাদ, আশের, ইউসুফ এবং বিন্‌ইয়ামীন। আজকে আমরা ইয়াকুবের ছেলেদের বিমুগ্ধ কাহিনী শুরু করতে যাচ্ছি-বিশেষ ভাবে ইউসুফের কাহিনী যিনি ছিলেন এগারো নম্বর সন্তান। আসেন আমরা ইউসুফের এই রোমাঞ্চকর কাহিনীতে প্রবেশ করি!
আমরা তৌরাত শরীফের পয়দায়েশ পুস্তকের সায়ত্রিশ নাম্বার রুকু পড়ছি। কিতাবে লেখা আছেঃ
(পয়দায়েশ ৩৭)
২এই হল ইয়াকুবের পরিবারের কাহিনী৷ ইউসুফ তাঁর ভাইদের সংগে ছাগল ও ভেড়ার পাল চরাতেন৷ তাঁর এই ভাইয়েরা ছিল তাঁর সৎমা বিল্‌হা ও সিল্পার ছেলে৷ তাঁর বয়স যখন সতেরো বছর তখন তিনি তাঁর এই ভাইদের খারাপ চালচলনের কথা তাঁর পিতাকে জানালেন৷ ৩বুড়ো বয়সের সন্তান বলে ইউসুফকে ইসরাইল তাঁর অন্য ছেলেদের চেয়ে বেশী ভালবাসতেন৷ তিনি তাঁকে একটা পুরো হাতার লম্বা কোর্তা বানিয়ে দিয়েছিলেন৷ ৪ভাইয়েরা যখন বুঝল যে, পিতা তাদের চেয়ে ইউসুফকেই বেশী ভালবাসেন তখন তারা তাঁকে হিংসা করতে লাগল৷ তারা কোন কথাই তাঁর সংগে ভাল মনে বলতে পারত না৷ ৫একদিন ইউসুফ একটা স্বপ্ন দেখলেন৷ তিনি সেই কথা তাঁর ভাইদের বলাতে তারা তাঁকে আরও বেশী হিংসা করতে লাগল৷ ৬ইউসুফ তাদের বলেছিলেন, "শোন, আমি একটা স্বপ্ন দেখেছি৷৭আমি দেখলাম, আমরা ক্ষেতে কেটে রাখা শস্যের আঁটি বাঁধছি; কিন্তু আশ্চর্য এই যে, আমার আঁটিটা সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল৷ তারপর তোমাদের আঁটিগুলো আমার আঁটিটাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে মাটিতে উবুড় হয়ে সম্মান দেখাল৷" ৮তখন তাঁর ভাইয়েরা তাঁকে বলল, "তুই কি সত্যিই ভাবছিস্‌ তুই বাদশাহ্‌ হবি আর আমাদের উপর হুকুম চালাবি?" এইভাবে তাঁর স্বপ্ন আর তাঁর কথার জন্য তাঁর ভাইয়েরা তাঁকে আরও বেশী করে হিংসা করতে লাগল৷ ৯এর পর ইউসুফ আরও একটা স্বপ্ন দেখলেন এবং তাঁর ভাইদের জানালেন৷ তিনি বললেন, "দেখ, আমি আবার একটা স্বপ্ন দেখেছি৷ আমি দেখলাম সূর্য, চাঁদ আর এগারোটা তারা আমাকে মাটিতে উবুড় হয়ে সম্মান দেখাছে৷" ১০এই স্বপ্নের কথা তিনি তাঁর পিতা ও ভাইদের কাছে বললে পর তাঁর পিতা তাঁকে বকুনি দিয়ে বললেন, "তুমি এ কি রকম স্বপ্ন দেখলে? তোমার আম্মা, ভাইয়েরা এবং আমি কি সত্যিই এসে তোমার সামনে মাটিতে উবুড় হয়ে তোমাকে সম্মান দেখাব?" ১১এর পর ইউসুফের প্রতি তাঁর ভাইদের মন হিংসায় ভরে উঠল, কিন্তু তাঁর পিতা কথাগুলো মনে গেঁথে রাখলেন, কাউকে বললেন না৷১২পরে ইউসুফের ভাইয়েরা তাদের পিতার ছাগল ও ভেড়া চরাবার জন্য শিখিমে গেল৷ ১৩তখন একদিন ইসরাইল ইউসুফকে বললেন, "তোমার ভাইয়েরা শিখিমে ছাগল ও ভেড়ার পাল চরাচ্ছে৷ আমি চাই যেন তুমি তাদের কাছে যাও৷" ইউসুফ বললেন, "আচ্ছা, আমি যাব৷" ১৪ইসরাইল তাঁকে আরও বললেন, "তোমার ভাইয়েরা আর ছাগল-ভেড়াগুলো কি অবস্থায় আছে তুমি গিয়ে

পাঠ ২৫

ইউসুফের অবমাননা; পয়দায়েশ ৩৭-৩৯

সেই খবর নিয়ে এস।" এই বলে তিনি ইউসুফকে হেবরন উপত্যকা থেকে পাঠালেন। ইউসুফ যখন শিখিমে গিয়ে উপস্থিত হলেন তখন একজন লোক তাঁকে মাঠের মধ্যে ঘোরাফেরা করতে দেখে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কিসের তালাশ করছ?" ১৬ইউসুফ বললেন, "আমি আমার ভাইদের তালাশ করছি। আপনি কি জানেন তাঁরা কোথায় ছাগল ও ভেড়ার পাল চরাচ্ছেন?" ১৭লোকটি বলল, "তারা এখান থেকে চলে গেছে। আমি তাদের বলতে শুনেছিলাম, চল, আমরা দোথনে যাই" তখন ইউসুফ তাঁর ভাইদের তালাশে দোথনে গিয়ে তাদের দেখা পেলেন। ১৮ভাইয়েরা দূর থেকে ইউসুফকে দেখতে পেল এবং তাদের কাছে গিয়ে পৌঁছাবার আগেই তারা তাঁকে হত্যা করবার ষড়যন্ত্র করল। ১৯তারা একে অন্যকে বলল, "ঐ দেখ, স্বপ্নদর্শক আসছে। ২০চল, এখনই আমরা ওকে শেষ করে একটা গর্তের মধ্যে ফেলে দিই। পরে আমরা বলব, কোন বুনো জানোয়ার তাকে খেয়ে ফেলেছে, আর তার পরে আমরা দেখব ওর স্বপ্নের দশাটা কি হয়। ২১কিন্তু রূবেণ এই কথা শুনে তাদের হাত থেকে তাঁকে উদ্ধার করবার চেষ্টায় বলল, "ওকে প্রাণে মেরো না। ২২সে তাদের পরামর্শ দিয়ে বলল, "খুন-খারাবি করতে যেয়ো না। ওর গায়ে হাত না তুলে বরং ওকে এই মরুভূমির এই গর্তটার মধ্যে ফেলে দাও। পরে ইউসুফকে তাদের হাত থেকে উদ্ধার করে পিতার হাতে তুলে দেবে মনে করেই সে এই কথাটা বলল।২৩ইউসুফ তাঁর ভাইদের কাছে এসে পৌঁছামাত্র তারা জোর করে তাঁর শরীর থেকে সেই পুরো হাতার লম্বা কোর্তাটা খুলে নিল। ২৪তারপর তারা তাঁকে ধরে সেই গর্তের মধ্যে ফেলে দিল। গর্তটায় কোন পানি ছিল না, সেটা খালি ছিল। ২৫এর পর ইউসুফের ভাইয়েরা খাওয়া-দাওয়া করতে বসে দেখতে পেল গিলিয়দ থেকে একদল ইসমাইলীয় ব্যবসায়ী আসছে। উটের পিঠে করে তারা খোশবু-মসলা, গুগ্‌গুলু ও গন্ধরস নিয়ে মিসর দেশে যাচ্ছিল। ২৬তখন এহুদা তার ভাইদের বলল, "ধর, ভাইকে হত্যা করে আমরা কথাটা গোপন করলাম। তাতে আমাদের লাভটা কি? ২৭ও তো আমাদের নিজের ভাই, আমাদেরই রক্ত-মাংস। তাই ওর গায়ে হাত না দিয়ে বরং এস, আমরা ওকে ইসমাইলীয়দের কাছে বিক্রি করে দিই।" ভাইয়েরা তার কথাটা মেনে নিল। ২৮সেই মাদিয়ানীয় ব্যবসায়ীরা কাছে আসতেই ভাইয়েরা ইউসুফকে গর্ত থেকে টেনে তুলল এবং বিশ টুকরা রূপার বদলে ইসমাইলীয়দের কাছে তাঁকে বেঁচে দিল। সেই ব্যবসায়ীরা ইউসুফকে মিসরে নিয়ে গেল। ২৯পরে রূবেণ সেই গর্তের কাছে গিয়ে ইউসুফকে দেখতে না পেয়ে দুঃখে তার কাপড় ছিঁড়ে ভাইদের কাছে গিয়ে বলল, "ইউসুফ তো ওখানে নেই। আমি এখন কি করি?" ৩১তারা তখন একটা ছাগল কেটে তার রক্তে ইউসুফের সেই কোর্তাটা ডুবাল। ৩২পরে তারা সেটা তাদের পিতার কাছে নিয়ে গিয়ে বলল, "আমরা এটা কুড়িয়ে পেয়েছি। তুমি ভাল করে দেখ, কোর্তাটা তোমার ছেলের কি না।" ৩৩ইয়াকুব কোর্তাটা চিনতে পেরে বললেন, "এই কোর্তাটা আমার ছেলেরই। তাকে কোন বুনো জানোয়ারে খেয়ে ফেলেছে। জানোয়ারটা যে তাকে টুকরা টুকরা করে ছিঁড়ে ফেলেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।" ৩৪ইয়াকুব তাঁর কাপড় ছিঁড়ে কোমরে ছালার চট জড়িয়ে তাঁর ছেলের জন্য অনেক দিন পর্যন্ত শোক করলেন।৩৫তাঁর অন্য সব ছেলেমেয়ে তাঁকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করল, কিন্তু কোন সান্ত্বনার কথাই তিনি শুনলেন না। তিনি বললেন, "শোক করতে করতেই আমি কবরে আমার ছেলের কাছে যাব।" এইভাবে ইয়াকুব ইউসুফের জন্য কাঁদতে লাগলেন।

(পয়দায়েশ ৩৯) ১এর মধ্যে ইউসুফকে মিসর দেশে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ইসমাইলীয়রাই তাঁকে সেখানে নিয়ে গিয়েছিল। সেখানে পোটীফর নামে ফেরাউনের একজন মিসরীয় কর্মচারী ইউসুফকে তাদের কাছ থেকে কিনে নিলেন। পোটীফর ছিলেন ফেরাউনের রক্ষীদলের প্রধান। ২মাবুদ ইউসুফের সংগে সংগে ছিলেন। সেইজন্য তিনি সব কাজে সফল হতে লাগলেন। তাঁকে তাঁর মিসরীয় মালিকের বাড়ীতেই রাখা হল।৩মাবুদ যে তাঁর সংগে সংগে আছেন এবং তাঁর হাতের সব কাজই সফল করে তুলছেন তা তাঁর মালিকের চোখ এড়ালো না। ৪তাতে ইউসুফ তাঁর সুনজরে পড়লেন এবং তিনি তাঁকে তাঁর ব্যক্তিগত সেবাকারী করে নিলেন। তাঁর ঘর-সংসার ও বিষয়-সম্পত্তির দেখাশোনার ভারও তিনি তাঁর উপর দিলেন। ৫ইউসুফকে এই সব ভার দেবার পর থেকে ইউসুফের দরুন মাবুদ

পাঠ ২৫

ইউসুফের অবমাননা; পয়দায়েশ ৩৭-৩৯

সেই মিসরীয় মালিকের সব কিছুকে দোয়া করতে লাগলেন। পোটীফরের ঘর-বাড়ীর এবং ক্ষেত-খামারের সব কিছুকেই মাবুদ দোয়া করলেন। ৬এ দেখে পোটীফর তাঁর সব কিছুর ভার ইউসুফের উপর ছেড়ে দিলেন। ইউসুফের উপর সব ভার ছিল বলে পোটীফর একমাত্র নিজের খাওয়া ছাড়া আর কিছু নিয়ে চিন্তা করতেন না। ইউসুফের শরীরের গড়ন এবং চেহারা সুন্দর ছিল। ৭কিছু দিনের মধ্যে ইউসুফ তাঁর মালিকের স্ত্রীর নজরে পড়ে গেলেন। একদিন সে ইউসুফকে বলল, "আমার বিছানায় এস।" ৮কিন্তু ইউসুফ তাতে রাজী হলেন না। তিনি বললেন, "দেখুন, আমি এই বাড়ীতে আছি বলেই আমার মালিক কোন কিছুর জন্য চিন্তা করেন না। তাঁর সব কিছুর ভার তিনি আমার উপর ছেড়ে দিয়েছেন। ৯এই বাড়ীতে আমার উপরে আর কেউ নেই। আপনি তাঁর স্ত্রী, সেইজন্য একমাত্র আপনাকে ছাড়া আর সবাইকে তিনি আমার অধীন করেছেন। এই অবস্থায় আমি কি করে এত বড় একটা জঘন্য কাজ করে আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে গুনাহ্‌ করতে পারি?" ১০পোটীফরের স্ত্রী দিনের পর দিন সেই একই কথা বলতে লাগল। কিন্তু ইউসুফ তার সংগে শোবার এই অনুরোধে কান দিলেন না, এমন কি, তার কাছাকাছি থাকতেও রাজি হলেন না। ১১একদিন কোন কাজের জন্য ইউসুফ বাড়ীর ভিতরে গেলেন। তখন বাড়ীর কেউই সেখানে ছিল না। ১২এমন সময় পোটীফরের স্ত্রী ইউসুফের কাপড় টেনে ধরে বলল, "আমার বিছানায় এস।" ইউসুফ তখন কাপড়টা তার হাতে ফেলে রেখেই বাইরে পালিয়ে গেলেন। ১৩ইউসুফ তার হাতেই কাপড়টা ফেলে বাইরে পালিয়ে গেছেন দেখে পোটীফরের স্ত্রী তার ঘরের গোলামদের ডেকে বলল, "দেখ, দেখ, উনি আমাদের অপমান করবার জন্য এই ইবরানী লোকটাকে আমাদের কাছে এনেছেন। আমার ইজ্জত নষ্ট করবার মতলব নিয়ে সে আমার ঘরে ঢুকেছিল। আমি জোরে চিৎকার করে উঠলাম। ১৫আমার চিৎকার আর হাঁকডাক শুনে সে তার কাপড়টা আমার কাছে ফেলে রেখেই বাইরে পালিয়ে গেছে।" ১৬ইউসুফের মালিক বাড়ী ফিরে না আসা পর্যন্ত কাপড়টা সে তার কাছেই রেখে দিল। ১৭পরে সে পোটীফরের কাছে এই কথা জানাতে গিয়ে বলল, "তুমি যে ইবরানী গোলামকে আমাদের কাছে এনেছ সে আমাকে অপমান করবার মতলবে আমার ঘরে ঢুকেছিল। ১৮কিন্তু আমি চিৎকার ও হাঁকডাক করাতে সে আমার কাছে তার কাপড় ফেলে রেখেই বাইরে পালিয়ে গেছে।" ১৯স্ত্রীর কথা শুনে ইউসুফের মালিক রেগে আগুন হয়ে গেলেন, কারণ তাঁর স্ত্রী বলেছিল, "এমনি ধরনের ব্যবহারই তোমার গোলাম আমার সংগে করেছে।" ২০তখন পোটীফর ইউসুফকে জেলখানায় দিলেন। সেই জায়গায় বাদশাহ্‌র বন্দীদের আটক করে রাখা হত। কিন্তু জেলখানার মধ্যেও মাবুদ ইউসুফের সংগে সংগে ছিলেন। তিনি তাঁর প্রতি বিশ্বস্ত রইলেন এবং এমন করলেন যাতে ইউসুফ প্রধান জেল-রক্ষকের সুনজরে পড়েন। ২২প্রধান জেল-রক্ষক জেলখানার সমস্ত কয়েদীদের ভার ইউসুফের উপরে দিলেন যেন সেখানকার সব কাজকর্ম ইউসুফের ইচ্ছামত হয়।২৩ইউসুফের হাতে যে সব কাজের ভার ছিল সেগুলো প্রধান জেল-রক্ষককে আর দেখাশোনা করতে হত না, কারণ মাবুদ ইউসুফের সংগে ছিলেন, আর এইজন্য ইউসুফ যাতে হাত দিতেন তা মাবুদ সফল করতেন।

এভাবেই ইয়াকুবের সন্তান ইউসুফের কাহিনী শুরু হয়েছিল। আমরা আজকে যা দেখলাম তার সারাংশ এই বিবৃত্তির মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করতে পারিঃ ইউসুফ ধার্ম্মিকতা পছন্দ করতেন এবং মন্দকে ঘৃনা করতেন। তিনি আনন্দের সাথে গুনাহের জীবন যাপন করার চেয়েও জেলখানায় কষ্টের জীবন পছন্দ করতেন। এই কারনে যখন তার মালিকের স্ত্রী তাকে তার সঙ্গে শুতে এবং জেনা করতে বললেন তখন ইউসুফ উত্তরে বললেন, "কিভাবে আমি এই ঘৃনার যোগ্য কাজ করতে পারি এবং আল্লাহর বিরুদ্ধে গুনাহ করতে পারি?"
ইউসুফ জানতেন যে আল্লাহকে সেবা করা এবং গুনাহের সেবা একসাথে করা যায় না! ইউসুফ আল্লাহর কাছে তার হৃদয় সমর্পন করেছিলেন। এই কারনেই তিনি ধার্ম্মিকতা পছন্দ করতেন এবং মন্দতাকে ঘৃনা করতেন। তার পুর্বপুরুষ ইব্রাহিমের মত ইউসুফও আল্লাহর ওয়াদায় বিশ্বাস করেছিলেন যে নাজাতদাতা এই দুনিয়াতে আসবেন এবং আদমের বংশের গুনাহের জন্য নিজের প্রাণ উৎসর্গ করবেন। আল্লাহ ইউসুফকে ধার্ম্মিক হিসাবেই গননা করলেন কারণ তিনি আল্লাহর কালামে বিশ্বাস করতেন। তার বিশ্বাসের কারনে, আল্লাহ ইউসুফের

গুনাহকে ক্ষমা করলেন এবং তার হৃদয়কে সেই আকাঙ্খা ও শক্তিতে পরিপূর্ণ করলেন যেন তিনি গুনাহের জীবনকে জয় করতে পারেন এবং এই মন্দতার দুনিয়ায় ধার্ম্মিকতার জীবন যাপন করতে পারেন।
আল্লাহ-পাক ইউসুফের সঙ্গে ছিলেন কারন ইউসুফও আল্লাহর সঙ্গে ছিলেন। ইউসুফ গুনাহের জীবন উপভোগ করতে পারেন না, কারন তার হৃদয় আল্লাহর অধীনে ছিল। যে ব্যক্তি তার সমস্ত হৃদয়ে আল্লাহকে বিশ্বাস করেন এবং তাঁর এবাদত করেন, আল্লাহ যা ভালবাসেন তিনিও তাই ভালবাসেন এবং আল্লাহ যা ঘৃনা করেন তিনিও তাই ঘৃনা করেন। কিতাবে এই কথা বলা হয়েছেঃ

“কেউই দুই কর্তার সেবা করতে পারে না, কারণ সে একজনকে ঘৃনা করবে ও অন্যজনকে ভালবাসবে। সে একজনের উপরে মনোযোগ দিবে ও অন্যজনকে তুচ্ছ করবে।” (মথি ৬ঃ২৪)। “ন্যায়ের সঙ্গে অন্যায়ের যোগ কোথায়? নূর ও অন্ধকারের মধ্যে কি যোগাযোগ আছে? (২ করিন্থীয় ৬ঃ১৪)। “আল্লাহ নূর; তাঁর মধ্যে অন্ধকার বলে কিছুই নেই। যদি আমরা বলি যে, আল্লাহ ও আমাদের মধ্যে যোগাযোগ আছে অথচ অন্ধকারে চলি তবে আমরা মিথ্যা কথা বলছি, সত্যের পথে চলছি না।” (১ ইউহোন্না ১ঃ৫,৬)।
যারা সত্যিই আল্লাহর সঙ্গে আছে তারা আল্লাহর কালামে বিশ্বাস করে এবং কালামের বাধ্য হয়ে চলতে চেষ্টা করে। কিন্তু যারা আল্লাহর অধীনে নেই তারা গুনাহ দ্বারা পরিচালিত। তারা হয়তো বাইরে ধার্ম্মিকতার বেশ ধারন করতে পারে কিন্তু গুনাহই তাদের চিন্তা, তাদের হৃদয়ের ইচ্ছা, তাদের কথা ও তাদের কাজকে নিয়ন্ত্রন করছে। মনে হতে পারে যে তারা গুনাহকে জয় করার চেষ্টা করছে কিন্তু তারা তা করতে অসমর্থ্য কারণ তাদের থেকে গুনাহ বেশি শক্তিশালী। তাদের হৃদয়ে আল্লাহর পাক রুহের শক্তি নেই যাকে আল্লাহ-পাক সেই লোকদের জন্য দিয়েছেন যারা তাঁর কালামে বিশ্বাস করে এবং নাজাতের সেই পথ গ্রহন করেন যা আল্লাহ-পাক স্থাপন করেছেন।

আজকে যারা আমাদের শুনতে পাচ্ছেন, আপনাদের হৃদয় কি আল্লাহ-পাক তাঁর শক্তিতে নতুনিকৃত করেছেন? আপনি কি সেই মহান নাজাতদাতার সুসমাচার গ্রহন করেছেন যার সেই ক্ষমতা রয়েছে যেন সমস্ত গুনাহ থেকে আপনার হৃদয়কে পরিস্কার করতে পারেন? নাকি আপনি এখনও গুনাহের নিয়ন্ত্রনে জীবন যাপন করছেন? কিতাব বলেঃ “আল্লাহর কাছে এগিয়ে যাও, তাহলে তিনিও তোমাদের কাছে এগিয়ে আসবেন। গুনাহগারেরা, তোমরা নিজেদের পাক-সাফ কর, দু’মনা লোকেরা তোমাদের দিল খাঁটি কর। প্রভুর সামনে নিজেদের নিচু কর তাহলে তিনি তোমাদের তুলে ধরবেন।” (ইউসুফ ৪ঃ৮,১০)

প্রিয় শ্রোতা বন্ধুগন, আমরা আপনাদের শুকরিয়া জানাই যারা আমাদের কথা শুনছেন। আমাদের পরবর্তী পাঠে, মহান আল্লাহ-পাকের ইচ্ছায়, আমরা ইউসুফের কাহিনী শুনতে থাকবো এবং দেখবো যে কিভাবে তিনি জেল থেকে মুক্তি পেলেন এবং মিশর রাজ্যের শাসকের স্থান পেলেন...
আল্লাহ-পাক আপনাদের রহমত দান করুন যখন আপনারা কিতাবের এই কালামটি ধ্যান করছেনঃ
“আল্লাহ নূর; তাঁর মধ্যে অন্ধকার বলে কিছুই নেই। যদি আমরা বলি যে, আল্লাহ ও আমাদের মধ্যে যোগাযোগ আছে অথচ অন্ধকারে চলি তবে আমরা মিথ্যা কথা বলছি, সত্যের পথে চলছি না।” (১ ইউহোন্না ১ঃ৫,৬)।

পাঠ নং ২৬
হযরত ইউসুফের পরমানন্দ; পয়দায়েশ ৪০-৪২

শ্রোতা বন্ধুরা, আপনাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।
আমরা আল্লাহ্‌র নামে আপনাদের শুভেচ্ছা জানাই, যিনি শান্তির মালিক, যিনি চান সবাই তার প্রতিষ্ঠিত ধার্মিকতার পথকে বুঝুক আর নিজেদের সে পথে উতসর্গ করুক এবং তাঁর সাথে অনন্তকাল প্রকৃত শান্তিতে বাস করুক। আপনাদের “ধার্মিকতার পথ” অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনার জন্য আজ ফিরে আসতে সমর্থ হওয়ায় আমরা খুশী।

আমাদের গত পাঠে আমরা ইয়াকুবের বার পুত্রের মধ্যে এগারতম পুত্র ইউসুফের ব্যাপারে শিখতে শুরু করেছিলাম। ইউসুফের ভাইয়েরা তাঁর কাছে মাথা নত করা নিয়ে ইউসুফ যেভাবে স্বপ্ন দেখেছিলেন আমরা সে বিষয়ে পড়েছিলাম। ইউসুফের ভাইয়েরা তাঁকে বিশ্বাস করত না। যা হোক, আজকে আমরা দেখব আল্লাহ্‌ কীভাবে ইউসুফের স্বপ্ন পূরণ করেছিলেন যার ফলে তাঁর ভাইয়েরা তাঁর কাছে এসে হাঁটু গেড়ে বসেছিল।

আমরা জেনেছি যে ইউসুফের বড় ভাইয়েরা তাঁকে তাঁর স্বপ্নের জন্য ঘৃণা করত আর অত্যাচার করত। রাগ এবং হিংসায় তারা তাঁকে গোলাম হিসেবে কিছু ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রি পর্যন্ত করে দিয়েছিল যারা ইসমাইলের বংশধর ছিল। বনি-ইসমাইলরা ইউসুফকে মিশরে নিয়ে গিয়ে তাঁকে মিশরের রাজা ফেরাউনের একজন কর্মচারীর কাছে বেঁচে দিল। ইউসুফ একজন বিশ্বাসযোগ্য চাকর আর তাঁর কাছে সৎ ছিলেন কারণ তিনি আল্লাহ্‌র সঙ্গে হেঁটেছিলেন। ইউসুফ খুবই সুদর্শন ছিলেন যার ফলে তাঁর মনিবের স্ত্রী তাঁর প্রতি আকর্ষিত ছিল এবং তাঁকে মিথ্যা বলাতে চেয়েছিল। কিন্তু ইউসুফ সেই মহিলাকে প্রত্যাখ্যান করে তাকে উত্তর দিয়েছিলেন, “আমি কীভাবে আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে এরকম একটি খারাপ কাজ আর গুনাহ করতে পারি?” ইউসুফ যখন তার সাথে জেনা করতে অসম্মতি জানালেন তখন তিনি ইউসুফের বিরুদ্ধে কথা বললেন এবং তাকে জেলে বন্দী করলেন। যা হোক, ইউসুফ সাময়িক সময়ের জন্য গুনাহের আনন্দ উপভোগ করার চেয়ে জেলে যাওয়াই পছন্দ করলেন। ইউসুফ তাঁর জীবনে আল্লাহ্‌কে আগে স্থান দিয়েছিলেন। দুই বছর ধরে ইউসুফ অন্ধকূপের ভিতর ছিলেন কিন্তু আল্লাহ্‌ তাকে ভোলেন নি।
এখন চলুন তৌরাত শরীফ থেকে দেখি কীভাবে আল্লাহ্‌ ইউসুফের অবস্থার পরিবর্তন করেছিলেন। আমরা পয়দায়েশের একচল্লিশতম অধ্যায় পড়ছি। কিতাব বলেঃ

“[ইউসুফকে জেলে বন্দী রাখার দুই বছর পর মিশরের রাজা ফেরাউন একটা স্বপ্ন দেখলেন। তিনি দেখলেন তিনি নীল নদের ধারে দাঁড়িয়ে আছেন, আর আশ্চর্য এই যে, তখন নদীর মধ্য থেকে সাতটা সুন্দর, মোটাসোটা গরু উঠে এসে নল বনে চড়ে বেড়াতে লাগল। এই গরুগুলোর পরে সেই নদী থেকে আরও সাতটা গরু উঠে আসল। সেগুলো ছিল বিশ্রী ও রোগা। সেগুলো এসে নদীর ধারে অন্য গরুগুলোর পাশে দাঁড়ালো। তারপর ওই বিশ্রী, রোগা গরুগুলো সেই সুন্দর, মোটাসোটা সাতটা গরু খেয়ে ফেলল। এরপর ফেরাউনের ঘুম ভেঙ্গে গেল।পরে তিনি আবার ঘুমিয়ে পড়লেন এবং দ্বিতীয়বার স্বপ্ন দেখলেন। তিনি দেখলেন একই গমের বোঁটায় সাতটা পুষ্ট ও তাজা শীষ গজালো। তারপর গজালো আরও সাতটা অপুষ্ট শীষ। এগুলো পূবের বাতাসের গরমে শুকিয়ে গিয়েছিল। সেই অপুষ্ট শীষগুলো ওই সাতটা পুষ্ট এবং বড় শীষ গিলে ফেলল। তারপর ফেরাউনের ঘুম ভেঙ্গে গেল। তিনি বুঝতে পারলেন যে, তিনি যা দেখেছেন তা স্বপ্নমাত্র। কিন্তু সকালের দিকে তাঁর মনটা কেমন অস্থির হয়ে উঠল। তিনি লোক পাঠিয়ে মিশর দেশের সব জাদুকর ও গুণিনকে ডেকে আনালেন। তিনি স্বপ্নে যা দেখেছেন তা তাদের কাছে বললেন, কিন্তু কেউই তার মানে বলতে পারল না।
তখন ফেরাউনের প্রধান পানীয় পরিবেশক তাঁকে বলল, “মহারাজ, আজ আমার একটা দোষের কথা আমার মনে পড়েছে। একবার মহারাজ তাঁর বাড়ির গোলামদের উপর রেগে গিয়েছিলেন। তিনি রক্ষীদল-প্রধানের

বাড়ির বন্দীখানায় প্রধান রুটিকারের সঙ্গে আমাকেও বন্দী করে রেখেছিলেন। তখন একই রাতে আমরা দু'জনেই একটা করে স্বপ্ন দেখলাম। প্রত্যেকটি স্বপ্নেরই বিশেষ অর্থ ছিল। রক্ষীদল-প্রধানের গোলাম একজন ইবরানী যুবকও সেখানে ছিল। আমরা তাকে আমাদের স্বপ্নের কথা বললাম। তখন সে আমাদের দু'জনের স্বপ্নের অর্থ আমাদের বলে দিল। সে আমাদের স্বপ্নের যে অর্থ বলেছিল ঠিক সেইমত সব কিছু ঘটল। মহারাজ আবার আমাকে আমার কাজে বহাল করলেন কিন্তু রুটিকারকে গাছে ঝুলিয়ে রাখলেন।"

তখন ফেরাউন ইউসুফকে ডেকে আনবার জন্য লোক পাঠালেন, আর তারা তাড়াতাড়ি করে জেলখানা থেকে তাঁকে বের করে আনল। ইউসুফ দাড়ি কামিয়ে কাপড়চোপড় বদলে ফেরাউনের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তখন ফেরাউন ইউসুফকে বললেন, "আমি একটা স্বপ্ন দেখেছি কিন্তু কেউই তার মানে বলতে পারছে না। আমি শুনেছি যে, তোমার কাছে স্বপ্নের ঘটনা বললে তুমি তার মানে বলতে পারো।" জবাবে ইউসুফ ফেরাউনকে বললেন, "সেই ক্ষমতা আমার নেই। তবে আল্লাহ্ মহারাজের স্বপ্নের অর্থ বলে দিয়ে তাঁর মন শান্ত করবেন।" "(পয়দায়েশ ৪১:১-১৬)

এরপর ফেরাউন ইউসুফের কাছে তাঁর স্বপ্নের বর্ণনা দিলেন। সেটা বলার পর তিনি ইউসুফকে বললেন,

"আমি এই সব কথা জাদুকরদের বলেছিলাম কিন্তু কেউই এর মানে আমাকে বুঝিয়ে দিতে পারল না।" তখন ইউসুফ ফেরাউনকে বললেন, "মহারাজের এই দু'টি স্বপ্নই আসলে এক। আল্লাহ্ যা করতে যাচ্ছেন তা তিনি মহারাজের কাছে প্রকাশ করেছেন। সাতটা মোটাসোটা গরুর মানে সাত বছর আর তাজা সাতটা গমের শীষের মানেও সাত বছর। আপনার দুটি স্বপ্নই আসলে এক। পরে উঠে আসা সাতটা রোগা, বিশ্রী গরু আর পূবের বাতাসের গরমে শুকিয়ে যাওয়া অপুষ্ট সাতটা শীষ, এ দু'টার মানে হল সাতটা দুর্ভিক্ষের বছর। আল্লাহ্ যা করতে যাচ্ছেন তা তিনি মহারাজাকে দেখিয়েছেন, আর সেই কথাই আমি মহারাজকে বলেছি। সারা মিশর দেশে এমন সাতটা বছর আসছে যখন প্রচুর ফসল জন্মাবে, আর তারপরেই আসছে সাতটা দুর্ভিক্ষের বছর। তখন আগেকার প্রচুর ফসলের কথা লোকের মন থেকে মুছে যাবে, কারণ এই দুর্ভিক্ষ দেশকে শেষ করে দেবে। এই দুর্ভিক্ষের দরুণ দেশের সুদিনের কথা লোকের মনেও থাকবে না। এই দুর্ভিক্ষ হবে ভয়ংকর। এই স্বপ্ন মহারাজকে দুইবার দেখানো হয়েছে। এর মানে হল, আল্লাহ্ এই ব্যাপারে তাঁর মন স্থির করে ফেলেছেন এবং শীঘ্রই তিনি তা ঘটাবেন। সেইজন্য মহারাজ এমন একজন লোককে খুঁজে বের করুন যিনি জ্ঞানী এবং বুদ্ধিমান। তাঁর উপর আপনি মিশর দেশের ভার দিন। তা ছাড়া অন্যান্য কর্মচারীও আপনি নিযুক্ত করুন। দেশে ওই সাত বছরে যখন প্রচুর ফসল হবে, তখন তাঁরাই তার পাঁচ ভাগের এক ভাগ সংগ্রহ করবেন। সেই লোকেরা যেন ওই সব সুদিনের বাড়তি শস্য সংগ্রহ করে মহারাজের অধীনে প্রত্যেকটি শহরে ভবিষ্যতে খাওয়ার জন্য মজুদ করে রাখেন এবং তা রক্ষা করার ব্যবস্থা করেন। সাত বছর মিশর দেশে যে দুর্ভিক্ষ হবে তখনকার খাবার হিসেবে যেন শস্য মজুদ করে রাখা হয়, যাতে দুর্ভিক্ষের সময় দেশের লোক মারা না যায়।"

ইউসুফের এই ব্যবস্থার কথাটা ফেরাউন ও তাঁর সব কর্মচারীদের কাছে ভাল বলে মনে হল। ফেরাউন তাঁর কর্মচারীদের বললেন, "এই লোকটির মধ্যে এমন কিছু রয়েছে যা এই দুনিয়ার নয়। এর মত আর কাকে আমরা খুঁজে পাব?" এর পর ফেরাউন ইউসুফকে বললেন, "তোমার আল্লাহ্ যখন তোমার কাছেই এই সব প্রকাশ করেছেন তখন তোমার মত জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান আর কে আছে? কাজেই রাজবাড়ির সমস্ত ভার তোমাকেই নিতে হবে। তোমার মুখের হুকুম মেনেই আমার সমস্ত লোক চলবে। কেবল বাদশাহ্ হিসেবে আমি তোমার উপরে

থাকব।”

ফেরাউন ইউসুফকে আরও বললেন, “মনে রেখ, আমি সারা মিশর দেশের উপর তোমাকে নিযুক্ত করলাম।” তারপর ফেরাউন নিজের হাত থেকে সীলমোহর দেওয়ার আংটিটা খুলে নিয়ে ইউসুফের হাতে পরিয়ে দিলেন। তিনি তাঁকে সুন্দর কাপড় পরিয়ে তাঁর গলায় একটা সোনার হার দিলেন। এর পর তিনি ইউসুফকে তাঁর রাজ্যের দ্বিতীয় রথে বসালেন। রথ চলবার সময় ইউসুফের আগে আগে ঘোষণা করা হল, “হাঁটু পাত, হাঁটু পাত।” এইভাবে ফেরাউন ইউসুফের উপর সমস্ত মিশর দেশের ভার দিলেন। পরে তিনি ইউসুফকে বললেন, “যদিও আমি এখনো বাদশাহ্‌ই আছি তবুও সারা মিশর দেশের লোক তোমার হুকুমেই ওঠা-বসা করবে।” ফেরাউন ইউসুফের নতুন নাম দিলেন সাফনৎ-পানেহ [অর্থ “জীবনের রক্ষক”]...এর পর ইউসুফ গোটা মিশর দেশটা ঘুরে আসবার জন্য বেরিয়ে পড়লেন। ইউসুফ যখন মিশরের বাদশাহ্‌ ফেরাউনের কাজে নিযুক্ত হলেন তখন তাঁর বয়স ছিল ত্রিশ বছর। তিনি ফেরাউনের রাজসভা থেকে বের হয়ে মিশর দেশের সমস্ত জায়গা ঘুরে আসলেন। প্রচুর ফসলের সেই সাত বছরে দেশে অনেক ফসল হল। তখন ইউসুফ সেই সাত বছর ধরে মিশরের সমস্ত বাড়তি শস্য শহরের গোলাঘরগুলোতে মজুদ করলেন। তিনি প্রত্যেক শহরে তার চারপাশের ক্ষেতগুলো থেকে ফসল এনে জমা করলেন। এইভাবে তিনি সমুদ্রের বালুকণার মত প্রচুর শস্য মজুদ করলেন। এত বেশী শস্য জমা হতে লাগল যে, তা আর মাপা সম্ভব হল না। তাই তিনি তা মেপে নেওয়া বন্ধ করে দিলেন...

মিশর দেশে প্রচুর ফসলের সাত বছর শেষ হয়ে গেল। তারপর শুরু হল দুর্ভিক্ষের সাত বছর। ইউসুফের কথামতই সবকিছু হল। আশেপাশের দেশগুলোও এই দুর্ভিক্ষ থেকে রেহাই পেল না, কিন্তু সারা মিশর দেশে কোথাও খাবারের অভাব হল না। ক্ষুধায় কষ্ট পেয়ে মিশর দেশের লোকেরা যখন ফেরাউনের কাছে গিয়ে খাবার চাইল তখন ফেরাউন তাদের বললেন, “তোমরা ইউসুফের কাছে যাও। তিনি তোমাদের যা করতে বলেন, তোমরা তাই-ই করো।” এই দুর্ভিক্ষ দেশের সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়ল। মিশর দেশে দুর্ভিক্ষ যখন ভয়ংকর হয়ে উঠল তখন ইউসুফ সমস্ত গোলাঘরগুলো খুলে দিলেন এবং মিশরীয়দের কাছে শস্য বিক্রি করতে লাগলেন। অন্যান্য দেশেও দুর্ভিক্ষ এত ভীষণ হয়ে উঠল যে, সেখানকার লোকেরাও ইউসুফের কাছ থেকে শস্য কিনবার জন্য মিশরে আসতে লাগল।”(পয়দায়েশ ৪১:২৪-৪৯, ৫৩-৫৭)

“ইয়াকুব(ইউসুফ ও তার ভাইদের বাবা) যখন শুনতে পেলেন যে, মিশর দেশে খাবার শস্য রয়েছে তখন তিনি তাঁর ছেলেদের বললেন, “তোমরা একে অন্যের মুখের দিকে তাকিয়ে আছো কেন?” তিনি আরও বললেন, “শোন, আমি শুনেছি মিশর দেশে শস্য আছে। তোমরা সেখানে গিয়ে আমাদের জন্য কিছু শস্য কিনে আনো যাতে আমরা প্রাণে বেঁচে থাকি, মারা না যাই।” তখন ইউসুফের দশজন ভাই শস্য কিনে আনবার জন্য মিশরে গেল। ইয়াকুব কিন্তু ইউসুফের নিজের ভাই বিন্‌ইয়ামীনকে তাদের সঙ্গে পাঠালেন না। তার কোন বিপদ ঘটতে পারে বলে তাঁর ভয় হচ্ছিল। অন্য যে সব লোক শস্য কিনতে মিশর দেশে যাচ্ছিল তাদের দলে ইসরাইলের ছেলেরাও ছিল, কারণ কেনান দেশেও দুর্ভিক্ষ হয়েছিল।

ইউসুফ ছিলেন মিশর দেশের শাসনকর্তা। দেশের সমস্ত লোকের কাছে শস্য বিক্রির ভার তাঁর উপরই ছিল। তাই ইউসুফের ভাইয়েরা তাঁর কাছে গিয়ে মাটিতে উবুড় হয়ে তাঁকে সম্মান দেখাল। ইউসুফ ভাইদের দেখে চিনতে পারলেন কিন্তু না চেনার ভান করে কর্কশভাবে তাদের বললেন, “তোমরা কোথা থেকে এসেছ?” তারা বলল, “আমরা কেনান দেশ থেকে শস্য কিনতে এসেছি।” ইউসুফ তাঁর ভাইদের চিনতে পারলেও ভাইয়েরা

কিন্তু তাঁকে চিনতে পারল না। তাদের সম্বন্ধে তিনি যে স্বপ্ন দেখেছিলেন সেই কথা তখন তাঁর মনে পড়ল।"(পয়দায়েশ ৪২:১-৮)

আপনি কি বুঝতে পারছেন কী ঘটেছিল? আমরা দেখতে পাই ইউসুফের বড় ভাইয়েরা তাঁর ছোট ভাই ইউসুফের সামনে হাঁটু গেড়ে বসেছিল, ঠিক যেরকমভাবে তিনি অনেক দিন আগে স্বপ্নে দেখেছিলেন। যে ইউসুফকে তারা ঘৃণা করত, অস্বীকার করত আর মেরে ফেলতে চেয়েছিল-শেষে এসে তাঁর সামনেই তারা উবুড় হল! ইউসুফ সাথে সাথেই তাঁর ভাইদের চিনে ফেলেছিল কিন্তু তারা তাঁকে চিনতে পারে নি কারণ তারা বিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে তাঁকে দেখে নি। আল্লাহ্ চাইলে, আমাদের পরবর্তী পাঠে আমরা ইউসুফের গল্পটা শেষ করব এবং দেখব কীভাবে সে তাঁর ভাইদের কাছে নিজেকে চিনিয়েছিল।

কিন্তু আমাদের আজকের পাঠের বিষয়টি কী? ইউসুফ আর তাঁর ভাইদের গল্পের মাধ্যমে আল্লাহ্ আমাদের কী শিক্ষা দিতে চান? আল্লাহ্ আমাদের কাছে জানাতে চান যে ইউসুফ আর তাঁর ভাইদের মধ্যে যা হয়েছিল সেটা দুনিয়ার উদ্ধারকর্তা আর আদমের বংশধরদের মধ্যে যা হত তাঁরই নিদর্শন। বন্ধুরা, আমরা যদি আজকের পাঠ থেকে কেবল একটা বিষয় মনে রাখি সেটি হলঃ ইউসুফ ছিলেন উদ্ধারকর্তার ছায়া(একটা ছবি) যাকে আল্লাহ্ দুনিয়াতে পাঠানোর ওয়াদা করেছিলেন। ইউসুফের গল্পে কমপক্ষে একশটা উপাদান(ঘটনা, তুলনা) আছে যেটা আঠারশ বছর পরে দুনিয়াতে উদ্ধারকর্তার আগমনের কথার পূর্বাভাস(দৃষ্টান্ত প্রদর্শন, নিদর্শন) দেয়। এই অনুষ্ঠানে সবগুলো তুলনার কথা বলার সময় অবশ্যই আমাদের হাতে নেই- কিন্তু আমরা তিনটা তুলনা উল্লেখ করব।

১) প্রথমত, আমরা দেখেছিলাম কীভাবে ইউসুফ আর তাঁর বড় ভাইয়েরা তাঁকে আর তাঁর স্বপ্নকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। তারা তাঁকে ঘৃণা করেছিল, তাঁকে অপমান করেছিল এমনকি তাঁকে বেঁচে দিয়েছিল। আল্লাহ্ যে উদ্ধারকর্তাকে দুনিয়ায়তে পাঠিয়েছিলেন তাঁর সাথেও এমনই হয়েছিল। দুনিয়ার লোকেরা উদ্ধারকর্তাকে আর তাঁর বার্তা দুটোকেই প্রত্যাখ্যান করেছিল-তাকে অপমান করেছিল, অত্যাচার করেছিল, বিক্রি করে দিয়েছিল এমনকি তাঁকে সলীতে বিদ্ধ করেছিল।

২) দ্বিতীয় ছবিটা হলঃ প্রথমে লোকেরা ইউসুফকে অবজ্ঞা, অগ্রাহ্য, মন্দ ব্যবহার করে তাঁকে জেলে দিয়েছিল। তারপরেও আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সময়ে মিশরের রাজা ইউসুফকে সমস্ত জমিনের শাসনকর্তা হিসেবে নিযুক্ত করেছিলেন, যারা ক্ষুধা আর মৃত্যু থেকে রক্ষা পেতে চেয়েছিল তাদের সবার কাছে ঘোষণা দিয়েছিলেনঃ "জীবনের রক্ষক ইউসুফের কাছে যাও!" একইভাবে আল্লাহ্ দুনিয়ার যে রক্ষাকর্তাকে পাঠিয়েছিলেন তাঁর সম্পর্কেও মাবুদ বললেনঃ যে উদ্ধারকর্তাকে আমি নিযুক্ত করেছি তাঁর কাছে যাও! তিনিই জীবনের রক্ষক; তিনি জীবনের উৎস; তাঁর কাছে যদি নিজেকে সঁপে দাও তবে তুমি তোমার অন্তরে আর কোনদিন ক্ষুধা অনুভব করবে না এবং তোমার আত্মা চিরকাল বেঁচে থাকবে।

৩) ইউসুফ আর উদ্ধারকর্তার মধ্যে তৃতীয় তুলনাটি হল বেশ গুরুগম্ভীর। শেষে এসে ইউসুফের ভাইয়েরা তাঁর কর্তৃত্বের কাছে নিজেদের সঁপে দিল। তারা যাকে অস্বীকার আর অসম্মান করেছিল তাঁর সামনে নিজেদের উপুড় করা ছাড়া তাদের আর কোন রাস্তা ছিল না। একইভাবে, আল্লাহ্‌র কালামও বলে যে, যে উদ্ধারকর্তাকে আজকের দিন পর্যন্ত অনেকে অস্বীকার আর অসম্মান করেছিল, সেই তিনি একদিন ধার্মিকতার জন্য দুনিয়ার বিচার করতে ফিরে আসবেন। সেই দিনে দুনিয়ার সব মানুষ তাঁর সামনে উপুড় হবে; সবাই জানবে যে তিনিই সেই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ্ উদ্ধারকর্তা হিসেবে দুনিয়ার বিচার করার জন্য নিযুক্ত করেছিলেন।

শ্রোতা বন্ধু, আপনি কী অবস্থায় আছেন? আপনাকে চিরকালের বিচার থেকে রক্ষা করার জন্য আল্লাহ্ যাকে নিযুক্ত করেছেন আপনি কি সেই রক্ষাকর্তার কাছে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন? নাকি আপনি অনেক দেরি

হয়ে যাওয়া পর্যন্ত-বিচারের দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন, যখন আপনাকে তাঁর সামনে উপুড় হতে বাধ্য করা হবে?

আমরা আজকে এখানে থাকব, কিন্তু তার মানে এই নয় যে আপনি আজকের পাঠ নিয়ে চিন্তা করা বন্ধ করে দেবেন!...

আল্লাহ্ আপনাকে রহমত দান করুন এবং আজকে যা কিছু শুনেছেন তা বোঝার অন্তর্দৃষ্টি দান করুন। আল্লাহ্‌র কালাম বলেঃ

“কিতাবের মধ্যে নবীরা যা বলছেন তা আমাদের কাছে সত্যি বলে প্রমাণিত হয়েছে। অন্ধকারে যেমন তোমাদের চোখ বাতির দিকে থাকে ঠিক তেমনি করে নবীদের কথায় মনোযোগ দিলে তোমরা ভাল করবে।”(২ পিতর ১:১৯)

পাঠ নং ২৭

ইউসুফঃ গল্পের বাকিটুকু; পয়দায়েশ ৪২-৫০

শ্রোতা বন্ধুরা, আপনাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।

আমরা আল্লাহ্‌র নামে আপনাদের শুক্রিয়া জানাই, যিনি শান্তির মালিক, যিনি চান সবাই তার প্রতিষ্ঠিত ধার্মিকতার পথকে বুঝুক আর নিজেদের সে পথে উতসর্গ করুক এবং তাঁর সাথে অনন্তকাল প্রকৃত শান্তিতে বাস করুক। আপনাদের "ধার্মিকতার পথ" অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনার জন্য আজ ফিরে আসতে সমর্থ হওয়ায় আমরা খুশী।

গত দুইটি অনুষ্ঠানে আমরা ইয়াকুবের পুত্র ইউসুফের ব্যাপারে পড়ছি। আজকে আমরা ইউসুফের গল্পের বাকি অংশটুকু শুনব এবং এটা করার মাধ্যমে তৌরাত শরীফের পয়দায়েশ কিতাবের প্রথম ভাগের শেষে চলে আসব। আমরা ইতিমধ্যে দেখেছি যে ইব্রাহিমের নাতি ইয়াকুবের বারজন পুত্রসন্তান ছিল। ইউসুফ ছিলেন এগারতম পুত্রসন্তান। তারা সবাই কেনান দেশে বাস করত যে দেশটি ইব্রাহিম, ইসহাক ও ইয়াকুবের বংশধরদের দিবেন বলে আল্লাহ্‌ ওয়াদা করেছিলেন বলে আপনারা জানেন। ইউসুফ যখন যুবক ছিলেন তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন যে তাঁর বড় ভাইয়েরা একদিন তাঁর সামনে উবুড় হবে। কিন্তু তাঁর বড় ভাইয়েরা তাঁকে আর তাঁর স্বপ্নকে অবজ্ঞা করেছিল এবং তাঁকে মিশর দেশে গোলাম হিসেবে বিক্রি করে দিয়েছিল। যা হোক, আল্লাহ্‌ ইউসুফকে তাঁর সমস্ত সমস্যা থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন এবং মিশর দেশের রাজা ফেরাউনের স্বপ্নের মানে বের করার জ্ঞান দিয়েছিলেন। আল্লাহ্‌র সহায়তায় ইউসুফ পুরো দেশ জুড়ে যে সাত-বছরের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হতে যাচ্ছিল সেটা নিয়ে ভবিষৎবাণী করেছিলেন। এভাবে ফেরাউন পুরো মিশর দেশের শাসনকর্তা হিসেবে ইউসুফকে নিযুক্ত করেছিলেন। প্রচুর ফসলের সাত বছর শেষ হয়ে যাওয়ার পর আমরা দেখেছিলাম যে ইউসুফের ভবিষৎবাণী করা দুর্ভিক্ষ মিশর ও কেনান দেশের উপর এসে দেখা দিল। যা হোক, মিশর দেশে প্রচুর শস্য মজুদ ছিল কারণ আল্লাহ্‌ ইউসুফকে অনুগ্রহ আর জ্ঞান দিয়েছিলেন।

যখন ইয়াকুব শুনলেন যে মিশরে শস্য আছে তখন তিনি ইউসুফের বড় দশ ভাইকে পাঠালেন কিছু কেনার জন্য। কিন্তু তিনি ইউসুফের ছোট ভাই বিন্‌ইয়ামীনকে তাদের সাথে পাঠালেন না এই ভয়ে যে তার কোন ক্ষতি হতে পারে। এরপর, আমরা দেখেছিলাম যে বড় দশ ভাই মিশরে পৌঁছানোর পর তাদের ভাই ইউসুফের সামনে উবুড় হয় এবং এভাবে ইউসুফ অনেককাল আগে যা স্বপ্নে দেখেছিলেন তা পূর্ণ হয়েছিল। ইউসুফ তাঁর বড় ভাইদের চিনতে পেরেছিলেন কিন্তু তারা তাঁকে চিনতে পারে নি কারণ তারা তাঁকে বিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে দেখেনি এবং তাদের মনের ভিতর এই ধারণা ছিল যে ইউসুফ মৃত।

ইউসুফ কীভাবে তাঁর ভাইদের কাছে তাঁকে চিনালো সেটা দেখার জন্য আজকে আমরা গল্পটার উপসংহার টানবো। ইউসুফ সাথে সাথেই নিজেকে তাঁর ভাইদের কাছে প্রকাশ করতে চাননি কারণ তিনি তাদের প্রথমে পরীক্ষা করতে চেয়েছিলেন এটা দেখার জন্য যে তাদের প্রতারণাপূর্ণ আর খারাপ মনের পরিবর্তন হয়েছে কিনা। এভাবে কিতাব বলেঃ <u>"ইউসুফ ভাইদের দেখে চিনতে পারলেন, কিন্তু না চেনার ভান করে কর্কশভাবে তাদের বললেন, 'তোমরা কোথা থেকে এসেছ?" তারা বলল, "আমরা কেনান দেশ থেকে শস্য কিনতে এসেছি।' "(পয়দায়েশ ৪২:৭)</u>

ইউসুফ তাদেরকে অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞেস করল, গুপ্তচর হওয়ার জন্য তাদের দোষ দিল এবং তাদের জেলে বন্দী করল। ইউসুফ তাদেরকে তাদের জীবন সম্পর্কে এবং আল্লাহ্‌র কাছে তাদের অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা করাতে চাইল। তিন দিন পর, তাদেরকে যেতে দিল কিন্তু একজনকে জেলে রেখে দিল, অন্যদের বলল তাদের ছোট ভাই, তাদের পিতার সবচেয়ে ছোট ছেলে বিন্‌ইয়ামীনের সঙ্গে মিশর দেশে ফিরে যেতে।

অনেক মাস পরে বড় ভাইয়েরা তাদের সাথে তাদের ছোট ভাই বিন্‌ইয়ামীনকে নিয়ে মিশর দেশে গেল আরও শস্য কিনতে। যখন তারা পৌঁছালো তাদের সাথে আবার দেশের শাসনকর্তা ইউসুফের সাথে দেখা হল- কিন্তু এখনো তারা তাঁকে চিনতে পারল না। ইউসুফ তাদেরকে তাঁর ঘরে নিয়ে আসল যেটা তাদেরকে খুব ভীত করল। তিনি তাদের জন্য একটা মহান ভোজের আয়োজন করলেন, বয়স অনুসাযী সবচেয়ে বড় থেকে ছোট-

পাঠ নং ২৭

ইউসুফঃ গল্পের বাকিটুকু; পয়দায়েশ ৪২-৫০

এভাবে তাদের টেবিলের চারদিকে বসালেন এবং তাঁর টেবিল থেকে তাদের খাবার দিলেন। বিন্‌ইয়ামীন সবার থেকে পাঁচ গুণ বেশি খাবার দিল। সম্ভবত ইউসুফ তাঁর ভাইদের পরীক্ষা করে দেখছিল যে তারা বিন্‌ইয়ামীনের প্রতি হিংসা করে কিনা যেহেতু তারা এর আগে তাকে হিংসা করেছিল। যা হোক, একজনও তাদের ছোট ভাই বিন্‌ইয়ামীনের প্রতি কোন হিংসা করে নি।

ভোজের পর ইউসুফ তাদের বস্তাগুলো শস্য দিয়ে পূর্ণ করার জন্য এবং তাঁর বিশেষ রুপার পেয়ালাটিকে বিন্‌ইয়ামীনের বস্তায় লুকিয়ে রাখার জন্য একজন চাকরকে নির্দেশ দিলেন। ইউসুফের ভাইয়েরা চলে যাওয়ার পরে তিনি তাঁর প্রধান গোমস্তাকে তাদের অনুসরণ করার জন্য পাঠিয়ে তাদের চুরির দায়ে দোষী করলেন। যখন প্রধান গোমস্তা তাদের ধরে ফেললেন তিনি বললেন, "তোমরা কেন ভাল কিছুর পাওনা খারাপ কিছু দিয়ে মিটিয়েছ? আমার মনিব যে পেয়ালা থেকে পান করে তা কি তোমরা নাও নি?" তারা উত্তর দিল, "আমরা এটা নেই নি। যার কাছে আপনি পেয়ালাটি পাবেন সে মরে যাক এবং আমরা আপনার গোলাম হয়ে যাব।" প্রধান গোমস্তা উত্তর দিল, "যার কাছে পেয়ালা পাওয়া যাবে সে আমার গোলাম হয়ে যাবে কিন্তু বাকিরা যেতে পারবে।"

প্রধান গোমস্তা সমস্ত বস্তা খুঁজল, সবচেয়ে বড় জনেরটা থেকে শুরু করে সবচেয়ে ছোট জনেরটায় এসে শেষ করল- এবং বিন্‌ইয়ামীনের বস্তায় পেয়ালাটি খুঁজে পেল! এটা হওয়ার পর ইউসুফের বড় ভাইয়েরা সবাই তাদের কাপড় ছিঁড়ে ফেলে শহরে ফিরে গেল এবং ইউসুফের সামনে নিজেদের মাটিতে ছুঁড়ে ফেলল। ইউসুফ তখন তাদের বলল, "তোমরা কী করেছ? তোমরা কি মনে করেছিলে তোমরা আমাকে ধোঁকা দিবে?" ইউয়াকুবের চতুর্থ সন্তান এহুদা তাঁকে বলল, "আমরা কী বলতে পারি? আমরা কীভাবে নিজেদের স্পষ্ট করতে পারি? আল্লাহ্‌ আমাদের ভুল কাজকে আর অধার্মিকতাকে প্রকাশ করেছেন! আমরা এবং আপনি যার কাছে পেয়ালা পেয়েছেন, আমরা আপনার গোলাম!"

ইউসুফ উত্তর দিলেন, "শুধু যার কাছে পেয়ালা পাওয়া গেছে সেই-ই আমার গোলাম হবে। বাকিরা তোমাদের পিতার কাছে শান্তিতে ফিরে যেতে পারো।" এহুদা ইউসুফের কাছাকাছি আসল এবং আবার তাঁকে বলল যে বিন্‌ইয়ামীনকে মিশরে তাদের সাথে সহযোগী হয়ে আসতে দেয়ায় তাঁর পিতার কী যন্ত্রণা হয়েছিল। এর পর এহুদা ইউসুফের কাছে তাদের মাফ করার জন্য এবং বিন্‌ইয়ামীনকে তাঁর পিতার কাছে ফিরে যেতে দেওয়ার জন্য আর্জি করল। এহুদা বিন্‌ইয়ামীনের পরিবর্তে নিজে ইউসুফের গোলাম হবে বলেও জানাল। যখন ইউসুফ তাদের অতীত গুনাহের জন্য তাদের যন্ত্রনা এবং তাদের পিতা আর ছোট ভাইয়ের জন্য তাদের সহানুভূতিকে দেখলেন, ইউসুফ জানতেন যে তাঁর বড় ভাইয়েরা সত্যিকারভাবে অনুতপ্ত হয়েছিল। তিনি জানতেন যে তাঁর নিজেকে তাঁর ভাইদের কাছে প্রকাশ করার সময় এসে গিয়েছে!

এভাবে, কিতাব বলেঃ

"তখন ইউসুফ তাঁর কর্মচারীদের সামনে আর নিজেকে সামলে রাখতে পারলেন না। তিনি জোর গলায় বললেন, "আমার সামনে থেকে সবাই সরে যাক।" কাজেই ভাইদের কাছে যখন তিনি নিজের পরিচয় দিলেন তখন সেখানে আর কেউ ছিল না। তিনি এত জোরে কাঁদতে লাগলেন যে মিশরীয়রা তা শুনতে পেল এবং সেই খবর ফেরাউনের বাড়িতে গিয়ে পৌঁছালো। ইউসুফ তাঁর ভাইদের বললেন, "আমি ইউসুফ! আমার বাবা কি এখনো বেঁচে আছেন?" এই কথা শুনে তাঁর ভাইয়েরা ভয়ে কাঁপতে লাগল; তারা তাঁর কথার জবাবই দিতে পারল না।

তখন ইউসুফ তাঁর ভাইদের বললেন, "তোমরা আমার কাছে এসো"। তারা কাছে আসলে পর তিনি বললেন, "আমিই তোমাদের সেই ভাই ইউসুফ; যারা মিশরে যাচ্ছিল তাদের কাছে তোমরা আমাকে বিক্রি করে দিয়েছিলে। তবে তোমরা আমাকে বিক্রি করে দিয়েছিলে বলে এখন দুঃখ পেয়ো না বা নিজেদের উপর রাগ

করো না। মানুষের প্রাণ রক্ষা করার জন্যই আল্লাহ্ তোমাদের আগে আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন। দুর্ভিক্ষ চলছে এই দুই বছর ধরে। এটা আরও পাঁচ বছর চলবে। তখন ফসল বোনাও হবে না, কাটাও হবে না।দুনিয়াতে বিশেষ করে তোমাদের বংশ বাঁচিয়ে রাখবার জন্য এবং ধ্বংসের হাত থেকে আশ্চর্যভাবে উদ্ধার করে তোমাদের প্রাণ রক্ষা করবার জন্য আল্লাহ্ই তোমাদের আগে আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। কাজেই দেখা যাচ্ছে তোমরা আমাকে এখানে পাঠাও নি, আল্লাহ্ই পাঠিয়েছেন। তিনি আমাকে ফেরাউনের বাবার জায়গায় রেখেছেন এবং তাঁর পরিবারের কর্তা করেছেন। এছাড়া তিনি আমাকে সারা মিশর দেশের শাসনকর্তা করেছেন। "এখন তোমরা তাড়াতাড়ি করে বাবার কাছে গিয়ে বলো যে, তাঁর ছেলে ইউসুফ এই কথা বলছে, 'আল্লাহ্ আমাকে সারা মিশর দেশের কর্তা করেছেন। তুমি আর দেরি না করে আমার কাছে চলে এসো। তুমি এসে গোশন এলাকায় বাস করো। তাতে তুমি, তোমার ছেলেমেয়ে, তোমার নাতিপুতি, তোমার পশু ও ভেড়ার পাল এবং তোমার যা কিছু আছে সব নিয়ে আমার কাছে থাকতে পারবে। তোমার, তোমার পরিবারের ও তোমার আর সকলের যাতে কোন অভাব না হয় সেইজন্য আমি সেখানেই তোমাদের খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করব কারণ দুর্ভিক্ষ শেষ হতে এখনও পাঁচ বছর বাকি আছে।' "আমি যে নিজের মুখেই এই সব বলছি তা তোমরা নিজের চোখেই দেখছ আর আমার ভাই বিন্‌ইয়ামীনও দেখছে। মিশর দেশে আমার যত মান-সম্মান আর যা কিছু দেখছ তার সবই গিয়ে বাবাকে নিশ্চয় জানাবে। এখন তোমরা তাড়াতাড়ি করে গিয়ে বাবাকে এখানে নিয়ে এসো।" এর পর ইউসুফ তাঁর ভাই বিন্‌ইয়ামীনের গোলা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন আর বিন্‌ইয়ামীনও তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন। তারপর ইউসুফ তাঁর সব ভাইকে চুম্বন করলেন এবং তাদেরও গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদলেন। তখন তাঁর ভাইয়েরা তাঁর সঙ্গে কথা বলল।"(পয়দায়েশ ৪৫:১-১৫)

এর পরে ইউসুফের ভাইয়েরা তাঁর বাবার বাড়িতে ফিরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিল। ফেরাউনের নির্দেশ মোতাবেক ইউসুফ তাদের ঘোড়ার গাড়ি দিল এবং তাদের যাত্রার জন্য খাদ্যদ্রব্যও দিল।

"পরে তারা মিশর থেকে কেনান দেশে তাদের পিতা ইয়াকুবের কাছে গিয়ে বলল, "ইউসুফ এখনও বেঁচে আছে। সে-ই এখন গোটা মিশর দেশের শাসনকর্তা।" এই কথা শুনে ইয়াকুব হতভম্ব হয়ে গেলেন কারণ কথাটা তাঁর বিশ্বাসই হল না। কিন্তু ইউসুফ তাদের যা যা বলেছিলেন তা শুনে এবং তাঁকে নিয়ে যাবার জন্য ইউসুফ যে গাড়ি পাঠিয়েছিলেন তা দেখে তাদের পিতা ইয়াকুবের সেই ভাবটা কেটে গেল। তিনি বললেন, "আমার ছেলে ইউসুফ যে এখনো বেঁচে আছে সেটাই যথেষ্ট। মরবার আগে আমি গিয়ে তাকে একবার দেখব।" "(পয়দায়েশ ৪৫:২৫-২৮)

এটার পরে কিতাব বলে ইয়াকুব আর তাঁর পরিবার কীভাবে কেনান দেশ থেকে বের হয়ে মিশরের দিকে রওনা দিল। ইয়াকুব পথিমধ্যে একটা কোরবানি দিল এবং সেখানে আল্লাহ্ তাঁকে বললেন,

"আমি আল্লাহ্, তোমার বাবার আল্লাহ্। মিশর দেশে যেতে ভয় করো না। কারণ আমি সেখানে তোমার মধ্য থেকে একটা মস্ত বড় জাতির সৃষ্টি করব। আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে মিশরে যাব এবং আবার আমি তোমাকে নিশ্চয় ফিরিয়ে নিয়ে আসব। মৃত্যুকালে ইউসুফ নিজের হাতে তোমার চোখ বন্ধ করে দেবে।" (পয়দায়েশ ৪৬:৩,৪)

দীর্ঘ যাত্রার পর ইয়াকুব আর তাঁর পরিবার মিশর দেশে এসে পৌঁছালো। অনেক বছর পর তাঁর ভালবাসার পুত্র ইউসুফকে দেখে ইয়াকুব যে কি খুশী হল! এভাবে ইয়াকুব, যাকে ইসরায়েল বলা হয়, আর তাঁর পরিবার মিশর

দেশের গোশান এলাকায় থিতু হল। তারা সেখানে সংখ্যায় অনেক বেড়ে গেল এবং বড় একটা জাতি হয়ে উঠল। ইয়াকুব সতের বছর মিশরে বাস করেছিল। সব মিলিয়ে তাঁর বয়স হয়েছিল ১৪৭ বছর। এভাবে ইয়াকুব ইসরায়েল জাতির পিতা হয়ে মৃত্যুবরণ করলেন এবং উর্ধ্বে আল্লাহ্‌র কাছে চলে গেলেন। ইউসুফ আর তাঁর ভাইয়েরা এবং মিশরের সমস্ত লোকেরা সত্তর দিন তাঁর জন্য শোক পালন করল। ইয়াকুবের ভাইয়েরা তাঁকে কেনান দেশে তাদের দাদা ইব্রাহিমের সমাধির উপর কবর দিল।

পয়দায়েশ কিতাবের শেষ অর্থাৎ পঞ্চাশতম অধ্যায়ে কিতাবটি বলেঃ

“পিতা মারা গেছেন দেখে ইউসুফের ভাইয়েরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল, “ইউসুফের মনে যদি আমাদের উপর প্রতিশোধ নেবার ভাব থাকে আর আমরা তার প্রতি যে অন্যায় করেছি যদি সে তার শোধ নেয়, তখন আমরা কী করব?”...কিন্তু [ইউসুফ যখন সেটা শুনলেন] তাদের বললেন, “তোমরা ভয় করো না। আল্লাহ্‌র জায়গায় দাঁড়াবার আমি কে? তোমরা আমার ক্ষতি করতে চেয়েছিলে, কিন্তু আল্লাহ্‌ তার ভিতর দিয়ে ভালর পরিকল্পনা করেছিলেন যাতে অনেক লোকের প্রাণ রক্ষা পায়; আর আজ তাই-ই হচ্ছে। কাজেই তোমরা ভয় করো না। আমি তোমাদের ও তোমাদের ছেলেমেয়েদের খাবারের যোগান দেব।” এই সব আশার কথা বলে তিনি তাদের সান্ত্বনা দিলেন। ইউসুফ ও তাঁর বাবার পরিবারের লোকেরা মিশরেই বাস করতে লাগলেন। ইউসুফ একশ দশ বছর বেঁচে ছিলেন। পরে এক সময় ইউসুফ তাঁর ভাইদের বললেন, “আমার মরবার সময় হয়ে এসেছে, তবে এটা নিশ্চয় যে, আল্লাহ্‌ তোমাদের দেখাশোনা করবেন। তিনি ইব্রাহিম, ইসহাক ও ইয়াকুবকে যে দেশ দেবেন বলে কসম খেয়ে ওয়াদা করেছিলেন সেই দেশেই তিনি তোমাদের এখান থেকে নিয়ে যাবেন।” তারপর ইউসুফ ইসরাইলিদের কসম খাইয়ে বললেন, “আল্লাহ্‌ নিশ্চয়ই তোমাদের দেখাশোনা করবেন। এখান থেকে যাবার সময় তোমরা আমার হাড়গুলো তুলে নিয়ে যেয়ো।” একশ দশ বছর বয়সে ইউসুফ ইন্তেকাল করলেন। তখন তাঁর মৃতদেহটা খোশবু-মসলা দিয়ে একটা কফিন বাক্সে করে মিশরেই রাখা হল।”(পয়দায়েশ ৫০:১৫, ১৯-২২, ২৪-২৬)

এভাবেই পয়দায়েশ কিতাবের সমাপ্তি হয়। “ইউসুফ ইন্তেকাল করলেন...এবং...একটা কফিন বাক্সে করে মিশরেই রাখা হল।” কীভাবে করে আল্লাহ্‌ জীবন সৃষ্টি করলেন সেই কাহিনী দিয়ে কিতাবটি শুরু হয়েছিল এবং শেষ হল মৃত্যুর কাহিনী দিয়ে। আদমের গুনাহের জন্য মরণ সমস্ত লোকদের জন্য এসেছে। পছন্দ করুন আর না-ই করুন, “গুনাহ যে বেতন দেয় তা মৃত্যু!”(রোমীয় ৬:২৩) এমনকি ইউসুফের মত ভাল লোককেও, যিনি *জীবনের রক্ষক* উপাধি বহন করতেন, মরতে হয়েছিল কারণ তিনিও আদমের বংশধর ছিলেন এবং তাঁর হৃদয়েও গুনাহর শিকড় ছিল। আল্লাহ্‌র সহায়তায় ইউসুফ ক্ষুধার মৃত্যু থেকে মিশরের মানুষ আর তাঁর পরিবারকে রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিলেন কিন্তু তিনি মৃত্যু থেকে তাদেরকে রক্ষা করতে পারেন নি। তারপরেও আমরা আনন্দ চিত্তে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করতে পারি কারণ পয়দায়েশ কিতাবে আমরা আল্লাহ্‌র আশ্চর্যপূর্ণ ওয়াদার কথাও পড়েছি যে তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ একজন রক্ষাকর্তাকে আমাদের কাছে পাঠাবেন যিনি মৃত্যুকে জয় করবেন। গুনাহর ফল হল মৃত্যু। আল্লাহ্‌ যে রক্ষাকর্তাকে পাঠাবার কথা বলেছিলেন তিনি আদমের বংশধরদের গুনাহের মূল আর গুনাহের শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারতেন। গুনাহের মূল হল মানুষের শয়তান ও মন্দ হৃদয়। গুনাহর শাস্তি হল মৃত্যু এবং জাহান্নাম। আল্লাহ্‌ যে রক্ষাকর্তাকে পাঠানোর জন্য ওয়াদা করেছিলেন তিনি সেই সমস্ত গুনাহকে জয় করেছেন এবং তাঁকে যারা বিশ্বাস করে তাদের জীবনের রুপান্তর করতে পারেন।

আজকে আপনারা যারা শুনছেন, তারা কি এই স্বয়ংসম্পূর্ণ রক্ষাকর্তাকে চিনেন যিনি ইবলিশ ও গুনাহকে, মৃত্যু ও জাহান্নামকে পরাজিত করেছেন এবং তাঁর নামে যারা বিশ্বাস করে তাদের সবাইকে শাশ্বত জীবনের দেবার প্রস্তাব করেছেন? ইঞ্জিল শরীফের কিতাবে রক্ষাকর্তা সম্পর্কে বলা হয়েছে যেঃ “ইসরাইলের মাবুদ

পাঠ নং ২৭

ইউসুফঃ গল্পের বাকিটুকু; পয়দায়েশ ৪২-৫০

আল্লাহ্‌র প্রশংসা হোক, কারণ তিনি তাঁর নিজের বান্দাদের দিকে মনোযোগ দিয়েছেন আর তাদের মুক্ত করেছেন। তিনি আমাদের জন্য একজন শক্তিশালী নাজাতদাতা তুলেছেন। এই কথা তাঁর পবিত্র নবীদের মুখ দিয়ে তিনি অনেক দিন আগেই বলেছিলেন!(লূক ১:৬৮-৭০) আমিন!

আল্লাহ্‌ চাইলে আমাদের পরবর্তী অনুষ্ঠানে আমরা তৌরাত শরীফের দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু করব যেটার নাম হিজরত...

আল্লাহ্‌ আমাদের রহমত দান করুন যাতে আপনারা পয়দায়েশ কিতাবের সারমর্ম হিসেবে এই আয়াতটি বিবেচনা করেনঃ

"যেখানে অন্যায় বাড়ল, সেখানে আল্লাহ্‌র রহমতও আরও অনেক পরিমাণে বাড়ল।"(রোমীয় ৫:২০)

পাঠ নং ২৮

তৌরাত শরীফের প্রথম কিতাবের পর্যালোচনা; পয়দায়েশ ১-হিজরত ১

শ্রোতা বন্ধুরা, আপনাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।

আমরা আল্লাহ্‌র নামে আপনাদের শুক্রিয়া জানাই, যিনি শান্তির মালিক, যিনি চান সবাই তার প্রতিষ্ঠিত ধার্মিকতার পথকে বুঝুক আর নিজেদের সে পথে উতসর্গ করুক এবং তাঁর সাথে অনন্তকাল প্রকৃত শান্তিতে বাস করুক। আপনাদের “ধার্মিকতার পথ” অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনার জন্য আজ ফিরে আসতে সমর্থ হওয়ায় আমরা খুশী।

আমরা এখনো তৌরাত শরীফ পড়ছি। আপনারা জানেন যে তৌরাত শরীফ হল নবীদের লেখাগুলোর মধ্যে প্রথম কিতাব এবং এটি পাঁচটি অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশের নাম পয়দায়েশ। আমাদের গত অনুষ্ঠানে আমরা পয়দায়েশের অধ্যয়ন শেষ করেছিলাম। আজকে তাহলে আমরা দ্বিতীয় অংশ শুরু করব যেটার নাম হল হিজরত। আল্লাহ্‌ কীভাবে ইসরাইলদের সন্তানদের মিশর দেশে তাদের গোলামীর বন্দিত্ব থেকে মুক্ত করেছিলেন কিতাবটিতে সে সম্পর্কে চমকপ্রদ ও বিস্ময়কর বর্ণনা আছে।

হিজরত কিতাবটিতে যাওয়ার আগে পর্যালোচনা করে দেখা যাক পবিত্র কিতাবের প্রথম অংশটিতে আমরা কী পড়েছি। পয়দায়েশ কিতাব সম্পর্কে আমাদের বিশদ জ্ঞান থাকা গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটা ভিত্তি যেটা আল্লাহ্‌ তৈরি করেছেন যাতে অন্যান্য কিতাবে যা লেখা আছে তার সবকিছুকে আমরা যাতে বুঝতে আর বিশ্বাস করতে পারি।

আপনাদের কি পয়দায়েশ কিতাবের প্রথম আয়াতের কথা মনে আছে? সেখানে বলা ছিলঃ “সৃষ্টির শুরুতেই আল্লাহ্‌ আসমান ও জমিন সৃষ্টি করলেন।” এটা গুরুত্বপূর্ণ। “সৃষ্টির শুরুতে আল্লাহ্‌” যখন কিছুই ছিল না তখন একজন ছিলেন। সেই একজন হলেন আল্লাহ্‌। এরপরে আমরা জেনেছিলাম আল্লাহ্‌ কীভাবে লক্ষ লক্ষ পবিত্র ফেরেশতাদের সৃষ্টি করেছিলেন তাঁর শাশ্বত কালাম আর তাঁর পাক রূহের শক্তি দিয়ে। আল্লাহ্‌ ফেরেশতা সৃষ্টি করেছিলেন যাতে তারা তাঁকে সেবা করতে পারে আর চিরকালের জন্য তাঁর প্রশংসা করতে পারে। ফেরেশতাদের মধ্যে একজন ছিল সবার থেকে বুদ্ধিমান আর সুন্দর। সে ছিল লুসিফার, ফেরেশতাদের প্রধান। যা হোক, কিতাব আমাদের বলে যে একদিন আসল যখন লুসিফার দাম্ভিক হয়ে উঠল আর নিজের মনে আল্লাহ্‌কে অবজ্ঞা করল। লুসিফার আর অন্য ফেরেশতারা আল্লাহ্‌কে পরাস্ত করার জন্য একটা পরিকল্পনা করল। যা হোক, আল্লাহ্‌কে কেউ পরাস্ত করতে পারে না। যারা আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তাদেরকে তিনি সহ্য করেন না। ফলসরূপ আল্লাহ্‌ লুসিফারকে এবং তাঁর মন্দ ফেরেশতাদের বিতাড়িত করলেন এবং লুসিফার নাম পরিবর্তন করে ইবলিশ রাখলেন যার অর্থ দুশমন। এবং ইবলিশ ও তার ফেরেশতাদের বিতাড়ন করার পর তিনি তাদের জন্য জাহান্নামের আগুন তৈরি করলেন। কিতাব বলে যে শেষ বিচারের দিন আল্লাহ্‌; যিনি ধার্মিক, ইবলিশ ও তাকে যারা অনুসরণ করে তাদের সবাইকে আগুনে ছুঁড়ে ফেলবেন।

এরপরে আমরা পড়েছিলাম কীভাবে আল্লাহ্‌ যে মানুষকে সৃষ্টি করার পরিকল্পনা করেছিলেন তাদের জন্য দুনিয়া সৃষ্টি করেছিলেন। আল্লাহ্‌র সকল সৃষ্টির মধ্যে মানুষই সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ কারণ মানুষকে আল্লাহ্‌র মত করে তৈরি করা হয়েছিল! আল্লাহ্‌ মানুষের সাথে একটি গভীর আর চমৎকার সম্পর্ক তৈরি করতে চেয়েছিলেন। এ কারণেই তিনি মানুষের রূহের ভিতর একটি মন দিয়েছেন যেটা আল্লাহ্‌কে জানতে সমর্থ, একটা হৃদয় দিয়েছেন যেটা আল্লাহ্‌কে মহব্বত করতে পারে এবং একটা ইচ্ছাশক্তি দিয়েছেন যেটা আল্লাহ্‌কে মেনে চলতে সমর্থ।

এরপরে আমরা দেখেছিলাম আল্লাহ্‌ কীভাবে একজন পুরুষ আর একজন নারীর জন্য একটা পরীক্ষা দিয়েছিলেন যাদেরকে তিনি সৃষ্টি করেছিলেন। আল্লাহ্‌ আদমকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন, “তুমি তোমার খুশিমত এই বাগানের যে কোন গাছের ফল খেতে পারো; কিন্তু নেকী-বদী-জ্ঞানের যে গাছটি রয়েছে তার ফল তুমি খাবে না, কারণ যেদিন তুমি তার ফল খাবে সেই দিন নিশ্চয়ই তোমার মৃত্যু হবে।” এবং তুমি আমার থেকে চিরদিনের জন্য বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে!

পাঠ নং ২৮

তৌরাত শরীফের প্রথম কিতাবের পর্যালোচনা; পয়দায়েশ ১-হিজরত ১

যা হোক, আমরা দেখেছিলাম কীভাবে আমাদের পূর্বপুরুষ আদম ও হাওয়া আল্লাহ্ যে গাছ থেকে নিষেধ করেছিলেন সেখান থেকে ফল খেয়ে ইবলিশকে মান্য করার পথ বেছে নিয়েছিলেন। ফলসরূপ আল্লাহ্র কালাম বলেঃ “একটি মানুষের মধ্য দিয়ে গুনাহ দুনিয়াতে এসেছিল ও সেই গুনাহর মধ্য দিয়ে মৃত্যুও এসেছিল। সব মানুষ গুনাহ করেছে বলে এইভাবে সকলের কাছেই মৃত্যু উপস্থিত হয়েছে।”(রোমীয় ৫:১২) এটা কিরকম সত্য যে “যার কাছ থেকে মহামারীর উদ্ভব হয় তার কাছেই সেটি সীমাবদ্ধ থাকে না” আদমের গুনাহর জন্য আমরা সবাই গুনাহকারী। আদমের গুনাহর জন্য আমরা সবাই মরব এবং আল্লাহ্র বিচারের মুখোমুখি হব।

এরপরে আমরা পড়েছিলাম কীভাবে আল্লাহ্ আদম ও হাওয়াকে তাদের গুনাহের জন্য বেহেশতের বাগান থেকে বিতাড়ন করেছিলেন। যা হোক, তাদেরকে বিতাড়ন করার আগে তিনি ঘোষণা দিয়েছিলেন কীভাবে তিনি ইবলিশের শক্তি আর গুনাহর শাস্তি থেকে আদমের সন্তানদের রক্ষা করার জন্য একজন উদ্ধারকর্তাকে পাঠানোর পরিকল্পনা করেছেন। একটা চমৎকার নকশার মাধ্যমে গুনাহকারীদের রক্ষা করার জন্য তিনি পরিকল্পনা করেছিলেন। তাঁর পরিকল্পনা ছিল একজন আদর্শ ব্যক্তিকে দুনিয়াতে পাঠানো যে আদমের গুনাহর মাধ্যমে কলুষিত হবে না। এই ধার্মিক ব্যক্তি নিজে ইচ্ছুক হয়ে আদমের সন্তানদের জন্য রক্ত দিয়ে তাদের গুনাহের ঋণ শোধ করবে। এই ভাবে আল্লাহ্ তাঁর বিচারের সাথে আপোষ না করে মানুষকে তাদের গুনাহর জন্য মাফ করতে পারতেন। আসন্ন উদ্ধারকর্তা সম্পর্কে আল্লাহ্ যা ওয়াদা করেছিলেন তা সত্যিকার অর্থেই একটা চমৎকার ওয়াদা ছিল!

এরপরে আমরা দেখেছিলাম কীভাবে আল্লাহ্ কিছু পশু কোরবানি আর আদম ও হাওয়ার জন্য চামড়ার কাপড় তৈরির মাধ্যমে সেই চমৎকার ওয়াদার নিশ্চয়তা দিয়েছিলেন। আল্লাহ্ আদম ও হাওয়াকে শিক্ষা দিচ্ছিলেন যে “গুনাহর বেতন হল মৃত্যু” এবং “রক্তের স্খলন ছাড়া গুনাহর কোন ক্ষমা নেই।”

এরপরে আমরা আদমের প্রথম দুই সন্তান হাবিল ও কাবিলের সম্পর্কে জেনেছিলাম। আমরা দেখেছিলাম কীভাবে হাবিল আল্লাহ্র কাছে একটি নিখুঁত ভেড়া কোরবানি দিয়েছিল, এটা যে উদ্ধারকর্তা দুনিয়াতে এসে গুনাহকারীদের জন্য মৃত্যুবরণ করতে যাচ্ছিলেন তাঁকে প্রতীকায়িত করে। কাবিল তাঁর নিজের প্রচেষ্টার দ্বারা আল্লাহ্র সান্নিধ্যে আসতে চেয়েছিল, সে যা ফসল চাষ করেছিল আল্লাহ্কে তা দেয়ার প্রস্তাব করেছিল। ফলসরূপ কিতাব বলেঃ “মাবুদ হাবিলকে গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু কাবিলকে গ্রহণ করেননি।” আল্লাহ্ কেন কাবিলের কোরবানিকে গ্রহণ করেন নি? কারণ আল্লাহ্র বিধান এটা বলে নিঃ “গুনাহের বেতন ভাল কাজ” বরং বলেছেঃ “গুনাহর বেতল হল মৃত্যু!” এবং “রক্তের স্খলন ছাড়া গুনাহর কোন ক্ষমা নেই।” আল্লাহ্ কাবিলকে অনুতপ্ত হবার জন্য মিনতি করলেন এবং সে যে ধার্মিকতার পথ স্থির করেছিলেন সেটা মেনে নিলেন কিন্তু কাবিল ভয়ংকর হয়ে উঠল আর তার ছোট ভাই হাবিলকে হত্যা করল।

আদমের বেশিরভাগ বংশধরেরা কাবিলের পথ অনুসরণ করেছিল, এজন্য নূহের সময়ে কিতাব বলে যে আল্লাহ্ “দেখলেন দুনিয়াতে ভাল মানুষদের মন্দতা কীরূপ হয়ে উঠতে পারে এবং তাদের হৃদয়ের ভাবনার প্রবণতাগুলো কীভাবে সবসময়ে শুধু খারাপই হতে পারে। মানুষের নষ্ট হৃদয়ের কারণে আল্লাহ্ বিদ্রোহী গুনাহকারীদের মুছে ফেলার জন্য একটা বন্যা পাঠানোর পরিকল্পনা করলেন। সেই দুর্নীতিপূর্ণ সময়ে শুধু নূহই আল্লাহ্কে বিশ্বাস করতেন, এ কারণে আল্লাহ্ তাঁকে একটি বড় নৌকা তৈরি করতে বলেছিলেন যেটাতে যারা প্রবেশ করবে সবার যাতে জায়গা হয়। নূহ যখন নৌকা তৈরি করছিলেন তখন দীর্ঘ সময় ধরে আল্লাহ্ গুনাহকারীদের প্রতি ধৈর্যশীল ছিলেন। যা হোক, নূহ আর তাঁর পরিবার ছাড়া আর কেউ-ই অনুতাপ করে নি আর নৌকাতে প্রবেশ করেনি।

নূহের তিন জন পুত্রসন্তান ছিল- সাম, হাম আর ইয়াফস। নবী ইব্রাহিম সামের বংশ থেকে এসেছিলেন। আমরা পড়েছিলাম আল্লাহ্ কীভাবে ইব্রাহিমকে তাঁর পিতার ঘর ছেড়ে কেনান দেশে(ফিলিস্তিন)

যেতে আদেশ দিয়েছিলেন। আল্লাহ্ ইব্রাহিমের থেকে একটা নতুন জাতি তৈরির পরিকল্পনা করেছিলেন যেটা থেকে সামনের সময়ে আল্লাহ্‌র নবীরা আর দুনিয়ার উদ্ধারকর্তা এসেছিল। এ কারণেই আল্লাহ্ ইব্রাহিমকে বলেছিলেন, "আমি তোমাকে দোয়া করব... এবং তোমার মধ্য দিয়েই দুনিয়ার প্রত্যেকটি জাতি দোয়া পাবে।"(পয়দায়েশ ১২:২,৩)

এভাবে ইব্রাহিম তাঁর বৃদ্ধ বয়সে ইসহাকের পিতা হলেন যেরকমটা আল্লাহ্ ওয়াদা করেছিলেন। এরপর ইসহাক ইয়াকুবের পিতা হলেন এবং ইয়াকুব, আল্লাহ্ যার নাম ইসরায়েল দিয়েছিলেন, বারজন পুত্রসন্তানের পিতা হলেন। এবং ইয়াকুবের বার জন পুত্রসন্তানের থেকে ইসরাইল নামে একটা নতুন জাতির সৃষ্টি হল যেটা আল্লাহ্ ইব্রাহিমকে ওয়াদা করেছিলেন।

গত তিনটি অনুষ্ঠানে আমরা ইয়াকুবের পুত্রসন্তানদের মনোমুগ্ধকর গল্প দেখেছি, বিশেষ করে এগারতম সন্তান ইউসুফের। ইউসুফের বড় ভাইয়েরা তাঁকে ঘৃণা করত কিন্তু আল্লাহ্ তাঁকে দোয়া করেছিলেন এবং তাঁকে সমস্ত মিশর দেশের শাসনকর্তা বানিয়েছিলেন। এরপরে মিশরে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল এবং সমস্ত কেনান দেশে দুর্দশা নেমে আসল। ফলসরূপ ইয়াকুব আর তার সন্তানদের খাওয়ার জন্য কিছুই থাকল না। যখন ইয়াকুব শুনল যে মিশরে শস্য আছে তিনি তাঁর সন্তানদের সেখানে পাঠালেন। এরপর আমরা দেখি ইউসুফ কীভাবে তাঁর ভাইদের কাছে তাঁকে পরিচিত করালেন, তাদের মাফ করলেন এবং তাঁর পিতা আর পরিবারের সবাইকে মিশরে যেয়ে থিতু হওয়ার জন্য ডাকলেন। এভাবে পয়দায়েশ কিতাবের শেষে আমরা দেখি যে ইসরাইলের সন্তানরা কেনান দেশে আর থাকল না যেরকমটা আল্লাহ্ ইব্রাহিমকে ওয়াদা করেছিলেন কিন্তু তারা মিশরে থাকল। যা হোক, এ সবকিছুই ঘটেছিল আল্লাহ্ অনেক আগে যখন ইব্রাহিমকে যে বিষয়টি বলেছিলেন সেটি পূর্ণ করার জন্যঃ

"তুমি এই কথা নিশ্চয় করে জেনো, তোমার বংশের লোকেরা এমন একটা দেশে গিয়ে বাস করবে যা তাদের নিজেদের নয়। সেখানে তারা অন্যদের গোলাম হয়ে চারশ বছর পর্যন্ত জুলুম ভোগ করবে। কিন্তু যে জাতি তাদের গোলাম করে রাখবে সেই জাতির উপর আমি গজব নাজেল করব। পরে তারা অনেক ধন-দৌলত নিয়ে সেই দেশ থেকে বের হয়ে আসবে।"(পয়দায়েশ ১৫:১৩,১৪)

ইসরাইলের সন্তানদের সাথে যা হয়েছিল তার সবকিছুতে আল্লাহ্‌র নিজের হাত ছিল। আল্লাহ্ কেন ইব্রাহিমের নাতি-পুতিদের,বনি-ইসরাইলদের মিশরে থিতু হবার অনুমতি দিলেন যেখানে তিনি তাদের কেনান দেশের ওয়াদা করেছিলেন? কারণ মিশর দেশে বনি-ইসরাইলদের সাথে কী ঘটে সেটার মাধ্যমে তিনি তাঁর মহিমা আর ক্ষমতা দেখাতে পরিকল্পনা করেছিলেন। আল্লাহ্ তাঁর অসাধারণ শক্তির মাধ্যমে ইসরাইলের সন্তানদের রক্ষা করার পরিকল্পনা করেছিলেন যাতে সবাই জানতে পারে তিনি রাজাদের রাজা, মাবুদদের মাবুদ, সর্বশক্তিমান!

শ্রোতা বন্ধুরা, আজকে আমাদের হাতে যে কয় মিনিট বাকি আছে ততক্ষণে চলুন হিজরত কিতাবের প্রথম অধ্যায় থেকে পড়া যাক। কিতাব বলেঃ

"পরে ইউসুফ, তাঁর ভাইয়েরা এবং তাঁদের সময়কার সবাই ইন্তেকাল করলেন। কিন্তু বনি-ইসরাইলদের বংশবৃদ্ধির ক্ষমতা কম ছিল না; তারা সংখ্যায় বেড়ে উঠে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল এবং খুব শক্তিশালী হয়ে উঠল, আর তাদের দিয়ে মিশর দেশটা ভরে গেল। পরে এক সময় মিশর দেশের সমস্ত ক্ষমতা এমন একজন নতুন বাদশাহের হাতে গেল যিনি ইউসুফের বিষয় কিছুই জানতেন না। তিনি তাঁর প্রজাদের বললেন, "দেখো, বনি-ইসরাইলরা আমাদের চেয়ে সংখ্যায় এবং শক্তিতে বেড়ে উঠেছে। তাদের সংখ্যা যেন আর বাড়তে না পারে সেইজন্য এসো, আমরা তাদের সঙ্গে কৌশল খাটিয়ে চলি; তা না হলে যুদ্ধের সময়ে তারা হয়ত আমাদের

শত্রুদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে এবং পরে দেশ ছেড়ে চলে যাবে।"

তাই কঠিন পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে বনি-ইসরাইলদের উপর জুলুম করবার উদ্দেশ্যে মিশরীয়রা তাদের উপর সর্দার নিযুক্ত করল। ফেরাউনের শস্য মজুদ করবার জন্য বনি-ইসরাইলরা পিথোম ও রামিষেষ নামে দুইটা শহর তৈরি করল। কিন্তু তাদের উপর যতই জুলুম করা হল ততই তারা সংখ্যায় বেড়ে গিয়ে দেশের সব দিকে ছড়িয়ে পড়ল। এতে বনি-ইসরাইলদের দরুণ মিশরীয়দের মনে খুব ভয় হল। তারা তাদের আরও কঠিন পরিশ্রম করতে বাধ্য করল। ক্ষেতের অন্য সব কাজের সঙ্গে তারা তাদের উপর চুনসুরকি আর ইটের কাজের কঠিন পরিশ্রমও চাপিয়ে দিল এবং তাদের জীবন তেতো করে তুলল। এই সব কঠিন কাজ করাতে গিয়ে মিশরীয়রা তাদের প্রতি খুব নিষ্ঠুর ব্যবহার করত।

এছাড়া শিফ্রা ও পূয়া নামের দুজন ইবরানী, অর্থাৎ ইসরাইলীয় ধাত্রীকে মিশরের বাদশাহ বলে দিলেন, "সন্তান প্রসব করবার সময় ইবরানি স্ত্রীলোকদের সাহায্য করতে গিয়ে তোমরা ভাল করে লক্ষ্য করবে তাদের সন্তানরা ছেলে না মেয়ে; ছেলে হলে তাদের মেরে ফেলবে আর মেয়ে হলে বাঁচিয়ে রাখবে।" কিন্তু সেই ধাত্রীরা আল্লাহ্‌কে ভয় করে চলত। তাই মিশরের বাদশাহের হুকুম মত কাজ না করে তারা ছেলেদেরও বাঁচিয়ে রাখতে লাগল। তখন বাদশাহ্ সেই ধাত্রীদের ডাকিয়ে এনে বললেন, "কেন তোমরা এই কাজ করছ? ছেলেদের বাঁচিয়ে রাখছ কেন?" জবাবে তারা ফেরাউনকে বলল, "ইবরানী স্ত্রীলোকেরা মিশরীয় স্ত্রীলোকদের মত নয়। তাদের শক্তি এত বেশি যে, ধাই তাদের কাছে পৌঁছাবার আগেই তাদের সন্তান হয়ে যায়।"

আল্লাহ্ সেই ধাত্রীদের রহমত দান করলেন। বনি-ইসরাইলদের লোকসংখ্যা বাড়তেই থাকল এবং তারা খুব শক্তিশালী হয়ে উঠল। সেই ধাত্রীরা আল্লাহ্‌কে ভয় করত বলে তিনি তাদের সন্তানদের দিয়ে বংশ গড়ে তুললেন। পরে ফেরাউন তাঁর প্রজাদের উপর এই হুকুম জারি করলেন, "ইবরানীদের মধ্যে কোন ছেলের জন্ম হলে তোমরা তাকে নীল নদে ফেলে দেবে, কিন্তু মেয়েদের সবাইকে বাঁচিয়ে রাখবে।"(হিজরত ১:৬-২২)

এখানেই হিজরত কিতাবের প্রথম অধ্যায় শেষ হয়। আল্লাহ্‌র ইচ্ছায়, পরবর্তী অনুষ্ঠানে আমরা এই অসাধারণ গল্পটির মধ্যে যাব এবং দেখব কীভাবে আল্লাহ্ একজন ব্যক্তিকে ডেকেছিলেন এবং মিশরের মন্দ রাজা ফেরাউনের হাত থেকে ইসরাইলের সন্তানদের রক্ষা করার জন্য তাকে প্রস্তুত করেছিলেন। আপনারা কি এই ব্যক্তিটির নাম জানেন? হ্যাঁ, তিনি হযরত মুসা-আল্লাহর নবী, মুসা।

শোনার জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ। আল্লাহ্ আপনাদের রহমত দান করুন এবং মনে রাখুনঃ

"পাক-কিতাবে যা কিছু আগে লেখা হয়েছিল তা আমাদের শিক্ষার জন্যই লেখা হয়েছিল, যাতে আমরা ধৈর্য ও উৎসাহ লাভ করি এবং তার ফলে আশ্বাস পাই।"(রোমীয় ১৫:৪)

পাঠ নং ২৯

মুসা নবী; হিজরত ১,২

শ্রোতা বন্ধুরা, আপনাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।

আমরা আল্লাহ্‌র নামে আপনাদের শুক্রিয়া জানাই, যিনি শান্তির মালিক, যিনি চান সবাই তার প্রতিষ্ঠিত ধার্মিকতার পথকে বুঝুক আর নিজেদের সে পথে উৎসর্গ করুক এবং তাঁর সাথে অনন্তকাল প্রকৃত শান্তিতে বাস করুক। আপনাদের "ধার্মিকতার পথ" অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনার জন্য আজ ফিরে আসতে সমর্থ হওয়ায় আমরা খুশী।

আপনাদের জানা উচিত যে তৌরাত শরীফে পাঁচটি কিতাব আছে যেটা আল্লাহ্‌র নবী মুসা লিখেছেন। আমাদের শেষ অনুষ্ঠানে আমরা পয়দায়েশ কিতাবটি শেষ করেছিলাম এবং দ্বিতীয় কিতাব হিজরত শুরু করেছিলাম। আল্লাহ্‌র কাছে আমরা মোনাজাত করি যাতে মূল্যবান নির্দেশনায় পূর্ণ এই গভীর তাৎপর্যের কিতাবটি অধ্যয়নের সবকিছু আমাদের মন আর আমাদের হৃদয়কে আলোকিত করে।

আমরা ইতিমধ্যে দেখেছি যে কীভাবে তৌরাত শরীফের প্রথম কিতাবটি শেষ হয়েছিল যেখানে দ্বিতীয় কিতাবটি শুরু হয়েছে। এইভাবে আমরা দেখেছিলাম কীভাবে ইব্রাহিম, ইসহাক ও ইয়াকুবের বংশধরেরা, অর্থাৎ বনি-ইসরাইলরা আল্লাহ্‌র ওয়াদা করা কেনান দেশ থেকে অনেক দূরের দেশ মিশরে থিতু হয়েছিল।

হিজরত কিতাবের প্রথম অধ্যায়ে আমরা দেখিঃ

"ইসরাইলের অর্থাৎ ইয়াকুবের সঙ্গে তাঁর যে সব ছেলে নিজের নিজের পরিবার নিয়ে মিশর দেশে গিয়েছিলেন তাদের নাম হল রুবেণ, শিমিয়োন, লেবি, এহুদা, ইষাখর, সবূলূন, বিন্‌ইয়ামীন, দান, নপ্তালি, গাদ ও আশের। তা ছাড়া ইউসুফ আগেই মিশরে গিয়েছিলেন। ইয়াকুবের বংশের এই সব লোক সংখ্যায় ছিল মোট সত্তরজন। পরে ইউসুফ, তাঁর ভাইয়েরা এবং তাদের সময়কার সবাই ইন্তেকাল করলেন। কিন্তু বনি-ইসরাইলদের বংশবৃদ্ধির ক্ষমতা কম ছিল না; তারা সংখ্যা বেড়ে উঠে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল এবং খুব শক্তিশালী হয়ে উঠল, আর তাদের দিয়ে মিশর দেশটা ভরে গেল।

পরে এক সময় মিশর দেশের সমস্ত ক্ষমতা এমন একজন নতুন বাদশাহের হাতে গেল যিনি ইউসুফের বিষয় কিছুই জানতেন না। তিনি তাঁর প্রজাদের বললেন, "দেখো, বনি-ইসরাইলরা আমামদের চেয়ে সংখ্যায় এবং শক্তিতে বেড়ে উঠেছে। তাদের সংখ্যা যেন আর না বাড়তে পারে সেইজন্য এসো, আমরা তাদের সঙ্গে কৌশল খাটিয়ে চলি; তা না হলে যুদ্ধের সময়ে তারা হয়ত আমাদের শত্রুদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে এবং পরে দেশ ছেড়ে চলে যাবে।" তাই কঠিন পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে বনি-ইসরাইলদের উপর জুলুম করবার উদ্দেশ্যে মিশরীয়রা তাদের উপর সর্দার নিযুক্ত করল। ফেরাউনের শস্য মজুদ করবার জন্য বনি-ইসরাইলরা পিথোম ও রামিষেষ নামে দুইটা শহর তৈরি করল। কিন্তু তাদের উপর যতই জুলুম করা হল ততই তারা সংখ্যায় বেড়ে গিয়ে দেশের সব দিকে ছড়িয়ে পড়ল। এতে বনি-ইসরাইলদের দরুণ মিশরীয়দের মনে খুব ভয় হল। তারা তাদের আরও কঠিন পরিশ্রম করতে বাধ্য করল। ক্ষেতের অন্য সব কাজের সঙ্গে তারা তাদের উপর চুনসুরকি আর ইটের কাজের কঠিন পরিশ্রমও চাপিয়ে দিল এবং তাদের জীবন তেতো করে তুলল। এই সব কঠিন কাজ করাতে গিয়ে মিশরীয়রা তাদের প্রতি খুব নিষ্ঠুর ব্যবহার করত। (হিজরত ১:১-১৪)

এখানে একটু থামা যাক। ইউসুফের মৃত্যুর পর তিনশ বছর পার হয়ে গিয়েছিল। আরেকজন ফেরাউন মিশর শাসন করছিল, একজন বাদশাহ যে মিশরের মানুষের জন্য ইউসুফ কী করেছিল সব ভুলে গিয়েছিল। এই ফেরাউন ইসরাইলীয়দের উপর ভয়ংকরভাবে জুলুম করত, তাদেরকে গোলাম বানাত। কত কঠিনভাবে সে তাদের কাজ করাতো! সম্ভবত বনি-ইসরাইলরা ভেবেছিল যে আল্লাহ্‌ একটা শক্তিশালী জাতি হয়ে ওঠার ব্যাপারে তাদের পূর্বপুরুষ ইব্রাহিমকে যে ওয়াদা করেছিলেন সেটি ভুলে গেছেন। যা হোক, আল্লাহ্‌ একটি

বিষয়ও ভুলে যান নি! বাস্তবিকভাবে আল্লাহ্ অনেক দিন আগে যে ওয়াদা করেছিলেন সেটি পূর্ণ করার প্রক্রিয়ার মধ্যেই ছিলেন।

সত্যিকার অর্থে আল্লাহ্ বিশ্বাসযোগ্য! আল্লাহ্ তাঁর অঙ্গীকার রাখেন। আল্লাহ্ যা ওয়াদা করেন তিনি তা করবেন এমনকি মানুষ যদি তাঁকে ধীর মনে করে। আল্লাহ্ই ছিলেন সেই একমাত্র ব্যক্তি যিনি একটি নতুন জাতি তৈরির পরিকল্পনা চিন্তা করেছিলেন যে জাতি থেকে নবীরা এবং উদ্ধারকর্তা বের হয়ে আসবেন-এবং কোন কিছুই তাঁর পরিকল্পনার পূর্ণতাকে বাঁধা দিয়ে পারবে না।

আপনারা মনে করতে পারেন আল্লাহ্ যখন সেই নতুন জাতি তৈরি করার জন্য প্রথম তাঁর পরিকল্পনার কথা প্রথম প্রকাশ করলেন, তিনি একটা বয়স্ক দম্পতি দিয়ে শুরু করেছিলেন, ইব্রাহিম ও সারা। ইব্রাহিমের যখন একশ বছর বয়স তখন তিনি ইসহাককে জন্ম দিলেন; ইসহাক ইয়াকুবকে জন্ম দিলেন; এবং ইয়াকুব বারজন ছেলের জন্ম দিলেন যারা ইসরাইল জাতি তৈরি করল। যখন তারা মিশর দেশে চলে গেল, তারা সংখ্যায় সত্তর জন ছিল। কিন্তু এরপর, তিনশ বছর পরে তারা সংখ্যায় অনেক বৃদ্ধি পেল, লক্ষ মানুষেরও বেশি! অনেক দিন আগে আল্লাহ্ যা ওয়াদা করেছিলেন সেটি কি তিনি করেছিলেন? আল্লাহ্ কি ইব্রাহিমের থেকে একটি নতুন আর বিশাল জাতি তৈরি করেছিলেন? হ্যাঁ, তিনি করেছিলেন! আল্লাহ্ বিশ্বাসযোগ্য এবং তাঁর কথার বরখেলাপ করেন না। তাঁর মহিমা চিরকালের!

আজকের পাঠে আমরা দেখি কীভাবে ফেরাউন ইসরাইল জাতির উপর জুলুম করত, তাদেরকে গোলাম বানাত। যা হোক, আমরা আরও দেখি যতবার ফেরাউন ইসরাইল জাতির উপর আধিপত্য আর তাদের সংখ্যা কমাতে চেষ্টা করেছেন, আল্লাহ্ তাদের সংখ্যা প্রচুর পরিমাণে বাড়িয়েছেন। এভাবে কিতাবে নথিভুক্ত করা হয় যে ফেরাউন খুব রাগান্বিত হয়ে উঠলেন এবং বনি-ইসরাইলদের এই আদেশ দিলেনঃ "ইবরানীদের মধ্যে কোন ছেলের জন্ম হলে তোমরা তাকে নীল নদে ফেলে দেবে!"(হিজরত ১:২২) এ ব্যাপার সম্পর্কে আপনি কী মনে করেন? এই অনিষ্টকর পরিকল্পনায় কে ফেরাউনকে পরিচালনা করছিল? সেটা ছিল ইবলিশ! কেন ইবলিশ ইসরাইলের লোকদের জুলুম আর ধ্বংস করতে চেয়েছিল? কারণ ইবলিশ জানত যে আল্লাহ্ একজন উদ্ধারকর্তাকে দুনিয়াতে পাঠানোর জন্য ওয়াদা করেছিল যিনি আদমের সন্তানদের গুনাহ আর জাহান্নামের ক্ষমতা থেকে রক্ষা করবেন। এবং ইবলিশ জানতেন এই উদ্ধারকর্তা ইসরাইল জাতির বংশের মাধ্যমেই আসবেন। আর সেটাই হল কারণ যেজন্য ইবলিশ ইসরাইলের লোকদের অত্যাচার করার জন্য ফেরাউনকে উদ্দীপিত করেছিল, এমনকি তাদের সকল ছেলে সন্তানদের নীল নদে ফেলে দেবার মাধ্যমে তাদের নিশ্চিহ্ন করার প্রয়াস চালিয়েছিল।

কিন্ত আল্লাহ্, যিনি ইবলিশের থেকে শক্তিশালী, ফেরাউনের হাত থেকে তাঁর মনোনীত লোকদের রক্ষা করার জন্য ইসরাইল জাতির মধ্যে থেকে একজন ব্যক্তিকে ব্যবহার করার পরিকল্পনা করলেন। আপনি কি এই বীরের নাম জানেন? হ্যাঁ, তিনি হলেন আল্লাহ্র প্রখ্যাত নবী মুসা। কিন্তু মুসার পিতামাতা, ইমরান ও ইউখাবেজ, তারাও বীর ছিলেন কারণ "তাঁরা বাদশাহের হুকুমের ভয় করলেন না।"(ইবরানী ১১:২৩; হিজরত ৬:২০) হিজরত কিতাবের দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা মুসার জীবনে শুরুর দিকের বছরগুলোকে দেখি।

কিতাব বলেঃ

"এই সময়ে লেবির(লেবি ছিলেন ইয়াকুবের তৃতীয় সন্তান) গোষ্ঠীর একজন লোক একই গোষ্ঠীর একটি মেয়েকে বিয়ে করলেন। মেয়েটি গর্ভবতী হলেন আর তাঁর একটি ছেলে হল। ছেলেটি দেখতে খুব সুন্দর ছিল। সেইজন্য তার মা তাকে তিন মাস পর্যন্ত লুকিয়ে রাখলেন। কিন্তু যখন আর তাকে লুকিয়ে রাখা সম্ভব হল না তখন তিনি নল দিয়ে বোনা একটা টুকরি নিয়ে তাতে মেটে তেল ও আলকাতরা লেপে দিলেন আর ছেলেটিকে তার মধ্যে শুইয়ে সেটা নীল নদের পাড়ে পানির মধ্যে একটা নলবনে রেখে আসলেন। ছেলেটির দশা কী হয়

তা দেখার জন্য তার বোন সেখান থেকে কিছু দূরে দাঁড়িয়ে রইল।

কিছুক্ষণ পর ফেরাউনের মেয়ে নদীতে গোসল করতে আসলেন। তাঁর বান্দীরা তখন নদীর পাড়ে ঘোরাফেরা করছিল। এমন সময় তিনি নলবনের মধ্যে সেই টুকরিটা দেখতে পেয়ে সেটা তাঁর কাছে নিয়ে আসবার জন্য একজন বান্দীকে পাঠিয়ে দিলেন। সেটা খুলে তিনি আশ্চর্য হয়ে দেখলেন একটা ছেলে তার মধ্যে কাঁদছে। ছেলেটির উপর শাহজাদীর খুব মায়া হল। তিনি বললেন, "এটি ইবরানীদের কোন ছেলে।"(মিশরীয়রা ইসরাইলের লোকদের ইবরানী বলত)

তখন [ছেলেটির বোন মিরিয়াম যে নলবনের ভিতর লুকিয়ে ছিল] এসে ফেরাউনের মেয়েকে বলল, "আমি কি আপনার জন্য একজন ইবরানী স্ত্রীলোক ডেকে আনব, যে একে বুকের দুধ খাওয়াতে পারবে?" তিনি বললেন, "হ্যা,যাও।" তখন মেয়েটি গিয়ে ছেলেটির মাকেই ডেকে আনল। ফেরাউনের মেয়ে তাঁকে বললেন, "এই ছেলেটিকে নিয়ে গিয়ে আমার হয়ে তোমার বুকের দুধ খাইয়ে লালন-পালন করো। এর জন্য আমি তোমাকে বেতন দেব।" তখন সেই স্ত্রীলোকটি ছেলেটিকে নিয়ে গিয়ে দুধ খাইয়ে তাকে লালন-পালন করতে লাগলেন। ছেলেটি একটু বড় হলে পর স্ত্রীলোকটি তাকে ফেরাউনের মেয়ের কাছে নিয়ে গেলেন, আর তিনি তাকে নিজের ছেলে হিসাবে গ্রহণ করলেন। তিনি বললেন, "ওকে আমি পানি থেকে তুলে এনেছি।" এইজন্য তিনি তার নাম দিলেন মুসা।"(হিজরত ২:১-১০)
এটা মুসার জন্মের কাহিনী। এটা নিয়ে চিন্তা করুন! যখন অন্য ছেলে শিশুদের মেরে ফেলা হচ্ছিল শিশু মুসাকে তখন তার নিজের মা-ই লালন-পালন করেছিল আর মন্দ বাদশাহ্ ফেরাউন নিরাপত্তা দিয়েছিল। মুসার জীবনে যা ঘটেছিল তার সবকিছুর উপর আল্লাহ্র হাত ছিল। আল্লাহ্ ইসরাইলের সন্তানদের তাদের গোলামী থেকে রক্ষা করার জন্য মুসাকে ব্যবহার করার পরিকল্পনা করেছিলেন। আল্লাহ্র জ্ঞান কতটা গভীর, ইবলিশ অথবা মানুষের জ্ঞানের থেকে অনেক বেশি। আপনি কি জানেন বুকের দুধের বাইরে অন্য খাবার খাওয়ার সময়ের পর মুসা কোথায় বেড়ে উঠেছেন? তিনি ফেরাউনের বাড়িতে বেড়ে উঠেছিলেন, যাকে আপনারা ইসরাইলের লোকদের উপর জুলুমকারী হিসেবে জানেন! এরপরেও আল্লাহ্ ফেরাউনের হাত থেকে বনি-ইসরাইলদের রক্ষা করার জন্য মুসাকে ব্যবহার করার পরিকল্পনা করেছিলেন। মুসাকে রক্ষা করার জন্য আল্লাহ্ তার পরিকল্পনায় নিষ্ঠুর বাদশাহর মেয়েকে ব্যবহার করার জন্য বাছাই করেছিলেন। আল্লাহ্ জানতেন যে বাদশাহর বাড়ি হবে মুসার জন্য সবচেয়ে সুরক্ষিত আর সবচেয়ে ভাল জায়গা। আল্লাহ্ এটাও জানতেন যে মূসার অনেক বিষয় শেখার এবং বোঝার আছে যাতে সে ইসরাইলের সন্তানদের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য ঠিকভাবে প্রস্তুত হতে পারে। এভাবে কিতাব বলেঃ "মুসা মিশরীয়দের সমস্ত শিক্ষায় শিক্ষিত হলেন, আর তিনি কথায় ও কাজে শক্তিশালী ছিলেন।"(প্রেরিত ৭:২২) কিন্তু মুসার আরও কিছু শেখার বাকি ছিল।

কিতাব বলেঃ

"বড় হয়ে মুসা একদিন তাঁর নিজের জাতির লোকদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে দেখলেন, কি ভীষণ পরিশ্রম তাদের করতে হচ্ছে। তাঁর চোখে পড়ল যে তাঁর নিজের ইবরানী জাতির একজন লোককে একজন মিশরীয় মারধর করছে। তিনি এদিক ওদিক তাকিয়ে আশেপাশে কাউকে দেখতে পেলেন না। তখন তিনি সেই মিশরীয়কে হত্যা করে বালি চাপা দিয়ে রাখলেন। পরেরদিন মুসা আবার বাইরে গিয়ে দুইজন ইবরানীকে মারামারি করতে দেখলেন। যে দোষী তাকে তিনি বললেন, "কেন তুমি তোমার ভাইকে মারছ?" লোকটি বলল, "কে তোমাকে আমাদের নেতা ও শাসনকর্তা করেছে? সেই মিশরীয়ের মত আমাকেও হত্যা করতে চাও নাকি? এই কথা শুনে মুসা ভয় পেলেন। তিনি বললেন, নিশ্চয় ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেছে। ফেরাউন এই ঘটনা

জানতে পেরে মুসাকে হত্যা করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু মুসা ফেরাউনের কাছ থেকে পালিয়ে মাদিয়ান দেশে বাস করবার জন্য চলে গেলেন।"(হিজরত ২:১১-১৫)

এভাবে আমরা দেখি যে প্রথম মুসা তাঁর ক্ষমতাবলে ইসরাইলের সন্তানদের রক্ষা করার চেষ্টা করেছিলেন। যা হোক, আল্লাহ্ এভাবে বিষয়টি চান নি। আল্লাহ্ ইসরাইলের সন্তানদের মুক্ত করার জন্য মুসাকে একটা কার্যসাধনের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। ইসরাইলদের মুক্তি মুসার মাধ্যমে আসত না, আসত আল্লাহ্র মাধ্যমে। মুসা নিজে শুধু একজন মানুষ ছিলেন এবং ফেরাউনের হাত থেকে ইসরাইলের সন্তানদের মুক্ত করার কোন ক্ষমতা তাঁর ছিল না যদি না আল্লাহ্ তাঁকে সেটা দিতেন।

এভাবে কিতাব আমাদের বলে যে চল্লিশ বছর ধরে মুসা মাদিয়ানের মরুভূমিতে বাস করেছিলেন। সেই উষ্ণ আর শুকনো মরুভূমিতে আল্লাহ্র মুসাকে শিখানোর জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল। আল্লাহ্র কালামের একটা আয়াত বলেঃ "সামান্য ব্যাপারে যে বিশ্বাসযোগ্য সে বড় ব্যাপারেও বিশ্বাসযোগ্য হয়। সামান্য ব্যাপারে যাকে বিশ্বাস করা যায় না তাকে বড় ব্যাপারেও বিশ্বাস করা যায় না।"(লূক ১৬:১০) ইসরাইলের সব মানুষকে পরিচালনা করার গুরু দায়িত্ব আল্লাহ্ মুসাকে দেওয়ার আগে মুসার প্রথমে ছোট কাজে নিজেকে বিশ্বাসযোগ্য দেখানোর প্রয়োজন ছিল। এভাবে কিতাব আমাদের সাথে সম্পর্কিত করে যে মিশর থেকে অনেক দূরের একটা দেশে মুসা একজন পশুপালক হলেন, বিয়ে করলেন এবং তাঁর দুইটা সন্তান হল। চল্লিশ বছর ধরে মুসা একজন বিশ্বাসযোগ্য মেশপালক ছিলেন। মরুভূমিতে মুসা যখন তাঁর শ্বশুরের মেষপাল দেখাশুনা করছিলেন- আল্লাহ্, ইসরাইল জাতিকে যেন সে পরিচালনা করতে পারে সেই দিনের জন্য মুসাকে প্রস্তুত করছিলেন। মুসা আর ইসরাইলের লোকদের জন্য আল্লাহ্র মহান পরিকল্পনা ছিল!

এরপরে কিতাব বলেঃ

"অনেক দিন পরে মিশরের বাদশাহ্ ইন্তেকাল করলেন। এদিকে বনি-ইসরাইলরা তাদের গোলামীর দরুন কাতর হয়ে হাহাকার করতে লাগল। এই অবস্থা থেকে উদ্ধার পাবার জন্য তাদের এই ফরিয়াদ উপরে আল্লাহ্র কাছে গিয়ে পৌঁছালো। আল্লাহ্ তাদের কাতর স্বর শুনলেন এবং ইব্রাহিম, ইসহাক ও ইয়াকুবের জন্য যে ব্যবস্থা তিনি স্থাপন করেছিলেন সেই কথা ভাবলেন। তিনি বনি-ইসরাইলদের দিকে চেয়ে দেখলেন এবং তাদের দিকে মনোযোগ দিলেন।"(হিজরত ২:২৩-২৫)

ইসরাইলের সন্তানরা অনেক দিন ধরে গোলাম হিসেবে ছিল। ওহ তাদের জুলুম কি ভয়ানক ছিল! কিন্তু আল্লাহ্ তাদের ভুলেন নি। আল্লাহ্ ইসরাইলের লোকদের তাদের গোলামী থেকে রক্ষা করার পরিকল্পনা করেছিলেন। আমরা জিজ্ঞেস করতে পারিঃ কেন আল্লাহ্ ফেরাউনের হাত থেকে ইসরাইলের সন্তানদের মুক্ত করার পরিকল্পনা করেছিলেন? তারা অন্যদের থেকে ভাল ছিল এজন্য? না! বনি-ইসরাইলরা মিশরের লোকদের মত, সবার মত গুনাহকারী ছিল। কেন তাহলে আল্লাহ্র ইসরাইলের সন্তানদের জন্য এরকম বিশেষ পরিকল্পনা ছিল? শুধু তাঁর বিশ্বাসযোগ্যতা আর তাঁর ক্ষমার জন্য। চলুন শেষ আয়াতটি আবার পড়া যাক। আমরা পড়ছিঃ "আল্লাহ্ তাদের কাতর স্বর শুনলেন এবং ইব্রাহিম, ইসহাক ও ইয়াকুবের জন্য যে ব্যবস্থা তিনি স্থাপন করেছিলেন সেই কথা ভাবলেন।(আল্লাহ্র বিশ্বাসযোগ্যতা পর্যবেক্ষণ করুন) তিনি বনি-ইসরাইলদের দিকে চেয়ে দেখলেন এবং তাদের দিকে মনোযোগ দিলেন।"(আল্লাহ্র ক্ষমা পর্যবেক্ষণ করুন) (হিজরত ২:২৪,২৫)

হ্যাঁ, আল্লাহ্ তাঁর বিশ্বাসযোগ্যতা আর ক্ষমার মধ্য দিয়ে ইব্রাহিমের কাছে যে ওয়াদা করেছিলেন সেটিকে মনে রেখেছিলেন, যখন তিনি তাঁকে এটা বললেনঃ

পাঠ নং ২৯

মুসা নবী; হিজরত ১,২

“তোমার মধ্য থেকে আমি একটি মহা জাতি সৃষ্টি করব। আমি তোমাকে দোয়া করব এবং তোমার মধ্য দিয়ে দুনিয়ার প্রত্যেকটি জাতি দোয়া পাবে। তোমার বংশের লোকেরা এমন একটা দেশে গিয়ে বাস করবে যা তাদের নিজেদের নয়। সেখানে তারা অন্যদের গোলাম হয়ে চারশ বছর পর্যন্ত জুলুম ভোগ করবে। কিন্তু যে জাতি তাদের গোলাম করে রাখবে সেই জাতির উপর আমি গজব নাজেল করব। পরে তারা অনেক ধন-দৌলত নিয়ে সেই দেশ থেকে বের হয়ে আসবে।”(পয়দায়েশ ১২:২,৩; ১৫:১৩,১৪)

আল্লাহ্ চাইলে পরবর্তী পাঠে আমরা দেখব কীভাবে আল্লাহ্ মুসার সামনে অস্বাভাবিক উপায়ে হাজির হয়েছিলেন বনি-ইসরাইলদের তাদের গোলামী থেকে রক্ষা করার জন্য তাঁকে মিশরে যাবার জন্য ডেকেছিলেন, যেমনটা তিনি অনেক দিন আগে ইব্রাহিমকে ওয়াদা করেছিলেন।

শোনার জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ।

আল্লাহ্ আপনাদের রহমত দান করুন। জবুর শরীফের এই কালামটির মাধ্যমে আমরা আপনাদের বিদায় জানাচ্ছিঃ

“মাবুদকে শুকরিয়া জানাও। তাঁর গুণের কথা ঘোষণা করো; তাঁর কাজের কথা অন্যান্য জাতিদের জানাও। যে কালামের নির্দেশ তিনি দিয়েছিলেন হাজার হাজার বংশের জন্য, তাঁর সেই ব্যবস্থার কথা তিনি চিরকাল মনে রাখবেন, সেই ব্যবস্থা তিনি ইব্রাহিমের জন্য স্থাপন করেছিলেন আর ইসহাকের কাছে কসম খেয়েছিলেন।”(জবুর শরীফ ১০৫:১,৮,৯)

পাঠ নং ৩০

আল্লাহ্‌র সাথে মুসার সাক্ষাৎ; হিজরত ৩,৪

শ্রোতা বন্ধুরা, আপনাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।

আমরা আল্লাহ্‌র নামে আপনাদের শুক্রিয়া জানাই, যিনি শান্তির মালিক, যিনি চান সবাই তার প্রতিষ্ঠিত ধার্মিকতার পথকে বুঝুক আর নিজেদের সে পথে উতসর্গ করুক এবং তাঁর সাথে অনন্তকাল প্রকৃত শান্তিতে বাস করুক। আপনাদের "ধার্মিকতার পথ" অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনার জন্য আজ ফিরে আসতে সমর্থ হওয়ায় আমরা খুশী।

আমাদের গত পাঠে আমরা দেখেছিলাম কীভাবে মিশরের বাদশাহ ফেরাউন ইব্রাহিমের বংশধরদের, বনি-ইসরাইলদের তাঁর গোলাম বানানোর মাধ্যমে, নির্মমভাবে কাজ করানোর মাধ্যমে তাদের উপর জুলুম করেছিলেন। যা হোক, আমরা আরও পড়েছিলাম "তাদের উপর যতই জুলুম করা হল ততই তারা সংখ্যায় বেড়ে গিয়ে দেশের সব দিকে ছড়িয়ে পড়ল। এতে বনি-ইসরাইলদের দরুণ মিশরীয়দের মনে খুব ভয় হল।"(হিজরত ১:১২) পরিশেষে ফেরাউন হুকুম জারি করলেন যে বনি-ইসরাইলদের যত বাচ্চা ছেলে জন্মাবে সবাইকে নদীতে ফেলে মেরে ফেলতে হবে।

যা হোক, আল্লাহ্ যিনি ইবলিশের থেকে বেশি ক্ষমতাবান, ফেরাউন যা করছিলেন সেটাকে পাল্টে ফেলার একটা পরিকল্পনা করেছিলেন। এভাবে আমরা দেখতে পাই কীভাবে ফেরাউনের মেয়ে নদীতে টুকরির মধ্যে খুঁজে পাওয়া একটা ইসরাইলি শিশুকে তাঁর কাছে নিয়েছিলেন। ফেরাউনের মেয়ের শিশুটিকে দেখে মায়া হল এবং তাঁর সন্তান হিসেবে সে তাকে লালন-পালন করলেন, তার নাম রাখলেন মুসা। এভাবে মুসা ফেরাউনের বাড়িতে বেড়ে উঠতে লাগল-যিনি ইসরাইলের লোকদের ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন। আল্লাহ্ জ্ঞানত দুষ্ট বাদশাহের হাত থেকে বনি-ইসরাইলদের রক্ষা করার জন্য মুসাকে ব্যবহার করার পরিকল্পনা করেছিলেন। মুসার যখন চল্লিশ বছর বয়স তখন যে ফেরাউন তাকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন তার কাছ থেকে দৌড়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন। চল্লিশ বছর ধরে তিনি জনহীন বনভূমিতে বাস করেছেন যেখানে তিনি বিয়ে করেন এবং তার শ্বশুরের মেষ দেখাশুনা করেন।

এখন চলুন, আল্লাহ্ কীভাবে মুসার সামনে নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন যাতে ইসরাইলের লোকদের নেতৃত্ব দিয়ে মিশর দেশে থেকে বের করে আনার জন্য তিনি মুসাকে ফেরাউনের কাছে পাঠাতে পারেন, সেই গল্পটি চালিয়ে যাই। আমরা তৌরাত শরীফের হিজরত কিতাবের তৃতীয় অধ্যায় পড়ছি। কিতাব বলছেঃ

"একদিন মুসা তাঁর শ্বশুর শোয়াইব, অর্থাৎ রুয়েলের ছাগল-ভেড়ার পাল চড়াচ্ছিলেন। চরাতে চরাতে মুসা মরুভূমির অন্য ধারে আল্লাহ্‌র পাহাড়, তুর পাহাড়ের কাছে গিয়ে পৌঁছালেন। সেখানে একটা ঝোপের মাঝখানে জ্বলন্ত আগুনের মধ্য থেকে মাবুদের ফেরেশতা তাঁকে দেখা দিলেন। মুসা দেখলেন যে ঝোপটাতে আগুন জ্বললেও সেটা পুড়ে যাচ্ছে না। এই ব্যাপার দেখে তিনি মনে মনে বললেন, "আমি এক পাশে গিয়ে এই আশ্চর্য ব্যাপারটা দেখব, দেখব ঝোপটা পুড়ে যাচ্ছে না কেন।"

ঝোপটা দেখবার জন্য মুসা এক পাশে যাচ্ছেন দেখে মাবুদ আল্লাহ্ ঝোপের মধ্য থেকে ডাকলেন, "মুসা, মুসা।" মুসা বললেন, "এই যে আমি।" মাবুদ বললেন, "আর কাছে এসো না। তুমি পবিত্র জায়গায় দাঁড়িয়ে আছ। তোমার পায়ের জুতা খুলে ফেলো। আমি তোমার আব্বার আল্লাহ; আমি ইব্রাহিম, ইসহাক ও ইয়াকুবের আল্লাহ।" তখন মুসা তাঁর মুখ ঢেকে ফেললেন, কারণ আল্লাহ্‌র দিকে তাকাতে তাঁর ভয় হল। মাবুদ বললেন, "মিশর দেশে আমার লোকদের উপরে যে জুলুম হচ্ছে তা আমার নজর এড়ায় নি। মিশরীয় সর্দারদের জুলুমে বনি-ইসরাইলরা যে হাহাকার করছে তা আমি শুনেছি। তাদের দুঃখ-কষ্টের কথা আমি জানি। মিশরীয়দের হাত থেকে তাদের রক্ষা করবার জন্য আমি নেমে এসেছি। আমি তাদের সেই দেশ থেকে বের করে কেনানীয়, হিট্টীয়, আমোরীয়, পরিষীয়, হিব্বীয় ও যিবুষীয়দের দেশে নিয়ে যাব। দেশটা বেশ বড় এবং সুন্দর; সেখানে

দুধ, মধু আর কোন কিছুর অভাব নেই। বনি-ইসরাইলদের ফরিয়াদ এখন আমার কাছে এসে পৌঁছেছে। মিশরীয়রা কীভাবে তাদের উপর জুলুম করছে তা-ও আমি দেখেছি। কাজেই তুমি এখন যাও। আমি তোমাকে ফেরাউনের কাছে পাঠাচ্ছি। তুমি গিয়ে আমার বান্দাদের অর্থাৎ বনি-ইসরাইলদের মিশর থেকে বের করে আনবে।"

কিন্তু মুসা আল্লাহ্‌কে বললেন, "আমি এমন কেউ নই যে ফেরাউনের কাছে গিয়ে মিশর থেকে বনি-ইসরাইলদের বের করে আনতে পারি।" আল্লাহ বললেন, "আমিই তোমার সঙ্গে থাকব। তুমি মিশর থেকে লোকদের বের করে আনবে আর তোমরা এই পাহাড়েই আমার এবাদত করবে। আমিই যে তোমাকে পাঠালাম এটাই হবে তোমার কাছে তার চিহ্ন।" তখন মুসা আল্লাহ্‌কে বললেন, "কিন্তু আমি গিয়ে বনি-ইসরাইলদের যখন বলব তাদের পূর্বপুরুষদের আল্লাহ আমাকে তাদের কাছে পাঠিয়েছেন, তখন তারা হয়ত আমাকে জিজ্ঞেস করবে, 'তাঁর নাম কী?' সেই সময় আমি তাদের কী জবাব দেব?" আল্লাহ মুসাকে বললেন, "যিনি 'আমি আছি' আমিই তিনি। তুমি বনি-ইসরাইলদের বলবে যে 'আমি আছি' তাদের কাছে তোমাকে পাঠিয়েছেন। তুমি তাদের আরও বলবে যে, তাদের পূর্বপুরুষ ইব্রাহিম, ইসহাক ও ইয়াকুবের মাবুদ আল্লাহ তোমাকে তাদের কাছে পাঠিয়েছেন। আমার চিরকালের নাম 'মাবুদ'।"(হিজরত ৩:১-১৫)

তুর পাহাড়ে আগুন লাগা ঝোপের ভিতর থেকে আল্লাহ মুসাকে যা বলেছিলেন তা থেকে আমরা আল্লাহ্‌র বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কমপক্ষে চারটি বিষয় শিখতে পারি।

১) প্রথমত, আমরা শিখতে পারি যে আল্লাহ পবিত্র। যখন মুসা আগুন লাগা ঝোপের ধোঁয়া দেখতে পেলেন, তিনি আশ্চার্যান্বিত হয়ে গেলেন, কাছে গিয়ে পর্যবেক্ষণ করে দেখলেন এবং শুনতে পেলেন আল্লাহ তাঁকে ডাকছেন। মুসা ভয়ে কাঁপতে লাগলেন এবং তাকাতে সাহস করলেন না। কেন মুসা ভয় পেয়েছিলেন? কারণ তিনি আল্লাহ পাকের উপস্থিতিতে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আল্লাহ মুসাকে এই কথাটি বলার মাধ্যমে তাঁর পবিত্রতার কথা ব্যক্ত করলেন, "আর কাছে এসো না। তুমি পবিত্র জায়গায় দাঁড়িয়ে আছ। তোমার পায়ের জুতা খুলে ফেলো।"

সতিকার অর্থে, আল্লাহ যিনি মুসার সামনে জ্বলন্ত শিখার মধ্যে হাজির হয়েছিলেন তিনি পবিত্র। আল্লাহ চান সকলের যেন তাঁর পবিত্রতা চিনতে পারে। আল্লাহ্‌র উপস্থিতিতে যে ফেরেশতারা দাঁড়িয়ে থাকেন তাদের সম্পর্কে কিতাব বলেঃ "সেই প্রাণীরা দিনরাত এই কথাই বলছিলেন, "সর্বশক্তিমান মাবুদ আল্লাহ, যিনি ছিলেন, যিনি আছেন ও যিনি আসছেন, তিনি পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র।"(প্রকাশিত কালাম ৪:৮) ফেরেশতারা আল্লাহ্‌র পবিত্রতাকে চিনতে পারে। আপনারা যারা আজকে শুনছেন, আপনারা কি আল্লাহ্‌র পবিত্রতাকে চিনতে পারেন?

এটার অর্থ কী সেটা নিয়ে চলুক একটু চিন্তা করা যাক। গত পাঠগুলোতে আমরা ইতিমধ্যে দেখেছি যে আল্লাহ্‌র পবিত্রতার কারণে গুনাহ করার পর তিনি আদম ও হাওয়াকে বেহেশতের বাগান থেকে বিতাড়িত করেছিলেন। আল্লাহ্‌র পবিত্রতা কাবিলের ত্যাগকে অস্বীকার করার পিছনে কারণ হিসেবে ছিল। নূহের সময়ের মানুষদের বন্যা দিয়ে নিশ্চিহ্ন করার কারণও ছিল আল্লাহ্‌র এই পবিত্রতা। আল্লাহ দুনিয়ার ভাষাকে বিভ্রান্ত করেছিলেন, বাবেলের মানুষদের যারা আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার চেষ্টা করছিল তাদের ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিয়েছিলেন। এবং ইব্রাহিমের সময়ে আল্লাহ্‌র পবিত্রতার জন্য সদুমের মানুষদের উপর, যারা অনিষ্টতার মধ্যে আনন্দ খুঁজছিল, তাদের উপর তিনি আসমান থেকে অগ্নি বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলেন।

দুঃখজনকভাবে আজকের দিন পর্যন্ত বেশিরভাগ মানুষ আল্লাহ্‌র পবিত্রতাকে সম্মান করে না। আল্লাকে কে তা তারা উপলব্ধি করে না। তারা তাঁর পরম শুদ্ধতাকে চিনতে পারে নি। মানুষ কি উপায়ে গুনাহের চর্চা করে আর সেটা থেকে আনন্দ পায় সেটার মাধ্যমেই আমরা তা দেখতে পাই। আল্লাহ্‌র পবিত্রতাকে যে মানুষ

কম গুরুত্ব দেয় সেটাও আমরা দেখতে পাই যখন তারা ধর্মটাকে একটা ছদ্মবেশ হিসেবে পরিধান করে কিন্তু আল্লাহ্‌র সত্যকে বুঝার জন্য পাক কিতাবকে পরীক্ষা করে দেখে না। আন্তরিকতাহীন কথাবার্তায় অনেকে অভ্যাশবসত আল্লাহ্‌র নাম ব্যবহার করে। তারা অর্থহীনভাবে আল্লাহ্‌র নাম ডাকে "বিসমিল্লাহ্‌ অথবা "ইনশাল্লাহ্‌ বলার মাধ্যমে, যেখানে বাস্তবে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা তাদের হৃদয়ের থেকে অনেক দূরের বিষয়। মানুষের নিজের ধার্মিকতাকে আল্লাহ্‌র সামনে প্রতিষ্ঠা করতে চাওয়ার মাধ্যমে এবং আল্লাহ্‌র প্রতিষ্ঠিত ধার্মিকতার পথকে অস্বীকার করার মাধ্যমে আমরা তাদের আল্লাহ্‌র পবিত্রতাকে বোঝার ব্যর্থতাকে দেখতে পাই। কিছু মানুষ ভাবে দীর্ঘ সময় রোজা রেখে, বারবার দোয়া পড়ে অথবা ধৌতকরণ আর শুদ্ধিকরণের অনুষ্ঠান করে তারা নিজেদের শুদ্ধ করতে পারবে। কিন্তু আমরা নবীদের লেখা থেকে স্পষ্ট দেখতে পাই যে এরকম বাইরের ক্রিয়াসমূহ দিয়ে আল্লাহ পাককে সন্তুষ্ট করা যায় না যিনি চান মানুষ তার মনের ভিতর থেকে শুদ্ধ হোক। প্রিয় বন্ধুরা, আল্লাহ্‌ পবিত্র। এজন্য তিনি মুসাকে বলেছিলেন, "তুমি পবিত্র জায়গায় দাঁড়িয়ে আছ। তোমার পায়ের জুতা খুলে ফেলো।"

২) এরপর জ্বলন্ত ঝোপের ভেতর থেকে আল্লাহ্‌ মুসাকে যা বলেছিলেন তার উপর ভিত্তি করে আমরা দেখতে পাই যে আল্লাহ্‌ শুধু পবিত্র একজনই নন, কিন্তু তিনি বিশ্বাসযোগ্য একজনও। আপনি কি শুনেছিলেন আল্লাহ্‌ প্রথমে মুসাকে কী বলেছিলেন? তিনি বলেছিলেন, "আমি তোমার আব্বার আল্লাহ্‌; আমি ইব্রাহিম, ইসহাক ও ইয়াকুবের আল্লাহ্‌।"(হিজরত ৩:৬) যে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে আসতে চায় আর তাঁর সাথে একটা সম্পর্ক উপভোগ করতে চায় এই কালামগুলো তার হৃদয়ে আনন্দ এনে দেবে। আল্লাহ্‌ পাক হলেন সেই জন যিনি ইব্রাহিম, ইসহাক ও ইয়াকুবের সাথে একটি চুক্তি করেছিলেন। আল্লাহ্‌ বিশ্বাসযোগ্য একজন; তিনি কখনও তাঁর বন্ধুদের ছেড়ে যাবেন না বা তাদের সাথে প্রতারণা করবেন না। এমনকি শত বছর পরেও তিনি ভুলে যান নি তিনি ইব্রাহিম, ইসহাক ও ইয়াকুব এবং তাঁর বংশধরদের কী ওয়াদা করেছিলেন।

আপনার অবস্থা কেমন? আপনি কি আল্লাহ্‌র বিশ্বস্ততাকে তারিফ করেন? আপনি কি আল্লাহ্‌র সাথে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক উপভোগ করেন যিনি ইব্রাহিম, ইসহাক ও ইয়াকুবের সাথে কথা বলেছিলেন? যে সত্যিকারভাবে এই জীবনে ও পরকালের জীবনে সুখি হতে চায় এমন যে কারো জন্য এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। আমরা জিজ্ঞাস করছি না- আপনার কি ধর্ম আছে?-কারণ ধর্মের নিয়মগুলো পালন করা কখনও কাউকে আল্লাহ্‌র সামনে ধার্মিক বানাবে না। আমরা যেটা জিজ্ঞাস করছি সেটা হলঃ আল্লাহ্‌র সাথে আপনার কি সঠিক সম্পর্ক আছে? আল্লাহ্‌ যে মুক্তির পথ প্রতিষ্ঠা করেছেন আপনি কি সেই বার্তাটি বিশ্বাস করেছেন? একটা ধর্ম অনুসরণ করা আর আল্লাহ্‌র সাথে একটা সম্পর্ক রাখা দুইটি যে আলাদা বিষয় সেটা কি আপনি দেখেছেন?

আজকে দুনিয়াতে হাজার হাজার ধর্ম আছে। উদাহরণসরূপ, বিশেষজ্ঞরা বলেন শুধু ব্রাজিলেই চার হাজারের বেশি ধর্ম আর ভাগ আছে! চার হাজার ধর্ম?! অবিশ্বাস্য! সেখানে কি চার হাজার আল্লাহ্‌ আছে? নাকি আল্লাহ্‌র কাছে যাবার চার হাজার উপায় আছে? না। কিতাব বলেঃ "আল্লাহ্‌ মাত্র একজনই আছেন এবং আল্লাহ্‌ ও মানুষের মদ্যে মধ্যস্থও একজনই আছেন।"(১ তীমথিয় ২:৫) কেন তাহলে আজকের দুনিয়াতে হাজারো ধর্ম আর হাজারো ভাগ আছে? কারণ আদমের বেশিরভাগ বংশধরেরা আল্লাহ্‌ যে সত্য ইব্রাহিম, ইসহাক আর ইয়াকুবের সাথে প্রতিষ্ঠা করেছেন তার ভিত্তিকে অগ্রাহ্য করেছে। মধ্যস্থতাকারী সম্পর্কে, যার গুনাহর শাস্তি আর ক্ষমতা থেকে আদমের সন্তানদের রক্ষা করার জন্য দুনিয়াতে আসার কথা, আল্লাহ্‌ যে ওয়াদা ইব্রাহিম আর তার বংশধরদের সাথে করেছিলেন তারা সেটা সম্পর্কে জানে না। আল্লাহ্‌ যিনি কখনও পরিবর্তন হন না তারা তাঁর কালাম সম্পর্কে জানেন না। তারা বিশ্বস্ত আল্লাহ্‌র সম্পর্কে জানেন না।

৩) আল্লাহ্‌ আরেকটি বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করেছিলেন যখন তিনি ঝোপের ভিতর জ্বলন্ত আগুনের ভিতর থেকে মুসার কাছে হাজির হয়েছিলেন। বৈশিষ্ট্যটি হল ক্ষমা। আল্লাহ্‌ শুধু পবিত্র ও বিশ্বস্ত একজনই নন, তিনি ক্ষমাশীল একজনও। এজন্য ইসরাইলদের লোকদের সম্বন্ধে আল্লাহ্‌ মুসার কাছে বলেছিলেন,

পাঠ নং ৩০

আল্লাহ্‌র সাথে মুসার সাক্ষাৎ; হিজরত ৩,৪

“মিশর দেশে আমার লোকদের উপরে যে জুলুম হচ্ছে তা আমার নজর এড়ায় নি। মিশরীয় সর্দারদের জুলুমে বনি-ইসরাইলরা যে হাহাকার করছে তা আমি শুনেছি। তাদের দুঃখ-কষ্টের কথা আমি জানি। মিশরীয়দের হাত থেকে তাদের রক্ষা করবার জন্য আমি নেমে এসেছি। আমি তাদের সেই দেশ থেকে বের করে কেনানীয়, হিট্টীয়, আমোরীয়, পরিষীয়, হিব্বীয় ও যিবূষীয়দের দেশে নিয়ে যাব।”(হিজরত ৩:৭,৮)

কেন আল্লাহ্‌ ইসরাইলদের লোকদের মুক্তি দেওয়ার পরিকল্পনা করলেন এবং ভাল একটি দেশে নিয়ে গেলেন? বনি-ইসরাইলরা কি আল্লাহ্‌র ক্ষমার যোগ্য ছিল? অন্য জাতিগুলোর থেকে কি তারা ভাল ছিল? না, তারা ছিল না! কেন তাহলে আল্লাহ্‌ তাদের মুক্তি দিয়ে এভাবে দোয়া করলেন? শুধু তাঁর বিশ্বস্ততা আর ক্ষমার জন্য। কিতাব যেরকম বলেঃ “আল্লাহ্‌ তাদের কাতর স্বর শুনলেন এবং ইব্রাহিম, ইসহাক ও ইয়াকুবের জন্য যে ব্যবস্থা তিনি স্থাপন করেছিলেন সেই কথা ভাবলেন। তিনি বনি-ইসরাইলদের দিকে চেয়ে দেখলেন এবং তাদের দিকে মনোযোগ দিলেন।”(হিজরত ২:২৪,২৫) হ্যাঁ, আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল একজন!

৪) পরিশেষে, আল্লাহ্‌র আরেকটি বৈশিষ্ট্য আছে যেটি আমরা জ্বলন্ত ঝোপের কাহিনী থেকে দেখতে পারি। আমরা শুনেছিলাম যে মুসা আল্লাহ্‌কে জিজ্ঞাস করেন যে তাঁর নাম কী। শ্বাশত আল্লাহ্‌র প্রকৃতি কি একটা নাম দিয়ে বর্ণনা করা যায়? এই আল্লাহ্‌ যিনি খুব মহান এবং পবিত্র, বিশ্বস্ত এবং ক্ষমাশীল; এই আল্লাহ্‌ যাকে মানুষ চোখ দিয়ে দেখতে পারে না; এই আল্লাহ্‌ যিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন, সবকিছু দেখেন, সবকিছু জানেন এবং যে কোন কিছু করতে পারেন- তাঁর নাম কী? কেউ মনে করেন আল্লাহ্‌র নাম শুধু “আল্লাহ্‌” সত্যিকারভাবে, আল্লাহ্‌ আল্লাহ্‌ই। যা হোক, আল্লাহ্‌ তাঁর নাম নয়। আল্লাহ্‌ যা তিনি তাই-ই। আমি একজন মানুষ কিন্তু আমার নাম মানুষ না। আমাদের প্রত্যেকের একটা নাম আছে যেটা দিয়ে সবাই আমাদের চেনে। আল্লাহ্‌র নাম কী? মুসাকে আল্লাহ্‌ কী উত্তর দিয়েছিলেন? চলুক আবার সেটা পড়া যাক। আল্লাহ্‌ মুসাকে বলেছিলেন,

“যিনি “আমি আছি” আমিই তিনি। তুমি বনি-ইসরাইলদের বলবে যে, ‘আমি আছি’ তাদের কাছে তোমাকে পাঠিয়েছেন। তুমি তাদের আরও বলবে যে, তাদের পূর্বপুরুষ ইব্রাহিম, ইসহাক ও ইয়াকুবের মাবুদ আল্লাহ্‌ তোমাকে তাদের কাছে পাঠিয়েছেন। আমার চিরকালের নাম ‘মাবুদ’।”(হিজরত ৩:১৪,১৫)

আল্লাহ্‌র নাম কী যেটা তাঁর শাশ্বত প্রকৃতিকে বর্ণনা করে? আপনি কি সেটা শুনেছেন? সেটা হলঃ মাবুদ! পাক কিতাবে নবীরা আল্লাহ্‌র উপর শত শত নাম আর উপাধি আরোপ করে কিন্তু মাবুদ নামটি অন্য সবগুলোর চেয়ে বেশিবার ব্যবহার হয়েছে- ছয় হাজার পাঁচশ বারের উপরে। আল্লাহ্‌ হলেন মাবুদ, শাশ্বত “আমি আছি”, সেই একজন যিনি ছিলেন, আছেন এবং চিরদিন থাকবেন! তিনি শাশ্বত একজন! তাঁর কোন শুরু নেই। তাঁর কোন শেষ নেই। তাঁর কোন সীমা নেই। তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই। তিনি তাঁর নিজের শক্তি দ্বারা উপস্থিত থাকেন। গতকাল তিনি যা ছিলেন, আজও তাই আছেন, চিরকাল থাকবেন। তিনি কখনও পরিবর্তন হন না। মাবুদ তাঁর নাম।

শ্রোতা বন্ধুরা, আপনি কি মাবুদকে জানেন? আপনি কি তাঁর পবিত্রতাকে চিনতে পারেন? আপনি কি তাঁর বিশ্বস্ততার মধ্যে আনন্দ করেন(তাঁর সাথে সম্পর্কে, তাঁর চুক্তি রাখার মাধ্যমে)?
আপনি কি তাঁর ক্ষমা গ্রহণ করেছেন? আপনি কি তাঁর কালাম বিশ্বাস করেন? আপনি কি ইব্রাহিম, ইসহাক ও ইয়াকুবের আল্লাহ্‌র সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে গিয়েছেন? আপনি কি সেই আল্লাহ্‌কে চিনেন যিনি জ্বলন্ত ঝোপের ভিতর থেকে মুসার সাথে কথা বলেছিলেন?

পাঠ নং ৩০

আল্লাহ্‌র সাথে মুসার সাক্ষাৎ; হিজরত ৩,৪

শোনার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ। আল্লাহ্‌ চাইলে পরবর্তী সময়ে আমরা মুসার কাহিনীটি চালিয়ে যাব এবং দেখব কীভাবে আল্লাহ্‌ তাঁকে মিশরের দুষ্ট বাদশাহ্‌ ফেরাউনের কাছে পাঠিয়েছিলেন...

আল্লাহ্‌ আপনাদের রহমত দান করুন এবং মুসাকে বলা আল্লাহ্‌র এই কথাগুলো চিন্তা করতে থাকুনঃ

<u>"যিনি "আমি আছি" আমিই তিনি...আমি মাবুদ...এটিই আমার চিরকালের নাম!"(হিজরত ৩:১৪, ১৫; ৬:২)</u>

অধ্যায় ৩১

ফেরাউন যিনি মাবুদ?; হিজরত ৪-৭

শ্রোতা বন্ধুরা, আপনাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।

আমরা আল্লাহ্‌র নামে আপনাদের শুক্রিয়া জানাই, যিনি শান্তির মালিক, যিনি চান সবাই তার প্রতিষ্ঠিত ধার্মিকতার পথকে বুঝুক আর নিজেদের সে পথে উতসর্গ করুক এবং তাঁর সাথে অনন্তকাল প্রকৃত শান্তিতে বাস করুক। আপনাদের "ধার্মিকতার পথ" অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনার জন্য আজ ফিরে আসতে সমর্থ হওয়ায় আমরা খুশী।

আজকে আমরা তৌরাত শরীফের দ্বিতীয় কিতাব থেকে পাঠ চালিয়ে যাব যেটিতে আল্লাহ্‌র নবী হযরত মুসা এবং মিশরে বনি-ইসরায়েল জাতির কাহিনী বর্ণিত আছে। পূর্ববর্তী পাঠে আমরা দেখেছি মিশরের রাজা ফেরাউন কীভাবে বনি-ইসরায়েলিদের নির্যাতন করেছিল এবং তাদের দাস বানিয়েছিল। যা হোক, আল্লাহ্ ফারাও যে খারাপ কাজগুলো করছিল সেগুলোকে ভেস্তে দেয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন। আল্লাহ্ বনি-ইসরায়েলের সন্তানদের ভিতর থেকে মুসাকে ব্যবহার করার পরিকল্পনা করেছিলেন বনি-ইসরায়েল জাতিকে ফারাও এর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য।

আমরা জেনেছি যে মিশরের সকল জ্ঞান মুসার ছিল। যখন মুসার বয়স চল্লিশ ছিল তিনি তার লোকদের তার নিজের উপায়ে রক্ষা করার চেষ্টা করেছিলেন। যা হোক, মুসার প্রচেষ্টাগুলো শুধু সমস্যাই সৃষ্টি করেছিল, তাঁকে ফেরাউন-এর কাছ থেকে পালিয়ে গিয়ে বন্য পরিবেশে লুকিয়ে থাকতে বাধ্য করেছিল। মুসাকে শিখতে হয়েছিল যে তিনি নিজে শুধু একজন মানুষই এবং আল্লাহ্ তাঁকে ক্ষমতা না দিলে তাঁর নিজের কোন ক্ষমতা নেই বনি-ইসরায়েলের মানুষদের রক্ষা করার। এভাবে মুসা বন্য পরিবেশে তাঁর শ্বশুরের মেষপালের দেখাশোনা করে চল্লিশ বছর কাটিয়েছিলেন।

মুসার বয়স যখন আশি বছর তখন একদিন আল্লাহ্ সিনাই পর্বতে জলন্ত ঝোপের অগ্নিশিখার মধ্যে থেকে তাকে দেখা দিলেন। ঝোপটাতে আগুন লেগেছিল কিন্তু সেটা পুড়ল না। মুসা সেটি দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলেন। তিনি যখন ঝোপের কাছে গিয়ে দেখতে গেলেন তিনি আল্লাহ্‌র কণ্ঠ শুনতে পেলেন, "আমি তোমার পূর্বপুরুষদের আল্লাহ্, আমি ইব্রাহিম, ইসহাক ও ইয়াকুবের আল্লাহ্।" মুসা ভয়ে কাঁপতে থাকলেন এবং তাকানোর সাহস করলেন না। তারপর আল্লাহ্ বললেন, "তোমার জুতা খুলে ফেল কারণ যে জমিনে দাঁড়িয়ে আছো সেটা পাক জমিন। আমি মিশরে আমার লোকদের কষ্ট দেখেছি। তাদের অভিযোগের জন্য তাদের আমি কাঁদতে দেখেছি। তাই আমি তাদের রক্ষা করতে নেমে এসেছি। এখন যাও। আমি তোমাকে মিশরে পাঠাচ্ছি।

তৌরাত শরীফ থেকেই আমরা পাঠ চালিয়ে যাই আল্লাহ্ কীভাবে মুসার সাথে তাঁর কথা শেষ করেছিলেন এবং কিভাবে তাঁকে মিশরের রাজার কাছে পাঠিয়েছিলেন সেটা দেখার জন্য। তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা শুনেছিলাম কিভাবে আল্লাহ্ মুসার সাথে থাকার জন্য, তাঁকে জ্ঞান দেয়ার জন্য এবং ফেরাউন ও মিশরের লোকদের উপর কর্তৃত্ব দেয়ার জন্য তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। চতুর্থ অধ্যায়ে আমরা দেখব যে মুসা যেতে ভীত ছিলেন।

হিজরত কিতাবের চার নং অধ্যায়ে বলা হচ্ছেঃ

"এই কথার জবাবে মুসা বললেন, "কিন্তু যদি বনি-ইসরায়েলরা আমাকে অবিশ্বাস করে আর আমার কথা না শোনে? তারা ত বলতে পারে, 'না মাবুদ তোমাকে দেখা দেননি।' " তখন মাবুদ তাঁকে বললেন, "তোমার হাতে ওটা কী?" তিনি বললেন, "একটা লাঠি।" মাবুদ বললেন, "ওটা মাটিতে ফেলো।" মুসা লাঠিটা মাটিতে ফেলতেই সেটা একটা সাপ হয়ে গেল। তখন মুসা সেটার কাছ থেকে দৌড়ে পালালেন। কিন্তু মাবুদ মুসাকে বললেন, "তোমার হাত বাড়িয়ে ওটার লেজ ধরো।" মুসা তা করতেই তাঁর হাতে সেটা আবার লাঠি হয়ে গেল। তারপর মাবুদ বললেন, "তুমি এটা করবে যাতে তারা বিশ্বাস করতে পারে যে, তাদের পূর্বপুরুষ ইব্রাহিম, ইসহাক ও ইয়াকুবের মাবুদ আল্লাহ্ সত্যি সত্যিই তোমাকে দেখা দিয়েছেন।" "(হিজরত

অধ্যায় ৩১

ফেরাউন যিনি মাবুদ?; হিজরত ৪-৭

৪:১-৫)

"মুসা মাবুদকে বললেন, "কিন্তু মালিক, আমি কোন কালেই ভাল করে কথা বলতে পারি না। আগেও পারি নি আর তোমার এই গোলামের সঙ্গে তুমি কথা বলবার পরেও পারছি না। আমার মুখে কথা আটকে যায়, আমার জিভ ভারী।"কিন্তু মাবুদ তাকে বললেন, "মানুষের মুখ কে তৈরি করেছেন? কে তাকে বোবা, বয়রা বা অন্ধ করেছেন? আর কে-ই বা তাকে চোখে দেখবার শক্তি দিয়েছেন? সে কি আমি মাবুদ নই? তুমি এবার যাও। আমি নিজেই তোমাকে কথা বলতে সাহায্য করব। আর যা বলবার তা তোমাকে শিখিয়ে দেব।" জবাবে মুসা বললেন, "হে মালিক, আমি মিনতি করছি, আর কাউকে দিয়ে তুমি এই খবর পাঠিয়ে দাও।" এই কথা শুনে মাবুদ মুসার উপর রাগে জ্বলে উঠলেন। তিনি বললেন, "তোমার ভাই লেবীয় হারুন কি নেই?" আমি জানি সে খুব ভাল করে কথা বলতে পারে। সে তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসছে। তোমাকে দেখে সে খুব খুশী হবে। তুমি যখন তার সঙ্গে কথা বলবে তখন তাকে বলে দিবে কী বলতে হবে। আমি তোমাদের দু'জনকে কথা বলতে সাহায্য করব এবং কী করতে হবে তা তোমাদের শিখিয়ে দেব...তোমার এই লাঠিটা তুমি হাতে করে নিয়ে যাবে আর ওটা দিয়েই ওইসব কেরামতি দেখাবে।।"(হিজরত ৪:১০-১৫, ১৭)

"এরপর মুসা তাঁর শ্বশুর শোয়াইবের কাছে ফিরে গিয়ে তাঁকে বললেন, "মিসর দেশে আমার আত্মীয়স্বজনদের কাছে আমাকে ফিরে যেতে দিন। আমি গিয়ে দেখতে চাই তাঁরা এখনও বেঁচে আছেন কিনা।" শোয়াইব মুসাকে বললেন, "আচ্ছা সহিসালামতে যাও।" মাদিয়ান দেশে থাকতেই মাবুদ মুসাকে বলেছিলেন, "তুমি এখন মিশরে ফিরে যাও। যেসব লোক তোমাকে হত্যা করতে চেয়েছিল তারা আর বেঁচে নেই।" তখন মুসা তাঁর স্ত্রী ও ছেলেদের একটা গাধার পিঠে বসালেন এবং তাদের নিয়ে মিশর দেশে ফিরে চললেন। আল্লাহ্‌র সেই লাঠিটাও তিনি হাতে করে নিলেন। মাবুদ মুসাকে বললেন, "আমি তোমাকে যেসব কেরামতী কাজ করার ক্ষমতা দিয়েছি তুমি মিশর দেশে ফিরে গিয়ে ফেরাউনের সামনে তার সবগুলোই করবে...তারপরে তুমি ফেরাউনকে বলবে যে মাবুদ বলছেন, 'ইসরায়েল আমার প্রথম ছেলে। আমার এবাদত করবার জন্য আমার প্রথম ছেলেকে যেতে দিতে আমি তোমাকে বলেছিলাম।" (হিজরত ৪:১৮-২৩)

"মাবুদ হারুনকে বললেন, "মরুভুমিতে গিয়ে তুমি মুসার সঙ্গে দেখা করো।" তখন তিনি গেলেন এবং আল্লাহ্‌র পাহাড়ে মুসার দেখা পেয়ে তাঁকে চুম্বন করলেন। মাবুদ মুসাকে যা বলতে পাঠিয়েছেন তা মুসা হারুনকে জানালেন। এছাড়া যেসব কেরামতী দেখাবার হুকুম মাবুদ তাঁকে দিয়েছেন তা-ও মুসা হারুনকে বুঝিয়ে বললেন। এরপর মুসা ও হারুন মিশরে গিয়ে সমস্ত ইসরায়েলীয় বৃদ্ধ নেতাদের একসঙ্গে জমায়েত করলেন। মাবুদ মুসাকে যেসব কথা বলেছিলেন তা সবই হারুন তাদের জানালেন এবং লোকদের সামনে সেই কেরামতীগুলো দেখালেন। তাতে লোকেরা বিশ্বাস করল। তারা যখন শুনল যে, মাবুদ বনি-ইসরায়েলদের দুঃখ-দুর্দশা দেখেছেন এবং তাদের কথা ভেবেছেন তখন তারা মাবুদকে সেজদা করলেন।" (হিজরত ৪:২৭-৩১)

পঞ্চম অধ্যায়- "পরে মুসা ও হারুন গিয়ে ফেরাউনকে বললেন, "আল্লাহ, যিনি বনি-ইসরায়েলদের মাবুদ, তিনি বলেছেন, 'আমার বান্দারা যাতে মরুভূমিতে গিয়ে আমার প্রতি একটা ঈদ পালন করতে পারে সেজন্য তাদের যেতে দাও।' " কিন্তু ফেরাউন বললেন, "কে আবার এই মাবুদ, যে আমি তার হুকুম মেনে বনি-ইসরায়েলদের যেতে দেব? এই মাবুদকেও আমি চিনি না আর ইসরায়েলীয়দেরও আমি যেতে দেব না।" (হিজরত ৫:১-২)

এখানে কিছু সময়ের জন্য থামা যাক। আমরা দেখতে পাই আল্লাহ্ কীভাবে মুসা আর হারুনের মুখ দিয়ে ফেরাউনের সাথে কথা বলেছিলেন। ফেরাউন কি আল্লাহ্‌র কথা বিশ্বাস করেছিলেন? না, তিনি করেন নি। আপনি কি শুনেছেন সে কীভাবে মুসা আর হারুনকে উত্তর দিয়েছিলেন? তিনি বলেছিলেন, "কে আবার এই

মাবুদ, যে আমি তার হুকুম মেনে বনি-ইসরায়েলদের যেতে দেব? এই মাবুদকেও আমি চিনি না আর ইসরায়েলীয়দেরও আমি যেতে দেব না।"

ফেরাউন আল্লাহ্‌কে চিনতেন না। ফেরাউন আর মিশরের সমস্ত লোকদের একটা ধর্ম ছিল কিন্তু তারা আল্লাহ্‌কে জানতেন না। তারা শুধু তাদের পূর্বপুরুষদের ধর্মকে অনুসরণ করার ব্যাপারেই মনযোগী ছিল। তারা জীবন্ত আর সত্য আল্লাহ্‌কে- ইব্রাহিম, ইসহাক ও ইয়াকুবের আল্লাহ্‌কে জানতে আগ্রহী ছিল না। ফেরাউন আর মিশরীয়রা তাদের প্রথা, তাদের আদর্শ, তাদের ভক্তির বস্তু আর তাদের ধর্মীয় নেতাদের উপর ভরসা রাখত কিন্তু তারা মাবুদ আর তাঁর শাশ্বত কালামের উপর ভরসা রাখে নি।

এভাবে, ষষ্ঠ অধ্যায়ে আমরা দেখিঃ

"মাবুদ মূসাকে বললেন, "তুমি দেখে নিয়ো, ফেরাউনের অবস্থা এবার আমি কি করি। আমার শক্ত হাতে পড়ে সে লোকদের ছেড়ে দেবে। হ্যাঁ, আমার শক্ত হাতে পড়ে সে তার দেশ থেকে তাদের তাড়িয়ে বের করবে।" আল্লাহ্ মূসাকে আরও বললেন, "আমি মাবুদ। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ হিসেবে আমি ইব্রাহিম, ইসহাক ও ইয়াকুবকে দেখা দিতাম, কিন্তু মাবুদ হিসেবে আমি যে কি, তা তাদের কাছে প্রকাশ করতাম না। আমি তাদের জন্য আমার ব্যবস্থা স্থাপন করেছিলাম। সেই ব্যবস্থায় আমি বলেছিলাম যে, তারা বিদেশী হিসেবে যেখানে বাস করত সেই কেনান দেশটা আমি তাদের দেব। মিশরীয়রা বনি-ইসরায়েলদের গোলাম বানিয়ে রেখেছে। তাই ফরিয়াদ শুনে সেই ব্যবস্থার কথা আমি ভাবলাম। সেইজন্য তুমি বনি-ইসরায়েলদের বলো যে, মাবুদ বলছেন, 'আমি মাবুদ। মিশরীয়দের চাপিয়ে দেওয়া বোঝার তলা থেকে আমি তোমাদের বের করে নিয়ে আসব। তাদের গোলামী থেকে আমি তোমাদের উদ্ধার করব। হাত বাড়িয়ে তাদের ভীষণ শাস্তি দিয়ে আমি তোমাদের মুক্ত করব। তারপর আমার নিজের বান্দা হিসেবে আমি তোমাদের কবুল করব আর তোমাদের আল্লাহ্ হব। তখন তোমরা জানতে পারবে যে, আমি আল্লাহই তোমাদের মাবুদ,আর মিশরীয়দের বোঝার তলা থেকে আমিই তোমাদের বের করে এনেছি। যে দেশ দেবার কসম আমি ইব্রাহিম, ইসহাক ও ইয়াকুবের কাছে খেয়েছিলাম সেই দেশেই আমি তোমাদের নিয়ে যাব এবং সেই দেশের অধিকার আমি তোমাদের দেব। আমিই মাবুদ।"(হিজরত ৬:১-৮)

"ফেরাউন কিছুতেই তোমাদের কথা শুনবে না। সেইজন্য আমি মিশর দেশের উপর আমার হাত তুলব এবং ভীষণ শাস্তি দিয়ে আমি আমার সৈন্যদের , অর্থাৎ আমার বান্দা বনি-ইসরায়েলদের সেই দেশ থেকে বের করে আনব। আমি যখন আমার কুদরত ব্যবহার করে মিশর দেশের মধ্যে থেকে বনি-ইসরায়েলদের বের করে আনব তখন মিশরীয়রা বুঝতে পারবে যে, আমি মাবুদ।" মাবুদ মূসা ও হারুনকে যেমন হুকুম দিয়েছিলেন তাঁরা ঠিক তেমনই করলেন। ফেরাউনের সঙ্গে কথা বলবার সময়ে মূসার বয়স ছিল আশি আর হারুনের তিরাশি।" (হিজরত ৭:৪-৭)

এভাবে, আমরা দেখি কীভাবে মাবুদ ভীষণ রকমের শাস্তি দিয়ে ফেরাউন আর মিশরের লোকদের শাস্তি দেয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন। আল্লাহ্ তাঁর ধার্মিকতার পথ মেনে মিশরীয়দের সেই যন্ত্রণা ফিরিয়ে দিয়েছিলেন যা তারা হাজার বছর ধরে বনি-ইসরায়েলীদের দিয়েছিল। আল্লাহ্ মূসার মাধ্যমে যে অলৌকিক ঘটনা ঘটানোর পরিকল্পনা করেছিলেন তার মাধ্যমে তিনি তাঁর মহিমা আর শক্তিমত্তাকে দেখাতে চেয়েছিলেন। এভাবে তিনি মিশরের লোকদের এবং পুরো দুনিয়ার কাছে দেখিয়েছেন যে সেই আল্লাহ্ মাবুদ যিনি ইব্রাহিম, ইসহাক, ইয়াকুব আর মূসার সাথে কথা বলেছিলেন তিনিই হচ্ছেন জীবন্ত আর সহি আল্লাহ্।

আমরা ইতিমধ্যেই শিখেছি যে আল্লাহ ক্ষমাশীল এবং কাউকে বিনষ্ট হতে দিতে চান না কিন্তু সবাইকে অনুতপ্ত হতে দেখতে চান এবং সত্যকে জানতে আর গ্রহণ করতে দেখতে চান। এজন্য তিনি অলৌকিক ঘটনা

ঘটানোর পরিকল্পনা করেছিলেন যেটা, মুসার মাধ্যমে যে কথা তিনি বলেছিলেন সেটাকে নিশ্চিত করে। মাবুদ চেয়েছিলেন সবাই যেন সকল সন্দেহের ঊর্ধ্বে উঠে জানতে পারে যে, যে আল্লাহ্ মুসার মাধ্যমে কথা বলেছিলেন তিনিই একমাত্র সহি আল্লাহ্।

আমাদের মনে রাখতে হবে যে মিশরে হাজারও প্রতিমূর্তি ছিল যেগুলোকে মিশরীয়রা দেবতা মনে করত। যা হোক, আল্লাহ্ চেয়েছিলেন তারা যেন জানে যে সহি আল্লাহ্ একজনই আছেন। আল্লাহ্ চেয়েছিলেন তারা যেন জানে যে এই একমাত্র সহি আল্লাহ্ হলেন সেই আল্লাহ্ যিনি ইব্রাহিম, ইসহাক ও ইয়াকুবের সাথে তাঁর চুক্তি করেছিলেন- তাঁদের মাধ্যমে একটা জাতি তৈরি করার প্রতিশ্রুতি যেটার মাধ্যমে আল্লাহ্ নবীগণ, বিভিন্ন কিতাব আর দুনিয়ার রক্ষাকর্তা পাঠাবেন।

যা হোক, ফেরাউন একমাত্র সহি আল্লাহ্ সম্পর্কে জানতে আগ্রহী ছিলেন না। এজন্য যখন আল্লাহ্ তাঁর নবী মুসা আর হারুনের মাধ্যমে ফেরাউনের সাথে কথা বলেছিলেন তখন ফেরাউন তাঁদের উত্তর দিয়েছিলেন, “কে আবার এই মাবুদ, যে আমি তার হুকুম মেনে বনি-ইসরায়েলদের যেতে দেব? এই মাবুদকে আমি চিনি না আর ইসরায়েলীয়দেরও আমি যেতে দেব না।”(হিজরত ৫:২)

ফেরাউন সত্য বলেছিলেন যখন তিনি বলেছিলেন যে তিনি মাবুদকে চিনেন না। তিনি আল্লাহ্কে চেনেন না যিনি ইব্রাহিম, ইসহাক ও ইয়াকুবের সাথে এক অনন্ত চুক্তি করেছেন। ফেরাউনের একটা ধর্ম ছিল কিন্তু তার আল্লাহ্র সাথে কোন সম্পর্ক ছিল না। একমাত্র সহি আল্লাহ্র কাছ থেকে যে সত্য আসে সেই সত্যের ব্যাপারে ফেরাউনের দিল রুদ্ধ ছিল। এভাবে মুসা এবং হারুনের মাধ্যমে যে বার্তা আল্লাহ্ তাকে বলেছিলেন সেটিকে তিনি অগ্রাহ্য করেছিলেন।

আজকের দিন পর্যন্ত দুনিয়ার বেশিরভাগ মানুষ ফেরাউনের পথ অনুসরণ করে। তারা আল্লাহ্কে নিয়ে কথা বলে কিন্তু তারা আল্লাহ্র কালামের দিকে কোন মনোযোগ দেয় না। ফলস্বরূপ, তারা আল্লাহ্কে জানতে পারে না। তারা আল্লাহ্র সম্পর্কে কিছু বিষয় জানে কিন্তু আল্লাহ্ স্বয়ং কে তা জানে না। পূর্বপুরুষদের মাধ্যমে পাওয়া একটা ধর্ম তাদের আছে কিন্তু তাঁদের জীবন্ত আল্লাহ্র সাথে কোন সম্পর্ক নেই যিনি মুসার কাছে নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন।

আপনি কেমন? আপনি কি মাবুদকে জানেন? আপনি কি আসলেই জানেন তিনি তাঁর নবীদের মাধ্যমে কী বলেছেন? আপনি কি কখনও আন্তরিকতার সাথে আল্লাহ্র নবীদের লেখাগুলো দেখেছেন? আপনি কি প্রকৃতভাবেই আল্লাহ্ মাবুদকে জানেন? আপনি কি আপনার সমস্ত দিল দিয়ে তাঁকে ভালবাসেন? আপনি কি তাঁকে মেনে চলতে চান? নাকি আপনি ফেরাউনের মতই শুধু আপনার পূর্বপুরুষদের ধর্মকে অনুসরণ করছেন?

প্রিয় শ্রোতা বন্ধুরা, আমাদের মধ্যে একজনও ফেরাউনের মত না হোক যিনি শাশ্বত আল্লাহ্র কালাম শুনতে আর বিশ্বাস করতে অস্বীকার করেছিল। আল্লাহ্র কালামের এই সতর্কবার্তাটি শুনুনঃ “ভাইয়েরা, সাবধান! তোমাদের মধ্যে কারো মন যেন খারাপ ও অ-ঈমানদার না হয়। এই রকম মন জীবন্ত আল্লাহ্র কাছ থেকে দূরে সরে যায়।”(ইবরানী ৩:১২) আজ, যদি আপনি তাঁর কণ্ঠ শুনতে পান আপনার দিলকে ফেরাউনের মত শক্ত করবেন না যিনি বলেছিলেন, “কে আবার এই মাবুদ, যে আমি তার হুকুম মেনে নিব?”

শোনার জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ। আল্লাহ্ চাইলে আমাদের পরবর্তী পাঠে আমরা এই চিত্তাকর্ষক গল্পটি চালিয়ে যাব এবং দেখব আল্লাহ্ কীভাবে ফেরাউন আর মিশরীয়দের দশটা মহামরী রোগ দিয়েছিলেন যাতে তারা জানতে পারে যে তিনিই মাবুদ!...

আল্লাহ্ আপনাদের রহমত করুন এবং তাঁর পাক কালাম থেকে এই সতর্কবাণীটি ভাল করে দেখুনঃ

“আজ যদি তোমরা তাঁর কথায় কান দাও, তোমাদের দিল তোমরা কঠিন করো না।”(ইবরানী ৩:১৫)

পাঠ নং ৩২
গজব/মহামারী; হিজরত ৭-১০

শ্রোতা বন্ধুরা, আপনাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।

আমরা আল্লাহ্‌র নামে আপনাদের শুক্রিয়া জানাই, যিনি শান্তির মালিক, যিনি চান সবাই তার প্রতিষ্ঠিত ধার্মিকতার পথকে বুঝুক আর নিজেদের সে পথে উতসর্গ করুক এবং তাঁর সাথে অনন্তকাল প্রকৃত শান্তিতে বাস করুক। আপনাদের "ধার্মিকতার পথ" অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনার জন্য আজ ফিরে আসতে সমর্থ হওয়ায় আমরা খুশী।

"একটা ডিমের একটা পাথরের সাথে লড়াই করা উচিত নয়!" এই প্রবাদটি আজকে আমরা পাক কিতাব থেকে যা পড়ব তা নিয়ে সংক্ষিপ্ত ধারণা দেয়। যখন একটা ডিম আর একটা পাথরের মধ্যে সংঘর্ষ হয় তখন কী হয়? ডিমটা ভেঙ্গে যায়; পাথরটা একই রকম থাকে। আজকে আমরা দেখব কী হয়েছিল যখন মিশরের রাজা ফেরাউন আল্লাহ্ মাবুদের বিরুদ্ধে লড়াই করার চেষ্টা করেছিলেন যাকে নিয়ে নবী মুসা লিখেছেনঃ "তিনিই আশ্রয়-পাহাড়, তাঁর কাজ নিখুঁত; তাঁর সমস্ত পথ ন্যায়ের পথ।"(দ্বিতীয় বিবরণ ৩২:৪)

গত পাঠে আমরা দেখেছিলাম কীভাবে আল্লাহ্ মুসা আর হারুনকে ফেরাউনের কাছে পাঠিয়েছিলেন বনি-ইসরায়েলের সন্তানদের মিশরের গোলামী থেকে মুক্ত করার জন্য। তারা ফেরাউনকে বলেছিলেন, "আল্লাহ্, যিনি বনি-ইসরায়েলদের মাবুদ, তিনি বলেছেন, 'আমার বান্দারা যাতে মরুভূমিতে গিয়ে আমার প্রতি একটা ঈদ পালন করতে পারে সেজন্য তাদের যেতে দাও।' " ফেরাউন তাঁদের উত্তর দিয়েছিলেন, "কে আবার এই মাবুদ, যে আমি তার হুকুম মেনে বনি-ইসরায়েলদের যেতে দেব? এই মাবুদকেও আমি চিনি না আর ইসরায়েলীয়দেরও আমি যেতে দেব না।"(হিজরত ৫:২) সংক্ষেপে বিষয়টি হল, আল্লাহ্ বনি-ইসরায়েলিদের মুক্ত করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন যেখানে ফেরাউন তাদেরকে গোলাম হিসেবে রাখার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন। যা হোক, "একটা ডিমের একটা পাথরের সাথে লড়াই করা উচিত নয়।"

এখন চলুন তৌরাত শরীফের হিজরত কিতাবের সপ্তম অধ্যায়ে ফিরে গিয়ে দেখা যাক ফেরাউন কীভাবে আল্লাহ্‌র সাথে "লড়াই" করতে চেয়েছিলেন। কিতাব বলেঃ

"মাবুদ তাদের যা বলেছিলেন মুসা ও হারুন ফেরাউনের কাছে গিয়ে ঠিক তাই-ই করলেন। হারুন তার লাঠিটা ফেরাউন ও তাঁর কর্মচারীদের সামনে ফেললেন, আর সেটা সাপ হয়ে গেল। ফেরেউন গুণিনদের এবং নেশার জিনিস কাজে লাগানো কুহকীদের অর্থাৎ তাঁর জাদুকরদের ডেকে পাঠালেন। তারাও তাদের জাদুমন্ত্রের জোরে সেই একই কাজ করল। তারা প্রত্যেকেই তাদের লাঠি মাটিতে ফেলল এবং সেগুলো সাপ হয়ে গেল, কিন্তু হারুনের লাঠিটা তাদের লাথিগুলোকে গিলে ফেলল।"(হিজরত ৭:১০-১২)

ফেরাউন আর আল্লাহ্‌র মধ্যকার "রেসলিং ম্যাচ"এর(রেসলিং সেনেগালের একটা ঐতিহ্যবাহী খেলা) শুরুটা খেয়াল করুন। একদিকে আমরা ফেরাউনকে তার গুণিন আর কুহকীদের সাথে দেখতে পাই। অন্য দিকে আমরা মুসা আর হারুনকে দেখতে পাই। হারুনের লাঠিটা অলৌকিকভাবে সাপে পরিণত হবার পর কুহকীরা তাঁদের জাদুমন্ত্রের জোরে এই অলৌকিক ঘটনাটা নকল করল। "তারা প্রত্যেকেই তাদের লাঠি মাটিতে ফেলল এবং সেগুলো সাপ হয়ে গেল, কিন্তু হারুনের লাঠিটা তাদের লাঠিগুলোকে গিলে ফেলল।"

এই সব ব্যাপারগুলো নিয়ে আমরা কি বলতে পারি? আমরা জানি যে মুসা আর হারুন যে আশ্চর্য কাজটি করেছিলেন সেটি আল্লাহ্‌র মাধ্যমে করেছিলেন। ফেরাউনের জাদুকরেরাও আশ্চর্য কাজ করেছিল। কোথা থেকে তারা সেই শক্তি পেয়েছিল? তারা কি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে সেটি পেয়েছিল? না! আল্লাহ্ তাঁর নিজের সাথে লড়াই করেন না। তাহলে তাদের শক্তি কোথা থেকে এসেছিল? ফেরাউনের জাদুকররা প্রতারণা কৌশল আর ইবলিশের ক্ষমতার উপর নির্ভর করেছিল।

পবিত্র কিতাব আমাদের দেখায় যে ইবলিশ খুবই ধূর্ত আর মানুষকে ধোঁকা দিতে সে পছন্দ করে। সেও

খুব শক্তিশালী আর অলৌকিক কাজ করতে পারে। যা হোক, যেটা নিশ্চিত সেটা হল আল্লাহ্ ইবলিশের থেকে বেশি শক্তিশালী। আর এজন্যই হারুনের লাঠি ফেরাউনের জাদুকরদের লাঠিগুলোকে গিলে ফেলেছিল। যা হোক, এই সব কিছুও ফেরাউনকে অনুতপ্ত এবং আল্লাহ্‌র কথা শোনাতে পারে নি।

কিতাব কী বলে তা শুনুনঃ

“তখন মাবুদ মুসাকে বললেন, “ফেরাউনের মন শক্ত হয়ে আছে, তাই সে লোকদের যেতে দিচ্ছে না। কাল সকালে ফেরাউন যখন বাইরে নদীর ঘাটে যাবে, তখন তুমি তার সঙ্গে দেখা করার জন্য নীল নদের ধারে দাঁড়িয়ে থেকো। যে লাঠিটা সাপ হয়ে গিয়েছিল সেটাও হাতে রেখো। তাকে বলো, ‘ইবরানিদের মাবুদ আল্লাহ্ আমাকে এই কথা বলে পাঠিয়েছেন যে, তাঁর লোকেরা যাতে মরুভূমিতে তাঁর এবাদত করতে পারে সেজন্য আপনি যেন তাঁদের যেতে দেন। কিন্তু এই পর্যন্ত আপনি তাঁর কথায় কান দেন নি। সেইজন্য মাবুদ বলছেন,তিনিই যে মাবুদ তা আপনি এই চিহ্ন দেখে বুঝতে পারবেন।’ তুমি বলবে, ‘আমি এখন আমার হাতের এই লাঠিটা দিয়ে নীল নদের পানিতে আঘাত করতে যাচ্ছি আর তাতে নদীর পানি রক্ত হয়ে যাবে।’ ” মুসা ও হারুন মাবুদের হুকুম মত সব কিছু করলেন। ফেরাউন ও তাঁর কর্মচারীদের সামনে হারুন তাঁর লাঠিটা তুলে নীল নদের পানিতে আঘাত করলেন। তাতে নীল নদের সমস্ত পানি রক্ত হয়ে গেল। নদীর সব মাছ মরে গিয়ে এমন দুর্গন্ধ বের হতে লাগল যে, মিশরীয়রা সেই পানি খেতে পারল না। মিশর দেশের সব জায়গাতেই রক্ত দেখা গেল। তখন মিশরীয় জাদুকরেরা তাদের জাদুমন্ত্রের জোরে সেই একই কাজ করল। তাই ফেরাউনের মন আরও কঠিন হয়ে উঠল। মাবুদ যা বলেছিলেন তা-ই হল; মুসা ও হারুনের কথা ফেরাউন শুনলেন না বরং পিছন ফিরে নিজের বাড়িতে গিয়ে ঢুকলেন। তিনি সেই দিকে খেয়ালই করলেন না। নদীর পানি খাওয়া গেল না দেখে মিশরীয়রা পানির জন্য নদীর আশেপাশে মাটি খুঁড়ল।”(হিজরত ৭:১৪-১৭, ২০-২৪)

“নীল নদের উপর মাবুদের এই গজব নেমে আসার পর সাত দিন কেটে গেল। তারপর মাবুদ মুসাকে বললেন, “ফেরাউনকে গিয়ে এই কথা বলো যে, মাবুদ বলছেন, ‘আমার এবাদত করার জন্য আমার বান্দাদের যেতে দাও। যদি তুমি তাদের যেতে না দাও তবে সারাদেশের উপর আমি ব্যাঙের উৎপাত সৃষ্টি করতে যাচ্ছি। নীল নদ ব্যাঙে ভরে যাবে আর নদী থেকে সেগুলো উঠে আসবে এবং তোমার ঘরবাড়িতে, তোমার শোবার ঘরে, তোমার বিছানাতে, তোমার কর্মচারীদের ঘরে, তোমার লোকদের ঘরে, তোমার চুলাতে এবং তোমার ময়দা মাখবার পাত্রে গিয়ে উঠবে।”(হিজরত ৭:২৫, ৮:১-৩)

যা হোক, ফেরাউন মুসার সতর্কবাণী শুনেন নি। “তারপর মাবুদ মুসাকে বললেন, “তুমি হারুনকে এই কথা বলবে, ‘মিশর দেশের সব নদী, খাল ও পুকুরের উপরে লাঠিসুদ্ধ তোমার হাতখানা বাড়িয়ে দেশের উপর ব্যাঙ তুলে নিয়ে এসো।’ ” তখন হারুন মিশরের সব পানির উপর তাঁর হাত বাড়িয়ে দিলেন। তাতে ব্যাঙ উঠে এসে দেশটা ছেয়ে ফেলল। জাদুকরেরাও তাদের জাদুমন্ত্রের জোরে সেই একই কাজ করল। তারাও মিশর দেশে ব্যাঙ আনল। ফেরাউন তখন মুসা ও হারুনকে ডেকে এনে বললেন, “তোমরা মাবুদের কাছে মিনতি করো যেন তিনি আমার ও আমার লোকদের উপর থেকে এই ব্যাঙের উৎপাত সরিয়ে নেন। তখন আমি লোকদের যেতে দেব যাতে তারা গিয়ে মাবুদের উদ্দেশে পশু-কোরবানী দিতে পারে।”... ফেরাউনের উপর মাবুদ যে ব্যাঙের উৎপাত এনেছিলেন সেই সম্বন্ধে মুসা মাবুদের কাছে ফরিয়াদ জানালেন...যত ব্যাঙ ছিল সব মরে গেল... লোকেরা সেগুলো এনে নানা জায়গায় জড়ো করল আর তাতে দেশের মধ্যে এক ভীষণ দুর্গন্ধের সৃষ্টি হল। কিন্তু ব্যাঙের উৎপাত থেকে রেহাই পেয়ে ফেরাউন আবার তাঁর মন শক্ত করে মুসা ও হারুনের কথা শুনলেন না। মাবুদ যা বলেছিলেন তাই-ই হল।”(হিজরত ৮:৫-৮, ১২, ১৪-১৫)

পাঠ নং ৩২

গজব/মহামারী; হিজরত ৭-১০

“তখন মাবুদ মুসাকে বললেন, “হারুনকে তাঁর লাঠি তুলে মাটিতে ধুলার উপর আঘাত করতে বলো। তাতে সেই ধুলা মশা হয়ে সারা মিশর দেশটা ছেয়ে ফেলবে।” হারুন ও মুসা তাই-ই করলেন। হারুন তাঁর হাতখানা বাড়িয়ে লাঠি দিয়ে মাটিতে ধুলার উপর আঘাত করলেন আর তাতে মানুষ ও পশুর উপর মশার উৎপাত দেখা দিল। মিশর দেশের সমস্ত ধুলাই মশা হয়ে গেল। জাদুকরেরা তাদের জাদুমন্ত্রের জোরে মশা নিয়ে আসার চেষ্টা করল কিন্তু পারল না। মানুষ ও পশুর উপর মশা বসতে লাগল। এই অবস্থা দেখে জাদুকরেরা ফেরাউনকে বলল, “এতে আল্লাহ্‌র আঙ্গুলের ছোঁয়া রয়েছে।” কিন্তু তবুও ফেরাউনের মন কঠিনই রয়ে গেল; তিনি মুসা ও হারুনের কথায় কান দিলেন না। মাবুদ যা বলেছিলেন তাই-ই হল।”(হিজরত ৮:১৬-১৯)

আপনি কি দেখলেন জাদুকরদের আর ফেরাউনের ধার্মিকদের কি হল? আমরা ইতিমধ্যে দেখেছি যে ইবলিশের কাছ থেকে তারা কীভাবে একটা ক্ষমতা পেয়েছিল। এজন্য তাদের গোপন কৌশলের মাধ্যমে তারা আল্লাহ্‌র শক্তিকে অনুকরণ করেছিল এবং অল্প কিছু পানিকে রক্তে পরিণত করেছিল আর কিছু ব্যাঙ হাজির করেছিল।(যেন মনে হয় মিশরীয়দের পানিতে আরও রক্ত আর বিছানায় আরও ব্যাঙ লাগত!) যা হোক, তাদের ক্ষমতা ছিল সীমাবদ্ধ। ফেরাউনের ধার্মিকেরা আল্লাহ্‌ মিশরের জমিনে যে গজব দিয়েছিলেন সেটাকে দূর করতে সমর্থ ছিল না। হারুন মাটিতে লাঠি দিয়ে আঘাত করা আর ধুলার মশা হয়ে যাবার পর জাদুকরেরা তাদের গোপন কৌশল ব্যবহার করে ধুলাকে মশায় পরিণত করতে চাইল কিন্তু তারা পারল না। এজন্য তারা ফেরাউনকে বলল, “এতে আল্লাহ্‌র আঙ্গুলের ছোঁয়া রয়েছে।”

পরিষ্কারভাবেই জাদুকরদের ক্ষমতা ছিল সীমাবদ্ধ। নিশ্চিতভাবেই ইবলিশের ক্ষমতা আছে এবং সে মানুষকে কিছু নির্দিষ্ট ক্ষমতা দিতে পারে কিন্তু সেই ক্ষমতাগুলো আল্লাহ্‌ যে সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন সেটাকে অতিক্রম করতে পারে না। আল্লাহ্‌ নিজেই সবচেয়ে ক্ষমতাবান। শুধু তিনিই সবকিছু করতে পারেন। তিনিই একমাত্র যার কোন সীমাবদ্ধ নেই। ফেরাউনের ধার্মিকেরা আল্লাহ্‌র অসীম মহিমা সম্পর্কে জানতে শুরু করল কিন্তু ফেরাউন তারপরও আল্লাহ্‌র কাছে আনুগত্য প্রকাশে অস্বীকৃতি জানাল। ফেরাউন তাঁর মনকে কঠিনই করে রাখল এবং ভাবল ইসরায়েলের আল্লাহ্‌র সাথে তিনি লড়াই করবেন এবং জিততে পারবেন।

এভাবে কিতাব বলে আল্লাহ্‌ কীভাবে ফেরাউন ও মিশরের উপর মুসা আর হারুনের মাধ্যমে আরও সাতটা গজব এনেছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত সবগুলো গজব সম্পর্কে পড়ার মত সময় আমাদের হাতে নেই। আমরা শুধু সেগুলোর নামগুলো বলতে পারি।

চতুর্থ গজব ছিল পোকার উৎপাত , অসংখ্য পোকা দিয়ে জমিন এমনকি মানুষের বাড়িঘরও ভরে গিয়েছিল, ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ হয়েছিল। পঞ্চম গজবে গবাদি পশুর উপর ভয়ংকর মহামারী হয়েছিল এবং তাতে অনেক পশু মারা গিয়েছিল। যা হোক, বনি-ইসরায়েলের সন্তানদের মধ্যে একজনও মারা যায় নি। তা সত্ত্বেও, ফেরাউন তাঁর মনকে শক্ত করেই রাখল আর বনি-ইসরায়েলীয়দের যেতে দিল না। এরপর মানুষ ও পশুর গায়ে ভয়ানক ফোড়া দেখা দিল। কিতাব বলে, “জাদুকরেরা মুসার সামনে দাঁড়াতে পারল না কারণ অন্যান্য মিশরীয়দের মত তাদেরও ফোড়া হয়েছিল।”(হিজরত ৯:১১) সপ্তম গজবের ক্ষেত্রে এক ভয়ংকর শিলাবৃষ্টি, যেরকম ভয়ংকর মিশরে আগে কখনও দেখা যায় নি, দেখা দিল আর সমস্ত মাঠগুলোকে ধ্বংস করে দিল। শিলাবৃষ্টি শেষ হবার পর মিশরের ভূমি পঙ্গপালের উৎপাতে ভরে গেল, শিলাবৃষ্টির হাত থেকে যা রেহাই পেয়েছিল পঙ্গপাল সেগুলো সব খেয়ে ফেলল। এটা ছিল অষ্টম গজব।

নবম গজবের সময় আল্লাহ্‌ মুসাকে বললেন, “আকাশের দিকে তোমার হাত বাড়িয়ে দাও। তাতে হাত দিয়ে ছোঁয়ার মত অন্ধকারে দেশটা ডুবে যাবে।(হিজরত ১০:২১) এভাবে তিনদিন কেউ কিছু দেখতে পেল না। যা হোক, বনি-ইসরায়েলের সন্তানেরা যে জায়গায় বাস করত সেখানে আলো ছিল। তাদের উপর কোন গজব নেমে আসেনি। এরপরও এসব কিছুও ফেরাউনকে অনুতপ্ত করালো না আর বনি-ইসরায়েলীদের যেতে দিলেন

না। কিতাব বলেঃ “ফেরাউন মুসাকে বললেন, “আমার কাছ থেকে দূর হও। সাবধান! আর কখনও আমার সামনে এসো না। যেদিন তুমি আমার সামনে পড়বে সেই দিনই তোমার মরণ হবে।”(হিজরত ১০:২৮)

আরেকটা গজব আছে যেটি আল্লাহ্‌ ফেরাউন আর মিশরীয়দের উপর দিয়েছিলেন কিন্তু সেটা দেখার জন্য আমরা পরবর্তী সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করব কারণ আমাদের সময় প্রায় শেষ।

আজকের পাঠের সারসংক্ষেপ আমরা কীভাবে করতে পারি? সম্ভবত এভাবেঃ ফেরাউন আল্লাহ্‌ মাবুদের সাথে লড়াই করতে চেয়েছিলেন। ফেরাউন আর তাঁর ধার্মিকেরা কি সর্বশক্তিমানকে পরাস্ত করতে পেরেছিলেন? তারা কি তাঁকে দমন করতে পেরেছিলেন? না! কেউ ই আল্লাহ্‌র সাথে লড়াই করে আর তাঁকে দমন করতে পারে না। একটা ডিম কখনও একটা পাথরের সাথে লড়াই করে জিততে পারে না।

আজকে আমরা যা পড়েছি তার মধ্যে দিয়ে আল্লাহ্‌ আমাদের কী বলতে চান? কিতাব বলেঃ “অন্য লোকেরা যাতে দেখে শিখতে পারে সেইজন্যই তাদের উপর এই সব ঘটেছিল। আর আমাদের সাবধান করার জন্যই এই সব লেখা হয়েছে।”(১ করিন্থীয় ১০:১১) আল্লাহ্‌ আমাদের সতর্ক করতে চান। আল্লাহ্‌ চান আমরা যেন নিজেদের দিকে ভাল করে লক্ষ্য করি আর তাঁর সতর্কবাণীর দিকে নজর দেই।

আপনি যিনি আজকে শুনছেন, আপনি কি আল্লাহ্‌র কালামের প্রতি মনোযোগী? আপনি কি সেটা মেনে চলছেন? নাকি আপনি ফেরাউনের মত সেটার সাথে লড়াই করছেন? আপনার নিজের মনকে উত্তর দিতে দিনঃ আপনি কি আল্লাহ্‌র কালামের প্রতি অনুগত? এটার অর্থ এই নয় যে আপনি কি আপনার পূর্বপুরুষের প্রথা আর ধর্মের প্রতি অনুগত কিনা- কিন্তু আপনি কি আল্লাহ্‌ মাবুদের কালামকে নম্রতার সাথে গ্রহণ করেছেন? নাকি আপনি আল্লাহ্‌র সাথে লড়াই করার প্রচেষ্টা করছেন?

“একটা ডিমের একটা পাথরের সাথে লড়াই করা উচিত নয়!” মানুষ হল একটা ভঙ্গুর ডিমের মত আর আল্লাহ্‌র কালাম হল নিরেট পাথরের মত। কিতাব বলেঃ “সব মানুষ ঘাসের মত, আর ঘাসের ফুলের মতই তাদের সব সৌন্দর্য; ঘাস শুকিয়ে যায়, আর ফুলও ঝরে যায়, কিন্তু প্রভুর কালাম চিরকাল থাকে।”(১ পিতর ১:২৪,২৫) অনন্ত আল্লাহ্‌র কালাম একটা শক্ত পাথর আর যারা এই পাথরের উপর তাদের জীবন গড়ে তারা একটা শক্ত ভিত্তির উপর তাদের জীবন গড়েছে। যা হোক, যদি আপনি এই পাথরের উপর আপনার জীবন গড়তে অস্বীকৃতি জানান-একদিন আল্লাহ্‌র কালামের এই পাথর আপনার উপর এসে পড়বে আর আপনাকে ধ্বংস করে দেবে। একটা ডিম একটা পাথরের সাথে লড়াই করে পারে না। মানুষ আল্লাহ্‌র অনন্ত কালামের সাথে লড়াই করে শাস্তি থেকে নিস্তার পেতে পারে না।

এখানে আমাদের থামা উচিত। শোনার জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ। আমাদের পরবর্তী পাঠে আমরা দেখব আল্লাহ্‌ কী করেছিলেন যাতে ফেরাউন বনি-ইসরায়েলিদের সন্তানদের মিশর ত্যাগ করতে অনুমতি দিয়েছিলেন।

মুসা তৌরাত শরীফে কী লিখেছিলেন সেটা ভাবুন এবং আল্লাহ্‌ আপনাদের রহমত দান করুনঃ

“তিনিই আশ্রয়-পাহাড়, তাঁর কাজ নিখুঁত; তাঁর সমস্ত পথ ন্যায়ের পথ। তিনি নির্ভরযোগ্য আল্লাহ্‌, তিনি কোন অন্যায় করেন না; তিনি ন্যায়বান ও সৎ।”(দ্বিতীয় বিবরণ ৩২:৪)

অধ্যায় ৩৩

উদ্ধার-ঈদের ভেড়ার বাচ্চা; হিজরত ১১,১২

শ্রোতা বন্ধুরা, আপনাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।

আমরা আল্লাহ্‌র নামে আপনাদের শুক্রিয়া জানাই, যিনি শান্তির মালিক, যিনি চান সবাই তার প্রতিষ্ঠিত ধার্মিকতার পথকে বুঝুক আর নিজেদের সে পথে উতসর্গ করুক এবং তাঁর সাথে অনন্তকাল প্রকৃত শান্তিতে বাস করুক। আপনাদের "ধার্মিকতার পথ" অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনার জন্য আজ ফিরে আসতে সমর্থ হওয়ায় আমরা খুশী।

আমাদের শেষ পাঠে আমরা দেখেছিলাম ফেরাউন কীভাবে আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে লড়াই করার চেষ্টা করেছিলেন। বনি-ইসরায়েলীদের যারা মিশরে গোলাম হিসেবে ছিল আল্লাহ্ তাদেরকে রক্ষা করার অভিপ্রায় নিয়েছিলেন কিন্তু মিশরের রাজা তাদেরকে তাঁর গোলাম হিসেবে রাখার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন। যা হোক, "একটা ডিমের একটা পাথরের সাথে লড়াই করা উচিত নয়।" এভাবে আমরা দেখতে পেয়েছিলাম কীভাবে আল্লাহ্ মিশরের উপর মুসা আর হারুনের কথার মাধ্যমে নয়টি গজব এনেছিলেন। এই সব অলৌকিক ঘটনা আর ইঙ্গিতও ফেরাউনকে আল্লাহ্‌র কালামের কাছে বশ্যতা স্বীকার করায় নি এবং বনি-ইসরায়েলীদের তাঁর দেশ থেকে যেতে দেয় নি।

আজকে আমরা আগের গল্পটিই চালিয়ে যাব এবং দেখব আল্লাহ্ কীভাবে ফেরাউনের উপর দশম এবং চূড়ান্ত গজবটি এনেছিলেন যাতে ফেরাউন বনি-ইসরায়েলীদের মিশর ছেড়ে যেতে অনুমতি দেন। আমাদের গত পাঠে নবম গজবের পরে আমরা ফেরাউনকে মুসা আর হারুনকে বলতে শুনেছিলাম, "আমার কাছ থেকে দূর হও। সাবধান! আর কখনও আমার সামনে এসো না। যেদিন তুমি আমার সামনে পড়বে সেই দিনই তোমার মরণ হবে।"(হিজরত ১০:২৮) চলুন দেখি, এগারতম অধ্যায়ে আল্লাহ্ কীভাবে মুসার মুখ দিয়ে ফেরাউনকে উত্তর দিয়েছিলেন

কিতাব বলেঃ

"মুসা ফেরাউনকে বললেন, "মাবুদ বলছেন, তিনি মাঝরাতে মিশর দেশের মধ্য দিয়ে যাবেন। তাতে মিশর দেশের সব পরিবারের প্রথম ছেলে মারা যাবে। সিংহাসনের অধিকারী ফেরাউনের প্রথম ছেলে থেকে শুরু করে জাঁতা ঘুরানো বান্দির প্রথম ছেলে পর্যন্ত কেউ বাদ যাবে না। এছাড়া পশুদেরও প্রথম পুরুষ বাচ্চা মরে যাবে। এতে গোটা মিশর দেশে এমন কান্নার রোল উঠবে যা আগে কখনও উঠে নি এবং আর কখনও উঠবেও না। কিন্তু বনি-ইসরায়েলীদের মধ্যে একটা কুকুরের ডাক পর্যন্ত শোনা যাবে না, তা মানুষ দেখেই হোক আর পশু দেখেই হোক। এতে আপনারা জানতে পারবেন যে, মাবুদ মিশরীয় এবং বনি-ইসরায়েলীদের আলাদা করে দেখেন। আপনার এইসব কর্মচারী এসে আমার সামনে হাঁটু পেতে বলবে, 'আপনি আপনার সব লোকজন নিয়ে বের হয়ে যান!' তারপর আমি চলে যাব।" এই কথা বলে মুসা রেগে আগুন হয়ে ফেরাউনের কাছ থেকে চলে গেলেন।"(হিজরত ১১:৪-৮)

এভাবেই আমরা দেখি আল্লাহ্ কীভাবে মিশরের জমিনে একটা গজব আনার পরিকল্পনা করেছিলেন যেটা অন্য সব গজবগুলোর থেকে মারাত্মক ছিল। আল্লাহ্ মিশরের সব পরিবারের প্রথম ছেলের আসন্ন মৃত্যুর ঘোষণা দিলেন। কি ভয়ানক একটা গজব! এবং বনি-ইসরায়েলীদের প্রথম সন্তানদের কী হয়েছিল? তারাও কি মিশরীয়দের সাথে মারা গিয়েছিল? অবশ্যই তারা আল্লাহ্‌র বিচার থেকে পালানোর যোগ্য ছিল না কারণ তারাও ছিল গুনাহকারী যেমন মিশরীয়রা ছিল। যা হোক, বিশ্বাসযোগ্য ও ক্ষমাশীল আল্লাহ্ বনি-ইসরায়েলীদের গজব থেকে রক্ষার জন্য একটা পরিকল্পনা সাজিয়েছিলেন।

চলুন আমরা দ্বাদশ অধ্যায় চালিয়ে যাই আর শুনি আল্লাহ্ মুসাকে বনি-ইসরায়েলীদেরকে কী করতে

নির্দেশনা দিয়েছিলেন যাতে তাদের প্রথম ছেলে সন্তান মৃত্যু থেকে রেহাই পায়। কিতাব বলেঃ

“মাবুদ মুসা ও হারুনকে বললেন... “তোমরা সমস্ত বনি-ইসরায়েলিদের জমায়েত করে বলে দাও এই মাসে দশ তারিখে প্রত্যেকটি পরিবারের কর্তা নিজের পরিবারের জন্য একটা করে ভেড়ার বাচ্চা বেছে নেয়। সেই বাচ্চাটা হবে ছাগল বা ভেড়ার পাল থেকে বেছে নেয়া একটা এক বছরের পুরুষ বাচ্চা। তার শরীরে কোথাও যেন কোন খুঁত না থাকে। বাচ্চাটা এই মাসের চৌদ্দ তারিখ পর্যন্ত রাখতে হবে। তারপর সেই দিন বেলা ডুবে গেলে পর গোটা ইসরায়েল সমাজের প্রত্যেকটি পরিবার নিজের নিজের ভেড়ার বাচ্চা জবাই করবে। তারপর যে সব ঘরে তারা সেই ভেড়ার গোশত খাবে সেই সব ঘরের দরজার চৌকাঠের দু’পাশে এবং উপরে কিছু রক্ত নিয়ে লাগিয়ে দেবে। এই রাতেই তারা সেই গোশত আগুনে সেঁকে খামিহীন রুটি ও তেতো শাকের সঙ্গে খাবে। সেই গোশত তোমরা কাঁচা বা পানিতে সিদ্ধ করে খাবে না, কিন্তু মাথা, পা এবং ভিতরের অংশগুলো সুদ্ধ তা আগুনে সেঁকে নিয়ে খাবে...যে বাড়িতে ভেড়ার বাচ্চা জবাই করা হবে সেই বাড়িতেই তা খেতে হবে। বাড়ির বাইরে তা নেয়া চলবে না এবং সেই ভেড়ার একটা হাড়ও ভাঙ্গা চলবে না।”(হিজরত ১২:১,৩,৫-৯,৪৬)

“তোমরা এই অবস্থায় তা খাবেঃ তোমাদের কাপড় থাকবে কোমরে গুটানো, পায়ে থাকবে জুতা এবং হাতে লাঠি। তোমরা তাড়াহুড়ো করে খাবে। এটা হল মাবুদের উদ্দেশে উদ্ধার-ঈদের মেজবানী। সেই রাতেই আমি মিশর দেশের ভিতর দিয়ে যাব এবং মানুষের প্রথম ছেলে ও পশুর প্রথম পুরুষ বাচ্চাকে মেরে ফেলব। আমি মিশরের সব দেব-দেবীদের উপর গজব নাজেল করব; আমি মাবুদ। কিন্তু তোমাদের ঘরে যে রক্ত লাগানো থাকবে সেটাই হবে তোমাদের চিহ্ন। আর আমি সেই রক্ত দেখে তোমাদের বাদ দিয়ে এগিয়ে যাব। তাতে মিশর দেশের উপর আমার গজবের বিপদ থেকে তোমরা রেহাই পেয়ে যাবে।”(হিজরত ১২:১১-১৩)

এখানে একটু থামা যাক। আপনি কি দেখলেন, ইসরায়েলীদের প্রথম ছেলে সন্তানদের মৃত্যু থেকে রক্ষার জন্য এবং মিশরে ইসরায়েলের সমস্ত লোকদের গোলামির বন্ধন থেকে মুক্ত করার পরিকল্পনার বিষয়ে আল্লাহ্ যে হুকুম দিয়েছিলেন? এটা একটা চমকপ্রদ পরিকল্পনা ছিল যেটা মানুষের চিন্তা অনুযায়ী ছিল খুবই পরিহাস করার মত। তিনি ভেড়ার বাচ্চার রক্তের মাধ্যমে তাদের মুক্ত করেছিলেন-খুতহীন ভেড়ার বাচ্চার রক্ত-যে রক্ত দিয়ে তারা তাদের ঘরের দরজার চৌকাঠে চিহ্ন দিয়েছিলেন। তাদের প্রথম ছেলে সন্তানদের কেবল ভেড়ার বাচ্চার রক্তের মাধ্যমেই রক্ষা করা সম্ভব ছিল।

মুসা আর হারুনের সাথে আল্লাহ্‌র কথা বলা শেষ হবার তারা ইসরায়েলের সকল বয়স্কদের একসাথে জড়ো করে ভেড়ার বাচ্চার জবাই করার বিষয়ে আল্লাহ্ যা বলেছিলেন তাদের সেগুলো বললেন। মাবুদ কীভাবে মৃত্যুর গজব থেকে তাদের প্রথম ছেলেদের রক্ষা করার পরিকল্পনা করেছিলেন সে ব্যাপারে যখন বনি-ইসরায়েলীদের বয়স্ক ব্যক্তিরা শুনলেন তখন তারা উপুড় হলেন আর মাবুদের এবাদত করলেন। এরপরে বয়স্করা এবং ইসরায়েলের সমস্ত লোকেরা ঠিক তাই করলেন যা আল্লাহ্ মুসাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

কিতাব বলেঃ

“তারপর মাঝরাতে মাবুদ মিশর দেশের প্রত্যেকটি প্রথম ছেলেকে মেরে ফেললেন। এতে রাজ-সিংহাসনের অধিকারী ফেরাউনের প্রথম ছেলে থেকে জেলখানার কয়েদীর প্রথম ছেলে পর্যন্ত, এমন কি, পশুদেরও প্রথম পুরুষ বাচ্চা মারা পড়ল। সেই রাতে ফেরাউন ও তাঁর কর্মচারী এবং মিশরের প্রত্যেকটি লোক ঘুম থেকে জেগে উঠল; আর সারা মিশর দেশে একটা কান্নার রোল পড়ে গেল, কারণ এমন একটাও বাড়ি ছিল না যেখানে কেউ

মারা যায় নি।"(হিজরত ১২:২৯-৩০)

আপনি কি শুনেছেন সেই ভয়ংকর রাতে কী হয়েছিল? আল্লাহ্ কি যেমনটা করবেন বলেছিলেন সেরকমভাবে মিশরের বিচার করেছিলেন? হ্যাঁ তিনি করেছিলেন! মধ্যরাতে ধ্বংসের ফেরেস্তা রাজার প্রথম ছেলে থেকে কয়েদীর প্রথম ছেলে পর্যন্ত সব প্রথম ছেলেকে আঘাত করে মিশরের মধ্য দিয়ে গিয়েছিলেন। সেই রাতে পুরো মিশর জুড়ে তীব্র কান্না আর আর্তনাদ শোনা গিয়েছিল কারণ একটা মিশরীয় বাড়িও ছিল না যেখানে কেউ মারা যায় নি!

কিন্তু বনি-ইসরায়েলীদের ঘরে কী হয়েছিল? আল্লাহ্ কি তাদের প্রথম ছেলেকে মৃত্যুর গজব থেকে রক্ষা করেছিলেন? আপনি কী মনে করেন? আল্লাহ্ তাদের ওয়াদা দিয়ে বলেছিলেন, "আমি সেই রক্ত দেখে তোমাদের বাদ দিয়ে এগিয়ে যাব।" আল্লাহ্ যেভাবে নির্দেশ দিয়েছিলেন ইসরায়েলের লোকেরা সেভাবে তাদের ঘরের দরজায় ভেড়ার বাচ্চার রক্ত দিয়ে দাগ দিয়েছিল। ফলস্বরূপ তাদের প্রথম ছেলেদের মধ্যে একজনও মারা যায়নি। যা হোক, মিশরীয়দের ঘরে প্রত্যেক প্রথম ছেলে মারা গিয়েছিল কারণ তারা আল্লাহ্‌র দেখানো মুক্তির পথ, ভেড়ার বাচ্চার রক্তের প্রক্রিয়ায় অংশ নেয় নি।

এখানে কিতাব বলেঃ

"ফেরাউন সেই রাতেই মুসা ও হারুনকে ডেকে এনে বললেন, "তোমরা বনি-ইসরায়েলদের সঙ্গে নিয়ে আমার লোকদের মধ্য থেকে বের হয়ে যাও। তোমরা যেমন বলেছ সেইভাবে গিয়ে মাবুদের এবাদত করো...আর আমাকেও দোয়া করো!" মিশরীয়দের ভয় হল যে তারাও হয়ত মারা পড়বে। এজন্য তারা বনি-ইসরায়েলদের তাগাদা দিতে লাগল যেন তারা তাড়াতাড়ি করে তাদের দেশ থেকে বের হয়ে যায়।"(হিজরত ১২:৩১-৩৩)

অবশেষে ফেরাউন পরাজয় স্বীকার করে নেওয়া ছাড়া কিছুই করার ছিল না এবং তিনি বনি-ইসরায়েলদের যেতে দিলেন। আমরা ইতিমধ্যে দেখেছি প্রথমে ফেরাউন কীভাবে মুসা আর হারুনকে বলেছিলেন, "কে আবার এই মাবুদ, যে আমি তার হুকুম মেনে বনি-ইসরায়েলদের যেতে দেব? এই মাবুদকেও আমি চিনি না আর ইসরায়েলীয়দেরও আমি যেতে দেব না।" কিন্তু শেষে এসে ফেরাউন আর সমস্ত মিশরীয়রা স্বীকার করে নিতে বাধ্য হল যে ইব্রাহিম, ইসহাক ও ইসরায়েলের আল্লাহ্ই সর্বশক্তিমান আল্লাহ্, তাদের যে কোন আদর্শ, ভক্তির পাত্র আর ধার্মিকদের থেকে যিনি শক্তিশালী। "একটা ডিমের একটা পাথরের সাথে লড়াই করা উচিত নয়!" আল্লাহ্‌র সাথে লড়াই করে কেউ জিততে পারে না।

সেই রাতে বনি-ইসরায়েলীরা মিশর থেকে মিশরীয়দের দেওয়া অনেক সম্পদ সাথে করে নিয়ে তাদের হিজরত শুরু করল। কিতাব বলেঃ

"বনি-ইসরায়েলীরা মুসার কথামত মিশরীয়দের কাছ থেকে সোনারূপার জিনিস এবং কাপর-চোপড় চেয়ে নিল। তারা যা চাইবে মিশরীয়রা যাতে তাদের তাই-ই দেয় সেজন্য মাবুদ আগেই মিশরীয়দের মনে বনি-ইসরায়েলীদের প্রতি একটা দয়ার মনোভাবে সৃষ্টি করেছিলেন। এইভাবে তারা মিশরীয়দের অনেক কিছু অধিকার করে নিলেন...মিশর দেশে বনি-ইসরায়েলীরা মোট চারশো ত্রিশ বছর বাস করেছিল।"(হিজরত ১২:৩৫-৩৬, ৪০)

অধ্যায় ৩৩

উদ্ধার-ঈদের ভেড়ার বাচ্চা; হিজরত ১১,১২

এ সব কিছুই ঘটেছিল আল্লাহ্ হাজার বছর আগে ইব্রাহিমকে যা ওয়াদা করেছিলেন সেটা পূরণ করার জন্য, তিনি ওয়াদা করেছিলেন,

“তুমি এই কথা নিশ্চিত করে জেনো, তোমার বংশের লোকেরা এমন একটা দেশে গিয়ে বাস করবে যা তাদের নিজেদের নয়। সেখানে তারা অন্যদের গোলাম হয়ে চারশ বছর পর্যন্ত জুলুম ভোগ করবে। কিন্তু যে জাতি তাদের গোলাম করে রাখবে সেই জাতির উপর আমি গজব নাজেল করব। পড়ে তারা অনেক ধন-দৌলত নিয়ে সেই দেশ থেকে বের হয়ে আসবে।”(পয়দায়েশ ১৫:১৩-১৪)

উদ্ধার-ঈদ নামে যে গল্পটা আজকে আমরা জেনেছি সেটা লুকানো গোপন সম্পদে ভরুপুর একটা গভীর আর প্রশস্ত মহাসাগরের মত। উদ্ধার-ঈদের গল্প নিয়ে আমরা অনেক কিছুই বলতে পারতাম। কিন্তু এই গল্পের সকল সত্যকে বিশ্লেষণ করার মত সময় আমাদের হাতে নেই। যা হোক, একটা সত্য আমরা আমাদের মনে অবশ্যই গেঁথে রাখব। সেটা হল বনি-ইসরায়েলীদের দেয়া আল্লাহ্‌র ওয়াদাঃ “আমি সেই রক্ত দেখে তোমাদের বাদ দিয়ে এগিয়ে যাব।”

কেন মিশরীয়দের প্রথম ছেলেদের মত বনি-ইসরায়েলীদের প্রথম ছেলেরা মারা যায়নি? তারা মারা যায়নি কারণ আল্লাহ্ ভেড়ার বাচ্চার রক্তের মাধ্যমে তাদের জন্য একটা মুক্তির পথ দেখিয়েছিলেন। আল্লাহ্ আদেশ জারি করেছিলেন ভেড়ার বাচ্চার রক্তের চিহ্ন যেসব ঘরে লাগানো থাকবে সেরকম প্রত্যেকটি ঘরের প্রথম ছেলে যাতে মৃত্যু থেকে রেহাই পায়। কিন্তু যেসব ঘরে রক্ত লাগানো ছিল না সেরকম প্রত্যেক ঘরের প্রথম ছেলে যাতে মারা যায়!

যদি ইসরায়েলীদের প্রথম ছেলেদের মধ্যে কেউ তার বাবাকে জিজ্ঞাস করত যে, “বাবা, কেন আমাদের নির্দোষ ভেড়ার বাচ্চাকে মরে যেতে হবে?” বাবা এরকম কিছু একটা উত্তর দিতেন, “ও আমার পুত্র, তুমি জানো যে আল্লাহ্ এই দেশের সব প্রথম ছেলেকে দোষী সাব্যস্ত করেছেন। আমাদের গুনাহের কারণে আল্লাহ্ আমাদের সবাইকে বিচার করবেন। যা হোক, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল হিসেবে আমাদের বলেছেন যে যদি আমরা একটা খুঁতহীন ভেড়ার বাচ্চাকে জবাই দেই এবং আমাদের দরজায় সেটার রক্তের দাগ লাগিয়ে দেই তাহলে আমাদের উপর গজব নাজেল হবে না। ভেড়ার বাচ্চাকে অবশ্যই মরতে হবে কারণ গুণাহর মূল্য হল মৃত্যু। আল্লাহ্ ন্যায়বিচারক আর তিনি আমাদের গুনাহ এড়িয়ে যেতে পারেন না। তোমার জায়গায় ভেড়ার বাচ্চা থাকবে। আমাদের পূর্বপুরুষ ইব্রাহিম যেমন একটা পুরুষ ভেড়া তাঁর পুত্রের জায়গায় জবাই করেছিলেন তেমনি আমরাও তোমার জায়গায় একটা ভেড়ার বাচ্চা জবাই করব। আমাদের আল্লাহ্ ন্যায়বিচারক এবং তিনি গুনাহকে সহজভাবে নেন না। আমাদের কাছে তাঁর কথা পরিষ্কার। যদি দরজার চৌকাঠে রক্ত থাকে শুধু তাহলেই তিনি আমাদের রেহাই দেবেন!”

প্রিয় বন্ধুরা, আজকে আমাদের যে বিষয়টি উপলব্ধি করতে হবে তা হল আল্লাহ্‌র সামনে, হযরত আদমের সকল বংশধরেরা হল মিশর আর ইসরায়েলেদের প্রথম ছেলে সন্তানের মত। আল্লাহ্ পাক-এর আইন আমাদের সবাইকে মৃত্যুর জন্য দোষী সাব্যস্ত করে আর আল্লাহ্‌র ন্যায়বিচারের মুখোমুখি দাঁড় করায়। কিতাব এটাই বলেঃ “ইহুদী ও অ-ইহুদী সবাই সমান, কারণ সবাই গুনাহ করেছে এবং আল্লাহ্‌র প্রশংসা পাবার অযোগ্য হয়ে পরেছে।(রোমীয় ৩:২৩) গুনাহের মূল্য হচ্ছে অনন্তকাল শাস্তি, “প্রভু যখন আসবেন তখন তাদের এমন শাস্তি দেওয়া হবে যার ফলে তারা তাঁর উপস্থিতি এবং কুদরতীর বাইরে পড়ে চিরদিন ধরে ধ্বংস হতে থাকবে।”(২ থিষলনীকীয় ১:৯)

তাহলে রক্ষা পাবার জন্য আমাদের কী করতে হবে? আল্লাহ্ কীভাবে তাঁর ন্যায়বিচারের সাথে আপস না করে গুনাহকারীদের তাদের গুনাহ থেকে রক্ষা করতে পারেন? আমরা আজ বেশি দূর যাব না কিন্তু যেটা

অধ্যায় ৩৩

উদ্ধার-ঈদের ভেড়ার বাচ্চা; হিজরত ১১,১২

আমাদের যা প্রয়োজন তা হলঃ বনি-ইসরায়েলীরা মরণের গজব থেকে রেহাই পাবার জন্য যে ভেড়ার বাচ্চাগুলো জবাই করেছিল সেটা একজন উদ্ধারকর্তাকে প্রতীকায়িত করে যিনি এসেছিলেন এবং হযরত আদমের সকল বংশধরের গুনাহের ঋণ শোধ করার জন্য তাঁর রক্ত ঢেলে দিয়েছিলেন। উদ্ধারকর্তা সম্পর্কে কিতাব বলেঃ “মসীহ্ গুনাহের জন্য একবারই মরেছিলেন। আল্লাহ্‌র কাছে আমাদের নিয়ে যাবার জন্য সেই নির্দোষ লোকটি গুনাহ্‌গারদের জন্য অর্থাৎ আমাদের জন্য মরেছিলেন...[যেমন উদ্ধার-ঈদের দিনে আল্লাহ্‌র উদ্দেশে ভেড়ার বাচ্চাকে জবাই দেয়া হয়েছিল]”(১ পিতর ৩:১৮, ১ করিন্থীয় ৫:৭) এভাবে বনি-ইসরায়েলীরা তাদের প্রথম ছেলেদের মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচানোর জন্য ভেড়ার বাচ্চার রক্ত দরজায় লাগানো ছিল একটা দৃষ্টান্ত। দুনিয়ার উদ্ধারকর্তা যে রক্ত ক্রুশের উপর ঝরিয়েছিলেন এটা সেই রক্তকেই নির্দেশ করে যাতে যে কেউ তাঁকে বিশ্বাস করে সে আল্লাহ্‌র অনন্ত শাস্তি থেকে নিস্তার পায়।

আপনার কী অবস্থা? আপনি কি জানেন আল্লাহ্‌র নবীরা উদ্ধারকর্তার রক্ত সম্পর্কে কী লিখেছেন? উদ্ধারকর্তা রক্ত দিয়েছিলেন যাতে আল্লাহ্ তাঁর ন্যায়বিচারের সাথে কোন আপোষ ছাড়াই আপনার গুনাহ মাফ করে দিতে পারেন। আপনি কি বিশ্বাস করেন সেই রক্তের শক্তি আছে আপনাকে দোজখের শাস্তি থেকে রক্ষা করার এবং আল্লাহ্‌র সাথে অনন্ত একটি জীবন যাপনের নিশ্চয়তা দেওয়ার? আখিরাতের দিন আল্লাহ্‌র ভয়ানক বিচার কি আপনাকে নিস্তার দিবে? নাকি মিশরীয়দের মত সেটি আপনার উপরেও পড়বে?

বন্ধুরা, আমাদের সময় শেষ। শোনার জন্য আমরা আপনাদের ধন্যবাদ জানাই। আমাদের পরবর্তী অনুষ্ঠানে আল্লাহ্ চাইলে আমরা বনি-ইসরায়ীলদের গল্প চালিয়ে যাব আর দেখব আল্লাহ্ কীভাবে সমুদের মাঝখান দিয়ে একটি পথ তৈরি করেছিলেন...

আল্লাহ্ আপনাদের রহমত দান করুন এবং ইসরায়েলীদের তিনি যে কথাটি বলেছিলেন সেটির নিগূঢ় অর্থ আপনাদের অন্তরে প্রকাশ করুন,

“আমি সেই রক্ত দেখে তোমাদের বাদ দিয়ে এগিয়ে যাব।”(হিজরত ১২:১৩)

পাঠ নং ৩৪

সমুদ্রের মধ্যকার পথ; হিজরত ১৩-১৫

শ্রোতা বন্ধুরা, আপনাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।

আমরা আল্লাহ্‌র নামে আপনাদের শুক্রিয়া জানাই, যিনি শান্তির মালিক, যিনি চান সবাই তার প্রতিষ্ঠিত ধার্মিকতার পথকে বুঝুক আর নিজেদের সে পথে উতসর্গ করুক এবং তাঁর সাথে অনন্তকাল প্রকৃত শান্তিতে বাস করুক। আপনাদের "ধার্মিকতার পথ" অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনার জন্য আজ ফিরে আসতে সমর্থ হওয়ায় আমরা খুশী।

আমাদের শেষ পাঠে আমরা দেখেছিলাম কীভাবে আল্লাহ্ মিশরীয়দের সকল প্রথম ছেলেদের মেরে ফেলার মাধ্যমে ইসরায়েলের লোকদের তাদের গোলামী থেকে রক্ষা করেছিলেন। যা হোক, বনি-ইসরায়েলীদের প্রথম ছেলেদের মৃত্যু থেকে রক্ষা করেছিলেন কারণ তারা ভেড়ার বাচ্চার রক্ত তাদের দরজায় লাগিয়েছিল। আল্লাহ্ নিজে বললেন, "তোমাদের ঘরে যে রক্ত লাগানো থাকবে সেটাই হবে তোমাদের চিহ্ন। আর আমি সেই রক্ত দেখে তোমাদের বাদ দিয়ে এগিয়ে যাব।"(হিজরত ১২:১৩)

এভাবে সেই রাতে ইসরায়েলের সকল জাতি মিশর থেকে তাদের হিজরত শুরু করেছিলেন। উদ্ধার-ঈদের সেই রাত ছিল তাদের জন্য একটা মহা আনন্দের রাত। এটা নিয়ে ভাবুন! হাজার বছর ধরে মিশরের লোকেরা তাদের এমন বাজে ব্যবহার আর জুলুম করত যে তাদের জীবনে কোন সুখ ছিল না। কিন্তু এরপর... এরপর তারা মুক্ত হল। উদ্ধার-ঈদের সেই রাতে আল্লাহ্ মাবুদ তাদের রক্ষা করলেন। তাদের গোলামীর শৃঙ্খল ভেঙ্গে গেল। এরপর আল্লাহ্ বন্য পরিবেশের মধ্যে দিয়ে তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার ওয়াদা করলেন এবং কেনান দেশে ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন যে দেশকে অনেকদিন আগে ইব্রাহিম, ইসহাক ও ইয়াকুবের বংশধরদের দিবেন বলে আল্লাহ্ ওয়াদা করেছিলেন। কেনান ছিল সেই দেশ যেখানে ইয়াকুব আর তাঁর ছেলেরা মিশরে গিয়ে ইউসুফের সাথে বাস করার আগে বসবাস করতেন। আজকে সেই দেশকেই বলা হয় ফিলিস্তিন বা ইসরায়েল।

আজকে আমাদের সামনে আছে কীভাবে আল্লাহ্ বনি-ইসরায়েলীদের ফেরাউনের সৈন্যদের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন সেই চমকপ্রদ গল্প। আমাদের পাঠের বেশিরভাগ অংশই পাওয়া যাবে হিজরত কিতাবের চতুর্দশ অধ্যায়ে। গল্পটি শুনুন যেটি তৌরাত শরীফে নবী মুসা লিপিবদ্ধ করেছেনঃ

"বনি-ইসরায়েলীরা রামিষেষ থেকে সুক্কোতের দিকে রওনা হল। প্রায় ছয় লক্ষ পুরুষ লোক হেঁটে চলল। তাদের সঙ্গে স্ত্রীলোক এবং ছেলেমেয়েরাও ছিল। বনি-ইসরায়েলীরা ছাড়া আরও অনেকে লোক এবং গরু-ভেড়া সুদ্ধ একটা বিরাট পশুর দলও তাদের সঙ্গে ছিল। মুসা ইউসুফের হাড়গুলো সঙ্গে নিলেন কারণ এই ব্যাপারে ইউসুফ বনি-ইসরায়েলীদের কসম খাইয়ে নিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তোমাদের দেখাশুনা করবেন। এখান থেকে যাবার সময় তোমরা আমার হাড়গুলো তুলে সঙ্গে করে নিয়ে যেও।"...মাবুদ তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার জন্য দিনের বেলায় মেঘের থামের মধ্যে আর রাতের বেলায় আলো দেবার জন্য আগুনের থামের মধ্যে উপস্থিত থেকে তাদের আগে আগে যেতেন। এতে তারা দিনে ও রাতে সব সময়েই চলতে পারত। দিনের বেলায় মেঘের থাম আর রাতের বেলায় আগুনের থাম সব সময় লোকদের সামনে থাকত।"(হিজরত ১২:৩৭-৩৮, ১৩:১৯,২১-২২)

"পরে মাবুদ মুসাকে বললেন, "তুমি বনি-ইসরায়েলীদের বলো যেন তারা ঘুরে গিয়ে সমুদ্র ও মিগদোলের মাঝামাঝি পী-হহীরোৎ নামে জায়গাটার কাছে তাদের ছাউনি ফেলে। এ দেখে ফেরাউন মনে করবে বনি-ইসরায়েলীরা কী করবে তা ঠিক করতে না পেরে দেশের মধ্যে ঘোরাফেরা করতে করতে মরুভূমিতে আটকা পড়েছে। আমি ফেরাউনের মন কঠিন করব আর সে তাদের পিছনে তাড়া করবে। কিন্তু ফেরাউন ও তার সৈন্যদল হবে আমার প্রশংসা প্রকাশের উপায়। এতেই মিশরীয়রা জানতে পারবে যে, আমি মাবুদ।" বনি-ইসরায়েলীরা মাবুদের কথামতই কাজ করল।"(হিজরত ১৪:১-৪)

পাঠ নং ৩৪

সমুদ্রের মধ্যকার পথ; হিজরত ১৩-১৫

"মিশরের বাদশাহ্ ফেরাউনকে যখন বলা হল যে, বনি-ইসরায়েলীরা পালিয়ে গেছে তখন তাদের সম্বন্ধে ফেরাউন ও তাঁর কর্মচারীদের মন বদলে গেল। তারা বললেন, "এ আমরা কী করলাম? তাদের বিদায় করে দিয়ে তো আমরা আমাদের সব গোলাম হারালাম।" এই কথা বলে ফেরাউন তাঁর রথ সাজাবার হুকুম দিয়ে তাঁর সৈন্যদের একত্র করে সঙ্গে নিয়ে গেলেন। তিনি ছয়শ বাছাই করা রথ ত নিলেনই, তা ছাড়া মিশরীয় অন্যান্য সব রথও সঙ্গে নিলেন। এক একটা রথ এক একজন সেনাপতি চালাচ্ছিলেন।"(হিজরত ১৪:৫-৭)

"তাঁর সব ঘোড়া, রথ, ঘোড়সওয়ার ও সৈন্যদল নিয়ে মিশরীয়রা তাদের পিছনে তাড়া করে তাদের কাছাকাছি এসে গেল। বনি-ইসরায়েলীরা এই সময় সমুদ্রের ধারে বাল-সফোনের সামনের দিকে পী-হহীরোতের কাছে ছিল। ফেরাউন ও তাঁর দলবলকে তাদের পিছনে আসতে দেখে বনি-ইসরায়েলীরা খুব ভয় পেয়ে মাবুদের কাছে কান্নাকাটি করতে লাগল। তারা মুসাকে বলল, "মিশরে কবর দেয়ার জায়গা নেই বলেইকি মরবার জন্য আপনি এই মরুভূমিতে আমাদের এনেছেন? মিশর থেকে বের করে এনে আপনি আমাদের এ কী করলেন? মিশরে থাকতেই কি আমরা আপনাকে বলি নি, 'আমাদের এখানেই থাকতে দিন; আমরা মিশরীয়দের গোলামিই করব?' এখানে এই মরুভূমির মধ্যে মরবার চেয়ে মিশরীয়দের গোলামী করা আমাদের পক্ষে অনেক ভাল ছিল।"(হিজরত ১৪:৯-১২)

ইসরায়েলের লোকেরা কী বলছিলেন? তারা কেন আল্লাহ্কে বিশ্বাস করছিলেন না? যে আল্লাহ্ তাদের গোলামীর বন্ধন থেকে রক্ষা করেছিলেন তিনি কি ফেরাউনের সৈন্যদের থেকে আবার তাদের রক্ষা করতে পারছিলেন না? অবশ্যই তিনি পেরেছিলেন। যা হোক, বনি-ইসরায়েলীরা এটা নিয়ে ভাবে নি কারণ তারা খুবই ভয় পেয়েছিল। তাদের সামনে সমুদ্র ছিল। তাদের ডানে ও বামে পর্বত ছিল। পিছন থেকে ফেরাউনের সৈন্যরা তাদের বন্দী করার জন্য এমনকি মেরে ফেলার জন্য এগিয়ে আসছিল। তাদের কী করা উচিত ছিল? তারা কী করতে পারত? তারা কীভাবে রক্ষা পেতে পারত? চলুক দেখা যাক মুসা কী বলেছিলেন আর আল্লাহ্ কী করেছিলেনঃ

"মুসা তাদের বললেন, "ভয় করো না। তোমরা যেখানে আছ সেখানেই থাকো এবং মাবুদের উদ্ধার করবার কাজটা একবার দেখো। তিনি আজকেই তোমাদের জন্য তা করবেন। যে মিশরীয়দের আজকে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এর পর তাদের আর কোন কালেই দেখতে পাবে না। তোমরা কেবল চুপ করে থাকো। মাবুদই তোমাদের হয়ে যুদ্ধ করবেন।" এরপরে মাবুদ মুসাকে বললেন, "তুমি আমার কাছে কান্নাকাটি করছ কেন? বনি-ইসরাইলদের এগিয়ে যেতে বলো। তুমি তোমার লাঠিটা তুলে নাও এবং সমুদ্রের উপর তোমার হাত বাড়িয়ে দিয়ে সমুদ্রকে দু'ভাগ কর। তাতে সমুদ্রের মধ্যে শুকনা জমির উপর দিয়ে বনি-ইসরাইলরা হেঁটে চলে যাবে। কিন্তু মিশরীয়দের মন এমন কঠিন করব যে তারা বনি-ইসরাইলদের পিছনে পিছনে সমুদ্রের মধ্যে ঢুকে যাবে। এতে ফেরাউন ও তাঁর সমস্ত সৈন্যদল, রথ ও ঘোড়সওয়ার আমার প্রশংসা প্রকাশের উপায় হবে। তা দেখে মিশরীয়রা বুঝতে পারবে যে, আমিই মাবুদ।" তখন আল্লাহ্র ফেরেস্তা যিনি ইসরাইলীয় দলের আগে আগে যাচ্ছিলেন তিনি ঘুরে তাদের পিছনে চলে গেলেন। মেঘের থামটাও তাদের সামনে থেকে পিছনে সরে গিয়ে ইসরাইলীয় ও মিশরীয়দের দলের মাঝামাঝি দাঁড়ালো। তাতে মিশরীয়দের দিকটা হয়ে রইল মেঘলা ও অন্ধকারে ঢাকা আর বনি-ইসরাইলদের দিকটা রাতের বেলায়ও হয়ে রইল আলোময়। এতে সারা রাতের মধ্যে মিশরীয়রা বনি-ইসরাইলদের কাছে আসতে পারল না।"(হিজরত ১৪:১৩-২০)

"পরে মুসা সমুদ্রের উপরে তাঁর হাত বাড়িয়ে দিলেন; আর মাবুদ সারা রাত ধরে একটা পূবের বাতাস জোরে বইয়ে সমুদ্রের পানি দু'পাশে সরিয়ে দিলেন। তিনি পানিকে দু'ভাগ করে সমুদ্রের মধ্য দিয়ে একটা শুকনা পথ

তৈরি করলেন। বনি-ইসরাইলরা সমুদ্রের মাঝখান দিয়ে শুকনা মাটির পথ ধরে হেঁটে চলল। তাদের ডানে-বায়ে সমুদ্রের পানি দেয়ালের মত হয়ে দু'পাশে দাঁড়িয়ে রইল। এই ব্যাপার দেখে মিশরীয়রা পিছন থেকে বনি-ইসরাইলদের তাড়া করল। ফেরাউনের সব ঘোড়া, রথ, ঘোড়সওয়ার তাদের পিছনে পিছনে সমুদ্রের মধ্যে দিতে ঢুকল। ভোর রাতে মাবুদ মেঘ ও আগুনের থামের মধ্য থেকে মিশরীয় সৈন্যদলের দিকে চেয়ে দেখলেন আর তাদের মধ্যে একটা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করলেন। এছাড়া তিনি রথের চাকাগুলোও খুলে ফেললেন; তাতে রথ চালাতে তাদের খুব কষ্ট হচ্ছিল। মিশরীয়রা তখন বলল, "চল, আমরা বনি-ইসরাইলদের ছেড়ে পালাই, কারণ মাবুদই বনি-ইসরাইলদের হয়ে মিশরীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছেন।" তখন মাবুদ মুসাকে বললেন, "সমুদ্রের উপরে তোমার হাত বাড়িয়ে দাও। তাতে পানি আবার ফিরে এসে মিশরীয়দের উপর এবং তাদের রথ ও ঘোড়সওয়ারদের উপর পড়বে।" তখন মুসা তাঁর হাত সমুদ্রের উপরে বাড়িয়ে দিলেন। ফজরে সমুদ্রের পানি নিজের জায়গায় ফিরে আসল। মিশরীয়রা তখন দানে-বায়ে ছুটাছুটি করছিল, কিন্তু মাবুদ তাদের সাগরের ঢেউয়ে ভাসিয়ে নিয়ে গেলেন। সমুদ্রের পানি ফিরে এসে রথ ও ঘোড়সওয়ারদের, অর্থাৎ বনি-ইসরাইলদের পিছনে তাড়া করে আসা ফেরাউনের গোটা সৈন্যদলটাকে ডুবিয়ে দিল। তাদের একজনও আর বেঁচে রইল না। বনি-ইসরাইলরা কিন্তু সমুদ্রের মাঝখান দিয়ে শুকনা পথ ধরে চলে গিয়েছিল। তাদের দানে-বায়ে পানি দেয়ালের মত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। মাবুদ এইভাবেই সেই দিন মিশরীয়দের হাত থেকে বনি-ইসরাইলদের উদ্ধার করেছিলেন। বনি-ইসরাইলরা মিশরীয়দের লাশ সমুদ্রের কিনারে পড়ে থাকতে দেখল। মাবুদ মিশরীয়দের বিরুদ্ধে তাঁর যে মহাকুদরতী ব্যবহার করলেন তা দেখে বনি-ইসরাইলদের মনে তাঁর প্রতি একটা ভয়ের ভাব জেগে উঠল। তারা মাবুদের ও তাঁর গোলাম মুসার উপর সম্পূর্ণ ঈমান রেখে চলতে লাগল।"(হিজরত ১৪:২১-৩১)

তারপর মুসা আর বনি-ইসরাইলরা মাবুদের উদ্দেশে এই কাওয়ালী গাইলেনঃ "আমি মাবুদের উদ্দেশে কাওয়ালী গাইব, কারণ লোকের চোখে তাঁর মহিমা বেড়ে গেল...মাবুদই আমার শক্তি, তিনিই আমার কাওয়ালী, আমার উদ্ধার তাঁরই মধ্যে রয়েছে।"(হিজরত ১৫:১,২) এভাবে তারা গান গাওয়া শুরু করল এবং আল্লাহ্‌কে তাদের মহা মুক্তির জন্য যেটি তিনি তাদের জন্য সম্পূর্ন করেছেন সেজন্য ধন্যবাদ দিলেন। হারুন আর মুসার বোন মরিয়ম একটা খঞ্জনি নিল আর সব মহিলারা খঞ্জনি বাজিয়ে, গান গেয়ে আর নেচে তাকে অনুসরণ করল। মরিয়ম একটা কাওয়ালী গাইতে শুরু করলেন, "তোমরা মাবুদের উদ্দেশে কাওয়ালী গাও, কারণ লোকের চোখে তাঁর মহিমা বেড়ে গেল। ঘোড়া আর ঘোড়সওয়ারের দলগুলোকে তিনিই ফেলে দিলেন সাগরের পানিতে।"(হিজরত ১৫:২১)

বন্ধুরা, আল্লাহ্‌ কীভাবে ইসরাইলের লোকদের জন্য সমুদ্রের মধ্যে দিয়ে একটা শুকনা পথ তৈরি করে দিয়েছিলেন এটা সেই সত্য আর আশ্চর্য গল্প। তাহলে আজকে আমরা কীভাবে আমাদের পাঠের উপসংহার টানতে পারি? সম্ভবত আমরা একটা সহজ প্রশ্নের মাধ্যমে উপসংহার টানতে পারি। প্রশ্নটি হলঃ কে ফেরাউনের সৈন্যদের হাত থেকে বনি-ইসরাইলদের রক্ষা করতে পারত? তারা কি নিজেদের রক্ষা করতে পারত? আমরা দেখেছি তাদের সামনে সমুদ্র কীরকম ছিল। তাদের ডানে ও বামে ছিল পর্বত। এবং ফেরাউনের সৈন্যরা ছিল তাদের পিছনে। ইসরাইলের লোকেরা কি তাদের নিজেদের রক্ষা করতে পারত? তারা কি পারত সমুদ্রকে শুকিয়ে ফেলতে? অথবা পর্বতকে সমতল করে ফেলতে? অথবা ফেরাউনের সৈন্যদের সাথে যুদ্ধ করতে? না, তারা পারত না। কে তাহলে তাদের রক্ষা করতে পারত? শুধু আল্লাহ্‌। শুধু আল্লাহ্‌ মাবুদই তাদের রক্ষা করতে পারতেন। এজন্য মুসা তাদের বলেছিলেন, "ভয় করো না। তোমরা যেখানে আছ সেখানেই থাকো এবং মাবুদের উদ্ধার করবার কাজটা একবার দেখো। তিনি আজকেই তোমাদের জন্য তা করবেন।" শুধু আল্লাহ্‌ই তাদের রক্ষা করতে পারতেন! এবং তিনি তাদের রক্ষা করেছিলেন। এজন্যই তারা সমুদ্রের অপর দিকে

পৌঁছানোর পর কাওয়ালী গাইল, "মাবুদই আমার শক্তি, তিনিই আমার কাওয়ালী, আমার উদ্ধার তাঁরই মধ্যে রয়েছে।"

আল্লাহ্ নিজেই তাদের মুক্তি হিসেবে এসেছিলেন। বনি-ইসরাইলিরা ফেরাউনের সৈন্যদের হাত থেকে নিজেদের রক্ষার জন্য কিছুই করতে পারত না-কিছুই না, শুধু আল্লাহ্ সমুদ্রের মাঝখানে যে পথ তাদের জন্য খুলে দিয়েছিলেন সেটাকে অনুসরণ করল এবং এরপর নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ দিল আর তাঁর এবাদত করল।

শ্রোতা বন্ধুরা, আল্লাহ্ চান সবাই যেন জানে যে হযরত আদমের সব সন্তানেরা ইসরাইলদের সন্তানদের মত। তাদের মতই, আল্লাহ্ যদি আমাদের রক্ষা না করেন তাহলে যে দুর্যোগ আমাদের উপর অতি শীঘ্রই নেমে আসবে তা থেকে রেহাই পাবার কোন আশা আমাদের নেই। আমাদের সামনে হয়ত সমুদ্র নেই কিন্তু মৃত্যু ও দোযখ আমাদের জন্য অপেক্ষা করে আছে। পর্বত হয়ত আমাদের দিকে নেই কিন্তু আল্লাহ্র পবিত্রতা(?) আমাদের ঘিরে রাখে আর দোষী সাব্যস্ত করে। ফেরাউন আর তার সৈন্যরা আমাদের পিছনে নেই কিন্তু ইবলিশ আর আমাদের গুনাহ্ আমাদের উপর আছে এবং আমাদের চিরতরে ধ্বংস করে দেয়ার জন্য হুমকি দেয়।

আল্লাহ্র ন্যায়বিচার থেকে আদমের সন্তানদের কে রক্ষা করতে পারে? যে আগুন কখনও নেভে না তার থেকে গুনাহ্কারীকে কে রক্ষা করতে পারে? ইবলিশের ক্ষমতা থেকে কে মানুষকে রক্ষা করতে পারে? এ সব কিছু থেকে কে আমাদের রক্ষা করতে পারে? গুনাহ্রে সমুদ্রের অপর পাড়ে এবং বেহেশত নামের জায়গায় কে আমাদের নিয়ে যেতে পারে? শুধু আল্লাহ্ই। শুধু আল্লাহ্ই আমাদের রক্ষা করতে পারেন। মানুষের তাদের নিজেকে এবং অন্য কাউকে রক্ষা করতে পারার কোন সম্ভাবনা নেই। কিতাবে ঘোষণা করা হয়েছেঃ "এটা তোমাদের নিজেদের দ্বারা হয়নি, তা আল্লাহ্রই দান। এটা কাজের ফল হিসেবে দেওয়া হয়নি, যেন কেউ গর্ব করতে না পারে।"(ইফিষীয় ২:৮,৯)

আল্লাহ্ ক্ষমার ক্ষেত্রে যিনি মহৎ, আদমের সকল সন্তানদের জন্য মুক্তির একটা পথ খুলে দিলেন যাতে আমরা ইবলিশের ক্ষমতা, গুনাহ্ আর দোজখ থেকে রক্ষা পাই। আল্লাহ্ চান গুনাহ্ নিয়ে যারা মরে যায় তাদের জন্য যে ভয়ানক আগুনের বিচার অপেক্ষা করছে সেটা থেকে আমরা যেন বাঁচতে পারি কিন্তু তিনি যে মুক্তির পথ আমাদের জন্য তৈরি করেছেন সেই পথের মধ্য দিয়ে আমাদের অবশ্যই যেতে হবে। ইবলিশের ক্ষমতা, গুনাহ্র ভয়ানক ফলাফল আর দোজখের শাস্তি থেকে আপনি যেন রেহাই পেতে পারেন এজন্য আল্লাহ্ যে মুক্তির পথ আপনার জন্য তৈরি করেছেন সেটি সম্পর্কে কি আপনি জানেন? আল্লাহ্ যে ধার্মিকতার পথ প্রতিষ্ঠা করেছেন যাতে আপনি চিরদিন তাঁর পবিত্র উপস্থিতিতে রহমত লাভ করতে পারেন, আপনি কি সেই পথে আছেন?

আল্লাহ্ আদমের সন্তানদের জন্য যে মুক্তির পথ তৈরি করেছেন সেটা মানুষ যে ভাল কাজগুলো করতে পারে সেগুলোর উপর নির্ভরশীল নয়, ধর্মের আবশ্যিক শর্তগুলো অনুসরণের উপরও নয়। আল্লাহ্ বলেন, এটা "কাজের ফল হিসেবে দেয়া হয় নি যেন কেউ গর্ব করতে না পারে।" আল্লাহ্ আমাদের জন্য যে মুক্তির পথ প্রতিষ্ঠা করেছেন সেটা কোনটি? এটা উদ্ধারকর্তার পথ, যিনি আমাদের গুনাহ্রে কারণে মৃত্যুবরণ করার জন্য বেহেশত থেকে এসেছেন এবং পুনরুজ্জীবিত হয়েছেন-যারা তাঁকে বিশ্বাস করে তাদের সবাইকে মুক্ত করার জন্য- গুনাহ্রে ক্ষমতার কাছে আর মৃত্যুর ভয়ের কারণে যারা গোলামের মত ছিল। পাক কিতাব এই মহান উদ্ধারকর্তার সম্পর্কে বলেঃ "নাজাত আর কারো কাছে পাওয়া যায় না কারণ সারা দুনিয়াতে আর এমন কেউ নেই যার নামে আমরা নাজাত পেতে পারি।"(প্রেরিত ৪:১২)

হ্যাঁ, আল্লাহ্ "গুনাহ্র সমুদ্র"-এর মধ্যে আপনার জন্য একটা পথ তৈরি করেছেন যেন গুনাহ্র শাস্তি থেকে রেহাই পেতে পারেন এবং অপর পাড়ে যেতে পারেন- যেখানে আল্লাহ্র নিরাপদ আর পাক উপস্থিতি আছে। কিন্তু যে পথ আল্লাহ্ আপনার জন্য তৈরি করেছেন সেই পথের মাধ্যমেই আপনাকে পার হতে হবে। মুক্তির এই

পথ সম্পর্কে উদ্ধারকর্তা বলেছেন,

“আমিই পথ, সত্য ও জীবন। আমার মধ্য দিয়ে না গেলে কেউই পিতার কাছে যেতে পারে না...আমি আপনাদের সত্যই বলছি, আমার কথা যে শোনে এবং আমাকে যিনি পাঠিয়েছেন তাঁর কথায় ঈমান আনে, তার আখেরী জীবন আছে। তাকে দোষী বলে স্থির করা হবে না; সে তো মৃত্যু থেকে জীবনে পার হয়ে গেছে।”(ইউহোন্না ১৪:৬, ৫:২৪)

প্রিয় বন্ধুরা, আপনি কি “মৃত্যু থেকে জীবনে পার হয়ে গেছেন?”

শোনার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ। পরবর্তী সময়ে, আল্লাহ্ চাইলে আমরা দেখব আল্লাহ্ বনি-ইসরাইলিদের মরুভূমিতে কীভাবে খাইয়েছিলেন... আল্লাহ্ আপনাদের রহমত দান করুন এবং বনি-ইসরাইলদের কাছে মূসার বলা কথাটি অনুধাবন করুন,

“ভয় করো না। তোমরা যেখানে আছ সেখানেই থাকো এবং মাবুদের উদ্ধার করবার কাজটা একবার দেখো। তিনি আজকেই তোমাদের জন্য তা করবেন।”(হিজরত ১৪:১৩)

পাঠ নং ৩৫

মরুভূমিতে আহার; হিজরত ১৬,১৭

শ্রোতা বন্ধুরা, আপনাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।

আমরা আল্লাহ্‌র নামে আপনাদের শুক্রিয়া জানাই, যিনি শান্তির মালিক, যিনি চান সবাই তার প্রতিষ্ঠিত ধার্মিকতার পথকে বুঝুক আর নিজেদের সে পথে উতসর্গ করুক এবং তাঁর সাথে অনন্তকাল প্রকৃত শান্তিতে বাস করুক। আপনাদের "ধার্মিকতার পথ" অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনার জন্য আজ ফিরে আসতে সমর্থ হওয়ায় আমরা খুশী।

গত পাঠে আমরা দেখেছিলাম কীভাবে আল্লাহ্‌ ইসরাইলের লোকদের ফেরাউন ও তাঁর সৈন্যদের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। যখন বনি-ইসরাইলরা লোহিত সাগরের তীরে এসে পৌঁছল তাদের ফেরাউনের সৈন্যদের থেকে পালানোর কোন উপায় ছিল না। যা হোক, আমরা দেখছিলাম আল্লাহ্‌ কীভাবে তাদের জন্য সমুদ্রের পানিকে দুই পাশে সরিয়ে দিয়েছিলেন যাতে তারা সমুদ্রের মধ্যের শুকনো পথ দিয়ে হেঁটে যেতে পারে। কিন্তু যখন মিশরের সৈন্যরা পার হবার চেষ্টা করল তারা ডুবে গেল। এভাবে সেই দিন আল্লাহ্‌ মাবুদ মিশরের লোকদের হাত থেকে ইসরাইলকে রক্ষা করেছিলেন। এবং যখন তারা মাবুদের মহাশক্তিকে দেখল তারা তাঁকে ভয় পেল আর তাঁর উদ্দেশে কাওয়ালী গাইল, "আমি মাবুদের উদ্দেশে কাওয়ালী গাইব, কারণ আমার উদ্ধার তাঁরই মধ্যে রয়েছে। মাবুদ মহান।"

আমরা এখন হিজরত কিতাব দেখছি যেখানে বনি-ইসরাইলরা মিশর ও কেনান দেশের মধ্যকার রুক্ষ পরিবেশে আছে। কেনান হল সেই দেশ যেটা আল্লাহ্‌ ইব্রাহিম ও তার বংশধরদের দেওয়ার জন্য ওয়াদা করেছিলেন যাতে তারা সেটি নিজেদের করে নিতে পারে। আজকে আমরা দেখব আল্লাহ্‌ কীভাবে মরুভূমিতে বনি-ইসরাইলদের খাইয়েছিলেন। কিতাব আমাদের দেখায় আল্লাহ্‌ দিনের বেলায় মেঘের ভেতর আর রাতের বেলা আগুনের শিখার মধ্যে থেকে তাদের সামনে "হেঁটে" এসেছিলেন। একটা বিষয় নিশ্চিত, আল্লাহ্‌ যদি তাদের পথ না দেখাতেন আর তাদের প্রতি যত্নবান না হতেন তাহলে তারা রুক্ষ পরিবেশে ধ্বংস হয়ে যেত।

এক মুহূর্তের জন্য ভেবে দেখার চেষ্টা করুন বনি-ইসরাইলিরা যে পরিস্থিতির ভিতর নিজেদের খুঁজে পেল। সেখানে বিশাল সংখ্যক মানুষ ছিল- ডাকারের মোট জনসংখ্যার থেকেও অনেক বেশি মানুষ (বিশ লক্ষেরও বেশি মানুষ)! তারা একটা হার-শুকানো মরুভূমির ভেতর দিয়ে যাচ্ছিল-যে মরুভূমিতে কোন খাবার আর পানি ছিল না। চিন্তা করুন! একটা বিশাল সংখ্যার মানুষ অনুর্বর রুক্ষতায় ভরা বালু আর কাঁটাযুক্ত গাছপালার মধ্যে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে! ইসরাইলের জাতিগুলো কীভাবে বেঁচে থাকতে পারত? কে তাদের ক্ষুধা আর তৃষ্ণার জ্বালা থেকে রক্ষা করত? কিভাবে এত মানুষ আর তাদের পশুপাল এই রুক্ষ পরিবেশে বেঁচে থাকার জন্য পর্যাপ্ত পানি আর খাবার পেত? তারা কি নিজেরা নিজেদের খাওয়াতে পারত? একটাই উত্তর আছে শুধু। কেবল আল্লাহ্‌ই তাদের খাওয়াতে আর বাঁচিয়ে রাখতে পারতেন!

বনি-ইসরাইলিরা কি আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করেছিল? নাকি তারা কি খাবে আর কি পান করবে সে ব্যাপারে উদ্বিগ্ন ছিল? অবশ্যই ইসরাইলের লোকদের আল্লাহ্‌ মাবুদকে বিশ্বাস করা উচিত ছিল। আল্লাহ্‌ তাদের জন্য অনেক মহান কাজ করেছিলেন। দশটি গজবের মাধ্যমে তিনি তাদের গোলামীর বন্ধন থেকে মুক্ত করেছিলেন। ভেড়ার বাচ্চার রক্তের মাধ্যমে তাদের প্রথম ছেলে সন্তানদের মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। তিনি সমুদ্রের মাঝখান দিয়ে একটি শুকনো পথ তৈরি করেছিলেন। এবং তখন তিনি কেনান দেশে তাদের পরিচালনা করে নিয়ে যাবার জন্য একটি মেঘের মধ্য দিয়ে তাদের সামনে সামনে যাচ্ছিলেন যেটা তিনি তাদের পূর্বপুরুষ ইব্রাহিমকে অনেক দিন আগে ওয়াদা করেছিলেন। আপনি কি মনে করেন? ইসরাইলের লোকদের কি তাদের আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস ছিল? তারা কি বিশ্বাস করেছিল যে আল্লাহ্‌ যা ওয়াদা করেছিলেন তা করতে পারেন? চলুন কিতাবে ফিরে যাওয়া যাক আর উত্তর বের করা যাক।

আমরা মুসার তৌরাত শরীফের হিজরত কিতাবের ষোড়শ অধ্যায় পড়ছি। কিতাব বলেঃ

পাঠ নং ৩৫

মরুভূমিতে আহার; হিজরত ১৬,১৭

"বনি-ইসরাইলদের দলটা এলীম থেকে যাত্রা শুরু করল। মিশর দেশ থেকে বের হয়ে আসবার পর দ্বিতীয় মাসের পনের দিনের দিন তারা সিন মরুভূমিতে গিয়ে পৌঁছালো। এই জায়গাটা ছিল এলীম ও তুর পাহাড়ের মাঝখানে। সিন মরুভূমিতে বনি-ইসরাইলদের গোটা দলটা মুসা ও হারুনের বিরুদ্ধে নানা কথা বলতে লাগল। বনি-ইসরাইলরা তাদের বলল, "মিশর দেশে মাবুদের হাতে আমরা কেন মরলাম না। সেখানে আমরা গোশ্‌তের হাঁড়ি সামনে নিয়ে পেট ভরে রুতি-গোশ্‌ত খেতাম। আমাদের এই গোটা দলটাকে না খাইয়ে মেরে ফেলবার জন্যই আপনারা আমাদের এই মরুভূমির মধ্যে এনেছেন।"(হিজরত ১৬:১-৩)

তো ইসরাইলদের জাতিগুলোর কি আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস ছিল? না ছিল না। তারা তাঁর ও তাঁর নবী মুসার বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ করতে লাগল। আল্লাহ্‌ কিভাবে তাদের উত্তর দিয়েছিলেন সেটি শুনুনঃ

"মাবুদ মুসাকে বললেন, "বনি-ইসরাইলরা আমার বিরুদ্ধে যে সব কথা বলেছে তা আমি শুনেছি। তাদের এই কথা বল যে তারা সন্ধাবেলায় গোশ্‌ত খাবে আর সকালবেলায় খাবে পেট ভরে রুটি। এতে তারা জানতে পারবে যে, আমি আল্লাহ্‌ই তাদের মাবুদ।" তখন মাবুদ মুসাকে বললেন, "আমি এমন করব যাতে তোমাদের জন্য বেহেশত থেকে বৃষ্টির মত করে খাবার ঝরে পড়ে। লোকেরা প্রতিদিন বাইরে গিয়ে সেখান থেকে মাত্র সেই দিনের খাবার কুড়িয়ে নেবে। তারা আমার নির্দেশ মত চলবে কিনা সেই বিষয়ে আমি তাদের পরীক্ষা নেব।" (হিজরত ১৬:১১-১২, ৪)

"সন্ধ্যাবেলায় অনেক ভারুই পাখি এসে তাদের ছাউনি-এলাকাটা ছেয়ে ফেলল। সকালবেলায় দেখা গেল শিবিরের চারপাশটা শিশিরে ঢাকা পড়ে গেছে। যখন সেই শিশির মিলিয়ে গেল তখন মাটিতে মাছের আঁশের মত পাতলা এক রকম জিনিস দেখা গেল। সেগুলো দেখতে ছিল পড়ে থাকা তুষারের মত। তা দেখে বনি-ইসরাইলরা একজন অন্যজনকে বলল, "ওগুলো কী?" ওগুলো যে কী তা তারা জানত না। তখন মুসা তাদের বললেন, "ওগুলোই সেই রুটি যা মাবুদ তোমাদের খেতে দিয়েছেন।" বনি-ইসরাইলরা সেই খাবারকে বলত মান্না। এগুলোর আকার ছিল ধনে বীজের মত আর তা দেখতে সাদাটে; তার স্বাদ ছিল মধু দেওয়া পিঠার মত।" (হিজ্রত১৬:১৩-১৫,৩১)

এভাবেই কেনান দেশে পৌঁছানোর দিন পর্যন্ত রুক্ষ পরিবেশে আল্লাহ্‌ ইসরাইলের জাতিগুলোকে খাইয়েছিলেন। আপনি কি শুনেছেন খাবার কোথা থেকে এসেছিল? এটা এসেছিল বেহেশত থেকে। এটা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে এসেছিল। আল্লাহ্‌ যে খাবার বনি-ইসরাইলদের জন্য পাঠিয়েছিলেন তারা কি সেগুলো পাবার যোগ্য ছিল? না! আল্লাহ্‌র প্রতি তাদের অবিশ্বাস আর অকৃতজ্ঞতার জন্য শাস্তি পাওয়া ছাড়া তারা আর কিছুরই যোগ্য ছিল না। তারা যে মরুভূমিতে ক্ষুধায় মারা যায় নি সেটা শুধুই আল্লাহ্‌র ক্ষমাশীলতার কারণে সম্ভব হয়েছিল।

এখন চলুন দেখা যাক যখন বনি-ইসরাইলদের পানি শেষ হয়ে গিয়েছিল তখন কী ঘটেছিল। আমরা সপ্তদশ অধ্যায় পড়ছি। কিতাব বলছেঃ

"মাবুদের হুকুমে বনি-ইসরাইলদের দলটা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় এগিয়ে যেতে যেতে শেষে রফীদীমে গিয়ে ছাউনি ফেলল। কিন্তু সেখানে খাবার পানি ছিল না। এজন্য তারা মুসার সঙ্গে ঝগড়া করে বলল, "আমাদের খাবার পানি দিন।" মুসা তাদের বললেন, "তোমরা আমার সঙ্গে কেন ঝগড়া করছ আর কেনই বা তোমরা মাবুদকে পরীক্ষা করে দেখছ?" কিন্তু লোকেরা পিপাসায় কাতর হয়েছিল, সেইজন্য তারা মুসার বিরুদ্ধে নানা কথা বলল। তারা বলল, "আমরা যাতে পানির অভাবে মারা যাই সেইজন্য কি আপনি আমাদের এবং

আমাদের ছেলেমেয়েদের ও পশুগুলো মিশর থেকে নিয়ে এসেছেন?” এই কথা শুনে মুসা মাবুদের কাছে ফরিয়াদ জানিয়ে বললেন, “আমি এই লোকদের নিয়ে কি করব? আর একটু হলেই ত তারা আমাকে পাথর মারবে।” তখন মাবুদ মুসাকে বললেন, “বনি-ইসরাইলদের কয়েকজন বৃদ্ধ নেতাকে সঙ্গে নিয়ে তুমি লোকদের আগে চলে যাও। যে লাঠি দিয়ে তুমি নীল নদকে আঘাত করেছিলে সেটাই হাতে নিয়ে এগিয়ে যাও। তারপর আমি তুর পাহাড়ের কাছে তোমার সামনে একটা পাথরের উপর গিয়ে দাঁড়াবো। তুমি সেই পাথরের গায়ে আঘাত করবে আর তাতে লোকদের খাবার জন্য সেখান থেকে পানি বের হয়ে আসবে।” ইসরাইলীয় বৃদ্ধ নেতাদের সামনে মুসা তাই-ই করলেন।”(হিজরত ১৭:১-৬)

এভাবে পাথরের গা থেকে পানির ব্যাপক প্রবাহ বের হয়ে এসে মরুভূমিতে প্রবাহিত হল এবং সকল মানুষ আর তাদের পশুপাল সেই পানি পান করল।

চলুন এখানে আমরা থামি আর আজকে যে গল্পটি আমরা পড়ছি সেটি নিয়ে একটু ভাবি। বনি-ইসরাইলদের জন্য আল্লাহ্ আগের সব কিছু করার পর তারা কি তাঁর উপর বিশ্বাস রেখেছিল? তিনি তাদের জন্য যা যা করেছিলেন তার জন্য কি তাদের অন্তরে প্রশংসা আর কৃতজ্ঞতা ছিল? না! তারা আল্লাহ্কে বিশ্বাস করে নি। পরিবর্তে তারা আল্লাহ্র বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিল যিনি ইতিমধ্যে তাদের অনেক অনেক বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন।

আল্লাহ্ কী করেছিলেন? আল্লাহ্ মাবুদ ধৈর্য আর দয়ার সাথে মরুভূমিতে তাদের খাবার আর পানি দিয়েছিলেন। ইসরাইলের লোকেরা কি আল্লাহ্র দয়ার যোগ্য ছিল? না! তারা শুধু আল্লাহ্র বিচারের যোগ্য ছিল। কেন আল্লাহ্ তাদের দোয়া দেখিয়েছিলেন? কারণ আল্লাহ্ বিশ্বাসযোগ্য আর ক্ষমাশীল। তিনি আল্লাহ্, বিশ্বাসযোগ্য একজন, ক্ষমাশীল একজন। তাঁর ক্ষমার জন্য তিনি বনি-ইসরাইলদের খাবার আর পানির যোগান দিয়েছিলেন যদিও তারা অকৃতজ্ঞ গুনাহ্কারী ছিল। যদি ক্ষুধা আর তৃষ্ণা থেকে মুক্তি লোকদের নিজেদের গুণ আর যোগ্যতার উপর নির্ভর করত তাহলে আল্লাহ্ নিশ্চিতভাবেই তাদের মরুভূমিতে মারা যেতে দিতেন।

আমাদের এটাও উপলব্ধি করতে হবে যে আল্লাহ্ শুধু তাঁর ক্ষমাশীলতার জন্যই তাদেরকে রক্ষা করেন নি, তাঁর ওয়াদা রক্ষার জন্যও করেছিলেন। আল্লাহ্ তাঁর সব ওয়াদা রক্ষার জন্য বিশ্বাসযোগ্য- এবং তিনি ইসরাইল জাতির ব্যাপারে একটা গুরুত্বপূর্ণ ওয়াদা করেছিলেন। আমরা ইতিমধ্যেই জেনেছি যে আল্লাহ্ ইসরাইল জাতির মাধ্যমেই দুনিয়ার সকল জাতিকে রহমত দেওয়ার ওয়াদা করেছিলেন কারণ নবীগণ, কিতাবসমূহ আর দুনিয়ার উদ্ধারকর্তা তাদের মাধ্যমেই এসেছিল। হ্যাঁ, আল্লাহ্ বিশ্বাসযোগ্য আর ক্ষমার সাগর। তিনি সত্যের আল্লাহ্ এবং ভালবাসার আল্লাহ্। ইসরাইলের জাতিরা নিশ্চিতভাবেই আল্লাহ্র ভালবাসার যোগ্য ছিল না। এমনকি যখন তারা আল্লাহ্র অবাধ্য হল আর তাঁর বিরুদ্ধে কথা বলল, আল্লাহ্ বেহেশত থেকে তাদের খাবার দেওয়ার মাধ্যমে তাঁর বিশ্বাসযোগ্যতা আর ভালবাসার প্রমাণ দিলেন।

কেউ জিজ্ঞাস করতে পারেন, “আমাদের জন্য বনি-ইসরাইলদের গল্পগুলোর মূল্য কী আজকে? আল্লাহ্র কালাম বলছেঃ “অন্য লোকেরা যাতে দেখে শিখতে পারে সেজন্যই তাদের উপর এই সব ঘটেছিল। আর আমরা যারা সমস্ত যুগের শেষ সময়ে এসে পড়েছি সেই আমাদের সাবধান করার জন্যই এই সব লেখা হয়েছে।”(১ করিন্থীয় ১০:১১) আল্লাহ্ যেভাবে মরুভূমির শক্তি থেকে ইসরাইলের সন্তানদের রক্ষা করেছিলেন, একইভাবে আল্লাহ্ আদমের প্রত্যেক সন্তানদের গুনাহের শক্তি থেকে রক্ষা করতে চান।

আমরা আপনাকে জিজ্ঞাসা করছিঃ বনি-ইসরাইলদের কী করতে হয়েছিল যাতে তারা মরুভূমির ভিতর মরে শেষ হয়ে না যায়? আল্লাহ্ আসমান থেকে যে খাবার পাঠিয়েছিলেন তাদেরকে শুধু সেগুলো জমা করে খেতে হয়েছিল। কোথা থেকে তাদের নিষ্কৃতি এসেছিল? সেটা কি তাদের নিজেদের প্রচেষ্টা থেকে এসেছিল? না, তাদের নিষ্কৃতি এসেছিল আল্লাহ্র কাছ থেকে। ক্ষুধা আর মৃত্যু থেকে নিজেদের রক্ষা করার কোন ক্ষমতা

তাদের ছিল না। আল্লাহ্ তাদের জন্য যে খাবার পাঠিয়েছিলেন সেগুলো জড়ো করে খাওয়া ছাড়া তারা আর কিছু করতে পারত না।

পাক কিতাব আমাদের দেখায় যে আমরা সবাই ইসরাইলের লোকদের মত গুনাহ্কারী এবং আমাদের নিজেদেরকে রক্ষা করার মত কোন উপায় নেই-না গুনাহের শক্তি থেকে না আল্লাহ্র ন্যায়বিচার থেকে। আমরা হয়ত বনি-ইসরাইলিদের মত শুকনো মরুভূমির ভিতর দিয়ে হাঁটছি না কিন্তু মৃত্যুর ছায়া আমাদের উপরেও ঝুলছে যেমন তাদের উপর ঝুলে ছিল। মাবুদের কথা স্পষ্টঃ আল্লাহ্ যে মুক্তির পথ আমাদেরকে দিয়েছেন সেটিকে গ্রহণ করতে যে অস্বীকৃতি জানাবে সে-ই তাঁর গুনাহ্র জন্য মারা যাবে এবং দোজখের অনন্ত আগুনে নিপতিত হবে। এগুলো সুখকর চিন্তা নয়। গুনাহ্তে মরে যাওয়া! বিচারের মধ্যে আসা! দোজখে নিপতিত হওয়া! এগুলো ভয়ানক দুঃখদায়ক ঘটনা। যা হোক, সুসংবাদ হল যে কারো তাঁর গুনাহ্র জন্য মরার প্রয়োজন নেই। আল্লাহ্ বনি-ইসরাইলদের যেমন খাবার দিয়েছিলেন যাতে তারা রুক্ষ পরিবেশে ক্ষুধায় না মরে যায় এবং বেঁচে থাকতে পারে, সেরকমভাবেই আল্লাহ্ আমাদের "খাবার" দিয়েছেন যাতে আমরা এই জীবনে এবং আসন্ন জীবনে অনন্তকালের জন্য রহমত পাই।

যেটা আমাদের অনন্ত জীবন দেয় সেই "খাবার" কোনটা? আমরা কি বাজার থেকে কোন খাবার কিনতে পারব যেটা আমাদের আল্লাহ্র উপস্থিতিতে অনন্তকাল বেঁচে থাকার শক্তি দিতে পারবে? না, বাজারে এরকম কোন খাবার নেই। তাহলে এই "খাবার" কী এবং কোথা থেকে পাওয়া যাবে যেটা অনন্ত জীবন দেবে?

বন্ধুরা, আপনারা অবশ্যই জানবেন যে বনি-ইসরাইলরা রুক্ষ পরিবেশে মান্না(রুটি) খাওয়ার প্রায় এক হাজার পাঁচশ বছর পরে আল্লাহ্ দুনিয়ার রক্ষাকর্তা, উদ্ধারকর্তা যিনি তাঁকে পাঠিয়েছিলেন। তিনিই সেই "খাবার" যা দুনিয়ার মানুষদেরকে গুনাহ্, মৃত্যু, বিচার আর দোজখ থেকে রক্ষার জন্য আল্লাহ্ দিয়েছেন। উদ্ধারকর্তা যখন দুনিয়াতে ছিলেন তখন তিনি নিজে কী বলেছিলেন, চলুন সেটি মনোযোগ দিয়ে শুনি এবং ভাবি। তিনি বলেছিলেন,

"আমি আপনাদের সত্যিই বলছি, যে কেউ আমার উপর ঈমান আনে সে তখনই আখেরী জীবন পায়। আমিই জীবন রুটি। আপনাদের পূর্বপুরুষেরা মরুভূমিতে মান্না খেয়েছিলেন আর তবুও তাঁরা মারা গেছেন। কিন্তু এ সেই রুটি যা বেহেশত থেকে নেমে এসেছে, যাতে মানুষ তা খেয়ে মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পায়। আমিই সেই জীবন্ত রুটি যা বেহেশত থেকে নেমে এসেছে। যে আমার কাছে আসে তার কখনও খিদে পাবে না। যে আমার উপর ঈমান আনে তার আর কখনও পিপাসাও পাবে না।"(ইউহোন্না ৬:৪৭-৫১, ৩৫)

প্রিয় বন্ধুরা, আমরা আজ এখানে থামব। আল্লাহ্ চাইলে, আমাদের পরবর্তী অনুষ্ঠানে আমরা দেখা শুরু করব আল্লাহ্ কীভাবে ইসরাইলদের দশটা বিশেষ হুকুম দিয়েছিলেন...

আল্লাহ্ আপনাদের রহমত দান করুন এবং উদ্ধারকর্তা যে কথাটি বলেছেন সেটি নিয়ে চিন্তা করুন,

"আমিই সেই জীবন রুটি। যে আমার কাছে আসে তার কখনও খিদে পাবে না। যে আমার উপর ঈমান আনে তার আর কখনও পিপাসাও পাবে না।"(ইউহোন্না ৬:৩৫)0

পাঠ নং ৩৬
ভয়ংকর তুর পাহাড়; হিজরত ১৯,২০

শ্রোতা বন্ধুরা, আপনাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।

আমরা আল্লাহ্‌র নামে আপনাদের শুক্রিয়া জানাই, যিনি শান্তির মালিক, যিনি চান সবাই তার প্রতিষ্ঠিত ধার্মিকতার পথকে বুঝুক আর নিজেদের সে পথে উতসর্গ করুক এবং তাঁর সাথে অনন্তকাল প্রকৃত শান্তিতে বাস করুক। আপনাদের "ধার্মিকতার পথ" অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনার জন্য আজ ফিরে আসতে সমর্থ হওয়ায় আমরা খুশী।

আমাদের গত পাঠে আমরা দেখেছিলাম আল্লাহ্ কীভাবে শুকনো মরুভূমিতে ইসরাইলের জাতিদের রক্ষা করেছিলেন, তাদেরকে আসমান থেকে খাবার দিয়েছিলেন যেন তারা ক্ষুধায় মারা না যায়। আমরা আরও দেখেছিলাম কীভাবে বনি-ইসরাইলরা আল্লাহ্‌কে বারবার প্ররোচিত করেছিল তাদের বিশ্বাসের এবং বিশ্বস্ততার অভাবের জন্য।

আজকে আমরা দেখতে যাচ্ছি আল্লাহ্ কীভাবে মরুভূমিতে ইসরাইলের লোকদের সামনে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং তাদেরকে তাঁর পাক বিধান দিয়েছিলেন। আমরা তৌরাত শরীফের হিজরত কিতাবের উনিশতম রুকু পড়ছিঃ "মিশর দেশ থেকে বের হয়ে আসবার পরে তৃতীয় মাসে বনি-ইসরাইলরা সিনাই মরুভূমিতে গিয়ে পৌঁছাল।"(হিজরত ১৯:১) মুসা এবং বনি-ইসরাইলরা এবার মরুভূমির মধ্য দিয়ে তাদের যাত্রার মাধ্যমে কোথায় আসল? তারা তুর পাহাড়ে আসল। আপনি কি স্মরণ করতে পারেন, যে ঝোপে আগুন ধরেছিল কিন্তু পোড়েনি সেই ঝোপের থেকে যখন আল্লাহ্ প্রথম মুসাকে ডেকে কথা বলেছিলেন তখন মুসা কোথায় ছিলেন? তিনিও সেই একই তুর পাহাড়ে ছিলেন। আপনার কি সেই গল্পটি মনে আছে? আমরা শুনেছিলাম কীভাবে আল্লাহ্ তুর পাহাড়ের উপর মুসার সাথে কথা বলেছিলেন,

"মিশর দেশে আমার লোকদের উপর যে জুলুম হচ্ছে তা আমার নজর এড়ায় নি। মিশরীয়দের হাত থেকে তাদের রক্ষা করার জন্য আমি নেমে এসেছি... কাজেই, তুমি এখন যাও। আমি তোমাকে ফেরাউনের কাছে পাঠাচ্ছি... আমি তোমার সঙ্গে থাকব। তুমি মিশর থেকে লোকদের বের করে আনবে আর তোমরা এই পাহাড়েই আমার এবাদত করবে। আমিই যে তোমাকে পাঠালাম এটাই হবে তোমার কাছে তার চিহ্ন।" (হিজরত ৩:৭,৮,১০,১২)

আল্লাহ্ মুসাকে যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা কি করেছিলেন? তিনি অবশ্যই করেছিলেন। আজকে তৌরাত শরীফের পাঠে মুসা কোথায় আছেন? আমরা মুসা আর ইসরাইলের লোকদের তুর পাহাড়ের ভিত্তিভূমিতে দেখতে পাই যেমনটি আল্লাহ্ মুসাকে চল্লিশ বছর আগে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যখন তিনি জলন্ত ঝোপ থেকে তাঁকে বলেছিলেন, "যখন তুমি মিশর থেকে লোকদের বের করে আনবে তখন তোমরা এই পাহাড়েই আমার এবাদত করবে।"

এখন পাঠ চালিয়ে নেয়া যাক এবং দেখা যাক আল্লাহ্ কীভাবে তুর পাহাড়ে মুসার সামনে পুনরাবির্ভুত হয়েছিলেন এবং ইসরাইলের সব লোকদের সাথে কথা বলেছিলেন। কিতাব বলেঃ

"এরপর মুসা পাহাড়ের উপর আল্লাহ কাছে উঠে গেলেন। সেই সময় মাবুদ পাহাড়ের উপর থেকে তাঁকে ডেকে বললেন, " তুমি ইয়াকুবের বংশধর বনি-ইসরাইলদের বলো যে , তারা নিজেরাই দেখেছে মিশরীয়দের দশা আমি কী করেছি। ঈগল পাখির ডানায় বয়ে নেবার মত করে আমি বনি-ইসরাইলদের নিজের কাছে নিয়ে এসেছি। সেইজন্য যদি তারা আমার সব কথা মেনে চলে এবং আমার ব্যবস্থা পালন করে তবে দুনিয়ার সব জাতির মধ্য থেকে তারাই হবে আমার নিজের বিশেষ সম্পত্তি, কারণ দুনিয়ার সব লোকই আমার অধিকারে। আমার এই লোকদের দিয়েই গড়া হবে আমার ইমামদের রাজ্য এবং এই জাতিই হবে আমার পবিত্র জাতি।

এই কথাগুলো তুমি বনি-ইসরাইলদের জানিয়ে দাও।" তখন মুসা নেমে এসে ইসরাইলীয় বৃদ্ধ নেতাদের ডেকে একত্র করলেন এবং মাবুদ তাঁকে যেসব কথা বলতে বলেছিলেন তা সবই তাঁদের বললেন। এই কথা শুনে সব লোক একসঙ্গে বলল, "মাবুদ যা বলেছেন আমরা তা সবই করব।"(হিজরত ১৯:৩-৮)

আপনারা কি শুনলেন বনি-ইসরাইলরা কীভাবে আল্লাহ্‌কে উত্তর দিয়েছিল? তারা বলেছিল, "মাবুদ যা বলেছেন আমরা তা সবই করব।" তারা যা বলেছিল তা কি সত্য? তারা কি আল্লাহ্‌র সব আদেশ পালন করেছিল? আল্লাহ্ ভালভাবে জানতেন তিনি যা তাঁদের আদেশ দিয়েছিলেন তাঁর সব কিছুই তারা পালন করতে পারবে না। আল্লাহ্ আসলে যা চেয়েছিলেন তা হল তারা যেন আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করার জন্য তাঁদের অক্ষমতাকে বুঝতে পারে, তাঁর সামনে তাঁদের গুনাহপূর্ণ অবস্থাকে স্বীকার করে এবং সেই মুক্তিদাতার দুনিয়াতে আগমনের সুসংবাদটি বিশ্বাস করে যিনি এই দুনিয়াতে এসে গুনাহকারীদের উদ্ধার করবেন। আল্লাহ্ তাঁদের পূর্বপুরুষ ইব্রাহিম, ইসহাক ও ইয়াকুবের গুনাহকে মাফ করে দিয়েছিলেন আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতির উপর তাঁদের বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে। আল্লাহ্ ইসরাইলের লোকদের শুধু বিশ্বাসের মাধ্যমের মাফ করতে চেয়েছিলেন। আল্লাহ্‌র মুক্তির উপায় সবসময়ই ছিল শুধু বিশ্বাস স্থাপনের মাধ্যমে- আল্লাহ্ ও তাঁর মুক্তির পরিকল্পনায় বিশ্বাস। কিতাব বলে, "শরীয়ত পালন করবার জন্য আল্লাহ্ কাউকে ধার্মিক বলে গ্রহণ করেন না কারণ যাকে ধার্মিক বলে গ্রহণ করা হয় সে ঈমানের মধ্য দিয়েই জীবন পাবে।"(গালাতীয় ৩:১১)

যা হোক, এই পর্যন্ত, ইসরাইলের লোকেরা আশা করেছিল যে তারা আল্লাহ্‌র সামনে তাঁদের নিজেদের প্রচেষ্টার মাধ্যমে ধার্মিকতা অর্জন করতে পারবে। তারা কি বোকা! তারা ভুলে গিয়েছিল যে তারা কতবার আল্লাহ্‌কে অসন্তুষ্ট করেছিল। তারা এরপরেও বুঝতে পারনি যে আল্লাহ্‌র কাছে তাঁদের গুনাহ কত বড় ছিল। তাঁদের চিন্তা মোতাবেক গুনাহ এমন কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ছিল না, কিন্তু যিনি তাঁদের বিচার করবেন সেই আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে গুনাহ ছিল একটা ভয়ানক ব্যাপার। আল্লাহ্ পাক এবং নির্ভুল। তিনি এমন কাজকে অনুমোদন দিতে পারেন না যা নিখুত নয়। যা হোক, এই পর্যন্ত, বনি-ইসরাইলরা সেটি বুঝতে পারেনি। এ কারণে তারা বলেছিল(বেয়াদবির সহিত) "মাবুদ যা বলেছেন আমরা তার সবই করব!" যা হোক, আল্লাহ্‌র একটা পরিকল্পনা ছিল যেটার মধ্য দিয়ে তিনি তাদের দেখিয়েছিলেন যে তারা "মাবুদ যা বলেছেল তার সব" করতে পারে না। এখন কিতাবের মাধ্যমে আমরা দেখি যে আল্লাহ্ কীভাবে তুর পাহাড়ে নেমে এসেছিলেন, তাঁর মহিমা আর পাক-পবিত্রতা প্রকাশ করেছিলেন, এবং ইসরাইলের জাতিদের কাছে দশটি বিশেষ হুকুম দিয়েছিলেনঃ

"এবং মাবুদ মুসাকে বললেন, "লোকদের কাছে যাও...[এবং তাদেরকে বলো যে তিনদিনের মধ্যে] মাবুদ সমস্ত লোকদের সামনে তুর পাহাড়ে নেমে আসবেন। লোকদের জন্য তুমি পাহাড়ের চারদিকে একটা সীমানা ঠিক করে দিবে এবং তাঁদের সাবধান করে দিয়ে বলবে, যেন তারা পাহাড়ের উপর না আসে কিংবা পাহাড়ের গায়ে হাত না দেয়। যে ওই পাহাড় ছোঁবে তাকে নিশ্চয় হত্যা করা হবে। তবে তার গায়ে হাত না দিয়ে তাকে পাথর মেরে কিংবা তীর দিয়ে হত্যা করতে হবে। মানুষ হোক বা পশু হোক তাকে আর বেঁচে থাকতে দেয়া হবে না... " তৃতীয় দিনের সকালবেলা মেঘের গর্জন হতে লাগল এবং বিদ্যুৎ চমকাতে থাকল আর পাহাড়ের উপরে একখণ্ড ঘন মেঘ দেখা দিল। এছাড়া খুব জোরে জোরে শিংগার আওয়াজ হতে লাগল। এই সব দেখেশুনে ছাউনির মধ্যকার সমস্ত লোক কেঁপে উঠল। তখন আল্লাহ্‌র সামনে যাবার জন্য মুসা ছাউনি থেকে লোকদের বের করে নিয়ে গেলেন। লোকেরা পাহাড়ের নিচে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর তুর পাহাড়টা ধোঁয়ায় ঢেকে গেল, কারণ মাবুদ পাহাড়ের উপর আগুনের মধ্যে নেমে আসলেন। চুলা থেকে যেমন করে ধোঁয়া উঠে ঠিক সেইভাবে ধোঁয়া উঠতে লাগল আর গোটা পাহারটা ভীষণভাবে কাঁপতে লাগল। শিংগার আওয়াজ আরও জোরে জোরে হতে লাগল। মাবুদ তুর পাহাড়ের চূড়ায় নেমে আসলেন...

পাঠ নং ৩৬

ভয়ংকর তুর পাহাড়; হিজরত ১৯,২০

এবং আল্লাহ্ বললেন, "হে বনি-ইসরাইলরা, আমি আল্লাহ্ই তোমাদের মাবুদ। মিশর দেশের গোলামী থেকে আমিই তোমাদের বের করে এনেছি।(হিজরত ২০:১,২)

১) আমার জায়গায় কোন দেবতাকে দাঁড় করাবে না।(আয়াত ৩)

২) পূজার উদ্দেশ্যে তোমরা কোন মূর্তি তৈরি করবে না...কারণ কেবলমাত্র আমি আল্লাহ্ই তোমাদের মাবুদ।(আয়াত ৪,৫)

৩) কোন বাজে উদ্দেশ্যে তোমরা তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌র নাম নেবে না। যে তা করবে তাকে মাবুদ শাস্তি দেবেন।(আয়াত ৭)

৪) বিশ্রামবার পবিত্র করে রাখবে এবং তা পালন করবে।(আয়াত ৮)

৫) তোমাদের পিতা-মাতাকে সম্মান করে চলবে।(আয়াত ১২)

৬) খুন করো না।(আয়াত ১৩)

৭) জেনা করো না।(আয়াত ১৪)

৮) চুরি করো না।(আয়াত ১৫)

৯) কারও বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষী দিয়ও না।(আয়াত ১৬)

১০) অন্যের ঘর-দুয়ার, স্ত্রী, গোলাম ও বান্দী, গরু-গাধা কিংবা আর কিছুর উপর লোভ করো না।(আয়াত ১৭)

"বনি-ইসরাইলরা যখন বিদ্যুৎ চমকাতে এবং পাহাড় থেকে ধূমা উঠতে দেখল আর মেঘের গর্জন ও শিংগার আওয়াজ শুনল তখন তারা দূরে দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগল। তারা মূসাকে বলল, "আপনি আমাদের সঙ্গে কথা বলুন, আমরা শুনব; কিন্তু আল্লাহ্ যদি আমাদের সঙ্গে কথা বলেন তবে আমরা মারা পড়ব।" তখন মুসা লোকদের বললেন, "তোমরা ভয় করো না। আল্লাহ্ তোমাদের পরীক্ষার মধ্যে ফেলেছেন যাতে তোমাদের মনে ভয়ের ভাব থাকে এবং তার ফলে তোমরা গুনাহ না করো। সেইজন্যই তিনি এসেছেন।" লোকেরা দূরে দাঁড়িয়ে রইল... (হিজরত ২০:১৮-২১)

কিতাবের মধ্যে আজকে আমরা এখানেই থামব। আল্লাহ্ চাইলে, পরবর্তী অনুষ্ঠানে আল্লাহ্ তুর পাহাড়ে বনি-ইসরাইলদের যে দশটি বিশেষ হুকুম দিয়েছেন সেগুলোর প্রত্যেকটি দেখব। আজকে আপনাদের বিদায় দেওয়ার আগে, আমরা মাত্র যা জেনেছি তার মাধ্যমে আল্লাহ্ আমাদের কিছু বিষয় শিখাতে চান। যে বিষয়টি আমাদের অবশ্যই বোঝা উচিত সেটি হলঃ আল্লাহ্ পবিত্র এবং আমরা আমাদের নিজেদের প্রচেষ্টার মাধ্যমে কখনও আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য পাব না। কিতাব শিক্ষা দেয় যে "সব মানুষ ঘাসের মত" (১ পিতর ১:২৪) এবং "আল্লাহ্ ধ্বংসকারী আগুনের মত।"(ইবরানী ১২:২৯) আমরা সবাই জানি সে ঘাসের কী হয় যে ঘাস বনের আগুনের ভিতর পড়ে।

আজকে আমাদের পাঠের শুরুতে আমরা শুনেছিলাম বনি-ইসরাইলরা কীভাবে মুসাকে বলেছিল, "মাবুদ যা বলেছেন আমরা তার সবই করব।" তারা সেটি বলেছিল কারণ তারা আল্লাহ্‌র বিশুদ্ধতা বুঝতে পারেনি। তারা কোনভাবে ভেবেছিল তারা তাঁদের প্রচেষ্টার মাধ্যমে আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করতে পারবে। যা হোক, তুর পাহাড়ে আল্লাহ্ তাদের সামনে উপস্থিত হওয়ার পর তাদের ধারণা আমূল বদলে গেল। যখন বনি-ইসরাইলরা বিদ্যুৎ চমকাতে, বজ্রপাত হতে এবং পর্বত ধোঁয়ায় ভরে যেতে দেখল এবং মাবুদের কণ্ঠস্বরকে দশটি বিশেষ হুকুমের সহিত প্রতিধ্বনিত হতে শুনল "তারা ভয়ে কেঁপে উঠল। তারা দূরে দাঁড়িয়ে রইল এবং মুসাকে বলল, "আপনি আমাদের সঙ্গে কথা বলুন, আমরা শুনব; কিন্তু আল্লাহ্ যদি আমাদের সঙ্গে কথা বলেন তবে আমরা মারা পড়ব।" "

পাঠ নং ৩৬

ভয়ংকর তুর পাহাড়; হিজরত ১৯,২০

এভাবে ইসরাইলের লোকেরা আল্লাহ্‌র সর্বোচ্চ মহিমাকে এবং তাঁর সান্নিধ্য পাওয়ার জন্য তাদের চরম সামর্থহীনতাকে বুঝতে পারল। তুর পাহাড়ের ভিত্তিভূমিতে তারা কিতাবের সত্যতা সম্পর্কে সাবধান হল, "সব মানুষ ঘাসের মত" এবং "আল্লাহ্ ধ্বংসকারী আগুনের মত।"(১ পিতর ১:২৪; ইবরানী ১২:২৯) আল্লাহ্ পাকের উপস্থিতিতে বনি-ইসরাইলরা কি সততার সাথে বলতে পেরেছিল , "কোন সমস্যা নেই! মাবুদ যা বলেছেন আমরা তার সবই করব"? না, তারা পারে নি। এরপর বনি-ইসরাইলরা বুঝতে পারল যে তাদের একটি সমস্যা আছে, খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি সমস্যা। তারা আল্লাহ্‌র পবিত্রতা এবং তার হুকুমগুলোর প্রখরতা অনুভব করতে পারল। তারা তাদের নিজেদের অপবিত্রতা এবং আল্লাহ্‌র নিখুঁত শরীয়ত মেনে চলার জন্য তাদের অক্ষমতাকেও অনুধাবন করতে পারল। বনের আগুনের ভিতর তারা নিজেদের শুকনো ঘাসের মত অনুভব করল।

আপনার কী অবস্থা? আপনি কি আল্লাহ্‌র পবিত্রতাকে বুঝতে পারেন? আপনি দেখতে পান যে আল্লাহ্‌র শরীয়ত ধার্মিকতার এবং নিখুঁত? আপনি কি অনুধাবন করেন যে আপনার হৃদয় আর কাজ আল্লাহ্‌র কাছে ধার্মিকতাহীন আর ত্রুটিপূর্ণ? নাকি আপনি বনি-ইসরাইলদের মত যারা ভেবেছিল, "কোন সমস্যা নেই! মাবুদ যা বলেছেন আমরা তার সবই করব। আমরা আমাদের ভাল কাজের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র কাছে যাব!" সত্যিকারঅর্থে, এরকম ভাবনা আর আল্লাহ্‌র ভাবনা এক নয়। যারা কলুষিত আর গুনাহের অপরাধে অপরাধী তারা কি নিষ্কলুষ আর পাক কারও সাথে বসবাস করতে পারে? না, পারে না। আল্লাহ্ কি অর্ধেক ভাল আর অর্ধেক খারাপ এমন কিছুকে অনুমোদন দিতে পারেন? না, পারেন না আর তিনি দিবেনও না! আল্লাহ্ পবিত্র আর যা কিছু অপবিত্র সেগুলো তিনি সহ্য করতে পারেন না। তিনি নিখুঁত হওয়া দাবি করেন। আপনি কি সে ব্যাপারটি বোঝেন? নাকি আপনি আশা করেন শেষ বিচারের দিন আপনার "ভাল কাজগুলো" কোনভাবে আপনার খারাপ কাজগুলো মুছে দেবে? সেরকম যদি হত তবে আল্লাহ্ ন্যায়বিচারক হতেন না। বিশ্লেষণ করে বললে বলা যায়, সেই বিচারক সম্পর্কে আমরা কী ভাবব যে একজন হত্যাকারীকে বলে, "তুমি হত্যার অপরাধে অপরাধী, যা হোক, অতীতে যেসব ভাল কাজ তুমি করেছ সেগুলোর জন্য আমি তোমাকে শাস্তি দিব না। তুমি যেতে পারো।" যে বিচারক এই কাজ করল তার সম্বন্ধে আমরা কি বলতাম? আমরা তাকে একজন ধার্মিকতাহীন, অন্যায্য বিচারক হিসেবে সাব্যস্ত করতাম।

বন্ধুগণ, আল্লাহ্ একজন ন্যায়বিচারক। তিনি গুনাহকে পাশ কাটিয়ে যেতে পারেন না। আল্লাহ্ মাবুদ যিনি দুনিয়ার বিচার করবেন শুধু সেটিই করতে পারেন যেটি ন্যায্য। আল্লাহ্‌র ন্যায্যতা গুনাহর মুল্য দাবি করে। এবং সেই মূল্য হল মৃত্যু এবং আল্লাহ্‌র সাথে চিরদিনের জন্য বিচ্ছেদ। আমাদের করা ভাল কাজগুলো আমাদের গুনাহর ঋণকে বাতিল করতে পারে না। আমাদের ভাল কাজের সম্পর্কে কিতাব বলে, "আমরা প্রত্যেকে নাপাক লোকের মত হয়েছি আর আমাদের সব সৎ কাজ নোংরা কাপড়ের মত।"(ইশাইয়া ৬৪:৬) আল্লাহ্ ধ্বংসকারী আগুনের মত এবং আদমের সন্তানদের ভাল কাজগুলো শুকনো ঘাসের মত। আমাদের নিজেদের ধার্মিকতা দিয়ে আমরা আল্লাহ্‌র পবিত্র বিচারের অগ্নিশিখার সামনে দাঁড়াতে পারি না।

বনি-ইসরাইলরা কি তুর পাহাড়ে আল্লাহ্‌র যে আগুন নেমে এসেছিল তার কাছে যাওয়ার সাহস করেছিল? তারা কি পর্বত বেয়ে আল্লাহ্ যেখানে ছিল সেখানে গিয়েছিল? যে পর্বতে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল আর আলোর ঝলকানি হচ্ছিল, চুলার ধোয়ার মত করে ধোঁয়ায় ভরে গিয়েছিল যে পর্বত তারা কি সেই পর্বতের কাছে যেতে যথেষ্ট সংকল্পবদ্ধ ছিল? না! তারা সেখানে যায় নি। তারা দূরে দাঁড়িয়েছিল আর কাঁপছিল। তাদের মধ্যে একজনও পর্বতের কাছে যাওয়ার সাহস করেনি কারণ তারা আল্লাহ্ মাবুদের পবিত্রতা ও অসাধারণ শক্তির কাছে ভয় অনুভব করেছিল। কিন্তু সেই ভয় তাদের জন্য ভাল ছিল কারণ আল্লাহ্‌র কালাম বলে, "মাবুদের প্রতি ভয় হল জ্ঞানের ভিত্তি।"(মেসাল ১:৭)

বন্ধুগণ, আজকে আমাদের সময় শেষ। যা হোক, আমরা মাত্র যা শুনেছি এবং দেখেছি সেগুলো মনে

রাখতে আমরা আপনাদের উৎসাহিত করিঃ যে আল্লাহ্ পবিত্র এবং তিনি অবশ্যই তার পবিত্রতার মানদন্ডে মানুষকে বিচার করবেন। আল্লাহ্ পবিত্র এবং তিনি গুনাহকে উপেক্ষা করতে পারেন না। আল্লাহ্ পবিত্র এবং আমরা আমাদের নিজেদের প্রচেষ্টার মাধ্যমে তাঁর সান্নিধ্যে যেতে পারি না।

আমাদের পরবর্তী পাঠে, আল্লাহ্ চাইলে, তুর পাহাড়ের উপর যে দশটি বিশেষ হুকুম আল্লাহ্ বনি-ইসরাইলদের দিয়েছেন সেগুলোকে ব্যাখ্যা করব। শোনার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ...

আল্লাহ্ আপনাদের রহমত দিন এবং তাঁর কালাম থেকে এই মৌলিক সত্যটি নিয়ে ভাবার জন্য নির্দেশনা দান করুনঃ

“মাবুদের প্রতি ভয় হল জ্ঞানের ভিত্তি!”(মেসাল ১:৭)

পাঠ নং ৩৭

দশটি পবিত্র হুকুম; হিজরত ২০

শ্রোতা বন্ধুরা, আপনাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।

আমরা আল্লাহ্‌র নামে আপনাদের শুক্রিয়া জানাই, যিনি শান্তির মালিক, যিনি চান সবাই তার প্রতিষ্ঠিত ধার্মিকতার পথকে বুঝুক আর নিজেদের সে পথে উতসর্গ করুক এবং তাঁর সাথে অনন্তকাল প্রকৃত শান্তিতে বাস করুক। আপনাদের "ধার্মিকতার পথ" অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনার জন্য আজ ফিরে আসতে সমর্থ হওয়ায় আমরা খুশী।

আমাদের শেষ পাঠে আমরা দেখেছিলাম কীভাবে পুরো তুর পাহাড় ধোঁয়ায় ভরে গিয়েছিল কারণ মাবুদ আল্লাহ্‌ ইসরাইলের সন্তানদের তাঁর দশটি হুকুম দেয়ার জন্য আগুন, বজ্রপাত, শিংগারের আওয়াজের ভিতর সেই পর্বতের উপর নেমে এসেছিলেন। আল্লাহ্‌ বনি-ইসরাইলদের সতর্ক করে দিয়েছিলেন যেন তিনি যেখানে আছেন পর্বতের সেই স্থানটি তারা স্পর্শ না করে অন্যথায় তারা মারা যাবে। আল্লাহ্‌ কতটা পবিত্র তিনি শুধু সেটাই তাদের শিখাতে চেয়েছিলেন।

আজকে আমাদের পরিকল্পনা হল দশটি বিশেষ হুকুমকে আরও গভীরভাবে দেখা এবং আমাদের জীবনের সাথে সেগুলোকে তুলনা করা যাতে আমরা জানতে পারি আল্লাহ্‌ পাকের সামনে আমরা কী অবস্থা নিয়ে দাঁড়াই। আমরা তৌরাত শরীফের হিজরত কিতাবের বিশতম রুকু পড়ছি। তুর পাহাড়ে আগুন আর ধোঁয়ার মধ্যে আল্লাহ্‌ নেমে আসার পর তিনি এই কথাগুলো বলেছিলেন, "আমি আল্লাহ্‌ই তোমাদের মাবুদ। মিশর দেশের গোলামী থেকে আমিই তোমাদের বের করে এনেছি।"(হিজরত ২০:১,২)

১) "আমার জায়গায় কোন দেবতাকে দাঁড় করাবে না।"(হিজরত ২০:৩) এটা হল প্রথম হুকুম। আল্লাহ্‌ মাবুদ বলেছিলেন, "আমার জায়গায় কোন দেবতাকে দাঁড় করাবে না।" কেবল তিনিই আমাদের আল্লাহ্‌ হবেন। তিনি তাঁর মহিমাকে অন্য কারও সাথে ভাগাভাগি করবেন না। সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌ই একমাত্র যাকে আমরা এবাদত করব। যা হোক, আমরা এই দেশে এবং পুরো দুনিয়াতে যা দেখি তা বেশ আলাদা। যেখানে কেবল আল্লাহ্‌ই উপযুক্ত সেখানে মানুষ অন্য কারও প্রশংসা করে। কেবল তাঁর নামই পবিত্র আর অসাধারণ। কেবল তিনিই আমাদের পূর্ণ ভক্তি আর আস্থার যোগ্য। তারপরেও মানুষের যখন কোন সমস্যা হয় অথবা কোন প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয় তারা প্রথম চিন্তায়, যে আল্লাহ্‌ সবকিছু সৃষ্টি করেছেন এবং যে কোন কিছুই করতে পারেন, তাঁর কাছে গিয়ে প্রার্থনা করে না। এর পরিবর্তে তারা তাদের মত অন্য মানুষদের উপর তাদের আশা রাখে এবং যে জায়গা কেবল আল্লাহ্‌কে দেয়ার কথা সেই জায়গাটি তাদের দেয়। যারা সেটি করে তাদের আরেকজন আল্লাহ্‌ আছে। আর আরেকজন আল্লাহ্‌ থাকা গুনাহ।

২) দ্বিতীয় হুকুমে আল্লাহ্‌ বলেছিলেন, "পূজার উদ্দেশ্যে তোমরা কোন মূর্তি তৈরি করবে না। তোমরা তাদের পূজাও করবে না, তাদের সেবাও করবে না, কারণ কেবলমাত্র আমি আল্লাহ্‌ই তোমাদের মাবুদ। আমার পাওনা এবাদত আমি চাই।"(হিজরত ২০:৪,৫) এই হুকুমে আল্লাহ্‌ আমাদেরকে মূর্তি থেকে দূরে থাকতে বলেন। মূর্তি বিষয়টি শুধু প্রস্তরে খোদাই করা প্রতিমূর্তি যেগুলোকে কোন নির্দিষ্ট স্থানে বা বাড়ির ভিতর যথাযোগ্য স্থানে রেখে এবাদত করা হয় এমন বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। মূর্তি বলতে আমাদের এবং আল্লাহ্‌র মাঝখানে আসা যে কোন কিছুকে বোঝায়। কিছু মানুষের কাছে ফুটবল খেলা হল তাদের আল্লাহ্‌, কারণ ফুটবল তাদের কাছে আল্লাহ্‌র থেকেও গুরুত্বপূর্ণ কিছু। আবার অন্য কারও কাছে টেলিভিশন তাদের আর আল্লাহ্‌র মাঝখানে এসে হাজির হয়। তারা আল্লাহ্‌র কালামকে বোঝার ব্যাপারে গুরুত্ব দেয় না; তাদের টেলিভিশন দেখা ছাড়া অন্য কিছুর জন্য সময় নেই। আপনার জানেন, অন্য আরও মানুষ আছে যারা জাদুমন্ত্রের বলে আল্লাহ্‌র সম্পর্কে ধারণা আরোপ করে যে তিনি মানুষের জন্য যথেষ্ট নন। অনেকের ক্ষেত্রে তাদের সম্পদ আল্লাহ্‌র স্থান দখল করে নেয়। তাদের জীবনের প্রথম স্থানে আল্লাহ্‌ নেই, আছে টাকা। আরও টাকা পাওয়ার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট যা অসন্তুষ্টির কারণ সেরকম বিষয়ে তারা নিজেদের অন্তর্ভুক্ত করে। এরকম মানুষের কাছে টাকাই তাদের আল্লাহ্‌। আল্লাহ্‌র স্থানকে দখল করে নেয় এরকম যে কোন কিছুই মূর্তির সমার্থক।

পাঠ নং ৩৭

দশটি পবিত্র হুকুম; হিজরত ২০

৩) তৃতীয় হুকুমে আল্লাহ্‌ বলেছিলেন, “কোন বাজে উদ্দেশ্যে তোমরা তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌র নাম নেবে না। যে তা করবে তাকে মাবুদ শাস্তি দেবেন।”(হিজরত ২০:৭) সত্যিকারঅর্থে, আল্লাহ্‌ চান না আমরা যেন তাঁর পবিত্র নাম উদ্দেশ্যহীনভাবে ব্যবহার করি। যা হোক, প্রতিদিনই আপনি কাউকে না কাউকে অন্য আরেকজনকে প্রতিশ্রুতি দিতে শুনবেন এই বলে, “আল্লাহ্‌ চাইলে আমি এটা করব অথবা ওটা করব অথবা আমি এরকম আর ওরকম জায়গায় যাব,” যদিও তার মনে সেরকম কিছু করার কোন উদ্দেশ্য নেই। আল্লাহ্‌র ইচ্ছা তাঁর মনের থেকে সবচেয়ে দূরবর্তী বিষয়। সে অন্যকে তার মিথ্যা বিশ্বাস করানোর জন্য শুধু আল্লাহ্‌ নাম ব্যবহার করে। এটা গুনাহ। অন্যরা বলে, “আল্লাহ্‌র কসম আমি এটা করিনি!” যদিও তারা খুব ভাল করে জানে তারা সেটি করেছে, কিন্তু তারা শুধু মিথ্যা বলছে। এগুলো হল আল্লাহ্‌র নামের অপব্যবহার। আল্লাহ্‌র কালাম বলে, “তোমাদের কথার ‘হ্যাঁ’ যেন ‘হ্যাঁ’ আর ‘না’ যেন ‘না’ হয়; এর বেশি যা, তা ইবলিশের কাছ থেকে আসে।”(মথি ৫:৩৭)

৪) চতুর্থ হুকুমে আল্লাহ্‌ ইসরাইলের সন্তানদের বললেন, “বিশ্রামবার পবিত্র রাখবে এবং তা পালন করবে। সপ্তাহর ছয় দিন তোমরা পরিশ্রম করবে এবং তোমাদের সমস্ত কাজ করবে...মাবুদ ছয় দিনে আসমান, জমিন, সমুদ্র এবং সেগুলোর মধ্যকার সব কিছু তৈরি করেছিলেন কিন্তু সপ্তম দিনে সেই কাজ আর করেননি।”(হিজরত ২০:৮,৯,১১) এর মধ্যে আমরা দেখতে পাই যে আল্লাহ্‌ চেয়েছি ইসরাইলের সন্তানরা যাতে তাঁকে সম্মানের উদ্দেশে প্রতি সপ্তম দিনে বিশ্রাম করে।

৫) পঞ্চম যে হুকুমটি আল্লাহ্‌ দিয়েছিলেন সেখানে তিনি বলেন, “তোমাদের পিতামাতাকে সম্মান করে চলবে। তাতে তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌র দেওয়া দেশে তোমরা অনেক দিন বেঁচে থাকবে।”(হিজরত ২০:১২) এখানে আমরা দেখতে পাই যে আমাদের পিতামাতারা খুবই বিশেষভাবে সম্মানের যোগ্য দুইজন মানুষ। তাদের যে সম্মান প্রাপ্য তা আমাদের তাদেরকে দেয়া উচিত। যা হোক, এটা আমাদের প্রজন্মের মধ্যে আমরা দেখতে পাই না। আমরা আজকাল দেখি পিতামাতারা যখন সন্তানদের সাথে কথা বলে তখন তারাও পিতামাতাদের মুখে মুখে কথা বলে আর তাদের কথাকে অবজ্ঞা করে পিছন ঘুরে চলে যায়। তারা তাদের পিতামাতাকে সম্মান করে না। তারা শুধু তাদেরকে বিরক্ত করে। যা হোক, এটা সেই ধরনের জীবনযাপন নয় যা আমরা পঞ্চম হুকুম থেকে শিখি। সন্তানদের জন্য আল্লাহ্‌র চাওয়া হল তারা তাদের পিতামাতাকে ভালবাসবে, সম্মান করবে এবং সবকিছুতে তাদের বাধ্য থাকবে যাতে আল্লাহ্‌ সন্তুষ্ট হন আর তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হয়।

৬) ষষ্ঠ হুকুমে আল্লাহ্‌ বলেছিলেন, “খুন করো না।”(হিজরত ২০:১৩) এখানে আল্লাহ্‌ বলেনঃ যে মানুষ খুন করে সে আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে গুনাহ করে, কারণ আল্লাহ্‌ একমাত্র যিনি প্রত্যেক মানুষকে তাঁর জীবন ও আত্মা দিয়েছেন। মানুষকে খুন করা মানে আল্লাহ্‌কে ঘৃণা করা কারণ আল্লাহ্‌ নিজের মত করে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্‌র কালাম আমাদের আরও দেখায় যে খুন করা শুধু একজন মানুষকে খুন করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় কারণ কিতাব বলে, “ভাইকে যে ঘৃণা করে সে খুনী।”(১ ইউহোন্না ৩:১৫) অনেকেই যে বিষয়টি এড়িয়ে যায় সেটি হল, একজন ব্যক্তি কী করেছে শুধু সেটির উপর ভিত্তি করেই আল্লাহ্‌ কাউকে বিচার করেন না, একজনের মনের উদ্দেশ্য কী সেটার উপর ভিত্তি করেও করেন। আল্লাহ্‌ যেহেতু মনের ভিতরেও দেখতে পান, তাঁর দৃষ্টিতে ঘৃণা আর হত্যা সমানভাবে গুনাহের কাজ।

৭) সপ্তম হুকুমে আল্লাহ্‌ বলেছিলেন, “জেনা করো না।”(হিজরত ২০:১৪) বিয়ে আল্লাহ্‌ প্রদত্ত একটি চমৎকার উপহার। আল্লাহ্‌ জানেন কোনটা আমাদের জন্য সবচেয়ে ভাল, এ কারণে একজন পুরুষকে বিয়ের জন্য একজন স্ত্রীর দেওয়ার পর তিনি চান পুরুষটি যেন শুধু তার স্ত্রীর কাছেই অনুগত থাকেন এবং অন্য কোন স্ত্রীলোকের প্রতি কামনাকে প্রত্যাখ্যান করেন। আল্লাহ্‌র কালাম বলে যে, “স্বামী যেমন নিজের শরীরকে মহব্বত করে ঠিক সেইভাবে নিজের স্ত্রীকেও তার মহব্বত করা উচিত।”(ইফিষীয় ৫:২৮) এবং “যে কেউ

জেনার দোষ ছাড়া অন্য কোন কারণে স্ত্রীকে তালাক দিয়ে অন্যকে বিয়ে করে সে জেনা করে।”(মথি ১৯:৯) যখন মানুষ আল্লাহ্‌র আইন মান্য করে না এবং তাদের জন্য যা নিষেধ তাই করে, তখন তাদের কাজের ফল তাদের শরীরের মধ্য দিয়ে যায়। এ কারণে যারা আল্লাহ্‌র নির্দেশিত বিধানের বরখেলাপ করে বিয়ের বাইরে অন্য কারো সাথে যৌন সংসর্গে লিপ্ত হয় তাদের বিভিন্ন মরণঘাতি রোগ হয়। আপনাদের আরেকটি বিষয় জানা উচিতঃ জেনা শুধু আমরা শরীর দিয়ে কী করি তার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, আমাদের মনের ভিতর কী আছে সেটাও এর অন্তর্ভুক্ত। এ বিষয়ে কিতাব বলে, “যে কেউ কোন স্ত্রীলোকের দিকে কামনার চোখে তাকায় সে তখনই মনে মনে তার সঙ্গে জেনা করল।”(মথি ৫:২৮)

৮) অষ্টম হুকুমে আল্লাহ্‌ বলেছিলেন, “চুরি করো না।”(হিজরত ২০:১৫) এই হুকুমটি পরিষ্কার। যা হোক, আপনাদের আরও জানা উচিত যে আল্লাহ্‌ যিনি আমাদের বিচার করবেন, তাঁর দৃষ্টিতে চুরি বলতে শুধু কারও টাকা নিয়ে নেওয়া বা যে জিনিসটি আপনার নয় সেটি নিয়ে নেওয়া বোঝায় না। এমনকি আপনি কারো জিনিস না নিলেও যদি জিনিসটি শুধু নেয়া ইচ্ছা পোষন করেন তাহলেই আপনি আপনার মনের ভিতর চোর। আল্লাহ্‌ মনের ভিতর দেখে। চুরির অনেক দিক আছে। উদাহরণসরূপ বলা যায়, যদি আপনার নিয়োগদাতা আপনাকে একটি চাকরি দেয় এবং সেই চাকরি করার জন্য আপনাকে বেতন দেয় এবং বিশ্বাস করে যে আপনি ঠিকমত কাজ করেন কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় আপনি শুধু সময় নষ্ট করছেন, তার মানে আপনি চুরি করছেন। হ্যাঁ, আপনি আপনার নিয়োগকর্তার লাভ হওয়া থেকে চুরি করছেন। এবং চুরি আর অন্য সব গুনাহের শাস্তি কী? মৃত্যুবরণ করা এবং আগুনের দোযখে প্রবেশ করা যে আগুন কখনও নিভে না।

৯) নবম হুকুম বলে, “কারো বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষী দিও না।”(হিজরত ২০:১৬) এটাও খুব ভালভাবে পরিষ্কার। আল্লাহ্‌ মাবুদ হল সত্যের আল্লাহ্‌ এবং তাঁর সাথে মিথ্যার কোন সম্পর্ক নেই। মানুষ মনে করে সমস্যা এড়ানোর জন্য আর শান্তি বজায় রাখার জন্য ছোটখাটো মিথ্যা বলা জায়েজ। কিন্তু সত্যের আল্লাহ্‌র কাছে কোন “ছোট মিথ্যা” নেই। আল্লাহ্‌ বলেনঃ “যারা মিথ্যা বলে তারা সবাই ইবলিশের বৈশিষ্ট্য বহনকারী, “ইবলিশই আপনাদের পিতা আর আপনারা তারই সন্তান।”(ইউহোন্না ৮:৪৪) ইবলিশ আমাদের পূর্বপুরুষ আদম ও হাওয়ার সাথে মিথ্যা বলেছিল এবং সে মানুষকে এখনো তার মিথ্যার মাধ্যমে ধোঁকা দিয়ে যাচ্ছে! তাই যে মিথ্যা বলে সে ইবলিশের মত।

১০) দশম হুকুমে আল্লাহ্‌ বলেন, “অন্যের ঘর-দুয়ার, স্ত্রী, গোলাম ও বান্দী, গরু-গাধা কিংবা আর কিছুর উপর লোভ করো না।”(হিজরত ২০:১৭) এই হুকুমটি আমাদেরকে পরিষ্কারভাবে দেখায় যে আল্লাহ্‌ জানেন মানুষের মন কতটা পাপাসক্ত আর কূটবুদ্ধি সম্পন্ন। লালসা আর লোভ আদমের সন্তানদের মনে খুঁজে পাওয়া যায়। আমাদের পাপাসক্ত মন অন্যের স্ত্রীর দিকে আমাদের লালসার বোধ জাগায় এবং সেটি সেসব জিনিসের দিকে আমাদের লোভের দৃষ্টি নিবদ্ধ করে যা আমাদের নেই। এটা গুনাহ কারণ আল্লাহ্‌র কালাম বলে, “দুনিয়াতে আমরা তো কিছুই সঙ্গে নিয়ে আসি নি আর দুনিয়া থেকে কিছুই সঙ্গে নিয়ে যেতে পারব না। তবে খাবার ও কাপড় থাকলেই আমরা সন্তুষ্ট থাকব।”(১ তীমথিয় ৬:৭,৮)

এগুলোই হল সেই দশটি বিশেষ হুকুম যা আল্লাহ্‌ মুসা আর ইসরাইলের সন্তানদের উপর ন্যস্ত করেছিলেন।

আমাদের আজকের পাঠের সারমর্ম কিভাবে হওয়া উচিত? সম্ভবত একটি প্রশ্ন দিয়ে। এটি হল প্রশ্নটি যার উত্তর আমাদের সকলের অবশ্যই দিতে হবেঃ “আমি কি দশটি হুকুমের সবগুলো মেনে চলেছি?” আপনারা ইতিমধ্যে জেনে থাকতে পারেন যে কখন পবিত্র উদ্ধারকর্তা দুনিয়াতে এসেছেন, তিনি দুইটি বাক্যে দশটি বিশেষ হুকুমের সারমর্ম করেছেনঃ

১) “তোমরা প্রত্যেকে তোমাদের সমস্ত দিল, সমস্ত প্রাণ ও সমস্ত মন দিয়ে তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌কে মোহাব্বত করবে! এবং,

২) তোমাদের প্রতিবেশীকে নিজের মত মহব্বত করবে।" সমস্ত তৌরাত শরীফ এবং নবীদের সমস্ত কিতাবেই দুটি হুকুমের উপরই ভরসা করে আছে।"(মথি ২২:৩৭,৩৯,৪০)

এখন, আপনি যদি জানার জন্য আপনার নিজেকে পরীক্ষা করে দেখতে চান, যে দশটি হুকুম আল্লাহ্ মুসাকে দিয়েছিলেন সেগুলো আপনি মেনে চলেছেন কিনা, তাহলে নিজেকে দুইটি প্রশ্ন করুনঃ

প্রথমতঃ আল্লাহ্‌র সাথে আমার সম্পর্কটি কেমন? আমি কি আমার সমস্ত মন দিয়ে আল্লাহ্‌কে মহব্বত করি?

দ্বিতীয়তঃ মানুষের সাথে আমার সম্পর্ক কেমন? আমি নিজেকে যেমন মহব্বত করি, প্রতিবেশীদেরকেও কি তেমন করি?

আল্লাহ্‌র সাথে আপনার সম্পর্কটি কেমন? আপনার মনকে সৎভাবে উত্তর দিতে দিন। আপনি কি আপনার সমস্ত মন দিয়ে তাকে মহব্বত করেন? আপনি কি আপনার সমস্ত দিল দিয়ে তাকে মহব্বত করেন? আপনার জীবনে আল্লাহ্ এবং তার কালামের অবস্থান কি সবার আগে?

মানুষের সাথে আপনার সম্পর্ক কেমন? আপনি কি নিজের মত করেই প্রতিবেশিদের মহব্বত করেন? আপনি কি সবকিছুতে নিজের আগে অন্যদের কথা ভাবেন? আপনি নিজের প্রতি যেমন যত্নবান সহকর্মীদের প্রতিও কি সেরকম যত্নবান? অন্যরা আপনার জন্য যা করবে বলে চান আপনি কি তাদের জন্য সেগুলো করেন?

আপনি কি এই সব প্রশ্নগুলোর উত্তর "হ্যাঁ" দিতে না পারেন, তবে জানুন, আল্লাহ্‌র কাছে আপনি একজন গুনাহকারী। নিজের চেষ্টার দ্বারা আপনি আল্লাহ্‌র ন্যায়বিচারের অভিশাপ ছাড়া আর কোন কিছু পাওয়ার আশা করতে পারেন না। কিতাব বলেঃ "জ্বলন্ত আগুন আর গন্ধকের হ্রদের মধ্যে থাকাই হবে ভীতু, বেঈমান, ঘৃণার যোগ্য, খুনি, জেনাকারী, জাদুকর, মুর্তিপূজাকারী এবং সব মিথ্যাবাদীদের শেষ দশা।(প্রকাশিত কালাম ২১:৮)

আল্লাহ্ হচ্ছেন পাক এবং তিনি নাপাক কিছুকে সহ্য করতে পারেন না। আল্লাহ্ নিখুঁত এবং নিখুঁত নয় এমন কোন কাজকে তিনি গ্রাহ্য করতে পারেন না। এ কারণে কিতাব বলেঃ "যে লোক সমস্ত শরীয়ত পালন করেও মাত্র একটা বিষয়ে গুনাহ করে সে সমস্ত শরীয়ত অমান্য করেছে বলতে হবে।"(ইয়াকুব ২:১০) দশটি বিশেষ হুকুম মেনে চলার চেষ্টা করলেই একজন মানুষকে "[আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে] ধার্মিক হিসেবে ঘোষণা করা হবে না। কারণ সবাই গুনাহ করেছে এবং আল্লাহ্‌র প্রশংসা পাওয়ার অযোগ্য হয়ে পড়েছে।(রোমীয় ৩:২০,২৩) হ্যাঁ, প্রিয় বন্ধুগণ, আল্লাহ্‌র কালাম পরিষ্কারঃ "সবাই গুনাহ করেছে!" এবং "যারা শরীয়ত পালন করবার উপর ভরসা করে তাদের সকলের উপর এই বদদোয়া রয়েছে।"(গালাতীয় ৩:১০)

সম্ভবত, কেউ জিজ্ঞেস করতে পারে, "তো তাহলে কেন আল্লাহ্ এই দশটি বিশেষ হুকুম দিয়েছেন যদি আমাদের কেউই তা মেনে চলতে না পারে?" এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন এবং আল্লাহ্ চাইলে, আমাদের পরবর্তী অনুষ্ঠানে আল্লাহ্ কীভাবে এই প্রশ্নটির উত্তর দেন তা আমরা শুনব।

আল্লাহ্ আপনাদের রহমত দান করুন এবং তার কালাম থেকে এই গুরুত্বপূর্ণ সত্য কথাটি আপনাদের কাছে প্রকাশ করুনঃ

"যে লোক সমস্ত শরীয়ত পালন করেও মাত্র একটা বিষয়ে গুনাহ করে সে সমস্ত শরীয়ত অমান্য করেছে বলতে হবে।"(ইয়াকুব ২:১০)

পাঠ নং ৩৮

হুকুমগুলোর উদ্দেশ্য/ তাৎপর্য; হিজরত ২০

শ্রোতা বন্ধুরা, আপনাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।

আমরা আল্লাহ্‌র নামে আপনাদের শুক্রিয়া জানাই, যিনি শান্তির মালিক, যিনি চান সবাই তার প্রতিষ্ঠিত ধার্মিকতার পথকে বুঝুক আর নিজেদের সে পথে উতসর্গ করুক এবং তাঁর সাথে অনন্তকাল প্রকৃত শান্তিতে বাস করুক। আপনাদের "ধার্মিকতার পথ" অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনার জন্য আজ ফিরে আসতে সমর্থ হওয়ায় আমরা খুশী।

আমাদের গত দুইটি পাঠে আমরা দেখেছিলাম আল্লাহ্ কীভাবে ইসরাইলের জাতিদের কাছে তার দশটি বিশেষ হুকুম প্রদান করার জন্য তুর পাহাড়ের উপর আগুন, বিদ্যুৎ চমকানো আর শিংগারের আওয়াজের মধ্যে নেমে এসেছিলেন। প্রথম হুকুমে আল্লাহ্ তাদের বলেছিলেনঃ আমার জায়গায় কোন দেবতাকে দাঁড় করাবে না। দ্বিতীয় হুকুমেঃ পূজার উদ্দেশ্যে তোমরা কোন মূর্তি তৈরি করবে না। তৃতীয়ঃ কোন বাজে উদ্দেশ্যে তোমরা তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌র নাম নেবে না। চতুর্থঃ বিশ্রামবার পবিত্র রাখবে এবং তা পালন করবে। পঞ্চমঃ তোমাদের পিতামাতাকে সম্মান করে চলবে। ষষ্টঃ খুন করো না। সপ্তমঃ জেনা করো না। অস্টমঃ চুরি করো না। নবমঃ কারও বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষী দিও না। দশমঃ অন্য কারও কিছুর উপর লোভ করো না।

এইগুলোই হল সেই দশটি বিশেষ হুকুম যেগুলো আল্লাহ্ মুসা আর বনি-ইসরাইলদের জন্য পাঠিয়েছিলেন। আল্লাহ্ এটি বলার মাধ্যমে তাদের উপর একটি বড় বোঝা দিয়ে দিলেনঃ এই দশটি হুকুমের চাহিদাগুলো যারা সঠিকভাবে মেনে চলতে পারবে, তারা আমার সাথে চিরজীবন বাস করতে পারবে। যা হোক, যে পুরো শরীয়ত মেনে চলেছে কিন্তু একটি মাত্র বিষয়ে গুনাহ করে সে সমস্ত শরীয়ত অমান্য করেছে বলতে হবে এবং আমার থেকে চিরদিনের জন্য বিচ্ছিন্ন হবে।

এটাই ছিল পবিত্রতার পথ যেটি আল্লাহ্ তুর পাহাড়ে ইসরাইলের জাতিদের কাছে দিয়েছিলেন। আল্লাহ্ তাদের সবকিছুতে বাধ্য থাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন। হ্যাঁ, সবকিছুতে! গুনাহকারীরা কি আল্লাহ্‌র সব হুকুমগুলো মানতে সমর্থ? না, তারা সমর্থ নয়! তা সত্ত্বেও, আল্লাহ্ পাক ঠিক সেটাই চান! এজন্য আমাদের সামনে আজ বড় প্রশ্নটি হলঃ যেখানে আল্লাহ্ জানতেন কেউই তার হুকুমগুলো সঠিকভাবে মেনে চলতে পারবে না তারপরেও কেন তিনি ইসরাইলের সন্তানদের তার দশটি হুকুম দিয়েছিলেন? কেন তিনি আদমের বংশধরদের কাঁধে এত বড় বোঝা দিয়েছিলেন?

আমরা ইতিমধ্যে দেখেছি ইসরাইলের সন্তানরা কীভাবে বলেছিল, "মাবুদ যা বলেছেন আমরা তার সবই করব।" যা হোক, আল্লাহ্ জানতেন তিনি যা চান তার সব কিছুই তারা করতে পারত না। বনি-ইসরাইলরা বুঝতে পারে নি আল্লাহ্‌র ইচ্ছা সঠিকভাবে পূরণ করার মত শক্তি তাদের নেই। তারা বুঝতে পারে না আল্লাহ্ ও তাঁর মর্যাদা থেকে তারা কতটা দূরে ছিল। আর ঠিক সেজন্যই আল্লাহ্ বনি-ইসরাইলদের দশটি সঠিক হুকুম দিয়েছিলেন এটা বলার মাধ্যমেঃ যদি পারো, সবগুলো মেনে চলো! কিন্তু যে মাত্র একটা বিষয়ে গুনাহ করে আমার কাছ থেকে চিরদিনের জন্য বিচ্ছিন্ন হবে।

আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্য ছিল এই বোঝাতুল্য হুকুমগুলোর মাধ্যমে ইসরাইলের জাতিসমূহের কাছে আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করার জন্য তাদের যে অক্ষমতা সেটাকে তাদের কাছে প্রকাশ করা। আল্লাহ্ জানতেন যে ইসরাইলের সন্তানরা তাঁর সব হুকুম মানতে পারবে না কিন্তু তারা নিজেরা সেটি বুঝতে পারেনি। বনি-ইসরাইলরা এখনকার সময়ের ধার্মিক লোকদের মত, যারা ভুলবশত ভাবে যে আল্লাহ্ শুধু চান আমরা যেন ভাল কাজ করার চেষ্টা করি এবং শেষ বিচারের দিন, যদি আমাদের "ভাল কাজের" পরিমাণ "খারাপ কাজের" থেকে বেশি হয় তাহলেই আল্লাহ্ আমাদের বলবেন, "এসো, আমার সাথে চিরদিন বাস করো।" যা হোক, যারা এরকম ভাবে তারা ভুল এবং তারা কিতাব সম্পর্কে অথবা আল্লাহ্‌র পবিত্রতা সম্পর্কে জানে না। আল্লাহ্ নির্ভুল এবং তিনি একটি গুনাহও এড়িয়ে যান না।

ব্যাখ্যানুযায়ী, আল্লাহ্ বেহেশতের বাগান থেকে বিতাড়িত করার আগে আমাদের পূর্বপুরুষ আদমকে

কয়টি গুনাহ করতে হয়েছিল? দশটি? নাকি একশটি? না এক হাজারটি? না! শুধু একটি এবং এজন্যই তাকে বেরিয়ে যেতে হয়েছিল।

একটা গুনাহ এবং আদম আল্লাহ্‌র নিকট আর নির্ভুল ছিলেন না!

একটা গুনাহ এবং তিনি আর আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য পেলেন না!

একটা গুনাহ এবং মৃত্যুবরণ করতে হল!

একটা গুনাহ এবং তার জায়গা হল চিরদিনের জন্য জাহান্নামের আগুনে!

হ্যাঁ, আল্লাহ্ পবিত্র আর তিনি গুনাহকে সহজভাবে নেন না। এজন্যই তিনি ইসরাইলের সন্তানদের বলেছিলেনঃ "যে লোক সমস্ত শরীয়ত পালন করেও মাত্র একটা বিষয়ে গুনাহ করে সে সমস্ত শরীয়ত অমান্য করেছে বলতে হবে।"(ইয়াকুব ২:১০)

এজন্য, এটাই যদি আল্লাহ্‌র পবিত্রতা হয়ে থাকে, আমরা জানতে চাইঃ হলঃ যেখানে আল্লাহ্ জানতেন কেউই তার হুকুমগুলো সঠিকভাবে মেনে চলতে পারবে না তারপরেও কেন তিনি বনি-ইসরাইলদের দশটি বিশেষ হুকুম দিয়েছিলেন? আল্লাহ্‌র উত্তর শুনুনঃ "শরীয়ত পালন করলেই যে আল্লাহ্ মানুষকে ধার্মিক বলে গ্রহণ করবেন তা নয়, কিন্তু [শরীয়তের মধ্য দিয়েই মানুষ নিজের গুনাহের বিষয়ে চেতনা লাভ করে।]"(রোমীয় ৩:২০) তাহলে দশটি হুকুমের উদ্দেশ্য কী? গুনাহ দূর করা? "না," আল্লাহ্ বলেন, "শরীয়তের মধ্য দিয়েই মানুষ নিজের গুনাহের বিষয়ে চেতনা লাভ করে।"

আপনি কি বিষয়টি ধরতে পেরেছেন? কেন আল্লাহ্ মুসা আর ইসরাইলের সন্তানদের তার দশটি পবিত্র হুকুম দিলেন? তিনি কি তাদের হুকুমগুলো দিয়েছিলেন যাতে সেগুলো মেনে চলার মাধ্যমে তারা বেহেশতে যাবার অধিকার লাভ করে? না! তারা যেতে পারবে না কারণ আল্লাহ্ বলেন, "তুমি যদি সবগুলো মানতে না পারো তুমি গুনাহকারী।" আদমের সন্তানেরা কি আল্লাহ্ যা নির্দেশ দিয়েছেন তার সবকিছু সঠিকভাবে মেনে চলতে পারে? কেউ কি নোংরা আর দুষিত একটা পানির পাত্র থেকে পরিষ্কার পানি তুলতে পারে? অসম্ভব!

দশটি বিশেষ হুকুমের উদ্দেশ্য কী? কিতাব বলেঃ "শরীয়তের মধ্য দিয়েই মানুষ নিজের গুনাহের বিষয়ে চেতনা লাভ করে।" আল্লাহ্ হুকুমগুলো তার বিচারের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য আমাদের দেন নি। আল্লাহ্ সেগুলো দিয়েছেন আমাদের দেখানোর জন্য যে আমরা গুনাহকারী এবং আমাদের একজন উদ্ধারকর্তা লাগবে। আপনার মনে কি বিষয়টি পরিষ্কার হয়েছে?

দশটি বিশেষ হুকুম হল অনেকটা হাসপাতালের এক্স-রে মেশিনের মত। আমি যদি অসুস্থ থাকি এবং না জানি আমার কী সমস্যা হয়েছে, ডাক্তার হয়ত কিছু এক্স-রে করার মাধ্যমে আমাকে পরীক্ষা করবেন। এক্স-রে ছবির উদ্দেশ্য কী? এটার একটা উদ্দেশ্যই আছেঃ আমার শরীরের ভিতর কী সমস্যা আছে সেটি প্রকাশ করা। একইভাবে, আল্লাহ্ যে পবিত্র হুকুমগুলো মুসার উপর ন্যস্ত করেছিলেন সেগুলো হাসপাতালের এই এক্স-রে মেশিনের মত। তাদের উদ্দেশ্য হল সমস্যা প্রকাশ করা- আমার মনে আর আত্মায় যে গুনাহ আছে সেটি। আমার ভিতরে যে গুনাহ আছে সেটিকে এই দশটি হুকুম কীভাবে প্রকাশ করতে পারে? তারা এই উপায়ে আমার গুনাহকে প্রকাশ করতে পারে- আমি যদি আমার চরিত্রকে আল্লাহ্‌র পাক শরীয়তের সাথে তুলনা করি, আমি দেখতে পাব আমি আল্লাহর থেকে আমার চিন্তায়, আমার কালামে আর আমার কাজের ক্ষেত্রে কত দূরে অবস্থান করছি। যখন আমি আল্লাহ্‌র শরীয়তের দিকে তাকাই,এবং আমার নিজের দিকে তাকাই, তখন আমি জানি যে আমি আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে গিয়ে গুনাহ করেছি এবং মানুষের বিরুদ্ধে গুনাহ করেছি এবং আমি একজন আল্লাহ্ পাকের নিষ্কলুষ উপস্থিতির মধ্যে থাকতে পারব না।

একজন মানুষের শরীরের ভিতর কী সমস্যা রয়েছে সেটি দেখার জন্য একটি এক্স-রে মেশিন যেমন কার্যকরী, একজন মানুষের মনের ভিতর কী সমস্যা সেটি দেখার দশটি হুকুম তেমন কার্যকরী। এবং এক্স-রে যেমন যে অসুস্থ তাকে সুস্থ করতে পারে না, তেমনি দশটি হুকুমও গুনাহে ভরা আমার মনকে ধুয়েমুছে ফেলতে

পারে না। সেটা করার জন্য আমাকে সেই মহান চিকিৎসক আল্লাহ্‌র কাছে ফিরে যেতে হবে। আমার ভিতর থাকা গুনাহের জন্য যে মৃত্যু আর দণ্ডাদেশ আমার জন্য অপেক্ষা করে আছে তা থেকে কেবল আল্লাহ্‌ই আমাকে রক্ষা করতে পারেন।

সম্ভবত কেউ বলতে পারেন, "এক মিনিট দাঁড়াও বন্ধু! আমি একজন ভাল মানুষ! আমি অন্যদের মত নই যারা চুরি, প্রতারণা আর জেনা করে! আপনার মনোভাব যদি এমন হয়, আপনি পরিষ্কারভাবেই আল্লাহ্‌র পবিত্রতাকে অনুধাবন করতে পারেন নি। আপনার যেটি জানা প্রয়োজন সেটি হল শেষ বিচারের দিন আল্লাহ্‌ আপনার গুনাহকারী প্রতিবেশীর সাথে আপনার তুলনা করবেন না, তিনি আপনাকে তার পাক ও নিখুঁত শরীয়তের সাথে তুলনা করবেন যেটা বলেঃ "যে লোক সমস্ত শরীয়ত পালন করেও মাত্র একটা বিষয়ে গুনাহ করে সে সমস্ত শরীয়ত অমান্য করেছে বলতে হবে।"(ইয়াকুব ২:১০) আল্লাহ্‌ বলেনঃ "জেনা করো না।" এও বলেন, "মিথ্যা কথা বলো না।" এভাবে আপনি যদি কোন জেনা না করেন কিন্তু শুধু একটা মিথ্যা বলেন, তাহলেই আপনি পুরো শরীয়ত লঙ্ঘন করলেন।(ইয়াকুব ২:১১ দেখুন) এবং বেহেশতে আল্লাহ্‌র উপস্থিতিতে প্রবেশ করতে পারবেন না, কারণ কিতাব বলে, "নাপাক কোন কিছু কিংবা জঘন্য কাজ করে বা মিথ্যা কথা বলে এমন কোন লোক সেখানে কখনও ঢুকতে পারবে না।"(প্রকাশিত কালাম ২১:২৭) যেটা নিশ্চিত সেটা হল আমরা আমাদের নিজেদের প্রচেষ্টার মাধ্যমে কখনও আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করতে পারব না। আর আল্লাহ্‌র কালাম এটাই ঘোষণা করে যখন সেটি বলেঃ

আমরা প্রত্যেকে নাপাক লোকের মত হয়েছি আর আমাদের সব সৎ কাজ নোংরা কাপড়ের মত।(ইশাইয়া ৬৪:৬) সব মানুষই আল্লাহ্‌র কাছে দোষী হয়ে আছে। ধার্মিক কেউ নেই, একজনও নেই। সবাই ঠিক পথ থেকে সরে গেছে। ভাল কাজ করে এমন কেউ নেই, একজনও নেই। ইহুদি ও অ-ইহুদি সবাই সমান কারণ সবাই গুনাহ করেছে এবং আল্লাহ্‌র প্রশংসা পাবার অযোগ্য হয়ে পড়েছে।(রোমীয় ৩:১৯,১০,১২,২৩)

এখন যিনি আমাদের বিচার করবেন তার সামনে যদি আমরা এরম হই তাহলে আমরা কীভাবে তার শাস্তিকে এড়াতে পারব? রক্ষা পাবার জন্য আমাদের কী করতে হবে? আমরা কি আশাহীন? আমাদের নিজেদের প্রচেষ্টাকে ভিত্তি করে আমাদের কোন আশা নেই। কিন্তু আল্লাহেক ধন্যবাদ যে তিনি আদমের সন্তানদের গুনাহর শাস্তি থেকে রক্ষার জন্য একটি পরিকল্পনা সাজিয়েছেন।

চলুন আমরা তৌরাত শরীফের হিজরত কিতাবের বিশতম অধ্যায় থেকে পাঠ চালিয়ে যাই এবং দেখি ইসরাইলের সন্তানদের শরীয়তের বদদোয়া থেকে উদ্ধারের জন্য আল্লাহ্‌ তাদের কী উপায় দেখিয়েছেন। আল্লাহ্‌ বনি-ইসরাইলদের দশটি বিশেষ হুকুম দেওয়ার পর কিতাব বলেঃ

"বনি-ইসরাইলরা যখন বিদ্যুৎ চমকাতে এবং পাহাড় থেকে ধুমা উঠতে দেখল আর মেঘের গর্জন ও শিংগার আওয়াজ শুনল তখন তারা দূরে দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগল...মুসা আল্লাহ্‌র কাছে সেই ঘন মেঘের দিকে এগিয়ে গেলেন। মাবুদ মুসাকে বললেন, "তুমি বনি-ইসরাইলদের এই কথা বলো, "আমি মাবুদ বেহেশত থেকে যে তোমাদের সঙ্গে কথা বলেছি তা তোমরা নিজের চোখে দেখেছ... কাজেই তোমরা মাটি দিয়ে আমার জন্য একটা কোরবানগাহ তৈরি করবে, আত্র তার উপর তোমাদের পোড়ানো-কোরবানি এবং যোগাযোগ-কোরবানির গরু-ছাগল-ভেড়া কোরবানী দেবে। যে সব জায়গায় আমি আমার নাম স্মরণ করিয়ে দেওয়ার করব সেই সব জায়গায় আমি উপস্থিত হয়ে তোমাদের দোয়া করব।" (হিজরত ২০:১৮, ২১, ২২, ২৪)

পাঠ নং ৩৮

হুকুমগুলোর উদ্দেশ্য/ তাৎপর্য; হিজরত ২০

এভাবে, মুসা আল্লাহ্ তাকে যা নির্দেশনা দিয়েছিলেন সবকিছু একটা বইয়ে লিখে রাখলেন। এরপর খুব সকালবেলায় মুসা ঘুম থেকে উঠে তুর পাহাড়ের ভিত্তিভূমিতে একটা কোরবানগাহ তৈরি করলেন যেরকম আল্লাহ্ তাকে আদেশ দিয়েছিলেন। এটি তৈরি করা শেষ করে মুসা কিছু যুবক লোকদের কিছু ষাঁড় জবাই দিয়ে তার রক্ত কয়েকটা পাত্রে রাখার এবং কোরবানগাহতে মাংসগুলো পোড়ানোর আদেশ দিলেন। এরপর মুসা ষাঁড়গুলোর রক্ত নিলেন এবং কোরবানগাহতে, যে বইতে তিনি দশটি হুকুম লিখেছিলেন আর সব মানুষের উপর ছিটিয়ে দিলেন। এবং বললেন, "এই সেই ব্যবস্থার রক্ত, যে ব্যবস্থা মাবুদ তোমাদের জন্য এই সব কথা অনুসারে স্থির করেছেন।"(হিজরত ২৪:৮)

এভাবে আমরা দেখি যে মুসা আল্লাহ্র নির্দেশে একটা কোরবানগাহ তৈরি করলেন, কিছু পশু কোরবানি দিলেন এবং ইসরাইলের সমস্ত লোকদের উপর সেই পশুর রক্ত ছিটিয়ে দিলেন। এ সব কিছুর কারণ কী ছিল? আল্লাহ্ বনি-ইসরাইলদের মনে করিয়ে দিতে চাইলেন তিনি তাদের পূর্বপুরুষ আদম, আবেল, নূহ, ইব্রাহিম, ইসহাক আর ইয়াকুবকে কী শিক্ষা দিয়েছিলেন, "রক্তপাত না হলে গুনাহের মাফ হয় না।"(ইবরানী ৯:২২) যারা আল্লাহ্র কাছে যেতে চেয়েছিল তাদের সবারই নিষ্কলুষ বলিদানের সঠিক পথ দিয়ে যেতে হত।

আল্লাহ্ কেন ওইসব পশুগুলোকে কোরবানি দিতে নির্দেশ দিয়েছিলেন? আল্লাহ্ নির্দেশ দিয়েছিলেন কারণ তিনি ধার্মিক, এবং তার পাক শরীয়ত বলে যে "সবচেয়ে ছোট" গুনাহর শাস্তিও মৃত্যু এবং চিরজীবনের জন্য দোষী সাব্যস্ত হওয়া, আল্লাহ্ ও তার মহিমা থেকে দূরে থাকা। এবং যেহেতু ইসরাইলের সন্তানরা তাঁর সব হুকুমকে মেনে চলতে পারে নি, তাদের আল্লাহ্র উদ্দেশে একটা নিষ্কলুষ কোরবানি দিতে হত যাতে করে যে নির্দোষ বলি সে যেন, যে দোষী তার জায়গা নিতে পারে। যা হোক, আমরা ইতিমধ্যে জেনেছি যে পশু কোরবানি গুনাহ মুছে ফেলতে পারত না, সেটি কেবল মানুষের গুনাহকে ঢেকে দিতে পারত যতদিন পর্যন্ত আল্লাহ্ পবিত্র উদ্ধারকর্তাকে এই দুনিয়াতে না পাঠিয়েছিলেন। সেই উদ্ধারকর্তা নিজের ইচ্ছায় নিজেকে গুনাহর সর্বশেষ বলি হিসেবে উৎসর্গ করেছিলেন।

এই রক্ষাকর্তা যে এসেছেন এবং একবারেই আমাদের সবার গুনাহর জন্য মুল্য দিয়েছেন-সেটি জেনে আমরা কতটা খুশী আজকে! আপনি কি তাঁর নাম জানেন? হ্যাঁ, তিনি ঈসা। ঈসা নামের অর্থ "মাবুদ রক্ষা করেন"। ঈসার কোন জাগতিক পিতা ছিলেন না। তিনি বেহেশত থেকে এসেছিলেন। আদমের সকল বংশধরদের মধ্যে যে গুনাহর বৈশিষ্ট্য দেখা যায় তাঁর সেটি ছিল না। ঈসা সঠিকভাবে দশটি হুকুম মেনে চলেছিলেন এবং আল্লাহ্র সকল ধার্মিক চাওয়া পূর্ণ করেছিলেন। কারণ তিনি ছিলেন গুনাহবর্জিত। কোরবানি হিসেবে তিনি তাঁর জীবনকে দেওয়ার যোগ্য ছিলেন যে কোরবানি তাঁর উপর যারা বিশ্বাস করে তাদের সকলের গুনাহকে মুছে ফেলে। উদ্ধারকর্তার সঠিক কোরবানিকে ভিত্তি করে আল্লাহ্ আপনাকে এবং আমাকে ধার্মিক হিসেবে ঘোষণা করতে পারেন কারণ যার কোন গুনাহ ছিল না সে আপনার আর আমার গুনাহের জন্য নিজেকে সঁপে দিয়েছেন।

প্রিয় বন্ধুগণ, আজকে আমরা যা পড়েছি তার উপর ভিত্তি করে আসুন দুইটা গুরুত্বপূর্ণ ভাবনাকে স্মরণে রাখি।

১) প্রথমত, এটা নিশ্চিতভাবে জানুন যে কেউই দশটি হুকুমের সব পালনের মাধ্যমে নিজেকে রক্ষা করতে পারে না। কিতাব এ বিষয়ে কী বলে সেটি আবার শুনুনঃ "সেই লোক বদদোয়া প্রাপ্ত, যে শরীয়তে লেখা প্রত্যেকটি কথা পালন করে না।" তাহলে দেখা যায়, যারা শরীয়ত পালন করবার উপর ভরসা করে তাদের সকলের উপরে এই বদদোয়া রয়েছে।"(গালাতীয় ৩:১০) "যে লোক সমস্ত শরীয়ত পালন করেও মাত্র একটা বিষয়ে গুনাহ করে সে সমস্ত শরীয়ত অমান্য করেছে বলতে হবে।"(ইয়াকুব ২:১০) দশটি হুকুম মেনে চলার চেষ্টা করার মাধ্যমে কেউই রক্ষা পাবে না। হুকুমগুলোর উদ্দেশ্য হল গুনাহ প্রকাশ করা।

২) দ্বিতীয় যে ভাবনাটি আমরা অবশ্যই আমাদের মনের ভিতর রাখব সেটি হল গুনাহকারীদের রক্ষা

করার জন্য আল্লাহ্‌র নিজের একটা পরিকল্পনা আছে! কিতাব কী বলে তা শুনুনঃ “আল্লাহ্‌ মাত্র একজনই আছেন এবং আল্লাহ্‌ ও মানুষের মধ্যে মধ্যস্থও মাত্র একজন আছেন। সেই মধ্যস্থ হল মানুষ মসীহ্‌ ঈসা। তিনি সব মানুষের মুক্তির মূল্য হিসাবে নিজের জীবন দিয়েছিলেন।(১ তীমথিয় ২:৫,৬) সত্যিকারভাবে, শুধু আল্লাহ্‌রই পরিকল্পনা আছে গুনাহকারীদের রক্ষা করার জন্য।

তো শ্রোতা বন্ধুরা, আমরা এই দুইটি ভাবনার মধ্য দিয়ে আপনাদেরকে বিদায় দিচ্ছিঃ দশটি হুকুম মেনে চলার চেষ্টার মাধ্যমে কেউই রক্ষা পাবে না! এবং: শুধু আল্লাহরই গুনাহকারীদের রক্ষা করার জন্য একটি পরিকল্পনা আছে।

শোনার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ...

আল্লাহ্‌ আপনাদের রহমত দান করুন এবং আজকে আমরা যা পড়েছি তা বুঝবার অন্তর্দৃষ্টি দান করুন, তাঁর কালাম বলেঃ

“শরীয়ত পালন করলেই যে আল্লাহ্‌ মানুষকে ধার্মিক বলে গ্রহণ করবেন তা নয়, কিন্তু শরীয়তের মধ্য দিয়েই মানুষ নিজের গুনাহের বিষয়ে চেতনা লাভ করে।(রোমীয় ৩:২০)

পাঠ নং ৩৯

ভেঙ্গে ফেলা হুকুমসমূহ; হিজরত ৩২

শ্রোতা বন্ধুরা, আপনাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।

আমরা আল্লাহ্‌র নামে আপনাদের শুক্রিয়া জানাই, যিনি শান্তির মালিক, যিনি চান সবাই তার প্রতিষ্ঠিত ধার্মিকতার পথকে বুঝুক আর নিজেদের সে পথে উতসর্গ করুক এবং তাঁর সাথে অনন্তকাল প্রকৃত শান্তিতে বাস করুক। আপনাদের "ধার্মিকতার পথ" অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনার জন্য আজ ফিরে আসতে সমর্থ হওয়ায় আমরা খুশী।

আমাদের গত তিনটি পাঠে দেখেছি আল্লাহ্‌ কীভাবে তুর পাহাড়ে আগুন, বজ্রপাত আর শিংগারের আওয়াজের ভেতর বনি-ইসরাইলিদের সাথে কথা বলেছিলেন এবং তাঁর দশটি পবিত্র হুকুম তাদের দিয়েছিলেন। আমরা আরও দেখেছিলাম আল্লাহ্‌ কীভাবে তুর পাহাড়ের ভিত্তিভূমিতে একটা কোরবানিগাহ তৈরির জন্য এবং কোরবানির জন্য নিখুঁত পশু জবাই দেওয়ার জন্য ইসরাইলের লোকদের নির্দেশ দিয়েছিলেন।

কেন আল্লাহ্‌ সেসব পশুগুলোকে জবাই দিতে নির্দেশ দিয়েছিলেন? আল্লাহ্‌ নির্দেশ দিয়েছিলেন কারণ তিনি ধার্মিক এবং তাঁর পাক কিতাব বলে যেঃ "যে লোক সমস্ত শরীয়ত পালন করেও মাত্র একটা বিষয়ে গুনাহ করে সে সমস্ত শরীয়ত অমান্য করেছে বলতে হবে।" গুনাহ হল আল্লাহ্‌র কালাম অমান্য করা...গুনাহ যে বেতন দেয় তা হল মৃত্যু !(ইয়াকুব ২:১০; ১ ইউহোন্না ৩:৪; রোমীয় ৬:২৩) যেহেতু বনি-ইসরাইলরা আল্লাহ্‌র সব হুকুমকে মেনে চলতে পারে নি, তাদের আল্লাহ্‌র উদ্দেশে একটা নিষ্কলুষ কিছু কোরবানি দিতে হত যাতে করে নির্দোষ পশুটি, যে দোষী তাঁর জায়গায় বিকল্প হিসেবে মরতে পারে। পশুটি তার জীবনকে সঁপে দিল যাতে গুনাহকারীর না দিতে হয়। এভাবে করে আল্লাহ্‌ প্রমাণ করলেন যে তিনি ধার্মিক এবং তিনি মানুষের প্রচেষ্টার প্রেক্ষিতে গুনাহকে মাফ করে দেন না। আল্লাহ্‌ শুধু সঠিক কোরবানির রক্তের উপর ভিত্তি করেই গুনাহ মাফ করেন।

আজকে আমাদের পাঠের নাম হচ্ছে "ভেঙ্গে ফেলা হুকুমসমূহ"। নবী মুসা আর ইসরাইলের জাতিদের গল্পের এই পর্যায়ে এসে দেখা যায়, তারা মরুভূমিতে তুর পাহাড়ের সামনে এখনো ছাউনি করে আছে। আল্লাহ্‌ দশটি বিশেষ হুকুম দেওয়ার পর কী ঘটেছিল সেটি দেখার জন্য চলুন তৌরাত শরীফে ফিরে যাওয়া যাক। আমরা হিজরত কিতাবের চব্বিশতম অধ্যায় পড়ছি। কিতাব বলেঃ

"মাবুদ মুসাকে বললেন, "তুমি পাহাড়ের উপরে আমার কাছে উঠে এসে কিছুকাল এখানেই থাকো। লোকদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য পাথরের যে ফলকের উপর আমি শরীয়ত ও হুকুম লিখে রেখেছি তা আমি তোমাকে দেব।" এই কথা শুনে মুসা তার সাহায্যকারী ইউসাকে নিয়ে রওনা হলেন। তারপর তিনি আল্লাহ্‌র পাহাড়ে গিয়ে উঠলেন। তিনি বৃদ্ধ নেতাদের বলে গেলেন, "আমরা ফিরে না আসা পর্যন্ত আপনারা এখানেই অপেক্ষা করুন। হারুন আর হুর আপনাদের সঙ্গে রইলেন। ঝগড়া-বিবাদ হলে লোকেরা যেন তাঁদের কাছে যায়।" মুসা পাহাড়ে উঠবার সময় পাহাড়টা মেঘে ঢেকে গেল আর তুর পাহাড়ের উপর মাবুদের মহিমা স্থির হয়ে রইল। ছয় দিন পর্যন্ত পাহাড়টা মেঘে ঢাকা রইল। তারপর সপ্তম দিনে সেই মেঘের মধ্য থেকে মাবুদ মুসাকে ডাকলেন। বনি-ইসরাইলদের চোখে মাবুদের মহিমা জ্বলন্ত আগুনের মত হয়ে পাহাড়ের চূড়ায় দেখা দিল। পাহাড় বেয়ে উঠতে উঠতে মুসা সেই মেঘের ভিতরে ঢুকে গেলেন। তিনি চল্লিশ দিন ও চল্লিশ রাত সেই পাহাড়ে রইলেন।"(হিজরত ২৪:১২-১৮)

চলুন এখানে থামা যাক। পরবর্তী অধ্যয়নে, আল্লাহ্‌ চাইলে, আমরা জানব আল্লাহ্‌ তুর পাহাড়ে সেই চল্লিশ দিন সময়কালে মুসাকে কী বলেছিলেন। যা হোক, আজকে আমরা দেখতে যাচ্ছি তুর পাহাড়ের ভিত্তিভূমিতে যারা ছাউনি করে মুসার ফিরে আসার জন্য অপেক্ষা করছিল সেই বনি-ইসরাইলদের সাথে কী ঘটেছিল। আমরা সবাই জানি আল্লাহ্‌র জন্য ধৈর্যসহকারে অপেক্ষা করা আদমের সন্তানদের জন্য সহজ না। হাল ছেড়ে দেওয়া, আল্লাহ্‌র কালামকে ভুলে যাওয়া ও নিজের ইচ্ছামত পথে যাওয়া আমাদের জন্য সহজতর। এভাবে এখন আমরা বনি-ইসরাইলদের সম্পর্কে যা পড়তে যাচ্ছি তা আমাদের জন্য গুরুত্তপুরন-খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই বেদনাদায়ক গল্পটির মাধ্যমে আল্লাহ্‌ আমাদের সতর্ক করতে চান।

পাঠ নং ৩৯

ভেঙ্গে ফেলা হুকুমসমূহ; হিজরত ৩২

বত্রিশতম অধ্যায়ে আমরা দেখিঃ

"পাহাড় থেকে নেমে আসতে মুসার দেরি হচ্ছে দেখে লোকেরা হারুনের চারপাশে জড়ো হয়ে বলল, "পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার জন্য আপনি আমাদের দেব-দেবী তৈরি করে দিন কারণ ওই মুসা, যে আমাদের মিশর দেশ থেকে বের করে এনেছে, তার কী হয়েছে আমরা জানি না।" জবাবে হারুন তাদের বললেন, "তোমাদের স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের কানের সোনার গহনা খুলে এনে আমাকে দাও।" তাতে সকলে তাদের কানের গহনা খুলে এনে হারুনকে দিল। লোকেরা হারুনকে যা দিল তা গলিয়ে ছাঁচে ফেলে যন্ত্রপাতির সাহায্যে তিনি বাছুরের আকারে একটা মূর্তি তৈরি করলেন। সেটা দেখে বনি-ইসরাইলরা বলল, "ভাইয়েরা, এর মধ্যে রয়েছে তোমাদের দেব-দেবী। মিশর দেশ থেকে এই দেব-দেবীই তোমাদের বের করে এনেছেন।" (হিজরত ৩২: ১-৪)

আপনি কি দেখেছেন বনি-ইসরাইলরা কী করছিল? খুব বেশি দিন হয়নি তারা এ কথা বলেছিল, "মাবুদ যা বলেছেন আমরা তার সবই করব।" আমরা তাদেরকে প্রথম ও দ্বিতীয় হুকুম ভাঙ্গতে দেখি যেগুলো আল্লাহ্ মাত্রই তুর পাহাড়ের উপর তাদের দিয়েছিলেন। আল্লাহ্ তাদের বলেছিলেনঃ প্রথমতঃ "আমার জায়গায় কোন দেবতাকে দাঁড় করাবে না!" দ্বিতীয়তঃ "পূজার উদ্দেশ্যে তোমরা কোন মূর্তি তৈরি করবে না।" কিন্তু বনি-ইসরাইলরা কী করেছিল? তারা আল্লাহ্‌র দিকে পিছন ফিরল এবং তাদের নিজেদের জন্য বাছুরের আকারে একটা মূর্তি তৈরি করল যেরকম মূর্তি তারা মিশরে দেখেছিল।

কেন বনি-ইসরাইলরা এত তাড়াতাড়ি আল্লাহ্ আর তার কালামের দিকে পিছন ফেরালো? কারণ তারা চেয়েছিল এমন একজন আল্লাহ্‌কে যাকে তারা দেখতে আর ছুঁতে পারে। তারা ছিল আজকালকার মানুষদের মত যারা আল্লাহ্‌র কালামকে অগ্রাহ্য করে এবং মানুষ ও তাদের ঐতিহ্যকে অনুসরণ করে। চোখে দেখা যায় এরকম মানুষকে অনুসরণ করা যাকে কেউ দেখে না সেরকম আল্লাহ্‌কে অনুসরণ করার থেকে সহজ। এ কারণে আদমের অধিকাংশ সন্তানেরা মানুষের ধারণাকে বিকল্প হিসেবে দেখে, আল্লাহর সত্য কালামের কাছে যেটার কোন শক্ত ভিত্তি নেই।

এখন দেখা যাক, বনি-ইসরাইলরা তাদের নিজেদের জন্য সোনালি বাছুর তৈরি করার পর কী ঘটেছিল। কিতাব বলেঃ

"এই ব্যাপার দেখে হারুন সেই বাছুরের সামনে একটা কোরবানগাহ তৈরি করে এই কথা ঘোষণা করলেন, "আগামীকাল মাবুদের উদ্দেশে ঈদ হবে।" পরের দিন লোকেরা খুব সকালে উঠে পোড়ানো-কোরবানি এবং যোগাযোগ-কোরবানি দিল। তার পরে তারা খাওয়া-দাওয়া করতে বসল এবং পরে হৈ-হুল্লা করে আমোদ-প্রমোদ করবার জন্য উঠে দাঁড়ালো।"(হিজরত ৩২:৫-৬)

আপনি কি শুনেছেন হারুন কী করেছিল? কিতাব আমাদের বলে যে "সে সেই বাছুরের সামনে একটা কোরবানগাহ তৈরি করে এই কথা ঘোষণা করলেন, "আগামীকাল মাবুদের উদ্দেশে ঈদ হবে।" এটা কি সত্য ছিল? বনি-ইসরাইলরা কি এই উপায়ে মাবুদের এবাদত করতে পারত? অবশ্যই না! আমরা জানি যে তারা যে ঈদের আয়োজন করছিল সেখানে আল্লাহ্‌র কোন অংশগ্রহণ ছিল না। তারা শুধু প্রথম ও দ্বিতীয় হুকুম ভাঙ্গেই নি, তৃতীয় হুকুমটিও ভেঙ্গেছিল যেটা বলেঃ "কোন বাজে উদ্দেশ্যে তোমরা তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌র নাম নেবে না।" তাদের মুখে ছিল "আল্লাহ্ মাবুদ! আল্লাহ্, আল্লাহ্, আল্লাহ্!" কিন্তু তাদের মন ছিল তাঁর থেকে অনেক দূরে। তাদের এবাদত ছিল অনর্থক। আল্লাহ্‌কে নিয়ে তাদের কথাগুলো ছিল মূল্যহীন। তাদের আর্জিগুলো ছিল শুধু অনেকগুলো অর্থহীন বশ্যতার উদাহরণ যেটা আল্লাহ্‌কে শুধু রাগান্বিতই করতে পারত।

এখন চলুন গল্পটা শেষ করা যাকঃ

পাঠ নং ৩৯

ভেঙ্গে ফেলা হুকুমসমূহ; হিজরত ৩২

"এরপর মাবুদ মুসাকে বললেন, "তুমি নিচে নেমে যাও। তোমার ওইসব লোক যাদের তুমি মিশর দেশ থেকে বের করে এনেছ তারা জঘন্য হয়ে গেছে। এর মধ্যেই তারা আমার হুকুম থেকে দূরে সরে গেছে। তারা নিজেদের জন্য বাছুরের আকারে একটা মূর্তি তৈরি করে নিয়েছে। তারা মাটিতে পড়ে তাকে সেজদা করেছে এবং তার উদ্দেশে পশু কোরবানি করে বলেছে, 'ভাইয়েরা, এর মধ্যে রয়েছে তোমাদের দেব-দেবী। এই দেব-দেবীই মিশর দেশ থেকে তোমাদের বের করে এনেছেন।' " মাবুদ মুসাকে আরও বললেন, "এই সব লোকদের আমি জানি। এরা একটা একগুঁয়ে জাতি। তুমি আমাকে বাঁধা দিও না। তাদের বিরুদ্ধে আমার রাগ আগুনের মত জ্বলতে থাকুক। আমি তাদের ধ্বংস করে ফেলব। তারপর তোমার মধ্য দিয়ে আমি একটা মহান জাতি সৃষ্টি করব।"

মুসা তখন তাঁর মাবুদ আল্লাহকে কাকুতি-মিনতি করে বললেন, "তোমার কুদরতীর হাত বাড়িয়ে মহা কুদরতীতে যাদের তুমি মিশর দেশ থেকে বের করে এনেছ তোমার সেই বান্দাদের উপর কেন তোমার এত রাগ? কেন মিশরীয়রা এই কথা বলবার সুযোগ পাবে যে, পাহাড়ী এলাকার মাঝখানে এনে তাদের তাদের হত্যা করে দুনিয়ায়র বুক থেকে মুছে ফেলবার খারাপ ইচ্ছা নিয়েই তুমি তাদের বের করে এনেছ? তোমার এই ভীষণ রাগ তুমি থামাও। দোয়া করো, তোমার বান্দাদের উপর তুমি এই বিপদ এনো না। তোমার গোলাম ইব্রাহিম, ইসহাক ও ইসরাইলের কথা মনে করো। তুমি নিজের নামেই কসম খেয়ে তাঁদের বলেছিলে, তাঁদের বংশধরদের আসমানের তারার মতই অসংখ্য করে তুলবে আর তোমার ওয়াদা করা দেশের[কেনান দেশ] চিরকালের অধিকার হিসেবে তাঁদের বংশধরদের দেবে।"এই কথা শুনে মাবুদের মনে দোয়া হল। তাঁর বান্দাদের উপর যে বিপদ আনবার কথা তিনি বলেছিলেন তা আর আনলেন না। এরপর মুসা শাহাদাত-ফলক দুটি হাতে করে পাহাড় থেকে নিচে নেমে গেলেন। ফলক দুটার সামনে এবং পিছনে দু'দিকেই লেখা ছিল। সেই দুটা ছিল আল্লাহর নিজের হাতের কাজ, আর তার উপর খোদাই করা লেখাটিও ছিল তাঁর। ইউসা[যে মুসার সাথে ছিল] লোকদের চেঁচামেচি শুনে মুসাকে বললেন, "ছাউনি থেকে যুদ্ধের আওয়াজ আসছে।" জবাবে মুসা বললেন, "সেটা যুদ্ধ জয়লাভের আওয়াজও নয়, যুদ্ধে হেরে যাবার আওয়াজও নয়। আমি যা শুনতে পাচ্ছি তা গানের আওয়াজ।"

তারপর মুসা ছাউনির কাছাকাছি গিয়ে ওই বাছুরটা আর লোকদের নাচানাচি দেখতে পেলেন। তা দেখে তিনি রাগে জ্বলে উঠলেন এবং হাতের পাথর-ফলক দু'টা ছুঁড়ে ফেললেন। তাতে সেই দু'টা পাহাড়ের নিচে পড়ে টুকরা টুকরা হয়ে ভেঙ্গে গেল। মুসা তাদের তৈরি সেই বাছুরের মূর্তিটা আগুনে পুড়িয়ে দিলেন। তারপর সেটা গুঁড়া করে পানির উপর ছড়িয়ে দিয়ে বনি-ইসরাইলদের খাওয়ালেন। তিনি হারুনকে বললেন, "ওই লোকেরা তোমার কী করেছিল যে তুমি তাদের এইরকম ভীষণ গুনাহের মধ্যে টেনে আনলে?" জবাবে হারুন বললেন, "তুমি রাগ করো না, তোমার ত জানা আছে খারাপীর দিকেই এই সব লোকের ঝোঁক। তারা এসে আমাকে বলল, 'পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার জন্য আপনি আমাদের দেব-দেবী তৈরি করে দিন, কারণ ওই মুসা, যে মিশর দেশ থেকে আমাদের বের করে এনেছে, তাঁর কী হয়েছে আমরা জানি না।' এই কথা শুনে আমি তাঁদের বললাম, যাদের সোনার গহনা আছে তারা যেন তা খুলে আমার কাছে নিয়ে আসে। তারা আমাকে সোনা এনে দেবার পর আমি তা আগুনে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম আর এই বাছুরটা বের হয়ে আসল।" মুসা দেখলেন লোকগুলো বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। তিনি বুঝতে পারলেন হারুন তাদের হাতের বাইরে যেতে দিয়েছে আর তাতেই শত্রুর কাছে তারা হাসির পাত্র হয়ে উঠেছে। মুসা ছাউনিতে ঢুকবার পথে দাঁড়িয়ে বললেন, "তোমার যারা মাবুদের পক্ষে আছো তারা আমার কাছে এসো।" তাতে লেবি-গোষ্ঠির সবাই তাঁর কাছে জমায়েত হল। তখন তিনি তাদের বললেন, "ইসরাইলদের মাবুদ আল্লাহ বলেছেন, 'তোমরা প্রত্যেকে নিজের নিজের কোমরে তলোয়ার বেঁধে নাও, আর ছাউনিতে সমস্ত জায়গায় গিয়ে যাকে সামনে পাও তাকেই হত্যা করো- সেই ভাই হোক, বন্ধু হোক বা প্রতিবেশী হোক।" লেবীয়রা মুসার হুকুম মতই কাজ করল। তাতে সেই দিন প্রায় তিন হাজার লোক মারা পড়ল। হারুনের তৈরি বাছুরটা নিয়ে লোকেরা যা করেছিল তার জন্য মাবুদ তাদের উপর মহা বিপদ পাঠিয়ে দিলেন। (হিজরত ৩২:৭-৩৫)

পাঠ নং ৩৯

ভেঙ্গে ফেলা হুকুমসমূহ; হিজরত ৩২

এরপর মাবুদ মুসাকে পাথর-ফলক দুটিকে কেটে তিনি যেগুলো ভেঙ্গেছিলেন তাঁর জায়গায় প্রতিস্থাপন করতে বললেন। এগুলোর উপর মাবুদ ইসরাইলের সন্তানরা যে দশটি হুকুম ইতিমধ্যে ভেঙ্গেছিল সেগুলো পুনরায় লিখলেন। বনি-ইসরাইলরা কত বড় গুনাহ করেছিল! তারা আল্লাহ্‌র পাক শরীয়ত ভেঙ্গেছিল। মানুষের খারাপ মন আবার নিজেকে দেখালো। ইসরাইলের লোকদের জন্য এ সব কিছু করা সত্ত্বেও আমরা দেখতে পাই কত তাড়াতাড়ি আল্লাহ্‌ যে ধার্মিকতার পথ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তা থেকে তারা সরে গেল। তারা নিজেদের জন্য ধর্ম তৈরির নিমিত্তে অন্য পথ বেছে নিয়েছিল। তারা নিজেদের হাত দিয়ে করা কাজের পথ বেছে নিয়েছিল। আল্লাহ্‌ যে পথ তৈরি করেছিলেন তারা সেই পথের দিকে পিছন ফিরে তাদের নিজেদের জন্য যে ধর্ম বেছে নিয়েছিল তার জন্য আনন্দ করেছিল। আল্লাহ্‌র নাম তাঁদের ঠোঁটে ছিল কিন্তু তাদের মন ছিল তাঁর থেকে অনেক দূরে। এ কারণেই তারা বাছুরের মূর্তি পর্যন্ত তৈরি করেছিল, তাদের হাতে করা কাজের থেকে আনন্দ নিয়েছিল এবং জীবন্ত ও সত্য আল্লাহ্‌র দিকে পিছন ফিরে গিয়েছিল।

এই বেদনাদায়ক গল্প থেকে আল্লাহ্‌ আমাদের কী শিক্ষা দিতে চান? আল্লাহ্‌ চান তাঁর সাথে আমাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে আমারা কোথায় দাঁড়িয়ে আছি তা নিয়ে আমরা যেন ভাবি। সম্ভবত অনেকে আছেন যারা ভাবছেন, "আমি বনি-ইসরাইলদের মত নই। আমার আল্লাহ্‌র থেকে কখনো পিছন ফিরে যাই নি এবং কোন মূর্তিকে পূজা করি নি। আপনারা যারা এভাবে ভাবেন আপনারা কি আসলেই নিশ্চিত যে আপনারা কখনও কোন মূর্তিকে পূজা করেন নি? হয়ত আপনি নিজের জন্য তৈরি করা কোন মূর্তিকে পূজা করেন নি। যা হোক, মূর্তি মানেই এমন নয় যে এবাদত করার জন্য সেটিকে কোন খোদাই করা ভাস্কর্যের ছবি হতে হবে। মূর্তি হল সেটিই যেটি আমাদের এবং আল্লাহ্‌র মাঝখানে এসে অবস্থান করে। টাকা, কাপড়, যৌনতা, ফুটবল, টেলিভিশন, নিজের সত্তা, আপনার নিজের মত আরেকজন ব্যক্তি অথবা আপনার পূর্বপুরুষদের ঐতিহ্য- এগুলোও মূর্তি হতে পারে। কেউ কেউ আবার কোন ভক্তির বস্তু আর রক্ষাকবচ-এর মত মূর্তির সাথে জড়িয়ে রাখে নিজেকে। অনেকের কাছে তাদের ধর্মীয় বিধিনিষেধগুলো তাদের মূর্তিস্বরূপ; তারা আল্লাহ্‌র কালামের শোনার চেয়ে দোয়া আর রোজা রাখাকে বেশি গুরুত্ব দেয়। আল্লাহ্‌ ও তাঁর সত্যের জায়গা নিয়ে নেয় এমন যে কোন কিছুই মূর্তির সমার্থক।

আপনার আল্লাহ্‌ কে? আপনি আসলে কাকে এবাদত করেন, আল্লাহ্‌ মাবুদকে নাকি অন্য কোন মূর্তিকে? আল্লাহ্‌র নাম কি শুধু আপনার মুখেই নাকি তাঁর নাম আপনার মনের ভিতরেও আছে? যারা সত্যিকারভাবেই আল্লাহ্‌র এবাদত করে আর যারা অন্য কোন মূর্তিকে পূজা করে তাদেরকে আলাদা করার জন্য একটা জিনিস আছে। সেটা হল আল্লাহ্‌র কালাম। আল্লাহ্‌র সত্য কালামের প্রতি আপনার মনোভাব কী? আপনি কি আল্লাহ্‌র কালাম জানেন? আপনি কি তা বিশ্বাস করেন? আপনি কি আপনার সমস্ত হৃদয় দিয়ে তা ভালবাসেন? নাকি আপনি বনি-ইসরাইলদের মত যাদেরকে আল্লাহ্‌ বলেছিলেন, "এই লোকেরা মুখেই আমাকে সম্মান করে, কিন্তু তাদের দিল আমার কাছ থেকে দূরে থাকে। তারা মিথ্যাই আমার এবাদত করে; তাদের দেওয়া শিক্ষা মানুষের তৈরি কতগুলো নিয়ম মাত্র।"(মথি ১৫:৮,৯)

আপনি কী অবস্থায় আছেন? আল্লাহ্‌ মাবুদ যিনি মুসাকে তাঁর ধার্মিকতার শরীয়ত দিয়েছিলেন আপনি কি আসলেই তাঁর এবাদত করেন? আপনি কি তাঁর কালাম বিশ্বাস করেন? নাকি আপনি নিজের ধার্মিকতার কাজের পথে আপনার আশাকে স্থান দিচ্ছেন যেমনটা বনি-ইসরাইলরা করেছিল? ঘটনা যেটাই হোক, কিতাব বলেঃ

"অন্য লোকেরা যাতে দেখে শিখতে পারে সেইজন্যই তাদের[বনি-ইসরাইলদের] উপর এই সব ঘটেছিল...এইজন্য আমার প্রিয় বন্ধুরা, তোমরা মূর্তিপূজা থেকে পালিয়ে যাও। তোমাদের বুদ্ধিমান জেনেই আমি এই সব কথা বলছি।"(১ করিন্থীয় ১০:১১,১৪,১৫) "কিন্তু জ্বলন্ত আগুন ও গন্ধকের হ্রদের মধ্যে থাকাই হবে ভীতু, বেইমান, ঘৃণার যোগ্য, খুনী, জেনাকারী, জাদুকর, মূর্তিপূজাকারী এবং সব মিথ্যাবাদীদের শেষ দশা।"(প্রকাশিত কালাম ২১:৮) আমরা মানুষের সাক্ষী গ্রহণ করে থাকি, কিন্তু আল্লাহর সাক্ষী তার চেয়েও বড়; আর তিনি তার পুত্রের[যিনি উদ্ধারকর্তা] বিষয়ে সেই সাক্ষী দিয়েছেন যিনি এসে আমাদের বুঝবার শক্তি দিয়েছেন যেন সত্য আল্লাহকে আমরা জানতে পারি... প্রিয় সন্তানেরা, প্রতিমার সঙ্গে তোমাদের কোন সম্বন্ধ না থাকুক!"(১ ইউহোন্না ৫:৯,২০,২১)

পাঠ নং ৩৯

ভেঙ্গে ফেলা হুকুমসমূহ; হিজরত ৩২

শোনার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ...

পরবর্তী সময়ে, আল্লাহ্‌ চাইলে, আমরা আল্লাহ্‌র অসামান্য পরিকল্পনাটির বিষয়ে জানব যেটি তিনি করেছিলেন যাতে তার ধার্মিকতার পথের সাথে আপোস ছাড়াই তিনি গুনাহকারী বনি-ইসরাইলদের মাঝে থাকতে পারেন।

আল্লাহ্‌ আপনাদের রহমত দান করুন যাতে আপনারা তাঁর কালাম থেকে এই গুরুত্বপূর্ণ সতর্কবার্তাটি স্মরণে রাখেন

“প্রতিমার সঙ্গে তোমাদের কোন সম্বন্ধ না থাকুক।”(১ ইউহোন্না ৫:২১)

পাঠ নং ৪০

সাক্ষাতের তাঁবু; হিজরত ২৪-৪০, লেবীয় ১৬

শ্রোতা বন্ধুরা, আপনাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।

আমরা আল্লাহ্‌র নামে আপনাদের শুক্রিয়া জানাই, যিনি শান্তির মালিক, যিনি চান সবাই তার প্রতিষ্ঠিত ধার্মিকতার পথকে বুঝুক আর নিজেদের সে পথে উতসর্গ করুক এবং তাঁর সাথে অনন্তকাল প্রকৃত শান্তিতে বাস করুক। আপনাদের "ধার্মিকতার পথ" অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনার জন্য আজ ফিরে আসতে সমর্থ হওয়ায় আমরা খুশী।

গত পাঠে আমরা দেখেছিলাম বনি-ইসরাইলরা কীভাবে যে মাবুদ তাদেরকে মিশরে গোলামী থেকে রক্ষা করেছিল তাঁর থেকে সরে গিয়েছিল। তুর পাহাড়ে যখন মুসা আল্লাহ্‌র কালাম গ্রহণ করছিলেন তখন বনি-ইসরাইলরা মূর্তিপূজার উদ্দেশ্যে একটা সোনার বাছুর তৈরি করেছিল। যা হোক, আজকে আমরা অনেক আনন্দদায়ক একটা গল্প শুনতে যাচ্ছি। কিন্তু আমাদের অবশ্যই খুব সতর্কতার সাথে গল্পটি শুনতে হবে কারণ এটি খুবই গভীর। আমরা দেখতে যাচ্ছি কীভাবে আল্লাহ্‌ মুসা আর বনি-ইসরাইলদের একটি খুবই বিশেষ তাঁবু তৈরি করতে বলেছিলেন যাতে কীভাবে তারা তাঁর কাছে আসতে পারে, তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে পারে এবং তাঁর এবাদত করতে পারে- এসব বিষয়ে তিনি তাদের শিক্ষা দিতে পারেন। আমাদের আজকের পাঠের নাম হল "সাক্ষাতের তাঁবু"।

তৌরাত শরীফের হিজরত কিতাবের চব্বিশতম অধ্যায়ে, কিতাব বলেঃ

"তুর পাহাড়ের উপর মাবুদের মহিমা স্থির হয়ে রইল। ছয় দিন পর্যন্ত পাহাড়টা মেঘে ঢাকা রইল। তারপর সপ্তম দিনে সেই মেঘের মধ্য থেকে মাবুদ মুসাকে ডাকলেন। বনি-ইসরাইলদের চোখে মাবুদের মহিমা জ্বলন্ত আগুনের মত হয়ে পাহাড়ের চূড়ায় দেখা দিল। পাহাড় বেয়ে উঠতে উঠতে মুসা সেই মেঘের ভিতরে ঢুকে গেলেন। তিনি চল্লিশ দিন ও চল্লিশ রাত সেই পাহাড়ে রইলেন।"(হিজরত ২৪:১৬-১৮)

"মাবুদ মুসাকে বললেন, "বনি-ইসরাইলদের বলো যেন তারা আমার জন্য দান নিয়ে আসে। নিজের ইচ্ছায় যারা তা আনবে তুমি তাদের কাছ থেকে তা বুঝে নেবে। তারা যেন এই সব দান আনেঃ সোনা, রুপা ও ব্রোঞ্জ; নীল, বেগুনে ও লাল রঙের সুতা এবং মসীনা সুতা; ছাগলের লোম; লাল রঙ করা ভেড়ার চামড়া এবং শুশুকের চামড়া; বাবলা কাঠ; আলো জ্বালাবার জন্য জলপাইয়ের তেল; অভিষেক-তেল ও খোশবু ধূপের জন্য মশলা; এফোদ ও বুক-ঢাকনের উপরে বসবার জন্য বৈদূর্যমণি এবং অন্যান্য দামী পাথর। বনি-ইসরাইলদের দিয়ে তুমি আমার থাকবার জন্য একটা পবিত্র জায়গা তৈরি করিয়ে নেবে। তাতে আমি তাদের মধ্যে বাস করব। যে নমুনা আমি তোমাকে দেখাতে যাচ্ছি ঠিক সেই রকম করেই তুমি আমার এই আবাস-তাম্বু ও সব আসবাবপত্র তৈরি করাবে।"(হিজরত ২৫:১-৯)

আপনি কি শুনেছেন আল্লাহ্‌ মুসাকে কী বলেছিল? তিনি তাকে খুবই অসাধারণ আর চমৎকার একটি বিষয় বলেছিলেন। আল্লাহ্‌ বনি-ইসরাইলদের সাথে থাকবার পরিকল্পনা করেছিলেন, তাদের সাথে যারা তাঁর বিরুদ্ধে অনেক অনেকবার গুনাহ করেছিল। কেন আল্লাহ্‌, যিনি মহান ও পবিত্র, এরকম গুনাহকারীদের সাথে থাকতে চাইতেন? কেন আল্লাহ্‌, যিনি অন্তরাত্মা ও যার কোন কিছুরই দরকার নেই, আদমের যে বংশধররা তাঁর থেকে দূরে চলে গিয়েছিল তাদের সাথে কথা বলতে চাইলেন? আমরা ইতিমধ্যে দেখেছি যে আল্লাহ্‌ নিজের মত করে মানুষকে করেছিলেন কারণ তিনি চাইতেন মানুষের সাহচর্যে থাকতে। মানুষের গুনাহ সেই সাহচর্যকে নষ্ট করে দিল কিন্তু আল্লাহ্‌ একটা ধার্মিকতার পথ প্রতিষ্ঠা করলেন যার মাধ্যমে মানুষ তাঁর কাছে ফিরে আসতে পারে। এটা ছিল তাঁর শাশ্বত উদ্দেশ্য আর তাঁর গুনাহকারীদের প্রতি তার মহৎ সহানুভূতির কারণে যেটা আল্লাহ্‌ মাবুদ বনি-ইসরাইলদের মধ্যে তাঁর গৌরবান্বিত উপস্থিতি নিশ্চিতের জন্য পরিকল্পনা করেছিলেন। একটি খুব বিশেষ তাঁবু আর বিশেষ শরীয়তের মাধ্যমে আল্লাহ্‌ ব্যাখ্যা করার পরিকল্পনা করেছিলেন আদমের বংশধরেরা কীভাবে আল্লাহ্‌র নিকটে যেতে পারে। আমরা ইতিমধ্যেই শিখেছি যে যেহেতু আল্লাহ্‌ পবিত্র তাই গুনাহকারীরা যে কোন উপায়ে তাঁর সাহচর্যে আসতে পারে না। এই কারণে আল্লাহ্‌ বনি-ইসরাইলদের নির্দেশ দিলেন একটা বিশেষ তাঁবু তৈরি করার জন্য যাতে তিনি তাদের মাঝে থাকতে পারেন- যে পথটি তাঁর পবিত্রতা আর মহিমার মতই মূল্যবান। এই বিশেষ তাঁবুর মাধ্যমে আল্লাহ্‌ ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে তাঁর নিজের বিষয়ে এবং

যে রক্ষাকর্তাকে তিনি দুনিয়াতে পাঠানোর পরিকল্পনা করেছিলেন তাঁর সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা দেওয়ার পরিকল্পনাও করেছিলেন।

আল্লাহ্‌র থাকার জন্য বনি-ইসরাইলরা স্থান তৈরির ব্যাপারে তিনি মুসাকে যে নির্দেশ দিয়েছিলেন সেটি পরীক্ষা করার আগে আমাদের প্রথমে অবশ্যই বুঝতে হবে যে আল্লাহ্‌ তাদেরকে শুধু থাকার প্রয়োজনের জন্য একটা তাঁবু তৈরি করতে বলেন নি! না! আল্লাহ্‌, যিনি সবচেয়ে উর্ধ্বে, যিনি দুনিয়া আর ভিতরে থাকা সবকিছু তৈরি করেছেন তিনি মানুষের তৈরি কোন ঘরে থাকেন না। নবীদের লেখাতে মাবুদ ঘোষণা দেনঃ “বেহেশত আমার সিংহাসন আর দুনিয়া আমার পা রাখবার জায়গা। তোমরা আমার জন্য কোথায় ঘর তৈরি করবে? আমার বিশ্রামের স্থান কোথায় হবে? এই সব জিনিস কি আমি নিজের হাতে তৈরি করিনি যাতে এই সব হয়েছে?(ইশাইয়া ৬৬:১,২; প্রেরিত ৭: ৪৮,৪৯)

কেন তাহলে আল্লাহ্‌ বনি-ইসরাইলদের একটা তাঁবু তৈরি করতে বললেন যেখানে তাঁর আত্মা ও মহিমা বাস করতে পারে? আমরা ইতিমধ্যে বলেছি যে আল্লাহ্‌ বনি-ইসরাইল আর আদমের বংশধরদের শিখাতে চেয়েছিলেন তিনি তাদের সাহচর্য কতটা আকাঙ্ক্ষা করেন। আল্লাহ্‌ তাদের সামনে সেই পথের ব্যাখ্যাও দিতে চেয়েছিলেন যে পথের মাধ্যমে মানুষ তাদের গুনাহর মাফ পায় এবং বেহেশতে আল্লাহ্‌র সাথে চিরকালের জন্য বাস করার অধিকার পায়।

এভাবে আল্লাহ্‌ মুসা আর বনি-ইসরাইলদের নির্দেশ দিয়েছিলেন তাঁর জন্য একটি তাঁবু তৈরি করতে যাতে তিনি তাদের মাঝে বাস করতে পারেন। যা হোক, সেই সাক্ষাতের তাঁবুটি কোন সাধারণ তাঁবুর মত ছিল না। বাস্তবে কিতাবে পঞ্চাশটি অধ্যায় আছে যেখানে বর্ণনা করা আছে সাক্ষাতের তাঁবুর কাজ কীভাবে শুরু হয়েছিল। অধ্যায়গুলো গভীর এবং আমাদের হাতে সেগুলোর সবকিছু নিয়ে আলোচনা করার সময় নেই। আমরা শুধু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর সারমর্ম করার চেষ্টা করতে পারি।

সাক্ষাতের তাঁবুর বিষয়ে আপনার যে ব্যাপারটি সবচেয়ে আগে জানতে হবে সেটি হল যে আল্লাহ্‌ মুসাকে বলেছিলেন যে তাঁবুতে অবশ্যই দুইটি কক্ষ থাকতে হবে। সাক্ষাতের তাঁবুটি একটা তাঁবুই ছিল কিন্তু একটা সুন্দর আর ভারী পর্দা তাঁবুটিকে দুই কক্ষে ভাগ করার জন্য তৈরি করা হয়েছিল।

প্রথম কক্ষটিকে বলা হত “পাক জায়গা”। ধর্মযাজক ছাড়া কেউ সেই কক্ষে ঢুকতে পারত না। ধর্মযাজক ছিলেন তারা যাদেরকে, গুনাহ ঢেকে ফেলার জন্য যে পশু কোরবানি করা হত সেটা করার জন্য হারুনের বংশধরদের মধ্যে থেকে যাদেরকে আল্লাহ্‌ নির্বাচিত করেছিলেন। সেই কক্ষে তিনটি জিনিস ছিল। একটা সোনার টেবিল যেখানে তারা ধূপ আর একটা তেলের প্রদীপ জ্বালাত, আরেকটা টেবিল ছিল যেটার উপর বিশেষ রুটি রাখা হত যেটা এবাদতের সময় আল্লাহ্‌র সামনে উপস্থাপন করা হত।

তাঁবুর দ্বিতীয় কক্ষটির নাম ছিল **সবচেয়ে পাক স্থান** (পবিত্রদের মধ্যে পবিত্রতম) এটাকে সবচেয়ে পাক স্থান বলা হত কারণ তাঁবুটি তৈরি করার পর আল্লাহ্‌ সেখানে নেমে আসার এবং তাঁর গৌরবজনক মহিমা দিয়ে কক্ষটিকে পূর্ণ করার পরিকল্পনা করেছিলেন। পবিত্রতম জায়গাটি ছিল বেহেশতের একটি নিদর্শন। ফলশ্রুতিতে কক্ষটি আল্লাহ্‌র একার হয়ে গেল! এ কারণে আল্লাহ্‌ মুসাকে বলেছিলেন যে, যে কেউ পাক স্থানটিতে ঢোকার চেষ্টা করলে সে মরে মরে যাবে। পাক স্থানটিতে সবচেয়ে বড় ধর্মযাজক ছাড়া কেউই ঢুকতে পারত না এবং তিনি বছরে একবার ঢুকতে পারতেন। এছাড়াও তাকে তার নিজের ও মানুষের গুনাহর জন্য দেয়া কোরবানির রক্ত নিয়ে সেখানে ঢুকতে হত যেরকমটা আল্লাহ্‌ নির্দেশ দিয়েছিলেন।

পাক স্থানের ভিতরে আল্লাহ্‌ মুসাকে একটি বাবলা গাছের কাঠ দিয়ে তৈরি একটি সিন্দুক রাখার এবং সেটির উপর খাঁটি সোনা প্রলেপ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সিন্দুকটিকে বলা হত চুক্তির সিন্দুক। চুক্তির সিন্দুকের ভিতর দুইটি পাথর-ফলক রাখতে হত যেটার উপর দশটি বিশেষ হুকুম লেখা ছিল। সিন্দুকের উপর তারা একটি সোনার ঢাকনা রাখত যেটার সাথে পশুর রক্ত নিয়ে বড় যাজক বছরে একবার ছিটিয়ে দিত যাতে আল্লাহ্‌ বনি-ইসরাইলদের গুনাহ মাফ করে দেন। এ কারণে আল্লাহ্‌ এই ঢাকনাকে বলেছিলেন প্রায়শ্চিত্তের আবরন।(অথবা ক্ষমার আসন)

এর পরে আল্লাহ্‌ মুসাকে দেখিয়েছিলেন তারা কীভাবে সাক্ষাতের তাঁবুকে চারদিক থেকে ঘেরার জন্য একটা উঁচু পর্দা তৈরি করবে। সেই দেয়ালটি, আঙ্গিনার দেয়ালটি, একটা সাদা পর্দা দিয়ে তৈরি করার কথা ছিল। তাঁবুকে ঘিরে রাখা পর্দার চারপাশে একটা দরজা ছিল। এভাবে কেউই তাঁবুর আঙ্গিনায় প্রবেশ করতে পারত না যদি না সে আঙ্গিনার দরজার মধ্য দিয়ে না যেত।

পাঠ নং ৪০

সাক্ষাতের তাঁবু; হিজরত ২৪-৪০, লেবীয় ১৬

আঙ্গিনার মাঝে, আঙ্গিনার দরজার সামনে আল্লাহ্ মুসা আর বনি-ইসরাইলদের একটা ব্রোঞ্জের তৈরি কোরবানগাহ রাখতে বললেন। যারা আঙ্গিনার দরজার মধ্যে দিয়ে যেত তাদের সবাইকে প্রথমে কোরবানগাহটিকে অতিক্রম করতে হত। আল্লাহ্ বনি-ইসরাইল আর আদমের সকল বংশধরদের সেই পথের শিক্ষা দিতে চাইলেন যার মাধ্যমে তারা আল্লাহ্র সান্নিধ্যে আসবে। বনি-ইসরাইলরা কীভাবে আল্লাহ্র সান্নিধ্যে আসল। রক্তের বলিদানের মাধ্যমে।

যারা "আল্লাহ্র বাস করা স্থান"-এর আঙ্গিনায় প্রবেশ করতে চেয়েছিল তাদেরকে গুনাহর মূল্য হিসেবে পশু জবাই দিয়ে সেখানে প্রবেশ করতে হয়েছিল। আল্লাহ্ বনি-ইসরাইলদের শিক্ষা দিচ্ছিলেন যে কোরবানির রক্তের মাধ্যম ছাড়া কেউই তাঁর কাছে যেতে পারে না। এ কারণে আল্লাহ্ মুসাকে বলেছিলেন, "রক্তেই থাকে প্রানীর প্রাণ। সেইজন্যই তোমার প্রাণের বদলে আমি তা দিয়ে কোরবানগাহের উপর তোমাদের গুনাহ ঢাকা দেবার ব্যবস্থা দিয়েছি। রক্তের মধ্যে প্রাণ আছে বলেই তা গুনাহ ঢাকা দেই।"(লেবীয় ১৭:১১)

অতএব কেউ যদি আল্লাহ্র এবাদত করতে চাইত তাকে প্রথমে একটা পশু কোরবানি দিতে হত তাঁর গুনাহ মাফের জন্য। এবাদতকারীকে একটা ষাঁড়, একটা ভেড়া অথবা একটা পাখি সাক্ষাতের তাঁবুর আঙ্গিনায় আনতে হত। কোরবানগাহের সামনে তাকে তার কোরবানি দেয়া প্রাণিটার মাথার উপর হাত রেখে বলতে হত যে সে আল্লাহ্র কাছে স্বীকার করছে সে একজন গুনাহকারী এবং সে তার গুনাহর জন্য মৃত্যুর যোগ্য। এরপর সে পশুটিকে জবাই করত।এরপরে একজন ধর্মযাজক কোরবানির রক্ত নিত, কোরবানিগাহের উপর আর কোরবানিগাহের চারিদকের মাটিতে সেটা ছিটিয়ে দিত, এবং তারপর কোরবানিগাহের উপর কোরবানির পশুটিকে পুড়িয়ে ফেলত। এ উপায়ে আল্লাহ্ দোষী ব্যক্তির গুনাহ মাফ(ঢেকে) করে দিতে পারতেন কারণ তার জায়গায় নির্দোষ পশুটিকে মেরে ফেলা হয়েছে।

বনি-ইসরাইলদের এই কোরবানি প্রতি বছরেই পুনরাবৃত্তি করতে হত। পশু কোরবানি আল্লাহ্র পবিত্রতাকে চিরদিনের জন্য সন্তুষ্ট করতে পারত না। সেগুলো ছিল উদ্ধারকর্তার অস্থায়ী একটা নিদর্শন যিনি আসবেনে এবং গুনাহকারীদের জায়গায় মৃত্যুবরণ করবেন-যাতে করে আল্লাহ্ আদমের বংশধরদের গুনাহের ঋণকে তার ধার্মিকতার পথের সাথে আপোষ ছাড়াই চিরদিনের জন্য মাফ করে দিতে পারেন।

গুনাহকারীদের জন্য উদ্ধারকর্তা কী করতেন সেটাকে ব্যাখ্যা করার জন্য আল্লাহ্ বনি-ইসরাইলদের নিমিত্তে প্রতি বছরের একটি দিন ঠিক করেছিলেন যখন সবেচেয়ে বড় যাজক সাক্ষাতের তাঁবুর দ্বিতীয় কক্ষটিতে, পবিত্রতম জায়গা, প্রবেশ করত। সেই দিনটিকে বলা হত প্রায়শ্চিত্তের দিন। সেরকম একটি দিনে(অক্টোবরে) সবচেয়ে বড় যাজকের পবিত্রতম স্থানটিতে প্রবেশ করার এবং চুক্তির সিন্দুকের প্রায়শ্চিত্তের ঢাকনার উপর রক্ত ছিটিয়ে দেবার ক্ষমতা ছিল। তিনি কখনও তার সাথে নিখুঁত কোন প্রাণির রক্ত ছাড়া পবিত্রতমা জায়গাটিতে প্রবেশ করতে পারতেন না যে পশুটি তিনি তার নিজের ও সকল লোকদের গুনাহর জন্য আল্লাহ্র নিকট নিবেদন করেছিলেন। এই উপায়ে আল্লাহ্ দেখাচ্ছিলেন যে উদ্ধারকর্তা কীভাবে আসবেন, তাঁর রক্ত দিবেন যাতে আল্লাহ্ গুনাহকারীদের মাফ করতে পারেন এবং তাঁর উপস্থিতির মাঝে চিরদিনের জন্য তাদের স্বাগত জানাতে পারেন।

আহ, শ্রোতা বন্ধুগণ, আমাদের আজকের পাঠটি দারুনভাবে গভীর ও চমকপ্রদ। এবং আমাদের আরও অনেক কিছু বলার আছে কিন্তু আমাদের সময় প্রায় শেষ। যা হোক, আপনাদের বিদায় জানাবার আগে সাক্ষাতের তাঁবুর বিষয়ে আপনাদের একটা ব্যাপার বোঝা উচিত। হিজরত কিতাবের শেষ অধ্যায়ে কিতাব বলেঃ

"মাবুস মুসাকে যেমন হুকুম দিয়েছিলেন সেইমতই বনি-ইসরাইলরা সমস্ত কাজ করেছিল। মুসা তাদের সব কাজ দেখে বুঝলেন যে, মাবুদের হুকুম মতই সব কাজ করা হয়েছে। এতে মুসা বনি-ইসরাইলদের দোয়া করলেন...তারপর মেঘ এসে মিলন-তাঁবুটা ঢেকে ফেলল এবং মাবুদের মহিমায় আবাস-তাঁবুটা পূর্ণ হয়ে গেল। আবাস-তাঁবুটা অর্থাৎ মিলন-তাঁবুটা মেঘে ঢাকা এবং মাবুদের মহিমায় পূর্ণ ছিল বলে মুসা সেখানে ঢুকতে পারলেন না।"(হিজরত ৩৯:৪২,৪৩; ৪০:৩৪,৩৫)

আপনি কি দেখলেন কী হয়েছিল? সাক্ষাতের তাঁবুটি প্রস্তুত হবার পরে আল্লাহ্র মহিমা তাঁবুর উপর নেমে আসল এবং পবিত্রতম স্থানটিকে পূর্ণ করে ফেলল এবং আল্লাহ্র মহিমার আলো সূর্যের আলোর চেয়েও উজ্জ্বলভাবে দেখা দিল। যে বিষয়টি আমাদের

পাঠ নং ৪০

সাক্ষাতের তাঁবু; হিজরত ২৪-৪০, লেবীয় ১৬

অবশ্যই মনে রাখতে হবে সেটি হল, এ সবকিছুর মাধ্যমেই আল্লাহ্, দুনিয়ার উদ্ধারকর্তা যখন বেহেশত থেকে নেমে আসবেন এবং আদমের সন্তানদের সাথে থাকবেন, তখন যেসব মহানতর রহমত আসবে সেসবের ব্যাখ্যা দিচ্ছিলেন। উদ্ধারকর্তা নিজেই হলেন সত্য "সাক্ষাতের তাঁবু" যেটা আল্লাহ্ দিয়েছিলেন যাতে করে তাঁর সাথে আমাদের একটা ঘনিষ্ঠ আর চমৎকার সম্পর্ক হতে পারে! পাক নবীদের কিতাবে এটি লেখা আছেঃ

"প্রথমে কালাম ছিলেন, কালাম আল্লাহ্‌র সঙ্গে ছিলেন এবং কালাম নিজেই আল্লাহ্ ছিলেন।সেই কালামই মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করলেন এবং আমাদের মধ্যে বাস করলেন! তাঁর যে মহিমা সেই মহিমা আমরা দেখেছি!... [তিনি হলেন] আল্লাহ্‌র ভেড়ার বাচ্চা, যিনি মানুষের সমস্ত গুনাহ দূর করেন।(ইউহোন্না ১:১,১৪,২৯)

হ্যাঁ, উদ্ধারকর্তা হলেন তিনি যিনি সাক্ষাতের তাঁবু আর পশু কোরবানিকে যা কিছু প্রতীকায়িত করে তার সবকিছুকেই পূর্ণ করেছিলেন, তিনি শুধু আমাদের দুনিয়ায় এসে মানুষের মাঝে বসবাসই করেননি এমনকি গুনাহকারীদের জন্য নিখুঁত কোরবানি হিসেবে তাঁর রক্ত দিয়েছেন যাতে করে আল্লাহ্‌র সাথে চিরদিনের জন্য আমাদের একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হয়!

আজকে আমরা যা অধ্যয়ন করেছি সেটা বোঝা কি কঠিন? তাহলে স্মরণ করা যাক যে কখনও কখনও আল্লাহ্‌র কালামে কিছু বিষয় আসবে যেগুলো বোঝা কঠিন কিন্তু সেটা তাদেরকে সত্য হওয়া থেকে দূরে রাখে না। আমরা কখনও ভুলে না যাই যে মাবুদ নিজে বলেছেনঃ "আমার চিন্তা তোমাদের চিন্তার মত নয়, আমার পথও তোমাদের পথের মত নয়। আসমান যেমন দুনিয়ার চেয়ে অনেক উঁচু, তেমনি আমার পথ তোমাদের পথের চেয়ে, আমার চিন্তা তোমাদের চিন্তার চেয়ে অনেক উঁচু।"(ইশাইয়া ৫৫:৮,৯)

আজকে আমাদের সময় শেষ...

আল্লাহ্ আপনাদের রহমত দান করুন। পাক কিতাব থেকে এই আয়াতগুলোর মধ্য দিয়ে আমরা আপনাদের বিদায় জানাচ্ছিঃ

"আল্লাহ্‌র ধন অসীম। তাঁর জ্ঞান ও বুদ্ধি কত গভীর! তাঁর বিচার ও তাঁর সমস্ত কাজ বোঝা অসম্ভব। কে মাবুদের মন বুঝতে পেরেছে? আর কে-ই বা তাঁর পরামর্শদাতা হয়েছে?... সব কিছু ত তাঁরই কাছ থেকে ও তাঁরই মধ্য দিয়ে আসে এবং সব কিছু তাঁরই উদ্দেশে। চিরকাল তাঁরই প্রশংসা হোক! আমিন।"(রোমীয় ১১:৩৩-৩৬)

৪১ অধ্যায়
বনি-ইসরাইলদের অবিশ্বাস; শুমারি ১৩ , ১৪

শ্রোতা বন্ধু, আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হউক।

আমরা আপনাকে আল্লাহ্‌র নামে শুভেচ্ছা জানাই। তিনি শান্তির প্রভু। তিনি তাঁর তৈরীকৃত ধার্মিকতার পথ এবং তাঁর সত্যময় শান্তি সম্পর্কে আমাদের জানাতে চান। আজকে আপনার অনুষ্ঠান "*ধার্মিকতার পথ*" আবারো উপস্থাপন করতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত।

আমরা তৌরাতের বিষয়গুলো বোঝার চেষ্টা করছি। আমরা ইতিমধ্যে জানতে পেরেছি যে, **তৌরাত** হচ্ছে নবীদের লেখা প্রথম কিতাব এবং সেখানে পাঁচটি অংশ অথবা কিতাব রয়েছে। প্রথম অংশ **পয়দায়েশ** থেকে আমরা শিখেছি যে, কিভাবে গুনাহ্ দুনিয়াতে প্রবেশ করেছিল এবং তার সাথে সাথে নিয়ে এসেছিল কষ্ট, মৃত্যু এবং দোষ। যাইহোক আমরা দেখেছি যে, আল্লাহ্ কিভাবে আদম এবং তাঁর বংশধরদের গুনাহের শাস্তি আর জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করার পরিকল্পনা করেছিলেন। আমরা শিখেছি, কিভাবে আল্লাহ্ ওয়াদা করেছিলেন যে, একজন নাজাতদাতা পাঠাবেন যেন গুনাহ্‌গারদের জন্য নিজের জীবন দিতে পারে। যার মধ্য দিয়ে আল্লাহ্ তাঁর ধার্মিকতা বজায় রেখে সবাইকে ক্ষমা করতে পারেন। তৌরাত আমাদের আরো শিক্ষা দেয়, আল্লাহ্ কিভাবে ইব্রাহিমকে একটি নতুন জাতি দেওয়ার ওয়াদা করেছিলেন, যে জাতির মধ্য দিয়ে নবীগণ এবং অবশেষে দুনিয়ার নাজাতদাতা দুনিয়াতে আসবেন।

এরপরের অধ্যায় হচ্ছে **হিজরত**, আমরা সেখানে দেখতে পাই কিভাবে আল্লাহ্ ইব্রাহিমের বংশধর বনি-ইসরাইলদের "মূসা" নবীর মাধ্যমে মিশর দেশের গোলামী থেকে রক্ষা করে এনেছিলেন। আল্লাহ্ বনী-ইসরাইলদের মিশর দেশ থেকে নেতৃত্ব দিয়ে মরুভূমিতে তুর পাহাড়ে নিয়ে এসেছিলেন এবং তাঁর শরীয়ত দিয়েছিলেন। তাদের শিখিয়েছিলেন কিভাবে রক্ত কোরবানী করতে হবে যার মধ্য দিয়ে তাদের গুনাহ্ ক্ষমা করা হবে। শেষ অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাই, কিভাবে আল্লাহ্ মূসাকে আদেশ করেছিলেন যেন তাঁর জন্য একটি সুন্দর এবং অসাধারণ মিলন-তাম্বু তৈরী করে, যেখানে তাঁর লোকদের মধ্যে আল্লাহ্ বসবাস করতে পারবেন। মিলন তাম্বুকে আবাস তাম্বুও বলা হয়ে থাকে। সব কিছু তৈরী করার পর, "মেঘ এসে মিলন-তাম্বুটা ঢেকে ফেলল এবং মাবুদের মহিমায় আবাস-তাম্বুটা পূর্ণ হয়ে গেল"। (হিজরত ৪০:৩৪ আয়াত) আল্লাহ্ বনি-ইসরাইলদের দেখাচ্ছিলেন যে তিনি তাদের সাথে একটি ভাল সম্পর্ক বজায় রাখতে চান কিন্তু তারা মিলন তাম্বুতে রক্ত কোরবানী ছাড়া আল্লাহ্‌র কাছে আসতে পারতো না। মিলন তাম্বুতে পশু কোরবানী আসলে এক ধরনের চিত্রের মত ছিল যে নাজাতদাতা বেহেশত থেকে দুনিয়াতে আসবে, বসবাস করবে এবং গুনাহ্ মোচনের জন্য তাঁর রক্ত ঝড়াবে।

তৌরাতের তৃতীয় অংশকে বলা হয় ***লেবীয়*** {*লেবীয় গোষ্টির শরিয়ত*}। আল্লাহ্ মূসাকে উৎসাহ দিয়েছিলেন যেন তিনি একখন্ড শরিয়ত লিপিবদ্ধ করেন যে কিভাবে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে কোরবানী করতে হবে যা গুনাহ্‌কে ঢেকে ফেলবে। এই কিতাবটি অনেক বড় এবং আমাদের এই সমস্ত বিষয় তুলে ধরার মত যথেষ্ট সময় নেই। যদি আপনি এটি আপনার নিজের জন্য অধ্যায়ন করেন তাহলে আপনার দুটি বিষয় নোট করতে হবে যা দুইশতবারের মত দেখা গিয়েছে। এই দুটি বিষয়ের মাধ্যমে পুরো কিতাবটা বোঝা যায়। এই দুটি বিষয় হচ্ছে "পবিত্র" এবং "রক্ত"। কেন এই দুটি শব্দ বারে বারে এই কিতাবে উঠে আসলো? কারণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, আল্লাহ্ পবিত্র এবং "রক্তপাত না হলে গুনাহের মাফ হয় না!" (ইবরানী ৯:২২ আয়াত) তৌরাতের তৃতীয় কিতাব বনি-ইসরাইলদের শিক্ষা দেয় কিভাবে একজন গুনাহে পরিপূর্ণ মানুষ খাঁটি এবং পবিত্র আল্লাহ্‌র সামনে আসতে পারে। আল্লাহ্ খুব স্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন যে কেউ কোরবানীর রক্ত ছাড়া আল্লাহ্‌র সামনে আসতে পারে না। এই কোরবানী সেই কোরবানী যে কোরবানী পবিত্র নাজাতদাতার প্রতিচ্ছবি যিনি দুনিয়াতে আসবেন এবং গুনাহ্‌গারদের জন্য জীবন দিবেন যেন গুনাহের ঋন পরিশোধীত হয়।

আমাদের আজকের সময়ের কথা মনে রেখে তৌরাতের চতুর্থ অংশে প্রবেশ করি, "**শুমারী**"। এই কিতাবে আমরা দেখবো, বনি-ইসরাইলরা কিভাবে তুর পাহাড়ের সম্মুখে এক বছর বসবাস করেছিল। সেই বছরে আল্লাহ্ তাদের অনেক কিছু শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং মূসাকে উৎসাহ দিয়েছিলেন তৌরাতের বেশিরভাগ অংশ লিপিবদ্ধ করতে যা থেকে আমরা আজকে অধ্যায়ন করছি।

৪১ অধ্যায়
বনি-ইসরাইলদের অবিশ্বাস; শুমারি ১৩ , ১৪

যাইহোক, আল্লাহ্‌র এই উদ্দেশ্য ছিল না যে, বনি-ইসরাইলরা চিরকাল মরুভূমিতে বসবাস করবে। যার কারনে একদিন আল্লাহ্‌ তাদের উঠে যাত্রা করতে বলেছিলেন। সেই দেশে যেতে বলেছিলেন যে দেশের ওয়াদা তিনি করেছিলেন “কেনান দেশ”। কিতাব আমাদের বলে, যেদিন তারা তুর পাহাড় থেকে আলাদা হয়েছিলেন, সেই দিন আল্লাহ্‌র গৌরবের যে মেঘ মিলন তাম্বুকে ঢেকে রেখেছিলেন, তা উঠেছিলেন এবং তাদের সামনে সামনে চলছিলেন। **মাবুদ নিজে** তাদেরকে দিক-নির্দেশনা দিয়েছিলেন, দিনের বেলায় **মেঘের** মত করে এবং প্রতিরাতে আগুনের থামের মত করে।

এইভাবে, বনি-ইসরাইলরা দিনে মেঘ এবং রাতে আগুনের থাম অনুসরণ করেছিল, যতদিন না পর্যন্ত আল্লাহ্‌র ওয়াদাকৃত দেশ কেনানের প্রান্তে এসে উপস্থিত হয়েছিল। **আল্লাহ্‌র আনুগত্যে এবং শক্তিতে বনি-ইসরাইলরা কেনানের প্রান্তে এসে পৌঁছিয়েছিল** যাকে আজকে প্যালেস্টাইন অথবা ইসরাইল বলা হয়।

যাইহোক, কেনান দেশ অনেক লোক দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। কেনান দেশের লোকেরা সংখায় বহু এবং শক্তিশালী ছিল। তাহলে কিভাবে বনি-ইসরাইলরা তা গ্রাস করতে পারতো? সেখানে শুধু একটি মাত্র পথ ছিল: **আল্লাহ্‌ যদি সেই দেশ তাদের দেয়**। আল্লাহ্‌র পক্ষে কোন কিছুই কঠিন না! আল্লাহ্‌ ইব্রাহিমকে ওয়াদা করেছিলেন: *“এই কেনান দেশটি আমি তোমার বংশধরদের দেবো!”* আল্লাহ্‌ কেনানের লোকদের তাড়িয়ে দিয়ে তা ইব্রাহিমের বংশধর ‘বনি-ইসরাইলদের’ দেওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন। একটি বিষয় বোঝা প্রয়োজন যে, কেনানের লোকেরা গুনাহে পরিপূর্ণ ছিল। তারা জেনার দোষে দোষী ছিল, এমনকি তারা তাদের সন্তানদের মিথ্যা দেবতাদের কাছে কোরবানী করতো। আল্লাহ্‌ কেনানের লোকদের প্রতি অনেক ধৈর্য ধরেছিলেন, কিন্তু তারা তাদের লজ্জাকর আকাঙ্খা এবং গুনাহের পথ অনুসরণ করেই চলেছিল। যার কারনে আল্লাহ্‌ তাদের এই দেশকে বনি-ইসরাইলদের দান করার পরিকল্পনা করেছিলেন।

তারপর, আমরা তৌরাতের চতুর্থ অধ্যায়ে দেখি বনি-ইসরাইলরা যখন কেনানের প্রান্তে পৌঁছেছিলেন তখন কি হয়েছিল। তেরোতম অধ্যায়ে কিতাব বলে:

(শুমারী ১৩) [১]এর পর মাবুদ মূসাকে বললেন, [২]“যে কেনান দেশ আমি **বনি-ইসরাইলদের দিতে যাচ্ছি** তার
সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নিয়ে আসবার জন্য তুমি বারো গোষ্ঠীর প্রত্যেকটি থেকে একজন করে নেতা পাঠিয়ে দাও।”
[৩]মাবুদের হুকুম পেয়ে মূসা তা-ই করলেন। তিনি পারণ মরুভূমি থেকে যাঁদের পাঠিয়ে দিলেন তাঁরা সকলেই
ছিলেন বনি-ইসরাইলদের নেতা....[২১]তখন তারা গিয়ে সীন মরুভূমি থেকে শুরু করে হামার দিকে রহোব পর্যন্ত
দেশটার খোঁজ-খবর নিয়ে আসলেন...[২৫]দেশটার খোঁজ-খবর নিয়ে তাঁরা চল্লিশ দিন পরে ফিরে আসলেন। [২৬]সেই
নেতারা পারণ মরুভূমির কাদেশে মূসা, হারুন এবং সমস্ত বনি-ইসরাইলদের কাছে ফিরে আসলেন। তাঁরা মূসা,
হারুন এবং অন্যান্য লোকদের কাছে সব কথা জানালেন এবং সেই দেশের ফল দেখালেন। [২৭]তাঁরা মূসাকে
বললেন, “আপনি আমাদের যে দেশে পাঠিয়েছিলেন আমরা সেখানে গিয়েছিলাম। দেশটাতে সত্যিই **দুধ, মধু
আর কোন কিছুর অভাব নেই**। এই হল সেখানকার ফল। [২৮]কিন্তু যারা সেখানে বাস করে **তাদের গায়ে শক্তি বেশী**
এবং তাদের শহরগুলোও বেশ বড় বড় আর দেয়াল দিয়ে ঘেরা। অনাকের বংশের লোকদেরও আমরা সেখানে
দেখেছি। [২৯]আমালেকীয়রা থাকে নেগেভে; হিট্টীয়, যিবূষীয় ও আমোরীয়রা থাকে পাহাড়ী এলাকায় আর
কেনানীয়রা থাকে সমুদ্রের কাছে এবং জর্ডান নদীর কিনারা ধরে।” [৩০]তখন মূসার সামনে যে সব লোক ছিল **কালুত**
তাদের গোলমাল থামিয়ে বললেন, “সেখানে গিয়ে দেশটা আমাদের দখল করে নেওয়া উচিত। আমরা তা নিশ্চয়ই
করতে পারব।” [৩১]কিন্তু **যাঁরা তাঁর সংগে** গিয়েছিলেন তাঁরা বললেন, “ঐ লোকদের সংগে যুদ্ধ করা আমাদের পক্ষে
সম্ভব নয়; আমাদের চেয়ে তাদের গায়ে শক্তি বেশী।” [৩২]তাঁরা যে দেশটার খোঁজ-খবর নিয়ে এসেছিলেন বনি-
ইসরাইলদের কাছে সেই দেশ সম্বন্ধে একটা বাজে কথা রটিয়ে দিয়ে বললেন, “আমরা যে দেশের খোঁজ-খবর
নিয়ে এসেছি সেই দেশটা তার বাসিন্দাদের গিলে খেয়ে ফেলে। যে সব লোক আমরা সেখানে দেখেছি তারা দেখতে
খুব বড়। [৩৩]আমরা সেখানে নেফিলীয়দের দেখেছি। অনাকের বংশের লোকেরা তো জাতে নেফিলীয়। তাদের
দেখে আমরা নিজেদের মনে করলাম ঘাস-ফড়িং আর তারাও আমাদের তা-ই মনে করল।”

৪১ অধ্যায়

বনি-ইসরাইলদের অবিশ্বাস; শুমারি ১৩, ১৪

(শুমারী ১৪:১-১১) [১]এই কথা শুনে বনি-ইসরাইলরা সকলে চেঁচামেচি করতে লাগল। তারা সারা রাত ধরে **কান্নাকাটি করল**। [২]মূসা ও হারুনের **বিরুদ্ধে তারা অনেক** কথা বলল। তারা সবাই মিলে তাঁদের বলল, "মিসর দেশে বা এই মরুভূমিতে মারা যাওয়াই ছিল আমাদের পক্ষে ভাল। [৩]যুদ্ধে মারা যাবার জন্য কেন মাবুদ আমাদের সেই দেশে নিয়ে যাচ্ছেন? তারা আমাদের স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের কেড়ে নেবে। এর চেয়ে মিসরে ফিরে যাওয়া কি আমাদের ভাল নয়?" [৪]তারা একে অন্যকে বলল, "চল, একজন নেতা ঠিক করে নিয়ে আমরা মিসরেই ফিরে যাই।" [৫]এই অবস্থা দেখে মূসা ও হারুন বনি-ইসরাইলদের গোটা দলটার সামনেই মাটিতে উবুড় হয়ে পড়লেন। [৬]যাঁরা সেই দেশের খোঁজ-খবর নিতে গিয়েছিলেন তাঁদের মধ্য থেকে তখন নূনের ছেলে ইউসা এবং যিফুন্নির ছেলে কালুত তাঁদের কাপড় ছিঁড়ে বনি-ইসরাইলদের গোটা দলটাকে বললেন, "আমরা যে দেশটা দেখতে গিয়েছিলাম সেটা একটা চমৎকার দেশ। [৮]মাবুদ যদি আমাদের উপর সন্তুষ্ট থাকেন তবে সেই দেশটায় তিনি আমাদের নিয়ে যাবেন যেখানে দুধ, মধু আর কোন কিছুর অভাব নেই, আর তিনি সেটা আমাদের দেবেন। [৯]তবে তোমরা মাবুদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কোরো না। তোমরা সেই দেশের লোকদের ভয় কোরো না; তাদের গিলে খেতে আমাদের দেরি হবে না। তাদের আর রক্ষার উপায় নেই। তাদের তোমরা ভয় কোরো না কারণ **মাবুদ আমাদের সংগে রয়েছেন**।" [১০]কিন্তু **দলের সবাই ইউসা ও কালুতকে পাথর ছুঁড়ে হত্যা করবার** কথা বলতে লাগল। তখন মিলন-তাম্বু থেকে সমস্ত বনি-ইসরাইলদের সামনে মাবুদের মহিমা দেখা দিল। [১১]মাবুদ মূসাকে বললেন, **"আর কত কাল এই লোকগুলো আমাকে তুচ্ছ করে চলবে?** তাদের মধ্যে আমি যে সব অলৌকিক চিহ্ন-কাজ দেখিয়েছি **তার পরেও আর কতকাল তারা আমাকে অবিশ্বাস করবে?**

আমরা এখানে বিরতি নিই। আপনি কি লক্ষ্য করেছেন, কিভাবে বনি-ইসরাইলরা আল্লাহ্‌কে তুচ্ছ করেছিল এবং বিদ্রোহ করেছিল? আপনি কি তাদের অবিশ্বাস দেখেছেন? আপনি কি লক্ষ্য করেছেন, কিভাবে তারা আল্লাহ্‌কে দোষ দিয়ে ফিরে যেতে চাইলো? হ্যাঁ, সেই দিন বনি-ইসরাইলরা অনেক বড় গুনাহ্‌ করেছিল কারন **তারা বিশ্বাস করেনি** যে আল্লাহ্‌ তাদের কেনান দেশটি দিবেন। আল্লাহ্‌ ইব্রাহিমকে, ইসহাককে, ইয়াকুবকে, ইউসুফকে এবং মূসাকে যে ওয়াদা করেছিলেন, তারা তাতে ঈমান আনেনি। তারা অনেকটা তাদের মত যারা বর্তমানে বলে থাকে, "আমরা আল্লাহ্‌কে এবং নবীদের উপর ঈমান এনেছি!" আসলে তারা আল্লাহ্‌কে এবং নবীদের উপর ঈমান আনেনি কারণ তারা সেই ওয়াদাতে ঈমান আনেনি যা আল্লাহ্‌ কিতাবে উল্লেখ করেছেন। অবিশ্বাস করা আল্লাহ্‌র সম্মুখে একটি বৃহৎ গুনাহ্‌। অনেক বলে ফেললাম, আসুন এরপর থেকে কাহিনীটি পড়ি।

(শুমারী ১৪:২৬-৩৮ আয়াত) [২৬]এর পর মাবুদ মূসা ও হারুনকে বললেন, [২৭]"আর কতকাল এই দুষ্ট জাতি আমার বিরুদ্ধে বকবক করবে? তাদের বকবক করা আমি শুনেছি।" [২৮]মাবুদ মূসা ও হারুনকে বনি-ইসরাইলদের বলতে বললেন, "আমার জীবনের কসম দিয়ে বলছি যে, আমি মাবুদ তোমাদের যা বলতে শুনেছি তা-ই আমি তোমাদের প্রতি করব। [২৯]তোমাদের মধ্যে বিশ বছর বা তারও বেশী বয়সের যাদের আদমশুমারীর সময় গোণা হয়েছিল, অর্থাৎ যারা আমার বিরুদ্ধে বকবক করেছিল, তাদের মৃতদেহ এই মরুভূমিতেই পড়ে থাকবে। [৩০]বাস করবার জন্য যে দেশ তোমাদের দেব বলে আমি কসম খেয়েছিলাম একমাত্র যিফুন্নির ছেলে **কালুত** ও নূনের ছেলে **ইউসা** ছাড়া আর কেউ সেই দেশে ঢুকতে পারবে না। [৩১]তোমাদের যে ছেলেমেয়েদের কেড়ে নেওয়া হবে বলে তোমরা বলেছিলে সেই ছেলেমেয়েদেরই আমি সেই দেশে নিয়ে যাব। এই ছেলেমেয়েরাই সেই দেশ ভোগ করবে যা তোমরা পায়ে ঠেলে দিয়েছ। [৩২]তোমাদের মৃতদেহ এই মরুভূমিতে পড়ে থাকবে। [৩৩]তোমাদের শেষ লোকটি এই মরুভূমিতে মরে না যাওয়া পর্যন্ত তোমাদের বেঈমানীর জন্য তোমাদের ছেলেমেয়েরা চল্লিশ বছর ধরে এখানে ভেড়া চরিয়ে বেড়াবে। [৩৪]দেশটা দেখে আসতে যে চল্লিশ দিন লেগেছিল তার প্রত্যেক দিনের জন্য এক বছর করে মোট চল্লিশ বছর পর্যন্ত তোমরা তোমাদের অন্যায়ের জন্য কষ্ট ভোগ করবে এবং বুঝবে যে, আমি বিরুদ্ধে থাকলে অবস্থাটা কেমন হয়। [৩৫]এই দুষ্ট জাতির লোকেরা যারা **আমার বিরুদ্ধে দল পাকিয়েছে** তারা সবাই এই মরুভূমিতেই শেষ হয়ে যাবে। আমি মাবুদ এই কথা বলছি।" [৩৬]দেশটার খোঁজ-খবর নিয়ে আসবার জন্য মূসার পাঠিয়ে দেওয়া যে দলটা ফিরে এসে বাজে কথা ছড়িয়ে দিয়ে মূসার বিরুদ্ধে সমস্ত বনি-ইসরাইলদের বকবক করবার উসকানি

দিয়েছিল, [৩৭]অর্থাৎ যে লোকেরা সেই দেশ সম্বন্ধে বাজে কথা ছড়িয়ে দেবার জন্য দায়ী ছিল তারা সবাই মাবুদের সামনে মহামারীতে মারা গেল। [৩৮]বেঁচে রইলেন কেবল নূনের ছেলে ইউসা এবং যিফুন্নির ছেলে কালুত।

এইভাবে, আমরা দেখতে পাই বনি-ইসরাইলরা কিভাবে আল্লাহ্‌কে অবিশ্বাস করেছিল যদিও আল্লাহ্ তাদেরকে ফেরাউনের দেশ থেকে রক্ষা করে কেনানের প্রান্ত পর্যন্ত নিয়ে এসেছিলেন। যারা আল্লাহ্‌র কালামে ঈমান আনেনি তাদের প্রতি তাঁর কি করা উচিত ছিল? তিনি তাদেরকে শুস্ক ভূমিতে মরে যাওয়ার জন্য দোষী করেছিলেন! কেন এই প্রজন্মের লোকেরা কেনান দেশে যেতে পারেনি? **কারণ তারা আল্লাহ্‌র কালামে ঈমান আনেনি!**

বন্ধু, আল্লাহ্‌র কালামে ঈমান না আনা একটি দুঃখজনক বিষয়। যারা আল্লাহ্‌কে অবিশ্বাস করবে তাদের প্রত্যেককে তিনি শাস্তি দিবেন! যারা আল্লাহ্‌র কালামকে অস্বীকার করে এবং ভুল অর্থ করে, তারা আল্লাহ্‌কে মিথ্যাবাদী করে এবং তারা আল্লাহের রাজ্যের অংশ হতে পারে না! ঈমান না আনার কারনে কেউ ধ্বংস হউক এটি আল্লাহ্‌র ইচ্ছা নয়। আল্লাহ্ চান যেন প্রত্যেকে তাঁর প্রতিষ্ঠিত নাজাতের পথে **ঈমান আনে**। কিন্তু প্রত্যেকের এই বিষয়ে নিজের সিদ্ধান্ত নিজেকে নিতে হবে। যারা আল্লাহ্‌র কালামে ঈমান আনবে না তারা প্রত্যেকে ধ্বংস হবে। আল্লাহ্‌র পাক-রূহ্ নবীদের মাধ্যমে কিভাবে সতর্ক করে তা দেখা যাক:

"আজ যদি তোমরা তাঁর কথায় কান দাও! তিনি বলছেন, তোমাদের পূর্বপুরুষদের মত তোমাদের দিল তোমরা কঠিন কোরো না। তারা মরুভূমির মধ্যে বিদ্রোহী হয়ে আমার পরীক্ষা করেছিল। ভাইয়েরা, সাবধান! তোমাদের মধ্যে কারও ***মন যেন খারাপ ও অ-ঈমানদার*** *না হয়। এই রকম মন জীবন্ত আল্লাহ্‌র কাছ থেকে দূরে সরে যায়।"*
(ইবরানী ৩:৭, ৮, ১২ আয়াত; জবুর ৯৫:৭-১১ আয়াত)

শ্রোতাবন্ধু, আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ। এরপর আমরা আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় দেখবো যে, কিভাবে তারা আল্লাহের ইচ্ছাতে শুস্ক ভূমিতে ধ্বংস হয়েছিল যারা আল্লাহের কালামে ঈমান আনেনি...আল্লাহ্ আপনাদের রহমত দান করুন যেভাবে আপনার এই কালামে মোনযোগ দেন:

"ভাইয়েরা, সাবধান! তোমাদের মধ্যে কারও মন যেন খারাপ ও অ-ঈমানদার না হয়। এই রকম মন জীবন্ত আল্লাহ্‌র কাছ থেকে দূরে সরে যায়।" (ইবরানী ৩:১২)

৪২ অধ্যায়
ব্রোঞ্জের সাপ; শুমারি ২০ , ২১

শ্রোতা বন্ধু, আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হউক।

আমরা আপনাকে আল্লাহ্‌র নামে শুভেচ্ছা জানাই। তিনি শান্তির প্রভু। তিনি তাঁর তৈরীকৃত ধার্মিকতার পথ এবং তাঁর সত্যময় শান্তি সম্পর্কে আমাদের জানাতে চান। আজকে আপনার অনুষ্ঠান "*ধার্মিকতার পথ*" আবারো উপস্থাপন করতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত ।

শেষবার তৌরাতের চতুর্থ অংশ শুমারী থেকে আমরা দেখেছি, কিভাবে বনি-ইসরাইলরা কেনান দেশের প্রান্তে পৌঁছিয়েছিল। এই দেশ দেবে বলে আল্লাহ্ ইব্রাহিম, ইসহাক, ইয়াকুব এবং তাঁদের বংশধরদের ওয়াদা করেছিলেন। আল্লাহ্ সেই দেশে বসবাসরত দৈত্যের মত দুষ্ট লোকদের তাড়িয়ে দিয়ে বনি-ইসরাইলদের দিতে পরিকল্পনা করেছিলেন। যাই হোক বেশিরভাগ বনি-ইসরাইলরা সেই দৈত্যদের ভয় পেয়েছিল এবং আল্লাহ্ যে তাদের কেনান দেশ দেওয়ার ওয়াদা করেছিলেন তাতে ঈমান আনেনি। এইভাবে আমরা পড়েছি কিভাবে আল্লাহ্ তাদের অবিশ্বাসের কারনে বিচার করেছিলেন। তিনি তাদের বলেছিলেন,

<u>**"বাস করবার জন্য যে দেশ তোমাদের দেব বলে আমি কসম খেয়েছিলাম একমাত্র যিফুন্নির ছেলে কালুত ও নূনের ছেলে ইউসা ছাড়া আর কেউ সেই দেশে ঢুকতে পারবে না**। তোমাদের যে ছেলেমেয়েদের কেড়ে নেওয়া হবে বলে তোমরা বলেছিলে সেই ছেলেমেয়েদেরই আমি সেই দেশে নিয়ে যাব। এই ছেলেমেয়েরাই সেই দেশ ভোগ করবে যা তোমরা পায়ে ঠেলে দিয়েছ। তোমাদের মৃতদেহ এই মরুভূমিতে পড়ে থাকবে।"</u> (শুমারী ১৪:৩০-৩২ আয়াত)

আমাদের যা বুঝতে হবে, আল্লাহ্ বনি-ইসরাইলদের প্রচুর রূপে রহমত দান করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু **তাদের অবিশ্বাসের কারনে তা করতে পারেননি**। যেদিন থেকে তারা আল্লাহ্‌র দেওয়া ওয়াদার উপর ঈমান আনেনি সেই দিন থেকে আল্লাহ্ বনি-ইসরাইলদের চল্লিশ বছর মরুভূমিতে ঘুড়িয়েছেন, যতদিন না সেই লোকেরা মারা গিয়েছে যারা আল্লাহের উপর ঈমান আনেনি। এখন, আসুন আমরা শুমারি কিতাব পড়ি এবং দেখি অবিশ্বাসের দরুন চল্লিশ বছর মরুভূমিতে সময় নষ্ট করার পর কি হয়েছিল। বিশ অধ্যায়, আমরা পড়ি:

(শুমারি ২০:১-৫ আয়াত) ১বছরের প্রথম মাসে সমস্ত বনি-ইসরাইল সীন মরুভূমিতে পৌঁছে কাদেশের কাছে গিয়ে রইল। মরিয়ম সেখানে ইন্তেকাল করলেন এবং তাঁকে দাফন করা হল। ২সেখানে পানি না থাকায় বনি-ইসরাইলরা মূসা ও হারুনের বিরুদ্ধে দল পাকালো। ৩তারা মূসার সংগে **ঝগড়া** করে বলল, "আমাদের ভাইয়েরা যখন মাবুদের সামনে মারা গেল তখন যদি আমরাও মরতাম তবে ভাল হত। ৪কেন তুমি মাবুদের বান্দাদের এই মরুভূমিতে নিয়ে আসলে যাতে পশুপাল সুদ্ধ আমরা মারা যাই? ৫মিসর দেশ থেকে কেন তুমি আমাদের এই ভীষণ জায়গায় নিয়ে আসলে? এই জায়গায় না আছে কোন শস্য বা ডুমুর ফল, না আছে আংগুর লতা বা ডালিম ফল; তার উপর খাবার পানিও এখানে নেই।"

আপনি কি শুনেছেন, বনি-ইসরাইলরা কি বলেছিল? আল্লাহ্ তাদের এবং মিসরে তাদের পূর্বপুরুষদের জন্য সব কিছু করার পর এবং মরুভূমিতে আল্লাহ্ তাদের জন্য যা করেছিলেন এরপর তাদের দিল ধন্যবাদে এবং ঈমানে কি পরিপূর্ণ ছিল? না! তারা ঠিক তাই করেছিল যা তাদের পূর্বপুরুষরা করেছিল। তারা পরামর্শ করছিল! অবশ্যই, তারা মরুভূমির কারনে চিন্তিত ছিলেন আর এই সকল চিন্তা তাদের অবিশ্বাসের কারনে হয়েছিল, যার কারনে তারা কেনানে প্রবেশ করতে পারেনি। এটা সত্যি যে বনি-ইসরাইলদের খাবারের পানি ছিল না। কিন্তু কেন তারা এইজন্য আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করেনি? যিনি মরুভূমিতে তাদের চল্লিশ বছর দেখাশোনা করেছেন, তিনি কি তাদের খাবারের পানি দিতে পারতেন না? অবশ্যই তিনি দিতে পারতেন! আল্লাহ্ তাদের প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছু দিতে চেয়েছিলেন! যাইহোক, বনি-ইসরাইলরা তারপরও তাদের মাবুদ আল্লাহ্‌র উপর সম্পূর্ণভাবে ঈমান আনতে পারেনি।

৪২ অধ্যায়

ব্রোঞ্জের সাপ; শুমারি ২০, ২১

আসুন আমরা অধ্যায়টা অধ্যায়ন করে দেখি এরপর কি হয়েছিল। কিতাব বলে:

(শুমারি ২০:৬-১২) ৬এতে মূসা ও হারুন তাদের কাছ থেকে মিলন-তাম্বুর দরজার কাছে গিয়ে সেজদায় পড়লেন। তখন মাবুদের মহিমা তাঁদের সামনে প্রকাশ পেল। ৭মাবুদ মূসাকে বললেন, ৮"তুমি সেই লাঠিটা নাও আর তুমি ও তোমার ভাই হারুন বনি-ইসরাইলদের এক জায়গায় জমায়েত কর। ঐ যে **বিরাট পাথরটা রয়েছে** তুমি বনি-ইসরাইলদের সামনে **ওটাকে বল** আর তাতে ওটা পানি দেবে। বনি-ইসরাইলরা এবং তাদের পশুপাল যাতে খেতে পারে সেইজন্য তুমি তাদের জন্য পাথর থেকে পানি বের করে আনবে।" ৯মাবুদের হুকুম মতই তাঁর সামনে থেকে মূসা সেই লাঠিটা তুলে নিলেন। ১০মূসা ও হারুন সেই পাথরটার কাছে লোকদের একসংগে জমায়েত করলেন। তারপর মূসা তাদের বললেন, "বিদ্রোহীরা শোন, আমরা কি তোমাদের জন্য এই পাথরটা থেকে পানি বের করে আনব?" ১১এই কথা বলে মূসা হাত উঠিয়ে তাঁর লাঠি দিয়ে সেই **পাথরটাকে দু'বার আঘাত করলেন;** তাতে সেখান থেকে জোরে অনেক পানি বের হয়ে আসতে লাগল আর বনি-ইসরাইলরা ও তাদের পশুপাল তা খেল। ১২কিন্তু মাবুদ মূসা ও হারুনকে বললেন, "তোমরা আমার উপর ভরসা কর নি এবং বনি-ইসরাইলদের সামনে আমাকে পবিত্র বলে মান্য কর নি। তাই যে দেশ আমি বনি-ইসরাইলদের দেব তোমরা তাদের সেখানে নিয়ে যেতে পারবে না।"

আপনি বুঝতে পেরেছেন, সেখানে কি ঘটেছিল? আল্লাহ্ মূসাকে কি আদেশ করেছিলেন যেন বনি-ইসরাইলের মানুষেরা পানি পান করতে পারে? তিনি বলেছিলেন, "সে পাথরের সাথে কথা বলো!" মূসাকি পাথরের সাথে কথা বলে আল্লাহ্‌র বাধ্য হয়েছিলেন? না! মূসা তার রাগের কারনে দুইবার পাথরটিকে আঘাত করেছিলেন। আল্লাহ্ এতে বাধা দেয়নি, তাঁর উদারতার কারনে পাথর থেকে পানি বের হয়ে এসেছিল কিন্তু মূসা আল্লাহ্‌কে অসন্তুষ্ট করেছিলেন। যার কারনে আল্লাহ্ তাকে শাস্তি দিয়েছিলেন আর বলেছিলেন, *"যেহেতু তুমি বনি-ইসরাইলদের সামনে আমাকে **পবিত্ররূপে** সম্মান করোনি এবং ঈমান যথেষ্টরূপে রক্ষা করোনি সুতরাং যে দেশ আমি তাদেরকে দেবো তুমি তাদেরকে সেই দেশে **নিয়ে যেতে পারবে না**।"*

হয়তো আমরা অনেকেই মনে করতে পারি, মূসাকে শাস্তি দেওয়াটা একটু কড়া হয়েছিল। যাইহোক, আল্লাহের কালামের প্রতি ঈমান এবং বাধ্যতা আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করে। আল্লাহ্ তাঁর কালামের বিরুদ্ধে কোন কিছুকে গ্রহণ করেন না, যদি এটি মূসার কাছ থেকেও এসে থাকে তবুও না। আল্লাহ্ পক্ষপাতিত্ব পছন্দ করে না। মূসা একজন মহান নবী ছিলেন, কিন্তু তিনিও আমাদের মত একজন মানুষ ছিলেন। যার কারনে তিনিও আদমের সকল বংশধরদের মত একজন গুনাহ্‌গার ছিলেন। এমনকি আল্লাহ্‌র নবী **মূসাও** তাঁর ভাল কাজের দ্বারা **নিজেকে রক্ষা করতে পারেনি**। আদমের অন্য সকল বংশধরদের মত তাঁরও সমস্যা ছিল এবং ধার্মিকতার সমস্ত কিছু পূর্ণ করতে পারেনি। মূসারও অন্যান্য বনি-ইসরাইলদের মত আল্লাহ্‌র প্রতিষ্ঠিত নাজাতের পথ ধরে আসতে হত, রক্ত কোরবানীর মধ্য দিয়ে। মূসার গুনাহের মধ্য দিয়ে আল্লাহ্ আমাদের স্বরণ করাতে চান যে আমরা প্রত্যেকেই গুনাহ্ করেছি এবং আল্লাহ্‌র গৌরব থেকে দূরে সরে গিয়েছি। সবাই আল্লাহ্‌র সম্মুখে দোষী। সবাই গুনাহ্ করেছে। কেউ ধার্মিক নয়! কেউ নাই যে আল্লাহ্‌র পথ থেকে সরে যায়নি, শুধুমাত্র নাজাতদাতা ছাড়া যিনি বেহেশত থেকে এসেছেন এবং যিনি খাঁটি ও ধার্মিক!

বিশ অধ্যায়ের পর থেকে বনি-ইসরাইলীয়দের কাহিনী থেকে দেখতে পাই কিভাবে হারুন (মূসার বড় ভাই) হর পর্বতে মারা গিয়েছিলেন এবং মানুষেরা ত্রিশদিন পর্যন্ত শোক প্রকাশ করেছিলেন। একুশ অধ্যায়ে কিতাব বলে:

(শুমারি ২১:4-৯ আয়াত) ৪এর পর বনি-ইসরাইলরা ইদোম দেশের পাশ দিয়ে ঘুরে যাওয়ার জন্য হোর পাহাড়ের কাছ থেকে আকাবা উপসাগরের পথ ধরে চলল। কিন্তু পথে তারা ধৈর্য হারিয়ে আল্লাহ্ ও মূসার

বিরুদ্ধে বলতে লাগল, "এই মরুভূমিতে মারা পড়বার জন্য কেন তোমরা মিসর দেশ থেকে আমাদের বের করে এনেছ? এখানে রুটিও নেই পানিও নেই, আর এই বাজে খাবার আমরা দু'চোখে দেখতে পারি না।"
৬তখন মাবুদ তাদের মধ্যে এক রকম **বিষাক্ত সাপ** পাঠিয়ে দিলেন। সেগুলোর কামড়ে অনেক ইসরাইলীয় মারা গেল। ৭তখন লোকেরা গিয়ে মূসাকে বলল, "মাবুদ ও আপনার বিরুদ্ধে কথা বলে আমরা গুনাহ করেছি। আপনি এখন মাবুদের কাছে অনুরোধ করুন যেন তিনি এই সব সাপ আমাদের কাছ থেকে সরিয়ে নেন।" তখন মূসা লোকদের জন্য অনুরোধ করলেন। ৮এর জবাবে মাবুদ মূসাকে বললেন, "তুমি একটা সাপ তৈরী করে একটা খুঁটির উপরে রাখ। যাকে সাপে কামড়াবে সে ওটার দিকে তাকালে বেঁচে যাবে।" ৯তখন মূসা একটা ব্রোঞ্জের সাপ তৈরী করে একটা খুঁটির উপরে লাগিয়ে রাখলেন। কাউকে সাপে কামড়ালে সে ঐ **ব্রোঞ্জের সাপের** দিকে চেয়ে দেখত আর তাতে সে **বেঁচে যেত**।

আসুন আমরা এই অসাধারণ কাহিনীটি নিয়ে চিন্তা করি। কেন আল্লাহ্ বনি-ইসরাইলদের উদ্দেশ্যে বিষাক্ত সাপ পাঠিয়েছিলেন? তিনি তাদের **গুনাহের** কারনে সাপ পাঠিয়েছিলেন। আমরা শুনেছি যে তারা কিভাবে আল্লাহ্ এবং মূসার বিরুদ্ধে কথা বলেছিল এবং আল্লাহ্র দেওয়া খাবারকে তুচ্ছ করেছিল। সেইজন্য আল্লাহ্ তাদের উদ্দেশ্য করে বিষধর সাপ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন যেন সেই সাপের কারনে তারা **মারা যায়**।

কিভাবে বনি-ইসরাইলরা নিজেদের বাঁচাতে পারতো? তারা কি চাইলেই নিজেরা নিজেদের রোগ হতে কিংবা সাপের হাত থেকে রক্ষা করতে পারতো? তারাকি চাইলেই নিজেদের মৃত্যুনাশক বিষ হতে নিজেদের বাঁচাতে পারতো? অসম্ভব! তাহলে তারা কি করতে পারতো? তারা আল্লাহ্র কাছে চাইতে পারতো! আর তারা তাই করেছিল। আমরা দেখতে পেরেছি বনি-ইসরাইলরা কিভাবে অনুতাপ করেছিল এবং মূসার কাছে ফিরে এসে বলেছিল, "আমরা গুনাহ্ করেছি! আমরা তোমার এবং আল্লাহ্র বিরুদ্ধে কথা বলেছি! মাবুদকে বলো যাতে আমাদের প্রতি দয়া করে এবং এই সাপগুলো দূর করে দেয়!"

আল্লাহ্ কি তাদের কাছ থেকে সাপগুলো দূর করেছিলেন? তিনি তার চেয়েও ভাল কিছু করেছিলেন! আল্লাহ্ মূসাকে একটি ব্রোঞ্জের সাপ তৈরী করতে বলেছিলেন এবং তা উপরে তুলতে বলেছিলেন যেন *"যে কাউকে সাপ কামড় দেয় সে যদি ঐ ব্রোঞ্জের সাপের দিকে **তাকায়** তাহলে **বেঁচে** যাবে।"* এটি ছিল **আল্লাহ্র** দেওয়া **ঔষধ**। যদি কোন সাপ কাউকে দংশন করে তাহলে সে উপরে ঝুলানো ব্রোঞ্জের সাপের দিকে তাকাবে এবং সুস্থ হয়ে উঠবে! এটি ছিল আল্লাহ্ কর্তৃক রক্ষার উপায়: **তাকাও এবং বেঁচে উঠো!**

আল্লাহ্ ওয়াদা করেছিলেন, মূসা যে সাপটি উপরে ঝুলিয়েছিলেন তার দিকে যে তাকাবে সে সুস্থ হবে। যারা **তাকায়নি** তাদের কি হয়েছিল? তারা খুব কষ্ট পেয়ে মারা গিয়েছিল। কিন্তু যারা আল্লাহ্র উপর ঈমান এনেছিল তারা মৃত্যু থেকে রক্ষা পেয়েছিল, কারণ আল্লাহ্ তাদের ওয়াদা করেছিলেন, "যে কাউকে সাপ দংশন করবে সে উপরে তাকালে বেঁচে যাবে।"

সত্যি খুব মনোরম কাহিনী, আসলে মনোরমের চেয়েও বেশি কিছু। এটি লেখা হয়েছে আমাদের দিক-নির্দেশনার জন্য। আল্লাহ্ আমাদের দেখাতে চেয়েছে, প্রত্যেকেই বনি-ইসরাইলদের মত **আমরাও** গুনাহ্গার, যার কারনে আমরা প্রায়ই আল্লাহ্ এবং লোকদের বিরুদ্ধে সমালোচনা করে থাকি এবং আমাদের চিন্তায়, কথায় ও কাজে আল্লাহ্র বিরোধিতা করে থাকি। **শয়তান** হচ্ছে সেই বিষধর সাপের মত যে সাপ বনি-ইসরাইলদের দংশন করছিল। আর **গুনাহ্** হচ্ছে বিষের মত যা তাদেরকে মৃত্যুযোগ্য করে তুলছিল। শয়তান আদমের সকল সন্তানদের দংশন করেছে এবং সেই গুনাহের বিষ সবাইকে চিরকালের মত ধ্বংস করবে, যদি না আল্লাহ্ কোন **ঔষধের** ব্যাবস্থা করেন! গুনাহের বেতন হচ্ছে চিরকালের আগুনে ধ্বংস হওয়া যেখান থেকে আমরা নিজে পালিয়ে যেতে পারি না! যাইহোক, আমরা আল্লাহ্র প্রশংসা করি কারণ তিনি বনি-ইসরাইলদের **সাপের বিষ হতে রক্ষা** করার পরিকল্পনা করেছিলেন, ঠিক একইভাবে তিনি আদমের সন্তানদের **গুনাহের বিষ** থেকে রক্ষা করার জন্য পরিকল্পনা করেছিলেন। আপনি কি জানেন, আল্লাহ্ আপনাকে গুনাহের অভিশাপ থেকে নাজাত দেওয়ার জন্য কি করেছেন? তাহলে শুনুন মরুভূমিতে মূসা সেই সাপকে উপরে উঠানোর পনেরোশত বছর পর **পবিত্র-নাজাত দাতা কি বলেছিলেন**। তিনি বলেছিলেন, *" মূসা নবী যেমন মরুভূমিতে সেই সাপকে উঁচুতে তুলেছিলেন তেমনি ইবনে*

৪২ অধ্যায়

ব্রোঞ্জের সাপ; শুমারি ২০, ২১

আদমকেও উঁচুতে তুলতে হবে...যেন যে কেউ সেই পুত্রের উপর ঈমান আনে সে বিনষ্ট না হয় কিন্তু অনন্ত জীবন পায়!" (ইউহোন্না ৩:১৪, ১৬) সুখবরের {ইঞ্জিল} এই আয়াত থেকে আমরা বুঝতে পারি, মূসা মরুভূমিতে যে সাপ উপরে তুলেছিলেন তা একটি চিত্র ছিল যে পবিত্র-নাজাতদাতাকে দুনিয়াতে আসতে হবে এবং ক্রুশে জীবন দিতে হবে যেন শয়তানকে পরাজিত করতে পারে আর এই শয়তান মৃত্যুর ক্ষমতা ধরে রেখেছিল। (ইবরানী ২:১৪) আহ্, এই সংবাদটি কত মধুর! আমরা আমাদের পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে আবিষ্কার করবো, নাজাতদাতার মৃত্যু এবং পুনরুত্থানের মাধ্যমে আল্লাহ্ আদম-সন্তানদের নাজাতের, শান্তির এবং আনন্দের দরজা চিরকালের জন্য খুলে দিয়েছেন! আল্লাহ্ চান যেন আপনি বুঝতে পারেন আপনি নিজে নিজে গুনাহের ক্ষমতা থেকে রক্ষা পেতে পারেন না এবং যে নাজাতদাতাকে আল্লাহ্ পাঠিয়েছেন, যিনি আপনার গুনাহের ঋন পরিশোধের জন্য ক্রুশে জীবন দিয়েছেন, তার উপর ঈমান আনেন। আল্লাহ্ বলছেন: **নাজাতদাতার দিকে তাকাও আর তুমি বাঁচবে**! তার উপর ঈমান আনুন আর আল্লাহ্ আপনাকে সুস্থ করবেন, নিজেকে গুনাহের বিষ হতে রক্ষা করুন এবং বেহেশতে অনন্ত জীবনে তাঁর সান্নিধ্যে থাকুন!

বৃদ্ধ এবং যুবক, পুরুষ এবং মহিলা, ধনী এবং গরীব, সবাইকে আল্লাহ্ বলছেন: **তাকাও এবং বাঁচো**! শক্তিশালি নাজাতদাতার দিকে তাকাও যাঁকে আল্লাহ্ পাঠিয়েছেন এবং তুমি **নাজাত** পাবে! কিন্তু আল্লাহ্ আরোও বলছেন: যদি তুমি তাকাতে অসম্মত হও, যদি তুমি নাজাতদাতার উপর **ঈমান না আনো** যার মাধ্যমে আল্লাহ্ সুস্থতা এনেছেন তাহলে "তুমি তোমার গুনাহে মারা যাবে!" (ইউহোন্না ৮:২৪) আল্লাহ্‌র ধার্মিকতার শরিয়ত অনুসারে, যে আল্লাহ্‌র দেওয়া ঔষধ গ্রহণ করবে না সে **ধ্বংস হবে**। আল্লাহ্‌র আর কোন ঔষধ নেই যার দ্বারা গুনাহের বিষ হতে সুস্থ হওয়া যায়। আপনি কি নাজাতদাতাকে লক্ষ্য করেছেন যার সম্বন্ধে নবীরা লিখে গিয়েছেন। যদি আপনি তাঁর উপর ঈমান আনেন তাহলে তিনি আপনাকে পরিষ্কার করবেন এবং অনন্তজীবন দান করবেন। আবারো দেখুন কিতাব কি বলে: "মূসা নবী যেমন মরুভূমিতে সেই সাপকে উঁচুতে তুলেছিলেন তেমনি ইবনেআদমকেও উঁচুতে তুলতে হবে**...যেন যে কেউ সেই পুত্রের উপর ঈমান আনে সে বিনষ্ট না হয় কিন্তু অনন্ত জীবন পায়!"** (ইউহোন্না ৩:১৪, ১৬)

শ্রোতাবন্ধুরা, আমাদের সময় আজ এখানেই শেষ। আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ। আমাদের পরবর্তী পাঠে আমরা মূসার চুরান্ত কথা সম্পর্কে জেনে তৌরাত শেষ করবো...যেভাবে আপনি তার ওয়াদাতে ঈমান আনেন সেইরূপে তিনি আপনার প্রতি রহমত দান করুন:

"[আমার দিকে ফেরো এবং উদ্ধার পাও!]" (ইশাইয়া ৪৫:২২)

৪৩ অধ্যায়
মূসার চূড়ান্ত বার্তা; দ্বিতীয় বিবরণ

শ্রোতা বন্ধু, আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হউক।

আমরা আপনাকে আল্লাহ্‌র নামে শুভেচ্ছা জানাই। তিনি শান্তির প্রভু। তিনি তাঁর তৈরীকৃত ধার্মিকতার পথ এবং তাঁর সত্যময় শান্তি সম্পর্কে আমাদের জানাতে চান। আজকে আপনার অনুষ্ঠান *"ধার্মিকতার পথ"* আবারো উপস্থাপন করতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত ।

বিগত বিয়াল্লিশটি অধ্যায়ে আমরা পাক-কিতাবের প্রথম অংশ তৌরাত দেখছিলাম। আমরা জানি যে, আল্লাহ্ তাঁর পরিকল্পনা মূসাকে জানতে দিয়েছিলেন। আল্লাহ্ মূসাকে কিতাব লেখার উৎসাহ দিয়েছিলেন। সম্ভবত, মূসা কিতাব লিখেছেন, প্রায় তিন হাজার পাঁচশত বছর পার হয়ে গিয়েছে। তারপরও আমাদের কাছে এর মূল্য অনেক। তৌরাত হচ্ছে **ভিত্তি** যা আল্লাহ্ নিজে তৈরী করেছিলেন যেন আমরা যাচাই করে দেখতে পারি যে বিষয়গুলো আমার কাছে আসছে তা কি **আল্লাহ্‌র কাছ থেকে আসছে** কিনা। তৌরাতের শিক্ষাগুলো আল্লাহ্‌র **খাঁটি সত্য** বহণ করে। যে শিক্ষাগুলো এর বিরুদ্ধে তা **মিথ্যা**। আল্লাহ্‌র প্রত্যেকটি সত্য খুব সুন্দর ভাবে তৌরাতে দেওয়া আছে। শুধুমাত্র একটি বিষয় আছে যা সর্ব-শক্তিমান আল্লাহ্ করতে পারে না। আপনি কি জানেন সেটা কি? ঠিক, **আল্লাহ্ নিজের বিরুদ্ধে কিছু করতে পারেন না!** তৌরাতে মূসা এই কথা লিখেছেন, **"তোমরা কোন ইসরাইলীয় ভাইয়ের কাছ থেকে সুদ নেবে না- সেই সুদ টাকা-পয়সার উপরেই হোক কিংবা খাবার জিনিসের উপরেই হোক কিংবা অন্য যে কোন জিনিসের উপরেই হোক।"** (দ্বিতীয় বিবরণ ২৩:১৯ আয়াত) মূসার মাধ্যমে আসা তৌরাতের মধ্য দিয়ে আল্লাহ্ আমাদের কাছে অনেক রহস্য তুলে ধরেছেন। আমরা আজকে পরিকল্পনা করেছি যে **তৌরাতের এই যাত্রা শেষ করবো**। আমরা আমাদের চূড়ান্ত অধ্যায়ে যাওয়ার আগে দেখতে চাই প্রথম থেকে এই পর্যন্ত আমরা কি শিখেছি।

তৌরাতের প্রথম অধ্যায়ে আমরা দেখেছি যে কিভাবে আল্লাহ্ তাঁর মত করে মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্ তাঁর সৃষ্টি, মানুষের সাথে একটি সুন্দর **সম্পর্ক** বজায় রাখতে চেয়েছিলেন। যার কারনে তিনি মানুষের প্রানে মন (আত্মা) দিয়েছিলেন যেন আল্লাহ্‌কে জানতে পারে, হৃদয় দিয়েছিলেন যেন মহব্বত করতে পারে এবং ব্যাক্তিগত স্বাধীনতা দিয়েছিলেন যেন সিদ্ধান্ত নিতে পারে যে আল্লাহ্‌র বাধ্য হবে নাকি অবাধ্য হবে।

তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা দেখেছি যে প্রথম মানুষ আদম শয়তানের কথা শুনেছিলেন এবং আল্লাহ্‌র নিষেধ করা গাছের ফল খেয়েছিলেন। এইভাবে, কিতাব বলে, *"একটি মানুষের মধ্য দিয়ে **গুনাহ্** দুনিয়াতে এসেছিল ও সেই গুনাহের মধ্য দিয়ে **মৃত্যুও** এসেছিল। সব মানুষ গুনাহ্ করেছে বলে এইভাবে সকলের কাছেই মৃত্যু উপস্থিত হয়েছে।"* (রোমীয় ৫:১২ আয়াত) গুনাহের শাস্তি হচ্ছে মৃত্যু এবং আল্লাহ্‌র সাথে চিরকালের জন্য বিচ্ছেদ।

এইভাবে, আল্লাহ্ আদমকে এবং হাওয়াকে তাদের গুনাহের জন্য পরমদেশের বাগান থেকে বহিষ্কার করেছিলেন। কিন্তু তাদেরকে বের করার আগে, আল্লাহ্ ঘোষণা করলেন যে আদম-সন্তানদের নাজাত দেওয়ার জন্য একজন **নাজাতদাতাকে** দুনিয়াতে পাঠাবেন; যেন তাদের শয়তানের হাত থেকে এবং গুনাহের শাস্তি থেকে নাজাত দিতে পারে।

তারপর আমরা শিখেছি, কিভাবে আল্লাহ্ ইব্রাহিমকে আহ্বান করেছিলেন, এবং **একটি বিশেষ জাতির** ওয়াদা করেছিলেন যার মধ্য দিয়ে নবীরা এবং নাজাতদাতা আসবে। এইভাবে, ইব্রাহিম ইসহাককে জন্ম দিলেন; ইসহাক ইয়াকুবকে জন্ম দিলেন; ইয়াকুবের বারোজন সন্তান ছিল। পরবর্তীতে, আল্লাহ্ ইয়াকুবের নাম পরিবর্তন করে **ইসরাইল** রাখলেন। ইসরাইলের বারোজন সন্তানের মাধ্যমে নতুন জাতি উৎপন্ন হল যা আল্লাহ্ ইব্রাহিমকে ওয়াদা করেছিলেন। দশ বড় ভাইয়েরা মিলে তাদের ছোট ভাই ইউসুফকে বিক্রি করে দেয় আর একজন মিসরিয় লোক তাকে কিনে নিয়ে যায়। যাইহোক, *"একজন লোক যা বোনে তাই কাটে।"* (গালাতীয় ৬:৭ আয়াত) এভাবে আমরা দেখি যে, ইসরাইলের সকল সন্তান মিসরীয়দের গোলাম হয়। কিন্তু, আল্লাহ্ তাঁর ওয়াদা ভুলে যাননি যা তিনি ইব্রাহিম এবং তার বংশের উদ্দেশ্যে করেছিলেন। হিজরতে আমরা দেখতে পাই কিভাবে মূসার মাধ্যমে বনি-ইসরাইলদের গোলামী থেকে ছাড়িয়ে এনে আল্লাহ্ তার ওয়াদা পূর্ণ করেন।

৪৩ অধ্যায়
মূসার চূড়ান্ত বার্তা; দ্বিতীয় বিবরণ

মূসার কাহিনী অধ্যায়নকালে আমরা পড়েছি, আল্লাহ্‌র অসাধারণ এবং চমৎকার হিসাব, যার কারনে তিনি বনি-ইসরাইলদের ফেরাউন এবং মিসরীয়দের বন্দিত্ব থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসেন। আমরা আরো পড়েছি যে কিভাবে আল্লাহ্ তাদের মরুভূমিতে প্রতিপালন করেছিলেন এবং তাদের কেনান দেশের প্রান্তে নিয়ে এসেছিলেন। যে দেশ সম্পর্কে আল্লাহ্ তাদের পূর্বপুরুষ ইব্রাহিমকে ওয়াদা করেছিলেন। যাই হোক, বেশিরভাগ বনি-ইসরাইলরা কেনানের দৈত্যদের ভয় পেয়েছিল এবং আল্লাহ্‌র ওয়াদার উপর ঈমান আনেনি। যার কারনে সেই সময়ে তারা শস্যে পরিপূর্ণ কেনান দেশে প্রবেশ করতে পারেনি। বনি-ইসরাইলদের অবিশ্বাসের কারনে আল্লাহ্ তাদের চল্লিশ বছর মরুভূমিতে ঘুড়িয়েছিলেন, যতক্ষণ না সবাই আল্লাহের ওয়াদাতে ঈমান এনেছে। তাদের অবিশ্বাসের কারনে আল্লাহ্ তাদের এই শাস্তি দিয়েছিলেন। সত্যিই, *"তিনি নির্ভরযোগ্য আল্লাহ্, তিনি কোন অন্যায় করেন না; তিনি ন্যায়বান ও সৎ।"* (দ্বিতীয় বিবরণ ৩২: ৪ আয়াত)

এখন, **আসুন আমরা তৌরাতের যাত্রা পূর্ণ করি।** মনে রাখবেন, বনি-ইসরাইলরা মরুভূমিতে ছিল কারণ আল্লাহ্ তাদের সংশোধন করছিলেন। যাদের বয়স বিশ বছরের উপরে ছিল তাদের বেশির ভাগ যারা আল্লাহের ওয়াদায় ঈমান আনেনি তারা কেনানে প্রবেশ না করে মারা গিয়েছিল। কেউ বেঁচে ছিল না। তখন তাদের সন্তানেরা প্রান্তে ছিলেন। চল্লিশ বছর মরুভূমিতে থাকার পর বনি-ইসরাইলের সন্তানেরা সেই দেশে প্রবেশ করতে উদ্বিগ্ন ছিল, যে দেশে তাদের অভিভাবকেরা প্রবেশ করতে পারেনি! আমরা আজকে তৌরাতের পাঁচ নম্বর অংশ "দ্বিতীয় বিবরণ" অধ্যায়ন করছি। এই চূড়ান্ত অংশে মূসা তুলে ধরেছিলেন আল্লাহ্‌র পবিত্র-শরিয়ত এবং বনি-ইসরাইলদের তা শিক্ষা দিয়েছিলেন। এই কিতাবটি চূড়ান্ত বার্তা বহণ করে যা মূসা লোকদের কাছে প্রচার করেছিলেন যেন আল্লাহ্‌র ওয়াদাকৃত দেশে প্রবেশ করতে পারে। আজকে মূসার সমস্ত বিষয় তুলে ধরার সময় নেই, কিন্তু মূসার কিছু অংশ তুলে ধরবো: **"ভুলে যেয়ো না!"**

যখন মূসা বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন তখন বনি-ইসরাইলদের বললেন: সাবধান হও, ভুলে যেয়ো না তোমরা এক সময় মিসরীয়দের গোলাম ছিলে! ভুলে যেয়ো না সমস্ত পথে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যা করেছিলেন, মিসরে এবং যে দেশে তোমরা প্রবেশ করতে যাচ্ছ তার মাঝেও। ভুলে যেয়ো না, যে গুনাহ্ তোমরা তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌র সামনে করেছিলে! ভুলে যেয়ো না, কিভাবে তোমাদের অভিভাবকদের অবিশ্বাসের কারনে আল্লাহ্ তাদের বিচার করেছিলেন, যার ফলে সবার কঙ্কাল এখন মরুভূমিতে পরে আছে। ভুলে যেয়ো না, আল্লাহ্ তোমাদের অভিভাবকদের প্রতি মঙ্গলময় ছিলেন কিন্তু তোমাদের অভিভাবকেরা কঠিন-হৃদয়ের ছিলেন এবং ঈমান আনতে অস্বিকার করেছিলেন। **এই সকল ভুলে যেয়ো না!**

বর্তমানে যখন আপনি আল্লাহ্‌র রব শুনতে পান তখন আপনার হৃদয়কে কঠিন করে রাখবেন না যেভাবে আপনার পূর্বপুরুষেরা মরুভূমিতে করে রেখেছিল। আপনি কি আপনার পূর্বপুরুষদের মত হবেন যারা আল্লাহ্‌র কালামে ঈমান আনেনি। নাকি আপনি আল্লাহের কালামে ঈমান আনবেন? যদি আপনি আপনার পূর্বপুরুষদের মত আল্লাহ্‌র কালামে ঈমান না আনেন তাহলে আল্লাহ্ আপনাকেও শাস্তি দিবেন যেভাবে তাদেরকে দিয়েছিলেন। **এটি ভুলে যাবেন না!**

আল্লাহ্ আপনাকে সেই দেশে রাখবেন যেখানে দুধ এবং মধু প্রবাহিত হয় যা তিনি আপনার পূর্বপুরুষদের কাছে ওয়াদা করেছিলেন। ভুলে যাবেন না আপনার আল্লাহ্ আপনাকে সেই দেশ দিবেন কারণ মানুষ কেবল রুটিতেই বাঁচে না কিন্তু আল্লাহ্‌র মুখের প্রত্যেকটি কথাতেই বাঁচে! **ভুলে যাবেন না!**

মূসা তার বক্তৃতা দেওয়ার পর, আল্লাহ্ মূসাকে বললেন:

(দ্বিতীয় বিবরণ ৩২: ৪৯-৫২ আয়াত) [৪৯]"তুমি জেরিকোর উল্টা দিকে মোয়াব দেশের অবারীম পাহাড়শ্রেণীর মধ্যে নবো পাহাড়ে গিয়ে ওঠো এবং সম্পত্তি হিসাবে যে কেনান দেশটা আমি বনি-ইসরাইলদের দিচ্ছি তা একবার দেখে নাও। [৫০]তোমার ভাই হারুন যেমন হোর পাহাড়ে মারা গিয়ে তার পূর্বপুরুষদের কাছে চলে গেছে তেমনি করে তুমিও নবো পাহাড়ে উঠে মারা যাবে এবং তোমার পূর্বপুরুষদের কাছে চলে যাবে। [৫১]এর কারণ হল, সীন

৪৩ অধ্যায়
মূসার চূড়ান্ত বার্তা; দ্বিতীয় বিবরণ

মরুভূমিতে কাদেশের মরীবার পানির কাছে বনি-ইসরাইলদের সামনে তোমরা আমার প্রতি অবিশ্বস্ততার কাজ করেছিলে এবং বনি-ইসরাইলদের সামনে আমাকে পবিত্র বলে মান্য কর নি। [৫২]সেইজন্য যে দেশটা আমি বনি-ইসরাইলদের দিতে যাচ্ছি তা তুমি কেবল দূর থেকে দেখতে পাবে কিন্তু সেখানে তোমার ঢোকা হবে না।"

(দ্বিতীয় বিবরণ ৩৪) [১]এর পর মূসা মোয়াবের সমভূমি থেকে জেরিকোর উল্টাদিকে পিস্‌গা পাহাড়শ্রেণীর মধ্যে সবচেয়ে উঁচু নবো পাহাড়ে উঠে গেলেন। সেখান থেকে মাবুদ তাঁকে গোটা দেশটা দেখালেন...তিনি তাঁকে গিলিয়দ থেকে দান পর্যন্ত সমস্ত জায়গা.... [৪]তারপর মাবুদ তাঁকে বললেন, "এই সেই দেশ যা আমি ইব্রাহিম, ইসহাক ও ইয়াকুবের কাছে কসম খেয়ে বলেছিলাম, 'দেশটা আমি তোমার বংশধরদের দেব।' দেশটা আমি তোমাকে নিজের চোখে দেখে নেবার সুযোগ দিলাম, কিন্তু নদী পার হয়ে তোমার সেখানে যাওয়া হবে না।" [৫]মাবুদ যা বলেছিলেন সেই অনুসারে মাবুদের গোলাম মূসা ঐ মোয়াব দেশেই ইন্তেকাল করলেন। [৬]মোয়াব দেশের বৈৎ-পিয়োরের কাছে যে উপত্যকা ছিল সেখানে মাবুদই তাঁকে দাফন করলেন, কিন্তু তাঁর কবরটা যে কোথায় তা আজ পর্যন্ত কেউ জানে না। [৭]ইন্তেকাল করবার সময়ে মূসার বয়স ছিল একশো বিশ বছর। তখনও তাঁর দেখবার শক্তি দুর্বল হয় নি কিংবা তাঁর গায়ের জোরও কমে যায় নি। [৮]বনি-ইসরাইলরা মোয়াবের সমভূমিতে ত্রিশ দিন পর্যন্ত মূসার জন্য কান্নাকাটি করেছিল। তারপর তাদের কান্নাকাটি ও শোক-প্রকাশের সময় শেষ হল। [৯]নূনের ছেলে ইউসার উপর মূসা হাত রেখেছিলেন বলে তিনি জ্ঞানদানকারী পাক-রূহে পূর্ণ হয়েছিলেন। সেইজন্য বনি-ইসরাইলরা তাঁর কথামত চলতে লাগল এবং মূসার মধ্য দিয়ে মাবুদ তাদের যে হুকুম দিয়েছিলেন তা পালন করতে লাগল। [১০]আজ পর্যন্ত বনি-ইসরাইলদের মধ্যে মূসার মত আর কোন নবীর জন্ম হয় নি যাঁর কাছে মাবুদ বন্ধুর মত সামনাসামনি কথা বলতেন। [১১]মাবুদ মূসাকে মিসর দেশে ফেরাউন ও তাঁর কর্মচারী এবং তাঁর গোটা দেশের উপর যে সব অলৌকিক চিহ্ন ও কুদরতি দেখাবার জন্য পাঠিয়েছিলেন সেই রকম কাজ আর কেউ করে নি। [১২]সমস্ত বনি-ইসরাইলদের চোখের সামনে মূসা যে মহাশক্তি দেখিয়েছিলেন কিংবা যে সব ভয় জাগানো কাজ করেছিলেন তা আর কেউ কখনও করে নি।

তাহলে বন্ধু, এখানেই তৌরাত শেষ হয়। তৌরাতের সমস্ত কিছু লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়েছে যাতে আমরা জ্ঞান লাভ করতে পারি ঈমান সম্পর্কে এবং আল্লাহের নাজাতে ঈমান আনতে পারি। সত্যিই মূসা একজন **মহান নবী ছিলেন**। তিনি আল্লাহ্‌কে সরাসরি জানতেন। তিনি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে কেরামতী চিহ্ন করতেন। মূসার মধ্য দিয়ে আল্লাহ্ ফেরাউনের বন্দীত্ব থেকে বনি-ইসরাইলদের রক্ষা করেছিলেন। তাঁর মধ্য দিয়ে আল্লাহ্ আমাদের তৌরাত শরীফ দিয়েছিলেন যা পাক-কিতাবের প্রথম অংশ। মূসা নবী কি লিখেছিলেন তা আমাদের প্রত্যেকের জানা প্রয়োজন। যিনি মুসার লেখা তৌরাত শরীফ পড়বে না তিনি অনেক বড় ভুল করবে এবং অধার্মিকতার পথে ধ্বংসের মহা বিপদজনক স্থানে আছেন। মনে রাখবেন, তৌরাত হচ্ছে ভিত্তি যা আল্লাহ্ নিজে তৈরী করেছেন, আল্লাহ্‌র সকল নবীদের কিতাব এটির উপর ভিত্তি করে তৈরী হয়েছে।

সত্যি মূসা নবী একটি চমৎকার, বিশাল এবং সুন্দর কিতাব লিখেছেন। এই সকল কিছু লেখার পরও পঞ্চম অংশে আঠারো অধ্যায়ে ঘোষণার চেয়ে কোন কিছু গুরুত্বপূর্ণ না। এই অধ্যায়ে, মূসা বনি-ইসরাইলদের বলেছিলেন যে কিভাবে আল্লাহ্ অন্য একজনকে তুলে ধরার পরিকল্পনা করেছেন, **যিনি আরো মহান নবী হবেন এবং আল্লাহ্‌র পক্ষ হয়ে সরাসরি কথা বলবেন**। শুনুন মূসা বনি-ইসরাইলের লোকদের কি বলেছিলেন:

(দ্বিতীয় বিবরণ ১৮) ***[১৫]তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্ তোমাদের মধ্য থেকে, তোমাদের ভাইদের মধ্য থেকেই তোমাদের জন্য আমার মত একজন নবী দাঁড় করাবেন। তাঁর কথামত তোমাদের চলতে হবে।*** *[১৬]তুর পাহাড়ের কাছে যেদিন তোমরা সবাই মাবুদের সামনে জমায়েত হয়েছিলে সেই দিন তোমরা তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌র কাছে তা-ই চেয়েছিলে। তোমরা বলেছিলে, 'আর আমরা আমাদের মাবুদ আল্লাহর কথা শুনতে কিংবা এই মহান আগুন দেখতে*

চাই না; তা হলে আমরা মারা যাব।’ [১৭]*“মাবুদ আমাকে বলেছিলেন,* ***‘তারা ভালই বলেছে।*** [১৮]***আমি তাদের ভাইদের মধ্য থেকে তাদের জন্য তোমার মত একজন নবী দাঁড় করাব। তার মুখ দিয়েই আমি আমার কথা বলব, আর আমি যা বলতে তাকে হুকুম দেব সে তা-ই তাদের বলবে।*** [১৯]***সেই নবী আমার নাম করে যে কথা বলবে কেউ যদি আমার সেই কথা না শোনে, তবে আমি নিজেই সেই লোককে দায়ী করব।”***

মূসার মধ্য দিয়ে এই ঘোষণা দ্বারা বোঝা যায় আল্লাহ্ ঘোষণা করছেন, ইবরানী জাতির মধ্য থেকে একজন নবী আসবে (১৫, ১৮ আয়াত), একজন মানুষ যিনি আল্লাহ্‌র পক্ষ হয়ে সত্য এবং খাঁটি কালাম বলবেন (১৮, ১৯ আয়াত), একজন নবী যিনি আল্লাহ্ এবং মানুষের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী হবেন (১৬, ১৭ আয়াত)। আপনি কি জানেন, কে এই নবী ছিলেন? আপনি কি জানেন কোন নবী মূসার চেয়েও বড় বড় কেরামতী চিহ্ন দেখিয়েছিলেন? হ্যাঁ, যে নবীর কথা মূসা বলেছিলেন তিনি হচ্ছেন **ধার্মিক-নাজাতদাতা**, যিনি একজন ইহুদী কুমারীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁকে পরিচিত করানোর জন্য মূসা বনি-ইসরাইলদের আগে থেকেই সতর্ক করেছিলেন: ***“তাঁর কথামত তোমাদের চলতে হবে... কেউ যদি আমার সেই কথা না শোনে, তবে আমি নিজেই সেই লোককে দায়ী করব।”***

বন্ধু, এখানেই আমাদের তৌরাতের আলোচনা শেষ করতে হবে। কিভাবে আমরা এই বিশাল এবং চমৎকার কিতাব সম্পর্কে আমাদের যাত্রা শেষ করতে পারি? আসুন, মূসা যেদিন মারা যায় সেদিন তার ঘোষণার মধ্য দিয়ে শেষ করা যাক। বত্রিশ অধ্যায়ে মূসা বলেছিলেন:

“হে আসমান, আমার কথায় কান দাও; হে দুনিয়া, আমার মুখের কথা শোন। আমার শিক্ষা বৃষ্টির মত করে ঝরে পড়ুক, আমার কথা শিশিরের মত করে নেমে আসুক....আমি মাবুদের নাম ঘোষণা করব। তোমরা আমাদের আল্লাহ্‌র মহিমা-কাওয়ালী গাও। তিনিই আশ্রয়-পাহাড়, তাঁর কাজ নিখুঁত; তাঁর সমস্ত পথ ন্যায়ের পথ। তিনি নির্ভরযোগ্য আল্লাহ্, তিনি কোন অন্যায় করেন না; তিনি ন্যায়বান ও সৎ!” (দ্বিতীয় বিবরণ ৩২: ১,৩,৪ আয়াত)

মূসার মুখে আল্লাহ্‌র এই কালামের মাধ্যমে আজকে আমরা আপনাদের বিদায় জানাই। আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ। পরবর্তিতে, আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় আমরা এর পরের কিতাব শুরু করবো যা মূসার তৌরাতের পরে আসে (এবং তৌরাতের সাথে যুক্ত) এবং আল্লাহ্ কিভাবে বনি-ইসরাইলদের দুগ্ধ-মধু প্রবাহিত দেশে এনেছিলেন যার ওয়াদা তিনি তাদের করেছিলেন।

আল্লাহ্ যিনি চিরকালের গৌরব এবং মহিমার যোগ্য তিনি আপনাদের রহমত দান করুন! মূসা নবী সঠিকভাবে এই কথাটি বলেছিলেন:***“তিনি নির্ভরযোগ্য আল্লাহ্, তিনি কোন অন্যায় করেন না; তিনি ন্যায়বান ও সৎ।”*** (দ্বিতীয় বিবরণ ৩২:৪) আমিন!

৪৪ অধ্যায়
ইউসা এবং কেনান দেশ; ইউসা

শ্রোতা বন্ধু, আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হউক।

আমরা আপনাকে আল্লাহ্‌র নামে শুভেচ্ছা জানাই। তিনি শান্তির প্রভু। তিনি তাঁর তৈরীকৃত ধার্মিকতার পথ এবং তাঁর সত্যময় শান্তি সম্পর্কে আমাদের জানাতে চান। আজকে আপনার অনুষ্ঠান *"ধার্মিকতার পথ"* আবারো উপস্থাপন করতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত ।

আমাদের শেষের অনুষ্ঠানে আমরা পাক কিতাবের প্রথম অংশ মূসার তৌরাত শেষ করেছি। পবিত্র তৌরাত শরীফে আমরা শিখেছি যে কিভাবে দুনিয়াতে গুনাহ্‌ এসেছিল এবং সাথে করে অভিশাপ নিয়ে এসেছিল। যাইহোক, আমরা দেখেছি যে কিভাবে মাবুদ আল্লাহ্‌ একজন নাজাতদাতার মাধ্যমে আদম-সন্তানদের গুনাহের অভিশাপ থেকে নাজাত করার পরিকল্পনা করেছিলেন। নাজাতদাতাকে দুনিয়াতে আনার পরিকল্পনা অগ্রসর করতে আল্লাহ্‌ ইব্রাহিমকে আহ্বান করেছিলেন এবং বলেছিলেন তাঁর আব্বার বাড়ি ও দেশ ছেড়ে দূরে কেনান দেশে চলে যেতে। আল্লাহ্‌ পরিকল্পনা করেছিলেন, ইব্রাহিমকে একটি নতুন জাতি দেওয়ার যাতে তাঁর মধ্য দিয়ে নাজাতদাতা দুনিয়াতে আসে। ইব্রাহিম কেনান দেশে পৌঁছানোর পর আল্লাহ্‌ তাঁকে দেখা দিলেন এবং ওয়াদা করে বললেন, *"এই কেনান দেশে তুমি এখন অপরিচিত কিন্তু আমি তোমার বংশধরদের সম্পত্তি হিসাবে চিরকালের জন্য তা দিতে যাচ্ছি!"* আজকে আমরা দেখবো **কিভাবে আল্লাহ্‌ ইব্রাহিমকে দেওয়া ওয়াদা পূর্ণ করেছিলেন** এবং কেনান দেশটা **ইব্রাহিমের বংশধর বনি-ইসরাইলদের দিয়েছিলেন**। কেনান দেশকে এখন ইসরাইল বলা হয়ে থাকে।

শেষঅংশে, তৌরাতের চুড়ান্ত অধ্যায়ে আমরা শুনেছি কিভাবে **মূসা** কেনান দেশ না দেখেই পর্বতে মারা গিয়েছিলেন। মূসা মারা যাবার পর তার সহকারী **ইউসা** নেতা হন। {বোঝা অর্জন করেছিলেন} আল্লাহ্‌ মূসার পরিবর্তে ইউসাকে এনেছিলেন। আমরা ইতিমধ্যে ইউসাকে বেশ কয়েকবার দেখেছি। ইউসার চরিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, যখন বেশিরভাগ বনি-ইসরাইলরা ঈমান আনেনি তখনো ইউসা আল্লাহ্‌র প্রত্যেকটি কথার উপর ঈমান এনেছিলেন। যখন বনি-ইসরাইলরা প্রথম বারের মত কেনানের প্রান্তে উপস্থিত হয় তখন ইউসা সেই দুইজন সহচরের মধ্যে একজন ছিল যারা আল্লাহের কথাতে ঈমান এসেছিলেন। বনি-ইসরাইলরা তাঁকে পাথর মেরে হত্যা করতে প্রস্তুত ছিল, কারণ ইউসা তাদেরকে আল্লাহের উপর ঈমান আনতে বলেছিলেন এবং কেনান দেশ দখলের কথা বলেছিলেন। আজকে আমরা দেখবো, যে ইউসাকে বনি-ইসরাইলরা চল্লিশ বছর আগে প্রত্যাখ্যান করেছিল সেই ইউসাকে আল্লাহ্‌ দলিয় নেতা হিসেবে বাছাই করেছিলেন যিনি সবাইকে কেনান দেশে নিয়ে গিয়েছিলেন!

ইউসা কিতাব, যা আজকে আমরা পড়ছি তা পাওয়া গিয়েছে তৌরাত এবং জবুর এর মাঝামাঝি পর্যায়ে। ইউসা কিতাবটি আবারো দেখিয়ে দেয় আল্লাহ্‌ বহুবছর আগে ইব্রাহিমকে যে ওয়াদা করেছিলেন তা কিভাবে পূর্ণ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, *"আমি তোমাকে [তোমাকে এবং তোমার বংশধরদের] কেনানের সম্পূর্ণ অংশ দিবো, এটি হবে চিরকালের জন্য!"* (পয়দায়েশ ১৭:৮ আয়াত)

আমাদের এই অধ্যায়নে আমরা দেখতে পাই, বনি-ইসরাইলরা এখনো তাদের নিজের দেশ পায়নি। তারা এখনো মরুভূমিতে ঘুড়ে বেড়াচ্ছে। তারউপর যেখানে তারা বসবাস করবে সেই কেনান দেশে দৈত্যে পরিপূর্ণ যারা খুব দক্ষ যোদ্ধা। যাইহোক, আল্লাহ্‌ সেখানের বাসিন্দাদের তাড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন কারণ তারা গুনাহে পরিপূর্ণ ছিল এবং তাদের পরিবর্তে বনি-ইসরাইলদের সেই পরিপূর্ণ দেশটি দিবেন বলে চিন্তা করেছিলেন। আসুন এবার আমরা দেখি কিভাবে ইউসা এবং বনি-ইসরাইলরা সেই দেশে প্রবেশ করেছিল, ভেঙ্গে দিয়েছিল এবং দখল করেছিল। প্রথম অধ্যায়ে কিতাব বলে:

(ইউসা ১) [১]*মাবুদের গোলাম মূসার ইন্তেকালের পর মাবুদ মূসার সাহায্যকারী নূনের ছেলে ইউসাকে বললেন, [২]"আমার গোলাম মূসার মৃত্যু হয়েছে। সেইজন্য এখন তুমি ও এই সব বনি-ইসরাইলরা ঐ জর্ডান নদী পার হয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হও এবং যে দেশ আমি বনি-ইসরাইলদের দিতে যাচ্ছি সেখানে যাও। [৩]**তোমরা যে সব জায়গায় পা ফেলবে তা সবই আমি তোমাদের দেব। মূসার কাছে সেই ওয়াদাই আমি করেছিলাম।** [৪]তোমাদের দেশ হবে মরুভূমি থেকে লেবানন পর্যন্ত এবং পূর্বে মহানদী ফোরাত ও পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত, অর্থাৎ হিট্টীয়দের গোটা*

এলাকাটা। [৫]তুমি যতদিন বেঁচে থাকবে কেউ তোমার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারবে না। আমি যেমন মূসার সংগে ছিলাম তেমনি তোমার সংগেও থাকব; আমি কখনও তোমাকে ছেড়ে যাব না কিংবা ত্যাগ করব না। [৬]"তুমি শক্তিশালী হও, মনে সাহস আন, কারণ যে দেশ দেবার কথা আমি এই লোকদের পূর্বপুরুষদের কাছে কসম খেয়ে বলেছিলাম, সেই দেশ এই লোকদের অধিকার হিসাব তোমাকেই ভাগ করে দিতে হবে। [৭]তুমি শক্তিশালী হও ও সাহসে বুক বাঁধ। আমার গোলাম মূসা তোমাকে যে শরীয়ত দিয়ে গেছে সেই সব শরীয়ত পালন করবার দিকে মন দেবে, তা থেকে একটুও এদিক ওদিক সরবে না। এতে তুমি যেখানেই যাবে সেখানেই সফল হবে। [৮]এই তৌরাত কিতাবের মধ্যে যা লেখা আছে তা যেন সব সময় তোমার মুখে থাকে। এর মধ্যে যা লেখা আছে তা যাতে তুমি পালন করবার দিকে মন দিতে পার সেইজন্য দিনরাত তা নিয়ে তুমি গভীরভাবে চিন্তা করবে। তাতে সব কিছুতে তুমি সফল হবে এবং তোমার উন্নতি হবে। ***[৯]আমি তোমাকে হুকুম দিয়েছি, কাজেই তুমি শক্তিশালী হও ও মনে সাহস আন। ভয় কোরো না কিংবা নিরাশ হোয়ো না, কারণ তুমি যেখানেই যাও না কেন তোমার মাবুদ আল্লাহ্‌ তোমার সংগে থাকবেন।" [১০]এই কথা শুনে ইউসা লোকদের নেতাদের বললেন,*** *[১১]"তোমরা ছাউনিতে গিয়ে লোকদের বল যেন তারা তাদের খাবার-দাবার নিয়ে প্রস্তুত থাকে। তাদের মাবুদ আল্লাহ্‌ যে দেশটা তাদের সম্পত্তি হিসাবে দিতে যাচ্ছেন সেখানে গিয়ে তা দখল করে নেবার জন্য তিন দিনের মধ্যেই তাদের এখান থেকে জর্ডান নদী পার হয়ে যেতে হবে।"*

এরপর, কিতাব বলে, কিভাবে ইউসা **দুইজন গোয়েন্দা** পাঠিয়েছিলেন এবং তাদেরকে বলেছিলেন "যাও দেশটা দেখে আসো, বিশেষ করে **জেরিকো**।" সেই দুই গোয়েন্দা গিয়েছিলেন এবং যাচাই করেছিলেন জেরিকো শহর এবং তার উচ্চতা আর দেয়াল যা শহরটাকে ঘিরে রেখেছিল। যাইহোক, জেরিকোর কিছু লোক সেই দুই গোয়েন্দাকে **রাহবের** বাড়িতে প্রবেশ করতে দেখেছিল। তারা দ্রুত বাদশাহ্‌কে খবর দিয়েছিল, বলেছিল, "শহরে বনি-ইসরাইলদের কিছু গোয়েন্দা প্রবেশ করেছে।" রাজা রাহবের বাড়িতে তাদের বন্দি করতে সৈন্য পাঠিয়েছিলেন কিন্তু রাহব তাদের ছাদে লুকিয়েছিলেন।

সৈন্যরা চলে যাওয়ার পর রাহব সেই গোয়েন্দাদের বললেন, "আমি জানি তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌ সত্যি আল্লাহ্‌। আমি এও জানি যে তোমাদের আল্লাহ্‌ আমাদের শহর এবং কেনান দেশ তোমাদের হাতে দিতে যাচ্ছেন। দেশের প্রত্যেক লোক ভীত হয়ে আছে, কারণ তারা শুনেছে কিভাবে তোমাদের আল্লাহ্‌ লোহিত সাগর খুলে দিয়েছিলেন তোমাদের জন্য এবং কিভাবে তিনি তোমাদের সব শত্রুদের ধ্বংস করেছিলেন। আমি বিশ্বাস করি তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌ সত্য আল্লাহ্‌! তাই আমি চাই তোমরা আমাকে ওয়াদা করো যখন তোমরা আসবে এবং শহর ধ্বংস করবে তখন আমাকে এবং আমার পরিবারকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করবে!" সেই দুইজন গোয়েন্দা তাকে উত্তর করলো, "যখন আল্লাহ্‌ আমাদের হাতে এই দেশ দিবেন, আমরা তোমাকে এবং এই বাড়িতে যারা আছে তাদের সবাইকে রক্ষা করবো।"

তৃতীয় অধ্যায়ে, কিতাব বলে বনি-ইসরাইলদের কেনান দেশে পৌঁছতে জর্ডান নদী পার হওয়া প্রয়োজন ছিল কিন্তু জর্ডান নদী খুব গভীর এবং প্রসস্থ ছিল। কিভাবে এই বিশ-ত্রিশ লাখ মানুষ প্রসস্থ নদীটি পার হতে পারে? আহ্‌, খুব সহজ উত্তর, কারণ মাবুদ আল্লাহ্‌ যিনি লোহিত সাগর খুলে দিয়েছিলেন তাঁর পরিবর্তন হয়নি! আল্লাহ্‌ আবারো বনি-ইসরাইলদের জন্য পথ খুলে দিয়েছিলেন, এইবার জর্ডান নদীর ভিতর দিয়ে। এইভাবে তারা নদীর ভিতর দিয়ে এবং শুস্ক ভূমির মধ্য দিয়ে পার হলেন। সমস্ত বনি-ইসরাইল জাতি পার হলেন এবং জেরিকো শহরের সামনে এসে উপস্থিত হলেন। জেরিকো শহরের লোকেরা শহরের দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল। কেউ শহরে প্রবেশ করতে পারবে না; কেউ বাহিরেও যেতে পারবে না।

পঞ্চম অধ্যায়ে, কিতাব আমাদের বলে, যখন ইউসা জেরিকোর সামনে আসলেন তিনি তার মাথা উপরে তুললেন এবং দেখলেন একজন মানুষ আকর্ষনীয় তলোয়ারে তার সামনে দাড়িয়ে আছে। ইউসা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি আমাদের বন্ধু নাকি শত্রু?" তিনি তাকে বললেন, "আমি মাবুদ আল্লাহর **বাহিনীর সেনাপতি!**"

৪৪ অধ্যায়
ইউসা এবং কেনান দেশ; ইউসা

ইউসা মাথা নীচু করে তাঁকে সেজদা করলো। তারপর মাবুদের সেনাপতি তাকে বললেন, "তোমার পায়ের জুতা খুলে ফেল, কারণ যে স্থানে তুমি দাড়িয়ে আছ তা পবিত্র।" ইউসা তার কথামত করলেন।

বন্ধু, আপনি কি জানেন, কে ইউসার সাথে কথা বলেছিলেন? প্রভু নিজেই ছিলেন, যিনি কিছু সময়ের জন্য দেখা দিয়েছিলেন! আমরা ইতিমধ্যেই দেখেছি, আল্লাহ্ কিভাবে মানুষের বেশে ইব্রাহিমকে দেখা দিয়েছিলেন, এবং মূসাকে দেখা দিয়েছিলেন আগুনের ঝোপ থেকে।

এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আল্লাহ্ ইউসাকে দেখা দিয়েছিলেন একজন সেনাপতি হিসাবে যিনি আকর্ষনীয় তলোয়ার হাতে ছিলেন।

এইভাবে আল্লাহ্ ইউসাকে বললেন,

"দেখ, আমি জেরিকো শহরটা, তার বাদশাহ্ এবং তার সমস্ত বীর যোদ্ধাদের তোমার হাতে তুলে দিয়েছি। তোমরা সমস্ত সৈন্যেরা মিলে শহরের বাইরের চারদিকটা একবার ঘুরে এস; ছয় দিন ধরে তা-ই করবে। সাতজন ইমাম সাতটা শিংগা নিয়ে সাক্ষ্য-সিন্দুকের আগে আগে যাবে। সপ্তম দিনে তোমরা শহরের চারদিকটা সাতবার ঘুরবে এবং তার সংগে ইমামেরা শিংগা বাজাবে। যখন তোমরা শুনবে সেই ইমামেরা শিংগায় একটানা আওয়াজ তুলেছে তখন সব লোকেরা খুব জোরে চিৎকার করে উঠবে। তাতে শহরের দেয়াল ধ্বসে পড়ে যাবে আর তখন বনি-ইসরাইলরা তার উপর দিয়ে সোজা ভিতরে ঢুকে যাবে।" (ইউসা ৬: ২-৫ আয়াত)

তারপর আল্লাহ্ ইউসার সাথে কথা শেষ করলেন এবং চলে গেলেন। ইউসা দ্রুত বনি-ইসরাইলদের কাছে আসলেন এবং মাবুদ যে আদেশ করেছেন তা বললেন। তারপর ইউসা তাদেরকে নিয়ম-সিন্দুক নিতে বললেন এবং শহরের চারপাশে একবার ঘুরে আসতে বললেন। কিন্তু তিনি তাদেরকে বললেন, "আমি চিৎকার করার আদেশ করা না পর্যন্ত কেউ একটি শব্দও করবে না। আমি আদেশ করলে তোমরা চিৎকার করতে পারবে।" তারা একবার শহরটা হেটে ঘুরে আসার পর, শিবিরে ফিরে আসলেন এবং সেখানে রাত কাটালেন। দ্বিতীয় দিন তারা আবারো পুরো শহরটা হেটে ঘুরলো এবং শিবিরে ফিরে আসলেন। প্রথম ছয় দিন তারা এই কাজ করলেন। কিন্তু সাত দিনের দিন, তারা ঘুম থেকে উঠে শহরটা আবারো হেটে ঘুরে আসলো। সাত বার শহরটা ঘুরে আসার পর ইমামরা শিঙ্গা বাজালেন। তখন ইউসা লোকদের হুকুম দিলেন, *"তোমরা খুব জোরে চিৎকার কর, কারণ মাবুদ শহরটা তোমাদের দিয়েছেন!"* (ইউসা ৬:১৬ আয়াত)

যখন বনি-ইসরাইলরা শিঙ্গার আওয়াজ পেলেন তারা জোড়ে চিৎকার করলেন এবং শহরের দেয়াল ধ্বসে পড়লো! এরপর বনি-ইসরাইলরা শহরে প্রবেশ করলেন, সবাই সরাসরি যেতে থাকলেন। এইভাবে আমরা দেখতে পাই কিভাবে ইউসা এবং বনি-ইসরাইলরা কেনান দেশের প্রথম শহর জয় করেছিলেন। সেই দিন জেরিকোর সকল মানুষ মারা গিয়েছিল শুধুমাত্র রাহব এবং তার পরিবার ছাড়া। কারণ, তিনি মুর্তি পূজা থেকে নিজেকে সরিয়ে এনেছিলেন এবং বনি-ইসরাইলদের আল্লাহ্‌র উপর ঈমান এনেছিলেন।

কেন ইউসা এবং বনি-ইসরাইলরা এমন শক্তিশালী শহর জয় করতে পেরেছিল, এবং সেই দেশে প্রবেশ করতে পেরেছিল যা আল্লাহ্ ওয়াদা করেছিলেন? তারা এটি জয় করতে পেরেছিল আল্লাহ্‌র উপর **ঈমানের** কারনে। যারা আল্লাহের কালামে ঈমান আনে তাদের সাথে তিনি থাকেন। যখন শহর ধ্বসে পরলো তখন রাহব কেন অন্যান্যদের সাথে মারা গেলেন না? কারণ তিনি খুব দৃঢ়ভাবে আল্লাহ্‌র শক্তির সাথে ছিলেন; আল্লাহ্‌র লোকদের সাথে থেকে তিনি আল্লাহ্‌র উপর ঈমান প্রমান করেছিলেন। কিতাবে লেখা আছে:

"ঈমান এনেই বনি-ইসরাইলরা সাত দিন ধরে জেরিকো শহরের দেয়ালের চারদিকে ঘুরলে পর তা পড়ে গেল। ঈমানের জন্যই রাহব বেশ্যা জেরিকো শহরে বাসকারী অবাধ্য লোকদের সংগে ধ্বংস হন নি, কারণ তিনি সেই

৪৪ অধ্যায়
ইউসা এবং কেনান দেশ; ইউসা

গোয়েন্দাদের বন্ধুর মত গ্রহণ করেছিলেন...ঈমান ছাড়া আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করা অসম্ভব, কারণ আল্লাহ্‌র কাছে যে যায়, তাকে ঈমান আনতে হবে যে, আল্লাহ্ আছেন এবং যারা তাঁর ইচ্ছামত চলে তারা তাঁর হাত থেকে তাদের পাওনা পায়।" (ইবরানী ১১:৩০, ৩১, ৬ আয়াত)

খুব ভাল হত যদি আমরা আপনার সাথে ইউসা কিতাব সম্পর্কে আরো আলোচনা করতে পারতাম, কিন্তু আমাদের হাতে সেই সময় নেই। সংক্ষেপে আপনার জানা প্রয়োজন যে কিভাবে আল্লাহ্ ইউসা এবং বনি-ইসরাইলদের সাথে ছিলেন এবং তাদেরকে কেনান দেশ দিয়েছিলেন, শহর থেকে শহর, যেভাবে তিনি ওয়াদা করেছিলেন। এইভাবে, একুশ অধ্যায়ে কিতাব বলে, *"মাবুদ বনি-ইসরাইলদের পূর্বপুরুষদের কাছে যে সব জায়গা দেবার কসম খেয়েছিলেন তার সবগুলোই তিনি তাদের দিয়েছিলেন....তিনি চারদিকের সব যুদ্ধ থেকে তাদের বিশ্রাম দিলেন....মাবুদ তাদের সমস্ত শত্রুদের তাদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন!"* (ইউসা ২১:৪৩, ৪৪ আয়াত)

বন্ধু, আল্লাহ্ বহুবছর আগে ইব্রাহিম এবং তার বংশধরদের যে ওয়াদা করেছিলেন তা কি পূর্ণ করেছিলেন? আল্লাহ্ যেভাবে বলেছিলেন যে কেনান দেশ তিনি বনি-ইসরাইলদের দিবেন সেভাবে কি তিনি দিয়েছিলেন? হ্যাঁ তিনি করেছিলেন! আল্লাহ্ বিশ্বস্ত (তাঁর চুক্তির ক্ষেত্রে)! যে সমস্ত তিনি ওয়াদা করবেন, তিনি তা অবশ্যই করবেন, যদিও অনেক মানুষ ভেবে থাকতে পারে তিনি ধীরগতী সম্পন্ন। আল্লাহ্ বনি-ইসরাইলের সন্তানদের প্রতি দীর্ঘসময় করুনা করেছিলেন এবং তাদের ফসলে ভরা কেনান দেশ দিয়েছিলেন কিন্তু তিনি অপেক্ষা করছিলেন তাদের ঈমানের জন্য। আমরা দেখেছি যে, আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনার পূর্বে বনি-ইসরাইলরা বহুবছর সময় নষ্ট করেছে। তাদের অভিভাবকেরা ওয়াদাকৃত কেনান দেশ অর্জন করতে পারেনি, কারণ তারা আল্লাহের ওয়াদাতে ঈমান আনতে পারেনি।

আপনার বিষয়ে আপনি কি চিন্তা করছেন? আপনি কি আল্লাহের উপর ঈমান এনেছেন। আমরা আপনাকে জিজ্ঞেস করছি না, আপনি কি আল্লাহের অস্তিত্বে ঈমান এনেছেন কিংবা আল্লাহ্ যে এক, তাঁর উপর ঈমান এনেছেন! আজকে আপনাকে যে উত্তরটি দিতে হবে: আপনি কি **আল্লাহের উপর** ঈমান এনেছেন? আপনি কি তাকে **মহব্বত** করেন? আপনি কি আপনার সমস্ত দিল দিয়ে **আল্লাহের কালামে** ঈমান এনেছেন? আপনি কি জানেন যারা আল্লাহের উপর ঈমান এনেছে তাদের জন্য তিনি কি **গোচ্ছিত** রেখেছেন? আপনি কি অনন্ত জীবন গ্রহণ এবং পাক-রুহ্ গ্রহণ করেছেন যা আল্লাহ্ তাদের জন্য দিয়েছেন যারা সুখবরে ঈমান এনেছে। বেশির ভাগ আদম-সন্তান বিশ্বাস করে যে আল্লাহ্ আছেন। কিন্তু দুঃখজনক বিষয় এমন লোক কম আছে যারা আল্লাহ্‌র মহান এবং মূল্যবান ওয়াদা সম্পর্কে **জানেন** এবং **বিশ্বাস** করেন।

শ্রোতাবন্ধু, আল্লাহ্ আপনাকে মহব্বত করেন এবং যতটুকু আপনি চিন্তা করেন তার চেয়েও বেশি আপনাকে রহমত দান করতে চান, কিন্তু আপনাকে তাঁর কালাম **জানতে** হবে, **ঈমান** আনতে হবে এবং **গ্রহণ** করতে হবে! এই সম্পর্কে কিতাব বলে:

"কিন্তু পাক-কিতাবের কথামত, "আল্লাহ্‌কে যারা মহব্বত করে তাদের জন্য তিনি যা যা ঠিক করে রেখেছেন, সেগুলো কেউ চোখেও দেখে নি, কানেও শোনে নি এবং মনেও ভাবে নি।" (১ করিন্থিয় ২:৯ আয়াত) *"আমরা চাই না তোমরা অলস হও; আমরা চাই, যারা **ঈমান ও অটল** ধৈর্যের দ্বারা আল্লাহ্‌র ওয়াদা করা দোয়ার অধিকারী হয় তোমরা তাদের মত হও!"* (ইবরানী ৬:১২ আয়াত)

আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ......আল্লাহ্‌র এই কালাম থেকে পরামর্শ গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে তিনি আপনাকে রহমত দান করুন:

আমরা চাই না তোমরা অলস হও; আমরা চাই, যারা ঈমান ও অটল ধৈর্যের দ্বারা আল্লাহ্‌র ওয়াদা করা দোয়ার অধিকারী হয় তোমরা তাদের মত হও!" (ইবরানী ৬:১২ আয়াত)

৪৫ অধ্যায়
কাজীগণ এবং রূত; কাজীগণ এবং রূত

শ্রোতা বন্ধু, আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হউক।

আমরা আপনাকে আল্লাহ্‌র নামে শুভেচ্ছা জানাই। তিনি শান্তির প্রভু। তিনি তাঁর তৈরীকৃত ধার্মিকতার পথ এবং তাঁর সত্যময় শান্তি সম্পর্কে আমাদের জানাতে চান। আজকে আপনার অনুষ্ঠান "*ধার্মিকতার পথ*" আবারো উপস্থাপন করতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত ।

আজকে আমরা পরিকল্পনা করেছি, আমাদের অনুষ্ঠানের শেষ অর্ধেক অংশে একটি মনোহর **"প্রেম কাহিনী"** দেখবো যা কিতাবে লেখা আছে। সুতরাং আমাদের সাথে থাকুন! আমাদের শেষ অধ্যায়নে আমরা দেখেছি যে মূসার গোলাম ইউসা কিভাবে কেনান দেশে প্রবেশ করতে বনি-ইসরাইলদের পরিচালনা দিয়েছিলেন। আমরা পড়েছি কিভাবে আল্লাহ্ ইউসা এবং বনি-ইসরাইলদের আগে গিয়েছিলেন এবং শস্যে পূর্ণ কেনান দেশ থেকে তাদের শত্রুদের তাড়িয়ে দিয়েছিলেন আর বনি-ইসরাইলদের হাতে দিয়েছিলেন যেমনটি আল্লাহ্ তাদের পূর্বপুরুষ ইব্রাহিমকে ওয়াদা করেছিলেন। আমরা আজকে চিন্তা করেছি দুটি পবিত্র কিতাব অনুসরণ করবো যা ইউসা কিতাবকে অনুসরণ করে। সেই কিতবগুলো হচ্ছে **কাজীগণ** এবং **রূত**। এই দুটি কিতাব আমাদেরকে দেখায় যে ইউসা এবং দায়ূদ নবীর সময়ে কি হয়েছিল।

কাজীগণ কিতাবটি শুরু করার আগে আমাদের দেখা প্রয়োজন ইউসা মারা যাওয়ার আগে ইসরাইলীয়দের কি বার্তা দিয়ে গিয়েছিলেন। ইউসা কিতাবের শেষের অধ্যায়ে ইউসা বনি-ইসরাইলদের সকল নেতাদের সাথে দেখা করেছিলেন, তাদেরকে সতর্ক করেছিলেন এবং উৎসাহ দিয়েছিলেন যেন তারা আল্লাহ্‌কে মহব্বত করেন ও তাঁর কথা মেনে চলেন যিনি তাদেরকে মিসরের বন্দিত্ব থেকে রক্ষা করেছিলেন আর এই সুন্দর দেশটি বসবাসের জন্য দিয়েছিলেন। শেষ বক্তৃতায় ইউসা বলেছিলেন,

"কিন্তু মাবুদের এবাদত করতে যদি তোমাদের পছন্দ না হয় তবে **যার এবাদত তোমরা করবে তা আজই ঠিক করে নাও**। তোমাদের পূর্বপুরুষেরা ফোরাত নদীর ওপারে থাকতে যে সব দেব-দেবীর পূজা করতেন তাদের এবাদত করবে, না কি যাদের দেশে তোমরা বাস করছ সেই আমোরীয়দের দেব-দেবীদের এবাদত করবে? **তবে আমি ও আমার পরিবারের সবাই মাবুদের এবাদত করব**।" এই দেশের বাসিন্দা আমোরীয়দের এবং অন্যান্য সব জাতিদের মাবুদই আমাদের সামনে থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। আমরাও মাবুদের এবাদত করব, কারণ তিনিই আমাদের আল্লাহ্!" (ইউসা ২৪:১৫, ১৮)

এখন আসুন দেখি আসলে কি হয়েছিল। কাজীগণ, দ্বিতীয় অধ্যায়ে কিতাব বলে,

(কাজীগণ ২: ৭-১৩ আয়াত) [৭]***ইউসা যত দিন বেঁচে ছিলেন এবং তাঁর পরে বৃদ্ধ নেতারা যত দিন বেঁচে ছিলেন ততদিন বনি-ইসরাইলরা মাবুদের এবাদত করেছিল।*** *বনি-ইসরাইলদের জন্য মাবুদ যে সমস্ত মহৎ কাজ করেছিলেন সেই বৃদ্ধ নেতারা তা দেখেছিলেন।* [৮]*মাবুদের গোলাম নূনের ছেলে ইউসা একশো দশ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছিলেন।* [৯]*লোকেরা তাঁকে তাঁর নিজের সম্পত্তির মধ্যে তিম্নৎ-হেরস নামে একটা জায়গায় দাফন করেছিল। জায়গাটা ছিল আফরাহীম-গোষ্ঠীর পাহাড়ী এলাকার গাশ পাহাড়ের উত্তর দিকে।* [১০]*ইউসার সময়কার বনি-ইসরাইলরা মারা গিয়ে তাদের পূর্বপুরুষদের কাছে চলে যাবার পর তাদের জায়গায় আসল তাদের বংশধরেরা। এরা মাবুদকে জানত না এবং মাবুদ বনি-ইসরাইলদের জন্য যা করেছিলেন তা-ও জানত না।* [১১]***মাবুদের চোখে যা খারাপ তারা তা-ই করত***। *তারা বাল-দেবতাদের পূজা করত।* [১২]*তাদের পূর্বপুরুষদের মাবুদ আল্লাহ্, যিনি তাদের মিসর দেশ থেকে বের করে এনেছিলেন তাঁকে তারা বার বার ত্যাগ করত।* ***তারা তাদের চারপাশের জাতিদের বিভিন্ন দেব-দেবীর দিকে ঝুঁকে পড়ত*** *এবং সেগুলোর পূজা করত, আর তাতে তারা মাবুদের রাগ জাগিয়ে তুলত।* [১৩]*এইভাবে তারা মাবুদকে ত্যাগ করে বাল-দেবতা ও অষ্টারোৎ দেবীর পূজা করত।*

এভাবে ইসরাইলীয়রা তাদের মাবুদ আল্লাহ্‌কে ভুলে গিয়ে তাঁর পথ থেকে সরে যাচ্ছিল এবং **তাদের পার্শ্ববর্তী জাতি গুলোর ধর্মগুলোকে অনুসরন করা শুরু করেছিল**। কিন্তু সে সকল জাতির লোকেরা সত্য আল্লাহ্‌কে জানত না এবং তাদের কাছে আল্লাহ্‌র কালাম ছিল না। তারা বাল দেবতার পূজা করত। বাল দেবতা ছিল এমন এক দেবতা যাকে কেনান দেশের জনগন ঈশ্বর হিসেবে দাবী করত। তারা তাদের জন্য বাল দেবতার বিভিন্ন ধরনের

প্রতিমা তৈরী করত এবং তার পূজা করত। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে এই তারা নিজেদের আকাঙ্খা এবং শয়তানদের এবাদত করছিল; যাইহোক তারা জানতো না কারণ শয়তান তাদের ধোকার মধ্যে রেখেছিল। শয়তান অনেক বনি-ইসরাইলদের ধোকা দিয়েছিল যার কারনে বনি-ইসরাইলরা মাবুদ আল্লাহ্‌র থেকে সরে যাচ্ছিল এবং তাদের আশেপাশের লোকদের মত বাল দেবাতার এবাদত করেছিল।

এইভাবে, আমরা দেখি কিভাবে বনি-ইসরাইলরা আল্লাহ্‌র পথ থেকে সরে গিয়েছিল। মূসার দেখানো পথ এবং গুনাহ্ মোচনের জন্য পশু কোরবানী তারা ভুলে গিয়েছিল। আল্লাহ্‌র ধার্মিকতার পথ অনুসরণ করার পরিবর্তে তারা মিথ্যা পথ অনুসরণ করেছিল আর সেই পথ ছিল বাল দেবতার ধর্ম। দশ শরিয়তের প্রথম শরিয়ত যা আল্লাহ্ তুর পাহাড়ে মূসাকে দিয়েছিলেন, বলেছিলেন:

"আমার জায়গায় কোন দেবতাকে দাঁড় করাবে না। তোমরা তাদের পূজাও করবে না, তাদের সেবাও করবে না, কারণ কেবলমাত্র আমি আল্লাহই তোমাদের মাবুদ। আমার পাওনা এবাদত আমি চাই। যারা আমাকে ঘৃণা করে তাদের গুনাহের শাস্তি আমি তাদের তৃতীয় ও চতুর্থ পুরুষ পর্যন্ত দিয়ে থাকি। কিন্তু যারা আমাকে মহব্বত করে এবং আমার সব হুকুম পালন করে, হাজার হাজার পুরুষ পর্যন্ত তাদের প্রতি আমার বুক ভরা দয়া থাকবে।" (হিজরত ২০:৩, ৫, ৬)

কিন্তু বেশিরভাগ বনি-ইসরাইলরা মাবুদ আল্লাহ্‌কে সম্মান করেনি যার কারনে আল্লাহ্ তাদের শাস্তি দিয়েছিলেন। কাজীগণ দ্বিতীয় অধ্যায়ে লেখা আছে:

(কাজীগণ ২:১১, ১৪, ১৫ আয়াত) *[11]মাবুদের **চোখে যা খারাপ তারা তা-ই করত**। তারা বাল-দেবতাদের পূজা করত... [14]সেইজন্য মাবুদ রাগে লুটকারীদের হাতে বনি-ইসরাইলদের **তুলে দিতেন**। তারা তাদের জিনিসপত্র লুট করে নিত। তাদের চারপাশের শত্রুদের হাতে তিনি তাদের তুলে দিতেন, কাজেই তারা শত্রুদের বিরুদ্ধে আর দাঁড়াতে পারত না। [15]বনি-ইসরাইলরা যখন যুদ্ধে যেত তখন মাবুদ কসম খেয়ে যে ওয়াদা করেছিলেন সেই অনুসারে তাঁর হাত তাদের ক্ষতির জন্য তাদের বিরুদ্ধে থাকত, তাই তারা মহা বিপদের মধ্যে ছিল।"*

এইভাবে, কাজীগণ কিতাবে আমরা দেখতে পাই, বনি-ইসরাইলরা কিভাবে হৃদয়ে কঠিন হয়ে গিয়েছিল এবং আল্লাহ্‌র দিক থেকে সরে গিয়েছিল, এই কাজটি তারা বারে বারে করেছিল। তাই আল্লাহ্ তাদের শাস্তি দেওয়ার জন্য তাদের শত্রুদের হাতে বার বার তুলে দিয়েছিলেন যেন তারা তাদের গুনাহ্ বুঝতে পারে এবং মন ফিরিয়ে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেতে পারে। যখনই বনি-ইসরাইলরা সত্যিকার অর্থে তাদের গুনাহ্ থেকে ফিরেছে, আল্লাহ্ তাদের রক্ষা করার জন্য নেতা (কাজীগণ) তুলে ধরেছেন। আমরা আপনাকে গিদিয়োনের মত একজন নায়কের কথা বলতে চাই যিনি বিশাল শক্তিশালি দলকে মাত্র তিনশত মানুষ নিয়ে পরাজিত করেছিলেন এবং আরো বলতে চাই শামাউনের কথা যিনি একাই হাজারো সৈনিকদের পরাজিত করেছিলেন, কিন্তু আমাদের হাতে এত সময় নেই। আপনি চাইলে তাদের মনোহর কাহিনী নিজের জন্য পড়তে পারেন।

কাজীগণ কিতাবটি সংক্ষিপ্তভাবে আমাদেরকে তুলে ধরে, বনি-ইসরাইলরা বারে বারে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে সরে গিয়েছিল। আল্লাহ্ তাদের শাস্তি দিয়েছিলেন যেন তারা অনুতপ্ততার সাথে তাঁর কাছে ফিরে আসতে পারে। যখনই তারা অনুতপ্ততার সাথে ফিরেছে, আল্লাহ্ তাদের শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য নেতা তুলে ধরেছেন। **কাজীগণ** কিতাব অনেকটা এই রকম।

হ্যাঁ, বনি-ইসরাইলরা বারে বারে আল্লাহ্‌র সাথে বিদ্রোহ করেছিল। কিন্তু তাদের অবিশ্বস্ততা কি আল্লাহ্‌র বিশ্বস্ততাকে ঢেকে রাখতে পেরেছিল? কখনো না! সত্যিকার অর্থে, যারা গুনাহ্ করেছিল তাদেরকে আল্লাহ্ আলাদাভাবে শাস্তি দিয়েছিলেন কিন্তু পুরো বনি-ইসরাইল জাতিকে রক্ষা করেছিলেন। কারণ আল্লাহ্ ইব্রাহিমকে যে কথা দিয়েছিলেন তা ভুলে যাননি। তিনি ইব্রাহিমকে বলেছিলেন, *"তোমার বংশধরদের মাধ্যমে সমস্ত দুনিয়ার লোক রহমত লাভ করবে।"* আল্লাহ্ চেয়েছিলেন ইব্রাহিমের বংশধরদের একটি জাতিতে পরিনত করতে যার মধ্য

দিয়ে দুনিয়াতে **নাজাতদাতা** আসবে। কোন কিছুই আল্লাহ্‌র নকশাকে বাধা দিতে পারেনি: বনি-ইসরাইলদের গুনাহ্, ফেরাউন, মিসরের লোকেরা, কেনানের লোকেরা, বাল দেবতার মত মিথ্যা ধর্ম, এমনকি শয়তানও না। **বনি-ইসরাইল জাতির মধ্য দিয়ে নাজাতদাতা পৃথিবীতে আসার বিষয়ে কোন কিছুই বাধা হয়ে দাড়াতে পারেনি!**

এখন আমরা একটি ছোট কিতাব **রূত** দেখবো যা কাজীগণ কিতাবকে অনুসরণ করে। এই কিতাবের কাহিনী একটি অসাধারণ কাহিনী। এটা অনেকটা এরকম যে ময়লা-আবর্জনার মধ্যে একটি চমৎকার ফুল, কারণ **এখানে একজন মহিলাকে দেখানো হয়েছে যিনি একটি বিপথগামী এবং চরিত্রহীন প্রজন্মের মধ্যে থেকে আল্লাহ্‌কে ভালবেসেছিলেন।**

আমরা আজকে রূতের সম্পূর্ণ কিতাবটি পড়তে পারবো না, কিন্তু আমরা সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করবো। আপনাদের সর্বপ্রথম জানতে হবে যে **রূত** একজন বিধবা ছিলেন এবং তিনি ইসরাইলীয় ছিলেন না। তিনি **মোয়াবীয়** বংশের ছিলেন এবং মোয়াবীয়দের দেশে বাস করতেন যা ইসরাইল দেশের দক্ষিনে অবস্থিত ছিল। আপনার আরো জানতে হবে, মোয়াবের লোকেরা মূর্তিপূজক ছিল এবং বনি-ইসরাইলের আল্লাহ্ ও বনি-ইসরাইলদের তুচ্ছ করতো।

রূত মোয়াবের একজন ছিলেন, কিন্তু এরজন্য তিনি বনি-ইসরাইলদের আল্লাহ্‌কে তুচ্ছ করতেন না। **রূত তার সমস্ত দিল দিয়ে বনি-ইসরাইলের আল্লাহ্‌র উপর ঈমান এনেছিলেন**। রূত জানতে পেরেছিলেন কিভাবে আল্লাহ্ কেরামতীর সাথে বনি-ইসরাইলদের মিসরিয়দের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। রূত আরো শুনেছিলেন যে, আল্লাহ্ মূসার মাধ্যমে যে কালাম দিয়েছিলেন যা তৌরাতে লেখা আছে, যেখানে নাজাতের পথ আছে। রূত তার সমস্ত দিল দিয়ে আল্লাহ্‌র উপর ঈমান এনেছিলেন এবং বনি-ইসরাইলদের বার্তা গ্রহণ করেছিলেন।

এখন আমাদের রূতের বিষয়ে যা খেয়াল করতে হবে: রূত মোয়াবিয়দের মধ্যে বসবাস করতো যারা মূর্তিপূজক ছিল। রূতের অভিভাবকেরাও মূর্তিপূজক ছিল। রূত তাদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তখন রূত আর **তার আব্বা-আম্মার ধর্মে বিশ্বাস করতেন না**। শুধুমাত্র বনি-ইসরাইলদের আল্লাহ্‌র প্রতি রূতের ঈমান ছিল। এইভাবে আমরা দেখি রূতের যেকোন একটি সিদ্ধান্ত নিতে হতো, যা সহজ ছিল না! রূতের কি তার আব্বার বাড়িতে থাকা উচিত ছিল এবং এমন একজনকে বিবাহ করা উচিৎ ছিল যে কিনা ইসরাইলেন আল্লাহ্‌কে জানে না? নাকি তার আব্বার বাড়ি, ধর্ম ছেড়ে ইসরাইল দেশে যাওয়া উচিত ছিল? এটি একটি কঠিন সিদ্ধান্ত ছিল যা রূতের নিতে হয়েছিল!

রূত কোন পথটি বেছে নিয়েছিলেন সেটি জানার আগে আপনার আরেকটি বিষয় জানা প্রয়োজন রূতের একজন ভাবি ছিল যার নাম ছিল **অর্পা**। রূতের মত অর্পাও বনি-ইসরাইলদের আল্লাহ্‌র কথা জানতেন। ঠিক একই ভাবে রূতের ভাবিরও **সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল** যে তিনি তার আব্বার বাড়িতে-ধর্মে থাকবে নাকি ইব্রাহিম, ইসহাক এবং ইয়াকুবের মাবুদ আল্লাহ্‌কে অনুসরণ করবে।

রূত এবং অর্পা কোন পথটি বেছে নিয়েছিলেন? অর্পা **সহজ পথটি বেছে নিয়েছিলেন**, অর্পা তার আব্বার বাড়িতে থাকার এবং ধর্ম পালন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবং এমন একজনকে বিয়ে করেছিলেন যে কিনা তার আব্বার ধর্ম পালন করবে। কিন্তু **রূত কঠিন পথটি বেছে নিয়েছিলেন**। রূত তার আব্বার বাড়ি এবং ধর্ম ত্যাগ করে ইসরাইল দেশে গমন করেছিলেন। রূত জানতেন কেউ দুই আল্লাহ্‌র সেবা করতে পারে না। কোন ব্যাক্তি একসাথে বনি-ইসরাইলের আল্লাহ্ এবং মোয়াবের মূর্তির এবাদত করতে পারে না। যার কারনে রূত তার আব্বার ধর্ম থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। রূত সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, **মানুষের কথা মান্য করার চেয়ে বরং আল্লাহ্‌র কথা মান্য করা ভাল**। জীবন্ত এবং সত্য আল্লাহ্‌র এবাদতের ক্ষেত্রে রূতের পরিবার এবং বন্ধুরা ভূল বুঝিয়েছিল। কথায় আছে, যিনি মধু চান তাকে মৌমাছিকে জয় করতে হবে।" এইভাবে রূত তার আব্বার বাড়ি ছেড়ে ইসরাইল দেশে একটি ছোট্ট শহরে গমন করেছিলেন। শহরটির নাম ছিল **বেথেলহেম**।

বেথেলহেমে একজন লোক বসবাস করতেন যার নাম ছিল **বোয়স**। বোয়স **রাহবের সন্তান ছিলেন**। এই রাহব ছিল সেই নারী যিনি জেরিকো শহর ধ্বসে পড়ার সময় বেঁচে গিয়েছিলেন (আমাদের শেষ অধ্যায়ে দেখেছি)। বোয়স একজন ধার্মিক লোক ছিলেন এবং আল্লাহ্‌র কালামে পূর্ণ ঈমান এনেছিলেন। বোয়স অনেক ধনী ছিলেন

এবং অনেক শস্যের মাঠ ছিল কিন্তু তার কোন স্ত্রী ছিল না। কিতাব আমাদের দেখায়, রূত তখন বেথেলহেমে বাস করতেন এবং তিনি অভ্যাসগতভাবে প্রতিদিন ভোরে উঠে বেড়িয়ে পরতেন আর যে সকল যব মালিকের লোকেরা অবশিষ্ট ফেলে রেখে যেত সেই যব সংগ্রহ করতেন।

রূত গরীব ছিলেন এবং আল্লাহ্ মূসাকে যে বিধান দিয়েছিলেন সেই অনুসারে গরীবেরা এইভাবে শস্য সংগ্রহ করতে পারবে যেন তারা ক্ষুদার্থ না থাকে। এইভাবে, আমরা দেখতে পাই কিভাবে আল্লাহ্ রূতকে শস্য সংগ্রহ করতে বয়োসের মাঠে যেতে পরিচালনা করেছিলেন। বয়োস খেয়াল করেছিলেন রূত তার মাঠে শস্য সংগ্রহ করছে এবং তার সাথে কথা বলেছিলেন। বয়োস তৎক্ষনাত রূতের চরিত্রের সৌন্দর্য লক্ষ করেছিলেন। বোয়স একজন ধার্মিক লোক ছিলেন এবং খেয়াল করেছিলেন রূত একজন ধার্মিক মহিলা। আপনি কি ধারণা করতে পারছেন কি ঘটছে? এটি বের করা খুব কঠিন না! হ্যাঁ, বোয়স এবং রূত একে অপরের প্রেমে পরেছিলেন এবং তারা বিয়ে করেছিলেন। রূত প্রথমে তার জীবনে আল্লাহ্‌কে এবং তার কালামকে রেখেছিলেন এবং আল্লাহ্ তাকে সেই জন্য রহমত দান করেছিলেন। এইভাবে, কিতাব আমাদের বলে: বোয়স এবং রূত পরবর্তীতে সন্তান গ্রহণ করেন। সেই সন্তানের নাম ছিল ওবেদ। ওবেদ ইয়াসিসের আব্বা ছিলেন এবং ইয়াসিস দায়ূদের আব্বা ছিলেন যিনি বনি-ইসরাইলের একজন মহান বাদশাহ্ এবং একজন মহান নবী হয়ে উঠেছিলেন যিনি জবুরের অনেকখানি লিখেছেন। দায়ূদের বংশের মধ্য দিয়ে দুনিয়ার নাজাতদাতা এসেছেন যার সম্পর্কে নবীরা ভবিষ্যৎবানী করেছিলেন।

এইভাবে আমরা দেখতে পাই কিভাবে আল্লাহ্ রূতের জীবনে কাজ করেছিলেন যিনি বনি-ইসরাইল জাতির ছিলেন না। **যে সময়ে বনি-ইসরাইলরা মাবুদ আল্লাহ্‌কে ত্যাগ করে আশেপাশের জাতির দেবতাদের অনুসরণ করেছিল তখন রূত তার আব্বার বাড়ি ও ধর্ম ছেড়ে বনি-ইসরাইলের আল্লাহ্‌র কাছে এসেছিলেন!** এইভাবে আল্লাহ্ রূতকে বেথেলহেমে বসবাস করার জন্য পরিচালনা দান করেছিলেন যেন বোয়সের সাথে বিয়ে হয় এবং বনি-ইসরাইলের বাদশাহের মহান দাদিমা হন। এইসব কিছুর মধ্য দিয়ে আমরা দেখছি যে আল্লাহ্ কিভাবে তাঁর পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে সামনে অগ্রসর হচ্ছিল যেন নাজাতদাতা দুনিয়াতে আসেন কারন নাজাতদাতা দায়ূদের বংশধর হবেন এবং বেথেলহেমে জন্ম গ্রহণ করবেন।

আজকে আমাদের এখানেই থামতে হবে। পরবর্তিতে, আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় আমরা সেই কিতাব আলোচনা করবো যেখানে নবী দায়ূদের জীবন কাহিনী আছে। দায়ূদ বেথেলহেমে জন্মেছিলেন এবং রূত আর বোয়সের বংশধর ছিলেন। আজকে আপনাকে একটি প্রশ্ন করি: **আপনি কাকে বেশি পছন্দ করেছেন?** আপনি কি রূতের ভাবি অর্পাকে বেশি পছন্দ করেছেন যিনি **সহজ পথটি বেছে নিয়েছিলেন?** নাকি আপনি রূতের সাহসকে পছন্দ করেছেন যিনি তার আব্বার বাড়ি এবং ধর্ম ছেড়ে **সত্যি আল্লাহ্‌কে** অনুসরণ করেছিলেন?

আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ....আপনি যেভাবে মনে করবেন যে ইউসা মারা যাওয়ার আগে কি বক্তৃতা দিয়েছিলেন সেইভাবে আল্লাহ্ আপনাকে রহমত দান করুন:

"তবে যার এবাদত তোমরা করবে তা আজই ঠিক করে নাও... তবে আমি ও আমার পরিবারের সবাই মাবুদের এবাদত করব।" (ইউসা ২৪:১৫ আয়াত)

৪৬ অধ্যায়

শামুয়েল, তালুত এবং দাউদ; ১ শামুয়েল ১-১৬, জবুর ৮, ২৩

শ্রোতা বন্ধু, আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হউক।

আমরা আপনাকে আল্লাহ্‌র নামে শুভেচ্ছা জানাই। তিনি শান্তির প্রভু। তিনি তাঁর তৈরীকৃত ধার্মিকতার পথ এবং তাঁর সত্যময় শান্তি সম্পর্কে আমাদের জানাতে চান। আজকে আপনার অনুষ্ঠান "*ধার্মিকতার পথ*" আবারো উপস্থাপন করতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত ।

আমাদের শেষ অনুষ্ঠানে আমরা দেখেছি যে, বনি-ইসরাইলের ইতিহাসে ইউসার সময় ছিল **অন্ধকার এবং দুর্নিতীতে পরিপূর্ণ**। কিন্তু সেই অন্ধকার সময়ের মধ্যেও আমরা আল্লাহ্‌র বিশ্বস্ততার আলো দেখতে পাই। আল্লাহ্‌ ইব্রাহিম এবং তাঁর বংশধরদের যে ওয়াদা করেছিলেন তা ভুলে যান নি। তিনি ওয়াদা করেছিলেন, বনি-ইসরাইলের মধ্য দিয়ে নাজাতদাতা আসবেন।

এইভাবে আমরা দেখতে পাই আল্লাহ্‌ **রূত** নামের একজন মহিলার জীবনেও কাজ করেছিলেন। রূত ইসরায়েলীয় ছিলেন না কিন্তু তিনি তার সমস্ত দিল দিয়ে মাবুদ আল্লাহ্‌কে মহব্বত করতেন। আর যখন বনি-ইসরাইলরা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে অন্য জাতিদের দেবতাদের এবাদত করা শুরু করেছিল তখন রূত তার আব্বার বাড়ি এবং ধর্ম ছেড়ে বনি-ইসরাইলদের আল্লাহ্‌কে অনুসরণ করেছিলেন। রূত ইসরাইল দেশে গমন করেছিলেন এবং বেথেলহেম শহরে বসবাস করেছিলেন। তিনি একজন ইসরায়েলীয় লোক বোয়সকে বিয়ে করেছিলেন। বোয়স এবং রূত অবেত নামের একজন সন্তান গ্রহণ করেছিলেন। অবেদ ইয়াসিসকে জন্ম দিয়েছিলেন। ইয়াসিস **দাউদ** নবীর আব্বা ছিলেন। এইভাবে আদম-সন্তানদের নাজাত দিতে আল্লাহ্‌র পরিকল্পনা সম্মুখে এগিয়ে যাচ্ছিল কারণ কথা ছিল **দাউদের বংশের মধ্য দিয়ে নাজাতদাতা** দুনিয়াতে আসবেন। দাউদের জন্মস্থান **বেথেলহেমে** নাজাতদাতার জন্ম হওয়ার কথা ছিল। আমাদের পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা শুনবো কিভাবে আল্লাহ্‌র নবীরা সমস্তকিছু ভবিষ্যৎবানী করেছিলেন এবং তারপর নাজাতদাতা কিভাবে বহুবছর পর সেই সমস্ত পূর্ণ করেছিলেন। শুধুমাত্র আল্লাহ্‌ই এরকম করতে পারেন!

দাউদ নবী পাক কিতাবে বিশিষ্ট একজন। তাঁর নাম এক হাজারেরও বেশি উল্লেখ করা আছে। আপনি দাউদ নবীর বিষয়ে কি জানেন? হয়তো আপনি জানেন, দাউদ যুবক থাকতে শুধুমাত্র একটি ফিংগা আর পাথর দ্বারা দৈত্যের মত জালুতকে পরাজিত করেছিলেন। হয়তো আপনি আরো জানেন যে দাউদ বনি-ইসরাইলদের একজন মহান বাদশাহ্‌ এবং মহান নবী ছিলেন যিনি জবুরের বেশিরভাগ অংশ লিখেছেন। আপনি যদি এগুলো জেনে থাকেন তা খুব ভাল কিন্তু দাউদ সম্পর্কে আপনার জ্ঞান এখানেই থেমে যাওয়া ঠিক নয়। যদি আমরা জেনে থাকি দাউদ একজন মহান নবী ছিলেন কিন্তু **কে তাঁকে মহান করলেন** তা না জানি তাহলে সেই জ্ঞানের কোন মূল্য থাকে কি? অথবা আমরা যদি জানি জবুর দাউদ লিখেছেন কিন্তু **আসলে সেখানে তিনি কি লিখেছেন** যা আমরা ব্যবহার করতে পারি তা না জানি তাহলে কোন মূল্য থাকে কি?

বন্ধু, আপনি যদি দাউদ নবী সম্পর্কে আপনার জ্ঞান বৃদ্ধি করতে চান এবং কিছু শক্তিশালী ও সুন্দর লেখা জানতে চান যা তিনি জবুর শরীফে লিখেছেন তাহলে আমরা আপনাকে আজকের অধ্যায়নে দাওয়াত জানাই। আমরা পরবর্তী পাঁচ অধ্যায় পর্যন্ত এ বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করবো।

আপনি কি সেই নবীর নাম জানেন যিনি দাউদ নবীকে পরিচালনা করেছিলেন? তার নাম **শামুয়েল**। আল্লাহ্‌ শামুয়েলকে বেছে নিয়েছিলেন যেন বনি-ইসরাইলদেরকে তাঁর পথে ফিরাতে পারে কারণ তাদের হৃদয় আল্লাহ্‌র কাছ থেকে দূরে সরে গিয়েছিল। আজকে আমরা **শামুয়েল কিতাব** থেকে পড়বো। এই কিতাবটি নবীদের লেখার মধ্যে খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ এতে শামুয়েলের জীবনের কিছু মূল্যবান কাহিনী আছে এবং বনি-ইসরাইলের প্রথম তিন বাদশাহের কাহিনী আছে: তালুত, দাউদ এবং শোলাইমান।

আমরা দেখেছি আল্লাহ্‌ বনি-ইসরাইলদের পরিচালনা করার জন্য নেতা দিয়েছিলেন। যেমন, মূসা, ইউসা এবং শামুয়েলকে। যাইহোক, মাবুদ আল্লাহ্‌ যিনি বনি-ইসরাইলদের মিসরের গোলামী থেকে ছাড়িয়ে এনেছিলেন, তিনিই তাদের **সত্যিকারের বাদশাহ্‌**। আল্লাহ্‌ তাদের একটি বিশেষ তাম্বু করতে বলেছিলেন যাতে তাদের মাঝে থেকে তাদের নিয়ন্ত্রক হতে পারে। তাদের আল্লাহ্‌কে মান্য করতে হবে এবং অনুসরণ করতে হবে। যাইহোক,

৪৬ অধ্যায়

শামুয়েল, তালুত এবং দাউদ; ১ শামুয়েল ১-১৬, জবুর ৮, ২৩

বেশিরভাগ বনি-ইসরাইলরা মাবুদকে বাদশাহ্ হিসাবে মানতো না। **তারা দুনিয়ার অন্য সকল জাতির মত হতে চেয়েছিল** এবং আদম-সন্তানদের মধ্য থেকে তাদের রাজা চেয়েছিল!

শামূয়েলের প্রথম কিতাবের ৮ অধ্যায়ে কিতাব বলে:

(১ শামূয়েল ৮: ৪-৯) *[৪]কাজেই বনি-ইসরাইলদের বৃদ্ধ নেতারা একত্র হলেন এবং রামায় গিয়ে শামুয়েলকে বললেন, [৫]"দেখুন, আপনি বুড়ো হয়ে গেছেন আর আপনার ছেলেরাও আপনার পথে চলছে না, তাই আপনি* ***অন্যান্য জাতিদের মত আমাদের শাসন করবার জন্য*** *একজন* ***বাদশাহ্*** *নিযুক্ত করুন।" [৬]"আমাদের শাসন করবার জন্য একজন বাদশাহ্ নিযুক্ত করুন," লোকদের এই কথাটা শামুয়েলের কাছে ভাল মনে হল না। সেইজন্য তিনি মাবুদের কাছে মুনাজাত করতে লাগলেন। [৭]তখন মাবুদ তাঁকে বললেন, "লোকেরা তোমাকে যা বলছে তুমি তা-ই কর। তারা তোমাকে অগ্রাহ্য করে নি, আসলে আমাকেই অগ্রাহ্য করেছে যেন আমি তাদের উপর রাজত্ব না করি। [৮]মিসর দেশ থেকে তাদের বের করে আনবার পর থেকে আজ পর্যন্ত তারা আমার প্রতি যা করেছে তোমার প্রতিও তা-ই করেছে; আমাকে বাদ দিয়ে তারা দেব-দেবীর পূজা করেছে। [৯]এখন তুমি তাদের কথা মেনে নাও; তবে তুমি তাদের সাবধান করে বলে দাও যে, তাদের উপর যে বাদশাহ্ রাজত্ব করবে সে তাদের উপর কি রকম ব্যবহার করবে।"*

এইভাবে, আল্লাহ্ শামূয়েলকে তাদের ইচ্ছা মেনে নিতে বলেছিলেন এবং তাদের জন্য একজন বাদশাহ্ নির্ধারণ করতে বলেছিলেন। আল্লাহ্ চাচ্ছিলেন না যেন তার স্থানে অন্য কোন রাজা আসে কিন্তু যেহেতু তারা আল্লাহ্র রাজত্বকে অস্বিকার করেছিল তাই আল্লাহ্ জোড় করে তাদের উপর রাজত্ব করেনি। আমাদের পরবর্তী অধ্যায়ে দেখবো শামূয়েল বনি-ইসরাইল জাতির জন্য কিভাবে একজন লোককে নির্ধারণ করলেন যার নাম ছিল **তালুত**। কিতাব বলে: *"তারপর শামুয়েল একটা তেলের শিশি নিয়ে তালুতের মাথার উপর তেল ঢেলে দিলেন।"* (১ শামুয়েল ১০:১ আয়াত) একজনকে অভিষেক করার সময় বনি-ইসরাইলরা এইরকমটি করেছিলেন। নবী, ঈমাম এবং বাদশাহ্কে আলাদা করার জন্য তারা মাথায় তেল ঢেলে দিতো। তালুতের মাথায় তেল ঢেলে দেওয়ার পর শামুয়েল সবাইকে বললেন, *"তোমরা কি মাবুদের বেছে নেওয়া বান্দাটিকে দেখতে পাচ্ছ? সমস্ত লোকের মধ্যে তাঁর মত আর কেউ নেই।" তখন লোকেরা বলল, "বাদশাহ্ চিরজীবী হোন!"* (১ শামুয়েল ১০:২৪ আয়াত)

প্রথমে, বনি-ইসরাইলরা তাদের বাদশাহ্ তালুতকে নিয়ে আনন্দ করেছিল। তিনি বনি-ইসরাইলের অন্যান্য সব সন্তানদের চেয়ে শক্তিশালী, সাহসী, যুবক, সুদর্শন এবং লম্বা ছিলেন। বাহিরের দর্শনের দিক থেকে তালুত একজন চমৎকার বাদশাহ্ হতে পারতো। কিন্তু আল্লাহ্ সেইভাবে মানুষকে মূল্যায়ন করেন না যেভাবে মানুষ করেন। মানুষ বাহিরের দিকটা লক্ষ্য করে কিন্তু আল্লাহ্ দিল লক্ষ্য করেন। বাদশাহ্ তালুত ভালভাবেই শুরু করেছিলেন, কিন্তু সময় আসলে পর তিনি অহংকারী, হিংসুটে এবং নিজেকে সয়ংসম্পন্ন ভাবতে শুরু করেছিলেন। তালুন শুধু তার মুখের দ্বারা আল্লাহ্কে সম্মান করতেন, কিন্তু তার দিল আল্লাহ্র কাছ থেকে দূরে ছিল। তালুত আল্লাহ্র কালামকে সম্মান করতেন না। তিনি আল্লাহ্র কালাম পালন করতেন না। আল্লাহ্ তাকে দিয়ে যা করাতে চাইতেন তা না করে তিনি তার নিজের ইচ্ছামত কাজ করতেন। এইভাবে কিতাব আমাদের বলে তালুত বাদশাহ্ হিসাবে মনোনিত হওয়ার কিছু বছর পর,

(১ শামুয়েল ১৫) *[১০]...মাবুদের এই কালাম শামুয়েলের উপর নাজেল হল, [১১]"তালুতকে বাদশাহ্ করাটা আমার দুঃখের কারণ হয়েছে, কারণ* ***সে আমার কাছ থেকে সরে গেছে এবং আমার হুকুম অমান্য করেছে।"*** *এই কথা শুনে শামুয়েল উত্তেজিত হলেন এবং গোটা রাতটা তিনি মাবুদের কাছে ফরিয়াদ জানিয়ে কাটালেন। [১২]পরদিন খুব ভোরে উঠে শামুয়েল তালুতের সংগে দেখা করতে গেলেন। সেখানে তাঁকে বলা হল যে, তালুত কর্মিল পাহাড়ে গিয়ে নিজের সম্মানের জন্য সেখানে একটা স্তম্ভ তৈরী করবার পর গিল্গলে চলে গেছেন। [১৩]শামুয়েল তখন তালুতের কাছে গেলেন। তালুত তাঁকে বললেন, "আসসালামু আলাইকুম। মাবুদের হুকুম আমি পালন করেছি।" [২২]তখন শামুয়েল বললেন, "মাবুদের হুকুম পালন করলে তিনি যত খুশী হন, পোড়ানো-কোরবানী ও পশু-কোরবানী কি*

৪৬ অধ্যায়

শামুয়েল, তালুত এবং দাউদ; ১ শামুয়েল ১-১৬, জবুর ৮, ২৩

*তিনি তত খুশী হন? পশু-কোরবানীর চেয়ে তাঁর হুকুম পালন করা আর ভেড়ার চর্বির চেয়ে তাঁর কথার বাধ্য হওয়া
অনেক ভাল। ২৩বিদ্রোহ করা আর গোণাপড়ার কাজ করা একই গুনাহ্; অবাধ্যতা আর প্রতিমাপূজা একই অন্যায়।
তুমি মাবুদের হুকুম অগ্রাহ্য করেছ তাই তিনিও তোমাকে বাদশাহ্ হিসাবে অগ্রাহ্য করেছেন।"*

এইভাবে, শামূয়েল তালুতকে বললেন, তোমার কাছ থেকে রাজ্য কেরে নেওয়া হবে এবং অন্যকে দিয়ে দেওয়া হবে। পরবর্তী অধ্যায়ে কিতাব বলে,

(১ শামুয়েল ১৬:১-১৩ আয়াত) *[১]পরে মাবুদ শামুয়েলকে বললেন, "আমি তালুতকে বনি-ইসরাইলদের বাদশাহ্
হিসাবে অগ্রাহ্য করেছি, কাজেই তুমি আর কতকাল তার জন্য দুঃখ করবে? এখন তুমি তোমার শিংগায় তেল ভরে
নিয়ে বেরিয়ে পড়। আমি তোমাকে **বেথেলহেম গ্রামের ইয়াসির কাছে** পাঠাচ্ছি। আমি **তার ছেলেদের মধ্য থেকে**
আমার নিজের উদ্দেশ্যে একজনকে বাদশাহ্ হবার জন্য বেছে রেখেছি।" [২]শামুয়েল বললেন, "আমি কি করে
যাব? তালুত এই কথা শুনলে তো আমাকে মেরে ফেলবে।" মাবুদ বললেন, "তুমি একটা বক্না বাছুর তোমার
সংগে নিয়ে যাবে এবং বলবে যে, তুমি মাবুদের উদ্দেশে কোরবানী দিতে এসেছ। [৩]সেই কোরবানীতে তুমি
ইয়াসিকে দাওয়াত করবে। তারপরে তোমাকে যা করতে হবে তা আমি বলে দেব। আমি যার কথা তোমাকে
বলব তুমি তাকেই আমার উদ্দেশ্যে অভিষেক করবে।" [৪]শামুয়েল মাবুদের কথামতই কাজ করলেন। তিনি যখন
বেথেলহেমে উপস্থিত হলেন তখন গ্রামের বৃদ্ধ নেতারা ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে তাঁর সংগে দেখা করতে আসলেন।
তাঁরা জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কি শান্তির মনোভাব নিয়ে এসেছেন?" [৫]জবাবে শামুয়েল বললেন, "জ্বী, আমি
শান্তির মনোভাব নিয়েই এসেছি। মাবুদের উদ্দেশে আমি একটা পশু-কোরবানী দিতে এসেছি। তোমরা নিজেদের
পাক-সাফ করে আমার সংগে এই কোরবানীতে যোগ দাও।" এই বলে তিনি ইয়াসি ও তাঁর ছেলেদের পাক-সাফ
করলেন এবং সেই কোরবানীতে যোগ দেবার জন্য তাঁদের দাওয়াত করলেন। [৬]তাঁরা আসলে পর শামুয়েল
ইলীয়াবকে দেখে মনে মনে ভাবলেন নিশ্চয়ই মাবুদের অভিষেক-করা বান্দাটি তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। [৭]কিন্তু
মাবুদ শামুয়েলকে বললেন, "তার চেহারা কি রকম কিংবা সে কতটা লম্বা তা তুমি দেখতে যেয়ো না, কারণ আমি
তাকে অগ্রাহ্য করেছি। মানুষ যা দেখে তাতে কিছু যায়-আসে না, **কারণ মানুষ দেখে বাইরের চেহারা কিন্তু মাবুদ
দেখেন অন্তর**।" [৮]তারপর ইয়াসি অবীনাদবকে ডেকে শামুয়েলের সামনে দিয়ে যেতে বললেন। শামুয়েল বললেন,
"মাবুদ একেও বেছে নেন নি।" [৯]ইয়াসি তারপর শম্মকে তাঁর সামনে দিয়ে যেতে বললেন; কিন্তু শামুয়েল বললেন,
"মাবুদ একেও বেছে নেন নি।" [১০]এইভাবে ইয়াসি তাঁর সাতজন ছেলেকে শামুয়েলের সামনে দিয়ে যেতে বললেন,
কিন্তু শামুয়েল ইয়াসিকে বললেন, "মাবুদ এদের কাউকেই বেছে নেন নি।" [১১]তারপর তিনি ইয়াসিকে জিজ্ঞাসা
করলেন, "এরা ছাড়া কি তোমার আর ছেলে নেই?" ইয়াসি বললেন, "সবচেয়ে ছোটটি বাকী আছে; সে ভেড়া
চরাচ্ছে।" শামুয়েল বললেন, "তাকে ডাকতে পাঠাও। সে এখানে না আসা পর্যন্ত আমরা খেতে বসব না।"
[১২]কাজেই ইয়াসি লোক পাঠিয়ে ছেলেটিকে আনালেন। তাঁর গায়ের রং ছিল লালচে, চোখ দু'টা সুন্দর এবং চেহারা
ভাল। তখন মাবুদ বললেন, "এ-ই সেই বান্দা, তুমি গিয়ে তাকে অভিষেক কর।" [১৩]শামুয়েল তখন তেলের শিংগা
নিয়ে তাঁর ভাইদের মাঝখানে তাঁকে অভিষেক করলেন। সেই দিন থেকে মাবুদের রূহ্ দাউদের উপর আসলেন।
এর পর শামুয়েল রামায় ফিরে গেলেন।*

এইভাবে, আমরা দেখি কিভাবে আল্লাহ্ তালুতের পরে দায়ূদকে বাদশাহ্ হিসাবে নিযুক্ত করলেন। কিন্তু আপনাদের বুঝতে হবে যে, দাউদ সেদিনই বাদশাহ্ হয়ে যাননি। দাউদ তখন একজন যুবক ছিলেন এবং আল্লাহ্র সময় তখনো হয়নি যে দাউদেও হতে রাজত্ব দিবেন। এমনকি, দাউদের সিংহাসনের বসতে দশ বছর সময় লেগেছিল।

তাই দাউদ তার দায়িত্ব পালনের জন্য বেথেলহেমের মাঠে ফিরে আসলেন এবং তার পশুপাল চড়াতে লাগলেন। দাউদ একজন ভাল এবং বিশ্বস্ত রাখাল ছিলেন। তিনি কোন কিছুকেই ভয় পেতেন না কারণ তিনি আল্লাহের উপর বিশ্বাস রাখতেন। উদাহরণ স্বরূপ, একদিন, যখন দাউদ তার আব্বার পাল চড়াচ্ছিলেন তখন একটি সিংহ সেই

পালকে আক্রমন করলো। দাউদ সেই সিংহটার পিছু নিলেন, লড়াই করলেন এবং সিংহটির মুখ থেকে ভেড়াটিকে ছাড়িয়ে আনলেন। যখন সিংহটি দাউদকে আক্রমন করলো তখন দাউদ সিংহটির কেশড় ধরে আঘাত করলেন এবং মেরে ফেললেন। (১ শামুয়েল ১৭:৩৫ আয়াত) দাউদ শুধু একজন ভাল রাখালই ছিলেন না, তিনি খুব সুন্দর বীনা বাজাতেন এবং গান গাইতেন। আল্লাহ্‌র রূহ্‌ দায়ূদকে উৎসাহ দিয়েছিলেন যেন তিনি অনেক গান তৈরী করেন এবং তা জবুর শরীফে লিখে রাখেন। আহ্‌, দাউদ মাবুদ আল্লাহ্‌কে এবং তার কালামকে কতই না মহব্বত করতেন। আমরা দাউদের প্রশংসা গানের মধ্য দিয়ে আজকের এই অনুষ্ঠান শেষ করতে চাই। একটু কল্পনা করতে চাই, দাউদ সবুজ ঘাসে বসে বীনা বাজিয়ে আল্লাহ্‌র রূহে পরিচালিত হয়ে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে প্রশংসা এবং শুক্রিয়ার গান গাইছে। শুনুন: ***হে মাবুদ, আমাদের মালিক, সারা দুনিয়ায় রয়েছে তোমার মহিমার প্রকাশ; বেহেশতে তোমার মহিমা তুমি স্থাপন করেছ।*** *ছোট ছেলেমেয়ে ও শিশুদের কথাকে তুমি শক্তির কেল্লা করেছ; তোমার শত্রুদের কথা ভেবেই তুমি তা করেছ, যাতে তোমার শত্রু ও প্রতিশোধ গ্রহণকারীদের তুমি থামিয়ে দিতে পার। আমি যখন তোমার হাতে গড়া আসমানের দিকে তাকাই আর সেখানে তোমার স্থাপিত চাঁদ আর তারাগুলো দেখি, তখন ভাবি, মানুষ এমন কি যে, তুমি তার বিষয় চিন্তা কর? মানুষের সন্তানই বা কি যে, তুমি তার দিকে মনোযোগ দাও? তুমি মানুষকে ফেরেশতার চেয়ে সামান্য নীচু করেছ; রাজতাজ হিসাবে তুমি তাকে দান করেছ গৌরব ও সম্মান। হে মাবুদ, আমাদের মালিক, সারা দুনিয়ায় রয়েছে তোমার মহিমার প্রকাশ।* (জবুর ৮:১, ৩-৫, ৯ আয়াত)

"তোমার কালাম আমার পথ দেখাবার বাতি, *আমার চলার পথের আলো। তোমার কালাম আমার অন্তরে আমি জমা করে রেখেছি, যাতে তোমার বিরুদ্ধে গুনাহ্‌ না করি।"* (জবুর ১১৯:১০৫, ১১ আয়াত)

"মাবুদের নির্দেশে কোন খুঁত নেই, তা মানুষকে জাগিয়ে তোলে। মাবুদের কালাম নির্ভরযোগ্য, তা সরলমনা লোককে জ্ঞান দেয়। মাবুদের সমস্ত নিয়ম সোজা পথে চালায় আর অন্তরে দেয় আনন্দ। মাবুদের হুকুম খাঁটি, তা দিলকে সতেজ করে। তা সোনার চেয়ে, প্রচুর খাঁটি সোনার চেয়েও বেশী কামনা করার মত জিনিস। তা মধুর চেয়ে মিষ্টি, মৌচাকের ঝরা মধুর চেয়েও মিষ্টি। তা তোমার গোলামকে সাবধান করে, আর তা পালন করলে মহালাভ হয়!" (জবুর ১৯:৭, ৮, ১০, ১১)

"মাবুদ আমার পালক, আমার অভাব নেই। তিনি আমাকে মাঠের সবুজ ঘাসের উপর শোয়ান, শান্ত পানির ধারেও আমাকে নিয়ে যান। তিনি আমাকে নতুন শক্তি দেন; তাঁর নিজের সুনাম রক্ষার জন্যই আমাকে ন্যায় পথে চালান। ঘন অন্ধকারে ঢাকা উপত্যকা পার হতে হলেও আমি বিপদের ভয় করব না, কারণ তুমিই আমার সংগে আছ; তোমার মুগুর আর লাঠি দূর করে দেয় বিপদের ভয়। শত্রুদের মধ্যে তুমি আমার সামনে খাবারে সাজানো টেবিল রেখে থাক; আমার মাথায় দাও তেল; আমার পেয়ালা উপ্‌চে পড়ে। আমি জানি সারা জীবন ধরে তোমার মেহেরবানী ও অটল মহব্বত আমার পিছনে পিছনে ছুটে আসবে; আর আমি চিরকাল মাবুদের ঘরে বাস করব।" (জবুর ২৩) আমিন!

বন্ধু, আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ। আমাদের পরবর্তী অধ্যায়ে, আমরা চিন্তা করেছি দাউদের কাহিনী আলোচনা করবো এবং দেখবো দৈত্যন্যায় জালুতের সাথে মোকাবিলা করার সময় আল্লাহ্‌ কিভাবে দাউদের সাথে ছিলেন...শামুয়েলকে আল্লাহ্‌ যা বলেছিলেন তা চিন্তা করার মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌ আপনাকে রহমত দান করুন:

"কিন্তু মাবুদ শামুয়েলকে বললেন, "তার চেহারা কি রকম কিংবা সে কতটা লম্বা তা তুমি দেখতে যেয়ো না, কারণ আমি তাকে অগ্রাহ্য করেছি। মানুষ যা দেখে তাতে কিছু যায়-আসে না, কারণ মানুষ দেখে বাইরের চেহারা কিন্তু মাবুদ দেখেন অন্তর।" (১ শামুয়েল ১৬:৭ আয়াত)

৪৬ অধ্যায়

শামুয়েল, তালুত এবং দাউদ; ১ শামুয়েল ১-১৬, জবুর ৮, ২৩

৪৭ অধ্যায়

দাউদ এবং জালুত; ১ শামুয়েল ১৭, জবুর ২৭

শ্রোতা বন্ধু, আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হউক।

আমরা আপনাকে আল্লাহ্‌র নামে শুভেচ্ছা জানাই। তিনি শান্তির প্রভু। তিনি তাঁর তৈরীকৃত ধার্মিকতার পথ এবং তাঁর সত্যময় শান্তি সম্পর্কে আমাদের জানাতে চান। আজকে আপনার অনুষ্ঠান "*ধার্মিকতার পথ*" আবারো উপস্থাপন করতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত ।

আমাদের শেষ অনুষ্ঠানে আমরা দাউদ নবীর বিষয় শুরু করেছিলাম। শুনুন আল্লাহ্‌ তাঁর মধ্য দিয়ে কি বোঝাতে চান: "*আমি ইয়াসির পুত্র **দাউদের** মধ্যে আমার মনের মত লোকের খোঁজ পেয়েছি। আমি যা চাই সে তা-ই করবে।*" (প্রেরিত ১৩:২২ আয়াত) আমরা দেখেছি, বনি-ইসরাইলের দ্বিতীয় বাদশাহ্‌ হিসাবে কিভাবে আল্লাহ্‌ দাউদকে নির্বাচন করেছিলেন কারণ প্রথম বাদশাহ্‌ তালুত আল্লাহ্‌র কালাম মান্য করতো না। যাইহোক, যেদিন আল্লাহ্‌ দাউদকে নির্বাচন করেছিলেন সেদিনই দাউদ বাদশাহ্‌ হননি। তিনি তখনো একজন যুবক ছিলেন এবং তাঁকে রাজত্ব দেওয়ার জন্য আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সময় তখনো হয়নি। অভিষিক্ত হওয়ার পর দাউদ তাঁর আব্বার পশুপাল চড়াতে বেথেলহেমে ফিরে এসেছিলেন।

আজকে আমরা অতি চমৎকার একটি কাহিনী পড়বো এবং দেখবো কিভাবে আল্লাহ্‌ দাউদের পাশে ছিলেন কারণ দাউদ আল্লাহ্‌র সাথে চলতেন। আমাদের এই অধ্যায়নের নাম "**দাউদ এবং জালুত।**" আসুন আমরা শামুয়েলের প্রথম কিতাবের সতেরো অধ্যায় পাঠ করি। কিতাব বলে:

(১ শামুয়েল ১৭:১-১১ আয়াত) ১*__ফিলিস্তিনীরা__ যুদ্ধের জন্য সৈন্য জমায়েত করে নিয়ে এহুদা-গোষ্ঠীর এলাকার সোখোতে গেল। তারা গিয়ে সোখো ও অসেখা গ্রামের মাঝামাঝি এফস্‌দম্মীম গ্রামে ছাউনি ফেলল।* ২*__তালুত ও বনি-ইসরাইলরা__ জমায়েত হয়ে এলা উপত্যকায় ছাউনি ফেলল এবং ফিলিস্তিনীদের সংগে যুদ্ধ করবার জন্য সৈন্য সাজাল।* ৩*এক দিকের পাহাড়ে দাঁড়াল ফিলিস্তিনীরা এবং অন্য দিকের পাহাড়ে দাঁড়াল বনি-ইসরাইলরা। তাদের মাঝখানে রইল এলা উপত্যকা।*

৪*ফিলিস্তিনীদের পক্ষ থেকে **জালুত** নামে এক বীর যোদ্ধা তাদের সৈন্যদল থেকে বের হয়ে আসল। সে ছিল গাৎ শহরের লোক। লম্বায় সে ছিল সাড়ে ছয় হাত।*

৫*তার মাথায় ছিল একটা ব্রোঞ্জের টুপী আর গায়ে ছিল মাছের আঁশের মত তৈরী ব্রোঞ্জের জামা, যার ওজন ছিল ষাট কেজি।*

৬*তাঁর হাঁটু থেকে গোড়ালী পর্যন্ত ব্রোঞ্জ দিয়ে ঢাকা ছিল, আর তার কাঁধে ঝুলানো ছিল ব্রোঞ্জের তলোয়ার।*

৭*তার বর্শার ডাঁটিটা ছিল তাঁতীদের বীমের মত আর সেটার লোহার ফলাটার ওজন ছিল সাত কেজি দু'শো গ্রাম। তার ঢাল বহনকারী তার আগে আগে চলত।*

৮*জালুত দাঁড়িয়ে চিৎকার করে ইসরাইলের সৈন্যদলকে বলল, "কেন তোমরা যুদ্ধের জন্য সৈন্য সাজাতে এসেছ? আমি একজন ফিলিস্তিনী আর তোমরা তো মাত্র তালুতের চাকর। তোমাদের পক্ষ থেকে তোমরা একজনকে বেছে নাও; সে আমার কাছে নেমে আসুক।* ৯*যদি সে আমার সংগে যুদ্ধ করে আমাকে মেরে ফেলতে পারে তাহলে আমরা তোমাদের চাকর হব; কিন্তু যদি আমি তাকে মেরে ফেলতে পারি তবে তোমরা আমাদের চাকর হয়ে চাকরের কাজ করবে।"*

১০*সেই ফিলিস্তিনী আরও বলল, "আমি আজ ইসরাইলের সৈন্যদলকে টিটকারি দিয়ে বলছি, আমার সংগে যুদ্ধ করবার জন্য তোমরা একজন লোক দাও।"* ১১*তার এই সব কথা শুনে **তালুত ও অন্যান্য বনি-ইসরাইলরা ভীষণ ভয় পেলেন।***

যখন জালুত বনি-ইসরাইলদের উপহাস করছিল তখন **দাউদ** অনেক দূরে শান্তিতে তার আব্বার পশুপাল চড়াচ্ছিলেন, আল্লাহ্‌র কালাম ধ্যান করছিলেন, বীনা বাজাচ্ছিলেন এবং মাবুদের উদ্দেশ্যে গান করছিলেন। যাইহোক, দাউদের তিনজন বড় ভাই ছিলেন যারা বনি-ইসরাইলের সৈন্যদলে ছিলেন। একদিন দাউদের আব্বা

দাউদ এবং জালুত; ১ শামুয়েল ১৭, জবুর ২৭

তার কাছে আসলেন এবং বললেন **"যাও এবং তোমাদের ভাইদের যুদ্ধ ময়দানে পরিদর্শন করে এসো** এবং আমাকে খবর দাও সব ঠিক আছে কিনা।" তাই দাউদ ভেড়াগুলো অন্য রাখালের কাছে দিলেন, ভোড়ে উঠলেন এবং যুদ্ধের ময়দানের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলেন।

যখন দাউদ তার ভাইদের সাথে কুশল বিনিময় করছিলেন এবং কথা বলছিলেন তখন ফিলিস্তীনিদের বীরপুরুষ জালুত বনি-ইসরাইলদের দিকে তাকিয়ে টিটকারী দিতে লাগল, ঠিক যেমনটি গত চল্লিশদিন দিয়ে এসেছিল। যখন বনি-ইসরাইলের সৈন্যরা তাকে দেখলো তারা ভয়ে দৌড়ে সরে গেল। তারপর একজন দাউদকে বললেন, "তুমি এই লোকটিকে দেখতে পাচ্ছ? সে আমাদের সব সময় তুচ্ছ করছে। যে তাকে মারতে পারবে, বাদশাহ তালুত তাকে অনেক সম্পদ দিবেন এবং তার মেয়ের সাথে বিয়ে দিবেন আর তার আব্বার পরিবারের কাছ থেকে কোন খাজনা নিবেন না।"

তারপর দাউদ বললেন, "এই খৎনা না করা ফিলিস্তীনি জীবন্ত আল্লাহ্‌র বাহিনীকে তুচ্ছ করছে?" যখন তিনি এটি বললেন, দাউদের বড় ভাই তাঁর উপর রেগে গেলেন এবং বললেন, "তুই কেন এখানে এসেছিস? কার কাছে তুই ভেড়ার পাল রেখে এসেছিস? আমি জানি তুই কেন এখানে এসেছিস। তুই এই যুদ্ধ দেখতে চাস!" যাইহোক, বনি-ইসরাইলের একজন সৈন্য দাউদের সাহসের কথাগুলো শুনেছিলেন, যে কথাগুলো দাউদ জালুতকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, সেই সৈন্য গিয়ে বাদশাহ্‌ তালুতকে সব বললেন। তারপর তালুত দায়ূদকে ডেকে পাঠালেন এবং প্রশ্ন করলেন।

এইভাবে কিতাব বলে:

(১ শামুয়েল ১৭) ৩২***দাউদ তালুতকে বললেন, "ঐ ফিলিস্তিনীটাকে দেখে কারও ঘাবড়াবার দরকার নেই।*** *আপনার*
এই গোলাম গিয়ে তার সংগে যুদ্ধ করবে।" ৩৩*তালুত বললেন, "তুমি ঐ ফিলিস্তিনীটার সংগে কি করে যুদ্ধ করবে?*
তুমি তো মাত্র সেদিনকার ছেলে, আর ঐ ফিলিস্তিনীটা অল্প বয়স থেকেই যোদ্ধা।" ৩৪*দাউদ তালুতকে বললেন,*
"আপনার এই গোলাম তার বাবার ভেড়ার পাল চরায়। যখনই কোন সিংহ বা ভল্লুক এসে পাল থেকে ভেড়া ধরে
নিয়ে যেত তখনই আমি তার পিছনে পিছনে দৌড়ে গিয়ে তাকে মেরে তার মুখ থেকে ভেড়াটাকে রক্ষা করতাম।
সে উঠে যখন আমাকে রুখে দাঁড়াত তখন আমি তার দাড়ি ধরে আঘাত করে তাকে মেরে ফেলতাম। ৩৬*সিংহ,*
ভল্লুক দুই-ই আপনার এই গোলামের হাতে মারা পড়েছে, আর এই খৎনা-না-করানো ফিলিস্তিনীটার দশাও
ঐগুলোর মত হবে, কারণ সে জীবন্ত আল্লাহ্‌র সৈন্যদলকে টিটকারি দিয়েছে।" ৩৭*দাউদ আরও বললেন, "মাবুদ,*
যিনি আমাকে সিংহ আর ভল্লুকের থাবা থেকে রক্ষা করেছেন, তিনিই আমাকে ঐ ফিলিস্তিনীটার হাত থেকেও রক্ষা
করবেন।" তখন তালুত দাউদকে বললেন, "তবে যাও, মাবুদ তোমার সংগে থাকুন।" ৩৮*এই বলে তালুত তাঁর*
নিজের পোশাক দাউদকে পরিয়ে দিলেন। তিনি তাঁর মাথায় দিলেন ব্রোঞ্জের টুপী আর গায়ে দিলেন যুদ্ধের সাজ।
৩৯*দাউদ তাঁর পোশাকের উপরে তালুতের তলোয়ারটা বেঁধে হাঁটতে চেষ্টা করলেন, কারণ আগে তিনি তা কখনও*
করেন নি। তিনি তালুতকে বললেন, "এই সব পরে আমি যেতে পারব না, কারণ এর আগে আমি কখনও তা
করি নি।" এই বলে তিনি সেগুলো খুলে ফেললেন।

৪০তারপর তাঁর লাঠিখানা তিনি হাতে নিলেন এবং ছোট্ট পাহাড়ী নদীর মধ্য থেকে **পাঁচটা মসৃণ পাথর** বেছে নিয়ে
তাঁর চামড়ার থলির মধ্যে রাখলেন। এই রকম থলি রাখালেরা ব্যবহার করত। তারপর তাঁর **ফিংগাটা** নিয়ে তিনি
সেই ফিলিস্তিনীর দিকে এগিয়ে যেতে লাগলেন, ৪১আর সেই ফিলিস্তিনীও দাউদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল।
তার ঢাল বহনকারী ঢাল নিয়ে তার সামনে সামনে আসছিল। ৪২সেই ফিলিস্তিনী দাউদের দিকে ভাল করে তাকিয়ে
দেখে তাকে তুচ্ছ করল, কারণ দাউদের বয়স অল্প ছিল। তাঁর গায়ের রং লালচে এবং চেহারা সুন্দর ছিল।
৪৩জালুত দাউদকে বলল, "আমি কি কুকুর যে, তুই লাঠি নিয়ে আমার কাছে আসছিস?" সে তার দেব-দেবীর

নাম করে দাউদকে বদদোয়া দিতে লাগল। ৪৪সে দাউদকে আরও বলল, "এগিয়ে আয়; আমি তোর গায়ের গোশ্
ত আকাশের পাখী আর বুনো পশুদের খেতে দিই।"

৪৫তখন দাউদ সেই ফিলিস্তিনীকে বললেন, "তুমি আমার কাছে আসছ তলোয়ার, বর্শা আর ছোরা নিয়ে, কিন্তু
আমি তোমার কাছে যাচ্ছি আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন, ইসরাইলীয় সৈন্যদলের মাবুদের নাম নিয়ে, যাঁকে তুমি
টিটকারি দিয়েছ। ৪৬মাবুদ আজকের দিনেই তোমাকে আমার হাতে তুলে দেবেন। আমি তোমাকে আঘাত করব
আর তোমার মাথা কেটে নেব। আজকেই আমি ফিলিস্তিনী সৈন্যদের লাশ আকাশের পাখী ও দুনিয়ার পশুদের
খেতে দেব। তা দেখে দুনিয়ার সবাই জানতে পারবে যে, বনি-ইসরাইলদের পক্ষে আল্লাহ্ বলতে একজন আছেন।
৪৭যে সমস্ত লোক আজ এখানে রয়েছে তারাও জানতে পারবে যে, মাবুদ কোন তলোয়ার বা বর্শা দিয়ে উদ্ধার
করেন না, কারণ **এই যুদ্ধ মাবুদের;** আর তিনি আমাদের হাতে তোমাদের তুলে দেবেন।"

৪৮ঐ ফিলিস্তিনী যখন দাউদকে আক্রমণ করবার জন্য এগিয়ে আসতে লাগল তখন দাউদও তার কাছে যাবার জন্য
বিপক্ষের সৈন্যদলের দিকে দৌড়ে গেলেন, ৪৯আর তাঁর থলি থেকে একটা পাথর নিয়ে ফিংগাতে বসিয়ে ঘুরাতে
ঘুরাতে সেই ফিলিস্তিনীর কপালে সেটা ছুঁড়ে মারলেন। পাথরটা তার কপালে বসে গেলে সে মুখ থুবড়ে মাটিতে
পড়ে গেল। ৫০তখন **দাউদ দৌড়ে গিয়ে** সেই ফিলিস্তিনীর পাশে দাঁড়ালেন এবং তারই তলোয়ার খাপ থেকে টেনে
বের করে নিয়ে তাকে হত্যা করলেন এবং তার মাথাটা কেটে নিলেন। এইভাবে দাউদ শুধু একটা ফিংগা আর
একটা পাথর দিয়ে সেই ফিলিস্তিনীকে হারিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর হাতে কোন তলোয়ার না থাকলেও তিনি সেই
ফিলিস্তিনীকে আঘাত করেছিলেন এবং তাকে হত্যা করেছিলেন। ফিলিস্তিনীরা যখন দেখল যে, তাদের প্রধান বীর
মরে গেছে তখন তারা পালাতে শুরু করল। ৫২তখন ইসরাইল আর এহুদার লোকেরা চিৎকার করে উঠল এবং গয়
ও ইক্রোণের দরজা পর্যন্ত ফিলিস্তিনীদের তাড়া করে নিয়ে গেল। ফিলিস্তিনীদের আহত লোকেরা গাৎ ও ইক্রোণ
পর্যন্ত শারয়িমের পথে পথে পড়ে রইল।

এইভাবে, আমরা আজকে দেখতে পেলাম যুবক দাউদ কিভাবে তাঁর জাতিকে শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন শুধুমাত্র একটি **ফিংগা, পাথর** এবং **জীবন্ত আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে**। সত্যিই দাউদ এবং জালুতের কাহিনী খুব সুন্দর কাহিনী যেখানে অনেক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় রয়েছে। আমরা দেখেছি যে বনি-ইসরাইলের সৈন্যরা এবং তালুত কিভাবে জালুতকে ভয় পেয়েছিলেন। কেউ তার সাথে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত ছিল না, কিন্তু দাউদ সেই দৈত্যকে ভয় করেনি; তিনি তাকে ময়দানে ডেকেছিলেন এবং মেরে ফেলেছিলেন! কেন তালুত এবং সৈন্যরা ভয় পাচ্ছিলেন কিন্তু দাউদ ভয় পাচ্ছিলেন না? দাউদ এবং বনি-ইসরাইলদের সৈন্যদের মধ্যে কি পার্থক্য ছিল? আমরা এইভাবে তাদের মধ্যে সংক্ষিপ্ত আকারে পার্থক্য করতে পারি: দাউদ দৈত্যকে ভয় করেনি কারণ তিনি মাবুদ **আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরশীল** ছিলেন। তালুত এবং সৈন্যরা আল্লাহ্‌র উপর আস্থা রাখেনি। যার কারনে তারা দৈত্যকে ভয় করেছিল। তালুত এবং সৈন্যরা শুধু **শক্তিশালী দৈত্যকে** দেখেছিল। দাউদ দেখেছিলেন **সর্ব-শক্তিমান আল্লাহ্‌কে**। তালুত এবং সৈন্যরা শুধু ধর্মকে বিশ্বাস করতো কিন্তু আল্লাহ্‌র সাথে তাদের সত্যিকারের সম্পর্ক ছিল না। একটি ধর্মে থাকা মানেই আল্লাহ্‌র সাথে থাকা নয়। তালুত এবং তার সৈন্যরা জানতো যে আল্লাহ্ আছেন, আল্লাহ্ এক, এবং তিনি মহান ও শক্তিশালী। কিন্তু তাদের এই জ্ঞান তাদেরকে জালুতের হাত থেকে রক্ষা করেনি। যাইহোক, সর্বশক্তিমান জীবন্ত আল্লাহের সাথে দাউদের অটুট সম্পর্ক ছিল! দাউদ আল্লাহ্‌কে জানতেন এবং তাঁর সাথে চলতেন। দাউদ আল্লাহ্‌র ওয়াদায় বিশ্বাস করতেন। যার কারনে দাউদ জালুতকে ভয় পায়নি।

শ্রোতাবন্ধু, আপনি কাকে বেশি পছন্দ করছেন? দাউদ? নাকি তালুত এবং তার সৈন্যদলকে? আপনি কি আল্লাহ্‌কে ব্যাক্তিগতভাবে জানেন? নাকি শুধুমাত্র তাঁর সম্পর্কে শুনেছেন? আপনি কি আল্লাহ্‌র কালাম জানেন যা

আপনার অন্তরকে আনন্দে ভরিয়ে দিতে পারে? নাকি আপনি শুধু ধর্মিয় রীতিনীতি পালন করছেন? আপনার কি জীবন্ত আল্লাহ্‌র সাথে অটুট এবং সুসম্পর্ক আছে? নাকি আপনি শুধু ধর্ম পালন করে যাচ্ছেন? শুনুন দাউদ নবী জবুর শরীফে কি লিখেছেন, যেখানে আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্কের কথা উল্লেখ আছে। তিনি বলেছেন:

***"[১]মাবুদ আমার রাখাল**, আমার অভাব নেই। [৪]ঘন অন্ধকারে ঢাকা উপত্যকা পার হতে হলেও আমি বিপদের ভয় করব না, কারণ তুমিই আমার সংগে আছ...[৬]আমি জানি সারা জীবন ধরে তোমার মেহেরবানী ও অটল মহব্বত আমার পিছনে পিছনে ছুটে আসবে; আর আমি চিরকাল মাবুদের ঘরে বাস করব।"*(জবুর ২৩:১, ৪, ৬ আয়াত)

আপনি কোন অবস্থায় আছেন? আপনার কি আল্লাহ্‌র সাথে গভীর সম্পর্ক আছে? আপনি কি তাকে আপনার রাখাল হিসেবে জানেন? আপনি কি বেহেশতে তাঁর গৃহে চিরকাল থাকতে চান? দাউদের সেই ভরসা আছে, কারণ তিনি মাবুদ আল্লাহ্‌র চমৎকার এবং মূল্যবান ওয়াদা সম্পর্কে জানেন। আর এটি শুধু **তাঁর মাথায়** ছিল না কিন্তু তিনি **তাঁর দিল** থেকে এর উপর ঈমান এনেছিলেন।

দাউদের অটুট ঈমান ছিল। তার ঈমান মানুষের অনির্ভরযোগ্য কথাতে ছিল না। তার ঈমান ছিল মাবুদ আল্লাহ্‌র নির্ভরযোগ্য কালামের উপর, আর আল্লাহ্ তার বান্দাদের কখনো পরিত্যাগ করেননি। শুনুন দাউদ জবুর শরীফে কি লিখেছেন:

"মাবুদই আমার নূর ও আমার উদ্ধারকর্তা, আমি কাকে ভয় করব?** মাবুদই আমার জীবনের কেল্লা, আমি কাকে দেখে ভয়ে কাঁপব? সৈন্যের দলও যদি আমাকে ঘিরে ধরে, তবুও আমার মনে ভয় হবে না; যদি আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধও শুরু হয় তবুও তখন আমি নিশ্চিন্ত থাকব। মাবুদের কাছে আমি একটা অনুরোধ জানাচ্ছি; আমি যা চাইছি তা এই- আমার সারা জীবন আমি যেন মাবুদের ঘরে বাস করতে পারি, যাতে আমি তাঁর সৌন্দর্য দেখতে পারি আর সেই বাসস্থানে তাঁর বিষয় নিয়ে ধ্যান করতে পারি; হে মাবুদ, আমি ডাকলে তুমি শুনো, আমার প্রতি রহমত কোরো, আমার ডাকে সাড়া দিয়ো। আমার অন্তর তোমার এই কথাই বলছে, "তোমরা আমাকে ডাক।" **হে মাবুদ, তাই আমি তোমাকে ডাকব। (জবুর ২৭:১, ৩, ৪, ৭, ৮ আয়াত)

"হে মাবুদ, তুমিই আমার শক্তি, আমি তোমাকে মহব্বত করি।** মাবুদই আমার উঁচু পাহাড়, আমার কেল্লা ও আমার মুক্তিদাতা; আমার আল্লাহ্‌ আমার উঁচু পাহাড়, তাঁরই মধ্যে আমি আশ্রয় নিই। তিনিই আমার ঢাল, আমার রক্ষাকারী শিং, আমার উঁচু আশ্রয়-স্থান। তোমার সাহায্যেই আমি সৈন্যদলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারি, আর আমার আল্লাহ্‌র সাহায্যে লাফ দিয়ে দেয়াল পার হতে পারি। **আল্লাহ্‌র পথে কোন খুঁত নেই; মাবুদের কালাম খাঁটি বলে প্রমাণিত হয়েছে। তিনিই তাঁর মধ্যে আশ্রয় গ্রহণকারী সকলের ঢাল। (জবুর ১৮:১, ২, ২৯, ৩০ আয়াত)

আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ। আমাদের পরবর্তী অধ্যায়ে, আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় আমরা দাউদ নবীর কাহিনী পড়বো এবং দেখবো কিভাবে তিনি বনি-ইসরাইলদের রাজত্বভার গ্রহণ করেছিলেন.... আল্লাহ্ আপনাকে রহমত দান করুন। জবুর শরীফ থেকে দাউদের লেখা দিয়ে আজকে শেষ করছি:

"স্বাদ নিয়ে দেখ মাবুদ মেহেরবান; ধন্য সেই লোক, যে তাঁর মধ্যে আশ্রয় নেয়।" (জবুর ৩৪:৮ আয়াত)

৪৮ অধ্যায়
বাদশাহ্ দাউদ এবং আল্লাহ্‌র ওয়াদা; ১ শামুয়েল ১৮ – ২ শামুয়েল ৭

শ্রাতা বন্ধু, আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হউক।
আমরা আপনাকে আল্লাহ্‌র নামে শুভেচ্ছা জানাই। তিনি শান্তির প্রভু। তিনি তাঁর তৈরীকৃত ধার্মিকতার পথ এবং তাঁর সত্যময় শান্তি সম্পর্কে আমাদের জানাতে চান। আজকে আপনার অনুষ্ঠান "*ধার্মিকতার পথ*" আবারো উপস্থাপন করতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত ।

আজকে আমরা **দাউদ নবীর** কাহিনী চালিয়ে যাবো। দুই অধ্যায় আগে আমরা দেখেছি যে কিভাবে আল্লাহ্ যুবক দাউদকে বনি-ইসরাইলদের বাদশাহ্ হিসেবে মনোনিত করেছিলেন, যদিও তিনি সেই দিনই শুরু করেননি। আল্লাহ্ প্রথম বাদশাহ্ তালুতকে বাদ দিয়েছিলেন কারণ তিনি আল্লাহ্‌র ইচ্ছার বিষয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন না। যাইহোক, আল্লাহ্ দাউদ সম্পর্কে বলেছিলেন, <u>*"আমি ইয়াসির পুত্র দাউদের মধ্যে আমার মনের মত লোকের খোঁজ পেয়েছি। আমি যা চাই সে তা-ই করবে।'*</u> (প্রেরিত ১৩:২২) আমাদের শেষ অধ্যায়ে, আমরা দেখেছি যে, দাউদ সেই দৈত্য জালুতকে শুধুমাত্র একটি ফিংগা, একটি পাথর এবং **জীবন্ত আল্লাহ্‌র উপর অটুট বিশ্বাস** দ্বারা পরাজিত করেছিলেন, জালুতকে হত্যা করেছিলেন। এখন আসুন আমরা দাউদের কাহিনী পড়ি যে কিভাবে দাউদ পরবর্তীতে তালুতের স্থানে বাদশাহ্ হয়েছিলেন।

শামুয়েলের প্রথম কিতাব বলে:

(১ শামুয়েল ১৮) <u>*[৬]দাউদ সেই ফিলিস্তিনী জালুতকে হত্যা করবার পর লোকেরা যখন বাড়ী ফিরে আসছিল তখন ইসরাইলের সমস্ত গ্রাম ও শহর থেকে মেয়েরা নেচে নেচে আনন্দের গান গেয়ে এবং খঞ্জনী ও তিনতারা বাজাতে বাজাতে বাদশাহ্ তালুতকে সালাম জানাতে বের হয়ে আসল। [৭]তারা নাচতে নাচতে এই গান গাইছিল, "তালুত মারলেন **হাজার হাজার**, আর দাউদ মারলেন **অযুত অযুত**।" [৮]এই গান শুনে তালুতের খুব রাগ হল। তিনি অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন, "ওরা দাউদের বিষয়ে অযুত অযুতের কথা বলল অথচ আমার বিষয়ে বলল হাজার হাজার। এর পর রাজ্য ছাড়া দাউদের আর কি পাওয়ার বাকী রইল?" [৯]সেই সময় থেকে তালুত দাউদকে **হিংসার** চোখে দেখতে লাগলেন।*</u>

এইভাবে, কিতাব বলে লোকেরা দাউদকে কিভাবে মহব্বত করতেন। কিন্তু যেমনটি লোকেরা দাউদকে মহব্বত করতেন তার চেয়ে বেশি তালুত দাউদকে ঘৃনা করতেন। **হিংসায় তালুতের দিল পূর্ণ ছিল** এবং সেই হিংসা তাকে নিয়ন্ত্রন করতো যার কারনে তিনি দাউদকে সরিয়ে ফেলার চিন্তা করলেন। তাই দাউদ বনি-ইসরইলের চারশত সঙ্গীর সাথে মরুভূমিতে পালিয়ে গেলেন। তালুত এবং তার সৈন্যরা দায়ূদকে এবং তার সঙ্গীদের মরুভূমিতে খুজতে থাকলেন। তালুতের অধিকারে যা ছিল সব কিছু দিয়ে তিনি দাউদকে ধরতে চাইলেন এবং হত্যা করতে চাইলেন। যাইহোক, তিনি তা করতে পারেননি কারন দাউদ মাবুদের আশ্রয়ে ছিলেন। কিন্তু তালুত দাউদকে অনেক কষ্ট দিলেন। আট বছর ধরে দাউদ এবং তার সঙ্গীরা হিংস্র তালুতের হাত থেকে পালিয়ে বাঁচলেন।

যাইহোক, তালুত দাউদকে যতই হিংসা এবং রাগ দেখাক না কেন দাউদ কিন্তু তালুতকে ঘৃনা করেননি। কেন দাউদ এই লোকটিকে ঘৃনা করেননি যদিও এই মানুষটি তাকে হত্যা করতে চেয়েছিল? তিনি তালুতকে এইজন্য ঘৃনা করেননি কারণ **তিনি আল্লাহ্‌র সাথে চলতেন আর আল্লাহ্ ধার্মিক এবং অধার্মিক সবার জন্য সূর্যের আলো দিয়ে থাকেন**।

কিতাব বলে:

<u>*"[৭]প্রিয় সন্তানেরা, আমরা যেন একে অন্যকে মহব্বত করি, কারণ মহব্বত আল-াহ্‌র কাছ থেকেই আসে। যাদের অন্তরে মহব্বত আছে, আল্লাহ্ থেকেই তাদের জন্ম হয়েছে এবং তারা আল্লাহ্‌কে জানে। [৮]যাদের অন্তরে মহব্বত নেই তারা আল্লাহ্‌কে জানে না, কারণ আল্লাহ্ নিজেই মহব্বত। [১৯]তিনি আমাদের প্রথমে মহব্বত করেছিলেন বলেই আমরা মহব্বত করি। [২০]যে বলে সে আল্লাহ্‌কে মহব্বত করে অথচ তার ভাইকে ঘৃণা করে সে মিথ্যাবাদী;*</u>

৪৮ অধ্যায়

বাদশাহ্‌ দাউদ এবং আল্লাহ্‌র ওয়াদা; ১ শামুয়েল ১৮ – ২ শামুয়েল ৭

কারণ চোখে দেখা ভাইকে যে মহব্বত করে না সে অদেখা আল্লাহ্‌কে কেমন করে মহব্বত করতে পারে?" (১ ইউহোন্না ৪:৭, ৮, ১৯, ২০ আয়াত)

দাউদ এবং তালুতের বিষয়ে সমস্ত কিছু পড়ার সময় আমাদের হাতে নেই, কিন্তু আমরা একটি কাহিনী দেখতে চাই এবং পর্যবেক্ষণ করতে চাই দাউদের **নম্রতা এবং মহব্বত**। ১ শামুয়েলের চব্বিশ অধ্যায়ে কিতাব বলে:

(১ শামুয়েল ২৪) *[১তালুত ফিলিস্তিনীদের তাড়া করা শেষ করে ফিরে আসলে পর লোকেরা তাঁকে খবর দিল যে,]*
"দাউদ ঐন্তগদীর মরুভূমিতে আছেন। ২তালুত তখন বনি-ইসরাইলদের মধ্য থেকে তিন হাজার লোক বেছে
নিলেন এবং দাউদ ও তাঁর লোকদের খোঁজে বুনো ছাগলের পাহাড় নামে জায়গাটার কাছে গেলেন। ৩পথে যেতে
যেতে তিনি এমন একটা জায়গায় আসলেন যেখানে ভেড়া রাখবার কয়েকটা খোঁয়াড় ছিল। সেই জায়গার কাছে
ছিল একটা গুহা। তালুত মলত্যাগের জন্য সেই গুহায় ঢুকলেন। সেই গুহার একেবারে ভিতরের দিকে ছিলেন
দাউদ ও তাঁর লোকেরা। ৪দাউদের লোকেরা বলল, "মাবুদ যে দিনের কথা আপনাকে বলেছিলেন আজ সেই দিন
এসে গেছে। তিনি বলেছিলেন, 'আমি তোমার শত্রুকে তোমার হাতে তুলে দেব আর তার প্রতি তোমার যা ভাল
মনে হয় তুমি তা-ই করবে।' " তখন দাউদ উঠে চুপি চুপি তালুতের পোশাক থেকে একটা টুকরা কেটে নিলেন।
৫তালুতের পোশাক থেকে একটা টুকরা কেটে নেওয়ার দরুন দাউদের বিবেক তাঁকে দোষী করতে লাগল। ৬তিনি
তাঁর লোকদের বললেন, "আমার মালিকের বিরুদ্ধে, মাবুদের অভিষেক-করা বান্দার বিরুদ্ধে হাত তুলতে মাবুদ
কখনও আমাকে অনুমতি দেবেন না, কারণ তিনি তো মাবুদের অভিষেক-করা বান্দা।" ৭এই কথা বলে দাউদ
তাঁর লোকদের থামিয়ে দিলেন এবং তালুতকে তাদের আক্রমণ করতে দিলেন না। পরে তালুত গুহা থেকে বের
হয়ে চলতে শুরু করলেন। ৮তারপর দাউদও গুহা থেকে বের হলেন এবং জোরে তালুতকে ডেকে বললেন, "প্রভু
মহারাজ!" তালুত যখন পিছন ফিরে তাকালেন তখন দাউদ মাটিতে উবুড় হয়ে পড়ে তাঁকে সালাম জানালেন।
৯তিনি তালুতকে বললেন, "যে সব লোক আপনাকে বলে দাউদ আপনার ক্ষতি করবার চেষ্টা করছে, আপনি কেন
তাদের কথা শোনেন? ১০আজকে তো আপনি নিজের চোখেই দেখলেন যে, মাবুদ কিভাবে এই গুহার মধ্যে
আপনাকে আমার হাতে তুলে দিয়েছিলেন। আমাকে কেউ কেউ আপনাকে মেরে ফেলতে বলেছিল, কিন্তু আপনার
উপর আমার মমতা হল। আমি বললাম, আমার প্রভুর উপরে আমি হাত তুলব না, কারণ তিনি মাবুদের অভিষেক-
করা বান্দা। ১১হে আমার পিতা, এই দেখুন, আমার হাতে আপনার পোশাকের একটা টুকরা। আমিই আপনার
পোশাক থেকে টুকরাটা কেটে নিয়েছি কিন্তু আপনাকে মেরে ফেলি নি। তাহলে আপনি এবার বুঝতে এবং জানতে
পারলেন যে, আপনার প্রতি কোন অন্যায় বা বিদ্রোহের ভাব আমার মধ্যে নেই। আমি আপনার বিরুদ্ধে কোন
গুনাহ করি নি, কিন্তু আপনি আমাকে মেরে ফেলবার জন্য ওৎ পেতে আছেন। ১২মাবুদই যেন আমার ও আপনার
বিচার করেন এবং আমার প্রতি আপনি যে অন্যায় করেছেন তার প্রতিফল দেন; তবুও আমি আপনার বিরুদ্ধে হাত
তুলব না। ১৩আগেকার লোকদের চলতি কথায় আছে, 'দুষ্টের মধ্য থেকেই আসে দুষ্টতা,' তাই আমি আপনার
বিরুদ্ধে হাত তুলতে যাব না। ১৬দাউদের কথা শেষ হলে পর তালুত বললেন, "বাবা দাউদ, এ কি তুমিই কথা
বলছ?" এই বলে তিনি জোরে জোরে কাঁদতে লাগলেন। ১৭তিনি দাউদকে বললেন, "তুমি আমার চেয়ে ন্যায়বান,
কারণ আমি তোমার সংগে খারাপ ব্যবহার করলেও তুমি আমার সংগে ভাল ব্যবহার করেছ। ১৮তুমি যে আমার
প্রতি ভাল ব্যবহার করে আসছ তা তুমি আজ আমাকে জানালে। মাবুদ তোমার হাতে আমাকে তুলে দিয়েছিলেন
কিন্তু তুমি আমাকে মেরে ফেল নি। ১৯কেউ যদি শত্রুকে হাতে পায় তবে সে কি তার কোন ক্ষতি না করেই তাকে
ছেড়ে দেয়? আজ তুমি আমার প্রতি যে ব্যবহার করেছ তার জন্য মাবুদ যেন তোমার ভাল করেন। ২০আমি এখন
জানি যে, তুমি নিশ্চয় বাদশাহ্‌ হবে আর তোমার দ্বারাই ইসরাইল রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে।

৪৮ অধ্যায়

বাদশাহ্‌ দাউদ এবং আল্লাহ্‌র ওয়াদা; ১ শামুয়েল ১৮ – ২ শামুয়েল ৭

এরপর তালুত বাড়িতে ফিরে এলেন, কিন্তু হিংসার কারনে তিনি বেশিদিন থেমে থাকলেন না, তিনি আবারো মরুভূমিতে দাউদকে ধরতে গেলেন। তালুত এইভাবে আট বছর দাউদকে খুজলেন। আল্লাহ্‌ তালুতের হাত থেকে দাউদকে মুক্ত করলেন। শেষে তালুতের দুষ্টতা দেখা গেল। শুনুন ৩১ অধ্যায়ে কিতাব কি বলে:

(১ শামুয়েল ৩১:১-৩ আয়াত) *১এর মধ্যে ফিলিস্তিনীরা বনি-ইসরাইলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিল আর বনি-ইসরাইলরা তাদের সামনে থেকে পালিয়ে যাচ্ছিল। তাদের মধ্যে অনেকে গিলবোয় পাহাড়ে ফিলিস্তিনীদের হাতে মারা পড়তে লাগল। ২ফিলিস্তিনীরা তালুত ও তাঁর ছেলেদের পিছনে তাড়া করে গিয়ে তাঁর ছেলে যোনাথন, অবীনাদব ও মল্কীশূয়কে হত্যা করল। ৩তারপর তালুতের বিরুদ্ধে আরও ভীষণভাবে যুদ্ধ চলতে লাগল। ধনুকধারী সৈন্যেরা তাঁকে দেখতে পেয়ে আঘাত করল। ৪তালুত তখন তাঁর অস্ত্র বহনকারী লোকটিকে বললেন, "তোমার তলোয়ার বের করে আমার শরীরটা এফোঁড়-ওফোঁড় করে দাও। তা না হলে ঐ খৎনা-না-করানো লোকেরা এসে আমার শরীরটা এফোঁড়-ওফোঁড় করবে এবং আমাকে অপমান করবে।" কিন্তু তাঁর অস্ত্র বহনকারী লোকটি তা করতে রাজী হল না, কারণ সে খুব ভয় পেয়েছিল।* ***তখন তালুত তাঁর তলোয়ার নিয়ে নিজেই তার উপরে পড়লেন।***

সেই দিন তালুত এবং তার তিন সন্তান মারা গিয়েছিলেন। এইভাবে, আল্লাহ্‌ যেভাবে বলেছিলেন সেভাবে তালুতের বংশ চিরতরে মুছে গিয়েছিল। সেই অধ্যায়ে বোঝা গেল কিভাবে **আল্লাহ্‌ দাউদের হাতে ইসরায়েলের রাজ্য দিয়ে দিয়েছিলেন**। দাউদ এমন একজন বাদশাহ্‌ ছিলেন যিনি ধার্মিকতা ভালবাসতেন এবং অবিচার ঘৃনা করতেন। দাউদ তার সমস্ত অন্তর দিয়ে আল্লাহ্‌কে মহব্বত করতেন। দাউদের চিন্তায় আল্লাহ্‌র কালাম এবং গৌরব প্রথম স্থানে ছিল। যার কারনে, যখন তিনি বনি-ইসরাইল জাতিকে শাসন করতে গেলেন তখন প্রথমে তিনি যা করেছিলেন তা হচ্ছে মিলত তাম্বু এবং নিয়ম সিন্দুক জেরুজালেমে নিয়ে এসেছিলেন। জেরুজালেম ইসরাইলের রাজধানী হয়ে উঠেছিল। যার কারনে বাদশাহ্‌ দাউদ সেখানে এবাদতের তাম্বু এবং কোরবানগাহ্‌ রাখতে চেয়েছিলেন। দাউদ এবাদতের তাম্বু সেখানে নিয়ে চিন্তা করলেন মাবুদের নামের সম্মানের উদ্দেশ্যে একটি মজলিসখানা তৈরী করবেন, কিতাব এরকমটি বলে। দাউদ মজলিসখানা তৈরী করতে চাইলেন যেন সেখানে নিয়ম-সিন্দুক রাখা যায় এবং গুনাহ্‌গাররা এসে তাদের গুনাহের জন্য আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে কোরবানী দিতে পারে। যাইহোক, আল্লাহ্‌ দাউদকে বলেছিলেন দাউদ আল্লাহ্‌র জন্য গৃহ নির্মান করতে পারবেন না কিন্তু আল্লাহ্‌ তাঁর উদ্দেশ্যে একটি গৃহ নির্মান করবেন যা চিরকাল থাকবে! **যে চুক্তি দাউদের সাথে আল্লাহ্‌ করেছিলেন তা শুনুন**। আল্লাহ্‌ দাউদকে বলেছিলেন:

(২ শামুয়েল ৭) *১২তোমার আয়ু শেষ হলে পর যখন তুমি তোমার পূর্বপুরুষদের কাছে চলে যাবে তখন আমি তোমার জায়গায় তোমার বংশের একজনকে, তোমার নিজের সন্তানকে বসাব এবং তার রাজ্য স্থির রাখব। ১৩তোমার সেই সন্তানই আমার সুনামের জন্য একটা ঘর তৈরী করবে। তার রাজ-সিংহাসন আমি চিরকাল স্থায়ী করব। ১৪আমি হব তার পিতা আর সে হবে আমার পুত্র। যখন সে অন্যায় করবে তখন অন্য মানুষ যেমন শাস্তি পায় তেমনিভাবেই আমি তাকে শাস্তি দেব।* ***১৬তোমার বংশ ও রাজ্য তোমার সামনে চিরকাল স্থির থাকবে। তোমার সিংহাসন হবে চিরস্থায়ী।"***

আপনারা বুঝতে পেরেছেন, সেই দিন আল্লাহ্‌ দাউদের সাথে কি চুক্তি করেছিল? এটি এমন একটি ওয়াদা ছিল যা সকল মানুষের চিন্তা ছাড়িয়ে গিয়েছে! আল্লাহ্‌ দাউদকে ওয়াদা করেছিলেন, "তোমার বাড়ি এবং রাজ্য আমার সম্মুখে চিরকাল থাকবে, **তোমার সিংহাসন চিরকাল থাকবে!**

কি? কিভাবে দাউদের রাজত্ব **চিরকাল** থাকবে? এটি কিভাবে হবে? দাউদ একজন মানুষ ছিলেন যিনি সরকার চালাতেন। তার রাজত্ব কিভাবে চিরকাল থাকতে পারে? এখানে উত্তর: আল্লাহ্‌ বলেছিলেন, তার **বংশধরদের একজন** চিরকালের জন্য রাজত্ব গ্রহণ করবেন। দাউদের বংশের রেখা ধরে একজন মানুষ জন্ম নিবেন যিনি

বেহেশত এবং দুনিয়ার ক্ষমতা গ্রহণ করবেন। তাকে বলা হবে রাজাদের রাজা, প্রভুদের প্রভু, শান্তিরাজ। দাউদের সময়ের বহুবছর পর, প্রায় সাতশো বছর পর রাজাদের রাজা জন্ম গ্রহণ করেন, ইশাইয়া নবী বলে:

"এই সমস্ত হবে, কারণ একটি ছেলে আমাদের জন্য জন্মগ্রহণ করবেন, একটি পুত্র আমাদের দেওয়া হবে। ***শাসন করবার ভার তাঁর কাঁধের উপর থাকবে,*** *আর তাঁর নাম হবে* ***আশ্চর্য পরামর্শদাতা, শক্তিশালী আল্লাহ্, চিরস্থায়ী পিতা, শান্তির বাদশাহ্।*** ***তাঁর শাসনক্ষমতা বৃদ্ধির ও শান্তির শেষ হবে না।*** *তিনি দাউদের সিংহাসন ও তাঁর রাজ্যের উপরে রাজত্ব করবেন; তিনি সেই সময় থেকে চিরকালের জন্য ন্যায়বিচার ও সততা দিয়ে তা স্থাপন করবেন ও স্থির করবেন। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনই গভীর আগ্রহে এই সমস্ত করবেন।"* (ইশাইয়া ৯:৬, ৭ আয়াত)

আপনি জানেন, দাউদের বংশে কে আছে যাকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে এবং যার ক্ষমতা কখনো শেষ হবে না? আপনি কি জানেন হাসরের ময়দানে আদম-সন্তানদের কে বিচার করবেন এবং অনন্তকাল রাজত্ব করবেন? হ্যাঁ, তিনি নাজাতদাতা, বেহেশতের বাদশাহ্। যিনি কুমারীর গর্ভে জন্ম নিবেন, সেই কুমারী দাউদের বংশের একজন। এই বাদশাহ্ সম্পর্কে কিতাব বলে:***"আল্লাহ্ এইজন্যই তাঁকে সবচেয়ে উঁচুতে উঠালেন এবং এমন একটা নাম দিলেন যা সব নামের চেয়ে মহৎ।"*** (ফিলিপীয় ২:৯ আয়াত)

যখন দাউদ বুঝতে পারলেন তাঁর বংশ রেখার মধ্য দিয়ে আল্লাহ্ নাজাতদাতাকে পাঠানোর পরিকল্পনা করেছেন, দাউদ হাটু গারলেন এবং এই বলে আল্লাহ্‌র এবাদত করলেন:

(২ শামুয়েল ৭) ১৮*এই সব কথা শুনে বাদশাহ্ দাউদ তাম্বুর ভিতরে গেলেন এবং মাবুদের সামনে বসে বললেন,*
"হে আল্লাহ্ মালিক, আমিই বা কি আর আমার বংশই বা কি যে, তুমি আমাকে এত দূর পর্যন্ত নিয়ে এসেছ।
১৯*আর হে আল্লাহ্ মালিক, এও তোমার চোখে যথেষ্ট হয় নি; এর সংগে তোমার গোলামের বংশের* ***ভবিষ্যতের***
*কথাও তুমি বলেছ। হে আল্লাহ্ মালিক, এটাই যেন মানুষের জন্য তোমার ব্যবস্থা হয়।*২২***হে আল্লাহ্ মাবুদ, তুমি কত মহান! তোমার মত আর কেউ নেই এবং তুমি ছাড়া অন্য কোন মাবুদ নেই;*** *সেই কথা আমরা নিজেদের কানেই শুনেছি।*২৮*হে আল্লাহ্ মালিক, তুমিই মাবুদ।* ***তোমার কথা সত্য,*** *আর* ***এই উন্নতির*** *ওয়াদা তুমিই তোমার গোলামের কাছে করেছ।* ২৯*এখন তুমি খুশী হয়ে তোমার গোলামের বংশকে দোয়া কর যাতে সেই বংশ চিরকাল তোমার সামনে থাকে। হে আল্লাহ্ মালিক, তুমি নিজেই সেই কথা বলেছ আর তোমার দোয়ায় তোমার এই গোলামের বংশ* ***চিরকাল*** *দোয়াযুক্ত থাকবে।"*

এইভাবে, দাউদ সেই বাদশাহের জন্য আল্লাহ্‌কে শুক্রিয়া জানালেন, যিনি দাউদের বংশের মধ্য দিয়ে আসবেন। যারা কিতাব সম্পর্কে জানে তারা বলতে পারবে যে আল্লাহ্ ইতিমধ্যে তাঁর এই ওয়াদা পূর্ণ করেছেন। ইঞ্জিল শরীফে আমরা পড়ি যা দাউদের সময়ের বহুবছর পর ঘটেছিল। আল্লাহ্ রাখালদের কাছে একজন ফেরেশতা পাঠিয়েছিলেন। ফেরেশতরা তখন বেথেলহেমের পাহাড়ে পশুপাল চড়াচ্ছিল, এই একই পাহাড়ে দাউদ পশুপাল চড়াতো। ফেরেশতা তাদের বললেন, *"ভয় কোরো না, কারণ আমি তোমাদের কাছে খুব আনন্দের খবর এনেছি।* ***এই আনন্দ সব লোকেরই জন্য।*** *আজ* ***দাউদের গ্রামে*** *তোমাদের নাজাতদাতা জন্মেছেন। তিনিই মসীহ্, তিনিই* ***প্রভু।"*** (লুক ২:১০, ১১ আয়াত) হ্যাঁ, দাউদের বংশের মাধ্যমে যে বাদশাহ্ আসার কথা ছিল তিনি জন্মেছেন। বর্তমানে তিনি বেহেশতে ফিরে গিয়েছেন এবং অপেক্ষা করছেন সেই ভয়ংকর এবং গৌরবের দিনের জন্য যখন তিনি ধার্মিকতার সাথে বিচার করতে আসবেন। সেই দিন সবাই বুঝতে পারবে, আল্লাহ্ যে ওয়াদা দাউদকে করেছিলেন, দাউদের রাজত্ব কখনো শেষ হবে না, তা সত্যি। সেই দিন বলা হবে, *"দুনিয়ার রাজ্য এখন আমাদের মাবুদ ও তাঁর মসীহের হয়েছে।* ***তিনি চিরকাল ধরে রাজত্য করবেন!"*** (প্রকাশিত কালাম ১১:১৫ আয়াত)

আমাদের আজকে এখানেই শেষ করতে হবে। আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ। পরবর্তীতে আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় আমরা দাউদের কাহিনী চালিয়ে যাবো এবং একটি ঘটনার কথা শুনবো যা আপনাদের কান ভাড়ি করে দেবে। আবারো ধন্যবাদ.......

আল্লাহ্ আপনাদের রহমত দান করুন। এই আয়াত দ্বারা আজকে শেষ করছি:

"আল্লাহ্‌র ধন অসীম। তাঁর জ্ঞান ও বুদ্ধি কত গভীর! তাঁর বিচার ও তাঁর সমস্ত কাজ বুঝা অসম্ভব। সব কিছু তো তাঁরই কাছ থেকে ও তাঁরই মধ্য দিয়ে আসে এবং সব কিছু তাঁরই উদ্দেশ্যে। চিরকাল তাঁরই প্রশংসা হোক। আমিন!" (রোমীয় ১১:৩৩, ৩৬ আয়াত)

৪৯ অধ্যায়

দাউদ এবং বৎশেবা; ২ শামুয়েল ১১, ১২; জবুর ৫১, ৩২

শ্রোতা বন্ধু, আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হউক।

আমরা আপনাকে আল্লাহ্‌র নামে শুভেচ্ছা জানাই। তিনি শান্তির প্রভু। তিনি তাঁর তৈরীকৃত ধার্মিকতার পথ এবং তাঁর সত্যময় শান্তি সম্পর্কে আমাদের জানাতে চান। আজকে আপনার অনুষ্ঠান "*ধার্মিকতার পথ*" আবারো উপস্থাপন করতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত।

আমাদের শেষ অনুষ্ঠানে, আমরা দেখেছি কিভাবে দাউদ বনি-ইসরায়েলের বাদশাহ্ হয়েছিলেন। দাউদ একজন ন্যায়বিচারক এবং উদার বাদশাহ্ ছিলেন যিনি আন্তরিকভাবে আল্লাহ্‌র কালাম পালন রকতেন। যাইহোক, আজকে আমরা দাউদের সম্পর্কে এমন এক কাহিনী শুনবো যা আমাদের শুনতে ভাল লাগবে না। দাউদ এমন কিছু করেছিলেন যা আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে জঘন্য; তিনি তার প্রতিবেশির স্ত্রীকে কুনজরে দেখেছিলেন, জেনা করেছিলেন এবং সেই গুনাহ্ ঢাকার জন্য একের পর এক গুনাহ্ করেছিলেন। কেউ কেউ হয়তোবা প্রশ্ন করতে পারেন এমন বিভৎস কাহিনী কেন পাক-কিতাবে লেখা আছে? কিতাব এর উত্তর দেয় যখন আমরা দেখি: পাক-কিতাবে যা কিছু *"আগে লেখা হয়েছিল তা আমাদের **শিক্ষার জন্যই** লেখা হয়েছিল"* (রোমীয় ১৫:৪ আয়াত) *"আমাদের সাবধান করবার জন্যই এই সব লেখা হয়েছে। এইজন্য যদি কেউ মনে করে সে শক্তভাবে দাঁড়িয়ে আছে তবে সে **সাবধান হোক** যেন পড়ে না যায়।"* (১ করিন্থিয় ১০:১১, ১২ আয়াত)

পাক কিতাবে আল্লাহ্ নবীদের গুনাহ্ লুকাতে চাননি কারণ আল্লাহ্ এর দ্বারা আমাদের মূল্যবান অংশ শিখাতে চান। এখন আমরা শামুয়েলের দ্বিতীয় কিতাব পাঠ করি যে দাউদ কিভাবে গুনাহ্ করেছিলেন। একাদশ অধ্যায়ে কিতাব বলে:

(২ শামুয়েল ১১) *"[১]বসন্তকালে যখন বাদশাহ্‌রা সাধারণতঃ যুদ্ধ করতে বের হন তখন **দাউদও** যুদ্ধ করবার জন্য **যোয়াবকে** ও তাঁর অন্যান্য সেনাপতিদের এবং সমস্ত ইসরাইলীয় সৈন্যদের পাঠিয়ে দিলেন। তারা অম্মোনীয়দের ধ্বংস করে রব্বা শহরটা ঘেরাও করল। দাউদ কিন্তু জেরুজালেমেই রয়ে গেলেন। [২]তখন একদিন বিকাল বেলায় দাউদ তাঁর বিছানা থেকে উঠে রাজবাড়ীর ছাদে বেড়াচ্ছিলেন। এমন সময় তিনি ছাদের উপর থেকে একজন স্ত্রীলোককে গোসল করতে দেখলেন। স্ত্রীলোকটি দেখতে ছিল খুব সুন্দরী। [৩]দাউদ স্ত্রীলোকটির খোঁজ নেবার জন্য লোক পাঠিয়ে দিলেন। একজন লোক বলল, "সে তো ইলিয়ামের মেয়ে হিট্টীয় **উরিয়ার** স্ত্রী **বৎশেবা**।" [৪]দাউদ তাকে নিয়ে আসবার জন্য লোক পাঠালেন। সে তাঁর কাছে আসলে পর দাউদ তার সংগে সহবাস করলেন। স্ত্রীলোকটি তখন তার মাসিকের নাপাকী থেকে পাক-সাফ হয়েছিল। এর পর স্ত্রীলোকটি তার বাড়িতে ফিরে গেল। [৫]সে যখন বুঝতে পারল যে, সে গর্ভবতী হয়েছে তখন সেই খবর সে দাউদকে পাঠাল।*

তারপর, কিতাব বলে যে দাউদ কিভাবে তার গুনাহ্ ঢাকার চেষ্টা করেছিলেন। যখন দাউদ শুনলেন বৎশেবা অন্তসত্বা তখন তিনি তার সৈন্যেদলের সেনাপতি যোয়াবকে খবর পাঠালেন যেন বৎশেবার স্বামী উরিয়াকে পাঠিয়ে দেয়। তখন উরিয়া বনি-ইসরাইলের একজন শক্তিশালী যোদ্ধা ছিলেন। যোয়াব উরিয়াকে দাউদের কাছে পাঠালেন।"

(২ শামুয়েল ১১) *[৭]উরিয়া আসলে পর দাউদ তাকে যোয়াব ও সৈন্যদের ভাল-মন্দের খবর এবং যুদ্ধ কেমন চলছে তা জিজ্ঞাসা করলেন। [৮]তারপর তিনি উরিয়াকে বললেন, "তুমি নিজের বাড়ীতে গিয়ে হাত-পা ধুয়ে বিশ্রাম কর।" উরিয়া রাজবাড়ী থেকে বের হয়ে গেল আর বাদশাহ্ তার জন্য কিছু উপহার পাঠিয়ে দিলেন। [৯]উরিয়া কিন্তু নিজের বাড়ীতে গেল না। সে বাদশাহ্‌র সমস্ত কর্মচারীদের সংগে রাজবাড়ীর দরজায় শুয়ে রইল। [১০]দাউদকে সেই কথা জানানো হলে পর দাউদ উরিয়াকে বললেন, "তুমি তো যুদ্ধ থেকে ফিরে এসেছ, তবে কেন তোমার বাড়ীতে গেলে না?" [১১]উরিয়া দাউদকে বলল, "সাক্ষ্য-সিন্দুক নিয়ে ইসরাইল ও এহুদার সৈন্যেরা তাম্বুতে রয়েছে, আর আমার সেনাপতি যোয়াব ও আপনার লোকেরা খোলা মাঠে ছাউনি ফেলে রয়েছেন। এই অবস্থায় আমি কি করে*

৪৯ অধ্যায়

দাউদ এবং বৎশেবা; ২ শামুয়েল ১১, ১২; জবুর ৫১, ৩২

বাড়ী গিয়ে খাওয়া-দাওয়া করে আমার স্ত্রীর সংগে বিছানায় যাব? আপনার প্রাণের কসম যে, আমি এমন কাজ
কখনও করব না।" [১২]তখন দাউদ তাকে বললেন, "আজকের দিনটাও তুমি এখানে থাক; কালকে আমি তোমাকে
ফেরৎ পাঠিয়ে দেব।" কাজেই উরিয়া সেই দিনটা এবং তার পরের দিনও জেরুজালেমে রয়ে গেল। [১৩]দাউদ তাকে
দাওয়াত করলে পর সে দাউদের সংগে খাওয়া-দাওয়া করল আর দাউদ তাকে মদানো রস খাইয়ে মাতাল করে
তুললেন। কিন্তু রাত হলে উরিয়া বাদশাহ্‌র কর্মচারীদের মধ্যে নিজের বিছানায় শুয়ে রইল, বাড়ী গেল না। [১৪]পরদিন
সকালে দাউদ যোয়াবকে একটা চিঠি লিখে উরিয়ার হাতে দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন। [১৫]তার মধ্যে তিনি এই কথা
লিখেছিলেন, "যেখানে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হচ্ছে সেখানে সৈন্যদের সামনের সারিতে উরিয়াকে পাঠাবে, তারপর তার
পিছন থেকে তোমরা সরে যাবে যাতে সে আঘাত পেয়ে মারা যায়।" [১৬]কাজেই শহর ঘেরাও করবার সময় যোয়াব
উরিয়াকে এমন একটা জায়গায় পাঠালেন যেখানে বিপক্ষের শক্তিশালী যোদ্ধারা ছিল বলে তিনি জানতেন। [১৭]পরে
শহরের লোকেরা বের হয়ে এসে যখন যোয়াবের সংগে যুদ্ধ করতে লাগল তখন দাউদের সৈন্যদলের কিছু লোক
মারা পড়ল আর সেই সংগে হিট্টীয় উরিয়াও মারা গেল। [১৮]যোয়াব লোক পাঠিয়ে যুদ্ধের সমস্ত খবর দাউদকে
দিলেন। যাকে দিয়ে খবর পাঠানো হচ্ছিল যোয়াব তাকে বললেন, "যুদ্ধের এই খবর বাদশাহ্‌র কাছে দিলে পর
বাদশাহ্ হয়তো রাগে জ্বলে উঠে তোমাকে বলবেন, 'যুদ্ধ করবার জন্য কেন তোমরা শহরের এত কাছে গিয়েছিলে?
দেয়ালের উপর থেকে তারা যে তীর ছুঁড়বে তা কি তোমরা জানতে না? [২১]কে যিরুব্বেশতের ছেলে আবিমালেককে
হত্যা করেছিল? একজন স্ত্রীলোক দেয়ালের উপর থেকে জাঁতার উপরের পাথরটা তার উপর ফেলেছিল আর তাতেই
তিনি তেবেষে মারা গিয়েছিলেন। কেন তোমরা দেয়ালের এত কাছে গিয়েছিলে?' যদি তিনি সেই কথা তোমাকে
বলেন তবে তুমি তাঁকে বলবে যে, তাঁর গোলাম হিট্টীয় উরিয়া মারা গেছে।" [২৬]এদিকে উরিয়ার স্ত্রী তার স্বামীর
মৃত্যুর খবর শুনে শোক করতে লাগল। [২৭]শোক করবার সময় পার হয়ে যাওয়ার পর দাউদ তাকে তাঁর বাড়ীতে
আনালেন। সে তাঁর স্ত্রী হল এবং তার একটা ছেলে হল। **কিন্তু দাউদ যা করেছিলেন তাতে মাবুদ নারাজ
হয়েছিলেন।**

(২ শামুয়েল ১২) [১]মাবুদ তখন নবী নাথনকে দাউদের কাছে পাঠালেন। তিনি দাউদের কাছে গিয়ে বললেন,
"কোন এক শহরে দু'জন লোক ছিল। তাদের একজন ছিল ধনী আর অন্যজন গরীব। [২]ধনী লোকটির অনেক গরু
ও ভেড়া ছিল। [৩]কিন্তু সেই গরীব লোকটির আর কিছুই ছিল না, ছিল কেবল একটা বাচ্চা-ভেড়ী। সে সেটা কিনে
পালন করছিল। সেটা তার ও তার ছেলেমেয়েদের সংগে থেকে বড় হয়ে উঠতে লাগল। গরীব লোকটি যা খেত
বাচ্চা-ভেড়ীটাও তা-ই খেত আর তার পাত্র থেকেই সে পানি খেত। তার কোলের কাছে সে শুয়ে থাকত। সে তার
কাছে তার মেয়ের মতই ছিল। [৪]একদিন একজন মেহমান সেই ধনী লোকটির কাছে আসল। কিন্তু ধনী লোকটি
সেই মেহমানের জন্য খাবার প্রস্তুত করতে নিজের গরু বা ভেড়া নিতে চাইল না। তার বদলে সে সেই গরীব
লোকটির বাচ্চা-ভেড়ীটা নিয়ে তার মেহমানের জন্য খাবার তৈরী করল।" [৫]এই কথা শুনে দাউদ সেই ধনী
লোকটির উপর রাগে জ্বলে উঠলেন। তিনি নবী নাথনকে বললেন, "আল্লাহ্‌র কসম, যে লোকটি এই কাজ করেছে
তাকে মেরে ফেলাই উচিত। [৬]সে একটুও দয়া না করে এই কাজ করেছে বলে তাকে ঐ ভেড়ার বাচ্চাটার চারগুণ
দাম দিতে হবে।" [৭]তখন নবী নাথন দাউদকে বললেন, "আপনিই সেই লোক। ইসরাইলের মাবুদ আল্লাহ্ এই
কথা বলছেন, 'আমিই ইসরাইলের উপরে তোমাকে রাজপদে অভিষেক করেছি এবং তালুতের হাত থেকে তোমাকে
রক্ষা করেছি। [৮]তোমার মালিকের সব কিছু আমি তোমাকে দিয়েছি আর তার স্ত্রীদেরও আমি তোমার কাছে
দিয়েছি। ইসরাইল ও এহুদার সমস্ত গোষ্ঠীর লোকদের ভার আমি তোমাকে দিয়েছি। এই সব যদি তোমার পক্ষে
যথেষ্ট না হত তবে আমি তোমাকে আরও অনেক কিছু দিতাম। [৯]তবে মাবুদের চোখে যা খারাপ তা করে কেন
তুমি তাঁর কথা তুচ্ছ করলে? তুমি হিট্টীয় উরিয়াকে মেরে ফেলেছ এবং তার স্ত্রীকে নিজের স্ত্রী করে নিয়েছ, আর
অম্মোনীয়দের দিয়ে তুমি উরিয়াকে মেরে ফেলেছ। [১০]তুমি আমাকে তুচ্ছ করেছ এবং হিট্টীয় উরিয়ার স্ত্রীকে নিয়ে
নিজের স্ত্রী করেছ, সেইজন্য তোমার পরিবার কখনও খুনের হাত থেকে রেহাই পাবে না।' [১১]"মাবুদ আরও বলছেন,

৪৯ অধ্যায়

দাউদ এবং বৎশেবা; ২ শামুয়েল ১১, ১২; জবুর ৫১, ৩২

‘আমি তোমার পরিবার থেকেই তোমার জন্য বিপদ নিয়ে আসব। তোমার চোখের সামনেই আমি তোমার স্ত্রীদের নিয়ে তোমার নিজের লোককে দেব। সে সকলের চোখের সামনে তাদের নিয়ে শোবে। [12]তুমি সেই কাজ করেছ গোপনে কিন্তু আমি এই কাজ করব সকলের সামনে, সমস্ত বনি-ইসরাইলদের চোখের সামনে।’ [13]তখন দাউদ নাথনকে বললেন, “আমি মাবুদের বিরুদ্ধে গুনাহ্ করেছি।” জবাবে নাথন বললেন, “মাবুদ আপনার গুনাহ্ মাফ করলেন; আপনি মারা যাবেন না। [14]কিন্তু এই কাজ করে আপনি মাবুদের শত্রুদের কুফরী করবার একটা বড় সুযোগ করে দিয়েছেন। সেইজন্য আপনার যে ছেলেটি জন্মেছে সে অবশ্যই মারা যাবে।” [15]নাথন নিজের বাড়ীতে ফিরে গেলেন। পরে উরিয়ার স্ত্রীর গর্ভে দাউদের যে ছেলেটির জন্ম হয়েছিল মাবুদের আঘাতে সে ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়ল।

এই অধ্যায়ে কিতাব আমাদের বলে দাউদের গুনাহের কারনে তার পরিবারে কত সমস্যা এবং দুঃখ নেমে এসেছিল। কিন্তু কিতাব আরো বলে, “যেখানে **অন্যায়** বাড়ল সেখানে আল্লাহ্‌র **রহমতও** আরও অনেক পরিমাণে বাড়ল।” (রোমিয় ৫:২ আয়াত) এইভাবে আমরা দেখতে পাই, আল্লাহ্ কিভাবে দাউদকে **অনুগ্রহ** দেখালেন এবং তার সমস্ত **গুনাহ্** মাফ করলেন।

কেন আল্লাহ্ দাউদের সমস্ত গুনাহ্ মাফ করে দিয়েছিলেন? আপনি শুনেছেন দাউদ কি রকম প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিলেন, যখন নাথন বলেছিলেন, *“আপনিই সেই লোক!?* আল্লাহ্‌র নবী নাথন, মহান বাদশাহ্‌কে এমন কথা বলার সাহস করেছিলেন। দাউদ নাথনকে কি উত্তর করেছিলেন? তিনি কি নাথনকে জেলে বন্দী করেছিলেন? না, তিনি এই কাজটি করেন নি। তিনি কি এরকমটি বলেছিলেন, “আল্লাহ্ এরকমটি চেয়েছিলেন” অথবা “আল্লাহ্ মঙ্গলময়, হয়তো তিনি আমার ভাল কাজের দ্বারা এই গুনাহ্ ঢেকে দিবেন!”? দাউদকি নাথনকে এরকম উত্তর করেছিলেন? দাউদ বলেছিলেন, *“আমি গুনাহ্ করেছি!”* ***“আমি আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে গুনাহ্ করেছি!”***

দাউদ আল্লাহ্‌র সামনে কিভাবে গুনাহ্ কবুল করেছিলেন, তা জানার আগে আমাদের পড়া প্রয়োজন, দাউদ জবুর শরীফে কি লিখেছিলেন বৎশেবার সাথে গুনাহ্ করার পর। জবুর একান্ন অধ্যায়ে দাউদ বলেছিলেন:

(জবুর ৫১) *[1]হে আল্লাহ্, তোমার অটল মহব্বতের জন্য আমার প্রতি দয়া কর; তোমার অসীম মমতার জন্য তোমার প্রতি আমার সব বিদ্রোহ মাফ কর। [2]আমার সব অন্যায় তুমি ধুয়ে ফেল; আমার গুনাহ্ থেকে আমাকে পাক-সাফ কর। [3]আমার সব বিদ্রোহের কথা আমার চেতনায় রয়েছে; আমার গুনাহ্ সব সময় আমার মনে রয়েছে। [4]তোমার বিরুদ্ধে, কেবল তোমারই বিরুদ্ধে আমি গুনাহ্ করেছি আর তোমার চোখে যা খারাপ তা-ই করেছি। কাজেই তোমার রায় ঠিক, তোমার বিচার নিখুঁত। [5]হ্যাঁ, জন্ম থেকেই আমি অন্যায়ের মধ্যে আছি; গুনাহের অবস্থাতেই আমি মায়ের গর্ভে ছিলাম। [6]তুমি দিলের মধ্যে সত্য দেখতে চাও; তুমিই আমার দিলের গভীরে জ্ঞান দাও। [7]এসোব গাছের ডাল দিয়ে তুমি আমাকে পাক-সাফ কর, তাতে আমি পাক-সাফ হব; আমাকে ধুয়ে নাও, তাতে আমি ধবধবে সাদা হব। [10]হে আল্লাহ্, তুমি আমার মধ্যে খাঁটি অন্তর সৃষ্টি কর; আমার মন আবার স্থির কর।* ***[17]ভাংগাচোরা অন্তরই আল্লাহ্‌র কবুলের যোগ্য কোরবানী; হে আল্লাহ্, নত এবং নম্র মনকে তুমি তুচ্ছ করবে না।***

এইভাবে দাউদ মন ফিরিয়েছিলেন। দাউদ তার গুনাহের জন্য অনেক শোক প্রকাশ করেছিলেন। তিনি আল্লাহ্‌র কাছে ভাঙ্গা দিল নিয়ে গিয়েছিলেন। **দাউদ তাদের মত ছিল না যাদের ধর্ম থাকা সর্তেও প্রতিদিন গুনাহ্ করে বেড়ায়**। দাউদ গুনাহের ফাঁদে পড়েছিলেন কিন্তু তিনি এটিকে সঙ্গি করে নেননি। কারণ তিনি আল্লাহ্‌কে ভালবাসতেন এবং জানতেন, *“আল্লাহ্ নূর; তাঁর মধ্যে অন্ধকার বলে কিছুই নেই।”* (১ ইউহোন্না ১:৫ আয়াত)

তারপর, দাউদ অনুতপ্ত হওয়ার পর আল্লাহ্ নবী নাথনের দ্বারা কি বলেছিলেন? আল্লাহ্ কি বলেছিলেন, “যাও কিছু ভাল কাজ কর আর আমি তোমার গুনাহ্ মাফ করে দিবো!”? না, আল্লাহ্ সে কথা বলেননি! নাথন তাকে বলেছিলেন, আল্লাহ্ আপনার গুনাহ্ মাফ করেছেন। আপনি মরবেন না!” এরপর দাউদ জবুরে লিখলেন, “ধন্য সেই লোক, যার আল্লাহ্‌র প্রতি বিদ্রোহ **মাফ** করা হয়েছে, যার গুনাহ্ **ঢাকা** দেওয়া হয়েছে। ধন্য সেই লোক, যার

অন্যায় মাবুদ **মাফ** করেছেন আর যার অন্তরে কোন ছলনা নেই।" (জবুর ৩২:১, ২ আয়াত, রোমীয় ৪:৭, ৮ আয়াত) হ্যাঁ, আল্লাহ্ দাউদের গুনাহ্ মাফ করেছিলেন এবং তাকে ধার্মিক হিসেবে গন্য করেছিলেন! তার মানে এই না যে আল্লাহ্ দাউদের গুনাহের কারনে তার জীবন থেকে দুঃখ সরিয়ে ফেলেছিলেন। কিন্তু এর মানে হচ্ছে, হাসরের ময়দানের দিন আল্লাহ্ দাউদের গুনাহ্ মনে রাখবেন না। আল্লাহ্ তাঁর লিখনি হতে তা মুখে ফেলেছেন! **কিভাবে আল্লাহ্ এটি করলেন?** কিভাবে আল্লাহ্ দাউদের সব গুনাহ্ মাফ করে দিলেন কিন্তু তবুও তিনি একজন ন্যায় বিচারক? তিনি কি দাউদের গুনাহ্ এমনিতেই মাফ করে দিয়েছিলেন? না! আল্লাহ্ ন্যায় বিচারক এবং তিনি শুধুমাত্র একজন আদম-সন্তানের জন্য তাঁর চোখ বন্ধ রাখতে পারেন না। ঠিক আছে, তাহলে আল্লাহ্ কিভাবে দাউদের গুনাহ্ মাফ করলেন এবং তারপরও তার ন্যায্যতা বজায় রাখলেন?

আপনার কি মনে আছে কিভাবে দাউদ দয়া চেয়েছিলেন যখন তিনি তার গুনাহ্ বুঝতে পেরেছিলেন? তিনি এই বলে মোনাজাত করেছিলেন, " আমার সব অন্যায় তুমি ধুয়ে ফেল; আমার গুনাহ্ থেকে আমাকে পাক-সাফ কর.....তাতে আমি পাক-সাফ হব; এসোব গাছের ডাল দিয়ে তুমি আমাকে ধুয়ে নাও, তাতে আমি ধবধবে সাদা হব।" (জবুর ৫১:২, ৭ আয়াত) আল্লাহ্ বনি-ইসরাইলদের আদেশ করেছিলেন যেন কোরবানীর রক্তের ছিঁটেফোটার জন্য এসোব গাছ ব্যবহার করে। রক্তের ছিঁটেফোটা **নাজাতদাতার** কোরবানীর কথা প্রকাশ করে যে তিনি নিজ ইচ্ছায় জীবন দিবেন, তাঁর রক্ত ঝড়াবেন গুনাহের **বেতন** হিসেবে।

আল্লাহ্ দাউদকে মাফ করেছিলেন কারণ দাউদ **অনুতাপ** করেছিলেন (গুনাহ্ থেকে মন ফিরিয়েছিলেন) এবং নাজাতদাতার কাজের দ্বারা আল্লাহের শক্তির উপর **ঈমান** এনেছিলেন। হয়তো দাউদকে অনেকটা এরকম ভাবে মোনাজাত করতে হয়েছিল: "হায় আল্লাহ্, আমি আমার গুনাহের জন্য অনুতপ্ত, আমাকে তুমি মাফ কর! আমি জানি তুমি আমার গুনাহ্ মাফ করতে পারো কারন একদিন তুমি আমার জন্য একজন নাজাতদাতা পাঠাবে এবং তিনি চিরকালের জন্য আমার শাস্তি বহণ করবেন। এরজন্য তুমি আমার প্রতি দয়া কর। আমি একজন গুনাহ্গার। নাজাতদাতার রক্ত দ্বারা আমাকে ধৌত কর আর আমি খাটি হবো।" আল্লাহ্কি তার দয়ার দ্বারা দাউদের গুনাহ্ মাফ করতে পারবেন? আল্লাহ্ কি দাউদের দিল পরিষ্কার করতে পারবেন এবং তাকে ধার্মিক বলে গন্য করতে পারবেন? হ্যাঁ, তিনি পারবেন! ওহ্ কিভাবে আল্লাহ্ এটি পারবেন? আল্লাহ্ দাউদকে মাফ করেছিলেন কারণ দাউদ অনুতাপ করেছিলেন এবং নাজাতদাতার বিষয়ে আল্লাহ্ যে ওয়াদা করেছিলেন তাতে ঈমান এনেছিলেন, যিনি দুনিয়াতে আসবেন এবং গুনাহের শাস্তি গ্রহণ করবেন। আল্লাহ্র ওয়াদায় দাউদ আনন্দ করতে পেরেছিলেন এবং জবুরে লিখেছিলেন: ***"ধন্য সেই লোক, যার আল্লাহ্র প্রতি বিদ্রোহ মাফ করা হয়েছে, যার গুনাহ্ ঢাকা দেওয়া হয়েছে। ধন্য সেই লোক, যার অন্যায় মাবুদ মাফ করেছেন আর যার অন্তরে কোন ছলনা নেই।"*** (জবুর ৩২:১, ২)

শ্রোতাবন্ধু, সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ। আমাদের পরবর্তী দুটি অধ্যায়ে আল্লাহ্র ইচ্ছায় আমরা দেখবো দাউদ নাজাতদাতার বিষয়ে কি লিখেছেন যিনি আমাদের শাস্তির ভার নিবেন যেন আল্লাহ্ আমাদের মাফ করতে পারেন...

আপনি যেভাবে এই আয়াত নিয়ে চিন্তা করবেন, যেখানে আল্লাহ্র মহান রহমত সম্পর্কে দাউদ লিখেছেন সেভাবে আল্লাহ্ আপনাকে রহমত দান করুন:

> ***"ধন্য সেই লোক, যার আল্লাহ্র প্রতি বিদ্রোহ মাফ করা হয়েছে, যার গুনাহ্ ঢাকা দেওয়া হয়েছে। ধন্য সেই লোক, যার অন্যায় মাবুদ মাফ করেছেন আর যার অন্তরে কোন ছলনা নেই।"*** (জবুর ৩২:১, ২)

৫০ অধ্যায়
দাউদ নবী এবং মসীহ্; জবুর ১, ২

শ্রোতা বন্ধু, আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হউক।

আমরা আপনাকে আল্লাহ্‌র নামে শুভেচ্ছা জানাই। তিনি শান্তির প্রভু। তিনি তাঁর তৈরীকৃত ধার্মিকতার পথ এবং তাঁর সত্যময় শান্তি সম্পর্কে আমাদের জানাতে চান। আজকে আপনার অনুষ্ঠান "*ধার্মিকতার পথ*" আবারো উপস্থাপন করতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত।

আমাদের বিগত চারটি অধ্যায়ে আমরা **দাউদ নবীর** কাহিনী পর্যবেক্ষণ করছি। আমরা দেখেছি যে দাউদ একজন রাখাল, বীণা বাদক, গীত রচয়িতা, আল্লাহ্‌র কালামের ছাত্র, যুদ্ধের নায়ক, বনি-ইসরাইলের বাদশাহ্ এবং আল্লাহ্‌র একজন নবী ছিলেন। আমাদের শেষ অধ্যায়ে আমরা দেখেছি যে দাউদ একজন **গুনাহ্‌গার** ছিলেন। তিনি এমন এক কাজ করেছিলেন যা আল্লাহ্‌কে অসন্তুষ্ট করেছিলেন। যাইহোক, আমরা দেখেছি যে আল্লাহ্ দাউদের গুনাহ্ মাফ করেছিলেন কারণ দাউদ সত্যিকার দিল থেকে গুনাহ্ থেকে মন ফিরিয়েছিলেন। আল্লাহ্ নাজাতদাতার দুনিয়াতে আসার বিষয়ে এবং গুনাহের শাস্তি ভোগ করার বিষয়ে যে ওয়াদা করেছিলেন তাতে দাউদ ঈমান এনেছিলেন।

আমরা চিন্তা করেছি আজকে পাক কিতাবের মধ্যম অংশের একটি সুন্দর অংশ নিয়ে ধ্যান করবো। আপনি কি সেই কিতাবের নাম জানেন? হ্যাঁ, এটি জবুর। জবুর শরীফে ১৫০টি অধ্যায় অথবা গীত রয়েছে। বহু বছর সময় ধরে আল্লাহ্ বিভিন্ন নবীকে এই জবুর শরীফ লিখতে ব্যবহার করেছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য মুসা, শোলাইমান, আসফ এবং কারুনের ছেলে। যাইহোক, দাউদ অন্যান্য নবীদের চেয়ে বেশি গীত রচনা করেছিলেন। আজকে আমরা জবুরের প্রথম দুটি গীত নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে চাই।

প্রথম গীতটি আমাদেরকে দেখায় যে দুনিয়াতে কি ধরনের লোক আছে এবং তারা **অধার্মিকতার পথে** চলে। প্রথম গীতে লেখা আছে:

(গীত ১) *[1]**ধন্য সেই লোক, যে দুষ্টদের পরামর্শমত চলে না**, গুনাহগারদের পথে থাকে না, ঠাট্টা-বিদ্রূপকারীদের আড্ডায় বসে না; [2]বরং মাবুদের শরীয়তেই তার আনন্দ, আর সেটিই তার দিনরাতের ধ্যান। [3]সে যেন জলস্রোতের ধারে লাগানো গাছ, যা সময়মত ফল দেয়, আর যার পাতা শুকিয়ে ঝরে যায় না; সে সব কাজেই সফলতা লাভ করে। [4]**কিন্তু দুষ্টেরা সেরকম নয়;** তারা যেন বাতাসে উড়ে যাওয়া তুষ। [5]এইজন্য রোজ হাশরে দুষ্টেরা টিকবে না, গুনাহগার লোকেরা আল্লাহভক্তদের দলে টিকে থাকতে পারবে না; [6]**কারণ আল্লাহ্‌ভক্তদের চলার পথের উপর মাবুদের খেয়াল আছে, কিন্তু দুষ্ট লোকদের চলার পথে রয়েছে ধ্বংস।***

আল্লাহ্ সবাইকে রহমত দান করতে চান। কিন্তু আপনাকে অবশ্যই আল্লাহ্‌র নির্ধারিত রহমতের পথে আসতে হবে। রহমতের পথ কোনটি? প্রথম গীত থেকে দুটি বিষয় দেখা যায়। **প্রথমত:** এমন লোকদের সাথে মিশবেন না যারা আল্লাহ্‌র কালামকে তুচ্ছ করে। **দ্বিতীয়ত:** আল্লাহ্‌র কালাম নিয়ে ধ্যান করা যাতে আল্লাহ্‌র কালাম বোঝা যায়, ঈমান আনা যায় এবং আল্লাহ্‌র প্রতিষ্ঠিত নাজাতের পথ বেছে নেওয়া যায়।

আপনি যদি আল্লাহ্‌র ধার্মিকতার পথ অনুসরণ করেন তাহলে এই সম্পর্কে কিতাব বলে, "আপনি পানির শ্রোতে লাগানো গাছের মত হবেন"; আল্লাহ্ আপনার জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করবেন। যা যথাসময়ে ফল দিবে যেমন মহব্বত, আনন্দ এবং শান্তি। যাইহোক, আপনি যদি আল্লাহ্‌র ধার্মিকতার পথ অনুসরণ না করেন তাহলে আপনি বাতাসে উড়ে যাওয়া তুষের মত হবেন।

আসুন আমরা জবুরের দ্বিতীয় গীতে যাই। এই অধ্যায়ে আল্লাহ্ দাউদকে উৎসাহ দিয়েছিলেন যেন দুনিয়ার নাজাতদাতাকে নিয়ে লিখেন। আসুন আমরা এই বার্তাটি খুব মনোযোগ সহকারে লক্ষ করি যা আল্লাহ্ তার নবী দাউদের মধ্য দিয়ে লিখেছেন। কিতাব বলে:

(জবুর ২) *[1]কেন অস্থির হয়ে চেঁচামেচি করছে সমস্ত জাতির লোক? কেন লোকেরা মিছামিছি ষড়যন্ত্র করছে? [2]মাবুদ ও তাঁর মসীহের বিরুদ্ধে দুনিয়ার বাদশাহরা একসংগে দাঁড়াচ্ছে আর শাসনকর্তারা করছে গোপন বৈঠক। [3]তারা বলছে, "এস, আমরা ভেংগে ফেলি ওদের শিকল, ছিঁড়ে ফেলি ওদের বাঁধন আমাদের উপর থেকে।" [4]মাবুদ*

*বেহেশতের সিংহাসন থেকে হাসছেন; তিনি তাদের বিদ্রুপ করছেন। [৫]তিনি রাগ করে তাদের ধমক দেবেন, তাঁর গজবের আগুন তাদের মনে ভয় জাগাবে। [৬]মাবুদ বলবেন, "আমি যাঁকে **বাদশাহ্** করেছি তাঁকে আমার পবিত্র সিয়োন পাহাড়ে বসিয়েছি।" [৭]বাদশাহ্ বলবেন, "মাবুদ যা স্থির করেছেন আমি তা ঘোষণা করব; তিনি আমাকে বলেছেন, 'তুমি **আমার পুত্র**, আজই আমি তোমার পিতা হলাম। [৮]তুমি আমার কাছে চাও, তাতে সম্পত্তি হিসাবে আমি তোমার হাতে অ-ইহুদী জাতিদের দেব; গোটা দুনিয়াটা তোমার অধিকারে আসবে। [৯]লোহার দণ্ড দিয়ে তুমি তাদের ভেংগে ফেলবে, চুরমার করে ফেলবে মাটির পাত্রের মত।' " [১০]তাই হে বাদশাহ্‌রা, তোমরা এখন বুঝে-শুনে চল; দুনিয়ার শাসনকর্তারা, সাবধান হও। [১১]ভয়ের সংগে তোমরা মাবুদের এবাদত কর, ভয়-ভরা অন্তরে আনন্দ কর। [১২]**তোমরা সেই পুত্রকে সম্মান দেখিয়ে চুম্বন কর, যাতে তিনি তোমাদের উপর গজব নাজেল না করেন আর চলার পথেই তোমরা ধ্বংস হয়ে না যাও; কারণ চোখের নিমেষেই তাঁর রাগ জ্বলে উঠতে পারে। ধন্য তারা, যারা তাঁর মধ্যে আশ্রয় নেয়।***

আপনি কি বুঝতে পারছেন আল্লাহ্ দ্বিতীয় অধ্যায়ে কি ঘোষণা করেছেন? এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ! এই অধ্যায়ে আল্লাহ্ **নাজাতদাতার খুব সুন্দর তিনটি নাম বলেছেন** যিনি আদম-সন্তানদের উদ্ধার করতে আসবেন। আপনি কি তিনটি নাম শুনেছিলেন? প্রথমটি হচ্ছে **মসীহ্**, দ্বিতীয়টি হচ্ছে **বাদশাহ্** এবং তৃতীয়টি হচ্ছে **পুত্র**। নাজাতদাতা সম্পর্কে আল্লাহ্ যে তিনটি নাম উল্লেখ করেছেন আসুন সে সম্পর্কে আমরা একটু চিন্তা করি।

১. প্রথমত, আমরা দেখতে পাই যে আল্লাহ্ নাজাতদাতাকে "**মসীহ্**" বলেছেন। মসীহ্ নামটি একটি হিব্রু শব্দ। যার অর্থ হচ্ছে "আল্লাহ্ যাকে মনোনিত করেছেন"। মসীহ্ নামের দ্বারা আল্লাহ্ আদম-সন্তানদের কাছে এই ঘোষণা করলেন যে প্রত্যেকের নাজাতদাতার উপর ঈমান আনতে হবে এবং নাজাতদাতাকে গ্রহণ করতে হবে যিনি দুনিয়াতে আসবেন। কারণ আল্লাহ্ তাকে নাজাতদাতা এবং বিচারকর্তা হিসেবে মনোনিত করেছেন। যাইহোক, এই গীতের প্রথম তিন আয়াতে আল্লাহ্ দেখিয়েছেন যে বেশিরভাগ আদম-সন্তানেরা মসীহকে গ্রহণ করবে না যাকে আল্লাহ্ দুনিয়াতে পাঠাতে যাচ্ছেন। আসুন আমরা সেই আয়াতগুলো আবারো পড়ি।

[১]কেন অস্থির হয়ে চেঁচামেচি করছে সমস্ত জাতির লোক? কেন লোকেরা মিছামিছি ষড়যন্ত্র করছে? [২]মাবুদ ও তাঁর মসীহের বিরুদ্ধে দুনিয়ার বাদশাহ্‌রা একসংগে দাঁড়াচ্ছে আর শাসনকর্তারা করছে গোপন বৈঠক। [৩]তারা বলছে, "এস, আমরা ভেংগে ফেলি ওদের শিকল, ছিঁড়ে ফেলি ওদের বাঁধন আমাদের উপর থেকে।" (জবুর ১-৩ আয়াত)

আল্লাহ্ যাকে পাঠাবেন, সেই মসীহকে দুনিয়া কেন গ্রহণ করবে না? তারা তাকে অগ্রাহ্য করবে কারণ তিনি পবিত্র, গুনাহের কলঙ্ক তার মধ্যে নাই এবং কিতাব আমাদের বলে *"যে কেউ অন্যায় কাজ করতে থাকে সে নূর ঘৃণা করে। **তার অন্যায় কাজগুলো প্রকাশ হয়ে পড়বে বলে সে নূরের কাছে আসে না।**"* (ইউহোন্না ৩:২০ আয়াত) এইভাবে, এই আয়াতের দ্বারা আল্লাহ্ বোঝাতে চাচ্ছেন, যাকে আল্লাহ্ দুনিয়ার নাজাতদাতা এবং বিচারকর্তা হিসেবে মনোনিত করেছেন তাকে ইহুদীরা এবং দুনিয়ার অন্যান্য জাতিরা একত্রে ধ্বংস করতে চাইবে। কিন্তু দুষ্টেরা যা করতে চাইবে আল্লাহ্ তা জানতেন। আল্লাহ্ তার ধার্মিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য দুনিয়ার লোকদের দুষ্ট পরিকল্পনাকে গুনাহ্‌গারদের রক্ষা করার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছেন। যার কারনে আমরা পড়েছি, *মাবুদ বেহেশতের সিংহাসন থেকে হাসছেন; তিনি তাদের বিদ্রুপ করছেন।* (জবুর ২:৪ আয়াত) আল্লাহ্ নাজাতদাতাকে প্রথম যে নামে ডাকেন তা হচ্ছে মসীহ্।

২. দ্বিতীয় নাম হচ্ছে "**বাদশাহ্**"। মশীহ বাদশাহ্ও। এর নামের মাধ্যমে, আল্লাহ্ সবাইকে জানাতে চান যে মশীহ হাসরের ময়দানের দিন দুনিয়ার বিচারক এবং শাসনকর্তা হবেন তবুও অধিকাংশ মানুষ তাকে প্রত্যাখ্যান করবে। মহান শেষ বিচারের দিন, সবাই তার সামনে জানু পাতবে, কারণ তাকে আল্লাহ্ বাদশাহ্‌ের বাদশাহ্ এবং প্রভুদের প্রভু হিসেবে মনোনীত করেছেন। ফলস্বরূপ, মশীহ হয় আপনার

নাজাতদাতা হবে বা নয় আপনার বিচারক হবে- কারণ, আপনি পছন্দ করেন বা নাই করেন তিনিই **সেই বাদশাহ্** যাকে আল্লাহ্ নির্ধারণ করেছেন চিরকালের রাজত্ব করার জন্য!

৩. তৃতীয়ত, এই অধ্যায়ে মসীহের জন্য আল্লাহ্ আর একটি নাম ব্যবহার করেছেন। এই নামটি আমাদের খুব ভালভাবে বুঝতে হবে। নামটি হচ্ছে **"পুত্র"**। এই নামটির অর্থ বোঝার আগে আমাদের স্বরণ করা উচিত যে, দাউদ জবুর শরীফে যা যা লিখেছেন তা সেই জ্ঞান থেকে লিখেছেন যা আল্লাহ্ তাকে দান করেছেন। আমাদের আরো স্বরণ করা উচিত, নবীদের লিখনীগুলোতে কিছু বিষয় আছে যা বোঝা কষ্টসাধ্য কিন্তু তবুও তা সত্য প্রকাশে বাধা দিতে পারে না। আল্লাহ্ তাঁর কালাম দ্বারা আমাদের সতর্ক করেন: "তাঁর সব চিঠিতেই তিনি এই সব বিষয় সম্বন্ধে এই একই কথা লিখে থাকেন। সেগুলোর মধ্যে অবশ্য কতগুলো বিষয় আছে যা বোঝা কঠিন। সেইজন্য যারা উম্মত হবার শিক্ষা পায় নি ও যাদের মন অস্থির তারা অন্যান্য কিতাবের মত এগুলোর মানেও ঘুরিয়ে বলে নিজেদের ধ্বংস ডেকে আনে!" (২ পিতর ৩:১৬ আয়াত) এড়িয়ে যাওয়া এক ধরনের ভয়ংকর বিষয়। বিশেষ করে আল্লাহ্ যে মসীহকে অনন্ত ধ্বংসের হাত থেকে নাজাতের জন্য মনোনিত করেছেন তার সম্পর্কে যখন মানুষ এড়িয়ে যায়। প্রবাদ বাক্য বলে: **"আপনি বিষয়টি জানার আগে, এড়িয়ে যাওয়া আপনাকে হত্যা করবে!"** আমরা যখন তৃতীয় নামের বিষয়ে কথা চিন্তা করবো তখন মনে রাখবো এই নামটি আল্লাহ্ সয়ং মসীহের উদ্দেশ্যে রেখেছেন।

এখন আসুন আমরা জবুর ২ এ আবার ফিরে আসি। আমরা সাত নম্বর আয়াতে পড়েছি যে মসীহ্ বলেছেন, *"মাবুদ যা স্থির করেছেন আমি তা ঘোষণা করব; তিনি আমাকে বলেছেন, 'তুমি **আমার পুত্র**, আজই আমি তোমার পিতা হলাম।"* (জবুর ২:৭ আয়াত)

আপনি কি দেখেছেন মাবুদ মসীহ্‌কে কি বলেছিলেন? তিনি বলেছিলেন, "তুমি **আমার পুত্র**...আমি তোমার বাবা হয়েছি। আপনি কি জানেন, **কেন** আল্লাহ্ মসীহ্‌কে **পুত্র** বলে ডেকেছিলেন? আপনি কি জানেন, এই নামের অর্থ কি? আশা করি আপনি জানেন, পুত্র বলতে আমরা যা বুঝে থাকি তা এখানে **বোঝানো হচ্ছে না**। এখানে বিষয়টা এরকম না যে, আল্লাহ্ একজন স্ত্রী গ্রহণ করে তার মাধ্যমে একজন পুত্র নিবেন! কখনো না! এরকম চিন্তা করা আল্লাহ্‌র নিন্দা করা হয়! আল্লাহ্ আত্মা এবং তিনি একজন মহিলার মাধ্যমে সন্তান গ্রহণ করতে পারেন না।

তাহলে কেন আল্লাহ্ মসীহকে বললেন, "তুমি আমার সন্তান!"? আমরা আল্লাহ্‌র শুক্রিয়া জানাই যে তিনি নিজে এই বিষয়টি প্রকাশ করেছেন। এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলার জন্য আজকে আমাদের হাতে যথেষ্ট সময় নেই। কিন্তু আমরা আপনাকে তিনটি কারণ দেখাতে চাই যে, কেন আল্লাহ্ মসীহ্‌কে পুত্র বলে ডেকেছিলেন!

প্রথমত, আপনার জানা প্রয়োজন যে, মসীহ্ বেহেশত থেকে এসেছিলেন বিধায় আল্লাহ্ মসীহ্‌কে পুত্র বলে ডেকেছিলেন। যারা নবীদের লিখনীর উপর ঈমান এনেছে তারা সবাই জানে যে, মসীহ্ কোন মানুষের মধ্য দিয়ে দুনিয়াতে আসে নাই, তিনি এসেছিলেন আল্লাহ্‌র উপস্থিতির মধ্য দিয়ে। আপনি জানেন যে মসীহের কোন জাগতিক আব্বা ছিল না। জাগতিকভাবে তিনি দাউদের বংশের মধ্য দিয়ে এসেছিলেন, কারণ মসীহ্ একজন কুমারী মহিলার গর্ভে এসেছিলেন যিনি দাউদের আত্মিয় ছিলেন। কিন্তু যখন আব্বার বিষয় আসে তখন দেখা যায় যে মসীহ্ আল্লাহ্‌র রূহ্ থেকে এসেছিলেন। যার কারনে আল্লাহ্ এটি বলতে পারেন যে "তুমি আমার **পুত্র**" আজকে থেকে আমি তোমার আব্বা!"

দ্বিতীয়ত, আল্লাহ্ মসীহ্‌কে এই জন্য পুত্র বলে ডেকেছিলেন, কারণ কিতাব বলে যে, আল্লাহ্ এবং মসীহ্ একই ধরনের চরিত্র প্রকাশ করছেন। যেমন আব্বা তেমন পুত্র। ওয়াদাকৃত নাজাতদাতাকে অবশ্যই খাটি এবং পাক হতে হত যেমনটি আল্লাহ্ খাটি এবং পাক। আমরা আজকে এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পারবো না, কিন্তু যেদিন আমরা সুখবর (ইঞ্জিল) নিয়ে আলোচনা করবো সেদিন দেখবো যে, মসীহ্ আর সকল আদম-সন্তানদের মত গুনাহের মধ্যে জন্ম গ্রহণ করেননি! আমরা ইতিমধ্যে দেখেছি, অনেক মহান নবীও গুনাহ্ করেছে। যাইহোক, মসীহ্ কোনদিন কোন গুনাহ্ করেননি। তিনি সবসময় আল্লাহ্‌র ইচ্ছা পালন করেছিলেন। গুনাহ্‌গারদের গুনাহ্ থেকে উদ্ধারের জন্য মসীহের পবিত্র রূপে আসা প্রয়োজন ছিল! যারা নিজে গুনাহ্‌গার তারাকি অন্যের গুনাহ্‌র

ঋন পরিশোধ করতে পারবে? না তারা পারবে না! মসীহের গুনাহের ঋন ছিল না। কিতাব বলে, এ*কমাত্র তিনি পাক-পবিত্র, দোষবিহীন, খাঁটি, গুনাহ্‌গারদের থেকে আলাদা, আসমানের চেয়ে উচ্চীকৃত।"* (ইবরানী ৭:২৬ আয়াত) **হ্যাঁ, নাজাতদাতা পাক-পবিত্র ছিলেন, যেমন করে আল্লাহ্ তাকে পাক-পবিত্র রূপে পাঠিয়েছিলেন**। যার কারনে আল্লাহ্ তাকে **পুত্র** বলতে লজ্জাবোধ করেনি।

তৃতীয়ত, আপনার জানা উচিত যে আল্লাহ্ মসিহকে তাঁর পুত্র বলে ডেকেছেন কারণ তিনি মসীহকে অন্যান্য সকল নবীদের থেকে আলাদা করেছিলেন। আমরা আগেই দেখেছি কিভাবে ইব্রাহিম "আল্লাহ্‌র বন্ধু" ছিলেন। মূসা নবীকে "আল্লাহ্‌র লোক" বলা হয়েছিল। দাউদ সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেছিলেন, "আমি আমার মনের মত একজন মানুষ পেয়েছি।" কিন্তু কোন নবীর বিষয়ে আল্লাহ্ বলেছিলেন, "তুমি আমার পুত্র; আজ আমি তোমার আব্বা হয়েছি"? শুধুমাত্র মসীহকে এই কথা বলা হয়েছে, কারণ শুধুমাত্র মসীহ্ উপর থেকে এসেছেন, যিনি কুমারীর গর্ভে জন্ম নিয়েছিলেন এবং তার মধ্যে কোন গুনাহ্ ছিল না। আপনি কি মসীহ্‌কে জানেন, যিনি এমন এক বাদশাহ্ যাকে আল্লাহ্ তাঁর পুত্র বলে ডেকেছিলেন? আল্লাহ্ চান যেন সবাই তাঁকে জানতে পারে, তাঁর কথা শুনে, তাঁর উপর ঈমান আনে এবং তাঁকে গ্রহণ করে। এই কারনে দাউদ নবী এই অধ্যায়টি এই বলে শেষ করেছেন:

তাই হে বাদশাহ্‌রা, তোমরা এখন ***বুঝে-শুনে চল****; দুনিয়ার শাসনকর্তারা, সাবধান হও। ভয়ের সংগে তোমরা মাবুদের এবাদত কর, ভয়-ভরা অন্তরে আনন্দ কর। তোমরা সেই পুত্রকে সম্মান দেখিয়ে চুম্বন কর, যাতে তিনি তোমাদের উপর গজব নাজেল না করেন আর চলার পথেই তোমরা ধ্বংস হয়ে না যাও; কারণ চোখের নিমেষেই তাঁর রাগ জ্বলে উঠতে পারে। ধন্য তারা,* ***যারা তাঁর মধ্যে আশ্রয় নেয়!"*** (জবুর ২:১০-১২)

আজকে আমাদের এখানেই শেষ করতে হবে। পরবর্তীতে, আল্লাহ্‌র ইচ্ছায়, আমরা জবুরে লেখা দাউদের আর একটি লেখা নিয়ে ধ্যান করবো।

দাউদের লেখা বিষয়ে আপনারা যেভাবে গভীরভাবে চিন্তা করেন সেই রকম করে আল্লাহ্ আপনাদের রহমত দান করুন।

তাই হে বাদশাহ্‌রা, তোমরা এখন বুঝে-শুনে চল; দুনিয়ার শাসনকর্তারা, সাবধান হও। ভয়ের সংগে তোমরা মাবুদের এবাদত কর, ভয়-ভরা অন্তরে আনন্দ কর। তোমরা সেই পুত্রকে সম্মান দেখিয়ে চুম্বন কর, যাতে তিনি তোমাদের উপর গজব নাজেল না করেন আর চলার পথেই তোমরা ধ্বংস হয়ে না যাও; কারণ চোখের নিমেষেই তাঁর রাগ জ্বলে উঠতে পারে। ধন্য তারা, যারা তাঁর মধ্যে আশ্রয় নেয়!" (জবুর ২:১০-১২)

অধ্যায় ৫১
জবুর শরীফ থেকে আরও কিছু

শ্রোতা বন্ধুরা, শান্তি আপনাদের সহবর্তি থাকুক। আল্লাহ্‌র নামে আপনাদের অভিবাদন জানাই, শান্তির আল্লাহ্‌, যিনি ধার্মিকতার পথ প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তিনি চান যেন প্রত্যেকেই সে পথ সম্পর্কে জানতে পারে এবং আত্মসমর্পণ করে, এবং সত্যিকারের শান্তি যেন চিরদিন তাদের সাথে থাকে। আপনাদের অনুষ্ঠান *"ধার্মিকতার পথ"* নিয়ে আজ উপস্থিত হতে পেরে আমরা আনন্দিত।

গত দিন আমরা জবুর শরীফের প্রথম দুটি অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। এটা খুবই ভাল হত যদি আমরা জবুর শরীফের প্রতিটি অধ্যায় নিয়ে আমাদের আলোচনা গুলো সম্প্রচার করতে পারতাম-কিন্তু-যেহেতু জবুর শরীফে সর্বমোট একশত পঞ্চাশটি অধ্যায় রয়েছে তাই এটা সম্ভব হয়ে উঠছে না।

কিন্তু জবুর শরীফ থেকে পাঠ শেষ করার পূর্বে আজ আমরা আরেকটি কাওয়ালী নিয়ে আলোচনা করতে চাই যা আল্লাহ্‌ মাবুদ হযরত দাউদের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছিলেন: তা বাইশ'তম অধ্যায়ে রয়েছে। এ অধ্যায়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারন এই অধ্যায়টি **ভবিষ্যদ্বাণী করে যে কীভাবে মশীহ** আদমের সন্তানদেরকে **গুনাহে্র দায় থেকে মুক্ত করার জন্য তীব্র যন্ত্রনা ভোগ করে মৃত্যু বরন করেছিলেন।** এ অধ্যায়'টিতে হযরত দাউদ মশীহের জন্মের এক হাজার বছর পূর্বে এমন ত্রিশটি ঘটনার কথা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যা মশীহের মৃত্যুর দিন ঘটেছিল। যখন আমরা সুখবর থেকে পরব যা মশীহের জীবনের ঘটনা গুলো নিয়ে লেখা, সেখানে আমরা দেখতে পাব যে, **আল্লাহ্‌র নবী হযরত দাউদ যেসব বিষয়গুলো ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তার সবকিছুই একদম মিলে গিয়েছিল।** আর এর মধ্য দিয়েই আমরা নিশ্চিত হতে পারব যে এই কাওয়ালী মানুষের কাছ থেকে নয় কিন্তু আল্লাহ্‌র কাছ থেকেই এসেছে। **একমাত্র আল্লাহ্‌তা'লাই** ভবিষ্যতের বিষয় গুলো যথাযথ নির্ভুল ভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারেন।

চলুন এখন শোনা যাক জবুর শরীফের বাইশ অধ্যায়ে হযরত দাউদ কি লিখেছিলেন। যেদিন মশীহ গুনাহে্র মল্য হিসেবে নিজের রক্ত ঢেলে দিয়েছিলেন, তাঁর সোদিনের মানুষিক অবস্থার কথাই হযরত দাউদ এই অধ্যায়ে লিখেছিলেন। লেখা আছে:

(কাওয়ালী ২২) *আল্লাহ্‌ আমার, আল্লাহ্‌ আমার, কেন তুমি আমাকে ত্যাগ করেছ? আমাকে রক্ষা না করে, আমার কান্না-ভরা মুনাজাত না শুনে, কেন তুমি দূরে সরে রয়েছ? হে আমার আল্লাহ্‌, দিনের বেলায় আমি তোমাকে ডাকি, কিন্তু তুমি জবাব দাও না; রাতেও আমি চুপ করে থাকি না। কিন্তু তুমি পবিত্র; বনি-ইসরাইলদের প্রশংসার সিংহাসনে তুমি বসে আছ। তোমার উপরেই ভরসা করতেন আমার পূর্বপুরুষেরা; তাঁরা ভরসা করতেন, আর তুমি তাঁদের রক্ষা করতে। তাঁরা তোমার কাছে কাঁদতেন আর রক্ষা পেতেন; তোমার উপর ভরসা করে তাঁরা লজ্জায় পড়তেন না। কিন্তু আমি তো কেবল একটা পোকা, মানুষ নই; লোকে আমাকে টিট্‌কারি দেয় আর মানুষ আমাকে তুচ্ছ করে। আমাকে পানির মত করে ঢেলে ফেলা হয়েছে, আমার সমস্ত হাড়ের জোড়া খুলে গেছে, আমার অন্তর মোমের মত হয়ে আমার ভিতর গলে গলে পড়ছে। মাটির পাত্রের শুকনা টুকরার মত আমার শক্তি শুকিয়ে এসেছে, আর আমার জিভ্‌ তালুতে লেগে যাচ্ছে; তুমি আমাকে কবরে শুইয়ে রেখেছ। আমার চারপাশে একদল দুষ্ট লোক কুকুরের মত করে আমাকে ঘিরে ধরেছে; তারা আমার হাত ও পা বিঁধেছে।"* **(জবুর শরীফ ২২:১,৩,৬,১৪-১৬)**

অধ্যায় ৫১
জবুর শরীফ থেকে আরও কিছু

আমরা এখানে একটু থামব, আপনি কি ধরতে পেরেছেন হযরত দাউদ মশীহের বিষয়ে কি লিখেছিলেন? দুনিয়াতে মশীহের আসবার এক হাজার বছর আগে হযরত দাউদ লিখেছিলেন, *" আমার চারপাশে একদল দুষ্ট লোক কুকুরের মত করে আমাকে ঘিরে ধরেছে;* ***তারা আমার হাত ও পা বিধেঁছে!"*** এই কথা গুলো দ্বারা হযরত দাউদ মশীহের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে এভাবেই আদমের সন্তানেরা তাঁর হাতে এবং পায়ে পেরেক বিদ্ধ করে তাঁকে ক্রুশে ঝুলিয়ে মারবে। জবুর শরীফে হযরত দাউদ কেন লিখেছেন যে দুষ্ট লোকেরা মশীহের হাত ও পা পেরেক দ্বারা বিদ্ধ করবে? কেন মশীহকে এমন বেদনাদায়ক মৃত্যু বরন করতে হয়েছিল? আল্লাহ্ যাকে পাঠিয়েছিলেন, সেই পবিত্র নাজাত দাতাকে হত্যা করার জন্য তিনি কেন মানুষকে এমন সুযোগ দিয়েছিলেন?

আল্লাহ্‌র কিতাব এ বিষয়ে আমাদের উত্তর দিয়ে থাকে। নাজাত দাতার এরকম তীব্র যন্ত্রনাদায়ক ও ভয়াবহ ভাবে মৃত্যুবরন করা আবশ্যক ছিল যাতে করে তিনি **আমাদের বদলে** নিজে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে আমাদের প্রাপ্য শাস্তি গুলো বহন করতে পারেন। যেহেতু গুনাহের শাস্তি হল মৃত্যু এবং অনন্তকালীন দোজখ, তাই গুনাহের জন্য দোজখের যে নিদারুন যন্ত্রনা আমদের ভোগ করার কথা ছিল তা আমাদের হয়ে মশীহ ভোগ করলেন। আল্লাহ্ তাঁর-ই রহমত অনুসারে, একজন গুনাহীন, অকলুষিত নাজাত দাতাকে পাঠানোর পরিকল্পনা করেছিলেন যেন তিনি নিজেই, প্রত্যেকটি মানুষের হয়ে, *"কষ্টভোগ করে মরতে পারেন।"* (ইবরানী ২: ৯) এ উপায়ের মধ্য দিয়েই আল্লাহ তাঁর ন্যয়নিষ্ঠতার সাথে আপোষ না করে আদমের সন্তানদের জন্য গুনাহ্ থেকে নাজাত লাভের পথ ও অনন্ত জীবনে প্রবেশের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন! মশীহ্ আমাদের গুনাহ্‌ের দায় ভার বহন করেছিলেন। **নির্দোষ মশীহের মৃত্যুর** কারনেই **যারা তাঁর উপর ঈমান আনেন,** আল্লাহ্ পাক্, তাদের **সকলকে ধার্মিক হিসেবে বিবেচনা করেন।**

মশীহের মৃত্যুর বিষয়ে নবী দাউদ যা লিখেছিলেন তা সত্যিই অসাধারন। একবার ভাবুন! মশীহের জন্মের এক হাজার বছর পূর্বে, হযরত দাউদ, মশীহ্‌ের দুঃখভোগ ও ক্রুশের উপর মৃত্যু বরন করার ঘটনাটি বিস্তারিত ভাবে লিখেছিলেন। এখানে আমাদের মনে রাখত হবে যে: রোমীয়রা, নির্যাতন করে হত্যা করার একটা যন্ত্র হিসেবে ক্রুশকে ব্যবহার করত–সেই যন্ত্রনাদায়ক মৃত্যুকে বলা হত *ক্রুশারোহণ।* কিন্তু হযরত দাউদ এই ঘটনাটি যখন জবুর শরীফে লিখেছিলেন, তখন রোম সম্রাজ্যের কোন অস্তিত্বই ছিল না এমনকি কোন মানুষকে যে এভাবে ক্রুশে ঝুলিয়ে হত্য করা যায় সে সম্পর্কে কারো কোনও ধারনাই ছিল না। কিন্তু আল্লাহ্ মশীহ্‌ের মৃত্যুর ঘটনা সম্পর্কে হযরত দাউদের অন্তরে জানান দিয়েছিলেন এবং সেটা জবুর শরীফে একটি কাওয়ালী হিসেবে লিখে রাখার জন্য অনুপ্রেরনা জুগিয়েছিলেন যেন আমরা সন্দেহাতীত ভাবে জানতে পারি যে আমদেরকে আমদের গুনাহের দায় হতে নাজাত দান করার জন্য আল্লাহ্‌রই পরিকল্পনা অনুসারেই মশীহের ক্রুশীয় মৃত্যু হয়েছিল।

এ অধ্যায়ে যে সত্যটি প্রকাশিত হয়েছে তা আমাদের কাছে সম্পূর্ন ভাবে পরিষ্কার, তাই আমাদের আরও মনোযোগী হওয়া উচিৎ। কিন্তু আল্লাহর এই বার্তা সকলে গ্রহণ করে না। এমনকি এখনকার দিনে অনেকে জবুর শরীফে হযরত দাউদের লিখিত মশীহের ক্রুশীয় মৃত্যুর ঘটনাটির সত্যতা অস্বীকার করে। তারা বলে যে, "আল্লাহ্ মশীহকে এরকম লজ্জাজনক ও যন্ত্রনাদায়ক ভাবে মরতে দেন নি!" নবীদের কিতাবগুলো তাদের

অধ্যায় ৫১
জবুর শরীফ থেকে আরও কিছু

পড়া হয়নি বলেই গুনাহগারদের রক্ষা করার জন্য আল্লাহ্‌র পরিকল্পনার বিষয়টি তাদের কাছে অজানা আর তাই তারা এমন কথা বলে থাকে। শ্রোতা বন্ধুগন সতর্ক হউন, আল্লাহ্‌র প্রতিষ্ঠিত উদ্ধার পাবার উপায়টিকে অবজ্ঞা করে এড়িয়ে যাবেন না। উলুফ জাতির একটি প্রবাদ রয়েছে যে, "আপনি যদি না জানেন তাহলে সেই **অজানাই** আপনাকে ধ্বংশ করে ফেলবে!" এবং আল্লাহ্‌র কিতাব বলে যে, *"নাজাতের জন্য আল্লাহ্‌ এই যে মহান ব্যবস্থা করেছেন তা **যদি আমরা অবহেলা করি** তবে কি করে আমরা রেহাই পাব?"* (ইবরানী ২:৩) *"যারা ধ্বংসের পথে এগিয়ে যাচ্ছে তাদের কাছে মশীহের সেই ক্রুশীয় মৃত্যুর কথা মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই নয়; কিন্তু আমরা যারা নাজাতের পথে এগিয়ে যাচ্ছি আমাদের কাছে তা আল্লাহর শক্তি।"* (১ করিন্থিয় ১:১৮)

চলুন আরেকটু এগিয়ে গিয়ে দেখা যাক, ক্রুশের উপরে মশীহের মৃত্যুর ঘটনা সম্পর্কে হযরত দাউদ আরও কি কি লিখেছিলেন। আমরা শুনেছি মশীহ্‌ কিভাবে বলেছিলেন:

(কাওয়ালী ২২) ***"আল্লাহ্‌ আমার, আল্লাহ্‌ আমার, কেন তুমি আমাকে ত্যাগ করেছ? যারা আমাকে দেখে তারা সবাই আমাকে ঠাট্টা করে। তারা আমাকে মুখ ভেংগায়, আর মাথা নেরে বলে, 'ও তো মাবুদের উপর ভরসা করে, তাহলে তিনিই ওকে রক্ষা করুন, কারন ওর উপর তিনি সন্তুষ্ট।"*** *আমাকে পানির মত করে ঢেলে ফেলা হয়েছে, আমার সমস্ত হাড়ের জোড়া খুলে গেছে, আমার অন্তর মোমের মত হয়ে আমার ভিতর গলে গলে পড়ছে। মাটির পাত্রের শুকনা টুকরার মত আমার শক্তি শুকিয়ে এসেছে, আর* ***আমার জিভ্‌ তালুতে লেগে যাচ্ছে;*** *তুমি আমাকে কবরে শুইয়ে রেখেছ। আমার চারপাশে একদল দুষ্ট লোক কুকুরের মত করে আমাকে ঘিরে ধরেছে;* ***তারা আমার হাত ও পা বিধেঁছে।*** *আমার হাড়গুলো আমি গুণতে পারি; সেই* ***লোকেরা আমাকে হাঁ করে দেখছে*** *আর আমার দিকে তাকিয়ে আছে।* ***নিজেদের মধ্যে তারা আমার কাপর-চোপড় ভাগ করছে আর আমার কোর্তার জন্য ভাগ্য পরীক্ষা করছে।*** **(জবুর শরীফ ২২: ১,৭,৮,১৪-১৮)**

এভাবে হযরত দাউদ মশীহের বিষয়ে ভবিষ্যত বানী করেছিলেন যে তাঁকে ক্রুশে বিদ্ধ করার পরে লোকেরা তাঁকে অপমান করবে, উপহাস করবে, তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে চেয়ে থাকবে এবং তাঁর কাপর-চোপর নিয়ে ভাগাভাগি করবে, অবজ্ঞা ভরে তা নিয়ে ভাগ্য গণনা করবে। হযরত দাউদ যা লিখেছিলেন, এক হাজার বছর পর ঠিক তাই ঘটেছিল। চলুন শোনা যাক মশীহের মৃত্যুর বিষয়ে ইঞ্জিল শরীফে কি লেখা আছে। কিতাব বলে: *"ঈসাকে ক্রুশে দেবার পর সৈন্যরা ভাগ্য পরীক্ষা করে তাঁর কাপর-চোপড় নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিল। পরে তারা সেখানে বসে তাঁকে পাহারা দিতে লাগল...... যে সব লোক সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিল তারা মাথা নেড়ে ঈসাকে ঠাট্টা করে বলল, 'যদি তুমি ইবনুল্লাহ্‌ হও তবে ক্রুশ থেকে নেমে এস!' প্রধান ইমামেরা ও আলেমেরা এবং বৃদ্ধ নেতারাও তাঁকে ঠাট্টা করে বললেন, "ও অন্যদের রক্ষা করত, নিজেকে রক্ষা করতে পারে না। ও তো ইসরাইলের বাদশাহ! এখন ক্রুশ থেকে ও নেমে আসুক। তাহলে আমরা ওর উপর ঈমান আনব। ও আল্লাহর উপর ভরসা করে; এখন আল্লাহ্‌ যদি ওর উপর খুশী থাকেন তবে ওকে তিনি উদ্ধার করুন। ও তো নিজেকে ইবনুল্লাহ্‌ বলত।"* (মথি ২৭: ৩৫,৩৬,৩৯,৪০,৪১,৪২,৪৩)

এভাবেই নবী দাউদের ভবিষ্যদ্বাণী গুলো পূর্ণতা পেয়েছিল যা সুসংবাদের মধ্যে লিপিবদ্ধ আছে।

অধ্যায় ৫১
জবুর শরীফ থেকে আরও কিছু

আজ আমরা আরও পরেছি হযরত দাউদ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে মসীহ প্রচুর পিপাসিত হবে এবং নিদারুন ভাবে শারীরিক, মানষিক ও আত্মিক যন্ত্রনায় কাতর হয়ে উঠবে। একারনেই আমরা প্রথম আয়াতে মশীহর কাতরোক্তি শুনতে পাই, *"আল্লাহ্ আমার, আল্লাহ্ আমার, কেন তুমি আমাকে ত্যাগ করেছ?"* যখন আমরা সুখবর থেকে পাঠ করব, আমরা দেখতে পাব যে হযরত দাউদ জবুর শরীফ এ যা যা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন সবকিছু একদম ঠিক সেরকমই ঘটেছিল। মশীহ কেন ক্রুশের উপর থেকে করুন ভাবে, *"আল্লাহ্ আমার, আল্লাহ্ আমার, কেন তুমি আমাকে ত্যাগ করেছ!"* বলে কেঁদে উঠেছিলেন? কারন "আল্লাহ্ পবিত্র" (জবুর শরীফ ২২: ৩) আর তাই তিনি কোন প্রকার গুনাহ্ সহ্য করতে পারেন না। আল্লাহ্ ক্রুশারোহীত মশীহের দিক্ থেকে তাঁর মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন এবং নিজেকে তাঁর কাছ থেকে পৃথক করে ফেলেছিলেন, কারন **আল্লাহ্ মশীহের উপর আমাদের সকলের গুনাহ্র শাস্তি চাপিয়ে দিয়েছিলেন**। এ কারনেই কিতাব বলে থাকে: *"ঈসা মসীহের মধ্যে কোন গুনাহ ছিল না; কিন্তু আল্লাহ্* ***আমাদের গুনাহ্ তাঁর উপর*** *তুলে দিয়ে তাঁকেই গুনাহের জায়গায় দাঁড় করালেন, যেন মসীহের সংগে যুক্ত থাকাবার দরুন আল্লাহ্র পবিত্রতা আমাদের পবিত্রতা হয়।"* (২ করিন্থীয় ৫: ২১)

আল্হামদুলইল্লাহ্, কারন নবী দাউদ জবুর শরীফে আরও কিছু কথার ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন–যা সত্যিই খুব ভাল সংবাদ! ষোল তম অধ্যায়ে নবী দাউদ মসীহ্ সম্পর্কে লিখেছিলেন, *"কারন* ***তুমি আমাকে কবরে ফেলে রাখবে না, তোমার শরীরকে তুমি নষ্ট হতে দেবে না।*** *জীবনের পথ তুমি আমাকে শিখিয়েছ।"* (কাওয়ালী ১৬: ১০, ১১)

এভাবে কবর থেকে মসীহকে উঠানোর জন্য আল্লাহ্র পরিকল্পনাটি নবী দাউদ এর ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছিল, তাই যে কেউ মসীহের উপর ঈমান আনে সে বিনষ্ট হয় না কিন্তু অনন্ত জীবন পায়। তাই ইঞ্জিল শরীফ ঘোষনা করে যে, *"পাক-কিতাবের কথামত মসীহ্ আমাদের* ***গুনাহের জন্য মরেছিলেন***, *তঁকে* ***দাফন করা হয়েছিল***, *কিতাবের কথামত তিন দিনের দিন তাঁকে মৃত্যু থেকে* ***জীবিত করা হয়েছে।"*** (১ করিন্থীয় ১৫: ৩, ৪)

নবী দাউদ আরও ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে মসীহ মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে ওঠার পর, আল্লাহ্ তাঁকে বেহেশতে নিয়ে যাবেন এবং তাঁর দক্ষিন পাশে তাঁকে বসাবেন যতক্ষন না পর্যন্ত তিনি দুনিয়ার সকল মানুষের বিচার না করেন। এ বিষয়টিই হযরত দাউদ জবুর শরীফের একশত দশ তম অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন, যেখানে তিনি বলেছেন: *"মাবুদ আমার প্রভুকে বললেন, 'যতক্ষন না আমি তোমার শত্রুদের তোমার পায়ের তলায় রাখি, ততক্ষন তুমি আমার ডনি দিকে বস।'"* (জবুর শরীফ ১১০: ১)

বাইশ-তম অধ্যায়ের শেষে নবী দাউদ লিখেছেন:

"দুনিয়ার শেষ সীমার লোকেরাও তওবা করে মাবুদের কাছে আসবে; অন্য জাতিদের সমস্ত গোষ্ঠি তাঁকে সেজদা করবে......ভবিষ্যত বংশধরেরা তাঁর এবাদত করবে, আর সেই যুগের লোকদের কাছে দ্বীন-দুনিয়ার মালিকের বিষয় বলা হবে। যাদের এখনও জন্ম হয় নি, তাদের কাছে গিয়ে লোকে তাঁর ন্যায্যতার কথা ঘোষণা করবে: বলবে, ***তিনিই এ কাজ করেছেন।"*** (জবুর শরীফ ২২: ২৭,৩০,৩২)

অধ্যায় ৫১
জবুর শরীফ থেকে আরও কিছু

এই কাওয়ালীটি শেষ হয়েছে **"তিনিই এ কাজ করেছেন"** বাক্যেটিরর মধ্য দিয়ে। মসীহ কী করেছিলেন? সকল গুনাহগারের পরিবর্তে সেস্থানে তিনি নিজের জীবন দিয়েছিলেন। গুনাহ্‌র শাস্তি থেকে আদম ও হাওয়াকে এবং তাঁদের বংশধরদের মুক্ত করার জন্য আল্লাহ্ যে নাজাত দাতাকে পাঠাবার প্রতিশ্রুতি তাঁদের দিয়েছিলেন, মসীহ সেই প্রতিশ্রুতিই পূর্ণ করেছিলেন। মসীহই ছিল সেই চুরান্ত প্রকৃত কোরবানী। তাঁর ক্রুশীয় মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তিনি সম্পূর্ণ ভাবে পশু কোরবানীর প্রতিকী প্রথা বিলুপ্ত করে পূর্ণতা দান করেছিলেন যা পূর্বকালে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে গুনাহগারীদের করা বাঞ্চনীয় ছিল। যেমন হযরত ইব্রাহিমের পুত্রের পরিবর্তে একটি ভেরা জবেহ্ করা হয়েছিল, তেমনি সেই নাজাত দাতাকেও গুনাহ্‌গারীদের পরিবর্তে সে স্থানে চুড়ান্ত ও সবচেয়ে উপযুক্ত কোরবানী হিসেবে সকলের দায়ভার গ্রহন করে জীবন দান করতে হয়েছিল! আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে দুনিয়ার নিকটে এটিই সেই সুখবর যে আমার আপনার, আমাদের সকলের পরিবর্তে **সে স্থানে** মসীহ্ মরেছেন। আপনি যদি তাঁর উপর ঈমান আনেন তাহলে আপনি আল্লাহ্‌র বিচারের শাস্তি থেকে রক্ষা পাবেন! যারা এটা বিশ্বাস করে, নাজাত লাভের পথ তাদের জন্য একেবারে প্রশস্তভাবে উন্মুক্ত। আর তাইতো মৃত্যুর ঠিক আগ মুহূর্তে মসীহ্ আর্তনাদ করে বলেছিলেন, ***"শেষ হয়েছে!"*** (ইউহোন্না ১৯: ৩০) ***"তিনিই এ কাজ করেছেন।"*** (কাওয়ালী ২২: ৩১) আর আল্লাহ্ মসীহকে তৃতীয় দিনে মৃত্যু থেকে জীবিত করার মধ্য দিয়ে নির্ভুল উপযুক্ত কোরবানীর স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। যখন আমরা ইঞ্জিল শরীফের সুখবর থেকে পাঠ গ্রহন করব তখন এবিষয়ে আরও বিস্তারিত ভাবে জানতে পারব।

এসময়ে আমরা সে বিষয়টি একটু মনে রাখব, যেখানে বলা হয়েছিল: **ঈসা মসীহের জন্মের এক হাজার বছর আগে নবী দাউদ ভবিষ্যদ্বানী করেছিলেন যে দুষ্ট লোকেরা মসীহের হাত ও পা বিদ্ধ করবে!** কষ্ট ভোগের মধ্য দিয়ে মসীহ্‌র মৃত্যুর কারনটি আমরা যেন ভুলে না যাই। তিনি **আপনার, আমার** এবং **সকল গুনাহগারীর** জন্য মরেছেন, তাই যেকোন ব্যাক্তি তাঁর উপর ঈমান আনবে সে কখনও বিনষ্ট হয়ে যাবে না কিন্ত চিরদিনের জন্য আল্লাহ্‌র উপস্থিতিতে থাকার সুযোগ পাবে। আল্লাহ্‌র ইচ্ছা পূর্ণ করার জন্য এবং সেই সাথে আমার-আপনার প্রতি অপরিসীম মহব্বতের দরুন মসীহ সেই দুষ্টলোকদের দ্বারা লাঞ্ছনার স্বীকার হয়ে হাত পায়ে বিধীত হয়েছিলেন। চলুন শুনে নেয়া যাক সুসংবাদে{ইঞ্জিল শরীফে} ঈসা মসীহ কী বলেছেন:

"কেউই আমার প্রান আমার কাছ থেকে নিয়ে যাবে না, কিন্ত আমি নিজেই তা দেব। প্রান দেবার ক্ষমতা আমার আছে আবার প্রান ফিরিয়ে নেবারও ক্ষমতা আমার আছে। *এই দায়িত্ব আমি আমার পিতার কাছ থেকে পেয়েছি।"* (ইউহান্না ১০: ১৭, ১৮)

শ্রোতা বন্ধুগন, আপনার গুনাহ্ থেকে আপনাকে নাজাত দান করার জন্য আল্লাহ্ যে মসীহকে পাঠিয়েছিলেন সেজন্য কি আপনি আল্লাহ্‌কে ধন্যবাদ ও গৌরব জানিয়েছেন? পাক্ কিতাব বলে, *"মসীহ তোমাদের জন্য কষ্ট ভোগ করে তোমাদের কাছে আদর্শ রেখে গেছেন! তিনি ক্রুশের উপরে নিজের শরীরে আমাদের গুনাহের বোঝা বইলেন, যেন আমরা গুনাহের দাবি-দাওয়ার কাছে মরে আল্লাহর ইচ্ছামত চলবার জন্য বেঁচে থাকি; তাঁর গায়ের ক্ষত তোমাদের সুস্থ করেছে……আমাদের গুনাহের জন্য ঈসাকে মৃত্যুর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল এবং আমাদের ধার্মিক বলে গ্রহণ করবার জন্য তাঁকে মৃত্যু থেকে জীবিত করা*

হয়েছিল...... যেন ***যে কেউই সেই পুত্রের উপর ঈমান আনে সে বিনষ্ট না হয় কিন্তু অনন্ত জীবন পায়।"*** (১ পিতর ২:২১, ২৪; রোমীয় ৪:২৫; ইউহোন্না ৩: ১৬)

আজ আমরা যা শিখলাম তা স্পষ্ট ভাবে বুঝতে আল্লাহ্ আপনাদের সাহায্য করুন। এতক্ষন ধরে আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ। আল্লাহ্র ইচ্ছায় পরবর্তি অনুষ্ঠানে আমরা নবীদের কিতাব থেকেই পড়া অব্যাহত রাখব এবং হযরত দাউদের পুত্র সুলাইমান এর কাহিনীর দিকে এগিয়ে যাব।

আল্লাহ্ আপনাদের বরকত দান করুন যেন আপনারা বিষয়'টি নিয়ে গভীরভাবে ধ্যান করতে পারেন যে কেন আল্লাহ্ নবী দাউদকে এটা লিখতে অনুপ্রেরনা জুগিয়েছিলেন যে; ***"তারা আমার হাত ও পা বিধেঁছে।"*** (কাওয়ালী ২২: ১৬)

অধ্যায় ৫২
বাদশাহ্ সোলায়মান (আঃ)

শ্রোতা বন্ধুরা, শান্তি আপনাদের সহবর্তি থাকুক। আল্লাহ্‌র নামে আপনাদের অভিবাদন জানাই, শান্তির আল্লাহ্, যিনি ধার্মিকতার পথ প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তিনি চান যেন প্রত্যেকেই সে পথ সম্পর্কে জানতে পারে এবং আত্মসমর্পণ করে, এবং সত্যিকারের শান্তি যেন চিরদিন তাদের সাথে থাকে। আপনাদের অনুষ্ঠান *"ধার্মিকতার পথ"* নিয়ে আজ উপস্থিত হতে পেরে আমরা আনন্দিত।

আল্লাহ্ যদি আপনাকে কখনো স্বপ্নে দেখ দিয়ে বলেন, " বল তুমি কি চাও, আমি তোমাকে তাই দেব," আপনি কি চাইবেন? দীর্ঘায়ু? অনেক সম্পত্তি? প্রচুর সুনাম? নাকি অন্য কিছু? আল্লাহ্ একদিন, হযরত দাউদের পুত্র, বাদশাহ্ সোলাইমানকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলেছিলেন, **"তুমি যে কোন কিছু আমার কাছে চাইতে পার, আমি তোমাকে তাই দেব।"** আপনি জানেন কি বাদশাহ্ সোলাইমান কী চেয়েছিলেন? তিনি আল্লাহ্‌র কাছে যা চেয়েছিলেন আজ আপনি সে বিষয়টি সম্পর্কে জানতে পারবেন ।

গত ছয়টি পাঠে আমরা আল্লাহ্‌র নবী, হযরত দাউদের লিখিত ঘটনাগুলো থেকে শিখ্‌ছিলাম। **জবুর শরীফে** আমরা তাঁর লিখিত কয়েকটি কাওয়ালী পড়েছি। গত পাঠে আমরা মসীহের সম্পর্কে হযরত দাউদের ভবিষ্যদ্বানীটি পড়েছি যেখানে উল্লেখ ছিল যে আদমের সন্তানেরা কিভাবে মসীহের হাতে ও পায়ে পেরেক বিদ্ধ করে তাঁকে হত্যা করবে। নবী দাউদ আরও ভবিষ্যদ্বানী করেছিলেন যে আল্লাহ্ মসীহকে মৃত্যু থেকে আবার বাঁচিয়ে তুলবেন। আজ আমরা নবী দাউদের ঘটনা থেকে এগিয়ে তাঁর পুত্র বাদশাহ্ **সোলায়মান** (আঃ) এর কাহিনী নিয়ে আলোচনা করব।

(১ বাদশাহ্‌নামা ২) ১*মৃত্যুর সময় কাছে আসলে পর দাউদ তাঁর ছেলে সোলায়মানকে এই সব নির্দেশ দিয়ে বললেন, ২"দুনিয়ার সকলেই যে পথে যায় আমিও এখন সেই পথে যাচ্ছি। কাজেই তুমি শক্ত হও, নিজেকে উপযুক্ত পুরুষ হিসাবে দেখাও। ৩তোমার* ***মাবুদ আল্লাহর ইচ্ছামত তুমি তাঁর পথে চলবে*** *এবং* ***মূসার শরীয়তে লেখা মাবুদের সব নিয়ম, হুকুম, নির্দেশ ও দাবি মেনে চলবে। এতে তুমি যা কিছু কর না কেন এবং যেখানেই যাও না কেন সফল হতে পারবে।*** *১০এর পর দাউদ তাঁর পূর্বপুরুষদের কাছে চলে গেলেন এবং তাঁকে দাউদ-শহরে দাফন করা হল।১১ তিনি ইসরাইলের উপর চল্লিশ বছর রাজত্ব করেছিলেন... ১২পরে সোলায়মান তাঁর পিতা দাউদের সিংহাসনে বসলেন এবং তাঁর রাজত্ব শক্তভাবে স্থাপিত হল।*

(১ বাদশাহ্‌নামা ৩) *৩সোলায়মান মাবুদকে মহব্বত করতেন, সেজন্য তাঁর বাবা দাউদের হুকুম অনুসারে চলাফেরা করতেন..... ৫রাতের বেলায় মাবুদ স্বপ্নের মধ্যে সোলায়মানের কাছে উপস্থিত হলেন, আল্লাহ্ তাঁকে বললেন, "তুমি আমার কাছে যা চাইবে আমি তা-ই তোমাকে দেব।" ৭জবাবে সোলায়মান বললেন, "হে আমার মাবুদ আল্লাহ, আমার পিতা দাউদের জায়গায় তুমি এখন তোমার গোলামকে বাদশাহ করেছ। কিন্তু বয়স আমার খুবই কম, তাই জানি না কি করে আমার কর্তব্য পালন করতে হবে.....৯সেজন্য তোমার বান্দাদের শাসন করবার জন্য এবং কোনটা ঠিক বা কোনটা ভুল তা জানবার জন্য তুমি তোমার গোলামের অন্তরে বুঝবার ক্ষমতা দাও; কারন কার সাধ্য আছে তোমার এই মহাজাতিকে শাসন করে?" ১০সোলায়মান এটাই চেয়েছেন দেখে* ***মাবুদ খুশী হলেন।*** *১১আল্লাহ তাঁকে বললেন, "তুমি অনেক আয়ু, কিংবা নিজের জন্য ধন-সম্পদ, কিংবা তোমার শত্রুদের মৃত্যু না চেয়ে যখন সুবিচার করবার জন্য বুঝবার ক্ষমতা চেয়েছ, ১২তখন তুমি যা চেয়েছ তা-ই আমি তোমাকে দেব। আমি তোমার অন্তরে এমন জ্ঞান ও বিচারবুদ্ধি দিলাম যার জন্য দেখা যাবে যে, এর আগে তোমার মত আর কেউ ছিল না আর পরেও হবে না। ১৩এছাড়া যা তুমি চাও নি তাও আমি তোমাকে দিলাম। আমি তোমাকে এমন ধন-দৌলত ও সম্মান দিলাম যার ফলে তোমার জীবণকালে বাদশাহদের মধ্যে আর কেউ তোমার সমান হবে না। ১৪তোমার পিতা দাউদের মত করে যদি তুমি আমার সব নিয়ম ও হুকুম পালন কর এবং আমার পথে চল তবে*

অধ্যায় ৫২
বাদশাহ্ সোলায়মান (আঃ)

আমি তোমাকে অনেক আয়ু দেব। ১৫এর পর সোলায়মান জেগে উঠলেন আর বুঝতে পারলেন যে, ওটা একটা স্বপ্ন ছিল। পরে সোলায়মান জেরুজালেমে ফিরে গিয়ে মাবুদের শরীয়ত-সিন্দুকের সামনে দাঁড়ালেন এবং অনেক পশু দিয়ে পোড়ানো-কোরবানী ও যোগাযোগ-কোরবানী দিলেন। তারপর তাঁর সমস্ত কর্মচারীদের জন্য একটা ভোজ দিলেন।

১৬এক সময়ে দু'জন বেশ্যা স্ত্রীলোক এসে বাদশাহর সামনে দাঁড়াল। ১৭তাদের মধ্যে একজন বলল, "হে হুজুর, এই স্ত্রীলোকটি এবং আমি একই ঘরে থাকি। সে সেখানে থাকবার সময় আমার একটি ছেলে হল। ১৮আমার ছেলের জন্মের তিন দিন পরে এই স্ত্রীলোকটিরও একটি ছেলে হল। ঘরে আর কেউ ছিল না, কেবল আমরা দু'জনই ছিলাম। ১৯"রাতের বেলায় এই স্ত্রীলোকটির চাপে তার ছেলেটি মারা গেল।২০ মাঝ রাতে আপনার বাঁদী আমি যখন ঘুমিয়ে ছিলাম, তখন সে উঠে আমার পাশ থেকে আমার ছেলেটিকে নিয়ে আমার বুকের কাছে রাখল। ২১শেষ রাতে আমার ছেলেকে দুধ খাওয়াতে উঠে দেখলাম ছেলেটি মরা। সাকালের আলোতে আমি যখন তাকে ভাল করে দেখলাম তখন বুঝলাম সে আমার নিজের ছেলে নয়। ২২তখন অন্য স্ত্রীলোকটি বলল, "না, না, জীবিত ছেলেটি আমার আর মরাটা তোমার।" কিন্তু প্রথমজন জোর দিয়ে বলল, "না, মরাটা তোমার আর জীবিতটা আমার।" এভাবে বাদশাহর সামনেই তারা কথা কাটাকাটি করতে লাগল।

২৩ বাদশাহ্ বললেন, "এ বলছে, 'আমার ছেলে বেঁচে আছে আর তোমারটা মারা গেছে।' আবার ও বলছে, না, না, তোমার ছেলে মারা গেছে আমারটা বেঁচে আছে।'"২৪ তখন বাদশাহ বললেন, "আমাকে একটা তলোয়ার দাও।" তখন বাদশাহর কাছে একটা তলোয়ার আনা হল। ২৫তিনি হুকুম দিলেন জীবিত ছেলেটিকে কেটে দু'ভাগ কর এবং একে অর্ধেক আর ওকে অর্ধেক দাও।"

*২৬যার ছেলেটি বেঁচে ছিল ছেলের জন্য সেই স্ত্রীলোকের মন ব্যাকুল হওয়াতে সে বদশাহকে বলল, "হে হুজুর, মিনতি করি, ওকেই আপনি জীবিত ছেলেটি দিয়ে দিন; ছেলেটিকে হত্যা করবেন না।" ২৭বাদশাহ্ তখন তাঁর রায় দিয়ে বললেন, "জীবিত ছেলেটি ঐ প্রথম স্ত্রীলোকটিকে দাও। ওকে কেটো না; ও-ই ওর মা।" ২৮বাদশাহর দেওয়া রায় শুনে ইসরাইলের **সকলের মনে বাদশাহর প্রতি ভয় জেগে উঠল**, কারন তারা দেখতে পেল যে, **সুবিচার করবার জন্য তাঁর মনে আল্লাহর দেওয়া জ্ঞান রয়েছে।***

(১ বাদশাহ্নামা ৪) *২৯আল্লাহ্ সোলায়মানকে সাগর পারের বালুকণার মত প্রচুর পরিমানে জ্ঞান, বিচার-বুদ্ধি ও বুঝবার ক্ষমতা দান করলেন। ৩০পূর্বদেশের এবং মিশরের সমস্ত জ্ঞানী লোকদের চেয়ে **সোলায়মানের জ্ঞান ছিল বেশী**। ৩১সমস্ত লোকের চেয়ে তিনি বেশী জ্ঞানবান ছিলেন...তাঁর সুনাম আশেপাশে সমস্ত জাতির মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। ৩২তিনি তিন হাজার সৎ উপদেশের কথা বলেছিলেন এবং এক হাজার পাঁচটা গজল রচনা করেছিলেন। ৩৪দুনিয়ার যে সব বাদশাহরা সোলায়মানের জ্ঞানের বিষয় শুনেছিলেন তারা তাঁর জ্ঞানপূর্ন কথা শুনবার জন্য লোকদের পাঠিয়ে দিতেন। এভাবে সমস্ত জাতীর লোক তাঁর কাছে আসত।*

এরপরে কিতাবে উল্লেখ আছে সেসময় একজন রানী ছিলেন, **সাবা দেশে রানী**, যিনি সোলায়মানের অগাধ জ্ঞান ও জগৎময় সুনামের কথা শুনেছিলেন। তিনি যা শুনেছিলেন সে কথা **সত্য নাকি মিথ্যা** তা যাচাই করবার জন্য তিনি জেরুজালেম পরিদর্শনে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন। সেই রানী যেখানে বসবাস করতেন তা জেরুজালেম থেকে অনেক দূরে, সাবা নামক দেশে অবস্থিত ছিল যার অবস্থান সৌদিয়া-আরবের দক্ষিন দিকে। সে সময়ের সাবা দেশটি বর্তমান সময়ে ইয়েমেন নামে পরিচিত। সেই দেশ এবং জেরুজালেমের মধ্যকার দূরত্ব ছিল প্রায় দুই

হাজার কিলেমিটার। কিন্তু সোলায়মানের সাথে সাক্ষাত করার জন্য এত দীর্ঘ দূরত্বও সাবা দেশের রানীকে বিন্দু মাত্র নিরাশ করেনি।

কিতাবে, দশম অধ্যায়ে লেখা আছে:

(১ বাদশাহ্‌নামা ১০) *১সোলায়মানের সুনাম ও তাঁর মধ্য দিয়ে প্রকাশিত মাবুদের গৌরবের কথা শুনে সাবা দেশের রানী কঠিন কঠিন প্রশ্ন করে* ***তাঁকে পরীক্ষা করবার জন্য আসলেন।*** *২তিনি অনেক লোক ও উট নিয়ে জেরুজালেমে এসে পৌছালেন। উটের পিঠে ছিল খোশবু মসলা, প্রচুর পরিমানে সোনা ও মনি-মুক্তা। তিনি সোলায়মানের কাছে এসে তাঁর মনে যা যা ছিল তা সবই তাঁকে বললেন। ৩সোলায়মান তাঁর সব প্রশ্নের জবাব দিলেন। বাদশাহর কাছে কোন কিছুই এমন কঠিন ছিল না যা তিনি তাঁকে বুঝিয়ে বলতে পারেন নি। ৪সাবার রানী সোলায়মানের সমস্ত জ্ঞান ও তাঁর তৈরী রাজবাড়ী দেখলেন।৫ তিনি আরও দেখলেন তাঁর টেবিলের খাবার, তাঁর কর্মচারীদের থাকবার জায়গা, সুন্দর পোশাক পরা তাঁর সেবাকারীদের, তাঁর পানীয় পরিবেশকদের এবং মবুদের ঘরে তাঁর পোড়ানো পশুর সংখ্যা। এই সব দেখে তিনি অবাক হয়ে গেলেন।*

৬ *তিনি বাদশাহকে বললেন, "আমার নিজের দেশে থাকতে আপনার কাজ ও জ্ঞানের বিষয়ে যে খবর শুনেছি তা সত্যি। ৭কিন্তু এখানে এসে নিজের চোখে না দেখা পর্যন্ত আমি সে সব কথা বিশ্বাস করি নি।* ***সত্যি, এর অর্ধেকও আমাকে বলা হয় নি। যে খবর আমি পেয়েছি আপনার জ্ঞান ও ধন তার চেয়ে অনেক বেশী।*** *৮আপনার লোকেরা কত সুখী! এরা সব সময় আপনার সামনে থাকে ও আপনার জ্ঞানের কথা শোনে আপনার সেই কর্মচারীরা কত ভাগ্যবান! ৯আপনার মাবুদ আল্লাহর প্রশংসা হোক, যিনি আপনার উপর খুশী হয়ে আপনাকে ইসরাইলের সিংহাসনে বসিয়েছেন। বনি-ইসরাইলদের তিনি চিরকাল মহব্বত করেন বলে তিনি শুবিচার ও ন্যায় রক্ষার জন্য আপনাকে বাদশাহ্ করেছেন।*

আমাদের পাঠ আজ এখানেই সমাপ্ত করতে হবে। কিন্তু আল্লাহ্‌র কিতাব সাবার রানীর সম্পর্কে যা বলেছেন তা এখানেই শেষ হয়ে যায়নি। সে সময় থেকে প্রায় এক হাজার বছর পরে মসীহ, বাদশাহ্ সোলায়মান ও সাবার রানীর সম্পর্কে বলেছিলেন, *"রোজ হাশরে সাবা দেশের রানী উঠে এই কালের লোকদের দোষ দেখিয়ে দেবেন, কারন বাদশাহ্ সোলায়মানের জ্ঞানের কথাবার্তা শুনাবার জন্য তিনি দুনিয়ার শেষ সীমা থেকে এসেছিলেন। আর দেখুন,* ***এখানে সোলায়মানের চেয়ে আরও মহান একজন আছেন।"*** (মথি ১২: ৪২)

আপনি কি শুনেছেন মসীহ কী বলেছিলেন? তিনি বলেছিলেন যে **বাদশাহ্ সোলয়মানের জ্ঞানের অনুসন্ধান করতে আসা সাবার রানীর প্রয়াসই মসীহের গৌরব অবজ্ঞাকারীদের দোষী করে তুলবে।** বাদশাহ্ সোলায়মানের গৌরবের কারন অনুসন্ধান করা ও তাঁর জ্ঞানের কথা শোনা জন্য সাবার রানী তার ক্ষমতার মধ্যে যা যা করা সম্ভব ছিল তাই করেছিলেন। তিনি যা শুনেছিলেন তার সত্যতা যাচাই করবার জন্য তিনি প্রায় চার হাজার কিলোমিটার পথ যাতায়াত করেছিলেন। এখানে আমাদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ন শিক্ষনীয় বিষয় রয়েছে। **মসীহ,** যিনি বেহেশত থেকে এসেছিলেন, তিনি বাদশাহ্ সোলায়মানের চেয়ে গৌরব, মহিমা, জ্ঞান ও ক্ষমতায় অনেক বেশী তথাপি আদমের সকল সন্তানের তাঁর গৌরব **স্বীকার করে না, এমনকি তারা সঠিক সত্যটাও অনুসন্ধান করতে চায় না।** তাই মসীহ্ বলেছিলেন: ***"রোজ হাশরে সাবা দেশের রানী উঠে এই কালের লোকদের দোষ দেখিয়ে দেবেন, কারন বাদশাহ্ সোলায়মানের জ্ঞানের কথাবার্তা শুনাবার জন্য তিনি দুনিয়ার শেষ সীমা থেকে এসেছিলেন। আর দেখুন, এখানে সোলায়মানের চেয়ে আরও মহান একজন আছেন।" (মথি ১২: ৪২)***

অধ্যায় ৫২

বাদশাহ্ সোলায়মান (আঃ)

আজ আপনারা যারা শুনছেন, আপনারা কি আল্লাহ্র পাঠানো সেই **মসীহের গৌরব-মহিমা উপলব্ধি করতে পেরেছেন?** নাকি আপনারা তাঁকে নবীদের মতই মনে করছেন? আপনি কি স্বরন করতে পারেন, *মসীহ* উপাধীর অর্থ কি? হ্যাঁ, এর অর্থ হল *আল্লাহ্ যাঁহাকে মনোনীত করেছেন*। মসীহ্ হলেন এমন একজন যাঁকে আল্লাহ্ দুনিয়ার নাজাত দাতা ও বিচার কর্তা হিসেবে মনোনীত করেছেন। তথাপি বর্তমান সময়ে বেশির ভাগ মানুষই তাঁকে অস্বীকার করে থাকে। তারা জানে না যে তিনি কে, কারন তারা তাঁর বিষয়ে জানার জন্য নবীদের কিতাবগুলো কখনোও পড়েনি।

আমাদের সময় প্রায় শেষ, কিন্তু আজ বিদায় নেবার পূর্বে, আপনাদের জেনে রাখা দরকার যে বাদশাহ্ সোলায়মান অসাধারন ও গভীর জ্ঞানপূর্ন তিনটি কিতাব লিখেছিলেন যা পাক্ কিতাবেরই অংশ। এই কিতাবগুলো হল: *মেসাল, হেদায়েতকারী এবং সোলায়মান*। তাঁর পিতা হযরত দউদের মত বাদশাহ্ সোলায়মানও কয়েকটি কাওয়ালী রচনা করেছিলেন যা জবুর শরীফের অন্তর্গত। আজকের অনুষ্ঠান শেষ করার পূর্বে আমরা জবুর শরীফের ৭২ তম অধ্যায়টি পাঠ করতে চাই যা বাদশাহ্ সোলায়মান রচনা করেছিলেন। এই কাওয়ালীটিতে **বাদশাহ্ সোলায়মান ভবিষ্যদ্বানী করেছিলেন যে মসীহ, মানব জাতিকে ধার্মিকতার সাথে ন্যায় বিচার করার জন্য দুনিয়াতে আবার ফিরে আসবেন।** চলুন শুনে নেয়া যাক বাদশাহ্ সোলায়মান, সেই সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা, যিনি জ্ঞান ও গৌরবে তাঁর চেয়ে অনেক মহান ছিলেন তাঁর বিষয়ে কি লিখেছিলেন।

মসীহের বিষয়ে বাদশাহ্ সোলায়মান লিখেছিলেন:

(কাওয়ালী ৭২) *২তিনি ন্যায়ভাবে তোমার বান্দাদের বিচার করবেন আর অত্যাচারিতদের সুবিচার করবেন। ৮তাঁর রাজ্যের সীমা সাগর থেকে সাগর পর্যন্ত...দুনিয়ার শেষ পর্যন্ত হোক। ৯মরুভূমির লোকেরা তাঁর কাছে নত হোক আর তাঁর শত্রুরা তাঁকে পায়ে ধরে সালাম করুক। ১০সাবা ও সবা(আরবের মধ্যে) দেশের বাদশাহ্রাও তাঁর পাওনা উপহার তাঁকে দিক। **১১সমস্ত বাদশাহ্রা তাঁর কাছে মাথা নীচু** করুক আর সমস্ত জাতি তাঁর সেবা করুক। ১৫তিনি অনেকদিন বেঁচে থাকুন! ১৭তাঁর সুনাম চিরকাল স্থায়ী হোক; সূর্য যতদিন আলো দেবে ততদিন তাঁর সুনাম বহাল থাকুক। তাঁর মধ্য দিয়ে সমস্ত জাতি যেন দোয়া পায়; তারা তাঁকে মোবারক বলুক। ১৮আল্লাহ্র মাবুদ যিনি ইসরাইলের আল্লাহ, তাঁর প্রশংসা হোক; কেবল তিনিই অলৌকিক চিহ্ন দেখান। ১৯চিরকাল তাঁর মহিমাপূর্ণ নামের প্রশংসা হোক; সারা দুনিয়া তাঁর মহিমায় পূর্ণ হোক। আমিন, আমিন।*

এভাবেই বাদশাহ্ সোলায়মান ভবিষ্যদ্বানী করেছিলেন যে একদিন দুনিয়ার সমস্ত মানুষ, রাজাদের রাজা ও জগতের বিচারকর্তা, মসীহের সামনে নত হবে। আল্লাহ্ নিশ্চই চান যেন আমরা আজই তাঁর কাছে আত্মসমর্পন করি। আপনার ইচ্ছা কী? আপনি কি সত্যই আল্লাহর্ কাছে নত হয়েছেন? আল্লাহ্ যাঁকে পাঠিয়েছিলেন এবং যিনি পুনরায় আসছেন, আপনি কি সত্যিই সেই মসীহের গৌরব ও ক্ষমতার কথা স্বীকার করছেন? নাকি আপনি তাঁকে অন্য নবীদের মত একই কাতারে রেখে বিচার করছেন? যদি আপনি একটু সময় নিয়ে নবীদের কিতাবগুলো অনুসন্ধান করে দেখেন আপনি ঠিক খুজে পাবেন যে মসীহই সেই প্রকৃত নাজাতদাতা ও দুনিয়ার বিচারকর্তা; যার বিষয়ে সকল নবীগনই সাক্ষ্য বহন করেছিলেন। তাই কিতাব এবিষয়ে বলে থাকে যে: *"সব নবীরাই তাঁর বিষয়ে এই সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তাঁর উপর যারা ঈমান আনে তারা প্রত্যেকে তাঁর গুণে গুনাহের মাফ পায়!.....আপনি কি নবীদের কথা বিশ্বাস করেন?"* (প্রেরিত ১০: ৪৩; ২৬: ২৭)

বন্ধুগন, এতক্ষন ধরে আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ। আল্লাহ্র ইচ্ছায়, পরবর্তী পঠে আমরা আল্লাহ্ নবী, ইলিয়াস, যিনি বেহেশত থেকে আগুন নামিয়ে এনেছিলেন, তাঁর জীবনের ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহন করব.....

অধ্যায় ৫২
বাদশাহ্‌ সোলায়মান (আঃ)

আল্লাহ্‌ আপনাদের বরকত দান করুন যেন আপনারা মসীহের এই ঘোষনাটি নিয়ে গভীরভাবে ধ্যান করতে পারেন, যেমন লেখা আছে:

"রোজ হাশরে সাবা দেশের রানী উঠে এই কালের লোকদের দোষ দেখিয়ে দেবেন, কারন বদশাহ্‌ সোলায়মানের জ্ঞানের কথাবার্তা শুনাবার জন্য তিনি দুনিয়ার শেষ সীমা থেকে এসেছিলেন। আর দেখুন, এখানে সোলায়মানের চেয়ে আরও মহান একজন আছেন।" (মথি ১২: ৪২)

অধ্যায় ৫৩
নবী ইলিয়াস

শ্রোতা বন্ধুরা, শান্তি আপনাদের সহবর্তি থাকুক। আল্লাহ্‌র নামে আপনাদের অভিবাদন জানাই, শান্তির আল্লাহ্, যিনি ধার্মিকতার পথ প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তিনি চান যেন প্রত্যেকেই সে পথ সম্পর্কে জানতে পারে এবং আত্মসমর্পণ করে, এবং সত্যিকারের শান্তি যেন চিরদিন তাদের সাথে থাকে। আপনাদের অনুষ্ঠান *"ধার্মিকতার পথ"* নিয়ে আজ উপস্থিত হতে পেরে আমরা আনন্দিত।

গত দিনের পাঠে আমরা হযরত দাউদের পুত্র বাদশাহ্ সোলায়মানের জীবনের ঘটনা নিয়ে আলোচনা করছিলাম। আমরা সেখান থেকে জানতে পেরেছিলাম যে **আল্লাহ্ বাদশাহ্ সোলায়মানকে কি অসাধারন জ্ঞান ও বিবেচনা দান করেছিলেন।** বাদশাহ্ সোলায়মানের রাজত্ব কালে, জেরুজালেম ছিল দুনিয়ার সবচেয়ে সমৃদ্ধ শহর। কিন্তু **আল্লাহ্‌র জন্য যে ঘর** বাদশাহ্ সোলায়মান তৈরী করেছিলেন তা জেরুজালেমে তাঁর নির্মিত অন্যান্য যেকোন স্থাপনার চেয়ে অধিক সুন্দর ছিল। বাদশাহ্ সোলায়মান আবাস-তাম্বু প্রতিস্থাপন করে আল্লাহ্‌র ঘরটি নির্মান করেছিলেন, আবাস-তাম্বুটি ছিল এবাদতের জন্য একটি বিশেষ তাম্বু, যা হযরত মূসা (আঃ) ও বনি-ইসরাইলীয়রা মরুভূমিতে নির্মান করেছিলেন। বাদশাহ্ সোলায়মান দুই লক্ষ শ্রমিককে সাত বছর কাজে লাগিয়ে এবাদতের জন্য এই অতি সুন্দর স্থাপনাটি নির্মান করেছিলেন। এখনও জেরুজালেমে গেলে সেই বিশাল স্থাপনার ভিত্তি প্রস্থগুলো যেকারো চোখে পরবে যা বাদশাহ্ সোলায়মন সে সময়ে নির্মান করেছিলেন।

আল্লাহ্‌র গৃহটির নির্মান কাজ শেষ হলে পরে, মহা-ইমাম **হাজার হাজার ভেড়া ও ষাঁড়** কোরবানী দিয়েছিলেন যা মূলত **সেই নাজাতদাতকে প্রতীকী রুপে** উপস্থাপন করা হয়েছিল যিনি দুনিয়াতে এসে গুনাহগারীদের গুনাহ্ মুছে দেওয়ার জন্য নিজের মূল্যবান রক্ত ঢেলে দিয়েছিলেন। আর এর মধ্য দিয়েই তারা আল্লাহ্‌র জন্য নির্মিত ঘরটিকে পবিত্রকরন(অর্পন, উৎসর্গ) করেছিলেন। পশু কোরবানী এবং ব্রোঞ্জের জাল্‌তিতে তা পোড়ানোর পর, মহা-ইমাম সেই শরীয়ত সিন্দুকটি বহন করে(যা আগে আবাস-তাম্বুতে ছিল) নিয়ে নব-নির্মিত বায়তুল-মোকাদ্দসের মহা পবিত্র (পবিত্র এর মধ্যে পবিত্রতম) স্থানে রেখেছিলেন। যখন মহা-ইমাম মহা পবিত্র স্থান ত্যাগ করে বেড়িয়ে এসেছিলেন সাথে সাথেই পুরো ঘরটি আল্লাহর প্রতাপে ভরে গিয়েছিল। মরুভূমিতে হযরত মূসা (আঃ) ও বনি-ইসরাইলীয়দের নির্মিত আবাস-তাম্বুর মহা পবিত্র স্থানটি যেমন আল্লাহ্‌র প্রতাপে পরিপূর্ণ হয়েছিল ঠিক একই রকম ভাবে বাদশাহ্ সোলায়মান কর্তৃক জেরুজালেমে নির্মান বায়তুল-মোকাদ্দসের মহা পবিত্র স্থানটি আল্লাহ্‌র প্রতাপে ভরে উঠেছিল।

বাদশাহ্ সোলায়মানের জীবনের পরবর্তী ঘটনা গুলো সম্পর্কে পাক্ কিতাব থেকে আমরা জানতে পারি যে, তাঁর রাজত্ব্যের শেষ ভাগটা শুরুর দিকের সময়ের মত ছিল না। চলুন দেখে নেওয়া যাক ১ বাদশাহ্‌নামার ১১ তম অধ্যায়ে এ বিষয়ে কি লেখা আছে। এখান থেকে আমরা আবারও জানতে পারব যে আল্লাহ্‌র কালাম কখনও নবীদের গুনাহের ঘটনাগুলোও আড়াল করে রাখেন না। কিতাব বলে: ***"বাদশাহ্ সোলায়মান অনেক বিদেশী স্ত্রীলোকদের ভালবাসতেন...সোলায়মানের বুড়ো বয়সে তাঁর স্ত্রীরা তাঁর মন দেব-দেবীদের দিকে টেনে নিয়েছিল। তার ফলে* তাঁর বাবা দাউদের মত তাঁর দিল তাঁর মাবুদ আল্লাহ্‌র প্রতি ভয়ে পূর্ণ ছিল না।"** (১ বাদশাহ্‌নামা ১১:১, ৪)

বাদশাহ্ সোলায়মান জেরুজালেমের পূর্ব দিকের পাহারের উপরে পূজার উঁচু স্থান তৈরী করে দিয়েছিলেন যেন তাঁর বিদেশী স্ত্রীরা সেখানে তাদের দেব-দেবতাদের উদ্দেশ্যে ধূপ জ্বালাতে পারে ও পশু কোরবানী দিতে পারে। তাঁর এসব কাজ দেখে আল্লাহ্ খুবই অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন কারন তিনি জীবন্ত ও সত্য আল্লাহ্‌র কালামের নিষিদ্ধ কাজ গুলোই করছিলেন। তখন আল্লাহ্ সোলায়মানকে বলেছিলেন, ***"তোমার এই ব্যাবহারের জন্য** এবং আমার দেওয়া*

অধ্যায় ৫৩
নবী ইলিয়াস

ব্যাবস্থা ও নিয়ম অমান্য করবার জন্য ***আমি অবশ্যই তোমার কাছ থেকে রাজ্য চিরে নিয়ে*** *তোমার একজন কর্মচারীকে দেব। তবে তোমার পিতা দাউদের কথা মনে করে তোমার জীবনকালে আমি তা করব না, কিন্তু তোমার ছেলের হাত থেকে আমি তা চিরে নেব। অবশ্য রাজ্যের সবটা আমি তার কাছ থেকে চিরে নেব না, কিন্তু আমার গোলাম দাউদের কথা এবং আমার বেছে নেওয়া জেরুজালেমের কথা মনে করে একটা গোষ্ঠি আমি তোমার ছেলেকে দেব।"* (১ বাদশাহ্‌নামা ১১: ১১-১৩)

তাই কিতাব বলে যে সোলায়মানের মৃত্যুর পর ইসরাইলের বিভিন্ন জাতির মধ্যে শত্রুতা ও যুদ্ধ শুরু হয়েছিল। আল্লাহ্‌ সোলায়মানকে যেরকম বলেছিলেন ঠিক সেই অনুযায়ী ইয়াকুবের সন্তানদের মধ্য দিয়ে আসা ইসরাইলের বার বংশ, **দুই ভাগে বিভক্ত** হয়ে গিয়েছিল। তারা তখন থেকে আর এক জাতি রইলনা, তারা দুটি ভিন্ন জাতিতে পরিনত হয়েছিল, একটি **ইসরাইলের** গেষ্ঠি এবং অপরটি **এহুদার** গোষ্ঠি। ইসরাইলের দশ গোষ্ঠি সেই রাজ্যের উত্তর দিকে ইসরাইলের রাজ্য গঠন করেছিল। অন্যদিকে এহুদার গোষ্ঠি বিন্‌ইয়ামীন ছোট গোষ্ঠির সাথে যুক্ত হয়ে দক্ষিন দিকে এহুদার রাজ্য গঠন করেছিল। এহুদা ছিল বাদশাহ্‌ দাউদের বংশের অন্তর্গত এবং পরবর্তীতে এই বংশের মধ্য দিয়েই দুনিয়াতে আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুত **মসীহের** আগমন ঘটেছিল। কিতাব আমাদের দেখায় যে কীভাবে এই দুই জাতির বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন শাসক দ্বারা শাসিত হয়েছে। ইসরাইল এবং এহুদার বেশিরভাগ রাজারাই দুষ্ট প্রকৃতির শাসক ছিলেন। তারা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে বিপথে গিয়ে তাদের চারপাশের বিভিন্ন জাতির ধর্মগুলোকে অনুসরন করত। ইসরাইলের সেই সব রাজাদের মধ্যে একজন ছিল সর্বাধিক অসৎ ও দুর্নীতিপরায়ন। আপনি কি জানেন তিনি কে ছিলেন? তিনি ছিলেন **আহাব রাজা।** আহাব ছিলেন সোলায়মানের পরবর্তী অষ্টম রাজা।

আহাব রাজা সম্পর্কে কিতাব বলে: *"অম্রির ছেলে আহাব মাবুদের চোখে যা খারাপ তা-ই করতেন, এমন কি তাঁর আগে যারা বাদশাহ ছিলেন তাঁদের সকলের চেয়ে আরও বেশী করে করতেন।"* (১ বাদশাহ্‌নামা ১৬:৩০) তিনি **ঈষেবলকে** বিবাহ করেছিলেন অর্থাৎ যেই স্ত্রীলোকটি আল্লাহ্‌র কালামকে অবজ্ঞা করেছিলেন। কেবল তা-ই নয়, আহাব রাজা ইসরাইলের মধ্যে **বাল-দেবতার** জন্য একটা মন্দিরও তৈরী করেছিলেন যাকে ইসরাইলের পার্শ্ববর্তী জাতিগুলো দেবতা হিসেবে পূজা করত। এভাবে ইসরাইল জাতিকে ভিত্তিহীন, মিথ্যা ধর্ম ও তাদের ভন্ড নবীদের অনুসরন করানোর মধ্য দিয়ে আহাব রাজা মাবুদকে ভীষনভাবে রাগিয়ে তুলেছিলেন।

কিন্তু সে সময়ে ইসরাইলের মধ্যে একজন ব্যাক্তি ছিলেন যিনি আল্লাহ্‌র পথে চলতেন। তিনি ছিলেন হযরত **ইলিয়াস**। একদিন আল্লাহ্‌ হযরত ইলিয়াসকে আহাব রাজার কাছে পাঠিয়েছিলেন। *"ইলিয়াস...আহাবকে বললেন, 'আমি যার এবাদত করি ইসরাইলীয়দের সেই মাবুদ আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি যে, আমি না বলা পর্যন্ত আগামী কয়েক বছর শিশিরও পড়বে না, বৃষ্টিও পড়বে না।'"* (১ বাদশাহ্‌নামা ১৭:১)

এর ফলে প্রায় সারে তিন বছর ইসরাইলের মাটিতে কোন বৃষ্টিপাত হয়নি। সেই অঞ্চলে দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠেছিল। আঠারো তম অধ্যায়ে, কিতাব বলে:

(১ বাদশাহ্‌নামা ১৮)১*এর অনেক দিন পরে, বৃষ্টি না হওয়ার তৃতীয় বছরের সময় মাবুদ ইলিয়াসকে বললেন, "তুমি গিয়ে আহাবকে দেখা দাও। আমি দেশে বৃষ্টি পাঠিয়ে দিচ্ছি।"*২*কাজেই ইলিয়াস আহাবকে দেখা দিতে গেলেন...*১৭*ইলিয়াসকে দেখে আহাব বললেন, "হে ইসরাইলেন কাঁটা, একি তুমি?"* ১৮*জবাবে ইলিয়াস বললেন "আমি কাঁটা নই, কিন্তু আপনি ও আপনার পিতার বংশের লোকেরাই ইসরাইলের কাঁটা। আপনারা মাবুদের হুকুম ত্যাগ করে বাল-দেবতার পিছনে গিয়েছেন।* ১৯***এখন লোক পাঠিয়ে ইসরাইলের সবাইকে কর্মিল পাহাড়ে আমার***

***কাছে জমায়েত করুন।** ঈষেবলের টেবিলে বাল-দেবতার যে চারশো পঞ্চাশজন নবী এবং আশেরার চারশোজন নবী খাওয়া-দাওয়া করে তাদের নিয়ে আসুন।”*

*২০তখন আহাব ইসরাইলের সব জায়গায় খবর পাঠিয়ে দিলেন এবং কর্মিল পাহাড়ে ঐ নবীদের জমায়েত করলেন। ২১ইলিয়াস লোকদের সামনে গিয়ে বললেন, **“আর কতদিন তোমরা দুই নৌকায় পা দিয়ে চলবে? যদি আল্লাহ্‌ই মাবুদ হন তবে তাঁর এবাদত কর, আর যদি বাল-দেবতাই মাবুদ হয় তবে তার এবাদত কর।”** কিন্তু লোকেরা কোন জবাব দিল না।*

*২২তখন ইলিয়াস তাদের বললেন, “মাবুদের নবীদের মধ্যে কেবল আমিই বাকি আছি, কিন্তু বাল-দেবতার নবী রয়েছে চারশো জন। ২৩এখন আমাদের জন্য **দু'টা ষাঁড়** নিয়ে আসা হোক। ওরা নিজেদের জন্য একটা ষাঁড় বেছে নিয়ে জবাই করে টুকরা টুকরা করে কাঠের উপর রাখুক, কিন্তু তাতে আগুন না দিক। আমি অন্য ষাঁড়টা নিয়ে জবাই করে প্রস্তুত করে কাঠের উপর রাখব কিন্তু তাতে আগুন দেব না। ২৪তারপর ওরা ওদের দেবতাকে ডাকবে আর আমি ডাকব আল্লাহ্‌কে। **যিনি আগুন পাঠিয়ে এর জবাব দেবেন তিনিই মাবুদ।”** এই কথা শুনে সবাই বলল, “আপনি ভালই বলেছেন।” ২৫ইলিয়াস বাল-দেবতার নবীদের বললেন, “তোমরা একটা ষাঁড় বেছে নিয়ে প্রথমে সেটা জবাই করে নাও, কারন তোমরা সংখ্যায় অনেক। তারপর তোমরা তোমাদের দেবতাকে ডাক, কিন্তু আগুন দেবে না।” ২৬যে ষাঁড়টা তাদের দেওয়া হল তারা সেটা জবাই করে প্রস্তুত করে নিল। তারপর তারা সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত বাল-দেবতাকে ডাকতে লাগল,“ হে বালদেব, আমাদের জবাব দাও।” কিন্তু কোন সাড়া মিলল না, কেউ জবাব দিল না। যে বেদী তারা তৈরী করেছিল তার চারপাশে তারা নাচতে লাগল। ২৭দুপুর বেলা ইলিয়াস তাদের ঠাট্টা করে বললেন, “জোরে চিৎকার কর, সে তো দেবতা। হয়ত সে গভীর চিন্তা করছে, না হয় পায়খানায় গেছে, না হয় পথে চলছে। হয়ত সে ঘুমাচ্ছে, তাকে জাগাতে হবে।” ২৮কাজেই তারা আরও জোরে চিৎকার করতে লাগল এবং তাদের নিয়ম অনুসারে শরীরে রক্তের ধারা বয়ে না যাওয়া পর্যন্ত ছোরা ও কাঁটা দিয়ে নিজেদের আঘাত করতে থাকল। ২৯দুপুর গড়িয়ে গেল আর বিকেল বেলার পশু-কোরবানীর সময় পর্যন্ত ভাবে-ধরা লোকের মত তারা আবোল-তাবল বলতোই থাকল। কিন্তু কোন সাড়া পাওয়া গেল না, কেউ জবাব দিল না, কেউ মনোযোগও দিল না।*

*৩০তখন **ইলিয়াস** সমস্ত লোকদের বললেন, “তোমরা আমার কাছে এস” তারা তাঁর কাছে গেল। ইলিয়াস মাবুদের ভেংগে-পড়া কোরবানীগাহ্‌ মেরামত করে নিলেন। ৩১তিনি ইয়াকুবের ছেলেদের প্রত্যেক গোষ্ঠীর জন্য একটা করে বারোটা পাথর নিলেন। এই ইয়াকুবকেই মাবুদ বলেছিলেন, “তোমার নাম হবে ইসরাইল।” ৩২সেই পাথরগুলো দিয়ে ইলিয়াস মাবুদের উদ্দেশে একটা কোরবানীগাহ্‌ তৈরী করলেন এবং তার চারপাশে এমন নালা কাটলেন যার মধ্যে বারো কেজি বীজ ভরা একটা থলি বসানো যায়। ৩৩তারপর তিনি কোরবানগাহের উপরে কাঠ সাজিয়ে ষাঁড়টা টুকরা টুকরা করে সেই কঠের উপর রাখলেন এবং তাদের বললেন, “তোমরা চারটা কলসী পানীতে ভরে এই পোড়ানো কোরবানীর গোশ্‌ত ও কাঠের উপর ঢেলে দাও।”*

৩৪তারপর তিনি বললেন, “আবার কর।” লোকেরা তা-ই করল। তিনি হুকুম দিলেন, “তৃতীয়বার কর।” তারা তৃতীয়বার তা-ই করল। ৩৫তখন কোরাবনগাহের উপর থেকে পানি গড়িয়ে নালা ভরতি হয়ে গেল।

৩৬বিকালের কোরবানীর সময় হলে পর নবী ইলিয়াস সামনে এগিয়ে এসে মুনাজাত করলেন, “হে আল্লাহ্‌, ইব্রাহিম, ইসহাক ও ইসরাইলের মাবুদ, আজকে তুমি জানিয়ে দাও যে, ইসরাইলের মধ্যে তুমিই মাবুদ এবং আমি

তোমার গোলাম, আর তোমার হুকুমেই আমি এই সব করেছি। ৩৭হে আল্লাহ্, আমাকে জবাব দাও, জবাব দাও, ***যাতে এই সব লোকেরা জানতে পারে যে, হে আল্লাহ্, তুমিই মাবুদ আর তুমিই তাদের মন ফিরিয়ে এনেছ।"***

৩৮তখন উপর থেকে আল্লহর আগুন পড়ে কোরবানীর গোশ্‌ত, কাঠ, পাথর ও মাটি পুড়িয়ে ফেলল এবং নালার পানিও চুষে নিল। ৩৯এ দেখে লোকেরা মাটিকে উবুড় হয়ে পড়ে চিৎকার করে বলল, ***"আল্লাহ্‌ই মাবুদ, আল্লাহ্‌ই মাবুদ।"***

৪০তখন ইলিয়াস তাদের এই হুকুম দিলেন, "বাল দেবতার নবীদের ধর। তাদের একজনকেও পালিয়ে যেতে দিয়ো না।" তখন লোকেরা তাদের ধরে ফেলল। ইলিয়াস তাদের কীশোন উপত্যকায় নিয়ে গিয়ে সেখানে তাদের হত্যা করলেন। ৪১তারপর ইলিয়াস আহাবকে বললেন, "আপনি গিয়ে খাওয়া-দাওয়া করুন, কারন ভীষন বৃষ্টির শব্দ শোনা যাচ্ছে।" ৪২এতে আহাব খাওয়া-দাওয়া করতে গেলেন, কিন্তু ইলিয়াস গিয়ে কর্মিল পাহাড়ের উপরে উঠলেন। তিনি মাটিতে হাঁটু পেতে দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ রাখলেন। এর মধ্যে আকাশ মেঘে কালো হয়ে গেল, বাতাস উঠল এবং ভীষণ বৃষ্টি এসে গেল।

এই ঘটনাটি আল্লাহর্ গৌরব ও ক্ষমতার কথা বর্ণনা করে তাই এর পরে সত্যিই আর কোনোও ব্যাখ্যার প্রয়োজন পরে না। কিন্তু আজ বিদায় নেবার পূর্বে, ইসরাইলের লোকদের উদ্দেশে নবী ইলিয়াসের বলা কথাগুলো আমরা অবশ্যই স্বরনে রাখব। বাল-দেবতার চারশো পঞ্চাশজন নবীদের চ্যালেঞ্জ করার পূর্বে হযরত ইলিয়াস ইসরাইলের লোকদের বলেছিলেন, ***"আর কতদিন তোমরা দুই নৌকায় পা দিয়ে চলবে? যদি আল্লাহ্ই মাবুদ হন তবে তাঁর এবাদত কর, আর যদি বাল-দেবতাই মাবুদ হয় তবে তার এবাদত কর!"***

প্রথমবারে ইসরাইলীয়রা কোন ধরনের প্রতিক্রীয়া ব্যাক্ত করেনি। কিন্তু যখন তারা দেখল কীভবে আল্লাহ্ মাবুদ আসমান থেকে আগুন পাঠিয়ে কোরবানগাহের উপরিস্থিত কোরবানী পুড়িয়ে হযরত ইলিয়াসের মোনাজাতের সাড়া দিয়েছিলেন তখনই তারা মাটিতে উবুড় হয়ে পড়ে চিৎকার করে বলছিল, *"আল্লাহ্ই মাবুদ, আল্লাহ্ই মাবুদ!"* এভাবে একদিনের মধ্যেই হযরত ইলিয়াস বাল-দেবতার ভন্ড নবীদের ভন্ডামী সকলের সামনে প্রমান করে দিয়ে তাদের সকল অর্জন ধূলিস্যাৎ করে দিয়ে সমস্ত ইসরাইলীয়দের দিল তাদের আল্লাহ্ মাবুদের দিকে ফিড়িয়ে এনেছিলেন।

আল্লাহ্ কেন হযরত ইলিয়াসের মোনাজাতে সাড়া দিয়েছিলেন? কারন হযরত ইলিয়াস আল্লাহ্ মাবুদকে মহব্বত করতেন এবং তাঁর কালামে ঈমান এনেছিলেন। **কেন আল্লাহ্ বাল-দেবতার নবীদের প্রার্থনাকে অগ্রাহ্য করেছিলেন?** কারন তারা একমাত্র সত্য আল্লাহ্‌র উদ্দেশে মোনাজাত করেনি যিনি হযরত ইব্রাহীম, হযরত ইসহাক এবং সমস্ত ইসরাইল জাতির কাছে নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন। বাল-দেবতার অনুসারীরা আল্লাহ্‌র কালামকে তুচ্ছ জ্ঞান করে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত মিথ্যা ধর্মের রীতিনীতি অনুসরন করেছিল। তারা প্রবল উৎসাহ-উদ্দিপনায় নিজেদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলো পালন করছিল কিন্তু তারা জীবন্ত আল্লাহ্‌র এবাদত করেনি-তাই, তাদের সব রকমের ধর্মীয় প্রচেষ্টাই অর্থহীন ছিল। তাদের অবস্থা (উলুফ) প্রবদটির বর্ণনার সাথে মিলে যায়, যা হল "দশজন মানুষ গর্ত খুড়ল আবার দশজন মানুষ গর্ত ভরে ফেলল- এতে অনেক ধুলা হলো কিন্তু গর্ত রইল না" ঠিক সেরকমই, বাল-দেবতার নবীদের অনেক অনেক ধর্মীয় নিয়ম-কানুন ছিল, তারা তাদের কোরবানী ও প্রার্থনায় প্রচুর চিৎকার করেছিল, কিন্তু তাতে কোন কাজ হয়নি-কারন তা জীবন্ত আল্লাহ্‌র কালামের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

"অনেক ধুলা ছিল কিন্তু গর্ত ছিল না"

অধ্যায় ৫৩
নবী ইলিয়াস

তাই, ঐ ঘটনার দিনই, আল্লাহ্‌র নবী ইলিয়াস, ইসরাইলীয়দের বলেছিলেন হয় তারা **ইব্রাহীম, ইসহাক এবং ইয়াকুবের আল্লাহ্ মাবুদকে গ্রহন করবে** অন্যথায় **বাল-দেবতার ভিত্তিহীন ধর্মকে বেছে নেবে;** হয় **সত্যকে** অথবা **মিথ্যাকে; ধার্মিকতার পথকে** অথবা **মন্দতার পথকে; আল্লাহ্‌র সত্য কালামকে** অন্যথায় **মানুষের বানানো মিথ্য ধর্মকে** বেছে নেবে।

নবী ইলিয়াসের প্রশ্নের প্ররিপ্রেক্ষিতে আপনার উত্তর কি হবে যদি বলা হয়: " ***"আর কতদিন আপনি দুই নৌকায় পা দিয়ে চলবেন?"*** আর কতদিন আপনি আল্লাহ্‌র কালামে ঈমান না এনে মানুষের তৈরী গতানুগতিক ধর্মীয় নিয়ম-কানুন নিয়ে পরে থাকবেন? পাক কিতাব বলে থাকে, ***"কেউই দুই কর্তার সেবা করতে পারে না***, *কারন সে একজনকে ঘৃনা করবে ও অন্যজনকে ভালবাসবে। সে একজনের উপর মনোযোগ দেবে ও অন্যজনকে তুচ্ছ করবে। আল্লাহ্ এবং ধন-সম্পত্তি এই দু'য়ের সেবা তোমরা একসংগে করতে পার না।"* (মথি ৬:২৪) আপনি একই সাথে মাবুদ আল্লাহ্‌র এবাদত করতে এবং ভিত্তিহীন মিথ্যা ধর্ম পালন করতে পারবেন না। ***"আর কতদিন আপনি দুই নৌকায় পা দিয়ে চলবেন?"***

বন্ধুগন, এতক্ষন ধরে আমাদের অনুষ্ঠান শোনার জন্য ধন্যবাদ। আগামী দিন আমরা এমন একজন নবীর জীবনের ঘটনা পড়ব যিনি তিন দিন বিশাল বড় এক মাছের পেটের ভিতরে ছিলেন। আপনি কি তাঁর নামটি জানেন? তাঁর জীবনের এই অসাধারন গল্পটি শুনতে আমাদের সাথে পরবর্তী দিনের অনুষ্ঠানটিতে যোগ দিন...

আল্লাহ্ আপনাদের বরকত দান করুন যেন আপনারা হযরত ইলিয়াসের এই বক্তব্যটি নিয়ে গভিরভাবে ধ্যান করতে পারেন, যা তিনি ইসরাইল জাতিকে উদ্দেশ্যে করে বলেছিলেন,

"আর কতদিন তোমরা দুই নৌকায় পা দিয়ে চলবে? যদি আল্লাহ্ই মাবুদ হন তবে তাঁর এবাদত কর, আর যদি বাল-দেবতাই মাবুদ হয় তবে তার এবাদত কর!" (১ বাদশাহ্‌নামা ১৮:২১)

অধ্যায় ৫৪
নবী ইউনুস

শ্রোতা বন্ধুরা, শান্তি আপনাদের সহবর্তি থাকুক। আল্লাহ্‌র নামে আপনাদের অভিবাদন জানাই, শান্তির আল্লাহ্‌, যিনি ধার্মিকতার পথ প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তিনি চান যেন প্রত্যেকেই সে পথ সম্পর্কে জানতে পারে এবং আত্মসমর্পণ করে, এবং সত্যিকারের শান্তি যেন চিরদিন তাদের সাথে থাকে। আপনাদের অনুষ্ঠান *ধার্মিকতার পথ* নিয়ে আজ উপস্থিত হতে পেরে আমরা আনন্দিত।

গত দিনের পাঠে আমরা আল্লাহ্‌র নবী, হযরত **ইলিয়াসের** জীবনের ঘটনা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। ইলিয়াস একজন মহৎ নবী ছিলেন কারন আল্লাহ্‌র রূহের শক্তি তাঁর উপর ছিলেন। তিনি আল্লাহ্‌র কাছে মোনাজাত করেছিলেন যেন বৃষ্টি না হয় আর তার ফলে ইসরাইলে সারে তিন বছর কোন বৃষ্টি হয়নি। তিনি এমনকি বাল-দেবতার নবীদের চ্যালেঞ্জ করে তাদের ভন্ডামী এবং সেই সাথে তাদের মিথ্যা ধর্মকে ইসরাইলীয়দের সামনে প্রকাশ করেছিলেন। এভাবে আল্লাহ্‌,তাঁর নবী ইলিয়াসকে ব্যবহার করে বহু ইসরাইলীয়র দিল তাদের মাবুদ আল্লাহ্‌র দিকে ফিরিয়েছিলেন।

আজ আমরা হযরত ইলিয়াসের পরবর্তী সময়ের অন্য একজন নবীর জীবনের ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহন করব। এখানে আমরা দেখতে পারব যে আল্লাহ্‌ কীভাবে ইউনুস নামের একজন ইসরাইলীয়কে বেছে নিয়েছিলেন, যাঁকে হুকুম দেওয়া হয়েছিল যেন তিনি **বিদেশী** অর্থাত যারা ইসরাইলীয়দের শত্রু ছিল তাদের কাছে গিয়ে **তবলিগ করেন।**

আমরা নবী ইউনুসের কিতাবের প্রথম অধ্যায় থেকে পাঠ করছি। কিতাব বলে: (ইউনুস ১) *<u>মাবুদের এই কালাম মাত্তার ছেলে ইউনুসের উপর নাজেল হল, "তুমি সেই বড় শহর নিনেভেতে **গিয়ে** তার বিরুদ্ধে তবলিক কর, কারণ তার লোকেদের খারাপী আমি দেখতে পেয়েছি।"</u>*

আপনি শুনেছেন তো আল্লাহ্‌ নবী ইউনুসকে কি হুকুম দিয়েছিলেন? যদিও নিনেভে ছিল আশেরিয়ার রাজধানী এবং সেখানকার লোকেরা বদ ছিল আর তারা ইসরাইলীয়দের ধ্বংশ করতে চেয়েছিল তথাপি আল্লাহ্‌ তাঁকে বলেছিলেন যেন তিনি নিনেভেতে **গিয়ে** সেখানকার লোকদের সতর্ক করেন যেন তারা তাদের গুনাহের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে মাফ চায়।

আল্লাহ্‌ কেন হযরত ইউনুসকে সেই বিদেশীদের দেশে পাঠাতে চেয়েছিলেন যারা নাকি ইসরাইলীয়দের হিংসা ও ঘৃণা করত? আল্লাহ্‌ কি ইসরাইলীয়দের শত্রুদের প্রতিও যত্নশীল ছিলেন? হ্যাঁ, তিনি ছিলেন। আল্লাহ্‌ নিনেভের লোকেদের শাস্তি দিতে চেয়েছিলেন কারন তাদের গুনাহের পরিমান মাত্রাতিরিক্ত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু **কোনও গুনাহগারকে ধ্বংশ করাই আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্য নয়**। আল্লাহ্‌র ইচ্ছা যেন প্রত্যেক গুনাহ্‌গারই তার গুনাহের জন্য তওবা করে, আল্লাহর কালামে ঈমান আনে এবং নাজাত লাভ করে। একারনেই আল্লাহ্‌ হযরত ইউনুসকে হুকুম দিয়েছিলেন যেন তিনি গিয়ে নিনেভের জনগনকে সতর্ক করেন যেন তারা তাদের গুনাহের জন্য তওবা করে, আল্লাহ্‌র পথে ফিরে আসে এবং রক্ষা পেতে পারে।

কিন্তু হযরত ইউনুস তাঁর শত্রুদের সতর্ক করতে **যাওয়ার জন্য রাজি ছিলেন না।** নিনেভে রাজধানীতে তিনি নবী হিসেবে যেতে চান নি! আল্লাহ্‌ চেয়েছিলেন যেন নিনেভের জনগন তওবা করে যার মাধ্যমে তিনি তাদের মাফ করতে পারেন, কিন্তু হযরত ইউনুস চেয়েছিলেন যেন আল্লাহ্‌ তাদের শাস্তি দেন! তাই হযরত ইউনুস, তাঁর কর্তব্যকে ফাঁকি দিয়ে আল্লাহ্‌ মাবুদের কাছ থেকে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তিনি কি আল্লাহ্‌র উপস্থিতির সামনে থেকে কোথাও পালিয়ে যেতে পারতেন?

অধ্যায় ৫৪
নবী ইউনুস

চলুন আমরা এই ঘটনার দিকে এগিয়ে যাই যেন জানতে পারি যে হযরত ইউনুস কী করেছিলেন। কিতাব বলে:

(ইউনুস ১) ৩কিন্তু ইউনুস মাবুদের কাছ থেকে স্পেন দেশে পালিয়ে যাবার জন্য রওনা হলেন। তিনি জাফা বন্দরে গিয়ে স্পেনে যাবার একটা জাহাজ পেলেন। ভাড়া দেবার পর তিনি সেই জাহাজে উঠলেন এবং মাবুদের কাছ থেকে পালিয়ে যাবার জন্য স্পেনের দিকে যাত্রা করলেন। ৪তখন মাবুদ সমুদ্রে একটা জোর বাতাস পাঠিয়ে দিলেন। তাতে এমন ভয়ংকর একটা ঝড় উঠল যে, জাহাজখানা ভেংগে যাবার মত হলো। ৫এতে নাবিকেরা সবাই ভয় পেয়ে প্রত্যেকে নিজের নিজের দেবতার কাছে কান্নাকাটি করতে লাগল। জাহাজের ভার কমাবার জন্য তারা মালপত্র সমুদ্রে ফেলে দিল। কিন্তু এর আগেই ইউনুস জাহাজের খোলে নেমে গিয়ে শুয়ে পরেছিলেন এবং তাঁর ঘুম গভীর হয়েছিল। ৬তখন জাহাজের ক্যাপ্টেন ইউনুসের কাছে গিয়ে বললেন, "তুমি কেমন করে ঘুমাচ্ছ? উঠে তোমার দেবতাকে ডাক। তিনি হয়তো আমাদের দিকে মনোযোগ দিবেন আর তাকে আমরা ধ্বংস হব না।" ৭পরে নাবিকেরা একে অন্যকে বলল, "কে এই বিপদের জন্য দায়ী তা দেখবার জন্য এস, আমরা ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখি।" তারা ভাগ্য পরীক্ষা করলে পর ইউনুসের নাম উঠল।

৮তখন তারা তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি আমাদের বল, এই যে বিপদ আমাদের উপর এসেছে তার জন্য কে দায়ী? তুমি কি কাজ কর? তুমি কোথা থেকে এসেছ? তুমি কোন দেশের লোক? তুমি কোন জাতির লোক?" ৯জবাবে ইউনুস বললেন, "আমি একজন ইবরানী। আমি বেহেশতের মাবুদ আল্লাহর এবাদত করি। তিনিই সাগর ও ভূমি তৈরি করেছেন।" ১০তিনি যে মাবুদের কাছ থেকে পালিয়ে যাচ্ছেন তা তারা জানতে পারল, কারণ তিনি সেই কথা তাদের বললেন। এতে তারা ভীষণ ভয় পেয়ে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি এ কি করেছ?" ১১সাগর অশান্ত থেকে আরও অশান্ত বলে তারা তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, "সমুদ্র যাতে আমাদের জন্য শান্ত হয় সে জন্য আমরা তোমাকে নিয়ে কি করব?" ১২জবাবে ইউনুস বললেন, "আমাকে তুলে সমুদ্রে ফেলে দিন, তাকে সমুদ্র শান্ত হবে। আমি জানি, আমার দোষেই এই ভীষণ ঝড় আপনাদের উপর এসেছে।" ১৩তবুও সেই নাবিকেরা তা না করে ডাংগার দিকে ফিরে যাবার জন্য সমস্ত শক্তি দিয়ে দাঁড় বাইতে লাগল; কিন্তু তারা পারল না, কারণ সমুদ্র আগের চেয়ে আরও ভয়ংকর হয়ে উঠল।

১৪তখন তারা মাবুদকে ডেকে বলল, "হে মাবুদ, এই লোকের মৃত্যুর জন্য আমাদের যেন মরতে না হয়। একজন নির্দোষ লোকের মৃত্যুর জন্য তুমি আমাদের দায়ী কোরো না, কারণ হে মাবুদ, তুমি তো তোমার ইচ্ছা মত কাজ করেছ।" ১৫এর পর তারা ইউনুসকে ধরে সমুদ্রে ফেলে দিল, তাতে তোলপাড় করা সেই সাগর শান্ত হয়ে গেল। ১৬এতে সেই লোকেরা মাবুদকে ভীষণ ভয় করতে লাগল। তারা মাবুদের উদ্দেশ্যে পশু-কোরবানী দিল এবং তাঁর কাছে কতগুলো মানত করল। ১৭এদিকে ইউনুসকে গিয়ে ফেলবার জন্য মাবুদ একটা বড় মাছ ঠিক করে রেখেছিলেন। ইউনুস সেই মাছের পেটে তিন দিন তিন রাত রইলেন।

আমরা এখানে একটু সময় নেব। ঠিক এই অংশে, আমরা দেখতে পাই যে আল্লাহ্ তাঁর পালিয়ে যাওয়া নবী, ইউনুসকে কীভাবে বাধ্য করেছিলেন! হযরত ইউনুস হয়তো পালাতে পারতেন কিন্তু আল্লাহ্‌র নাগালের বাইরে যেতে পারতেন না। কিন্তু আল্লাহ্ কেনই বা হযরত ইউনুসকে জোর করেছিলেন? আল্লাহ্ তাঁকে জোর করেছিলেন কারন তিনি হযরত ইউনুসকে মহব্বত করতেন এবং চেয়েছিলেন যেন তিনি তাঁর ইচ্ছাতেই কাজ করেন। আর একারনেই আল্লাহ্ এক বিশাল বড় মাছ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন যেন সেই মাছটি তাঁকে না খেয়ে বরং গিলে ফেলে।

অসহায় অবস্থায় হযরত ইউনুস! বুঝতে পাড়েছিলেন যে তিনি এক বিশাল বড় মাছের পেটের ভিতরে অবস্থান করছেন! নিজেকে উদ্ধার করার জন্য হযরত ইউনুস কিইবা করতে পারতেন? কিছুইনা! আল্লাহ্ মাবুদের কাছে

মিনতি করা ছাড়া তাঁর আর কিছুই করার ছিল না। একমাত্র আল্লাহ্ই তাঁকে রক্ষা করতে পারতেন। নবী ইউনুসের কিতাবের দ্বিতীয় অধ্যায়ে এ বিষয়টির উল্লেখ আছে যে কীভাবে হযরত ইউনুস মাছের পেটের ভিতরে থেকেই মাবুদের কাছে মুনাজাত করেছিলেন, আল্লাহ্র অবাধ্য হয়ে গুনাহ্ করার জন্য খেদ করেছিলেন। তিন দিন যাবত এই সামুদ্রিক প্রানীটির ভেতরে আল্লাহ্ তাঁকে রক্ষা করে রেখেছিলেন। কী অসাধারন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই না হযরত ইউনুসকে যেতে হয়েছিল! তৃতীয় দিন হযরত ইউনুস আল্লাহ্র কাছে কেঁদে কেঁদে করে মুনাজাত করেছিলেন, ***"উদ্ধার করা মাবুদেরই কাজ।"*** (ইউনুস ২:৯) যখন হযরত ইউনুস বলেছিলেন যে, ***"উদ্ধার করা মাবুদেরই কাজ।*** কিতাবে লেখা আছে: *"মাবুদ মাছটাকে হুকুম দিলেন আর মাছটা ইউনুসকে শুকনা জমির উপর বমি করে বের করে দিল।"* (ইউনুস ২:১০)

তৃতীয় অধ্যায়, এ ঘটনাটিকে এগিয়ে নিয়ে যায়:

(ইউনুস ৩) *১পরে মাবুদের কালাম দ্বিতীয় বার ইউনুসের উপর নাজেল হল। ২তিনি বললেন, তুমি এখন সেই বড় শহর নিনেভেতে যাও এবং আমি যে খবর তোমাকে দেব তা সেখানে ঘোষনা কর।"* ***৩মাবুদের কথামত*** *ইউনুস নিনেভেতে গেলেন। নিনেভে ছিল খুব বড় একটা শহর; তার এক পাশ থেকে অন্য পাশে হেঁটে যেতে তিন দিন লাগত। ৪ইউনুস সেই শহরে ঢুকে এক দিনের পথ গেলেন এবং এই কথা ঘোষনা করলেন, "আর চল্লিশ দিন পর নিনেভে ধ্বংস হয়ে যাবে।"*

৫তখন নিনেভের লোকেরা আল্লাহ্র কথায় ঈমান আনল। *তাই তারা রোজা ঘোষণা করল এবং বড় থেকে ছোট পর্যন্ত সকলেই ছালার চট পরল। ৬বাদশাহ্র কাছে সেই খবর পৌছালে পর তিনি তাঁর সিংহাসন ছেড়ে উঠে তাঁর রাজপোশাক খুলে ফেললেন এবং ছালার চট পরে ছাইয়ের মধ্যে বসলেন। ৭তারপর তিনি নিনেভেতে তাঁর ও তাঁর রাজকর্মচারীদের এই হুকুম ঘোষণা করালেন: "মানুষ বা পশু, গোরু বা ভেড়ার পাল কেউ কোন কিছু না খাক; তারা খাবার কিংবা পানি না খাক। ৮মানুষ ও পশু ছালার চট পরুক। প্রত্যেকে সমস্ত শক্তি দিয়ে আল্লাহকে ডাকুক আর খারাপ পথ ও সন্ত্রাসের কাজ ছেড়ে দিক। ৯কে জানে হয়ত বা আল্লাহ্ মন ফিরিয়ে তাঁর জ্বলন্ত রাগ থেকে ফিরবেন যাতে আমরা ধ্বংস হয়ে না যাই।"* ***১০তারা যা করেছিল এবং কেমন করে তাদের খারাপ পথ থেকে ফিরেছিল তা যখন আল্লাহ্ দেখলেন তখন তিনি তাঁর মন ফিরালেন। তিনি যে ক্ষতি করবেন বলেছিলেন তা করলেন না।***

এখানে আমরা দেখতে পাই যে, নিনেভের লোকদের প্রতি আল্লাহ্র করুণা হয়েছিল কারন আল্লাহ্ যে তবলিগ তাদের কাছে পাঠিয়েছিলেন তাতে তারা ঈমান এনেছিল। নিনেভের জনগন ভগ্ন ও চুর্ণ হৃদয় নিয়ে তাদের গুনাহের জন্য তওবা করেছিল এবং মাবুদের পথে ফিরে এসেছিল। নিনেভের জনগনের প্রতি আল্লাহ্র করুণা হওয়াতে **হযরত ইউনুস কিন্তু মোটেও খুশী হননি**। চলুন শুনে নেওয়া যাক হযরত ইউনুসের কিতাবের চতুর্থ ও শেষ অধ্যায়ে কি লেখা আছে।

কিতাব বলে:

(ইউনুস ৪) *১কিন্তু* ***ইউনুস এতে ভীষন অসন্তুষ্ট হয়ে রেগে গেলেন।*** *২তিনি মাবুদের কাছে মুনাজাত করে বললেন, "হে মাবুদ, আমি দেশে থাকতেই জানতাম যে, এইরকম হবে। সেজন্যই তো আমি প্রথমে স্পেনে পালিয়ে যাচ্ছিলাম। আমি জানতাম যে, তুমি দয়াময় ও মমতায় পূর্ণ আল্লাহ্, তুমি সহজে রেগে উঠ না, তোমার অটল মহব্বতের সীমা নেই এবং গজব নাজেল করবার ব্যাপারে মন পরিবর্তন করে থাক। ৩এখন হে মাবুদ তুমি*

অধ্যায় ৫৪
নবী ইউনুস

আমার প্রাণ নাও, কারন আমার বেঁচে থাকবার চেয়ে মরে যাওয়া ভাল।” ৪জবাবে মাবুদ বললেন, “তোমার রাগ করা কি উচিৎ হচ্ছে?” ৫তখন ইউনুস শহরের বাইরে গিয়ে পূর্ব দিকে একটা জায়গায় চালা তৈরী করে তার ছায়ায় বসে রইলেন। শহরের কি দশা হয় তা দেখবার জন্য তিনি অপেক্ষা করতে লাগলেন। ৬তখন মাবুদ আল্লাহ্ সেখানে একটি গাছ জন্মালেন। সেই গাছটা বড় হয়ে ইউনুসের কষ্ট কমাবার জন্য তাঁর মাথার উপর ছায়া দিতে লাগল। এতে ইউনুস সেই গাছটার উপর খুবই খুশী হলেন।

৭কিন্তু পরের দিন ভোরবেলায় আল্লাহ্ একটা পোকা পাঠালেন; গাছটা সেই পোকায় কাঁটলে পর সেটা শুকিয়ে গেল। ৮যখন সূর্য উঠল তখন আল্লাহ্ পূর্বের বাতাশ বহালেন; তাতে ইউনুসের মাথায় এমন রোদ লাগতে লাগল যে, তিনি প্রায় অজ্ঞান হবার মত হলেন। তখন তিনি মরতে চেয়ে বললেন, “আমার বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়াই ভাল।” ৯কিন্তু আল্লাহ্ ইউনুসকে বললেন, “ঐ গাছের বিষয়ে রাগ করা কি তোমার উচিৎ হচ্ছে?” ইউনুস বললেন “তার কারণ আছে। আমি মরণ পর্যন্ত রাগ করে থাকব।” ১০কিন্তু মাবুদ বললেন “তুমি যদিও এই গাছটার জন্য কোন পরিশ্রম কর নি বা এটাকে বাড়িয়ে তোল নি তবুও গাছটার জন্য তোমার মমতা হয়েছে। ওটা তো এক রাতের মধ্যে গজিয়েছিল এবং এক রাতেই মরে গেল। ১১কিন্তু নিনেভের এক লক্ষ বিশ হাজারেরও বেশী শিশু আছে যারা জানে না কোনটা ডান হাত আর কোনটা বাঁ হাত; এছাড়া অনেক গরু-ভেড়াও আছে। তাহলে আমি কি করব? আমি কি ঐ বড় শহরের জন্য মমতা করব না?”

শ্রোতা বন্ধুগন, নবী ইউনুসের এই কিতাবটি থেকে আমরা, মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট এবং আল্লাহ্‌র চরিত্রের প্রকৃতি সম্পর্কে বেশ কিছু শিক্ষা লাভ করতে পারি। একটা বিষয় এখানে আমরা দেখেছি তা হল **আল্লাহ্‌র কাছে সব মানুষই সমান**।{অর্থাৎ আল্লাহ্ এক পক্ষ সমর্থনকারী নন, পক্ষপাতিত্ব করেন না।}হযরত ইউনুস পক্ষপাতিত্ব করেছিলেন কিন্তু আল্লাহ্ তা করেন নি। **হযরত ইউনুসের অন্তরের চিন্তাধারার চেয়ে আল্লাহ্‌র চিন্তা ধারা ব্যতিক্রম ছিল।**

হযরত ইউনুসের অন্তর সম্পূর্ণরুপে পক্ষপাত দোষে পরিপূর্ণ ছিল কিন্তু **আল্লাহ্‌র অন্তর** সকল মানুষের প্রতি দয়ায় পরিপূর্ণ ছিল। হযরত ইউনুস তাঁর নিজের জাতির লোকদের মহব্বত করতেন কিন্তু তাঁর শত্রুদের ঘৃণা করতেন, কিন্তু আল্লাহ্ তো ইসরাইল **এবং** নিনেভে উভয় দেশের লোকদেরই মহব্বত করতেন। হযরত ইউনুস চেয়েছিলেন যেন নিনেভের জনগনেরা **ধ্বংশ** হয়ে যায় কারন তারা ইসরাইলের শত্রু ছিল, কিন্তু আল্লাহ্ চেয়েছিলেন যেন তারা তাদের গুনাহের জন্য তওবা করে, তাঁর কালামের উপর ঈমান আনে এবং নাজাত লাভ করে। **আল্লাহ্ কখনও পক্ষপাতিত্ব করেন না**। আপনি যে-ই হেন না কেন, বা যা-ই হোন না কেন, **আল্লাহ্ আপনাকে মহব্বত করেন**। তিনি আপনার গুনাহ্ এবং অবাধ্যতাকে ভালবাসেন না, কিন্তু তিনি **আপনাকে** ভালবাসেন। আল্লাহ্ প্রত্যেক জাতির প্রত্যেকটি মানুষকে মহব্বত করেন এবং চান যেন প্রত্যেকে তাদের নিজেদের গুনাহ্ তাঁর কাছে তওবা করে, সত্য জানতে পারে, বুঝতে পারে এবং তাতে ঈমান এনে নাজাত লাভ করতে পারে।

কিছু কিছু মানুষ মনে করে থাকে যে আল্লাহ্ হয়তবা দুনিয়ার প্রত্যেকটি মানুষের জন্য যত্নবান না; তাই তিনি হয়ত(ইচ্ছামত) কিছু লোককে দোজখের আগুনে পুড়ে মরার জন্য বাছাই করে রেখেছেন এবং অন্যদেরকে বেহেশতে পাঠাবার জন্য মনোনীত করে রেখেছেন। যদি এ ধারনা সত্যি হত তাহলে বেশীর ভাগ মানুষই তাদের গুনাহের দরুণ মৃত্যু বরণ করত এবং আল্লাহ্‌র ক্রোধানলের মুখোমুখি হত, তবে এ কথা মিথ্যা যে যারা কোন কিছু না জেনেই বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে আল্লাহ্ তাদের প্রতি মোটেও যত্নবান নন । পাক্ কিতাব আমাদের বলে যে *“কেউ যে ধ্বংস হয়ে যায় এটা তিনি চান না, বরং সবাই যেন তওবা করে এটাই তিনি চান।”* কিন্তু যারা তওবা করতে

অস্বীকার করে-আল্লাহ্ তাদের বিচারে দাড় করাবেন, কারন ***"তারা সত্যকে ভালবসে নি এবং তা গ্রহণও করে নি...ফলে যারা সত্যের উপর ঈমান না এনে অন্যায় কাজে আনন্দ পেয়েছে তাদের সকলকে হাশরে দোষী বলে ধরা হবে।"(২ থিষলনীকীয় ২: ১০, ১২)*** এ বিষয়টিই আল্লাহ্র কালাম ঘোষনা করেছিল। **আল্লাহ্ মহান এবং দয়াবান** আর তাই তিনি প্রত্যেকটি মানুষের জন্য নাজাত লাভের পথ খোলা রেখেছেন। কিন্তু সেই সাথে আল্লাহ্ পবিত্র ও ন্যায়বান আর তাই যারা নাজাত লাভের জন্য ধার্মিকতার পথ অনুসরন করেনি, তিনি তাদের প্রত্যেক্কে বিচারে জন্য দাড় করবেন ।

বন্ধুগন, কেউ যেন আপনাকে বিভ্রান্ত করতে না পারে। আল্লাহ্ কখনও পক্ষপাতিত্বতা করেন না, এবং তিনি গুনাহ্গারদের ধ্বংস করেও কোনো আনন্দ লাভ করেন না। **আল্লাহ্ চান যেন দুনিয়ার প্রতিটি মানুষ সত্য জানতে পারে, তাঁর উপর ঈমান আনে এবং নাজাত লাভ করে।** একারনেই আল্লাহ্, পূর্বকালে, নবীদের অন্তরে অনুপ্রেরনা জুগিয়েছিলেন যেন তারা তাঁর কালাম লিখে রাখেন যাতে করে আমরা আল্লাহ্র নক্শা করা নাজাত লাভের পথের সম্বন্ধে জানতে পাড়ি, তা গ্রহণ করতে পাড়ি এবং নাজাত লাভ করতে পাড়ি! যে কেউ আল্লাহ্র দেখানো নাজাত লাভের পথ অনুসরণ করবে সেই বেহেশতে যেতে পারবে।আর যে কেউ তা অবজ্ঞা করবে এবং বর্জন করবে সেই বিনষ্ট হবে! আল্লাহ্র কাছে সব মানুষই সমান। যেমন কিতাবে লেখা আছে: আল্লাহ্ *"চান যেন সবাই নাজাত পায়! ... তবে তওবা না করলে আপনারা সবাই বিনষ্ট হবেন!"*(১ তীমথিয় ২:৪; লূক ১৩:৩)

পরবর্তী অনুষ্ঠানে, আল্লাহর্ ইচ্ছায় আমরা এমন একজন নবীর বিষয়ে জানব যিনি সেই নাজাত দাতা অর্থাত গুনাহগারীদের নাজাত দানের জন্য যিনি দুনিয়াতে এসেছিলেন, তাঁর বিষয়ে বহু ভবিষ্যদ্বানী করেছিলেন। সেই মহান নবী হলেন হযরত ইশাইয়, আল্লাহ্র এই নবী মসীহের আগমনের সাতশ বছর পূর্বে এ জগতে এসছিলেন...

আল্লাহ্ আপনাদের বরকত দান করুন যেন আপনারা এই দুটি বিষয় মনে রাখতে পারেন যা তিনি তাঁর একজন অবিশ্বস্ত নবী, হযরত ইউনুসের মধ্য দিয়ে শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন:

[এক] **"উদ্ধার করা মাবুদেরই কাজ!"** (ইউনুস ২:৯)

[দুই] **"আল্লাহ্র চোখে সবাই সমান!"** (প্রেরিত ১০:৩৪)

অধ্যায় ৫৫
নবী ইশাইয়া

শ্রোতা বন্ধুরা, শান্তি আপনাদের সহবর্তি থাকুক। আল্লাহ্‌র নামে আপনাদের অভিবাদন জানাই, শান্তির আল্লাহ্, যিনি ধার্মিকতার পথ প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তিনি চান যেন প্রত্যেকেই সে পথ সম্পর্কে জানতে পারে এবং আত্মসমর্পণ করে, এবং সত্যিকারের শান্তি যেন চিরদিন তাদের সাথে থাকে। আপনাদের অনুষ্ঠান *"ধার্মিকতার পথ"* নিয়ে আজ উপস্থিত হতে পেরে আমরা আনন্দিত।

গত দিনের পাঠে আমরা নবী **ইউনুসের** ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলাম যিনি মাবুদের কাছে থেকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু আল্লাহ্‌র উপস্থিতি থেকে পালানোর চেষ্টা করা হল নিজের ছায়ার কাছ থেকে পালানোর চেষ্টা করার মতই। এমনকি মাছের পেটের ভিতরেও আল্লাহ্ হযরত ইউনুসের সঙ্গে ছিলেন!

আজ আমরা এমন একজন নবীর জীবনী থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে যাচ্ছি যিনি হযরত ইউনুসের পরবর্তী সময়ে কাজ করে গেছেন এবং পাক্ কিতাবে তিনি অত্যন্ত পরিচিত একজন নবী। তিনি হলেন হযরত ইশাইয়া যিনি মসীহের জন্মের সাতশ বছর পূর্বে এসেছিলেন। ইশাইয়া ছিলেন জেরুজালেমে বাদশাহ্ সোলায়মান কর্তৃক নির্মিত বায়তুল-মোকদ্দসের একজন ইমাম। অন্যান্য ইমামদের সাথে হযরত ইশাইয়া কেও প্রতিদিন আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে কোরবানগহে পশু কোরবানীর করতে হত। এই কোরবানী ছিল মসীহের প্রতীকী স্বরুপ যিনি জগতের সমস্ত গুনাহ্ মুছে দেবার জন্য নিজের রক্ত ঢেলে দিয়েছিলেন।

চলুন শুনে নেওয়া যাক একদিন কি ঘটেছিল যখন হযরত ইশাইয়া বায়তুল-মোকাদ্দসে মাবুদের উদ্দেশ্যে কোরবানী দিচ্ছিলেন। নবী ইশাইয়ার কিতাবের ষষ্ঠ অধ্যায়ে, হযরত ইশাইয়া লিখেছেন:

(ইশাইয়া ৬) *১যে বছর বাদশাহ্ উষিয় ইন্তেকাল করলেন সেই বছরে* ***আমি দেখলাম দ্বীন-দুনিয়ার মালিক খুব উঁচু একটা সিংহাসনে বসে আছেন।*** *তাঁর রাজ-পোশাকের নীচের অংশ দিয়ে বাইতুল-মোকাদ্দস পূর্ণ ছিল। ২তাঁর উপরে ছিলেন কয়েকজন সানাফ; তঁদের প্রত্যেকের ছয়টা করে ডানা ছিল–দু'টি ডানা দিয়ে তাঁরা মুখ আর দু'টি ডানা দিয়ে পা ঢেকে ছিলেন এবং আর দু'টি ডানা দিয়ে তাঁরা উড়ছিলেন। ৩তাঁরা একে অন্যকে ডেকে বলছিলেন,* ***"আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র: তাঁর মহিমায় গোটা দুনিয়া পরিপূর্ণ।"*** *৪তাঁদের গলার স্বরের আওয়াজে বায়তুল-মোকাদ্দসের দরজার কব্জাগুলো কেঁপে উঠল এবং ঘরটা ধোঁয়ায় পূর্ণ হয়ে গেল। ৫তখন আমি বললাম, "হায়,* ***আমি ধ্বংস হয়ে গেলাম, কারন আমার মুখ নাপাক এবং আমি এমন লোকদের মধ্যে বাস করি যাদের মুখ নাপাক। আমি নিজের চোখে বাদশাহকে, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনকে দেখেছি।"*** *৬তখন একজন সারাফ হাতে একটা জ্বলন্ত কয়লা নিয়ে আমার কাছে উড়ে আসলেন; কয়লাটা তিনি ধূপগাহের উপর থেকে চিমটা দিয়ে নিয়েছিলেন। ৭সেই কয়লাটা তিনি আমার মুখে ছুঁইয়ে বললেন, "দেখ, এটা তোমার মুখ ছুঁয়েছে; তোমার অন্যায় দূর করা হয়েছে এবং তোমার গুনাহ্ মুছে ফেলা হয়েছে।" ৮তারপর আমি দ্বীন-দুনিয়ার মালিকের কথা শুনতে পেলাম। ৯তিনি বললেন, "আমি কাকে পাঠাব? আমাদের পক্ষ হয়ে কে যাবে?" আমি বললাম, "এইযে আমি, আপনি আমাকে পাঠান!"*

এভাবে আল্লাহ্ মাবুদ তাঁর গৌরব ও পবিত্রতা হযরত ইশাইয়ার কাছে প্রকাশ করেছিলেন এবং তাঁকে হুকুম দিয়েছিলেন তিনি যেন সমস্ত ইসরাইলীয়দের কাছে তাঁর কালাম ঘোষনা করেন এবং লিখে রাখেন অর্থাৎ যিহুদী জাতি ও তাদের পরবর্তী সকল প্রজন্মের কাছে যেন তা দলিল হিসেবে থেকে যায়। হযরত ইশাইয়ার কিতাবটি দীর্ঘ ও গভীর তত্ত্বজ্ঞাণ পূর্ণ, তাই সময়ের সল্পতার কারনে এর মধ্যকার সকল বিষয় নিয়ে আলোচনা করা সম্ভব হচ্ছে না। কিন্তু নবী ইশাইয়ার বনীগুলোকে সার-সংক্ষেপনের মাধ্যমে আমরা দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নিয়ে আলোচনা করতে পারি।

অধ্যায় ৫৫
নবী ইশাইয়া

প্রথমত, হযরত ইশাইয়া এহুদাদেরকে তাদের গুনাহ্ এবং গুনাহ্ের ফলে তারা যে শাস্তির পেতে চলেছে যে সম্পর্কে একটি **দুঃসংবাদ** দিয়েছিলেন।

দ্বিতীয়ত, হযরত ইশাইয়া তাদের কাছে একটি **সুসংবাদ** ঘোষণা করেছিলেন যা ছিল মসিহের বিষয়ে যিনি দুনিয়াতে এসে তাদের গুনাহের শাস্তির দায়ভার বহন করবেন।

অতএব, সংক্ষিপ্তাকারে, হযরত ইশাইয়ার বক্তব্যের মূল বিসয়বস্তু ছিল:

১) দুঃসংবাদটি ছিল গুনাহ্ এবং এর শাস্তির বিষয়ে; এবং

২) সুসংবাদটি ছিল নাজাত দাতার বিষয়ে যিনি দুনিয়াতে এসে গুনাহ্গারীদের বদলে নিজে গুনাহের শাস্তির মূল্য পরিষোধ করবেন।

চলুন কিতাব থেকে এমন কয়েক'টি আয়াত দেখে নেওয়া যাক যেখানে সেই দুঃসংবাদের বিষয়ে লেখা আছে যা আল্লাহ্ হযরত ইশাইয়ার অন্তরে দিয়েছিলেন যেন তিনি তা যিহুদী ও অন্যান্য, যারা শুন্তে পারে এমন সকলের উদ্দেশ্যে ঘোষনা করেছিলেন। হযরত ইশাইয়ার লিখিত কিতাবের প্রথম অধ্যায়ে লেখা আছে:

(ইশাইয়া ১) ***২হে আসমান শোন, হে দুনিয়া শোন, মাবুদ বলছেন,*** *"আমি ছেলেমেয়েদের লালন-পালন করেছি ও তাদের বড় করে তুলেছি, কিন্তু তারা আমার বিরূদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। ৩গরু তার মালিককে চেনে, গাধাও তার মালিকের যাবপাত্র চেনে; কিন্তু ইসরাইল তার মালিককে চেনে না, আমার বান্দারা আমাকে বোঝে না।" ৪হায়! তারা একটা গুনাহে পূর্ণ জাতি, দোষের ভারে বোঝাই লোক, অন্যায়কারীদের বংশ, কুকাজ করা সন্তান। তারা মাবুদকে ত্যাগ করেছে আর তাঁর দিকে পিছন ফিরিয়েছে।* ***১৩অসার কোরবানীর জিনিস তোমরা আর এনো না। তোমাদের ধূপ জ্বালানো আমার ঘৃণা লাগে। অমাবষ্যা, বিশ্রামবার এবং ধর্মীয় মাহ্ফিল- তোমাদের গুনাহের দরুন আমি এই সব সভা সহ্য করতে পারি না। ১৪আমি তোমাদের সব অমাবস্যার উৎসব ও নির্দিষ্ট ভোজ-সভা ঘৃণা করি। এগুলো আমার কাছে বোঝার মত হয়েছে; এগুলোর ভার বয়ে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। ১৫মুনাজাতের জন্য যখন তোমরা হাত তুলবে তখন আমি তোমাদের দিক থেকে আমার চোখ ফিরিয়ে নেব। যদিও অনেক মুনাজাত কর আমি তা শুনব না!"***

এভাবেই হযরত ইশাইয়া এহুদা জাতিকে তাদের ভন্ডামির জন্য তীব্র তিরস্কার করেছিলেন। তিনি সংক্ষিপ্তাকারে তাদের গুনাহ্ গুলোকে এভাবে প্রকাশ করেছিলেন: ***"এই লোকেরা মুখেই আমাকে সম্মান করে, কিন্তু তাদের দিল আমার কাছ থেকে দূরে থাকে। তারা মিথ্যাই আমার এবাদত করে; তাদের দেওয়া শিক্ষা মানুষের তৈরী কতগুলো নিয়ম মাত্র!"*** (মথি ১৫:৮,৯; ইশাইয়া ২৯:১৩)

তাদের দুরাচার ও জেদীতার প্রতি তীব্র নিন্দা জানানোর পর হযরত ইশাইয়া, তাদেরকে **সেই সুসংবাদটি** বলতে আরম্ভ করেছিলেন, যার কিনা ঈমানদারদের দিলকে পবিত্র করার ক্ষমতা আছে। চলুন বাকি সময়টুকুর মধ্যে গুনাহগারীদের নাজাত দাতা, যিনি দুনিয়াতে এসেছিলেন, সেই মসীহের সম্পর্কে নবী ইশাইয়ার লিখিত কিছু চমৎকার কালাম শুনে নেওয়া যাক। তিনি লিখেছিলেন:

অধ্যায় ৫৫
নবী ইশাইয়া

মাবুদ বলেছেন, "এখন এস আমরা বোঝাপড়া করি। যদিও তোমাদের সব গুনাহ্ টকটকে লাল হয়েছে তবুও তা বরফের মত সাদা হবে; যদিও সেগুলো গাঢ় লাল রংয়ের হয়েছে তবুও তা ভেড়ার লোমের মত সাদা হবে!" (ইশাইয়া ১:১৮)

(ইশাইয়া ৪০) *তোমদের আল্লাহ্ বলছেন, "আমার বান্দাদের সান্ত্বনা দাও, সান্ত্বনা দাও। একজনের কণ্ঠস্বর চিৎকার করে জানাচ্ছে, "তোমরা মরুভূমিতে মাবুদের পথ ঠিক কর, মরুভূমিতে আমাদের আল্লাহ্র জন্য একটা রাস্তা সোজা কর। প্রত্যেক উপত্যকা ভরা হবে, পাহাড়-পর্বত সমান করা হবে, পাহাড়ী জয়গা সমতল করা হবে, আর আসমান জমি সমান করা হবে। তখন মাবুদের গৌরব প্রকাশিত হবে, আর সমস্ত মানুষ তা একসংগে দেখবে; মাবুদই এই সব কথা বলেছেন। হে সিয়োন, সুসংবাদ আনছ যে তুমি, তুমি উঁচু পাহাড়ে গিয়ে ওঠো। হে জেরুজালেম, সুসংবাদ আনছ যে তুমি, তুমি জোরে চিৎকার কর, চিৎকার কর, ভয় কোরো না; এহুদার শহরগুলোকে বল,* ***"এই তো তোমাদের আল্লাহ্!" দেখ, আল্লাহ্ মালিক শক্তির সংগে আসছেন!***

"দ্বীন-দুনিয়ার মালিক নিজেই তোমদের কাছে একটা চিহ্ন দেখাবেন। তা হল, ***একজন অবিবাহীতা সতী মেয়ে গর্ভবতী হবে, আর তাঁর একটি ছেলে হবে;*** *তাঁর নাম রাখা হবে ইম্মানূয়েল-এই নামের মানে হল,* ***'আমাদের সংগে আল্লাহ'!"*** (ইশাইয় ৭:১৪; মথি ১:২৩)

আল্লাহ্ হযরত ইশাইয়ার মাধ্যমে এই গুপ্তরহস্য প্রকাশ করেছিলেন! আল্লাহ্র পরিকল্পনা অনুযায়ী তাঁর পাক্-রূহের শক্তি একজন অবিবাহীতা সতীর উপর এসেছিলেন–যেই নারীর কিনা পুরুষের সাথে কোন পরিচয়ই ছিল না! দনিয়াতে মসীহের এভাবেই জন্মগ্রহণ করার কথা ছিল। আপনি যেমনটি জানেন যে মসীহের কোনও জাগতিক পিতা ছিল না। জন্মগ্রহণ করার পূর্বে তিনি আল্লাহ্র নিকটে বেহশ্তে ছিলেন, কারন তিনিই সেই **কালাম** যিনি সৃষ্টির শুরুতে আল্লাহ্র সাথেই ছিলেন। নবী ইশাইয়ার ভবিষ্যদ্বানী অনুযায়ী মসীহই ছিলেন **আল্লাহ্** যিনি মানুষের **শরীর নিয়ে** দুনিয়াতে এসেছিলেন। কি অসাধারণ সত্য! আল্লাহ্, যিনি পাক্-রূহ, তিনি তাঁর অসাধারন পরিকল্পনা অনুযায়ী তাঁর রূহ ও কালাম নিয়ে একজন অবিবাহীতা সতীর গর্ভে এসেছিলেন এবং দুনিয়াতে একজন নবজাতক হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন! এ বিষয়েই হযরত ইশাইয়া ভবিষ্যদ্বানী করেছিলেন, বলেছিলেন যে *"একজন অবিবাহীতা সতী মেয়ে গর্ভবতী হবে, আর তাঁর একটি ছেলে হবে; তাঁর নাম রাখা হবে ইম্মানূয়েল-এই নামের মানে হল,* ***'আমাদের সংগে আল্লাহ'!"***

পরবর্তি যে অধ্যায়টি রয়েছে, সেখানে হযরত ইশাইয়া মসীহের আগমনের বিষয়ে অনেক কিছু লিখেছেন। একটা যায়গায় তিনি লিখেছেন:

"যে লোকেরা অন্ধকারে চলে তারা ***মহা নূর*** *দেখতে পাবে; যারা ঘন অন্ধকারের দেশে বাস করে তাদের উপর সেই নূর জ্বলবে। এই সমস্ত হবে কারন* ***একটি ছেলে*** *আমদের জন্য জন্মগ্রহণ করবেন,* ***একটি পুত্র*** *আমাদের দেওয়া হবে। আর তাঁর নাম হবে* ***আশ্চর্য পরামর্শদাতা, শক্তিশালী আল্লাহ্, চিরস্থায়ী পিতা, শক্তির বাদশাহ!"*** (ইশাইয়া ৯:২,৩) *"তখন অন্ধদের চোখ খুলে যাবে, বধিরদের কান বন্ধ থাকবে না। তখন খোঁড়ারা হরিণের মত লাফাবে, বোবাদের জিভ আনন্দে চিৎকার করবে।"* (ইশাইয়া ৩৫: ৫,৬)

এই আয়াত গুলোর মধ্য দিয়ে হযরত ইশাইয়া ভবিষ্যদ্বানী করেছিলেন যে মসীহ দুনিয়াতে আল্লাহ্র ধার্মিকতা ও রহমত নিয়ে আসবেন। এমনকি তিনি পূর্বেই এ কথা প্রকাশ করেছিলেন যে মসীহ্ এমন সব আশ্চর্য কাজ করবেন যা দুনিয়াতে আগে কেউ কখনও করেনি, আর এর জন্যই সকলে জানতে পারবে যে তিনিই সেই মসীহ

যিনি আল্লাহ্‌র উপস্থিতির সামনে থেকে এসেছেন! তাই মসীহের বিষয়ে হযরত ইশাইয়া লিখেছিলেন যে তাঁর নাম হবে: ***"আশ্চর্য পরামর্শদাতা, শক্তিশালী আল্লাহ্, চিরস্থায়ী পিতা, শক্তির বাদশাহ!"*** আজকালকার মানুষেরা যেরকমটা ভাবে নিঃসন্দেহে মসীহ্ সেরকম নবীদের মতন বা সমতুল্য নয়। নবী ইশাইয়াই স্বয়ং নিজ মুখে পাক্-নাজাত দাতা, যিনি আল্লাহ্‌র উপস্থিতির সামনে থেকে এসছিলেন, তাঁর মহিমা ঘোষনা করেছিলেন। আজ বিদায় নেবার পূর্বে আর একটি অধ্যায় না পরলেই নয়: **অধ্যায় ৫৩। নবী ইশাইয়ার লিখিত সকল অধ্যায়ের** মধ্যে এই অধ্যায়টি **সবচেয়ে চমৎকার**, কারন এই অধ্যায়টির মধ্যে হযরত ইশাইয়া মসীহের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বানী করেছিলেন যে কীভাবে দুনিয়ার সমস্ত গুনাহের শাস্তি বহন করার জন্য তিনি একটি কোরবানী করা ভেরার ন্যায় নিজের রক্ত ঢেলে দেবেন।

মনোযোগ দিয়ে শুনুন মসীহের জন্মের সাতশ বছর পূর্বে আল্লাহ্ তাঁর নবী, হযরত ইশাইয়ার মাধ্যমে কী সুসংবাদ দিয়েছিলেন। পাক্ কিতাব বলে:

(ইশাইয়া ৫৩) *১আমাদের দেওয়া খবরে কে বিশ্বাস করেছে? কার কাছেই বা মাবুদের শাক্তশালী হাত প্রকাশিত হয়েছেন? ২তিনি(অর্থাত মসীহ) তাঁর সামনে নরম চারার মত, শুকনা মাটিতে লাগানো গাছের মত বড় হলেন। তাঁর এমন সৌন্দর্য বা জাঁকজমক নেই যে, তাঁর দিকে আমরা ফিরে তাকাই; তাঁর চেহারাও এমন নয় যে, আমাদের আকর্ষন করতে পারে। ৩লোকে তাঁকে ঘৃণা করেছে ও অগ্রাহ্য করেছে; তিনি যন্ত্রণা ভোগ করেছেন এবং রোগের সংগে তাঁর পরিচয় ছিল। লোকে যাকে দেখলে মুখ ফিরায় তিনি তার মত হয়েছেন; লোকে তাঁকে ঘৃণা করেছে এবং আমরা তাঁকে সম্মান করি নি। ৪সত্যিই তিনি আমাদের সব রোগ তুলে নিয়েছেন আর আমাদের যন্ত্রণা বহন করেছেন; কিন্তু আমরা ভেবেছি আল্লাহ্ তাঁকে আঘাত করেছেন, তাঁকে মেরেছেন ও কষ্ট দিয়েছেন। ৫আমাদের গুনাহের জন্যই তাঁকে বিদ্ধ করা হয়েছে; আমাদের অন্যায়ের জন্য তাঁকে চুরমার করা হয়েছে। যে শান্তির ফলে আমাদের শান্তি এসেছে সেই শাস্তি তঁকেই দেওয়া হয়েছে; তিনি যে আঘাত পেয়েছেন তার দ্বারাই আমরা সুস্থ হয়েছি। ৬আমরা সবাই ভেড়ার মত বিপথে গিয়েছি; আমরা প্রত্যেকে নিজের নিজের পথের দিকে ফিরেছি। মাবুদ আমদের সকল অন্যায় তাঁর উপর চাপিয়েছেন।*

৭তিনি অত্যাচরিত হলেন ও কষ্ট ভোগ করলেন, কিন্তু তবুও তিনি মুখ খুললেন না; জবাই করতে নেওয়া ভেড়ার বাচ্চার মত, লোম ছাঁটাইকরীদের সামনে চুপ করে থাকা ভেড়ীর মত তিনি মুখ খুললেন না। ৮জুলুম ও অন্যায় বিচার করে তাঁকে হত্যা করা হয়েছিল। সেই সময়কার লোকদের মধ্যে কে খেয়াল করেছিল যে, আমার লোকদের গুনাহের জন্য তাঁকে জীবিতদের দেশ থেকে শেষ করে ফেলা হলেছে? সেই শাস্তি তো তাদেরই পাওনা ছিল। ৯যদিও তিনি কোন অনিষ্ঠ করেন নি কিংবা তাঁর মুখে কোন ছলনার কথা ছিল না, তবুও দুষ্টদের সংগে তাঁকে দাফন করা হয়েছিল আর মৃত্যুর দ্বারা তিনি ধনীর সংগী হয়েছিলেন। ১০আসলে মাবুদ তাঁর ইচ্ছা অনুসারে তঁকে চুরমার করেছিলেন আর তাঁকে কষ্ট ভোগ করিয়েছিলেন। মবুদের গোলাম যখন তাঁর প্রাণকে দোষের কোরবানী হিসেবে দেবেন তখন তিনি তাঁর সন্তানদের দেখতে পাবেন আর তাঁর আয়ু বড়ানো হবে; তাঁর দ্বারাই মাবুদের ইচ্ছা পূর্ণ হবে। ১১তিনি তাঁর কষ্টভোগের ফল দেখে তৃপ্ত হবেন; মাবুদ বলেছেন, আমার ন্যায়বান গোলামকে গভীরভাবে জানবার মধ্য দিয়ে অনেককে ধার্মিক বলে গ্রহণ করা হবে, কারণ তিনি তাদের সব অন্যায় বহন করবেন। ১২সেজন্য মহৎ লোকদের মধ্যে আমি তাঁকে একটা অংশ দেব আর তিনি বলবানদের সংগে বিজয়ের ফল ভোগ করবেন, কারণ তিনি নিজের ইচ্ছায় প্রাণ দিয়েছিলেন। তাঁকে

<u>গুনাহ্‌গারদের সংগে গোণা হয়েছিল; তিনি অনেকের গুনাহ্‌ বহন করেছিলেন আর গুনাহ্‌গারদের জন্য অনুরোধ করেছিলেন।</u>

এই ধরনের যন্ত্রণাভোগের বিষয়েই হযরত ইশাইয়া লিখেছিলেন, যা মসীহ আমাদের গুনাহের শাস্তির জন্য সহ্য করেছিলেন। হ্যাঁ, নাজাত দাতাই আমাদের হয়ে কষ্টভোগ করেছিলেন এবং নিজের রক্ত দিয়েছিলেন যেন আল্লাহ্‌ তাঁর ন্যায়নিষ্ঠতার সাথে কোনপ্রকার আপোষ না করে আমাদের গুনাহ্‌ মাফ করতে পারেন। আর এই কারনেই হযরত ইশাইয়া লিখেছিলেন: *<u>"আমাদের গুনাহের জন্যই তাঁকে বিদ্ধ করা হয়েছে;</u>* ***<u>আমাদের অন্যায়ের জন্য</u>*** *<u>তাঁকে চুরমার করা হয়েছে... আমরা সবাই ভেড়ার মত বিপথে গিয়েছি; আমরা প্রত্যেকে নিজের নিজের পথের দিকে ফিরেছি।</u>* ***<u>মাবুদ আমদের সকল অন্যায় তাঁর উপর চাপিয়েছেন।"</u>*** <u>(ইশাইয়া ৫৩: ৫,৬)</u> এই অসাধারন আয়াত'টিই নবী ইশাইয়ার সম্পূর্ণ কিতাবটিকে দু'টি মূল বিষয়ের মধ্য দিয়ে সংক্ষেপে প্রকাশ করেছে; তা হল: একটি **দুঃসংবাদ** ও একটি **সুসংবাদ**।

১) প্রথমটি হল, সেই দুঃসংবাদটি যা প্রকাশ করে যে আমরা সকলেই গুনাহ্‌ করেছি এবং এই গুনাহের শাস্তি হতে নিজেদের রক্ষা করার কোনও উপায়ই আমদের হাতে নেই। সে কারনেই হযরতা ইশাইয়া লিখেছিলেন: ***<u>"আমরা সবাই ভেড়ার মত বিপথে গিয়েছি; আমরা প্রত্যেকে নিজের নিজের পথের দিকে ফিরেছি!"</u>***

২) দ্বিতীয়টি হল, একটি সুসংবাদ যা আমাদের আশ্বস্ত করে যে আমাদের মত গুনাহ্‌গারদের নাজাত দানের জন্য আল্লাহ্‌ একটি পরিকল্পনা রেখেছিলেন আর সেই পরিকল্পনাটি বস্তবায়ীত হয়েছে মসীহের মৃত্যু ও মৃত্যু থেকে জেগে উঠবার মধ্য দিয়ে। আর তাই হযরত ইশাইয়া লিখেছিলেন: ***<u>"আমাদের অন্যায়ের জন্য তাঁকে চুরমার করা হয়েছে... আমরা সবাই ভেড়ার মত বিপথে গিয়েছি; আমরা প্রত্যেকে নিজের নিজের পথের দিকে ফিরেছি। মাবুদ আমদের সকল অন্যায় তাঁর উপর চাপিয়েছেন।"</u>***

বন্ধুগন, আপনারা কি কখনও ভেবে দেখেছেন যে পবিত্রতম, আল্লাহ্‌ পাকের সামনে আপনার গুনাহ্‌ কতটা গুরুতর? আপনি কি **বিশ্বাস** করেন যে মসীহ্‌, যিনি অবিবাহীতা সতী নরীর গর্ভের মধ্য দিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তিনিই ***'আমাদের সংগে আল্লাহ্‌'?***

আপনি কি জানেন কেন মসীহকে কোরবানীর ভেড়ার মত নিজের রক্ত দিতে হয়েছিল?

নবী ইশাইয়ার এ সকল জীবন দায়ী আয়ত গুলো নিয়ে ধ্যান করুন। আল্লাহ্‌ আপনাকে সাহায্য করতে চান যেন আপনি হযরত ইশাইয়ার লিখিত অধ্যায় ৫৩ এর প্রতিটি কথা বুঝতে পরেন। আজ আমরা যা শিক্ষা গ্রহণ করলাম সে সম্পর্কে আপনি কোন কিছু না বুঝে থাকলে, অথবা আপনার কোন প্রশ্ন থাকলে আমাদের কাছে লিখতে পারেন...

এতক্ষন আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ। আল্লাহ্‌ আপনাদের বরকত দান করুন যেন হযরত ইশাইয়ার মধ্য দিয়ে তাঁর নাজিল করা বার্তা গুলো নিয়ে আপনারা গভীরভাবে ধ্যান করতে পারেন: ***মাবুদ বলেছেন, <u>"এখন এস আমরা বোঝাপড়া করি। যদিও তোমাদের সব গুনাহ্‌ টকটকে লাল হয়েছে তবুও তা বরফের মত সাদা হবে; যদিও সেগুলো গাঢ় লাল রংয়ের হয়েছে তবুও তা ভেড়ার লোমের মত সাদা হবে!" (ইশাইয়া ১:১৮)</u>***

অধ্যায় ৫৬
নবী ইয়ারমিয়া; ইয়ারমিয়া

শ্রোতা বন্ধুরা, শান্তি আপনাদের সহবর্তি থাকুক। আল্লাহ্‌র নামে আপনাদের অভিবাদন জানাই, শান্তির আল্লাহ্‌, যিনি ধার্মিকতার পথ প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তিনি চান যেন প্রত্যেকেই সে পথ সম্পর্কে জানতে পারে এবং আত্মসমর্পণ করে, এবং সত্যিকারের শান্তি যেন চিরদিন তাদের সাথে থাকে। আপনাদের অনুষ্ঠান *"ধার্মিকতার পথ"* নিয়ে আজ উপস্থিত হতে পেরে আমরা আনন্দিত।

গত অনুষ্ঠানে আমরা শুনেছি, যে মসীহের আসবার কথা ছিল, তাঁর বিষয়ে নবী **ইশাইয়া** অনেক কিছু লিখেছিলেন। মসীহের জন্মের সাতশ বছর আগে, আল্লাহ্‌ হযরত ইশাইয়ার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছিলেন যে কিভাবে গুনাহ্‌গারদের এই নাজাতদাতা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে আসবেন, সতী কুমারী নারীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করবেন, পাক্‌ জীবন যাপন করবেন এবং এমন সব কেরামতি কাজ করবেন যা আগে কেউ কখনও করে নি। কিন্তু নবী ইশাইয়া এটাও ভাববনী করেছিলেন যে জগতের গুনাহের জন্য মসীহ কোরবানীর ভেড়ার মত নিজের রক্ত কোরবানী করবেন। আর তাঁর কোরবনী সমাপ্ত হলে পরে তিনি মৃত্যুর উপর বিজয় লাভ করবেন এবং জীবিত হয়ে কবর থেকে উঠবেন এবং যারা তাঁর উপর ঈমান আনবে, তাদের সকলকে তিনি অনন্ত জীবন দান করবেন। আজ আমরা আল্লাহ্‌র আরেকজন মহান নবী–**হযরত ইয়ারমিয়া**র কিতাব থেকে আলোচনা করার পরিকল্পনা করেছি।

হযরত ইয়ারমিয়ার জীবনকাল ছিল হযরত ইশাইয়ার প্রায় একশ বছর পরে। আমরা ইতিমধ্যেই জানেছি যে সে সময় থেকে ইসরাইল আর একটি অভিন্ন জাতি ছিল না। এটি ইসরাইল ও এহুদা নামক দুটি ভিন্ন জাতিতে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। ইয়ারমিয়ার সময়ে, **ইসরাইলের** রাজ্য, অর্থাৎ যা উত্তর দিকে অবস্থিত ছিল, তা ধ্বংশ হয়ে গিয়েছিল। আল্লাহ্‌ ইসরাইলের লোকদেরকে তাদের শত্রুদের হাতে সমর্পন করেছিলেন কারন তারা নবীদের তবলিগ শুনে তার উপর ঈমান আনে নি এবং তাদের গুনাহের কারনে তওবা করে নি। আর একারনেই ইহুদী জাতির মধ্যে **কেবল মাত্র এহুদাই** অবশিষ্ট ছিল। এগুদা ছিল দক্ষিন দিকের রাজ্য; এর রাজধানী ছিল জেরুজালেম যেখানে বাদশাহ্‌ সোলায়মানের নির্মিত মোকাদ্দসটি অবস্থিত ছিল। আমরা ইতিমধ্যে এটাও জেনেছি যে, এহুদাই হল সেই জাতি যার মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌ এই দুনিয়াতে মসীহকে নিয়ে আসার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

হযরত ইয়ারমিয়া একজন ইহুদী ছিলেন। জেরুজালেম থেকে মাত্র পাঁচ কিলোমিটার দূরের একটি গ্রমে তাঁর জন্ম। হযরত ইয়ারমিয়ার পিতা বায়তুল মোকদ্দসের একজন ইমাম ছিলেন। সে সময় জেরুজালেমের অধিকাংশ ইহুদীরাই তখন পর্যন্ত **খুব ধর্মভীরু** ছিল, তাদের পূর্বপুরুষদের পালন করা আচারানুষ্ঠান পালান করত, কিন্তু **আল্লাহ্‌র কালামের প্রতি তাদের কোন মনোযোগ ছিল না**। কিন্তু হযরত ইয়ারমিয়া ছিলেন এমন একজন যিনি আল্লাহ্‌র কালামের প্রতি যত্নশীল ছিলেন এবং এর বাধ্য হয়ে চলতেন; তিনি সেদিনের খোঁজ করছিলেন যে কবে আল্লাহ্‌ মসীহকে এই দুনিয়াতে পাঠাবেন।

চলুন এখন শুনে নেওয়া যাক যে কিভাবে আল্লাহ্‌ হযরত ইয়ারমিয়াকে একজন নবী হওয়ার জন্য ডেকেছিলেন, হযরত ইয়ারমিয়া লিখেছেন:

(ইয়ারমিয়া ১) *৪মাবুদ আমাকে বললেন, ৫"**তোমাকে মায়ের গর্ভে গঠন করবার আগেই আমি তোমাকে বেছে রেখেছি। তোমার জন্মের আগেই আমি তোমাকে আলাদা করে রেখে জাতিদের কাছে নবী হিসাবে নিযুক্ত করেছি।**"
৬তখন আমি বললাম, "হে আল্লাহ্‌ মালিক, আমি কথা বলতে জানি না; আমি তো ছেলেমানুষ।" ৭কিন্তু মাবুদ আমাকে বললেন, "তুমি ছেলেমানুষ এই কথা বোলো না। আমি যাদের কাছে তোমাকে পাঠাব তাদের প্রত্যেকের কাছে তুমি যাবে এবং আমি যা বলতে হুকুম করব তা-ই বলবে। ৮তুমি তাদের ভয় কোরো না, কারণ আমি মাবুদ তোমাকে রক্ষা করবার জন্য তোমার সংগে সংগে আছি।" ৯তারপর মাবুদ হাত বাড়িয়ে আমার মুখ ছুঁলেন এবং*

আমাকে বললেন, "এখন আমি তোমার মুখে আমার কালাম দিলাম। ১০দেখ, উপড়ে ও ভেংগে ফেলবার জন্য, ধ্বংস ও সর্বনাশ করবার জন্য এবং তৈরী করবার ও স্থাপন করবার জন্য আজ আমি তোমাকে জাতি ও রাজ্যগুলোর উপরে নিযুক্ত করলাম।"

এভাবে আল্লাহ্ হযরত ইয়ারমিয়াকে তাঁর নবী হওয়ার জন্য ডেকেছিলেন। আল্লাহ্ তাঁকে নিযুক্ত করেছিলেন যেন তিনি তাঁর নিজ জাতির লোকদের কাছে গিয়ে এ কথা ঘোষনা করেন যে তারা যদি তাদের গুনাহের জন্য তওবা না করে এবং সে পথ থেকে মাবুদ ও তাঁর কালামের প্রতি না ফিরে আসে তাহলে আল্লাহ্ তাদের শাস্তি দেবেন। হযরত ইয়ারমিয়ার এইসব কথা খুব অপ্রীতিকর ও কঠিন ছিল, কারণ **ইহুদীরা একথা কখনোই সহ্য করতে পারত না যদি কেউ তাদের বলত যে তাদের ধর্মীয় কার্যক্রম আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করতে পারে না**। কিন্তু হযরত ইয়ারমিয়া খোশামোদকরী লোক ছিলেন না। আর এভাবেই চব্বিশ বছর ধরে, হযরত ইয়ারমিয়া জেরুজালেম এবং সমস্ত এহুদার মধ্যে তবলিগ করে গেছেন, তিনি এই বলে ঘোষনা করেছেন: "আল্লাহ্ চান যেন আমি তোমাদের হুশিয়ার করি যে তোমরা যদি নিজেদের গুনাহের জন্য তওবা না কর এবং আল্লাহ্‌র কালামের প্রতি মন না ফিরাও– তাহলে আল্লাহ্ ব্যাবিলনীয় সৈন্যদের এ রাজ্য আক্রমণের অনুমতি দেবেন, তাতে তারা জেরুজালেম আক্রমন করবে, বাইতুল মোকাদ্দস ও শহর উভয়ই পুড়িয়ে ধ্বংশ করে দেবে! এরপর তারা তোমাদেরকে বন্দি করে দূরবর্তী কোন দেশে নিয়ে যাবে!" এসব কথাই হযরত ইয়ারমিয় এহুদায় বসবাসকারী ইহুদীদের কাছে তবলিগ করতেন।

চলুন হযরত ইয়ারমিয়ার লিখিত কিতাব থেকে কিছু উদ্ধিৃতাংশ পরে নেওয়া যাক যেখানে তিনি তাঁর স্বজাতিয় ইহুদীদের হুশিয়ার করেছেন। ইয়ারমিয়ার লিখিত কিতাবের সপ্তম অধ্যায় থেকে আমরা পরব:

(ইয়ারমিয়া ৭) *১"মাবুদ ইয়ারমিয়াকে বায়তুল-মোকাদ্দসের দরজায় দাঁড়িয়ে এই খবর ঘোষণা করতে বললেন যে, এহুদার যে সমস্ড় লোক এই দরজাগুলো দিয়ে মাবুদের এবাদত করবার জন্য ঢোকে তারা যেন মাবুদের কালাম শোনে। ৩ইসরাইলের মাবুদ আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলছেন, "তোমরা যদি তোমাদের আচার-ব্যবহার ও কাজকর্ম সংশোধন কর তাহলে আমি তোমাদের এই জায়গায় বাস করতে দেব। ৪মাবুদের ঘরের নাম নিয়ে বার বার যে মিথ্যা কথা বলা হয় তোমরা তা বিশ্বাস কোরো না।৫যদি সত্যিসত্যিই তোমরা তোমাদের আচার-ব্যবহার ও কাজকর্মের পরিবর্তন কর এবং ন্যায়ভাবে একে অন্যের সংগে ব্যবহার কর, ৬যদি বিদেশী, এতিম কিংবা বিধবাদের জুলুম না কর এবং এই দেশে নির্দোষের রক্তপাত না কর আর দেব-দেবীদের পিছনে গিয়ে নিজেদের ক্ষতি না কর, ৭তবে এই যে দেশ আমি তোমাদের পূর্বপুরষদের যুগ যুগ ধরে বাস করবার জন্য দিয়েছি এখানে আমি তোমাদের বাস করতে দেব। ৮"দেখ, তোমরা মিথ্যা কথায় বিশ্বাস করছ, কিন্তু তাতে কোন লাভ নেই। ৯তোমরা তো চুরি, খুন, জেনা ও মিথ্যা কসম খাও আর বাল দেবতাদের উদ্দেশে ধূপ জ্বালাও। এছাড়া যে দেব-দেবীদের তোমরা চেন না তোমরা তাদের পিছনে গিয়ে থাক। ১০তারপর এসে তোমরা আমার ঘরে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে বল যে, তোমরা নিরাপদ। তোমরা তা কর যাতে তোমরা ঐ সব জঘন্য কাজ করে যেতে পার।"*

এভাবে নবী ইয়ারমিয়া ইহুদীদের তিরষ্কার করেছিলেন যারা **আল্লাহ্‌কে জানার ভান করত** কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের কাজের মাধ্যমে তাঁকে অস্বীকার করত। সতেরতম অধ্যায়ে নবী ইয়ারমিয়া আরও যুক্ত করেছেন:

(ইয়ারমিয়া ১৭) *৫মাবুদ বলছেন, "যে লোক মানুষের উপর ভরসা করে ও শক্তির জন্য নিজের শরীরের উপর বিশ্বাস করে এবং যার দিল আমার কাছ থেকে সরে গেছে সে বদদোয়াপ্রাপ্ত।৯"অন্তর সব কিছুর চেয়ে ঠগ, তাকে*

কোন রকমে ভাল করা যায় না। কেউ মানুষের দিল বুঝতে পারে না।১০আমি মাবুদ দিল খুঁজে দেখি ও মনের পরীক্ষা করি; আমি মানুষের চলাফেরা ও তার কাজের পাওনা অনুসারে ফল দিই।”

এভাবে এহুদার নিবাসীদের হুশিয়ার করার মাধ্যমে হযরত ইয়ারমিয়া তাদের জানিয়েছিলেন যে: “তোমরা যদি নিজেদের গুনাহের জন্য তওবা না কর এবং আল্লাহ্‌র প্রতি মন না ফিরাও– তাহলে ব্যবিলনীয় সৈন্যরা বাইতুল মোকাদ্দস ও শহর পুড়িয়ে ধ্বংশ করে দেবে! আর তোমরা তাদের গোলাম হবে!”

এবিষয়টি নিয়ে আপনি কি ভাবছেন? আপনি কি মনে করেন যে এহুদার লোকেরা এসব কথা যত্ন সহকারে মনোযোগ দিয়ে শুনেছিল যা আল্লাহ্‌, নবী ইয়ারমিয়ার মুখ দ্বারা প্রকাশ করেছিলেন? **তাদের মধ্যে বেশীর ভাগ লোকই এই হুশিয়ারীর প্রতি কোন মনোযোগ দেন নি**! এমনকি ইমামরাও হযরত ইয়ারমিয়ার কথা বিশ্বাস কর নি। বরং, যখন ইমামরা নবী ইয়ারমিয়ার এসব কথা শুনল, তারা তখনই তাঁকে গ্রেফতার করল, চাবুক মারল এবং শিকল দিয়ে সেদিন তাঁর পা বেঁধে রাখল। ইমামেরা কোনভাবেই এ কথা বিশ্বাস করতে পারল না যে আল্লাহ্‌ তাদের দুশমন, ব্যাবিলনীয়দেরকে জেরুজালেমে প্রবেশের অনুমতি দিতে পারে যাতে করে তারা বাদশাহ্‌ সোলায়মানের দ্বারা নির্মিত বাইতুল মোকাদ্দস এবং শহর ধ্বংস করতে পারে। তাদের চিন্তা অনুসারে, এ ঘটনা কখনই ঘটতে পারে না! তারা হযরত ইয়ারমিয়ার উপর রেগে গিয়েছিলেন কারন তিনি জেরুজালেমের ধ্বংসের বিষয়ে ভাববনী করছিলেন এবং আল্লাহ্‌র কালাম একটি কিতাবে লিখেছিলেন।

শুধুমাত্র জনসাধারন এবং ইমামরাই আল্লাহ্‌র নবী কথা গ্রহন করতে অস্বীকৃতি জানান নি, এহুদার রাজা নিজেও সে কথা অগ্রাহ্য করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে রাজা, হযরত ইয়ারমিয়ার লিখিত কিতাবটি পরে, সেটা ছুরি দিয়ে **কেঁটে টুকরা** করে তা ময়দানের আগুনের গামলায় ছুড়ে ফেলে দিয়েছিলেন এতে করে সম্পূর্ন কিতাব খানা পুড়ে গিয়েছিল! এহুদার রাজা এটাই করেছিলেন। তিনি তার গুনাহের জন্য তওবাও করেন নি এবং আল্লাহ্‌র কালাম গ্রহণও করেন নি। হ্যাঁ, রাজা নবী ইয়ারমিয়ার লিখিত কিতাব খানা পুড়িয়ে দিয়েছিলেন, **কিন্তু তিনি আল্লাহ্‌র আইন বাতিল করতে পারেন** নি। আল্লাহ্‌ হযরত ইয়ারমিয়াকে সেসকল কথা পুনরায় আরেকটি কিতাবে লিখে রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

আপনি যদি হযরত ইয়ারমিয়ার কিতাবটি অধ্যায়ন করেন, তাহলে আপনি দেখতে পাবেন কিভাবে এহুদার **সেই রাজা, ইমামেরা এবং জনসাধারন নবী ইয়ারমিয়ার উপর অকথ্য নির্যাতন চালিয়েছিল,** তারা প্রায়ই তাঁকে বন্দি করে রাখত। একবার তারা তাঁকে এক গভীর ও কাদায় পূর্ণ গর্তে ফেলে দিয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ্‌ তাঁকে উদ্ধার করেছিলেন, তিনি একজন আফ্রিকানকে পাঠিয়েছিলেন যে তাঁকে সেই গর্ত থেকে টেনে তুলেছিল।

কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জেনে রাখ দরকার, তা হল যদিও অধিকাংশ ইহুদীই নবী ইয়ারমিয়ার কথা **শুনতে নারাজ** ছিল তার মানে এই নয় যে তারা কারও কথাই শুনত না! যারা নিজেদের নবী হিসেবে দাবি করত, **তারা তাদের কথা শুনত**–কিন্তু তারা আসলে **মিথ্যা নবী** ছিল! কিতাব এবিষয়ে আমাদের বলে যে এমন অনেক লোক ছিল যারা নিজেদেরকে আল্লাহ্‌র নবী হিসেবে দাবি করেছ, কিন্তু বাস্তবিক তারা ছিল ভন্ড এবং প্রতারক, কারন **তাদের বানীগুলো আল্লাহ্‌র কাছ থেকে আসত না**। কাজেই, নবী ইয়ারমিয়া যখন জেরুজালেমের প্রতি আল্লাহ্‌র শাস্তির কথা ঘোষণা করছিলেন, তখন মিথ্যা নবীরা এহুদার লোকদের বলছিল, “না, না! যে মহাবিপদের কথা ইয়ারমিয়া ভাববানী করছে, তা কখনও ঘটবে না! ব্যাবিলনীয়রা কখনও জেরুজালেম ধ্বংস করতে পারবে না! কেউই আল্লাহ্‌র মোকাদ্দসকে ধ্বংস করতে পারবে না! কোন বিপর্যয়ই ঘটবে না! তোমরা কেবল শান্তিতেই

থাকবে!"{উলুফের সংস্কৃতিতে "শান্তি" দ্বারা সম্পূর্ণতাকে বোঝায়। তাদের সংস্কৃতিতে "তুমি কেমন আছ?" এ প্রশ্নের গতানুগতিক উত্তর হবে "শান্তিতে আছি!"}

কিন্তু হযরত ইয়ারমিয়া সকল ইহুদীদের উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন,

(ইয়ারমিয়া ২৩) *১৬আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলছেন, **"নবীরা যে কথা বলছে তা তোমরা শুনো না; তারা তোমাদের মনে মিথ্যা আশা জাগিয়েছে।** তারা মাবুদের মুখ থেকে শুনে কথা বলে না বরং নিজেদের মনগড়া দর্শনের কথা বলে। ২১এই নবীদের আমি পাঠাইনি, তবুও তারা আগ্রহের সংগে তাদের সংবাদ লোকদের জানিয়েছে; আমি তাদের কোন কথা বলি নি, তবুও তারা কথা বলেছে। ২২কিন্তু তারা যদি আমার সামনে দাঁড়াত, তাহলে আমার বান্দাদের কাছে তারা আমার কালামই ঘোষণা করত আর খারাপ পথ ও খারাপ কাজ থেকে তাদের ফিরাত।"*

এভাবে হযরত ইয়ারমিয়া ইহুদীদের সেসব লোকেদের কথা থেকে সতর্ক থাকার হুশিয়ারী দিয়েছিলেন যারা কেবল সুখ-সাচ্ছন্দের বিষয়ে বলে থাকে। কিন্তু, দুর্ভাগ্যবশত, এহুদার বেশীরভাগ লোকই আল্লাহ্‌র নবী হযরত ইয়ারমিয়ার হুশিয়ারিতে মনোযোগ দেয় নি। তার বদলে **তারা মিথ্যা নবীদের কথা বিশ্বাস করেছিল**। সে যাই হোক, একটা সময় পরে, যখন **খুব দেরি** হয়ে গিয়েছিল, সে সময় রাজা, ইমামেরা, জনসাধারন এবং মিথ্যা নবীরা বুঝতে পেরেছিল যে কে আসলে **সত্য আল্লাহ্‌র কালাম** জাহির করেছিল! তারা তখন তা বুঝতে পেরেছিল কারণ জেরুজালেমের ধ্বংস হবার বিষয়ে নবী ইয়ারমিয়ার ঘোষণা করা প্রতিটি ভাববানীই পূর্ণ হয়েছিল। আল্লাহ্‌র কালাম সব সময়ই পূর্ণতা লাভ করে।

চলুন শুনে নেওয়া যাক, এবিষয়ে কিতাব কি বলে:

(ইয়ারমিয়া ৫২) *৪"সেইজন্য তাঁর রাজত্বের নবম বছরের দশম মাসের দশ দিনের দিন ব্যাবিলনের বাদশাহ বখতে-নাসার তাঁর সমস্ত সৈন্যদল নিয়ে জের"জালেমের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করলেন। তারা শহরের বাইরে ছাউনি ফেলল এবং শহরের চারপাশে ঢিবি তৈরী করল। ৫বাদশাহ্ সিদিকিয়ের রাজত্বের এগারো বছর পর্যন্ত শহরটা ঘেরাও করে রাখা হল। ৬চতুর্থ মাসের নয় দিনের দিন শহরে দুর্ভিক্ষের অবস্থা এত ভীষণ হল যে, লোকদের খাওয়ার জন্য কিছুই ছিল না। ৭পরে শহরের দেয়ালের একটা জায়গা ভেংগে গেল। যদিও ব্যাবিলনীয়রা তখনও শহরটা ঘেরাও করে ছিল তবুও রাতের বেলায় এহুদার সমস্ত সৈন্য বাদশাহ্‌র বাগানের কাছে দুই দেয়ালের দরজা দিয়ে পালিয়ে গিয়ে আরবার দিকে গেল।৯তারা সিদিকিয়কে বন্দী করে হামা দেশের রিব-তে ব্যাবিলনের বাদশাহ্‌র কাছে নিয়ে গেল এবং সেখানে তাঁকে শাস্তির হুকুম দেওয়া হল। ১০ব্যাবিলনের বাদশাহ রিব-তে সিদিকিয়ের চোখের সামনেই তাঁর ছেলেদের হত্যা করলেন এবং এহুদার সমস্ত রাজকর্মচারীদেরও হত্যা করলেন।১১তারপর তিনি সিদিকিয়ের চোখ দু'টা তুলে ফেলে, তাঁকে ব্রোঞ্জের শিকল দিয়ে বেঁধে ব্যাবিলনে নিয়ে গেলেন এবং তিনি না মরা পর্যন্ত তাঁকে জেলখানায় রাখলেন১৩তিনি মাবুদের ঘরে, রাজবাড়ীতে এবং জের"জালেমের সমস্ত বাড়ীতে আগুন ধরিয়ে দিলেন। সমস্ত প্রধান প্রধান বাড়ী তিনি পুড়িয়ে ফেললেন। ১৪বাদশাহ্‌র রক্ষীদলের সেনাপতির অধীনে ব্যাবিলনীয় সমস্ত সৈন্যদল জের"জালেমের দেয়াল ভেংগে ফেলল। ১৫যে সব গরীব লোক শহরে পড়ে ছিল তাদের কয়েকজনকে ও বাদবাকী কারিগরদের এবং যারা ব্যাবিলনের বাদশাহ্‌র পক্ষে গিয়েছিল রক্ষীদলের সেনাপতি নবূষরদন তাদের বন্দী করে নিয়ে গেলেন। ১৬কিন্তু আংগুর ক্ষেত দেখাশোনা ও জমি চাষ করবার জন্য কিছু গরীব লোককে তিনি দেশে রেখে গেলেন২৭এইভাবে এহুদার লোকদের বন্দী করে নিজের দেশ থেকে দূরে নিয়ে যাওয়া হল। এখানে আমরা দেখতে পাই, আল্লাহ্, তাঁর নবী ইয়ারমিয়ার মুখ দিয়ে প্রকাশিত প্রত্যেকটি ভাববানী কিভাবে*

*পূর্ণ করেছিলেন। তখন এহুদার সমস্ত লোক বুঝতে পেরেছিল যে হযরত ইয়ারমিয়ার সকল কথা ছিল **সত্যের কালাম**। কিন্তু তখন সেই বুঝতে পারাটার আর কোন মূল্য ছিল না কারণ তখন তারা ব্যাবিলনীয় সৈন্যদের হাতে বন্দি হয়ে গিয়েছিল!"*

আমাদের এই পাঠ আজ কিভাবে সমাপ্ত করা উচিৎ? হতে পারে আমরা এই শিক্ষার মধ্য দিয়ে শেষ করতে পারি যে: শেষ বিচারের দিন, আদমের প্রত্যেকটি সন্তান অবশেষে বুঝতে পারবে যে কোনটি সত্য এবং কোনটি মিথ্যা। কিন্তু, আল্লাহ্ চান যেন **আপনি *এখনই* উপলব্ধি করতে পারেন যে কোনটি সত্য ও কোনটি মিথ্যা–কারন দুনিয়াতে আপনার জীবনকালে যে সত্যকে জেনেও আপনি তা ঘৃণা করেছেন, হাশরের দিনে সে বুঝ আপনার তখন আর কোন কাজে আসবে না!** হাশরের দিনে তওবা করার আর কোন সুযোগ থাকবে না, কারণ আপনার গুনাহের কারনে আপনি তখন বিনষ্ট হয়ে যাবেন! আর এ কারণে আল্লাহ্র কালাম বলে থাকে: ***"এখনই** উপযুক্ত সময়, **আজই** নাজাত পাবার দিন!"* (২ করিন্থীয় ৬:২ আয়াত)

"প্রিয় সন্তানেরা, তোমরা সব রূহকে বিশ্বাস কোরো না, বরং যাচাই করে দেখ তারা আল্লাহ্ থেকে এসেছে কি না, কারণ দুনিয়াতে অনেক ভন্ড নবী বের হয়েছে!" (১ ইউহোন্না ৪:১)

পরবর্তী পাঠে আমরা দেখব, যেসব ইহুদীদেরকে ব্যাবিলনে বন্দি করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তাদের পরবর্তী অবস্থা কি হয়েছিল...

আল্লাহ্ আপনার রহমত দান করুন যেন আপনি আল্লাহ্র ওয়াদা বুঝতে পারেন, যা নবী ইয়ারমিয়ার লেখার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। মাবুদ আল্লাহ্ বলছেন,

"যখন তোমরা আমাকে গভীরভাবে জানতে আগ্রহী হবে তখন আমাকে জানতে পারবে।" (ইয়ারমিয়া ২৯:১৩)

অধ্যায় ৫৭
নবী দানিয়াল; দানিয়াল ১, ৬

শ্রোতা বন্ধুরা, শান্তি আপনাদের সহবর্তি থাকুক। আল্লাহ্‌র নামে আপনাদের অভিবাদন জানাই, শান্তির আল্লাহ্, যিনি ধার্মিকতার পথ প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তিনি চান যেন প্রত্যেকেই সে পথ সম্পর্কে জানতে পারে এবং আত্মসমর্পণ করে, এবং সত্যিকারের শান্তি যেন চিরদিন তাদের সাথে থাকে। আপনাদের অনুষ্ঠান *"ধার্মিকতার পথ"* নিয়ে আজ উপস্থিত হতে পেরে আমরা আনন্দিত।

গত দিনের পাঠে আমরা, **ইয়ারমিয়ার** কিতাব থেকে অধ্যায়ন করেছি। মসীহের আগমনের প্রায় ছয়শত বছর পূর্বে হযরত ইয়ারমিয়া এসেছিলেন। আমরা দেখেছি, হযরত ইয়ারমিয়া কিভাবে তাঁর স্বজাতি ইহুদীদের সতর্ক করেছিলেন যে যদি তারা তাদের গুনাহের জন্য তওবা না করে ও আল্লাহ্‌র কাছে ফিরে না আসে তবে ব্যাবিলনের সৈন্যরা এসে জেরুজালেম শহর ধ্বংস করবে এবং তাদের বন্দি করে নিয়ে যাবে। দুঃখের বিষয় হল, অধিকাংশ ইহুদীই তাদের **মিথ্যা নবীদের** কথা শুনেছিল এবং তারা নবী ইয়ারমিয়ার কথায় মনোযোগ দেওয়ার কোন প্রয়োজন বোধ করে নি। ফলে আমরা দেখেছি যে ব্যাবিলনীয়রা আক্রমন করেছিল, জেরুজালেম ধ্বংস করে ইহুদীদের ব্যাবিলনে বন্দি করে নিয়ে গিয়েছিল। আল্লাহ্‌র তাঁর নবী হযরত ইয়ারমিয়ার মুখ দিয়ে যে সকল ভাববানী প্রকাশ করেছিলেন, তার সবকিছু ঠিক সেভাবেই পূর্ণ হয়েছিল।

কিন্তু জেরুজালেমের ধ্বংস, এমন অর্থ বহন করে নি যে আল্লাহ্, ইহুদী জাতিকে একেবারে ত্যাগ করেছিলেন, অর্থাৎ বহু বছর আগে থেকে যে জাতির লোকদের তিনি মনোনীত করেছিলেন । আল্লাহ্ ইব্রাহিম, ইস্‌হাক ও ইয়াকুবের সাথে করা **চুক্তির** কথা ভূলে জান নি যে, *"দুনিয়ার সকল জাতির মানুষ তোমর দ্বারা রহমত লাভ করবে।"* আল্লাহ্, হযরত ইব্রাহিমের বংশ, ইহুদী জাতির মধ্য দিয়ে দুনিয়াতে সেই নাজাতদাতাকে পাঠানোর **পরিকল্পনাটির** কথা ভূলে জান নি। আর সে ঘটনাগুলো কিতাব বর্ণনা করে থাকে যে **সত্তর** বছর যাবত ব্যাবিলনে, আল্লাহ্ কিভাবে ইহুদী জাতির যত্ন নিয়েছিলেন, যতদিন না পর্যন্ত তাঁর ওয়াদা অনুযায়ী তিনি তাদের পুনরায় জেরুজালেমে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছিলেন। যাইহোক, সেই কহিনীগুলো শুনতে হলে আপনাকে পরবর্তী অনুষ্ঠান পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

আজ আমরা একজন ইহুদী যুবকের জীবনি নিয়ে আলোচনা করার পরিকল্পনা করেছি, যিনি ব্যাবিলনে একজন বন্দি হিসেবে ছিলেন। সেই যুবকটি হলেন **দানিয়াল**–আল্লাহ্‌র নবী, হযরত দানিয়াল। দানিয়াল নামের অর্থ হল ***আল্লাহ্ আমার বিচারক***। এটা সংক্ষেপে হযরত দানিয়ালের জীবনের সাক্ষ্য। হযরত দানিয়াল সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন, যাঁর সামনে সকলকেই একদিন নতি স্বীকার করতে হবে, তাঁকে ছাড়া আর কারও কাছে মাথা নত করতেন না। অন্য লোকেরা তাঁকে নিয়ে কি ভাবছে সে বিষয়ে হযরত দানিয়াল কখনই ভাবতেন না। কেবল মাত্র আল্লাহ্'তালার এবাদত করাই তাঁর জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল। আল্লাহ'তালা ছিলেন হযরত দানিয়ালেন বিচারক। হযরত দানিয়াল, বহু বছর আগে বাদশাহ্ সোলায়মানের লেখা এই আয়াতটিকে খুব জোরালো ভাবে বিশ্বাস করতেন, ***"মানুষকে যে ভয় করে সেই ভয় তার পক্ষে ফাঁদ হয়ে দাঁড়ায়, কিন্তু যে মাবুদের উপর ভরসা করে সে নিরাপদ থাকে।"***(মেসাল ২৯:২৫ আয়াত)

আল্লাহ্ হযরত দানিয়ালকে এক গভীর জ্ঞানপূর্ণ কিতাব লিখতে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিলেন। দানিয়ালের কিতাবে অনেক প্রতিভাস মূলক আয়াত(ভবিষ্যদ্বানী) রয়েছে যা কিনা মানুষের মন কল্পনাবলেও রচনা করতে সমর্থ হয়নি। শুধু মাত্র আল্লাহ্ জানেন যে ভবিষ্যতে কি ঘটবে। তবুও দানিয়াল দুনিয়ার এমন **অনেক জাতির ইতিহাস** সম্পর্কে লিখেছিলেন–যেসব জাতির কিনা তখন কোন অস্তিত্বই ছিল না! উদাহরণ সরূপ হযরত দানিয়াল পারস্য, গ্রীস এবং রোম সম্রাজ্যের কথা উল্লেখ করেছিলেন এবং সেখানকার বাদশাহ্‌দের কার্যকলাপ

সম্পর্কে বর্ণনা করেছিলেন। আর এসব দেশ ও জাতি গঠিত হবারও প্রায় শত শত বছর পূর্বে তিনি এসব লিখেছিলেন! অন্যান্য নবীদের মত হযরত দানিয়ালও **মসীহের প্রথম ও দ্বিতীয় আগমনের বিষয়ে লিখেছিলেন**। দানিয়াল ভাববনী করেছিলেন যে প্রথম আগমনের পর মসীহকে গুনাহের বলি হিসেবে হত্যা করা হবে(দানিয়াল ৯:২৬), কিন্তু মসীহ যখন পুনরায় দুনিয়াতে ফিরে আসবেন, তখন তিনি ধার্মিকতায় জগতের বিচার করবেন। চলুন মসীহের দ্বিতীয় আগমন সম্পর্কে হযরত দানিয়ালেন স্বপ্নের ঘটনাটি শুনে নেওয়া যাক:

৯"পরে আমি দেখলাম কয়েকটা সিংহাসন রাখা হল এবং খুব বৃদ্ধ একজন তাঁর সিংহাসনে বসলেন। তাঁর কাপড়-চোপড় তুষারের মত সাদা এবং তাঁর মাথার চুল সাদা পশমের মত। তাঁর সিংহাসন ও সিংহাসনের চাকাগুলো যেন আগুনে জ্বলছিল। ১০তাঁর সামনে থেকে একটা আগুনের নদী বের হয়ে বয়ে যাচ্ছিল। হাজার হাজার লোক তাঁর সেবা করছিল; লক্ষ লক্ষ লোক তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। বিচার শুরু হল এবং বইগুলো খোলা হল... ১৩"রাতের বেলায় আমার সেই স্বপ্নের মধ্যে আমি তাকিয়ে ইবনে আদমের মত একজনকে আকাশের মেঘের মধ্যে আসতে দেখলাম। তিনি সেই বৃদ্ধ জনের কাছে এগিয়ে গেলে পর তাঁকে তাঁর সামনে নিয়ে যাওয়া হল। ১৪সেই ইবনে আদমকে কর্তৃত্ব, সম্মান ও রাজত্ব করবার ক্ষমতা দেওয়া হল যেন সমস্ত জাতির, দেশের ও ভাষার লোকেরা তাঁর সেবা করে। তাঁর রাজত্ব চিরস্থায়ী; তা শেষ হবে না আর তাঁর রাজ্য কখনও ধ্বংস হবে না।"(দানিয়াল ৭: ৯,১০,১৩,১৪ আয়াত)

এখন যেহেতু সময়ের সল্পতার কারনে দানিয়ালের কিতাবে আল্লাহ্‌র পরিকল্পনা গুলোর গভীরে গিয়ে অনুসন্ধান আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠবে না, তাই চলুন, আজকের বাকি সময়টুকু **নবী দানিয়ালের** ব্যাক্তিগত **জীবনের** অন্যান্য **ঘটনা** গুলো নিয়ে আলোচনা করা যাক।

দানিয়ালের কিতাবের প্রথম অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাই, কিভাবে ব্যাবিলনের বাদশাহ্ বখতে-নাসার, কয়েকজন ইহুদী যুবককে বাছাই করে নিল যেন তাদেরকে তার রাজ্যের রাজকর্মচারী হিসেবে নিয়োগ করতে পারে। তিনি তাদেরকেই বাছাই করলেন যারা দেখতে খুব সুদর্শন ও বুদ্ধিমান-যে কোন ধরনের শিক্ষা গ্রহণ করতে আগ্রহী এবং ব্যাবিলনের কঠিন শব্দ ও ভাষা শিখতে সক্ষম। সেই যুবকদের মধ্যে ছিলেন একজন হযরত **দানিয়াল**।

এভাবে দানিয়াল ব্যাবিলীয়নীয় শিক্ষায় শিক্ষিত হতে থাকলেন। কিন্তু প্রথম দিনই দানিয়াল এক **সমস্যার** সন্মুখীন হলেন। ব্যাবিলনের বাদশাহ্ হুকুম দিলেন যে অধ্যায়নরত সেই যুবকদের বাধ্যতামূলক ভাবে সবচেয়ে ভাল খাবার ও আংগুর-রস পান করতে হবে। কিন্তু সেসব খাবার ও আংগুর-রস তো দেবতার সামনে উৎসর্গ করা হত। হযরত দানিয়াল কি দেবতার পূজায় অংশগ্রহণ করতেন? কখনই না! কেন নয়? কারণ তিনি তো **আল্লাহ্‌কে** ভয় করতেন। হযরত দানিয়াল তাঁর মাবুদের অসন্তুষ্টিকর কোন কাজ করার চেয়ে বরং মরে যাওয়াকেই বেশী ভাল মনে করতেন। এবিষয়ে কিতাবে উল্লেখ আছে: ***"দানিয়াল** কিন্তু **মনে মনে ঠিক করলেন** যে, তিনি বাদশাহ্‌র খাবার ও আংগুর-রস দিয়ে **নিজেকে নাপাক করবেন না**। এভাবে যাতে নিজেকে নাপাক করতে না হয় সেজন্য তিনি প্রধান রাজকর্মচারীর কছে অনুমতি চাইলেন।"* (দানিয়াল ১:৮ আয়াত)

এবিষয়ে কিতাবে বর্ণনা দেওয়া আছে যে আল্লাহ্ কিভাবে দানিয়ালকে এই বিপদ থেকে রক্ষা করেছিলেন, এবং অসাধারন জ্ঞান ও বুদ্ধি দিয়ে তাঁকে রহমত দান করেছিলেন, তাই কিতাবে লেখা আছে: *"**জ্ঞান ও বুদ্ধি** বিষয়ে প্রত্যেকটি ব্যাপারে বাদশাহ্ তাঁদের জিজ্ঞাসা করে বুঝতে পারলেন যে, তাঁরা তাঁর সারা রাজ্যের মধ্যেকার সমস্ত জাদুকর ও ভূতের ওঝাদের চেয়ে **দশগুণ ভাল**।"* (দানিয়াল ১:২০ আয়াত) এভাবে প্রায় সত্তর বছর যাবত

অধ্যায় ৫৭

নবী দানিয়াল; দানিয়াল ১, ৬

হযরত দানিয়াল ও চারজন বাদশাহ্‌র রাজকর্মচারী হিসেবে কাজ করে গিয়েছিলেন আর আল্লাহ্ সবসময় তাঁর সাথে ছিলেন।

আজ আর যতটুকু সময় বাকি আসে, সেটুকু সময়ের মধ্যে আমরা হযরত দানিয়ালের জীবনের একটি ঘটনা নিয়ে আলোচনা করব–এ গল্পটি প্রকাশ করে যে হযরত দানিয়াল এক আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো কাছে মাথা নত করেন নি। এখানে আমরা দেখতে পাব যে কোন কোন দিক থেকে হযরত দানিয়াল, বাদশাহ্‌র অন্য সব রাজকর্মচারী থেকে আলাদা ছিলেন। সে সকল রাজকর্মচারীরা এমন স্বভাবের মানুষ ছিল যারা ঘুষ নেওয়ার জন্য সত্যটাকে ঘুড়িয়ে পেচিয়ে উপস্থাপন করত–কারন তারা আল্লাহ্‌কে ভয় করত না। কিন্তু দানিয়াল সকল প্রকার অধার্মিকতা ও মিথ্যাচারকে অগ্রাহ্য করতেন, কারন তিনি দিল থেকে আল্লাহ্‌কে ভয় করতেন। তিনি আল্লাহ্‌কে অখুশি করার চেয়ে বরং সিংহের গর্তে পরে মরতেও রাজি ছিলেন।

আমাদের গল্পটি যে সময়ের কথা তুলে ধরছে, সেসময় হযরত দানিয়েল অনেকটা বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন এবং বিশ্বস্ত ভাবে চতুর্থ বাদশাহ্‌র আমলে কর্মরত ছিলেন। তখন ব্যাবিলনকে আর ব্যাবিলন বলা হত না, কিন্তু সে দেশকে পারস্য বলা হত, কারণ মাদেশ ও পারসিয়ান, এই দুই জাতি, ব্যাবিলনকে জয় করে নিয়ে দুই ভাগে বিভক্ত করে ফেলেছিল, ঠিক যেমনটি নবী দানিয়াল ভাববানী করেছিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে, কিতাবে বর্ণনা করা আছে:

(দানিয়াল ৬) *১দারিয়ুস তাঁর রাজ্যের সমস্ত প্রদেশগুলোর উপরে একশো বিশ জন শাসনকর্তা নিযুক্ত করা উপযুক্ত মনে করলেন। ২তাঁদের উপরে থাকবেন তিনজন রাজ-পরিচালক। সেই তিনজনের মধ্যে দানিয়াল ছিলেন একজন। এই তিনজনের কাছে সেই শাসনকর্তারা দায়ী থাকবেন যাতে মহারাজের কোন ক্ষতি না হয়। ৩দানিয়াল নিজের অসাধারণ গুণের জন্য অন্যান্য রাজ-পরিচালক ও প্রদেশের শাসনকর্তাদের চেয়ে নিজেকে আরও ভাল বলে প্রমাণ করলেন। তার ফলে মহারাজ তাঁকে গোটা রাজ্যের উপরে নিযুক্ত করবেন বলে ঠিক করলেন। ৪এতে সেই রাজ-পরিচালকেরা ও সেই শাসনকর্তারা সরকারী কাজের ব্যাপারে দানিয়ালের দোষ ধরবার চেষ্টা করতে লাগলেন, কিন্তু পারলেন না। তাঁর মধ্যে তাঁরা কোন দোষ খুঁজে পেলেন না, কারণ তিনি বিশ্বস্ড় ছিলেন, কোন দোষ বা অবহেলা তাঁর মধ্যে ছিল না। ৫শেষে সেই লোকেরা বললেন, "ঐ দানিয়ালকে দোষী করবার জন্য তার বির্দ্ধে আমরা কখনও কোন দোষ খুঁজে পাব না, কেবল তার আল-াহ্‌র শরীয়ত নিয়ে যদি কিছু পাই।" ৬তখন রাজ-পরিচালকেরা ও প্রদেশের শাসনকর্তারা দল বেঁধে বাদশাহ্‌র কাছে গিয়ে বললেন, "মহারাজ দারিয়ুস, আপনি চিরকাল বেঁচে থাকুন। ৭সমস্ড় রাজ-পরিচালক, প্রদেশগুলোর পরিচালক ও শাসনকর্তা, পরামর্শদাতা ও বিভাগের শাসনকর্তারা সবাই এই কথায় রাজী হয়েছেন যে, মহারাজ যেন একটা কড়া হুকুম জারি করেন। সেই হুকুম হল, এর পরের ত্রিশ দিন যদি কেউ, হে মহারাজ, আপনি ছাড়া কোন দেবতা বা মানুষের কাছে মুনাজাত করে তবে তাকে সিংহের গর্তে ফেলে দেওয়া হবে। ৮এখন হে মহারাজ, আপনি সেই হুকুম লিখিতভাবে দেবেন যাতে এটাও মিডীয় ও পারসীকদের আরও একটা আইন হয় যা বাতিল করা বা বদলানো যায় না।" ৯তখন বাদশাহ্ দারিয়ুস সেই লিখিত হুকুমে স্বাক্ষর করলেন। ১০হুকুমে স্বাক্ষর দেওয়া হয়ে গেছে শুনে দানিয়াল তাঁর বাড়ীর উপর তলার ঘরে গেলেন; সেই ঘরের জানালা জের্জালেমের দিকে খোলা ছিল। তিনি নিজের অভ্যাস মতই দিনে তিনবার হাঁটু পেতে মুনাজাত করে তাঁর আল-াহ্‌কে শুকরিয়া জানালেন। ১১তখন সেই লোকেরা দল বেঁধে সেখানে গিয়ে দানিয়ালকে আল-াহ্‌র কাছে মুনাজাত করতে ও মিনতি জানাতে দেখলেন। ১২এতে তাঁরা বাদশাহ্‌র কাছে গিয়ে তাঁকে তাঁর দেওয়া হুকুমের কথা মনে*

করিয়ে দিয়ে বললেন, "হে মহারাজ, আপনি কি এই হুকুম জারি করেন নি যে, এর পরের ত্রিশ দিনের মধ্যে যদি কেউ আপনি ছাড়া কোন দেবতা বা মানুষের কাছে মুনাজাত করে তবে তাকে সিংহের গর্তে ফেলে দেওয়া হবে?" বাদশাহ্‌ জবাব দিলেন, "মিডীয় ও পারসীকদের আইন অনুসারে এই হুকুম স্থির আছে, কারণ সেই আইন বাতিল করা যায় না।"
১৩তখন তাঁরা বাদশাহ্‌কে বললেন, "হে মহারাজ, দানিয়াল নামে এহুদা দেশের বন্দীদের একজন আপনার কথায় কিংবা যে হুকুমে আপনি স্বাক্ষর করেছেন তাতে কান দেয় না। সে এখনও দিনে তিনবার মুনাজাত করে।"
১৪বাদশাহ্‌ এই কথা শুনে খুবই দুঃখিত হলেন; দানিয়ালকে তিনি রক্ষা করবেন বলে মনে মনে স্থির করলেন এবং তাঁকে উদ্ধার করবার জন্য সূর্য না ডোবা পর্যন্ত সব রকম চেষ্টা করলেন।
১৫তখন সেই লোকেরা আবার দল বেঁধে বাদশাহ্‌র কাছে গিয়ে বললেন, "হে মহারাজ, আপনি মনে রাখবেন যে, মিডীয় ও পারসীকদের আইন অনুসারে বাদশাহ্‌ যে হুকুম জারি করেন তা আর বদলানো যায় না।"
১৬শেষে বাদশাহ্‌ হুকুম দিলেন আর লোকেরা দানিয়ালকে নিয়ে এসে সিংহের গর্তে ফেলে দিল। তখন বাদশাহ্‌ দানিয়ালকে বললেন, "তুমি সব সময় যাঁর এবাদত কর সেই আল-হ্‌ যেন তোমাকে রক্ষা করেন।"
১৭পরে একটা পাথর এনে সেই গর্তের মুখে চাপা দেওয়া হল। বাদশাহ্‌ তাঁর নিজের ও প্রধান লোকদের সীলমোহরের আংটি দিয়ে সেটা সীলমোহর করে দিলেন যাতে দানিয়ালের জন্য অন্য কোন ব্যবস্থা করা না যায়।
১৮পরে বাদশাহ্‌ রাজবাড়ীতে ফিরে গিয়ে কিছু না খেয়ে রাত কাটালেন এবং তাঁর জন্য কোন আনন্দের ব্যবস্থা করতে দিলেন না। তিনি সারা রাত ঘুমাতে পারলেন না।
১৯ভোরের প্রথম আলো দেখা দিতেই বাদশাহ্‌ উঠে তাড়াতাড়ি করে সেই সিংহের গর্তের দিকে গেলেন।
২০গর্তের কাছে গিয়ে তিনি কাতর স্বরে দানিয়ালকে ডেকে বললেন, "হে আল্লাহ্‌র গোলাম দানিয়াল, তুমি সব সময় যাঁর এবাদত কর তোমার সেই আল্লাহ্‌ কি তোমাকে সিংহের মুখ থেকে রক্ষা করতে পেরেছেন?"
২১দানিয়াল জবাব দিলেন, "হে মহারাজ, আপনি চিরকাল বেঁচে থাকুন।
২২আমার আল্লাহ্‌ তাঁর ফেরেশতা পাঠিয়ে সিংহদের মুখ বন্ধ করেছিলেন। তারা আমাকে আঘাত করে নি, কারণ আল্লাহ্‌র চোখে আমি নির্দোষ ছিলাম। হে মহারাজ, আপনার কাছেও আমি কোন দোষ করি নি।"
২৩তখন বাদশাহ্‌ খুব খুশী হলেন এবং সেই গর্ত থেকে দানিয়ালকে তুলে আনবার হুকুম দিলেন। দানিয়ালকে তোলা হলে পর তাঁর গায়ে কোন আঘাত দেখা গেল না, কারণ তিনি তাঁর আল-হ্‌র উপরে ভরসা করেছিলেন।
২৪যে লোকেরা হিংসা করে দানিয়ালকে দোষ দিয়েছিল বাদশাহ্‌র হুকুমে তাদের নিয়ে আসা হল এবং স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে সুদ্ধ তাদের সেই সিংহের গর্তে ফেলে দেওয়া হল। তারা সেই গর্তের মেঝেতে পড়তে না পড়তেই সিংহেরা তাদের আক্রমণ করে তাদের হাড়গোড় পর্যন্ত চুরমার করে দিল।
২৫এর পর বাদশাহ্‌ দারিয়ুস সমস্ত জাতির, দেশের ও ভাষার লোকদের কাছে এই কথা লিখলেন: "তোমাদের প্রচুর উন্নতি হোক!
২৬আমি হুকুম দিচ্ছি যে, আমার রাজ্যের সমস্ত লোক যেন দানিয়ালের আল্লাহ্‌কে ভয় করে, কারণ তিনিই জীবন্ত আল্লাহ্‌ ও চিরকাল স্থায়ী। তাঁর রাজ্য ধ্বংস হবে না, তাঁর কর্তৃত্ব কখনও শেষ হবে না।
২৭তিনি রক্ষা ও উদ্ধার করেন; তিনি আসমানে ও জমিনে নানা অলৌকিক চিহ্ন ও কুদরতি দেখান। তিনি সিংহদের হাত থেকে দানিয়ালকে রক্ষা করেছেন।"

আপনি শুনলেন তো, সিংহের গর্ত থেকে আল্লাহ্‌ হযরত দানিয়ালকে রক্ষা করার ফলে সেই নাস্তিক বাদশাহ্‌ কি বলেছিলেন? তিনি বলেছিলেন, *"আমি হুকুম দিচ্ছি যে, আমার রাজ্যের সমস্ত লোক যেন* ***দানিয়ালের আল্লাহ্‌কে ভয় করে****, কারণ তিনিই জীবন্ত আল্লাহ্‌ ও চিরকাল স্থায়ী। তাঁর রাজ্য ধ্বংস হবে না, তাঁর কর্তৃত্ব কখনও শেষ হবে না!"*

অধ্যায় ৫৭
নবী দানিয়াল; দানিয়াল ১, ৬

আজ আপনারা যারা শুনছেন, আপনারা কি হযরত দানিয়ালের আল্লাহ্‌কে ভয় পান? হতে পারে আপনি মনে মনে বলছেন, **"কে দানিয়েলের আল্লাহ্?"** দানিয়ালের আল্লাহ্ই ইব্রাহিম, ইসহাক এবং ইয়াকুবের আল্লাহ। দনিয়ালেন আল্লাহ্ই নবী মূসা ও দাউদের আল্লাহ্। দানিয়ালের আল্লাহ্ই সেই আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন যিনি আমাদের এই পাক্ কিতাব দিয়েছেন। তিনি সেই আল্লাহ্ যিনি এই দুনিয়াতে একজন নাজাতদাতাকে পাঠানোর ওয়াদা করেছিলেন যেন গুনাহ্‌গাররা শক্তিশালী সিংহের চেয়েও ক্ষমতাশালী শয়তান, গুনাহ্ ও জাহান্নাম থেকে নাজাত লাভ করতে পারে! দানিয়েলের **আল্লাহ্**–একমাত্র সত্য আল্লাহ্!

আপনি কি হযরত দানিয়ালের আল্লাহ্‌কে ভয় করেন? আপনার বন্ধুরা কাকে ভয় করে বা তাদের চিন্তা ভাবনা কি, অথবা আপনি আপনার পূর্বপুরুষদের এবং তাদের প্রচলিত আইন-কনুনে অভ্যস্ত কিনা, আমরা সে বিষয়ে আপনাকে প্রশ্ন করছি না! আমরা আপনার কাছে যা জানতে চাচ্ছি তা হল: আপনি কি **আল্লাহ্‌কে** ভয় করেন? আপনি কি মাবুদ আল্লাহ্‌র কালামের বাধ্য হয়ে তাঁকে খুশি করতে চান? হযরত দানিয়াল **আল্লাহ্‌কে** ভয় করতেন, যে কারনে তিনি কখনও কোন মানুষের কাছে নতি স্বীকার করেন নি। দানিয়াল, তাঁর মাবুদ আল্লহ্‌কে অখুশি করার চেয়ে বরং খুশি মনে একটি রাত হিংস্র সিংহের গুহায় কাটিয়ে দিতে দ্বিধাবোধ করেন নি! আপনার অবস্থা কেমন? আপনি কি আল্লাহ্‌কে ভয় করেন? হযরত দানিয়াল যেভাবে তাঁকে ভয় করত আপনি কি সেভাবে তাঁকে ভয় করেন? আপনিও কি হযরত দানিয়াল এর মত অধার্মিকতাকে ঘৃণা করেন? আপনি কি দানিয়ালের মত করে আল্লাহ্‌র কালামে প্রতি উৎসাহী? নাকি আপনি আদমের অধিকাংশ সন্তানদের মত সত্যকে মিথ্যায় পরিনত করেন, টাকা-পয়সার পেছনে ছোটেন এবং পাক্ কিতাবকে তুচ্ছ জ্ঞান করেন? **আপনি কি আল্লাহ্‌কে ভয় করেন?**

এতক্ষন আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ। আমাদের পরবর্তী পাঠে আমরা নবী দানিয়ালের পরবর্তী সময়ের একজন নবী, হযরত জাকারিয়ার কিছু অসাধারন ভাববানী নিয়ে অধ্যায়ন করা পরিকল্পনা করছি...

আল্লাহ্ আপনাকে বরকত দান করুন যেন আপনি এই গুরুত্বপূর্ণ সত্যটি নিয়ে গভীর ভাবে ধ্যান করতে পারেন:

"মানুষকে যে ভয় করে সেই ভয় তার পক্ষে ফাঁদ হয়ে দাঁড়ায়, কিন্তু যে মাবুদের উপর ভরসা করে সে নিরাপদ থাকে।"(মেসাল ২৯:২৫ আয়াত)

অধ্যায় ৫৮
নবী জাকারিয়া; জাকারিয়া

শ্রোতা বন্ধুরা, শান্তি আপনাদের সহবর্তি থাকুক। আল্লাহ্‌র নামে আপনাদের অভিবাদন জানাই, শান্তির আল্লাহ্, যিনি ধার্মিকতার পথ প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তিনি চান যেন প্রত্যেকেই সে পথ সম্পর্কে জানতে পারে এবং আত্মসমর্পণ করে, এবং সত্যিকারের শান্তি যেন চিরদিন তাদের সাথে থাকে। আপনাদের অনুষ্ঠান *"ধার্মিকতার পথ"* নিয়ে আজ উপস্থিত হতে পেরে আমরা আনন্দিত।

বিগত দুটি অনুষ্ঠান আগে আমরা জেনেছিলাম নবী ইয়ারমিয়া কিভাবে তাঁর স্বজাতি, ইহুদীদের সতর্ক করেছিলেন যে যদি তারা আল্লাহ্‌র কালামের প্রতি না মনোযোগী হয় এবং তাদের গুনাহের জন্য তওবা না করে তবে আল্লাহ্ ব্যাবিলীয়নীয় সৈন্যদের হাতে ইহুদীদের ন্যাস্ত করবেন, ফলে সেই সৈন্যরা তাদের দেশ ধ্বংস করবে এবং তাদের বন্দি করে অনেক দূরে নিয়ে যাবে। অধিকাংশ ইহুদীরাই নবী ইয়ারমিয়ার হুশিয়ারীতে কান দেয় নি। ফলে, পূর্ব দিকের ব্যাবিলীয়নীয় সৈন্যরা আক্রমণ করে জেরুজালেম ধ্বংস করেছিল, বাইতুল মোকাদ্দস ভেঙ্গে গুড়িয়ে দিয়েছিল এবং ইহুদীদের বন্দি করে ব্যাবিলনে নিয়ে গিয়েছিল; ঠিক যেমনটি নবী ইয়ারমিয়া ভাববানী করেছিলেন। **এভাবে ইহুদীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে গিয়েছিল, কারণ তারা আল্লাহ্‌র কালামের অবাধ্য হয়েছিল।**

কিন্তু ইহুদীদের অবিশ্বস্ততা কি আল্লাহ্'তালার বিশ্বস্ততাকে বিন্দুমাত্র প্রভাবিত করতে পেরেছিল? কখনই না! তাহলে শুনুন, ইহুদীদের কাছে নবী ইয়ারমিয়া কি তবলিগ করেছিলেন, যারা তাদের গুনাহের কারনে সেসময় ব্যাবিলনে বন্দি ছিল। তিনি তাদের বলেছিলেন:

<u>(ইয়ারমিয়া:২৯) *"৪ইসরাইলের মাবুদ আল-হ রাব্বুল আলামীন যাদের বন্দী হিসাবে জেরজালেম থেকে ব্যাবিলনে পাঠিয়েছেন তাদের সকলের কাছে বলছেন... ১০"ব্যাবিলন সম্বন্ধে যে সত্তর বছরের কথা বলা হয়েছিল তা পূর্ণ হলে পর আমি তোমাদের দিকে মনোযোগ দেব; আমি যে উপকার করবার ওয়াদা করেছিলাম তা পূর্ণ করব, অর্থাৎ তোমাদের এই জায়গায় ফিরিয়ে আনব।* ***১১তোমাদের জন্য আমার পরিকল্পনার কথা আমিই জানি; তা তোমাদের উপকারের জন্য, অপকারের জন্য নয়। সেই পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে তোমাদের ভবিষ্যতের আশা পূর্ণ হবে।"***</u>

এই তবলিগের মাধ্যমে নবী ইয়ারমিয়া ইহুদীদের জানান দিয়েছিলেন যে যদিও তারা তাদের মাবুদকে ভূলে গিয়েছে, কিন্তু **তাদের মাবুদ আল্লাহ্ কিন্তু তাদেরকে ভূলে যান নি**। সত্তর বছর পরে, আল্লাহ্ তাদেরকে তাদের পিতৃপুরুষদের ভূমিতে ফিরিয়ে নিয়ে আসার পরিকল্পনা করেছিলেন। এ বিষয়টিই হযরত ইয়ারমিয়া ব্যাবিলনের বন্দি ইহুদীদের কাছে ঘোষনা করেছিলেন। সত্যিই আল্লাহ্ বিশ্বস্ত{তিনি ওয়াদা রক্ষাকারী}। আল্লাহ্ ভূলে যান নি যে তিনি ইব্রাহিম, ইস্হাক এবং ইসরাইলের কাছে ওয়াদা করেছিলেন যে তাদের বংশধরদের মধ্য দিয়ে আসা জাতির মাধ্যমে দুনিয়ার সমস্ত জাতি রহমত লাভ করবে। আল্লাহ্ ভূলে যান নি যে তিনি উদ্দেশ্য অনুযায়ী ইসরাইল জাতিকে তাঁর কালাম দিয়েছিলেন যেন তারা সেই কালাম আদমের সকল সন্তানের কাছে পৌছে দিতে পারে। আমাদের পাঠ গুলোতে আমরা দেখেছি যে আল্লাহ্ কিভাবে ইহুদীদের মধ্য থেকে তাঁর নবীদের মনোনীত করেছেন, তাঁর কালাম তবলিগ করা ও লিখে রাখার জন্য তাঁদের অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন যেন সেগুলো ভবিষ্যত প্রজন্মের কাছে প্রমান হিসেবে থেকে যায়। আমরা জেনেছি আল্লাহ্ কিভাবে নবী মূসার দিলে তৌরাত শরীফ এবং হযরত দাউদ (আঃ)র হৃদয়ে জবুর শরীফ এর কাওয়ালী গুলো লেখার জন্য অণুপ্রেরনা দিয়েছিলেন। আমরা আরও দেখেছি আল্লাহ্ কিভাবে আরও অন্যান্য অনেক ইহুদী পুরুষ যেমন ইউসা, শামুয়েল, বাদশাহ্ সোলায়মান, নবী ইশাইয়া, নবী ইয়ারমিয়া এবং হযরত দানিয়ালের মত লোকদের আল্লাহ্‌র কালাম লিখতে

ব্যাবহার করেছিলেন। আমরা দেখেছি সব নবীদের লেখনীর মধ্য দিয়েই আল্লাহ্ এই দুনিয়াতে, ইসরাইল জাতির মধ্য দিয়ে সেই নাজাত দাতাকে পাঠানোর অসাধারন পরিকল্পনার কথাটি ফুটিয়ে তুলেছেন।

আজ আমরা দেখব আল্লাহ্ কিভাবে **ইহুদী জাতিকে** পুনরায় এহুদার ভূমিতে **ফিরিয়ে এনেছিল**, যেখানে মসীহের জন্ম হয়েছিল, আর সেভাবেই আল্লাহ্, দুনিয়াতের নাজাতদাতা মসীহকে নিয়ে আসার জন্য তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী অগ্রসর হচ্ছিল। আমরা জানতে পারব যে নবী ইয়ারমিয়ার ভাববনী অনুসারে, সত্তর বছর পর, বন্দি দশা থেকে ইহুদীরা কিভাবে জেরুজালেমে ফিরে এসেছিল।

আমরা পরা শুরু করব, কিন্তু তার আগে আমরা আবার স্বরণ করে নিতে চাই যে, ব্যাবিলনকে তখন পারস্য বলা হত, কারণ পারসিকেরা ব্যাবিলন জয় করে নিয়েছিল। উযায়ের কিতাবের প্রথম রুকু থেকে পরছি, কিতাবে লেখা আছে:

(উযায়ের ১) *"১নবী ইয়ারমিয়ার মধ্য দিয়ে বলা মাবুদের কালাম পূর্ণ হবার জন্য পারস্যের বাদশাহ্ কাইরাসের রাজত্বের প্রথম বছরে মাবুদ কাইরাসের দিলে এমন ইচ্ছা দিলেন যার জন্য তিনি তাঁর সমস্ত রাজ্যে মৌখিকভাবে ও লিখিতভাবে এই ঘোষণা দিলেন ২"পারস্যের বাদশাহ্ কাইরাস এই কথা বলছেন, 'বেহেশতের মাবুদ আল্লাহ্ দুনিয়ার সমস্ত রাজ্য আমাকে দিয়েছেন এবং এহুদা দেশের জেরুজালেমে তাঁর জন্য একটা ঘর তৈরী করবার জন্য আমাকে নিযুক্ত করেছেন। ৩তাঁর লোকদের মধ্যে, অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যে চায় সে এহুদা দেশের জেরুজালেমে গিয়ে ইসরাইলের মাবুদ অল্লাহর ঘর তৈরী করুক, কারণ তিনি জেরুজালেমে আছেন। যারা সেখানে যাবে তাদের আল্লাহ্ তাদের সংগে থাকুন... ৫এতে এহুদা ও বিনইয়ামীনের বংশ-নেতাদের, ইমামদের ও লেবীয়দের মধ্যে যাঁদের দিলে আল্লাহ্ ইচ্ছা দিলেন তাঁরা প্রত্যেকে জেরুজালেমে মাবুদের ঘর তৈরী করতে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। ৬তাঁদের সব প্রতিবেশীরা রূপার পাত্র, সোনা, অন্যান্য জিনিস, পশুপাল ও দামী দামী জিনিস দিয়ে তাদের সাহায্য করল এবং আল্লাহ্র ঘরের জন্য নিজের ইচ্ছায় উপহারও দিল। ৭এছাড়া বখতে-নাসার মাবুদের ঘরের যে সব জিনিস জেরুজালেম থেকে নিয়ে গিয়ে তাঁর দেবতার মন্দিরে রেখেছিলেন বাদশাহ্ কাইরাস সেগুলো ধনভান্ডারের রক্ষক মিত্রদাৎকে দিয়ে বের করে আনালেন। মিত্রদাৎ সেগুলো এহুদার শাসনকর্তা শেশ্বসরের কাছে গুণে দিলেন।"*

আল্লাহ্ কি তাঁর নবী ইয়ারমিয়ার মাধ্যমে বহু বছর আগে করা ওয়াদা গুলো পূর্ণ করেছিলেন? অবশ্যই তিনি তা পূর্ণ করেছিলেন! আমরা ইতিমধ্যে জেনেছি আল্লাহ্ কিভাবে ব্যাবিলনের বাদশাহ্কে জেরুজালেম **ধ্বংস** এবং বায়তুল মোকাদ্দস ভেঙ্গে ফেলার জন্য অনুমতি দিয়েছিলেন–**ঠিক যেমনটি নবী ইয়ারমিয়া ভাববানী করেছিলেন**। এর এখন আমরা দেখতে পেলাম যে **আবার নবী ইয়ারমিয়ার ভাববানী অনুসারে** পারস্যের বাদশাহ্ কাইরাস হুকুম জাহির করেছিলেন যে ইহুদীরা ইচ্ছা করলে তাদের নিজেদের ভূমিতে ফিরে যেতে পারে এবং তাদের মোকাদ্দস এবং জেরুজালেম নগরী **পুনঃনির্মান** করতে পারে। সত্যিই আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বাদশাহ্ দের বাদশাহ্। কেবল মাত্র তিনিই সময় ও কাল কে নিয়ন্ত্রন করে থাকেন। তাঁর ইচ্ছ অনুযায়ী সব কিছু ঘটে থাকে! বাদশাহ্ সোলায়মান লিখেছিলেন: *"মাবুদের হাতে বাদশাহ্ অন্তর পানির স্রোতের মত; মাবুদ যেখানে চান সেখানে তাকে চালান।"* (মেসাল ২১:১)

এর পরে কিতাব বর্ণনা করে যে ইহুদীদের একটি দল পারস্যে ভূখন্ড ছেড়ে এহুদার জেরুজালেমে ফিরে গিয়েছিল। সরুব্বাবিল নামে একজন ইহুদী, তাদের নেতা ছিল। জেরুজালেমে ফিরে এসে তারা অনেক

সমস্যার সন্মুখীন হয়েছিল, কারন পুড়ো নগর এবং বাদশাহ্ সোলায়মানের নির্মিত মাবুদের ঘরটা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। ছাই আর ভাঙ্গা পাথরের টুকড়ো ছাড়া সেখানে আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না।

কিতাব আরও বর্ণনা করে ইহুদীরা সর্বপ্রথমে কিভাবে সে স্থানে জামায়েত হয়েছিল, ঠিক যেখানে আল্লাহ্ মাবুদের ঘর অবস্থিত ছিল। সেখানে তারা পুনরায় কোরবান গাহ্ নির্মান করে কিছু পশু কোরবানী করেছিল। সত্তর বছর ধরে ব্যাবিলন ও পারস্যে রক্ষা করে আবার তাদের পিতৃপুরুষদের ভূমিতে নিরাপদে ফিরিয়ে নিয়ে আসার জন্য তারা মাবুদকে এবাদত শুকরিয়া জানাল। আল্লাহ্ সেই ইহুদীদের সাথে থেকে তাদের শক্তি ও সহায়তা করেছিলেন–তাই তো তারা অনেক কষ্টভোগ ও বহু বছরের কঠোর পরিশ্রমের ফলে–**মাবুদের ঘর, জেরুজালেম নগরী এবং এর চারপাশের দেয়াল পুনরায় গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল।**

হতে পারে আপনাদের মধ্যে অনেকেই প্রশ্ন তুলতে পারেন যে, " ইহুদী জাতির জেরুজালেমে ফিরে আসার ঘটনা যেনে আমাদের লাভ কি?" বন্ধুগন, তাদের নিজ ভূখন্ডে ইহুদীদের ফিরে আসার ঘটনাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটাই সেই এহুদা ভূখন্ড, ফিলিস্তিনের দক্ষিনাঞ্চল, যেখানে **সেই মসীহে** জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ইহুদীদের এহুদা ভূখন্ডে ফিরে আসাটা প্রয়োজনীয় ছিল আর সে কারনেই দুনিয়ার নাজাতদাতা–**আপনার নাজাতদাত**–সেখানে জন্মগ্রহণ করতে পেরেছিলেন!

ইহুদীদের জেরুজালেমে ফিরে আসার সময় আল্লাহ্ তাদের একজন নবী দিয়েছিলেন, যাঁর নাম ছিল **জাকারিয়া**। এই জাকারিয়া আর নবী ইউহোন্নার পিতা জাকারিয় কিন্তু দুজন আলাদা ব্যাক্তি। আল্লহ্র দেওয়া ওয়াদা এবং ঈমানকে দৃঢ় করতে মাবুদ, নবী জাকারিয়াকে ইহুদীদের কাছে পাঠিয়েছিলেন। নবী জাকারিয়ার কাছে তাদেরকে জানাবার মত একটি গুরুত্বপূর্ণ বানী ছিল। মসীহকে পাঠানোর জন্য আল্লাহ্র নির্ধারিত সময় ঘনিয়ে আসছে! দুনিয়াতে নাজাতদাতার আসতে আর মাত্র পাঁচশ বছর বাকি আছে।

চলুন, হযরত জাকারিয়ার দিলে আল্লাহ্র নাজিল করা কিছু কালাম নিয়ে আলোচনা করে দেখি। নবীদের কিতাব, জাকারিয়া প্রথম রুকু থেকে পরছি, কিতাবে লেখা আছে:

(জাকারিয়া ১) {১,২, ৪,৫,৬ আয়াত}*১দারিয়ুসের রাজত্বের দ্বিতীয় বছরের অষ্টম মাসে মাবুদের কালাম নবী জাকারিয়ার উপর নাজেল হল। জাকারিয়া ছিলেন বেরিখিয়ের ছেলে আর বেরিখিয় ইদ্দোর ছেলে। ২মাবুদ জাকারিয়াকে বললেন, "তোমাদের পূর্বপুরুষদের উপর আমি খুবই রাগ করেছিলাম।৪তোমরা তোমাদের পূর্বপুরুষদের মত হোয়ো না। তাদের কাছে আগেকার নবীরা আমার এই কথা ঘোষণা করেছিল যে, তারা যেন তাদের খারাপ পথ ও খারাপ অভ্যাস থেকে ফেরে। কিন্তু তারা তা শোনে নি এবং আমার কথায় মনোযোগও দেয় নি। ৫তোমাদের সেই পূর্বপুরুষেরা এখন কোথায়? আর নবীরা কি চিরকাল বেঁচে থাকে? ৬কিন্তু আমি আমার গোলামদের, অর্থাৎ নবীদের যে সব হুকুম দিয়েছিলাম, আমার সেই সব কালাম ও নিয়ম অনুসারে কি তোমাদের পূর্বপুরুষেরা শাস্তি পায় নি? তখন তারা মন ফিরিয়ে বলেছিল যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদের আচার-ব্যবহার ও অভ্যাস অনুসারে তাদের প্রতি যা করবেন বলে ঠিক করেছিলেন তিনি তা-ই করেছেন।' "*

আপনি শুনলেন তো, ইহুদীদের উদ্দেশ্যে নবী জাকারিয়া কি **সাবধান বানী** উচ্চারণ করেছিলেন? তিনি তাদের বলেছিলেন, *"তোমাদের পূর্বপুরুষদের উপর আমি খুবই রাগ করেছিলাম। তোমরা তোমদের পূর্বপুরুষদের মত হোয়ো না!"* ইহুদীদের পূর্বপুরুষদের উপর আল্লাহ্ কেন এত রাগ করেছিলেন, কারন **নবীদের মাধ্য দিয়ে পাঠানো আল্লাহ্র কালামের প্রতি তারা কোন মনোযোগ দেয় নি**। সেকারনেই তারা ব্যাবিলনে বন্দি অবস্থায়

থেকে মৃত্যু বরন করেছিল। তাদের পূর্বপুরুষরা ধর্মীয় রীতি-নীতি মেনে চলত কিন্ত তারা আল্লাহ্‌র কালামকে হেয় করাতে আল্লাহ্‌'তালা তাদের উপর অসন্তুষ্ট ছিলেন। সে সময়কার ইহুদীরা আজকালকার লোকদের মত, যারা বলে থাকে, "হ্যাঁ, আমরা তো সব নবীদের উপর ঈমান এনেছি!" তবে এটা সত্য যে তারা আল্লাহ্‌র নবীদের উপর ঈমান আনে নি, কারন তারা যদি সত্যিই ঈমান আনতো, তাহলে তো **পাক্‌-কিতাবে নবীরা যা লিখেছেন**, তার প্রতি তারা মনোযোগী হত। ইহুদীদের পূর্বপুরুষেরা ঠিক এমনই ছিল। তারা নবীদের কথায় কানই দিতেন না। তারা **মুখে মুখে** আল্লাহ্‌র এবাদত করত কিন্তু, তারা **দিল** থেকে আল্লাহ্‌র কালাম গ্রহণ করে নি। আর সে কারনেই আল্লাহ্‌, তাঁর গোলাম নবী জাকারিয়াকে ইহুদীদের কাছে পাঠিয়েছিলেন যেন তিনি তাদের সতর্ক করে দেন, তারা যেন তাদের পূর্বপুরুষদের মত না করে, যারা কেবল মুখে মুখেই, "আল্লাহ হু, আল্লাহ্‌ হু, আল্লাহু হু!" করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র নবীদের দ্বারা পাঠানো কালামকে অবজ্ঞা করে।

নবী জাকারিয়া তাদেরকে হুশিয়ার করার পরে, যে নাজাত দাতা আসবেন, তাঁর বিষয়ে বলা শুরু করলেন। যদিও মসীহের বিষয়ে নবী জাকারিয়ার লেখাগুলো পরার মত সময় আজ আমাদের কাছে নেই, তবুও আমরা সেখান থেকে কিছু উদ্ধৃতাংশ পরে নিতে পারি।

নবীদের কিতাবের জাকারিয়ার নবম রুকুতে, নবী জাকরিয়া ভাববনী করেছিলেন যে **মসীহ এক গাধীর বাচ্চর উপরে চরে জেরুজালেমে প্রবেশ করবেন**। তিনি বলেছিলেন, *"হে সিয়োন-কন্যা, খুব আনন্দ কর। হে জেরুজালেম, তুমি জয়ধ্বনি কর। দেখ, তোমার বাদশাহ্‌ তোমার কাছে আসছেন; তিনি ন্যায়বান ও তাঁর কাছে উদ্ধার আছে; তিনি নম্র, **তিনি গাধার উপরে, গাধির বাচ্চার উপরে চড়ে আসছেন।**"* (জাকারিয়া ৯:৯ আয়াত)

এগারো তম রুকুতে, নবী জাকারিয়া একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ভাববনী লিখেছিলেন, সময়ের অভাবে সেটা নিয়ে এখন আমরা বিষদ ভাবে ব্যাখ্যায় যেতে পারছি না। এদের মধ্যে একটি অন্যতম ঘটনা ছিল যা নবী জাকারিয়া উল্লেখ করেছিলেন যে **মসীহকে ত্রিশটি রুপার টুকরার বিনিময়ে বিক্রয় করা হবে**। নবী জাকারিয়া লিখেছিলেন: *"আপনারা যদি ভাল মনে করেন তবে আমার বেতন দিন; কিন্তু যদি ভাল না মনে করেন তবে তা রেখে দিন।" তখন তারা আমাকে **ত্রিশটা রূপার টুকরা** দিল...তারপর আমি **সেই ত্রিশটা রূপার টুকরা** নিয়ে মাবুদের ঘরে...ফেলে দিলাম।"*(জাকারিয়া ১১: ১২, ১৩)

বারো রুকুতে নবী জাকারিয় আরও ভাববানী করেছেন যে ইহুদীরা মসীহকে কেবল বিক্রি করেই ক্ষান্ত হবে না, কিন্ত তারা তাঁকের হত্যা করবে! তিনি উল্লেখ করেছেন: মাবুদ বলেছেন,

১০"আমি দাউদের বংশ ও জেরুজালেমের বাসিন্দাদের উপরে আমার রূহ ঢেলে দেব; তিনি রহমত দান করেন ও মুনাজাতের মনোভাব দেন। তাতে তারা আমার দিকে, অর্থাৎ যাঁকে তারা বিঁধেছে তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখবে। একমাত্র সন্তানের জন্য বিলাপ করবার মত করে তারা তাঁর জন্য বিলাপ করবে এবং প্রথম সন্তানের জন্য যেমন শোক করে তেমনি ভীষণভাবে শোক করবে।৬যদি কেউ তাকে জিজ্ঞাসা করে, 'তোমার শরীরে ওগুলো কিসের দাগ?' সে জবাব দেবে, 'আমার বন্ধুদের বাড়ীতে যে সব আঘাত পেয়েছি এ তারই দাগ।' "(জাকারিয়া ১২:১০; ১৩:৬ আয়াত)

এসব কালাম দ্বারা নবী জাকারিয়া ভাববানী করেছিলেন যে মসীহের হাতে পেঁরেকের বিদ্ধ চিহ্ন থাকবে। তাঁর হাতে এসব বিদ্ধ চিহ্ন কোথা থেকে আসেছিল? তাঁর স্বজাতি ইহুদীরাই তাঁকে নির্যাতন করে সলীতে বিদ্ধ করার

জন্য রোমীয়দের প্ররোচনা দিয়েছিল। আর সে কারনে রোমীয়রা তাঁর হাত ও পা বিদ্ধ করে তাঁকে ক্রুশে/সলীতে ঝুলিয়েছিল এবং পরবর্তীতে একটি বল্লম দিয়ে তাঁর এক পাশে আঘাত করেছিল। নবী জাকারিয়ার ভাববানী অনুসারে সব কিছু পূর্ণ হয়েছিল। নবী জাকারিয়া যা লিখেছিলেন তা শত শত বছর আগে মসীহ মস্পর্কে নবী দাউদের লেখা জবুর শরীফের ভাববানীর সাথে অবিকল মিলে গিয়েছিল, তিনি মসীহ সম্পর্কে লিখেছিলেন: *"তারা আমার হাত ও পা বিঁধেছে।"* (জবুর শরীফ ২২:১৬ আয়াত)

বন্ধুগন, আল্লাহ্‌র ইচ্ছা, আমরা যেন জানি যে **মসীহের ক্রুশীয় মৃত্যু তাঁর পরিবল্পনার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ** যা তিনি বহু বছর আগে, আদমের সন্তানদেরকে তাদের গুনার শাস্তি থেকে নাজাত দান করার জন্য করে রেখেছিলেন। **আল্লাহ্‌র নবীরা প্রত্যেকে একই বিষয় তবলিগ করেছিলেন যে, নির্দোষ মসীহকে দুষ্ট লোকদের হাতে নির্যাতিত হয়ে মৃত্যু বরন করতে হবে।** এ সব বিষয় গুলো কি আপনার কাছে পরিষ্কার? আপনি বুঝতে পেরেছেন কি, নবী জাকারিয়া মসীহ জন্মের পাঁচশত বছর আগে, মসীহ সম্পর্কে কি ভাববানী করেছিলেন? আপনি কি সত্যিই নবীদের কথা গুলো বিশ্বাস করেন–যে, নির্যাতন ভোগ করে মসীহকে মরতে হয়েছিল, আর তিনিই সর্বপ্রথম মৃত্যুকে জয় করে জীবিত হয়ে উঠেছিলেন এবং যিনি গুনাহ্‌ের মাফ করবেন এবং যারা তাঁর নামে ঈমান আনবে, তাদের প্রত্যেকের জন্য তিনি বেহেশতে জায়গা তৈরী করবেন? **আপনি কি নবীদের কথা বিশ্বাস করেন?** (দেখুন প্রেরিত ২৬:১৮-২৭) নাকি আপনি সেই ইহুদীদের মত, যারা কেবল মুখে মুখে আল্লাহ্‌র নবীদের সম্মান করত কিন্তু বাস্তবে তাদের কালামে ঈমান আনে নি?

নবীদের বনী গুলোর সম্পর্কে কিতাবে ঘোষণা করে থাকে:

"যারা নবী হিসেবে আল্লাহ্‌র কালাম বলেন তাঁদের কথা তুচ্ছ কোরো না, বরং সব কিছু যাচাই করে দেখো।" (১ থিষলনীকীয় ৫:২০আয়াত) *"কিতাবের মধ্যে নবীরা যা বলেছেন তা আমাদের কাছে সত্যি বলে প্রমানিত হয়েছে। অন্ধকারে যেমন তোমাদের চোখ বাতির দিকে থাকে ঠিক তেমনি করে, যতক্ষন সকাল না হয় এবং তোমাদের দিলে শুকতারা না ওঠে, ততক্ষন পর্যন্ত নবীদের কথায়* ***মনোযোগ দিলে তোমারা ভাল করবে।"*** (২ পিতর ১:১৯আয়াত) **"আপনি কি নবীদের কথা বিশ্বাস করেন?"** (প্রেরীত ২৬:২৭ আয়াত)

প্রিয় বন্ধুগন, এতক্ষন আমদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ। আল্লাহ্‌র ইচ্ছায়, আমাদের পরবর্তী অনুষ্ঠানে আমরা, পাক্-কিতাবে নবীদের লেখা সর্বশেষ নবীদের কিতাবটি থেকে আলোচনা করব, যা লেখা হয়েছিল দুনিয়াতে মসীহের আগমনের পূর্বে...

আল্লাহ্‌ আপনাকে রহমত দান করুন যে আপনি আল্লাহ্‌র কালামের এই প্রশ্নটির যথাযথ উত্তর দিতে সক্ষম হন:

"আপনি কি নবীদের কথা বিশ্বাস করেন?" (প্রেরীত ২৬:২৭ আয়াত)

অধ্যায় ৫৯

নবীদের বনী সংক্ষিপ্তাকারে মালাখি

শ্রোতা বন্ধুরা, শান্তি আপনাদের সহবর্তি থাকুক। আল্লাহ্‌র নামে আপনাদের অভিবাদন জানাই, শান্তির আল্লাহ্‌, যিনি ধার্মিকতার পথ প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তিনি চান যেন প্রত্যেকেই সে পথ সম্পর্কে জানতে পারে এবং আত্মসমর্পণ করে, এবং সত্যিকারের শান্তি যেন চিরদিন তাদের সাথে থাকে। আপনাদের অনুষ্ঠান *"ধার্মিকতার পথ"* নিয়ে আজ উপস্থিত হতে পেরে আমরা আনন্দিত।

অনেকদিন যাবত আমরা পাক-কিতাবের প্রথম ভাগ নিয়ে অধ্যায়ন করে আসছি। এই অংশটিকে বলা হয় **প্রথম চুক্তি**। একে *পুরাতন নিয়ম*ও বলা হয়ে থাকে। প্রথম ভাগটি তৌরাত শরীফ, জবুর শরীফ, নবীদের কিতাব নিয়ে গঠিত। আমরা জানতে পেরেছি যে প্রায় এক হাজার পাঁচশ বছরেরও বেশী সময় যাবত, ত্রিশ জনেরও বেশী নবীকে ব্যাবহার করে আল্লাহ্‌ এই প্রথম চুক্তিটি রচনা করিয়েছিলেন।

আজ আমরা এই প্রথম অংশের যাত্রার সমাপ্তি ঘোষনা করব। কিন্তু প্রথম চুক্তির সর্বশেষ কিতাবটি নিয়ে অলোচনা শুরু করার পূর্বে, সেই প্রথম দিন থেকে আজ পর্যন্ত এই পাক্-কিতাব থেকে আমরা যেসব বিষয়গুলো শিখেছি, সেসব নিয়ে এখন একটু পর্যালোচনা করব। **নবীদের বানী গুলোকে আমরা প্রধান তিনটি ধারণার মধ্য দিয়ে সংক্ষেপে উপস্থাপন করতে পারি:**

এক: আল্লাহ্‌ পবিত্র এবং তিনি অবশ্যই গুনাহের বিচার করে থাকেন।

দুই: আদমের সকল সন্তানেরই গুনাহের মধ্য দিয়ে জন্ম হয়েছে আর তাই প্রত্যেককেই আল্লাহ্‌র বিচারের সম্মুখিন হতে হবে।

তিন: আল্লাহ্‌ দুনিয়াতে একজন পাক্ নাজাত দাতাকে পাঠাবেন যিনি আদমের সন্তানদের গুনাহের শাস্তি বহন করবেন।

আল্লাহ্‌র সকল নবীরা মূলত এই তিনটি সত্যের বিষয় তবলিগ করেছেন। চলুন এই তিনটি বিষয় আরেকবার পড়ে নেওয়া যাক।

প্রথমত: **আল্লাহ্‌ পবিত্র**, এবং তিনি কোন গুনাহের কথা ভূলে যান না।

দ্বিতীয়ত: **মানুষ নাপাক**, গুনাহে পরিপূর্ণ, এবং মানুষ কোন ভাবেই গুনাহের শাস্তি থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে না।

তৃতীয়ত: গুনাহের শাস্তি থেকে গুনাহ্‌গারদের কলঙ্ক মুক্ত করে নাজাত দান করার জন্য **আল্লাহ্‌র একটি পরিকল্পনা রয়েছে**।

আপনি কি এই তিনটি সত্যের মূল বিষয়গুলো বুঝতে পেরেছেন। আপনি কি আগে থেকে এই তিনটি সত্য সম্পর্কে সচেতন ছিলেন? আপনি কি ধারণা করতে পারেন যে আল্লাহ্‌-পাক্ কেমন পবিত্র? আপনি কি উপলব্ধি করতে পারেন যে অদ্বিতীয় সেই বিচারকর্তার চোখে আপনার গুনাহ্‌গুলো দেখতে কতটা জঘন্য? তবে আপনি কি জানেন যে আপনার গুনাহ্‌ থেকে আপনাকে নিষ্কলঙ্ক করতে আল্লাহর্ একটা পরিকল্পনা রয়েছে?

প্রকৃতপক্ষে, **আল্লাহ্‌ পাক**, আর **মানুষ নাপাক্**। পাক্-কিতাব থেকে অধ্যায়ন করার সময় আমরা প্রায়ই এই দুটি সত্যের মুখোমুখি হয়েছি। এই পবিত্রতার কারনেই আল্লাহ্‌, শয়তান ও তার অনুসারীদের জন্য অনন্ত কালীন

দোজখের আগুন সৃষ্টি করেছেন। এই পবিত্রতার কারনেই আল্লাহ্ সেদিন আদম ও হাওয়াকে পরমদেশের বাগান থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন, যেদিন তারা তাঁর অবাধ্য হয়ে সেই নিষিদ্ধ গছের ফল খেয়েছিল। এই পবিত্রতার কারনেই আল্লাহ্ আদমের পুত্রদের হুকুম দিয়েছিলেন যেন তারা তাদের গুনাহ্‌কে সাময়িক ভাবে আড়াল করার জন্য পোড়ানো কোরবানী হিসেবে পশু কোরবানী দেয়। তাঁর পাক্ স্বভাবের কারনে তিনি কাবিলের কোরবানী গ্রহণ করেন নি। আল্লাহ্ পবিত্র, আর সে কারনেই তিনি মহাবন্যার মাধ্যমে হযরত নূহ্ (আঃ) এর সময়ে সকল গুনাহ্‌গারদের ধ্বংস করেছিলেন এবং হযরত ইব্রাহিম (আঃ) এর সময়ে আগুনের বৃষ্টিপাতের মাধ্যমে সাদুম ও আমুরার লোকদের নিপাত করেছিলেন। আল্লাহ্‌র এই পবিত্রতার কারনেই তিনি একটি দিন ঠিক করে রেখেছেন, যেদিন তিনি ধার্মিকতার সাথে জগতের বিচার করবেন।

আল্লাহ্‌র পবিত্রতা এবং মানুষের অপবিত্র অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ্‌র নবীরা যা লিখেছেন, চলুন, এখন তা শুনে নেওয়া যাক। তাঁরা লিখেছেন: *"হে আল্লাহ্, তুমি কি চিরস্থায়ী নও?...তুমি এত খাঁটি যে, তুমি খারাপীর দিকে তাকাতে পার না এবং অন্যায় সহ্য করতে পার না।"* (হাবাক্কুক ১:১২, ১৩ আয়াত) *"আমরা প্রত্যেকে নাপাক লোকের মত হয়েছি আর আমাদের সব সৎ কাজ নোংরা কাপড়ের মত!"* (ইশাইয় ৬৪:৬ আয়াত) যেহেতু আল্লাহ্ পাক্ এবং মানুষ নাপাক, তাহলে মানুষ কিভাবে রক্ষা পেতে পারে? কিভাবে আমরা দোজখের অনন্ত কালীন আগুন থেকে রক্ষা পেতে পারি? কিভাবে আদমের সন্তানেরা খাঁটি ও পবিত্র আল্লাহর সাথে থাকার জন্য অনন্ত জীবনের অধিকারী হতে পারে?

এ জটিল প্রশ্নটির উত্তর, নবীদের বানীর সার-সংক্ষেপের **তৃতীয় ধারণাটি** থেকে পাওয়া যায়। আল্লাহ্ **পবিত্রতা** এবং **গুনাহ্‌গারী** আদমের সন্তানদের বিষয়ে তবলিগ করার পর নবীরা যে বিষয়টি ঘোষনা করেছিলেন তা হল আল্লাহর **একটি পরিকল্পনা,** যা তিনি স্বয়ং, আদমের সন্তানদেরকে গুনাহের কলঙ্ক থেকে শূচি-পবিত্র করার জন্যে করে রেখেছিলেন।

প্রথম চুক্তির(পুরাতন নিয়ম) কিতাবগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বাণী তা হল, আল্লাহ্ এই দুনিয়াতে **একজন ধার্মিক নাজাত দাতাকে পাঠাবেন যিনি আদমের গুনাহ্‌গার সন্তানদের হয়ে সে জায়গায় নিজের জীবন দান করবেন** ফলে যে কোন ব্যাক্তি তাঁর উপর ঈমান আনবে সেই নাজাত লাভ করবে। গুনাহ্‌গারদের নাজাত দানের জন্য এটাই আল্লাহ্‌র পরিকল্পনা। কেবল মাত্র সেই নাজাত দাতার রক্ত কোরবানীর মাধ্যমে আল্লাহ্ তাঁর ধার্মিকতা বজায় রেখে গুনাহ্‌গারদের মাফ করতে পারেন এবং পুনরায় তাদের সাথে একত্রিত হতে পারেন।

তাঁর পরিকল্পনাকে এগিয়ে নেবার জন্য আল্লাহ্, হযরত ইব্রাহিম (আঃ) কে বেছে নিয়েছিলেন, যার মধ্য দিয়ে তিনি এক নতুন জাতি তৈরী করেছিলেন, যে জাতি থেকে তাঁর সকল নবীরা এবং সেই মসীহ এসেছিলেন। আল্লাহ্ হযরত ইব্রাহিম (আঃ) কে বলেছিলেন: *"আমি তোমাকে দোয়া করব আর তোমার মধ্য দিয়েই **দুনিয়ার প্রত্যেকটি জাতি** দোয়া পাবে।"* আর তাই বৃদ্ধ বয়সে হযরত ইব্রাহিম (আঃ) হযরত **ইসহাকের** পিতা হলেন এবং হযরত **ইয়াকুব** ছিলেন হযরত ইসহাক এর পুত্র; হযরত ইয়াকুবের বার পুত্র ছিল আর সেই বার জন পুত্রের মাধ্য দিয়েই **ইসরাইলের** বারোটি গোষ্ঠির সৃষ্টি হয়েছিল। অতএব আমরা দেখলাম যে, দুনিয়াতে নাজাত দাতাকে পাঠানোর পরিকল্পনাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আল্লাহ্ হযরত ইব্রাহিম (আঃ) কে মনোনীত করেছিলেন, কারন হযরত ইব্রাহিম (আঃ) এর বংশ, ইসরাইল জাতির মধ্য দিয়েই মসীহের জন্ম হয়েছিল।

এর পরে আমরা দেখি যে ইসরাইল জাতি কিভাবে কেনান দেশ থেকে মিসরে প্রস্থান করেছিল, যেখানে তারা মিসরীয়দের গোলাম হয়ে ছিল। আল্লাহ্ কিন্তু তখনও ইব্রাহিমের বংশধর, ইসরাইলীয়দের ছেড়ে চলে যান নি।

অধ্যায় ৫৯
নবীদের বনী সংক্ষিপ্তাকারে মালাখি

আল্লাহ্ হযরত **মূসা** (আঃ) কে উঠালেন, যিনি ইসরাইলীয়দের মিসর দেশ থেকে মুক্ত করে বহু বছর আগে যে দেশ আল্লাহ্, ইব্রাহিমের বংশধরদের দিবেন বলে ওয়াদা করেছিলেন, সেই দেশে নিয়ে যাওয়ার পথে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। আমাদের কাছে **তৌরাত শরীফ** তুলে দেবার জন্য আল্লাহ্ হযরত মূসা (আঃ) কে ব্যাবহার করেছিলেন, যা কিনা জগতে আল্লাহ্র সকল সৃষ্টির বিবরন তুলে ধরে।

হযরত মূসা (আঃ) এর পরবর্তী সময়ে, আমরা দেখেছি আল্লাহ্ ইসরাইল জাতির কাছে অনেক নবী পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু তাদের মধ্যে অধিকাংশই নবীদের কালামে মনোযোগ দেয় নি। কিন্তু, ইসরাইলীয়দের অবিশ্বস্ততা, আল্লাহ্র বিশ্বস্ততাকে বিন্দু মাত্র বাধাগ্রস্থ করে নি এমনকি তা, দুনিয়াতে নাজাত দাতাকে পাঠানোর জন্য আল্লাহ্র নকশা করা পরিকল্পনাকে কোন ভাবেই প্রভাবিত করতে পারে নি! এরপর আমরা জেনেছি যে, আল্লাহ্ কিভাবে ইসরাইলের বাদশাহ্ এবং নবী হিসেবে হযরত দাউদ (আঃ) কে পছন্দ করেছিলেন, যাঁর রচিত **জবুর শরীফে** চমৎকার ও গভীর জ্ঞানপূর্ণ কাওয়ালী গুলো খুজে পাওয়া যায়। নবী দাউদ মসীহের বিষয়ে অনেক কিছু লিখেছিলেন, সেই সাথে তিনি এটাও বর্ণনা করেছিলেন যে কিভাবে আদমের সন্তানের সেই মসীহকে নির্যাতন করবে, এমনকি তিনি তাঁর রচনা এ বিষয়টিও উল্লেখ করেছিলেন যে তারা মসীহের হাত ও পা বিদ্ধ করবে। কিন্তু নবী দাউদ এ বিষয়টিও ভাববানী করেছিলেন যে, গুনাহের দায় মাফ করার জন্য কোরবানী হয়ে, নিজের রক্ত ঢেলে দিয়ে মসীহ মৃত্যুকে জয় করে কবর থেকে জীবিত হয়ে উঠবেন!

কিতাব অধ্যায়নের এ যাত্রায়, আমরা আরও দেখেছি যে শুধুমাত্র হযরত মূসা (আঃ) এবং বাদশাহ্ দাউদই মসীহের বিষয় লিখেছিলেন, এমন নয়! **কিন্তু আল্লাহ্র সমস্ত নবীরাই মসীহের আগমনের বিষয়ে ঘোষণা করেছিলেন**। উদাহরণ স্বরূপ নবী ইশাইয়া ভবিষ্যদ্বানী করেছিলেন যে, মসীহ্ যেভাবে জন্মগ্রহণ করবেন, দুনিয়ার আর কেউই সেভাবে জন্মগ্রহণ করে নি। তিনি বলেছেন: *"একজন অবিবাহিতা সতী মেয়ে গর্ভবতী হবে, আর তাঁর একটি ছেলে হবে; তাঁর নাম রাখা হবে ইম্মানুয়েল। এই নামের মানে হল, 'আমাদের সংগে আল্লাহ।'"* (ইশাইয়া ৭: ১৪; মথি ১: ২৩ আয়াত) মসীহের জন্মের সাতশ বছর পূর্বে নবী ইশাইয়া এই ভাববানী করেছিলেন।

নবী ইশাইয়ার সমসাময়িক সময়ে এমন আরেকজন নবী জীবিত ছিলেন। তাঁর নাম হযরত **মিকাহ্** (আঃ)। যে নগরীতে মসীহ জন্মগ্রহণ করবেন সেই নগরীর নাম, আল্লাহ্, নবী মিকাহ্ এর কাছে প্রকাশ করেছিলেন। মনোযোগ দিয়ে শুনুন নবী মিকাহ্ কি লিখেছিলেন। আমরা নবীদের কিতাব, মিকাহ্ এর পঞ্চম রুকু থেকে পরছি: *"কিন্তু হে **বেথেলহেম**-ইফ্রাথা, যদিও তুমি এহুদার হাজার হাজার গ্রামগুলোর মধ্যে ছোট, তবুও তোমার মধ্য থেকে আমার পক্ষে এমন একজন আসবেন যিনি হবেন ইসরাইলের শাসনকর্তা, যাঁর শুরু পুরানো দিন থেকে, অনন্তকাল থেকে।"* (মিকাহ্ ৫:২) আর এভাবে নবী মিকাহ্ ঘোষণা করেছিলেন যে বাদশাহ্ দাউদের নগরী, বেথেলহেমে মসীহ জন্মগ্রহণ করবেন। আর তিনটি অনুষ্ঠান পরেই আমরা জানতে পারব যে কিভাবে আল্লাহ্ এ ভাববানীটির পূর্ণতা দান করেছিলেন কারন এই সেই বেথেলহেম নগরী যেখানে মসীহের জন্ম হয়েছিল, ঠিক যে বিষয়টি শত শত বছর আগে, তাঁর নবী হযরত মিকাহ্ (আঃ) ঘোষণা করেছিলেন।

সত্যিই, অত্যন্ত যত্ন সহকারে আল্লাহ্, দুনিয়াতে নাজাত দাতার আগমনের পথ প্রস্তুত করেছিলেন। **আল্লাহ্র পাক্-কিতাবে, মসীহের আগমনের প্রসঙ্গটি নবীরা শত শত বার উল্লেখ করেছেন**। আপনার মনে হয়ত এমন প্রশ্ন জাগতে পারে যে: দুনিয়াতে মসীহের আগমনের **পূর্বে** আল্লাহ্ কেন তাঁর নবীদের দিলে মসীহের সম্পর্কে এই সকল বিষয়গুলো জানিয়ে দিয়েছিলেন? আসলে এর পিছনে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ কারণ রয়েছে। মসীহের

সম্পর্কে এই সব বিষয়গুলো লিখে রাখার জন্য আল্লাহ্ নবীদের দিলে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিলেন, ফলে মসীহ যখন দুনিয়াতে এসে তাঁর সম্পর্কে করা নবীদের ভবিষ্যদ্বানীগুলোর পূর্ণতা দান করবেন, তখন যেন **সন্দেহাতীত ভাবে** সকলে জানতে পারে যে তিনিই এক এবং অদ্বিতীয় নাজাত দাতা, যাঁকে আল্লাহ্ পাঠিয়েছেন। আল্লাহ্ চান যেন কেউ আপনাকে না ঠকাতে পারে! আল্লাহ্র ইচ্ছা যেন আপনি জানতে পারেন যে মসীহ কে, কে গুনাহ্গারদের নাজাত দাতা, আর এর মধ্য দিয়ে আপনি যেন তাঁর উপর ঈমান এনে গুনাহের শস্তি থেকে নাজাত লাভ করতে পারেন। আর এ কারনেই তিনি আমদের একটি অসাধারন, বিশ্বাসযোগ্য কিতাব দিয়েছেন, যাকে প্রথম চুক্তি বলা হয়–যেন এর মাধ্যমে আমরা **সত্য** এবং **মিথ্যার** মধ্যে তফাৎ করতে পারি।

এখন প্রথম চুক্তি থেকে আমাদের যাত্রা শেষ করার লক্ষ্যে, প্রথম চুক্তির সর্বশেষ কিতাব, **মালাখি** থেকে আমরা পড়া শুরু করব। নবী মালাখির কালামগুলো আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, কারন দুনিয়াতে মসীহের আগমনের পূর্বে, এগুলোই আদমের সন্তানদের কাছ নাজিল করা আল্লাহ্র সর্বশেষ কালাম। নাজাত দাতার জন্মগ্রহণের আর মাত্র চারশ বছর বাকি আছে।

চলুন শুনে নেওয়া যাক প্রথম চুক্তির সর্বশেষ অধ্যায়ে নবী মালাখি কি লিখেছেন। তিনি বলেছেন,

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলছেন, দেখ, আমি আমার সংবাদদাতাকে পাঠাচ্ছি; সে ***আমার আগে গিয়ে পথ প্রস্তুত করবে****। তারপর যে মালিকের জন্য তোমরা অপেক্ষা করছ তিনি হঠাৎ তাঁর ঘরে আসবেন...'আমি মাবুদ, আমার কোন পরিবর্তন নেই...কিন্তু তোমরা যারা আমাকে ভয় কর তোমাদের উপর* ***ন্যায়ের সূর্য*** *উঠবে যার আলোর রশ্মিতে থাকবে সুস্থতা!'"* (মালাখি ৩:১,৬; ৪:২ আয়াত)

এভাবে নবী মালাখি ভাববানী করেছিলেন যে আল্লাহ্ মসীহের আগমনের পূর্বে তাঁর পথ প্রস্তুত করার জন্য আর একজন নবীকে পাঠানোর পরিকল্পনা করেছিলেন। আপনি কি জানেন সেই নবী কে ছিলেন? আমরা আমাদের পরবর্তী পাঠে মসীহের পথ প্রস্তুতকারী সেই নবী, **হযরত ইয়াহিয়ার** পরিচয় জানতে পারব।

কিন্তু নবী মালাখি আরও লিখেছিলেন: ***"যে মালিকের জন্য তোমরা অপেক্ষা করছ, তিনি আসছেন... আমি মাবুদ, আমার কোন পরিবর্তন নেই!"***(মালাখি ৩:১ আয়াত) এর প্রায় দু'শ বছর আগে নবী ইয়ারমিয়া ভবিষদ্বানী করেছিলেন:

"'মাবুদ বলছেন, সময় আসছে যখন আমি ইসরাইলের ও এহুদার লোকদের জন্য ***একটা নতুন ব্যবস্থা*** *স্থাপন করব। মিসর থেকে তাদের পূর্বপুরুষদের আমি হাত ধরে বের করে আনবার সময় তাদের জন্য যে ব্যবস্থা স্থাপন করেছিলাম এই নতুন ব্যবস্থা সেই ব্যবস্থার মত হবে না। আমি যদিও তাদের স্বামীর মত ছিলাম তবুও তারা আমার ব্যবস্থা ভেংগেছিল।' পরে আমি বনি-ইসরাইলদের জন্য যে ব্যবস্থা স্থাপন করব তা হল, 'আমার শরীয়ত আমি তাদের মনের মধ্যে রাখব এবং তাদের দিলেও তা লিখে রাখব...সেজন্য আমি তাদের অন্যায় মাফ করব, তাদের গুনাহ আর কখনও মনে রাখব না। আমি মাবুদ এই কথা বলছি।'"* (ইয়ারমিয়া ৩১: ৩১-৩৪ আয়াত)

এই সব কালামের মধ্য দিয়ে আল্লাহ্ ঘোষণা করেছিলেন যে মসীহ এক নতুন শরীয়ত নিয়ে আসবেন যা মূলত প্রথম চুক্তির সকল ওয়াদা ও শর্তগুলোর পূর্ণতা দান করবে। নতুন শরীয়ত মানুষের উপর নির্ভর করবে না যারা আল্লাহ্র দেওয়া চুক্তি রক্ষা করতে ব্যার্থ হয়েছে, কিন্তু এটি আল্লাহ্র উপরই নির্ভর করবে, যিনি তাঁর ধার্মিকতা ও দয়ায়, নতুন শরীয়তের পূর্ণতা দানকারী মসীহকে এই দুনিয়াতে পাঠাবেন।

অধ্যায় ৫৯

নবীদের বনী সংক্ষিপ্তাকারে মালাখি

হাজার বছর যাবত, আদমের সন্তানদের, গুনাহের ক্ষমা পাবার জন্য আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে পশু কোরবানী করতে হত। **প্রথম চুক্তিতে, পশু কোরাবানী** একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল যা আল্লাহ্‌, মানব জাতিকে **তাঁর নবীদের** মাধ্যমে দিয়েছিলেন। কিন্তু **মসীহ** দুনিয়াতে একটি **নতুন চুক্তি** নিয়ে এসেছিলেন, কারন **পশু কোরবানীর প্রতিকী রীতিকে তিনি পূর্নতা** দান করেছিলেন, আর এভাবেই প্রথম চুক্তির অবসান ঘটছিল।

মসীহ নবীদের কালামকে **বাতিল** করতে আসেন নি কিন্তু সেগুলো **পূর্ণ** করতে এসেছিলেন। আর এ কারনে নবী মালাখি মসীহকে বলেছেন " ***ন্যায়ের সূর্য।"*** কেন মসীহকে সূর্যের সাথে তুলোনা করা হয়েছিল? নবীরা ছিলেন চাঁদ অথবা মোমবাতির মত যা কিনা অন্ধকার দুনিয়াতে অতি ক্ষুদ্র আলোর মত ছিল। কিন্তু মসীহ হলেন উঠন্ত সূর্য, কারণ তিনি গুনাহ্‌র অন্ধকার থেকে বের করে এনে আমাদেরকে **অনন্তকালীন ধার্মিকতার পথ** দেখিয়েছেন! যখন সূর্য উদিত হয় তখন কি কারো আর চাঁদ অথবা মোমবাতির প্রয়োজন পরে? মসীহ হলেন **ন্যায়ের সূর্য**! আমাদের পরবর্তী অনুষ্ঠানে আমরা শুনব যে নবী ইউহোন্নার পিতা, জাকারিয়া, মসীহের সম্পর্কে ঠিক একইভাবে বলেছিলেন: ***"তাঁর মমতায়... বেহেশত থেকে এক উঠন্ত সূর্য আমাদের উপর নেমে আসবেন, যাতে অন্ধকারে ও মৃত্যুর ছায়ায় যারা বসে আছে তাদের নূর দিতে পারেন,*** *আর শান্তির পথে আমাদের চালাতে পারেন।"* (লূক ১:৭৮, ৭৯ আয়াত) আমিন!

বন্ধুগন, এভাবেই প্রথম চুক্তির কিতাবগুলো অধ্যায়নের মাধ্যমে আমরা আমাদের যাত্রার একেবারে শেষে পৌঁছে গিয়েছি। আল্লাহ্‌র ইচ্ছায়, পরবর্তী অনুষ্ঠানে আমরা নতুন চুক্তি–সুসংবাদের{ইঞ্জিল শরীফ} কিতাব গুলো থেকে আবার আমাদের যাত্রা শুরু করব, যা সত্যিই খুব অসাধারন একটি অংশ। সুসংবাদের সে অংশে আমরা মসীহের দ্বারা নবীদের ভাববানীর পূর্নতা গুলো খুজে বের করতে সক্ষম হব... আল্লাহ্‌ আপনাকে রহমত দান করুন যেন আপনি এই সতর্ক বানীর প্রতি মনোযোগী হতে পারেন:

"কিতাবের মধ্যে নবীরা যা বলেছেন তা আমাদের কাছে সত্যি বলে প্রমাণিত হয়েছে। অন্ধকারে যেমন তোমাদের চোখ বাতির দিকে থাকে ঠিক তেমনি করে, যতক্ষন সকাল না হয় এবং তোমাদের দিলে শুকতারা না ওঠে, ততক্ষন পর্যন্ত নবীদের কথায় মনোযোগ দিলে তোমরা ভাল করবে!" (২ পিতর ১:১৯)

অধ্যায় ৬০
নবী ইউহোন্না; লূক ১

শ্রোতা বন্ধুরা, শান্তি আপনাদের সহবর্তি থাকুক। আল্লাহ্‌র নামে আপনাদের অভিবাদন জানাই, শান্তির আল্লাহ্, যিনি ধার্মিকতার পথ প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তিনি চান যেন প্রত্যেকেই সে পথ সম্পর্কে জানতে পারে এবং আত্মসমর্পণ করে, এবং সত্যিকারের শান্তি যেন চিরদিন তাদের সাথে থাকে। আপনাদের অনুষ্ঠান "*ধার্মিকতার পথ*" নিয়ে আজ উপস্থিত হতে পেরে আমরা আনন্দিত।

গত দিনের অনুষ্ঠানে আমরা পাক্-কিতাবের প্রথম অংশের মধ্য দিয়ে আমাদের যাত্রা শেষ করেছি। এ অংশটি তৌরাত শরীয়, জবুর শরীফ এবং নবীদের কিতাব নিয়ে গঠিত। প্রথম অংশটিকে ***প্রথম চুক্তি*** বলা হয়, তাছার একে *পুরতন নিয়ম*ও বলা হয়ে থাকে। আজ আল্লাহ্‌র কালামের দ্বিতীয় নতুন যে অংশ থেকে আমরা আমাদের পাঠ শুরু করব, তাকে *নতুন নিয়ম* বা **নতুন চুক্তি** বলা হয়ে থাকে।

আল্লাহ্ কেন তাঁর পাক-্কিতাবকে প্রথম চুক্তি(পুরতন নিয়ম) এবং নতুন চুক্তি(নতুন নিয়ম) এই **দুটি অংশে আলাদা করেছেন?** আল্লাহ্ বেশ কয়েকটি কারনে এ কাজটি করেছেন। প্রথম যে কারনটি আমাদের বোঝা উচিৎ তা হল, **প্রথম চুক্তির** সকল কালাম **মসীহের জন্মে পূর্বে** লেখ হয়েছিল অন্যদিকে **নতুন চুক্তি**র সমস্ত কালাম **মসীহের জন্মে পরে** লেখা হয়েছে। আর প্রথম চুক্তিতে আল্লাহ্‌র নবীদের মূল বানী ছিল যে: "আল্লাহ্ মসীহকে **পাঠাবেন**!" কিন্তু নতুন চুক্তির মূল বিষয়বস্তু হল: "প্রথম চুক্তিতে নবীদের মধ্য দিয়ে আল্লাহর দেয়া ওয়াদা অনুযায়ী তিনি মসীহকে পাঠিয়েছেন!"

প্রথম চুক্তি এবং নতুন চুক্তির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ এই পার্থক্য টা কি আপনার আছে পরিষ্কার? পাক্-কিতাব, ***পুরাতন*** *নিয়ম* ও ***নতুন*** *নিয়ম* নিয়ে গঠিত বলে অনেকে এটা নিয়ে সমালোচনা করে থাকে। তারা মনে করে যে নবীদের লিখিত মূলগ্রন্থ থেকে কিছু অংশ বাতিল করে সেখানে নতুন অংশ যোগ করে নতুন চুক্তিটি তৈরী করা হয়েছে! কিন্তু বিষয়টা এরকম নয়। নতুন নিয়ম, অর্থাৎ নতুন চুক্তি কোনভাবেই প্রথম চুক্তিতে নবীদের লেখাগুলোকে পরিবর্তন করে না–বরং এটা নবীদের লেখাগুলোকে **সুনিশ্চিত** করে। নতুন চুক্তি দেখায় যে আল্লাহ্ কিভাবে প্রথম চুক্তির ওয়াদাগুলো, ভাববানী সমূহ এবং প্রতীকী কাজ গুলোর পূর্ণতা দান করেছেন। প্রথম চুক্তিতে সকল নবীরা যে বিষয়ে তবলিগ করেছিলেন, তা হল: "মসীহ **আসবেন, তিনি আসবেন**! তিনি **অবশ্যই আসবেন**।" কিন্তু নতুন চুক্তির মূল বিষয়বস্তু হল: "মসীহ **এসেছেন! যে মসীহের বিষয়ে সকল নবীরা তবলিগ করেছেন, তিনি এসেছেন! তিনি এসেছেন!"**

কৃতজ্ঞতার সাথে আনন্দিত দিলে আল্লাহ্‌কে আমদের শুকরিয়া জানানো উচিৎ, কারণ তিনি আমাদের এমন একটি পাক্-কিতাব দিয়েছেন যা প্রথম চুক্তি **এবং** নতুন চুক্তি নিয়ে গঠিত। কারন এ দুটি অংশের মাধ্যমে আমরা যেমন বহু বছর আগে আল্লাহ্‌র দেয়া ওয়াদার কথা জানতে পারি সেই সাথে সে ওয়াদা পূরন করার ঘটনাও জানতে পারি। **তৌরাত শরীফ, জবুর শরীফ এবং নবীদের কিতাবে আল্লাহ্‌র করা ওয়াদা অনুসারে** তিনি আমাদের জন্য একজন নাজাত দাতা পাঠিয়েছিলেন। বাওবাব গাছের{সেনেগালের সবচেয়ে পরিচিত গাছ} বীজ যেমন বিশাল বাওয়াব গাছে থেকেই পরিপুষ্ট হয় ঠিক তেমনি প্রথম চুক্তি নতুন চুক্তির মাধ্যমে পুর্ণতা লাভ করেছে।

আপনি হয়ত জেনে থাকবেন যে পাক্-কিতাবের দ্বিতীয় অংশ, নতুন চুক্তি আরেকটি নামে পরিচিত। তা হল **"ইঞ্জিল শরীফ"** *ইঞ্জিল* একটি আরবি শব্দ যার অর্থ ***সুসংবাদ*** {সুসমাচার) সত্যিই, সুসংবাদের মধ্যে যে সব বার্তা আছে, তা আসলেই খুব ভাল সংবাদ, কারণ এটা বর্ণনা করে যে কিভাবে মসীহ নবীদের ভাববানীগুলো পূর্ণ

করার মাধ্যমে আদমের সন্তানদের জন্য দরজা খুলে দিয়েছিলেন যেন তারা আল্লাহ্‌ সাথে অনন্তকাল ধরে সুখ-শান্তিতে বসবাস করতে পারেন।

সুসংবাদের কিতাবগুলো সম্পর্কে একটি বিষয় আপনারা বোঝা উচিৎ যে, মসীহ কিন্তু নিজে থেকে এগুলো লিখেন নি। প্রথম চুক্তি লিখতে আল্লাহ্‌ যেমন অনেক লোককে ব্যবহার করেছিলেন, তেমনি বহু লোককে ব্যাবহার করে আল্লাহ্‌ নতুন চুক্তি লিখিয়েছেন। মসীহ, যিনি দুনিয়াতে এসেছিলেন, তাঁর জীবনের ঘটনাগুলো লিখতে আল্লাহ্‌ **চারজন ব্যাক্তিকে** ব্যাবহার করেছিলেন। সেই চার জন ব্যাক্তির নাম হল মথি, মার্ক, লূক এবং ইউহোন্না। সুসংবাদের কিতাবটি লিখতে আল্লাহ্‌ কেন চারজনকে ব্যাবহার করেছিলেন? এর কারন হল: আল্লাহ্‌ একটি সংবাদ আমদের কাছে এমন ভাবে দিতে চেয়েছিলেন যেন তা সন্দেহাতীতভাবে বিশ্বসযোগ্য হয়। তিনি তাঁর কালাম **দৃঢ় করার জন্য** চারজন লেখককে ব্যাবহার কলেছিলেন। চার পা-ওয়ালা টেবিল যেমন এক পা-ওয়ালা টেবিলের চেয়ে অনেক বেশী শক্ত-সামর্থ হয়, তেমনি একজন সাক্ষ্যির চেয়ে চারজন সাক্ষ্যির সাক্ষ্য আরও বেশী বিশ্বাসযোগ্য হয়ে। আল্লাহ্‌ চারজন্য সাক্ষ্যিকে ব্যাবহার করেছিলেন, যেন আমরা নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করতে পারি যে মসীহের বিষয়ে কিতাবে যা লেখা আছে তা সম্পূর্ণরূপে সত্য! আল্লাহ্‌ যেমন নবীদের দিলে তাঁর কালাম দিয়েছিলেন এবং তা লিখে রাখার জন্য তাঁদের অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিলেন, ঠিক তেমনি তিনি মসীহের সমসাময়িক সময়কার চারজন্য ব্যাক্তিকে পরিচালনা দিয়েছিলেন, কারণ জগতের নাজাতদাতার বিষয়ে তাঁরা যা দেখ্‌ছে এবং শুনছে, তা যেন লিখে রাখে।{প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌ মোট আটজন ব্যাক্তিকে মসীহের বিষয়ে লেখার জন্য উৎসাহ জুগিয়েছিলেন। প্রেরীতদের পাঠানো চিঠি অর্থাত পৌল, পিতর, ইয়াকুব এবং এহুদার লেখাগুলোও ইঞ্জিলের শনীফের–সুসংবাদের লেখাগুলোর–সাথে সম্পূর্ণভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ!}

আপনি কি জানেন, মথি, মার্ক, লূক এবং ইউহোন্না কোন ভাষায় পাক্‌-কিতাবের সুসংবাদ লিখেছিলেন? তাঁর এটা গ্রীক ভাষায় লিখেছিলেন। কিন্তু আমরা এটা বাংলা ভাষায় পরব, কারন আমাদের মধ্যে বেশীর ভাগ লোকই আমরা গ্রীক ভাষা বুঝি না! আমরা আল্লাহ্‌র কাছে হাজারো শূকরিয়া জানাই কারন তিনি অনেক জ্ঞানী মানুষদের দিলে উৎসাহ দিয়েছিলেন যে তারা এটাকে বাংলা, ইংরেজী সহ দুনিয়ার হাজার হাজার ভাষায় অনুবাদ করেন।

হ্যাঁ, মাঝে মাঝে আমরা শুনে থাকি যে এমন অনেক মানুষ আছে যারা এই সুসংবাদের বিরুদ্ধে কথা বলে থাকে। তারা বলে, "এটা বিশ্বাস করার মত কোন কিতাব না, কারণ এটাকে বিকৃত করা হয়েছে। এটা অনেক মিথ্যা ধারণায় ভরা আর সে কারনে এটা সত্যের বিষয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করে তোলে!" বন্ধুগন, মনে রাখবেন, যে ব্যক্তি পাক্‌-সুসংবাদের বিরুদ্ধে কথা বলে সে স্বয়ং আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধেই কথা বলে। "একটি ডিমের কখনও একটি পাথরের সাথে লড়াই করা চলে না।" পাক্‌-কিতাব, আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস ও আনুগত্যের যোগ্য। তৌরাত শরীফ ও জবুর শরীফে আল্লাহ্‌র কালাম যেমন নিখঁত, সুসংবাদেও তাঁর কালাম তেমনি নিখুঁত। পাক্‌-কিতাব কখনও পরিবর্তীত হতে পারে না। আল্লাহ্‌ সর্বশক্তিমান তাই তিনি তাঁর চিরস্থায়ী কালাম রক্ষা করতে সমর্থ। তিনি তাঁর কালাম তাদের জন্য যত্ন করে রেখেছেন যারা দিল দিয়ে সেই কালামের খোঁজ করে। সত্যিকার অর্থে আল্লাহ্‌ জীবন্ত ও চিরস্থায়ী কালাম পরিবর্তন করার ক্ষমতা করো নেই! আর এবিষয়ে মাবুদ নিজে সুসংবাদের ঘোষণা করেছেন: ***"আসমান ও জমীন শেষ হবে, কিন্তু আমার কথা চিরদিন থাকবে।"*** (মথি ২৪:৩৫ আয়াত)

এখন সময় হয়েছে, **সুসংবাদের কিতাব থেকে আমাদের যাত্রা শুরু করার**। নতুন চুক্তি করা হয়েছে। গত দিনের পাঠে আমরা নবী মালাখির বিষয়ে পড়েছি যিনি মসীহের জন্মের চারশত বছর আগে এসেছিলেন। নবী মালাখির পরের চারশত বছরের মধ্যে আল্লাহ্‌ ইহুদীদের কাছে তাঁর কালাম লেখার জন্য আর কোন নবীকে

পাঠান নি। আল্লাহ্ কেন আর কোন নবীকে পাঠান নি? তিনি আর কোন নবী পাঠান নি কারণ প্রথম চুক্তি সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। **নবীদের মধ্য দিয়ে আল্লাহ্ যা কিছু বলতে চেয়েছিলেন, তার সবটাই বলা হয়ে গিয়েছিল**। দুনিয়াতে তখন মসীহকে পাঠানোর জন্য আল্লাহ্ নিরুপিত সময়ের অপেক্ষায় ছিলেন যার মাধ্যমে তিনি নতুন চুক্তি স্থাপন করতে পারবেন।

ইতিমধ্যে আমরা আল্লাহ্ পরিকল্পনা সম্পর্কে নবী ইশাইয়া এবং নবী মালাখির ভবিষ্যদ্বানীটি শুনেছি যে মসীহের পথ প্রস্তুত করার জন্য মসীহের পূর্বে আল্লাহ আর একজন নবীকে পাঠাবেন। আপনি কি জানেন, কে ছিলেন সেই নবী? হ্যাঁ, তিনি ছিলেন নবী ইউহোন্না। নবী ইউহোন্নার পিতা ছিলেন হযরত জাকারিয়া। হযরত জাকারিয়া জেরুজালেমের বাইতুল মোকাদ্দসের একজন ইমাম ছিলেন যিনি মানুষের পক্ষে আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে কোরবানগাহে পশু কোরবানীর কাজ করে আল্লাহ্র সেবা করতেন।

চলুন এখন পাক্-কিতাবের লূকের সুসংবাদ থেকে নবী ইউহোন্নার জন্মের বিষয়ের ঘটনাটি পড়ে নেয়া যাক। আমরা প্রথম রুকু থেকে পড়ছি, কিতাবে লেখা আছে:

(লূক ১) {৫-৮, ১০-২০, ২১-২৫ আয়াত}

৫হেরোদ যখন এহুদিয়া প্রদেশের বাদশাহ্ ছিলেন সেই সময়ে ইমাম অবিয়ের দলে জাকারিয়া নামে ইহুদীদের
একজন ইমাম ছিলেন। তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল এলিজাবেত। তিনিও ছিলেন ইমাম হারুনের একজন বংশধর। ৬তাঁরা
দুজনেই আল্লাহ্র চোখে ধার্মিক ছিলেন। মাবুদের সমস্ত হুকুম ও নিয়ম তাঁরা নিখুঁতভাবে পালন করতেন। ৭তাঁদের
কোন ছেলেমেয়ে হয় নি কারণ এলিজাবেত বন্ধ্যা ছিলেন। এছাড়া তাঁদের বয়সও খুব বেশী হয়ে গিয়েছিল।
৮একবার নিজের দলের পালার সময় জাকারিয়া ইমাম হিসাবে আল্লাহ্র এবাদত-কাজ করছিলেন।

১০ধূপ জ্বালাবার সময় বাইরে অনেক লোক মুনাজাত করছিল। ১১এমন সময় ধূপগাহের ডানদিকে মাবুদের একজন
ফেরেশতা হঠাৎ এসে জাকারিয়াকে দেখা দিলেন। ১২ফেরেশতাকে দেখে তাঁর মন অস্থির হয়ে উঠল এবং তিনি
ভয় পেলেন। ১৩ফেরেশতা তাঁকে বললেন, "জাকারিয়া, ভয় কোরো না, কারণ আল্লাহ্ তোমার মুনাজাত
শুনেছেন। তোমার স্ত্রী এলিজাবেতের একটি ছেলে হবে। তুমি তার নাম রেখো ইয়াহিয়া। ১৪সে তোমার জীবনে মহা
আনন্দের কারণ হবে এবং তার জন্মের দরুন আরও অনেকে আনন্দিত হবে, ১৫কারণ মাবুদের চোখে সে মহান
হবে। সে কখনও আংগুর-রস বা কোন রকম মদানো রস খাবে না এবং মায়ের গর্ভে থাকতেই সে পাক-রূহে পূর্ণ
হবে। ১৬বনি-ইসরাইলদের অনেককেই সে তাদের মাবুদ আল্লাহ্র কাছে ফিরিয়ে আনবে। ১৭নবী ইলিয়াসের মত
মনোভাব ও শক্তি নিয়ে সে মাবুদের আগে আসবে। সে পিতার মন সন্তানের দিকে ফিরাবে এবং অবাধ্য লোকদের
মনের ভাব বদলে আল্লাহ্ভক্ত লোকদের মনের ভাবের মত করবে। এইভাবে সে মাবুদের জন্য এক দল লোককে
সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত করবে।" ১৮তখন জাকারিয়া ফেরেশতাকে বললেন, "কিভাবে আমি তা বুঝব? আমি তো বুড়ো
হয়ে গেছি এবং আমার স্ত্রীর বয়সও অনেক বেশী হয়ে গেছে।" ১৯ফেরেশতা তাঁকে বললেন, "আমার নাম
জিবরাইল; আমি আল্লাহ্র সামনে দাঁড়িয়ে থাকি। তোমার সংগে কথা বলবার জন্য ও তোমাকে এই সুসংবাদ দেবার
জন্য আল্লাহ্ আমাকে পাঠিয়েছেন। ২০দেখ, আমার কথা সময়মতই পূর্ণ হবে, কিন্তু তুমি আমার কথা বিশ্বাস কর
নি বলে বোবা হয়ে থাকবে। যতদিন না এই সব ঘটে ততদিন তুমি কথা বলতে পারবে না।" ২১এদিকে লোকেরা

জাকারিয়ার জন্য অপেক্ষা করছিল। বায়তুল-মোকাদ্দসের পবিত্র স্থানে তাঁর দেরি হচ্ছে দেখে তারা ভাবতে লাগল।
২২পরে জাকারিয়া যখন বের হয়ে আসলেন তখন লোকদের সংগে কথা বলতে পারলেন না। এতে লোকেরা
বুঝতে পারল পবিত্র স্থানে তিনি কোন দর্শন পেয়েছেন। তিনি লোকদের কাছে ইশারায় কথা বলতে থাকলেন এবং
বোবা হয়ে রইলেন। ২৩ইমামের কাজের পালা শেষ হবার পরে জাকারিয়া বাড়ী চলে গেলেন। ২৪এর পরে তাঁর স্ত্রী
এলিজাবেত গর্ভবতী হলেন এবং পাঁচ মাস পর্যন্ত বাড়ী ছেড়ে বাইরে গেলেন না। তিনি বললেন, ২৫"এটা
মাবুদেরই কাজ। মানুষের কাছে আমার লজ্জা দূর করবার জন্য তিনি এখন আমার দিকে চোখ তুলে চেয়েছেন।"

আমরা এখানে দেখতে পেয়েছি, আল্লাহ্ কিভাবে হযরত জাকারিয়ার কাছে জিবরাইল ফেরেশতার মাধ্যমে তাঁর স্ত্রী, এলিজাবেতের পুত্র সন্তান লাভের সংবাদটি জাহির করেছিলেন। তিনিই সেই মহান নবী হবেন যিনি মসীহের পূর্বে এসে তাঁর জন্য পথ প্রস্তুত করবেন। আর এরই সুত্র ধরে এ রুকুর শেষের দিকে লেখা আছে,

(লূক ১) {৫৭-৭৯আয়াত}

৫৭সময় পূর্ণ হলে পর এলিজাবেতের একটি ছেলে হল। ৫৮তাঁর উপর মাবুদের প্রচুর মমতার কথা শুনে
প্রতিবেশীরা ও আত্মীয়রা তাঁর সংগে আনন্দ করতে লাগল। ৫৯ইহুদীদের নিয়ম মত আট দিনের দিন তারা ছেলেটির
খৎনা করাবার কাজে যোগ দিতে আসল। তারা ছেলেটির নাম তার পিতার নামের মত জাকারিয়া রাখতে চাইল,
৬০কিন্তু তার মা বললেন, "না, এর নাম ইয়াহিয়া রাখা হবে।" ৬১তারা এলিজাবেতকে বলল, "আপনার আত্মীয়-
স্বজনদের মধ্যে তো কারও ঐ নাম নেই।" ৬২তারা ইশারা করে ছেলেটির পিতার কাছ থেকে জানতে চাইল তিনি
কি নাম দিতে চান। ৬৩জাকারিয়া লিখবার জিনিস চেয়ে নিয়ে লিখলেন, "ওর নাম ইয়াহিয়া।" এতে তারা সবাই
অবাক হল, ৬৪আর তখনই জাকারিয়ার মুখ ও জিভ্ খুলে গেল এবং তিনি কথা বলতে ও আল্লাহ্র প্রশংসা করতে
লাগলেন। ৬৫এ দেখে প্রতিবেশীরা সবাই ভয় পেল, আর এহুদিয়ার সমস্ত পাহাড়ী এলাকার লোকেরা এই সব
বিষয়ে বলাবলি করতে লাগল। ৬৬যারা এই সব কথা শুনল তারা প্রত্যেকেই মনে মনে তা ভাবতে লাগল আর
বলল, "বড় হয়ে এই ছেলেটি তবে কি হবে!" তারা এই কথা বলল, কারণ মাবুদের শক্তি এই ছেলেটির উপর
দেখা গিয়েছিল। ৬৭পরে ছেলেটির পিতা জাকারিয়া পাক-রূহে পূর্ণ হয়ে নবী হিসাবে এই কথা বলতে লাগলেন,
৬৮"ইসরাইলের মাবুদ আল্লাহ্র প্রশংসা হোক, কারণ তিনি তাঁর নিজের বান্দাদের দিকে মনোযোগ দিয়েছেন আর
তাদের মুক্ত করেছেন। ৬৯তিনি আমাদের জন্য তাঁর গোলাম দাউদের বংশ থেকে একজন শক্তিশালী নাজাতদাতা
তুলেছেন। ৭০এই কথা তাঁর পবিত্র নবীদের মুখ দিয়ে তিনি অনেক দিন আগেই বলেছিলেন। ৭১তিনি শত্রুদের হাত
থেকে আর যারা ঘৃণা করে তাদের সকলের হাত থেকে আমাদের রক্ষা করেছেন। ৭২তিনি আমাদের পূর্বপুরুষদের
মমতা করবার জন্য আর তাঁর পবিত্র ব্যবস্থা, অর্থাৎ তাঁর কসম পূর্ণ করবার জন্য আমাদের রক্ষা করেছেন। ৭৩সেই
কসম তিনি আমাদের পূর্বপুরুষ ইব্রাহিমের কাছে খেয়েছিলেন। তিনি শত্রুদের হাত থেকে আমাদের উদ্ধার করেছেন
যেন যতদিন বেঁচে থাকি পবিত্র ও সৎভাবে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে নির্ভয়ে তাঁর এবাদত করতে পারি। ৭৬সন্তান
আমার, তোমাকে আল্লাহ্তা'লার নবী বলা হবে, কারণ তুমি তাঁর পথ ঠিক করবার জন্য তাঁর আগে আগে চলবে।
৭৭তুমি তাঁর বান্দাদের জানাবে, কিভাবে আমাদের আল্লাহ্র মমতার দরুন গুনাহের মাফ পেয়ে নাজাত পাওয়া যায়।

তাঁর মমতায় বেহেশত থেকে এক উঠন্ত সূর্য আমাদের উপর নেমে আসবেন, ৭৯যাতে অন্ধকারে ও মৃত্যুর ছায়ায় যারা বসে আছে তাদের নুর দিতে পারেন, আর শান্তির পথে আমাদের চালাতে পারেন।

আর এ কারনেই নবী ইউহোন্নার জন্মের পর হযরত জাকারিয়া আল্লাহ্‌র প্রসংশা করেছিলেন কারন তিনি জানতেন শুভ ক্ষন; **মসীহের জন্মগ্রহণের সময় এসে গেছে**। হযরত জাকারিয়ার পুত্র, হযরত ইয়াহিয়া, মসীহ ছিলেন না, কিন্তু তিনি মসীহের আগে এসেছিলেন যেন মসীহের **আগমনের সুসংবাদ তবলিগ** করে তাঁর জন্য পথ প্রস্তুত করতে পারেন।

এতক্ষন আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ। আমরা আপনাদের বিনীতভাবে অনুরোধ করছি, যেন পরবর্তী দিনের অনুষ্ঠানে আপনি আমাদের সাথে থাকেন। কারন সেদিন আমরা জানব কিভাবে আল্লাহ্‌, মরিয়ম নামে একজন সতী কুমারী নারীর কাছে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দিয়ে পাঠিয়েছিলেন। পরবর্তী অনুষ্ঠানটি কিন্তু অনেক অনেক মূল্যবান সত্য ঘটনায় পূর্ণ। তাই কোনভাবেই তা মিস করবেন না!

আল্লাহ্‌ আপনাকে রহমত দান করুন যেন আপনি হযরত জাকারিয়ার এই কালামগুলো নিয়ে মনে মনে চিন্তা করতে পারেন:

"ইসরাইলের মাবুদ আল্লাহ্‌র প্রশংসা হোক...তিনি আমাদের জন্য তাঁর গোলাম দাউদের বংশ থেকে একজন নাজাতদাতা তুলেছেন। এই কথা তাঁর পবিত্র নবীদের মুখ দিয়ে তিনি অনেক দিন আগেই বলেছিলেন।" (লূক ১:৬৮-৭০ আয়াত)

৬১ অধ্যায়
ঘোষণা; লুক ১, মথি ১

শ্রোতা বন্ধু, আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হউক।

আমরা আপনাকে আল্লাহ্‌র নামে শুভেচ্ছা জানাই। তিনি শান্তির প্রভু। তিনি তাঁর তৈরীকৃত ধার্মিকতার পথ এবং তাঁর সত্যময় শান্তি সম্পর্কে আমাদের জানাতে চান। আজকে আপনার অনুষ্ঠান "*ধার্মিকতার পথ*" আবারো উপস্থাপন করতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত।

গত ষাট পাঠে আমরা কিতাবের প্রথম চুক্তি, মূসার তৌরাত, দাউদের জবুর এবং অন্যান্য নবীদের লেখাগুলি অধ্যায়ন করেছি। শেষ সম্প্রচারে আমরা কিতাবের নতুন চুক্তি "**ইঞ্জিল**" শুরু করেছি। ইঞ্জিল একটি আরবী শব্দ যার অর্থ হচ্ছে "**সুখবর**"। সুখবর (ইঞ্জিল) আমাদের কাছে প্রকাশ করছে যে, আল্লাহ্ তাঁর নবীদের মাধ্যমে যে ওয়াদা করেছিলেন সেই নাজাতদাতাকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন আর এই সুখবর সবার জন্য। সুখবর শুরু করার আগে আমাদের স্বরণ করা উচিত যে কেন আল্লাহ্ আদমের বংশধরদের জন্য একজন নাজাতদাতাকে পাঠানোর ওয়াদা করেছিলেন? আপনি কি স্বরণ করতে পারেন, আদম ও হাওয়া অবাধ্যতার দিনে কি হয়েছিল? তৌরাতে আমরা দেখেছি যে কিভাবে আদমের অবাধ্যতা সমগ্র মানব জাতিকে আল্লাহ্‌র রাজ্য থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিল এবং শয়তানের রাজ্যে প্রবেশ করিয়েছিল। আদমের গুনাহের কারনে আমরা প্রত্যেকে জালিম হয়ে উঠি। ঠিক যেমন "একটি ইঁদুর শুধু গর্তই করতে পারে" এই প্রবাদবাক্যের মত একইভাবে আদম ও তাঁর বংশধরেরা কেবল সেই সন্তানের জন্ম দিতে পারে যারা গুনাহ্ করে! গুনাহ্‌গাররা গুনাহ্‌গারদের উৎপন্ন করে। যিনি আমাদের বিচার করবেন তাঁর সামনে আমাদের গুনাহ্ আমাদের দোষী করে!

যাইহোক, আমরা আল্লাহ্‌র প্রশংসা করি যে, নবীগণের কিতাবসমূহ আদমের অধার্মিকতার দ্বারা শেষ হয়নি! আমরা ইতিমধ্যে দেখেছি যে, আদম ও হাওয়া গুনাহ্‌র দিন থেকে আল্লাহ্ তাঁর বিষ্ময়কর পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন যে, আদমের বংশধরদের শয়তান এবং গুনাহের হাত থেকে নাজাত দেওয়ার জন্য একজন নাজাতদাত প্রেরণ করবেন। গুনাহের সেই অন্ধকার দিনে আল্লাহ্ ঘোষণা করেছিলেন যে এই পবিত্র নাজাতদাতা "*একজন মহিলার*" গর্ভে জন্ম গ্রহণ করবে। (পয়দায়েশ ৩:১৫ আয়াত; গালাতিয় ৪:৪ আয়াত) মশীহ, যিনি গুনাহ্‌গারদের জন্য তাঁর নিখুত রক্ত ঝড়াবেন, তাঁর মধ্যে দুনিয়ার কোন লোকের রক্ত থাকবে না কারণ দুনিয়ার লোকদের মধ্যে গুনাহের রক্ত আছে। আল্লাহ্ যেমন নিখুঁত এবং পাক-পবিত্র তেমন করে তাকেও নিখুঁত এবং পাক-পবিত্র হতে হবে। সেইজন্য ইশাইয়া নবী (যিনি মসীহ আসার সাতশো বছর আগে এসেছিলেন) লিখেছিলেন: ***"একজন অবিবাহিতা সতী মেয়ে গর্ভবতী হবে, আর তাঁর একটি ছেলে হবে; তাঁর নাম রাখা হবে ইম্মানূয়েল" - যার অর্থ "আমাদের সঙ্গে আল্লাহ্"!*** (ইশাইয়া ৭:১৪ আয়াত; মথি ১:২৩ আয়াত) আসুন এখন সুসমাচারের বইয়ে ফিরে আসি যাতে আমরা দেখতে পারি **কিভাবে আল্লাহ্ এই নিখুঁত এবং পবিত্র নাজাতদাতার বিষয়ে দেয়া ওয়াদা পূর্ণ করেছেন**। আসুন দেখি কে সেই নাজাতদাতা যিনি একজন কুমারী মহিলার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যে মহিলা কোনদিন কোন পুরুষের সাথে মিলিত হননি। আমাদের শেষ পাঠে আমরা দেখেছি যে, আল্লাহ্‌র ফেরেশতা জিবরাইল কিভাবে একজন ইহুদী ব্যাক্তি জাকারিয়াকে দেখা দিয়েছিলেন। জিবরাইল জাকারিয়াকে বলেছিলেন যে তিনি ও তাঁর স্ত্রীর ইয়াহিয়া নামের একজন ছেলে সন্তান হবে, যিনি নাজাতদাতার পথ প্রস্তুত করবেন।

এখন আমরা সুসমাচারের অর্থাৎ ইঞ্জিলের লূকের প্রথম অধ্যায় পাঠ করবো এবং দেখবো কিভাবে আল্লাহ্ মরিয়ম নামের একজন কুমারীর কাছে ফেরেশতাকে পাঠিয়েছিলেন। কিতাব বলে,

(লূক ১) *২৬এলিজাবেতের যখন ছয় মাসের গর্ভ তখন আল্লাহ্ গালীল প্রদেশের নাসরত গ্রামের **মরিয়ম** নামে একজন অবিবাহিতা সতী মেয়ের কাছে জিবরাইল ফেরেশতাকে পাঠালেন। **বাদশাহ্ দাউদের বংশের** ইউসুফ নামে একজন লোকের সংগে তাঁর বিয়ের কথাবার্তা ঠিক হয়েছিল। ২৮ফেরেশতা মরিয়মের কাছে এসে তাঁকে সালাম জানিয়ে বললেন, "মাবুদ তোমার সংগে আছেন এবং তোমাকে অনেক দোয়া করেছেন।" ২৯এই কথা শুনে মরিয়মের মন খুব অস্থির হয়ে উঠল। তিনি ভাবতে লাগলেন এই রকম সালামের মানে কি। ৩০ফেরেশতা তাঁকে বললেন, "মরিয়ম, ভয় কোরো না, কারণ আল্লাহ্ তোমাকে খুব রহমত করেছেন। ৩১শোন, তুমি গর্ভবতী হবে আর তোমার একটি ছেলে হবে। তুমি তাঁর*

৬১ অধ্যায়

ঘোষণা; লুক ১, মথি ১

*নাম **ঈসা** রাখবে। ৩২তিনি মহান হবেন। **তাঁকে আল্লাহ্‌তা'লার পুত্র বলা হবে**। মাবুদ আল্লাহ্‌ তাঁর পূর্বপুরুষ বাদশাহ্‌ দাউদের সিংহাসন তাঁকে দেবেন। ৩৩তিনি ইয়াকুবের বংশের লোকদের উপরে চিরকাল ধরে রাজত্ব করবেন। তাঁর রাজত্ব কখনও শেষ হবে না।" ৩৪তখন মরিয়ম ফেরেশতাকে বললেন, "এ কেমন করে হবে? আমার তো বিয়ে হয় নি।" ৩৫ফেরেশতা বললেন, "পাক-রূহ্‌ তোমার উপরে আসবেন এবং আল্লাহ্‌তা'লার শক্তির ছায়া তোমার উপরে পড়বে। এইজন্য যে পবিত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করবেন তাঁকে ইবনুল্লাহ্‌ বলা হবে। ৩৬দেখ, এই বুড়ো বয়সে তোমার আত্মীয়া এলিজাবেতের গর্ভেও ছেলের জন্ম হয়েছে। লোকে বলত তার ছেলেমেয়ে হবে না, কিন্তু এখন তার ছয় মাস চলছে। ৩৭আল্লাহ্‌র কাছে অসম্ভব বলে কোন কিছুই নেই।" ৩৮মরিয়ম বললেন, "আমি মাবুদের বাঁদী, আপনার কথামতই আমার উপর সব কিছু হোক।" এর পরে ফেরেশতা মরিয়মের কাছ থেকে চলে গেলেন।*

আসুন এখানে থামি এবং কিছুক্ষণ আলোচনা করি। যখন মরিয়মের কাছে আল্লাহ্‌র ফেরেশতা দেখা দিলেন তখন কি হয়েছিল। মরিয়ম ছিলেন একজন যুবতী নারী, যিনি আল্লাহ্‌র কালামকে সম্মান করতেন। তিনি ইউসুফ নামের একজন ব্যক্তির সাথে বিবাহে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন, কিন্তু তারা তখনো এক হননি। ইউসুফ এবং মরিয়ম উভয়েই রাজা দাউদের বংশধর ছিলেন। আপনার হয়তো স্বরনে আছে যে, আল্লাহ্‌র নবী শুধুমাত্র এই ভবিষ্যৎ বানী করেননি যে মশীহ একজন **কুমারীর গর্ভে জন্মগ্রহণ** করবেন কিন্তু এই ভবিষ্যৎ বানীও করেছিলেন যে **তিনি দাউদের বংশধরের মধ্য দিয়ে আসবেন**।

যাতে কেউ ভুল বুঝতে না পারে, মরিয়মের বিষয়ে কিছু বিষয় জেনে রাখা ভাল। যেমন: মরিয়ম আদমের বংশধর ছিল। আমাদের সবার মত, তিনিও গুনাহের সভাবে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আমরা এই কথা বলছি কারণ অনেকেই মরিয়মকে আল্লাহ্‌র স্থানে রাখে এবং তার এবাদত করে ও তার কাছে দোয়া করে। একইভাবে মূর্তিপূজা করে! অবশ্যই, মরিয়ম সম্মানের যোগ্য কারণ তিনি সেই নারী যার মাধ্যমে আল্লাহ্‌ মসীহ্‌কে দুনিয়াতে আনতে চেয়েছিলেন। **কিন্তু আল্লাহ্‌র এই অনুগ্রহ কিন্তু তাকে এবাদতের যোগ্য করেনি**। কারণ কিতাবে লেখা আছে: *"তোমরা তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌র এবাদত কর এবং **কেবলমাত্র তাঁর** সেবা কর!"* (মথি ৪:১০ আয়াত)

এখন, কিতাবে আমরা দেখতে পেলাম যে কিভাবে আল্লাহ্‌র ফেরেশতা জিবরাইল, মরিয়মের কাছে গিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে তিনি হচ্ছে সেই নারী যার মধ্য দিয়ে নাজাতদাতা দুনিয়াতে আসবেন। জিবরাইল মরিয়মকে শিশুটির নামও বলেছিলেন। তিনি তাকে বলেছিলেন, *"তুমি তার নাম রাখবে ঈসা।" ঈসা নামের অর্থ হচ্ছে **"নাজাতদাতা"***। {দ্রষ্টব্য: ঈসা নামটি আরবি অনুবাদ হতে এসেছে। এই নামটি হিব্রু ভাষার গ্রীক শব্দ ইউসা থেকে এসেছে যার অর্থ "নাজাতদাতা"} যাইহোক, জিবরাইল মসীহের আর একটি নাম উল্লেখ করেছিলেন। আপনি কি তা লক্ষ করেছেন? তাঁকে বলা হবে ***"সর্বশক্তিমানের পুত্র"***। আপনি পছন্দ করেন বা নাই করেন, জিবরাইল এই কথাটি বলেছিলেন। আমরা ইতিমধ্যে দাউদের জবুর শরীফে দেখেছি যে আল্লাহ্‌ মসীহকে পুত্র বলে ডাকবেন। আমরা এখন শুনলাম যে কিভাবে জিবরাইল মসীহকে বলেছিলেন *"আল্লাহ্‌র পুত্র"*।

বন্ধু, আমরা জানি যারা **"আল্লাহ্‌র পুত্র"** নামটি শুনে তারা বলে, "এটি অসম্ভব"। আস্তাগফুরুল্লাহ্‌! {ইসলামের দৃষ্টিকোন থেকে এরকম চিন্তা আসে: আল্লাহ্‌ যেন তোমার এই কুফরীর জন্য তোমাকে মাফ করেন!} কিন্তু ইংরেজিতে একটি পুরোনো প্রবাদবাক্য আছে "রাখালের মুখে চড় মারার আগে খুঁজে দেখা প্রয়োজন, কেন সেই রাখাল সতর্কতার বাশি বাজাচ্ছে।" একইভাবে, আপনি "আল্লাহ্‌র পুত্র" নামটি অবজ্ঞা করার আগে খুঁজে দেখা প্রয়োজন এই নামের অর্থ আসলে কি! কিতাবে মসীহকে একশত বারেরও বেশি ***আল্লাহ্‌র পুত্র*** বলে ডাকা হয়েছে। এইভাবে, আমরা যারা নবীদের কিতাবে ঈমান এনেছি তাদের এটি স্বীকার করতে ভয় পেলে হবে না যে আল্লাহ্‌ মসীহকে **তাঁর পুত্র** বলে ডেকেছেন। আমরা জানতে চাই যে কেন আল্লাহ্‌ মসীহকে **তাঁর পুত্র** বলে ডেকেছেন!

প্রথমেই আমাদের জানতে হবে, *আল্লাহ্‌র পুত্র* নামটি সেই **অর্থ বহন** করে না যেভাবে আমরা চিন্তা করে থাকি। **এর মানে এই না যে আল্লাহ্‌ একজন মহিলার দ্বারা সন্তান নিবেন!** আল্লাহ্‌ হচ্ছে সর্বশক্তিমান এবং মানুষের মত করে সন্তান

গ্রহণ করেন না। কখনো না! এই বিষয়ে আমাদের পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন। আজকে আমাদের হাতে এই নামের সব অর্থ সম্পর্কে আলোচনা করার সময় নেই। কিন্তু আজকে আপনার বুঝতে হবে যে আল্লাহ্ কোন স্ত্রী গ্রহণ করে তার মধ্য দিয়ে সন্তান নিবেন না! এটি বোঝা খুব কঠিন না। সিনেগালে যদি কোন সন্তান দীর্ঘদিন সিনেগালে বসবাস করে তাকে "সিনেগালের সন্তান বলে ডাকা হয়," এর জন্য সিনেগালের কাউকে কোন স্ত্রী নিতে হবে না এবং সেই স্ত্রীর মাধ্যমে সন্তানও নিতে হবে না। এমনকি যদি কেউ সিনেগালের বাহিরে ঘোরাফেরা করতে যান হয়তো সেখানকার মানুষেরা তাকে বলবে সিনেগালের সন্তান। তার মানে এই না যে সিনেগাল সেই লোকের পিতা। এর মানে হচ্ছে, লোকটি সিনেগালের। অর্থাৎ তার উৎস হচ্ছে সিনেগাল।

ঈসা মসীহের বিষয়ও একই। আল্লাহ্ মসীহকে পুত্র বলে ডেকেছেন কারণ মসীহ্ আল্লাহ্র কাছ থেকে এসেছেন। মসীহ্ বেহেশত থেকে এসেছেন। তিনি জন্ম নেওয়ার পূর্বে আল্লাহ্র সঙ্গে ছিলেন। তিনি আল্লাহ্র মধ্যে ছিলেন। তিনি হচ্ছেন ***"আল্লাহ্র রুহ্"***; আল্লাহ্র আত্মা। {নোট: "আল্লাহ্র রুহ্ অর্থ হচ্ছে আল্লাহ্র আত্মা। হিব্রুতে বলা হয় "রুয়াহ্"। কোরআনে এই উপাধিটি ঈসা মসীহের জন্য দেওয়া হয়েছে। যা প্রকাশ করে তিনি আল্লাহ্র চিরস্থায়ী পুত্র: ত্রিত্বের দ্বিতীয় আত্মা।} মসীহ্কে আবার বলা হয়েছে "কালেমা"; অর্থাৎ বাক্য যা প্রথমেই আল্লাহ্র সঙ্গে ছিলেন। {"আল্লাহ্র কালাম" শব্দটি যেমন কিতাবুল মোকাদ্দসে আছে তেমনি কোরআনেও আছে।} কিতাব ঘোষণা করে:

*প্রথমেই **কালাম** ছিলেন, **কালাম আল্লাহ্র সংগে ছিলেন** এবং **কালাম নিজেই আল্লাহ্ ছিলেন**। আর প্রথমেই তিনি আল্লাহ্র সংগে ছিলেন। সব কিছুই সেই কালামের দ্বারা সৃষ্ট হয়েছিল, আর যা কিছু সৃষ্ট হয়েছিল সেগুলোর মধ্যে কোন কিছুই তাঁকে ছাড়া সৃষ্ট হয় নি। **সেই কালামই মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করলেন এবং আমাদের মধ্যে বাস করলেন।"*** (ইউহোন্না ১:১-৩, ১৪ আয়াত)

হ্যাঁ, মসীহ্ আল্লাহ্র কালাম ছিলেন, যিনি বেহেশত থেকে এসেছিলেন এবং মানুষরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আমরা সবাই জানি মসীহের কোন জাগতিক আব্বা ছিল না। ঠিক আছে, যদি তাঁর কোন জাগতিক আব্বা না থাকে তাহলে তিনি কোথা থেকে আসলেন? তিনি কার সন্তান? আবারো শুনেন জিবরাইল মরিয়মকে কি বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ***"পাক-রূহ্ তোমার উপরে আসবেন এবং আল্লাহ্তা'লার শক্তির ছায়া তোমার উপরে পড়বে। এইজন্য যে পবিত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করবেন তাঁকে ইবনুল্লাহ্ বলা হবে।"*** (লুক ১:৩৫)

সম্ভবত আপনি অনেককেই একটি কথা বলতে শুনবেন, "ও হ্যাঁ, আমরা জানি ঈসার কোন জাগতিক আব্বা ছিল না, তিনি একজন কুমারীর গর্ভে জন্ম নিয়েছিলেন, কিন্তু এটি খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় না। আল্লাহ্ শুধুমাত্র তাঁর ক্ষমতা দেখাতে চেয়েছিলেন। আল্লাহ্ আদমকে পিতা-মাতা ছাড়া সৃষ্টি করেছিলেন। হাওয়াকে একজন আব্বার দ্বারা সৃষ্টি করেছিলেন কারণ হাওয়া আদমের পাজর থেকে সৃষ্ট। ঠিক একইভাবে আল্লাহ্ আবারো তার ক্ষমতা দেখানোর জন্য শুধুমাত্র একজন মহিলার মাধ্যমে আর একজন মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। এটাই একমাত্র কারণ যে ঈসা কোন আব্বা ছাড়া জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

বন্ধু, এটি সত্যি আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান এবং তাঁর কাছে কোন কিছুই অসম্ভব না! কিন্তু ঈসা যে একজন কুমারী মহিলার গর্ভে আসবেন এর পিছনের কারনটি আল্লাহ্র ক্ষমতা দেখানোর চেয়ে বেশি কিছু অর্থ বহন করে। কেউ যেন আপনাকে ঠকাতে না পারে সেদিকে লক্ষ রাখবেন! আদম এবং হাওয়াকে সৃষ্টি করার হাজারো বছর পর ঈসা একজন কুমারী মহিলার গর্ভে এসেছিলেন। তার পিছনে খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ আছে! আপনি কি সেই কারণটি জানেন? কিতাব আমাদের সেই কারণ সম্পর্কে বলে: ***"গুনাহ্গারদের নাজাত করবার*** *জন্যই ঈসা মসীহ্ দুনিয়াতে এসেছিলেন।"* (১ তিমথীয় ১:১৫ আয়াত) **আদমের বংশধরদের নাজাত দিতে ঈসা দুনিয়াতে এসেছিলেন। হারানো, গুনাহ্গার, কলুষিত, দোষী লোকদের জন্যই ঈসা দুনিয়াতে এসেছিলেন। যার কারনে তিনি এমন কোন লোকের দ্বারা দুনিয়াতে আসেননি যার মধ্যে গুনাহ্ ছিল!** আমরা ইতিমধ্যে দেখেছি যে, আল্লাহ্র পরিকল্পনা অনুসারে, মসীহকে গুনাহের ঋন পরিশোধ করতে রক্ত ঝড়াতে হত। একটি নিখুত কোরবানীর জন্য মসীহকে যেকোন প্রকার গুনাহ্ অথবা দোষবিহিন থাকতে হতো, যেভাবে প্রত্যেক বছর কোরবানীর ঈদে নিখুঁত এবং সাস্থবান ভেড়া কোরবানী করা হত {ইদ-উল-আজহা}।

৬১ অধ্যায়
ঘোষণা; লুক ১, মথি ১

এই বিষয়ে চিন্তা করেন! যিনি নিজেই ঋনে জড়জড়িত তিনি কি অন্যের ঋন পরিশোধ করতে পারবে? না! একমাত্র যার কোন ঋন নেই তিনিই অন্যের ঋন পরিশোধ করতে পারবে। একইভাবে, মসীহের কোন দোষ অথবা গুনাহ্ ছিল না যেন তিনি আদমের বংশধরদের ঋন পরিশোধ করতে পারে। আল্লাহ্ আমাদের জানাতে চান যে, মসীহ্ এবং আদমের সন্তানদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। আমরা **আদমের** সন্তান এবং মসীহ্ **আল্লাহ্‌র সন্তান**। আমরা আদমের সন্তানেরা গুনাহের কারনে অনেকটা **নোংড়া দুনিয়ার** মত। যাইহোক, ঈসা হচ্ছে **বেহেশত থেকে আসা বৃষ্টির মত**। তিনি আল্লাহ্‌র মত নিখুঁত এবং পবিত্র। যার কারনে আল্লাহ্ তাকে **তাঁর পুত্র** বলতে লজ্জাবোধ করেননি। বন্ধু, আমি আশা করি এই বিষয়টি এখন আপনার কাছে পরিষ্কার যে কেন মসীহ্ একজন কুমারী মায়ের গর্ভে এসেছিলেন এবং ***"আল্লাহ্‌র পুত্র"*** নামটি কি অর্থ বহন করে এবং কি অর্থ বহন করে না। কিতাব বলে:

(মথি ১) [১৮]*ঈসা মসীহের জন্ম এইভাবে হয়েছিল। ইউসুফের সংগে ঈসার মা মরিয়মের বিয়ের ঠিক হয়েছিল, কিন্তু তাঁরা একসংগে বাস করবার আগেই পাক-রূহের শক্তিতে মরিয়ম গর্ভবতী হয়েছিলেন।* [১৯]*মরিয়মের স্বামী ইউসুফ সৎ লোক ছিলেন, কিন্তু তিনি লোকের সামনে মরিয়মকে লজ্জায় ফেলতে চাইলেন না; এইজন্য তিনি গোপনে তাঁকে তালাক দেবেন বলে ঠিক করলেন।* [২০]*ইউসুফ যখন এই সব ভাবছিলেন তখন মাবুদের এক ফেরেশতা স্বপ্নে দেখা দিয়ে তাঁকে বললেন, "দাউদের বংশধর ইউসুফ, মরিয়মকে বিয়ে করতে ভয় কোরো না, কারণ তাঁর গর্ভে যিনি জন্মেছে তিনি* ***পাক-রূহের শক্তিতেই জন্মেছেন****। তাঁর একটি ছেলে হবে।* [২১]*তুমি তাঁর নাম ঈসা রাখবে, কারণ* ***তিনি তাঁর লোকদের তাদের গুনাহ্ থেকে নাজাত করবেন।"*** [২২]***এই সব হয়েছিল যেন নবীর মধ্য দিয়ে মাবুদ এই যে কথা বলেছিলেন তা পূর্ণ হয়:*** [২৩]*"একজন অবিবাহিতা সতী মেয়ে গর্ভবতী হবে, আর তাঁর একটি ছেলে হবে; তাঁর নাম রাখা হবে ইম্মানূয়েল।" এই নামের মানে হল,* ***আমাদের সংগে আল্লাহ্****।* [২৪]*মাবুদের ফেরেশতা ইউসুফকে যেমন হুকুম দিয়েছিলেন, ঘুম থেকে উঠে তিনি তেমনই করলেন। তিনি মরিয়মকে বিয়ে করলেন,* [২৫]*কিন্তু ছেলের জন্ম না হওয়া পর্যন্ত তাঁর সংগে মিলিত হলেন না। পরে ইউসুফ ছেলেটির নাম* ***ঈসা*** *রাখলেন।*

আমাদের আজকে এখানেই শেষ করতে হবে। পরবর্তী অনুষ্ঠানে আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় সুখবর থেকে আমরা ঈসা মসীহের জন্মের বিষ্ময়কর কাহিনী পড়বো। যেভাবে আপনি স্বরণ করতে পারেন যে, ইউসুফকে ফেরেশতা মসীহের সম্পর্কে কি বলেছিলেন সেভাবে আল্লাহ্ আপনাকে রহমত দান করুন:

"তুমি তাঁর নাম ঈসা রাখবে, কারণ তিনি তাঁর লোকদের তাদের গুনাহ্ থেকে নাজাত করবেন।" (মথি ১:২১)

৬২ অধ্যায়
মসীহের জন্ম; লুক ২, মথি ২

শ্রোতা বন্ধু, আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হউক।

আমরা আপনাকে আল্লাহ্‌র নামে শুভেচ্ছা জানাই। তিনি শান্তির প্রভু। তিনি তাঁর তৈরীকৃত ধার্মিকতার পথ এবং তাঁর সত্যময় শান্তি সম্পর্কে আমাদের জানাতে চান। আজকে আপনার অনুষ্ঠান "*ধার্মিকতার পথ*" আবারো উপস্থাপন করতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত।

শেষ পাঠে, পবিত্র সুসখবর (ইঞ্জিল) অধ্যয়নে, আমরা দেখেছি কিভাবে আল্লাহ্ প্যালেষ্টাইন ভূখণ্ডে তাঁর ফেরেশতা জিবরাইলকে নাসরত শহরে মরিয়ম নামের একজন কুমারীর কাছে পাঠিয়েছিলেন। ফেরেশতা তাকে দেখা দিয়ে বলেছিলেন যে তিনি গর্ভবতী হবেন এবং তার একজন পুত্র হবে এবং তাঁর নাম হবে **ঈসা**। ঈসা নামের অর্থ **নাজাতদাতা**। এইভাবে, আমরা দেখেছি, যে সময়ের জন্য আল্লাহ্‌র লোকেরা দীর্ঘদিন অপেক্ষা করে ছিল সেই সময় কাছে চলে এসেছিল! ***নাজাতদাতার*** সম্পর্কে আল্লাহ্ আদম এবং হাওয়ার গুনাহের দিনে ওয়াদা করেছিলেন! আল্লাহ্ ওয়াদা করেছিলেন যে নাজাতদাতা একজন কুমারীর গর্ভে আসবেন।

আমাদের আজকের অনুষ্ঠান হচ্ছে "মসীহের জন্ম!" আমরা ঈসা মসীহের জন্ম কিভাবে হয়েছিল তা দেখার আগে আসুন দেখি তাঁর জন্মের সময় পরিবেশ কি রকম ছিল। তখন রোমের বাদশাহ্ অগাস্টাস সিজার ইহুদীদের দেশ সহ অনেক দেশ শাসন করতেন। যাইহোক, রোমান সম্রাট নাজাতদাতার দুনিয়াতে আগমনের ক্ষেত্রে কোন বাধা সৃষ্টি করে নাই। বস্তুত, আল্লাহ্-পাক কালাম পূর্ণ করার ক্ষেত্রে রোমানদের ব্যবহার করার পরিকল্পনা করেছিলেন।

মিকাহ্ নবী কি বলেছিলেন তা কি আপনার স্বরনে আছে, যিনি মসীহ্ আসার সাতশত বছর পূর্বে এসেছিলেন? মীকাহ্ ঘোষণা করেছিলেন যে বাদশাহ্ দাউদের শহর বেথেলহেমে মসীহ্ জন্মগ্রহণ করবেন। যাইহোক, ঈসার মা মরিয়ম বেথেলহেমে বাস করত না, বরং বেথেলহেম থেকে পঞ্চাশ কিলোমিটার দক্ষিনে নাসরত নামের একটি শহরে বাস করতেন। তাহলে মসীহ বেথেলহেমে কিভাবে জন্মগ্রহণ করবেন?

আহ, বন্ধুগণ, আপনি জানেন, মাবুদ আল্লাহ্‌র কাছে কোন কিছুই কঠিন নয়! তিনি আল্লাহ্ এবং তার কালামই দুনিয়াতে চুড়ান্ত পূর্ণতা পায়। যা ঘটছে তার সবকিছু তিনি জানেন। আজ আমরা পড়বো, যখন মরিয়মের জন্ম দেবার সময় কাছে চলে এসেছিল তখন রোমানের বাদশাহ্ একটি হুকুম জারি করেন, তিনি বলেছিলেন, "প্রত্যেক পুরুষ ও স্ত্রীলোকের তার পূর্বপুরুষের শহরে আদমশুমারীর জন্য যেতে হবে এবং কর পরিশোধ করতে হবে!" তার মানে মরিয়ম এবং ইউসুফ উভয়কেই বাদশাহ্ দাউদের শহর বেথেলহেমে যেতে হবে কারণ তারা ছিল দাউদের বংশধর। এখন আসুন আমরা লুক লিখিত সুসমাচারের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ফিরে যাই এবং দেখি যে আল্লাহ্ যে ওয়াদা করেছিলেন সেই রূপে কিভাবে মসীহের জন্ম বেথেলহেমে হয়েছিল।

কিতাব বলে:

> (লুক ২) ১সেই সময়ে সম্রাট অগাস্টাস সিজার তাঁর রাজ্যের সব লোকদের নাম লেখাবার হুকুম দিলেন।
> ২সিরিয়ার শাসনকর্তা কুরীণিয়ের সময়ে এই প্রথমবার আদমশুমারীর জন্য নাম লেখানো হয়। ৩নাম লেখাবার
> জন্য প্রত্যেকে নিজের নিজের গ্রামে যেতে লাগল। ৪ইউসুফ ছিলেন বাদশাহ্ দাউদের বংশের লোক। বাদশাহ্
> দাউদের জন্মস্থান ছিল এহুদিয়া প্রদেশের বেথেলহেম গ্রামে। তাই ইউসুফ নাম লেখাবার জন্য গালীল প্রদেশের
> নাসরত গ্রাম থেকে বেথেলহেম গ্রামে গেলেন। মরিয়মও তাঁর সংগে সেখানে গেলেন। এঁরই সংগে ইউসুফের
> বিয়ে ঠিক হয়েছিল। সেই সময় মরিয়ম গর্ভবতী ছিলেন এবং বেথেলহেমে থাকতেই তাঁর সন্তান জন্মের সময়
> এসে গেল।

আমাদের এখানে একটু থামতে হবে। আপনি কি লক্ষ করেছেন, যেখানে মসীহের জন্ম হবে যেখানে কি পরিস্থিতি দাড়িয়েছিল? মসীহের জন্ম একদম গ্রাম্য পরিবেশে হয়েছিল, খুব খারাপ পরিস্থিতিতে। তাঁর জন্ম পশুর গৃহে হয়েছিল কারণ তখন বেথেলমের হোটেলগুলো পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। যিনি দুনিয়ার নাজাতদাতা এবং বিচারকর্তা

৬২ অধ্যায়
মসীহের জন্ম; লুক ২, মথি ২

তিনি একটি দুর্গন্ধময় ঘরে জন্ম নিয়েছিলেন। সম্ভবত কেউ কেউ মনে করছেন, চমৎকার! ঈসা যদি দুনিয়ার নাজাতদাতা হয় এবং গৌরবের মাবুদ হন যিনি আদম-সন্তানদের বিচার করবেন তাহলে তিনি কেন গৌরবের সাথে একটি প্রাসাদে জন্ম নিলেন না যাতে সবাই জানতে পারে যে তিনি বাদশাহের বাদশাহ্ এবং প্রভুদের প্রভু।

বন্ধু, আমাদের স্বরণ করা উচিত, **আল্লাহ্‌র চিন্তা ও মানুষের চিন্তা ভিন্ন** এবং আল্লাহ্‌র গৌরব ও দুনিয়ার গৌরব ভিন্ন। অবশ্যই, ঈসার জন্ম গৌরবের সাথে হয়েছিল কিন্তু বেশিরভাগ আদম সন্তান এই বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারে না, কারণ **আল্লাহ্‌র গৌরব** এবং **দুনিয়ার গৌরব** ভিন্ন।

চিত্র বোঝানোর জন্য চিন্তা করা যাক, সম্ভবত আপনি এরকম ধনী মানুষ দেখেছেন যিনি একটি বড় এবং সুন্দর বাড়িতে বসবাস করে, দামী পোষাক পরে, একটি জাকজমক জীবন পার করছে যার আকাঙ্খা পূরনের জন্য অনেক গোলাম রয়েছে। এটি হচ্ছে দুনিয়ার গৌরব। যাইহোক, **আল্লাহ্‌র গৌরব দুনিয়ার গৌরব** হতে ভিন্ন। যার কারনে মসীহ্ আল্লাহ্‌র উপস্থিতিতে জন্ম নিয়েছিলেন। তিনি কোন আরামদায়ক এবং জাকজমকের মধ্যে জন্ম নেননি। তিনি সেই সকল ধনী লোকদের মত না যারা গরীবদের কষ্ট এবং দুর্দশা বোঝে না। না। যিনি শয়তানের শক্তি এবং গুনাহ্ হতে আদম-সন্তানদের নাজাত দিবেন তিনি গরীবি অবস্থাতে এমনকি পশুর গৃহে জন্ম নিয়েছিলেন। এইভাবে, কেউ বলতে পারবে না যে মসীহ্ শুধুমাত্র ধনীদের নাজাত দিতে এসেছেন, অথবা এই কথাটি বলতে পারবে না যে তিনি গরীবদের কষ্ট বোঝে না। আল্লাহ্ চান যেন সবাই জানতে পারে যে মসীহ্ এসেছেন বুড়ো এবং যুবক, পুরুষ এবং মহিলা, স্বাধীন এবং গোলাম সবার জন্য। এইভাবে কিতাব বলে: তোমরা তো আমাদের হযরত ঈসা মসীহের রহমতের দানের কথা জান যে, <u>*“তিনি নিজে ধনী হয়েও **তোমাদের জন্য গরীব হলেন**, যেন তাঁর **গরীব হওয়ার মধ্য দিয়ে** তোমরা **ধনী** হতে পার।”*</u> (২ করিন্থিয় ৮:৯) মসীহই ছিলেন একমাত্র যিনি গরীবভাবে জন্ম নেওয়ার সীদ্ধান্ত নিয়েছেন! {নোট: সম্ভবত তিনি যে পশুর গৃহে জন্ম নিয়েছিলেন তার আর একটি কারণ হচ্ছে যেন আমরা স্বরণ করতে পারি তিনি “আল্লাহ্‌র মেষশাবক”। মেষশাবক পশুর গৃহে জন্মগ্রহণ করে। আমরা #৬৪ অধ্যয়নে শিখবো যে ঈসার আর একটি উপাধি হচ্ছে “আল্লাহ্‌র মেষশাবক”}

এখন আসুন আমরা মসীহের জন্মের কাহিনীটি পড়ি। যেই রাতে মসীহ্ পশুর গৃহে জন্ম নিয়েছিলেন সেই রাতে আল্লাহ্ একজন ফেরেশতাকে কিছু রাখালদের কাছে পাঠিয়েছিলেন যারা বেথেলহেমের মাঠে তাদের পশুদের দেখাশোনা করছিলেন। শুনুন কিভাবে আল্লাহ্ তাদেরকে মসীহের জন্মের সুখবর সম্পর্কে জানতে দিয়েছিলেন।

কিতাব বলে:

> (লুক ২) <u>*[৮]বেথেলহেমের কাছে মাঠের মধ্যে রাতের বেলায় রাখালেরা তাদের ভেড়ার পাল পাহারা দিচ্ছিল। [৯]এমন সময় মাবুদের একজন ফেরেশতা হঠাৎ তাদের সামনে উপস্থিত হলেন। তখন মাবুদের মহিমা তাদের চারদিকে উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিল। এতে রাখালেরা খুব ভয় পেল। [১০]ফেরেশতা তাদের বললেন, “ভয় কোরো না, কারণ আমি তোমাদের কাছে খুব আনন্দের খবর এনেছি। এই আনন্দ সব লোকেরই জন্য। [১১]আজ দাউদের গ্রামে তোমাদের নাজাতদাতা জন্মেছেন। তিনিই মসীহ্, তিনিই প্রভু। [১২]এই কথা যে সত্যি তোমাদের কাছে তার চিহ্ন হল এই- তোমরা কাপড়ে জড়ানো এবং যাবপাত্রে শোয়ানো একটি শিশুকে দেখতে পাবে।” [১৩]এই সময় সেই ফেরেশতার সংগে হঠাৎ সেখানে আরও অনেক ফেরেশতাকে দেখা গেল। তাঁরা আল্লাহ্‌র প্রশংসা করে বলতে লাগলেন, [১৪]“বেহেশতে আল্লাহ্‌র প্রশংসা হোক, দুনিয়াতে যাদের উপর তিনি সন্তুষ্ট তাদের শান্তি হোক।” [১৫]ফেরেশতারা তাদের কাছ থেকে বেহেশতে চলে যাবার পর রাখালেরা একে অন্যকে বলল, “চল, আমরা বেথেলহেমে যাই এবং যে ঘটনার কথা মাবুদ আমাদের জানালেন তা গিয়ে দেখি।” [১৬]তারা তাড়াতাড়ি গিয়ে মরিয়ম, ইউসুফ ও যাবপাত্রে শোয়ানো সেই শিশুটিকে তালাশ করে বের করল। [১৭]তাদের কাছে ঐ শিশুর বিষয়ে যা জানানো হয়েছিল, শিশুটিকে দেখবার পরে তারা তা বলল। [১৮]রাখালদের কথা শুনে সবাই আশ্চর্য হল; [১৯]কিন্তু মরিয়ম সব কিছু মনে গেঁথে রাখলেন, কাউকে বললেন না; তিনি সেই বিষয়ে চিন্তা*</u>

করতে থাকলেন। [২০]***ফেরেশতারা রাখালদের কাছে যা বলেছিলেন সব কিছু সেইমত দেখে ও শুনে তারা আল্লাহ্র প্রশংসা ও গৌরব করতে করতে ফিরে গেল।*** *আমিন।*

আল্লাহ্ কাদেরকে সবার প্রথম মসীহের জন্মের সুখবর জানতে দিলেন? আল্লাহ্ কি রোমিয় বাদশাহ্র মত ধনী লোককে অথবা কোন ধর্মীয় নেতাদের সুখবর দিয়েছিলেন? না! আল্লাহ্ প্রথমে মসীহের সুখবর দরিদ্রদের দিয়েছিলেন। নম্র রাখালগণ মসীহের আগমনের অপেক্ষা করছিল! যখন তারা শিশু ঈসাকে দেখতে পেলেন তখন তারা হয়তো শিহোরিত হয়েছিলেন! কি বিষ্ময়কর সুযোগ! **তারা তাকে দেখতে পেয়েছিলেন যার সম্পর্কে সকল নবীগণ লিখেছিলেন: মসীহ্, দুনিয়ার নাজাত দাতা, আল্লাহ্র চিরস্থায়ী কালাম একজন শিশুর দেহে কাপড়ে জড়ানো অবস্থায় আছে!**

আসুন আমরা সুখবরে দেখি যে ঈসার জন্মের এক বছর পর কি হয়েছিল। আমরা মাত্র শুনেছি যে কিভাবে আল্লাহ্র একজন **ফেরেশতা** আকাশে দর্শনের মাধ্যমে কিছু **দরিদ্রদের** ঈসার জন্ম সম্পর্কে জানিয়েছেন। এখন আমরা দেখবো কিভাবে আল্লাহ্ কিছু পণ্ডিতকে {অথবা জ্ঞানী লোক/প্রবাদ বাক্যে বলে: জ্ঞানের প্রভু} আকাশে বড় তারার মাধ্যমে ঈসার জন্ম সম্পর্কে ঘোষণা করেছিলেন। আসুন শুনি মথি লিখিত সুখবরের দ্বিতীয় অধ্যায়ে কি লেখা আছে।

কিতাব বলে:

(মথি ২) [১]*এহুদিয়া প্রদেশের বেথেলহেম গ্রামে ঈসার জন্ম হয়েছিল। তখন বাদশাহ্ ছিলেন হেরোদ। পূর্বদেশ থেকে কয়েকজন পণ্ডিত জেরুজালেমে এসে বললেন,* [২]*"ইহুদীদের যে বাদশাহ্ জন্মেছেন তিনি কোথায়? পূর্ব দিকের আসমানে আমরা তাঁর তারা দেখে মাটিতে উবুড় হয়ে তাঁকে সম্মান দেখাতে এসেছি।"* [৩]*এই কথা শুনে বাদশাহ্ হেরোদ এবং তাঁর সংগে জেরুজালেমের অন্য সকলে অস্থির হয়ে উঠলেন।* [৪]*হেরোদ সমস্ত প্রধান ইমাম ও আলেমদের ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন মসীহ্ কোথায় জন্মগ্রহণ করবেন।* [৫]*তাঁরা তাঁকে বললেন, "এহুদিয়ার বেথেলহেম গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করবেন, কারণ নবী এই কথা লিখেছেন:* [৬]*এহুদিয়া দেশের বেথেলহেম, এহুদিয়ার মধ্যে তুমি কোনমতেই ছোট নও, কারণ তোমার মধ্য থেকেই এমন একজন শাসনকর্তা আসবেন যিনি আমার ইসরাইল জাতিকে পরিচালনা করবেন।"* [৭]*তখন হেরোদ সেই পণ্ডিতদের গোপনে ডাকলেন এবং জেনে নিলেন ঠিক কোন্ সময়ে তারাটা দেখা গিয়েছিল।* [৮]*তিনি পণ্ডিতদের এই কথা বলে বেথেলহেমে পাঠিয়ে দিলেন, "আপনারা গিয়ে ভাল করে সেই শিশুটির খোঁজ করুন। তাঁকে খুঁজে পেলে পর আমাকে জানাবেন যেন আমিও গিয়ে মাটিতে উবুড় হয়ে তাঁকে সম্মান দেখাতে পারি।"* [৯]*বাদশাহ্র কথা শুনে পণ্ডিতেরা চলে গেলেন। তাঁরা পূর্ব দিকে যে তারাটা দেখেছিলেন সেই তারাটা তাঁদের আগে আগে চলল। শিশুটি যেখানে ছিলেন সেই ঘরের উপরে এসে না থামা পর্যন্ত তারাটা চলতেই থাকল।* [১০]*তারাটা দেখে পণ্ডিতেরা খুব আনন্দিত হয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকলেন এবং সেই শিশুটিকে তাঁর মা মরিয়মের কাছে দেখতে পেলেন। তখন তাঁরা মাটিতে উবুড় হয়ে সেই শিশুটিকে সম্মান দেখালেন এবং তাদের বাক্স খুলে তাঁকে সোনা, লোবান ও গন্ধরস উপহার দিলেন।* [১২]*পরে আল্লাহ্ স্বপ্নে তাঁদের সাবধান করে দিলেন যেন তাঁরা হেরোদের কাছে ফিরে না যান। তখন তাঁরা অন্য পথে নিজেদের দেশে ফিরে গেলেন।*

এই হচ্ছে, মসীহের জন্মের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। আমরা যা আজকে শুনেছি সেই সম্পর্কে এখন কি বলতে পারি? আমরা একবাক্যে বলতে পারি ঈসা মসীহের জন্ম বিবরণ দুনিয়ার মধ্যে **অন্যতম এবং ভিন্ন**! দুনিয়ার সকল নবী, বাদশাহ্ এবং লোকেদের মধ্যে এমন কোন লোক নেই যার জন্ম ঈসার জন্মের সাথে তুলনা করা যায়!

আমরা আজকে দেখেছি যে মসীহ্ **আল্লাহ্র শক্তিতে কুমারীর গর্ভে জন্মেছিলেন, ঠিক সেইভাবে যেভাবে আল্লাহ্র নবীগণ ভবিষ্যতবানী করেছিলেন**। আমরা আজকে শুনেছি যে ঈসা **বেথেলহেমে** জন্মেছিলেন যেভাবে মিকাহ্ ঈসার জন্মের সাতশত বছর পূর্বে ভবিষ্যতবানী করেছিলেন। আমরা আজকে দেখেছি যে কিভাবে আল্লাহ্ একজন ফেরেশতাকে দীপ্তির সাথে পাঠিয়েছিলেন যেন রাখালরা সুখবর পায়। ফেরেশতা তাদের বলেছিলেন: "আজ

দাউদের গ্রামে তোমাদের নাজাতদাতা জন্মেছেন। তিনিই মসীহ্, তিনিই প্রভু।” তারপর আমরা দেখেছি যে কিভাবে সেই ফেরেশতার সাথে আরো অনেক ফেরেশতারা এসে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করছিলেন এবং বলছিলেন, “বেহেশতে আল্লাহ্‌র প্রশংসা হোক, দুনিয়াতে যাদের উপর তিনি সন্তুষ্ট তাদের শান্তি হোক!” আমরা আরো দেখেছি যে **আল্লাহ্ কিভাবে আকাশে একটি মহৎ তারা** পন্ডিতদের দেখিয়েছিলেন, এই কথা ঘোষণা করার জন্য যে বাদশাহের বাদশাহ্, গুনাহ্‌গারদের নাজাতদাতা জন্মেছেন!

বন্ধু, এই সকল বিষয়ে কি বলা যায়? এইভাবে বলা যায়: এই মানুষটির মত কারো জন্ম হয়নি। ঈসার জন্ম ছিল ভিন্ন। **ঈসার জন্মের সাথে কোন জন্মের তুলনা করা যায় না**! ঈসা নবীদের থেকে মহৎ ছিল। **তিনি সেই মানুষ ছিলেন যার সম্পর্কে সকল নবী ভবিষ্যতবানী করেছিলেন। তিনি বেহেশত থেকে আসা মসীহ্ ছিলেন।**

বন্ধু, যদি তিনি অন্য সকল নবীদের মতই হতেন তাহলে **কেন** সকল নবী তাঁর সম্পর্কে ঘোষণা করেছিলেন? **কেন** ফেরেশতারা তার জন্ম সম্পর্কে আনন্দ করার জন্য বেহেশত থেকে নেমে এসেছিলেন? যদি ঈসা অন্যদের মত শুধুমাত্র একজন নবী হতেন তাহলে **কেন** আল্লাহ্ তাঁর জন্মের ঘোষণার জন্য একটি মহৎ তারা আকাশে দেখিয়েছিলেন? এবং **কি কারনে** তিনি একজন কুমারীর গর্ভে জন্মেছিলেন? **আপনার এই বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তা করার উচিত**।

সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ। পরবর্তী অধ্যায়ে, আল্লাহ্‌র ইচ্ছায়, আমরা দেখবো কিভাবে ঈসা মসীহ্ তাঁর পরিচর্যা কাজ দুনিয়াতে শুরু করেছিলেন....

রাখালদের ফেরেশতা যে বার্তা দিয়েছিল তার সম্পর্কে আপনার যেরূপ প্রতিক্রিয়া হয় সেরূপ আল্লাহ্ আপনাকে রহমত দান করুন।

“তারাটা দেখে পণ্ডিতেরা খুব আনন্দিত হয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকলেন এবং সেই শিশুটিকে তাঁর মা মরিয়মের কাছে দেখতে পেলেন। তখন তাঁরা মাটিতে উবুড় হয়ে সেই শিশুটিকে সম্মান দেখালেন এবং তাদের বাক্স খুলে তাঁকে সোনা, লোবান ও গন্ধরস উপহার দিলেন।” (লুক ২:১০-১১ আয়াত)

৬৩ অধ্যায়

পবিত্র পুত্র; লুক ২, মথি ৩, ৪

শ্রোতা বন্ধু, আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হউক।

আমরা আপনাকে আল্লাহ্‌র নামে শুভেচ্ছা জানাই। তিনি শান্তির প্রভু। তিনি তার তৈরীকৃত ধার্মিকতার পথ এবং তাঁর সত্যময় শান্তি সম্পর্কে আমাদের জানাতে চান। আজকে আপনার অনুষ্ঠান “ধার্মিকতার পথ” আবারো উপস্থাপন করতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত।

ইঞ্জিলে আমাদের শেষ পাঠে আমরা মসীহের শিহোরণ জাগানো জন্মের কাহিনী শুনেছি। কেউ ঈসা মসীহের মত করে জন্মগ্রহণ করেনি। যেভাবে ভবিষ্যতবানী করা হয়েছিল ঠিক সেইভাবে তিনি আল্লাহ্‌র শক্তিতে বেথেলহেমে শহরে একজন কুমারীর গর্ভে জন্ম নিয়েছিলেন। যে রাতে ঈসা জন্মেছিলেন সে রাতে আল্লাহ্‌ একদল উজ্জল ফেরেশতাদের কিছু রাখালের কাছে পাঠিয়েছিলেন যারা বেথেলহেমের মাঠে তাদের পশুপাল চড়াচ্ছিল। তাদের মধ্যে একজন ফেরেশতা বলেছিলেন, *“আমি তোমাদের কাছে খুব আনন্দের খবর এনেছি।* ***এই আনন্দ সব লোকেরই জন্য!*** *আজ দাউদের গ্রামে তোমাদের নাজাতদাতা জন্মেছেন। তিনিই মসীহ্‌, তিনিই প্রভু।”* (লুক ২:১০,১১ আয়াত)

আজকে আমরা পরিকল্পনা করেছি যে, **ঈসার শৈশব এবং যৌবনকাল** নিয়ে আলোচনা করবো। সুখবরের বই আমাদের প্রকাশ করে যে, ঈসার জন্মের পর ইউসুফ এবং মেরীর চারজন ছেলে সন্তান এবং কিছু মেয়ে সন্তান হয়েছিল। ঈসা তার ভাই-বোনদের সাথে দক্ষিন প্যালেস্টাইনের নাসরত শহরে একটি ঘনবসতিতে বড় হয়েছিলেন। আপনারা জানেন যে, ইউসুফ ঈসাকে জন্ম দেননি কিন্তু মানুষদের চোখে ইউসুফ ঈসার আব্বা ছিলেন। তখন ইউসুফ একজন কাঠমিস্ত্রি ছিলেন আর যখন ঈসা বাড়িতে থাকতেন তিনিও কাঠমিস্ত্রির কাজ করতেন। তা থেকে বোঝা যায় যে ঈসা অনেক পরিশ্রমি ছিলেন। এইভাবে কিতাব বলে: *“ ঈসা জ্ঞানে, বয়সে এবং আল্লাহ ও মানুষের মহব্বতে বেড়ে উঠতে লাগলেন।”* (লুক ২:৫২ আয়াত)

সকল সন্তানদের মত ঈসা খেতেন এবং ঘুমাতেন, খেলতেন এবং পড়াশুনা করতেন। যাইহোক, কোন একটি বিষয় ছিল যা ঈসাকে অন্যান্য সন্তানদের থেকে আলাদা করেছিল। আপনি কি জানেন, বিষয়টি কি? **ঈসা কখনো গুনাহ্‌ করেননি!** একটি অন্যায্য কথাও তাঁর মুখ থেকে বের হয়নি। (১ পিতর ২:২২) তিনি কখনো কাউকে বলেননি, “আমার ভুলের জন্য আমাকে ক্ষমা কর” কারণ তিনি কখনো ভুল করেননি। তিনি কখনো গুনাহ্‌ করেননি কারণ তাঁর মধ্যে গুনাহের শীকড় (সভাব) ছিল না। দুষ্টতা তাঁর কোন অংশে ছিল না। তিনি শুধু তাই করতেন যা আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করতো। **তাঁরও আমাদের মত শরীর ছিল কিন্তু তাঁর আমাদের মত গুনাহের সভাব ছিল না!** কিতাব ঘোষণা করে: *“এইজন্য এস, আমরা খোলাখুলিভাবে ঈসা ইবনুল্লাহ্‌র উপর আমাদের ঈমানকে স্বীকার করে যাই, কারণ তিনিই আমাদের মহান মহা-ইমাম যিনি বেহেশতে গিয়ে এখন আল্লাহর সামনে আছেন। আমাদের মহা-ইমাম এমন কেউ নন যিনি আমাদের দুর্বলতার জন্য আমাদের সংগে ব্যথা পান না, কারণ আমাদের মত করে তিনিও সব দিক থেকেই গুনাহের পরীক্ষার সামনে দাঁড়িয়েছিলেন অথচ* ***গুনাহ্‌ করেন নি।”*** (ইবরানী ৪:১৪, ১৫ আয়াত)

ঈসার ত্রিশ বছর বয়সে তাঁর নাজাতদাতা রূপে কাজ {মিশন, পরিচর্যা} করার সময় এসে পরেছিল। এক সময় তিনি তাঁর পরিবারের কাছ থেকে বিদায় নেন, নাসরত শহর ত্যাগ করেন এবং জর্ডান নদীর কাছে যান যেখানে হযরত ইয়াহিয়া তবলিগ করছিলেন এবং পানিতে তরিকা দিচ্ছিলেন।

আপনি কি ইয়াহিয়ার কথা স্বরণ করতে পারছেন? তিনি ঈসার জন্মের ছয়মাস পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ইয়াহিয়া হচ্ছে সেই নবী যাকে আল্লাহ্‌ মানুষের হৃদয় তৈরী করতে পঠিয়েছিলেন যেন লোকেরা তাদের গুনাহের পথ থেকে ফিরতে পারে এবং আল্লাহ্‌র মনোনিত নাজাতদাতাকে স্বাগত জানাতে পারে। আসুন শুনি ইঞ্জিল কিতাবে ইয়াহিয়ার সম্পর্কে কি লেখা আছে এবং কিভাবে তিনি মসীহের পথ প্রস্তুত করেছিলেন।

মথি লিখিত সুসমাচারের তিন অধ্যায়ে লেখা আছে:

(মথি ৩) [1]*পরে তরিকাবন্দীদাতা ইয়াহিয়া এহুদিয়ার মরুভূমিতে এসে এই বলে তবলিগ করতে লাগলেন,* [2]***“তওবা কর, কারণ বেহেশতী রাজ্য কাছে এসে গেছে।”*** [3]*এই ইয়াহিয়ার বিষয়েই নবী ইশাইয়া বলেছিলেন, মরুভূমিতে একজনের কণ্ঠস্বর চিৎকার করে জানাচ্ছে,* ***“তোমরা মাবুদের পথ ঠিক কর; তাঁর রাস্তা সোজা কর!”*** [4]*ইয়াহিয়া উটের লোমের কাপড় পরতেন এবং তাঁর কোমরে চামড়ার কোমর-বাঁধনি ছিল। তিনি*

পংগপাল ও বনমধু খেতেন। [৫]জেরুজালেম, সমস্ত এহুদিয়া এবং জর্ডান নদীর চারপাশের লোকেরা সেই সময় তাঁর কাছে আসতে লাগল। [৬]এই লোকেরা যখন নিজেদের গুনাহ্ স্বীকার করল তখন ইয়াহিয়া জর্ডান নদীতে তাদের তরিকাবন্দী দিলেন।

আসুন এখানে থামা যাক যেন আমরা যা পরছি তা বুঝতে পারি। আপনি কি ইয়াহিয়ার বার্তাটি শুনেছেন? ইয়াহিয়া এইভাবে তবলিগ করছিলেন: "তওবা কর! তোমাদের কুপথ থেকে মন ফিরাও এবং পবিত্র নাজাতদাতার সাথে মিলিত হওয়ার জন্য প্রস্তুত হও যিনি বেহেশত থেকে তোমাদের কাছে আসছেন!" যারা আল্লাহ্‌র সম্মুখে তাদের গুনাহ্ স্বীকার করেছিল তারা নদীতে ইয়াহিয়ার কাছে তরিকা নিয়েছিল। এইভাবে, ইয়াহিয়া সবার কাছে তরিকাবন্দী ইয়াহিয়া নামে পরিচিত হলো। পানিতে তরিকা নিলেই তা সকল লোকের গুনাহ্ পরিষ্কার করতে পারে না। এটি শুধুমাত্র গুনাহ্ থেকে ফিরে আসার একটি চিহ্ন এবং এটি দেখায় যে এখন তারা মসীহকে গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত। তাদের মধ্যে এমন কিছু লোক ছিল যারা ইয়াহিয়ার ডাকে সারা দেয়াতে ইয়াহিয়া তাদের তরিকা দিয়েছিলেন। তারা ছিলেন ইহুদীদের বিখ্যাত দুটি দল, সদ্দূকী এবং ফরীশী। সদ্দূকীরা ধনী ইহুদী ছিলেন এবং রোমীয় সরকারের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। কিন্তু তারা তাদের হৃদয় থেকে নবীদের লেখার বিষয়ে তেমন চিন্তা করতো না। ফরীশীরা ধর্মিয় বিষয়ে খুব দক্ষ ছিল। তারা মোনাজাতের বিষয়ে, রোজার বিষয়ে, খয়রাতের বিষয়ে এবং দশমাংসের বিষয়ে খুব দক্ষ ছিল। যাইহোক তাদের এবাদত ছিল অযোগ্য, কারণ তারা আল্লাহ্‌র সম্মুখে তাদের নিজেদের কাজের দ্বারা ধার্মিক হতে চাইতো। এমনকি ফরীশীরা তাদের সংস্কৃতি আল্লাহ্‌র কালামের সাথে মিলিয়ে ফেলেছিল। যার ফলে, তারা যে আল্লাহ্‌র এবাদত করতো সেই এবাদত শুধুমাত্র লোকদেখানো ছিল এবং তারা সেই সকল লোকদের অবজ্ঞা করতো যারা তাদের দলের সাথে যুক্ত থাকতো না। সংক্ষেপে বলা যায় ফরীশী এবং সদ্দূকীরা শুধু মুখেই আল্লাহ্‌কে সম্মান করতো কিন্তু তাদের দিল আল্লাহ্‌র কাছ থেকে অনেক দূরে ছিল।

এখন আমরা ইঞ্জিল থেকে পড়ি এবং শুনি যে ইয়াহিয়া কিভাবে তাদের এই ভণ্ডতার জন্য ধমক দিয়েছিলেন। কিতাব বলে:

(লুক ৩) *[৭]পরে ইয়াহিয়া দেখলেন অনেক ফরীশী ও সদ্দূকী তরিকাবন্দী নেবার জন্য তাঁর কাছে আসছেন। তিনি তাঁদের বললেন, "সাপের বংশধরেরা! আল্লাহর যে গজব নেমে আসছে তা থেকে পালিয়ে যাবার এই বুদ্ধি তোমাদের কে দিল? [৮]ভাল, তোমরা যে তওবা করেছ তার উপযুক্ত ফল তোমাদের জীবনে দেখাও। [৯]তোমরা ইব্রাহিমের বংশের লোক, এটা নিজেদের মনে বলতে পারবার কথা চিন্তাও কোরো না। আমি তোমাদের বলছি, আল্লাহ্ এই পাথরগুলো থেকে ইব্রাহিমের বংশধর তৈরী করতে পারেন। [১০]গাছের গোড়াতে কুড়াল লাগানোই আছে। যে গাছে ভাল ফল ধরে না তা কেটে আগুনে ফেলে দেওয়া হবে। [১১]তওবা করেছ বলে আমি তোমাদের পানিতে তরিকাবন্দী দিচ্ছি, কিন্তু আমার পরে যিনি আসছেন তিনি আমার চেয়ে শক্তিশালী। আমি তাঁর জুতা বইবারও যোগ্য নই। তিনি পাক-রূহ ও আগুনে তোমাদের তরিকাবন্দী দেবেন। [১২]কুলা তাঁর হাতেই আছে এবং তাঁর ফসল মাড়াবার জায়গা তিনি ভাল করেই পরিষ্কার করবেন। তিনি তাঁর ফসল গোলাতে জমা করবেন, কিন্তু যে আগুন কখনও নেভে না সেই আগুনে তুষ পুড়িয়ে ফেলবেন।" [১৩]সেই সময় ঈসা তরিকাবন্দী নেবার জন্য গালীল থেকে জর্ডান নদীর ধারে ইয়াহিয়ার কাছে আসলেন। [১৪]ইয়াহিয়া কিন্তু তাঁকে এই কথা বলে বাধা দিতে চেষ্টা করলেন, "আমারই বরং আপনার কাছে তরিকাবন্দী নেওয়া দরকার; আর আপনি কিনা আসছেন আমার কাছে!" [১৫]তখন ঈসা তাঁকে বললেন, "কিন্তু এবার এই রকমই হোক, কারণ আল্লাহর ইচ্ছা এইভাবেই আমাদের পূর্ণ করা উচিত।" তখন ইয়াহিয়া রাজী হলেন।*

এইভাবে, ইয়াহিয়া প্রভু ঈসাকে জর্ডান নদীতে তরিকা দিলেন। হয়তো কেউ কেউ বলতে পারে, "যিনি কখনো গুনাহ্ করেননি সেই ঈসা কেন ইয়াহিয়ার কাছে তরিকা নিল?" এটি সত্যি, প্রভু ঈসার কোন বিষয়ের জন্য অনুতাপ করার প্রয়োজন ছিল না, যেহেতু তিনি কখনো গুনাহ্ করেননি। তাহলে কেন ঈসা ইয়াহিয়ার কাছে আসলো, কারণ ইয়াহিয়া গুনাহ্‌গারদের তরিকা দিচ্ছিলেন? ঈসা এই সম্পর্কে কি বলেছিলেন? ঈসা ইয়াহিয়াকে বলেছিলেন, "কিন্তু এবার এই রকমই হোক, কারণ আল্লাহ্‌র ইচ্ছা এইভাবেই আমাদের পূর্ণ করা উচিত।" তরিকা গ্রহণের

মাধ্যমে ঈসা আমাদের সামনে শুধু এই উদাহরণ রাখেনি যে এই সকল বিষয় আমাদের অনুসরণ করা উচিত কিন্তু তিনি দেখিয়েছেন যে তিনি আমাদের একজন হয়ে বসবাস করতে এবং আমাদের জন্য মৃত্যুবরণ করতে এসেছিলেন।

এই অধ্যায়ের শেষ দিকে কিতাবে লেখা আছে: (মথি ৩) *[১৬]তরিকাবন্দী নেবার পর **ঈসা** পানি থেকে উঠে আসবার সংগে সংগেই তাঁর সামনে আসমান খুলে গেল। তিনি **আল্লাহর রূহকে** কবুতরের মত হয়ে তাঁর উপরে নেমে আসতে দেখলেন। [১৭]**তখন বেহেশত থেকে বলা হল, "ইনিই আমার প্রিয় পুত্র, এঁর উপর আমি খুবই সন্তুষ্ট।"***

বন্ধু, কার কণ্ঠ আসমান থেকে শোনা গিয়েছিল? এটি মাবুদ আল্লাহ্‌র কণ্ঠ ছিল। আল্লাহ্ ঈসার সম্পর্কে বলেছিলেন, **"ইনিই আমার প্রিয় পুত্র, এঁর উপর আমি খুবই সন্তুষ্ট!"** আমরা ইতিমধ্যে কিতাবে দেখেছি যে দাউদ নবী এবং জিবরাইল ফেরেশতা মসীহ্‌কে "আল্লাহ্‌র পুত্র" বলেছিলেন। এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি আল্লাহ্ নিজে বলছে, "আমার পুত্র, যাকে আমি মহব্বত করি!" কেন আল্লাহ্ তাকে পুত্র বললেন? আমরা ইতিমধ্যে দেখেছি যে ঈসাকে এই জন্য আল্লাহ্‌র পুত্র বলা হয় কারণ তিনি বেহেশত থেকে এসেছিলেন। ঈসার কোন জাগতিক আব্বা ছিল না। আল্লাহ্ তার চিরস্থায়ী কালামকে একজন কুমারীর গর্ভে দিয়েছিলেন। এখানে আমরা আর একটি কারণ দেখলাম, যে কারনে ঈসাকে আল্লাহ্‌র পুত্র বলা হয়। আল্লাহ্ ঈসাকে পুত্র বলেছেন যেন সবার থেকে আলাদা করা যায়।

কিভাবে ঈসা আদমের সন্তান থেকে আলাদা? আদমের সকল বংশধরের মধ্যে **গুনাহের সভাব** আছে কিন্তু ঈসার মধ্যে গুনাহের সভাব ছিল না। তাঁর কোন গুনাহ্ ছিল না কারণ তিনি আল্লাহ্‌র পাক-রূহ্ থেকে এসেছিলেন। মসীহের আমাদের মত দেহ ছিল কিন্তু আমাদের মত **গুনাহের সভাব** ছিল না। তাঁর পবিত্র এবং নিখুঁত সভাব ছিল! যার কারনে আল্লাহ্-পাক তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট ছিল যেভাবে একজন পিতা তার কোন বিশ্বস্ত এবং বাধ্য সন্তানের প্রতি সন্তুষ্ট থাকে। লোকে বলে পুত্র হচ্ছে পিতার ছায়া। যে পুত্রকে দেখেছে সে ধারণা করতে পারে তার আব্বা কেমন হবে। একইভাবে, যিনি ঈসাকে জানেন তিনি আল্লাহ্‌কে জানেন কারণ একমাত্র ঈসাই আল্লাহ্‌র কাছ থেকে এসেছেন যিনি আল্লাহ্‌র চরিত্রকে তুলে ধরেছেন। কেউ আল্লাহ্‌কে দেখেনি কিন্তু মসীহ তাকে প্রকাশ করেছেন! একমাত্র ঈসার পবিত্র সভাব ছিল কারণ তিনিই একমাত্র ব্যাক্তি যিনি আল্লাহ্‌র পাক-রূহ্ থেকে এসেছিলেন! যার কারনে আল্লাহ্ আসমান থেকে বলতে লজ্জাবোধ করেনি, "ইনিই আমার প্রিয় পুত্র, যাকে আমি মহব্বত করি; **এঁর উপর আমি খুবই সন্তুষ্ট!"**

আজকের বাকিটুকু সময়ে আমরা চতুর্থ অধ্যায় পড়া শুরু করবো এবং জানবো ইয়াহিয়া ঈসাকে তরিকা দেওয়ার পর কি হয়েছিল। কিতাব বলে:

(মথি ৪) *[১]এর পরে পাক-রূহ্ ঈসাকে মরুভূমিতে নিয়ে গেলেন যেন ইবলিস ঈসাকে লোভ দেখিয়ে গুনাহে ফেলবার চেষ্টা করতে পারে। [২]সেখানে চল্লিশ দিন ও চল্লিশ রাত রোজা রাখবার পর ঈসার খিদে পেল। [৩]তখন শয়তান এসে তাঁকে বলল, "তুমি যদি ইবনুল্লাহ্ হও তবে এই পাথরগুলোকে রুটি হয়ে যেতে বল।" [৪]ঈসা জবাবে বললেন, "পাক-কিতাবে লেখা আছে, মানুষ কেবল রুটিতেই বাঁচে না, কিন্তু আল্লাহ্‌র মুখের প্রত্যেকটি কালামেই বাঁচে।" [৫]তখন ইবলিস ঈসাকে পবিত্র শহর জেরুজালেমে নিয়ে গেল এবং বায়তুল-মোকাদ্দসের চূড়ার উপর তাঁকে দাঁড় করিয়ে বলল, [৬]"তুমি যদি ইবনুল্লাহ্ হও তবে লাফ দিয়ে নীচে পড়, কারণ পাক-কিতাবে লেখা আছে, আল্লাহ্ তাঁর ফেরেশতাদের তোমার বিষয়ে হুকুম দেবেন; তাঁরা তোমাকে হাত দিয়ে ধরে ফেলবেন যাতে তোমার পায়ে পাথরের আঘাত না লাগে।" [৭]ঈসা ইবলিসকে বললেন, "আবার এই কথাও লেখা আছে, তোমার মাবুদ আল্লাহ্‌কে তুমি পরীক্ষা করতে যেয়ো না।" [৮]তখন ইবলিস আবার তাঁকে খুব উঁচু একটা পাহাড়ে নিয়ে গেল এবং দুনিয়ার সমস্ত রাজ্য ও তাঁদের জাঁকজমক দেখিয়ে বলল, [৯]"তুমি যদি মাটিতে পড়ে আমাকে সেজদা কর তবে এই সবই আমি তোমাকে দেব।" [১০]তখন ঈসা তাকে বললেন, "দূর হও, শয়তান। পাক-কিতাবে লেখা আছে, তুমি তোমার মাবুদ আল্লাহকেই ভয় করবে, কেবল তাঁরই এবাদত করবে।" [১১]তখন ইবলিস তাঁকে ছেড়ে চলে গেল, আর ফেরেশতারা এসে তাঁর সেবা করতে লাগলেন।*

৬৩ অধ্যায়
পবিত্র পুত্র; লুক ২, মথি ৩, ৪

শয়তান তিনবার চেষ্টা করেছিল যেন ঈসা শয়তানের কথা মান্য করে এবং গুনাহ্ করে। তিনবারই ঈসা আল্লাহ্‌র কালাম দ্বারা শয়তানকে প্রতিরোধ করেছিল। যেভাবে শয়তান আদম এবং হাওয়াকে পরমদেশের বাগানে {এদন} গুনাহের জন্য প্রলোভন দেখিয়েছিল, একইভাবে শয়তান ঈসাকে মরুভূমিতে প্রলোভন দেখিয়েছিল। **কিন্তু ঈসা গুনাহ্ করেননি**। কেন শয়তান ঈসাকে প্রলোভন দেখিয়েছিল? কারণ শয়তান জানতো ঈসা হচ্ছে পবিত্র নাজাতদাতা যিনি আদম সন্তানদের নাজাত করার জন্য দুনিয়াতে তার বেহেশতের রাজত্ব ছেড়ে এসেছিলেন। শয়তান আরো জানতো, যদি ঈসাকে দিয়ে একটি গুনাহ্ করানো যায় তাহলে ঈসা আদম-সন্তানদের রক্ষা করতে পারবে না। এইভাবে শয়তান ঈসাকে বিরক্ত করেছিল, তাকে ঠকাতে চেয়েছিল। কিন্তু ঈসা শয়তানের ফাঁদে পরেনি।

হ্যাঁ, শয়তান আমাদের পূর্বপুরুষ আদম এবং হাওয়াকে অতিক্রম ও দূষিত করেছিল কিন্তু শয়তান আল্লাহ্‌র পবিত্র পুত্রকে অতিক্রম করতে পারেনি। **প্রভু ঈসা গুনাহ্ করতে পারেননি কারণ আল্লাহ্ গুনাহ্ করতে পারেন না**। যেমন আব্বা, তেমন পুত্র। ঈসা মানুষের দেহে আল্লাহ্‌র জীবন্ত কালাম ছিলেন। আল্লাহ্ তাকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছিলেন যেন আদম-সন্তানদেও শয়তানের শক্তি এবং গুনাহের শাস্তি হতে নাজাত দিতে পারে। শুধুমাত্র প্রভু ঈসা আমাদের শয়তান এবং গুনাহের হাত থেকে রক্ষা করতে পারতো কারণ শুধুমাত্র তিনি শয়তানকে এবং গুনাহকে অতিক্রম করেছিলেন। এই জন্য কিতাব মসীহ্ সম্পর্কে বলে:

***"এই রকম একজন পবিত্র, দোষশুন্য ও খাঁটি মহা-ইমামেরই আমাদের দরকার ছিল।** তিনি গুনাহ্‌গার মানুষের চেয়ে আলাদা এবং আল্লাহ্ তাঁকে আসমানের চেয়েও উপরে তুলেছেন। অন্যান্য মহা-ইমামেরা যেমন প্রথমে নিজের ও পরে অন্যদের গুনাহের জন্য পশু কোরবানী দিতেন, সেইভাবে এই ইমামের তা করবার দরকার ছিল না, কারণ তিনি চিরকালের মত একবারই নিজের জীবন কোরবানী দিয়ে সেই কাজ শেষ করেছেন।"* (ইবরানী ৭:২৬,২৭ আয়াত)

বন্ধু, আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ। পরবর্তী অনুষ্ঠানে আমাদের সাথে থাকার পরিকল্পনা করুন, যাতে শুনতে পারেন কেন ইয়াহিয়া নবীর উম্মতরা তাকে ছেড়ে ঈসাকে অনুসরণ করেছিল....

আল্লাহ্ যেন আজকের পাঠের বিষয়ে আপনাকে অর্ন্তদৃষ্টি দেয়। এই আয়াতের মাধ্যমে আজকে আমরা শেষ করবো:

"তোমরা তো জান যে, আমাদের গুনাহ্ দূর করবার জন্যই মসীহ্ প্রকাশিত হয়েছিলেন। তাঁর মধ্যে কোন গুনাহ্ নেই। যারা মসীহের মধ্যে থাকে তারা গুনাহে পড়ে থাকে না।" (১ ইউহোন্না ৩:৫ আয়াত)

৬৪ অধ্যায়
আল্লাহ্‌র মেষশাবক; ইউহোন্না ১, ৩

শ্রোতা বন্ধু, আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হউক।

আমরা আপনাকে আল্লাহ্‌র নামে শুভেচ্ছা জানাই। তিনি শান্তির প্রভু। তিনি তার তৈরীকৃত ধার্মিকতার পথ এবং তাঁর সত্যময় শান্তি সম্পর্কে আমাদের জানাতে চান। আজকে আপনার অনুষ্ঠান “ধার্মিকতার পথ” আবারো উপস্থাপন করতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত।

আমাদের শেষ দুই অধ্যায়ে আমরা দেখেছি যে, ঈসা মসীহের জন্ম এবং চরিত্র (সভাব) ভিন্ন ছিল।

!ঈসার জন্মের বিষয়ে আমরা আবিষ্কার করেছি যে, ঈসার মত জন্ম আর কারো হয়নি কারণ ঈসার কোন জাগতিক আব্বা ছিল না। তিনি আল্লাহ্‌র পাক রূহের শক্তিতে কুমারীর গর্ভে জন্ম নিয়েছিলেন।

!যদি আমরা **ঈসার চরিত্রের** বিষয়ে চিন্তা করি, তাঁর চরিত্র ছিল অনন্য। কেউ তাঁর মত পবিত্র সভাব নিয়ে জন্ম নেয়নি। তাঁর আমাদের মত দেহ ছিল কিন্তু আমাদের মত গুনাহের সভাব ছিল না। ঈসার মধ্যে কোন গুনাহ্‌ ছিল না কারণ তিনি ছিলেন নাজাতদাতা, যাকে আল্লাহ্‌ আমাদের গুনাহের শাস্তি গ্রহণের জন্য পাঠিয়েছিলেন।

আজকে আমরা পরিকল্পনা করেছি ইঞ্জিল পড়তে থাকবো এবং শুনবো ইয়াহিয়া নবী ঈসার সম্পর্কে কি সাক্ষ দিয়েছিল। ইয়াহিয়া সেই নবী ছিল যাকে আল্লাহ্‌ মসীহের পথ প্রস্তু করার জন্য পাঠিয়েছিলেন। ইউহোন্না এক অধ্যায়ে আছে:

(ইউহোন্না ১) [১৯]*যখন ইহুদী নেতারা জেরুজালেম শহর থেকে কয়েকজন ইমাম ও লেবীয়কে ইয়াহিয়ার কাছে পাঠালেন তখন ইয়াহিয়া তাঁদের কাছে সাক্ষ্য দিলেন। তাঁরা জিজ্ঞাসা করলেন, “আপনি কে?”* [২০]*জবাবে ইয়াহিয়া অস্বীকার করলেন না বরং স্বীকার করে বললেন, “আমি মসীহ্‌ নই।”* [২১]*তখন তাঁরা ইয়াহিয়াকে জিজ্ঞাসা করলেন, “তবে কে? আপনি কি নবী ইলিয়াস?” তিনি বললেন, “না, আমি ইলিয়াস নই।” তাঁরা বললেন, “তাহলে আপনি কি সেই নবী?” জবাবে তিনি বললেন, “না।”* [২২]*তখন তাঁরা তাঁকে বললেন, “তাহলে আপনি কে? যাঁরা আমাদের পাঠিয়েছেন ফিরে গিয়ে তাঁদের তো আমাদের জবাব দিতে হবে। আপনার নিজের সম্বন্ধে আপনি নিজে কি বলেন?”* [২৩]*ইয়াহিয়া বললেন, “আমিই সেই কণ্ঠস্বর, যার বিষয়ে নবী ইশাইয়া বলেছেন, মরুভূমিতে একজনের কণ্ঠস্বর চিৎকার করে জানাচ্ছে, তোমরা মাবুদের পথ সোজা কর।”* [২৪]*ইয়াহিয়ার কাছে যাঁদের পাঠানো হয়েছিল তাঁরা ছিলেন ফরীশী।* [২৫]*তাঁরা ইয়াহিয়াকে জিজ্ঞাসা করলেন, “যদি আপনি মসীহ্‌ও নন, ইলিয়াসও নন কিংবা সেই নবীও নন, তবে কেন আপনি তরিকাবন্দী দিচ্ছেন?”* [২৬]*ইয়াহিয়া জবাবে সেই ফরীশীদের বললেন, “আমি পানিতে তরিকাবন্দী দিচ্ছি বটে, কিন্তু আপনাদের মধ্যে এমন একজন আছেন যাঁকে আপনারা চেনেন না।* [২৭]*উনিই সেই লোক যাঁর আমার পরে আসবার কথা ছিল। আমি তাঁর জুতার ফিতাটা পর্যন্ত খুলে দেবার যোগ্য নই।”* [২৮]*জর্ডান নদীর অন্য পারে বেথানিয়া গ্রামে যেখানে ইয়াহিয়া তরিকাবন্দী দিচ্ছিলেন সেখানে এই সব ঘটেছিল।* [২৯]*পরের দিন ইয়াহিয়া ঈসাকে তাঁর নিজের দিকে আসতে দেখে বললেন, “ঐ দেখ আল্লাহ্‌র মেষ-শাবক, যিনি মানুষের সমস্ত গুনাহ্‌ দূর করেন।* [৩০]*ইনিই সেই লোক যাঁর বিষয়ে আমি বলেছিলাম, আমার পরে একজন আসছেন যিনি আমার চেয়ে মহান, কারণ তিনি আমার অনেক আগে থেকেই আছেন।*

এখানে থামা যাক এবং ইয়াহিয়ার সাক্ষের বিষয়ে চিন্তা করা যাক। আপনি কি শুনেছেন, ইয়াহিয়া ঈসার বিষয়ে কি বলেছিলেন? আমরা আবার শুনি কিতাব কি বলে: “পরের দিন ইয়াহিয়া ঈসাকে তাঁর নিজের দিকে আসতে দেখে বললেন, “ঐ দেখ আল্লাহ্‌র মেষ-শাবক, যিনি মানুষের সমস্ত গুনাহ্‌ দূর করেন!” আমরা ইতিমধ্যে দেখেছি, আল্লাহ্‌র নবীগণ মসীহকে কত নামে ডেকেছেন যেমন, নাজাতদাতা, রক্ষক, বাদশাহ্‌, প্রভু, আল্লাহ্‌র কালাম এবং আল্লাহ্‌র সন্তান। এখন আমরা শুনলাম তাকে ডাকা হয়েছে “আল্লাহ্‌র মেষশাবক”। এই উপাধিটি খুব গুরুত্বপূর্ণ যার ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন।

কেন হযরত ইয়াহিয়া ঈসাকে আল্লাহ্‌র মেষশাবক বলে ডাকলেন? ঈসাকি মেষশাবক অথবা ভেড়ার বাচ্চা ছিল? না, ঈসা আসলে কোন মেষশাবক ছিল না, যেমন করে সিনেগালের লোকেরা আসলে সিংহ না, তারপরও সেই

দেশের লোকদের মাঝে মাঝে সিংহ বলা হয়। আমরা সবাই জানি এটি শুধুমাত্র এক ধরনের কথার বহিঃপ্রকাশ কারণ তারা এর দ্বারা সিংহের শক্তি এবং সাহস পাওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু কেন ইয়াহিয়া নবী **ঈসাকে আল্লাহ্‌র মেষশাবক বলেছিলেন?** কেন একজন লোক মেষশাবকের মত হতে চাইবেন? কেন ইয়াহিয়া ঈসাকে দেখিয়ে তার উম্মতদের বললেন, "ঐ দেখ আল্লাহ্‌র মেষ-শাবক, যিনি মানুষের সমস্ত গুনাহ্ দূর করেন!"?

"মেষশাবক" উপাধিটি বুঝতে হলে আমাদের স্বরণ করতে হবে আদম এবং হাওয়া গুনাহের পর আল্লাহ্ কি করেছিলেন। আল্লাহ্ দেখিয়েছিলেন গুনাহের বেতন হচ্ছে মৃত্যু এবং দোযখ। যদি নিখুঁত কোন কোরবানীর রক্ত না ঝড়ে তাহলে গুনাহের মোচন হয় না। এইভাবে, আমরা পড়েছি যে আদম এবং হাওয়ার দ্বিতীয় সন্তান হাবিল আল্লাহের উপর ঈমান এনেছিলেন আর তার গুনাহ্ ঢাকার জন্য আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে কোরবানী করেছিলেন। যখন আল্লাহ্ মেষশাবকের রক্ত দেখলেন তখন তিনি হাবিলের গুনাহ্ মাফ করলেন এবং তাকে ধার্মিক বলে গণনা করলেন কারণ **তার স্থানে একটি নিষ্পাপ মেষশাবক মারা গিয়েছিল**। তবুও আল্লাহ্ বলেছিলেন মেষশাবকের রক্ত সবসময়ের জন্য গুনাহের ঋন পরিশোধ করতে পারবে না কারণ একটি পশুর মূল্য এবং একজন মানুষের মূল্য সমান নয়। মেষশাবক শুধুমাত্র নাজাতদাতার একটি ছায়া এবং প্রতিচ্ছবি, যা প্রকাশ করে যে নাজাতদাতা দুনিয়াতে আসবেন এবং রক্ত ঝড়াবেন যেন আল্লাহ্‌র ধার্মিকতার বিচারের দ্বারা গুনাহ্‌গাররা মুক্ত হয়।

ঈসা মসীহ্ জন্মের সাতশত বছর পূর্বে ইশাইয়া নবী লিখেছিলেন *"জবাই করতে নেওয়া ভেড়ার বাচ্চার মত"* তাঁর কোরবানী গুনাহ্‌কে দূরে সরিয়ে দেয় (ইশাইয়া ৫৩:৭ আয়াত) এইভাবে, হাবিল এবং মসীহের মধ্যেকার সময়ের মাঝে যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে আল্লাহ্ সম্মান করেছেন এবং এই মেষশাবকের কোরবানীতে যুক্ত করেছেন। নূহ্, ইব্রাহিম, মূসা, দাউদ, শোলাইমান, সকল নবীগণ এবং যারা আল্লাহের কালামে ঈমান এনেছিলেন তাদের সবার নিখুঁত মেষশাবকের কোরবানীর অভ্যাস হয়েছিল। এইভাবে সবাই আল্লাহ্‌র দিকে তাকিয়ে ছিল যে কোনদিন সেই চুড়ান্ত কোরবানী হবে। অর্থাৎ পবিত্র নাজাতদাতা তার রক্ত ঝড়াবেন যেন চিরকালের জন্য তার কোরবানীর মাধ্যমে গুনাহ্ দূর হয়।

প্রিয় বন্ধু, এইজন্য যখন ইয়াহিয়া নবী ঈসাকে তার সামনে দেখলেন তখন তাকে দেখিয়ে তার উম্মতদের বললেন, **"ঐ দেখ আল্লাহ্‌র মেষ-শাবক, যিনি মানুষের সমস্ত গুনাহ্ দূর করেন!"** এইভাবে হযরত ইয়াহিয়া তার উম্মতদের কাছে প্রকাশ করলেন যে এই ঈসাই হচ্ছে মসীহ্, "মেষশাবক" যাকে আল্লাহ্ বেহেশত থেকে পাঠিয়েছেন। এই হচ্ছে সেই নিখুঁত কোরবানী যা সকল নবী প্রকাশ করে গিয়েছিলেন। ঈসাই ছিলেন সেই পবিত্র কোরবানী যিনি দুনিয়াতে এসেছিলেন আদম-সন্তানদের পরিবর্তে মারা যেতে যাতে আল্লাহ্ চিরকালের জন্য আমাদের গুনাহ্ মাফ করতে পারেন!

তারপর কিতাব বলে:

(ইউহোন্না ১) *[৩৫]পরের দিন ইয়াহিয়া ও তাঁর দু'জন সাহাবী আবার সেখানে ছিলেন। [৩৬]এমন সময় ঈসাকে হেঁটে*
*যেতে দেখে ইয়াহিয়া বললেন, "ঐ দেখ, **আল্লাহ্‌র মেষ-শাবক**।" [৩৭]ইয়াহিয়াকে এই কথা বলতে শুনে সেই দু'জন*
সাহাবী ঈসার পিছনে পিছনে যেতে লাগলেন। [৩৮]ঈসা পিছন ফিরে তাঁদের আসতে দেখে বললেন, "তোমরা
কিসের তালাশ করছ?" ইয়াহিয়ার সাহাবীরা জিজ্ঞাসা করলেন, "রব্বি (অর্থাৎ ওস্তাদ), আপনি কোথায় থাকেন?"
[৩৯]ঈসা তাঁদের বললেন, "এসে দেখ।" তখন তাঁরা গিয়ে ঈসা যেখানে থাকতেন সেই জায়গাটা দেখলেন এবং
সেই দিন তাঁর সংগেই রইলেন। তখন প্রায় বিকাল চারটা। [৪০]ইয়াহিয়ার কথা শুনে যে দু'জন ঈসার পিছনে পিছনে
গিয়েছিলেন তাঁদের একজনের নাম ছিল আন্দ্রিয়। ইনি ছিলেন শিমোন্তপিতরের ভাই। [৪১]আন্দ্রিয় প্রথমে তাঁর ভাই
*শিমোনকে খুঁজে বের করলেন এবং বললেন, **"আমরা মসীহের দেখা পেয়েছি।"** [৪২]আন্দ্রিয় শিমোনকে ঈসার কাছে*
আনলেন। ঈসা শিমোনের দিকে তাকিয়ে বললেন, "তুমি ইউহোন্নার ছেলে শিমোন, কিন্তু তোমাকে কৈফা বলে
ডাকা হবে।" এই নামের অর্থ পিতর, অর্থাৎ পাথর। [৪৩]পরের দিন ঈসা ঠিক করলেন তিনি গালীল প্রদেশে যাবেন।
সেই সময় ঈসা ফিলিপের খোঁজ পেয়ে তাঁকে বললেন, "এস, আমার উম্মত হও।" [৪৪]ফিলিপ ছিলেন বৈৎসৈদা

*গ্রামের লোক। আন্দ্রিয় আর পিতরও ঐ একই গ্রামের লোক ছিলেন। [৪৫]ফিলিপ নথনেলকে খুঁজে বের করে বললেন, **"মূসা যাঁর কথা তৌরাত শরীফে লিখে গেছেন এবং যাঁর বিষয়ে নবীরাও লিখেছেন আমরা তাঁর দেখা পেয়েছি। তিনি ইউসুফের পুত্র ঈসা, নাসরত গ্রামের লোক।"** [৪৬]নথনেল ফিলিপকে বললেন, "নাসরত থেকে কি ভাল কোন কিছু আসতে পারে?" ফিলিপ তাঁকে বললেন, "এসে দেখ।"*

এইভাবে, আমরা দেখি কিভাবে ইয়াহিয়ার উম্মত ঈসাকে অনুসরণ করা শুরু করে। কেন ইয়াহিয়া নবীর উম্মতরা তাকে ছেড়ে ঈসাকে অনুসরণ করেছিল? তারা এইজন্য ঈসাকে অনুসরণ করেছিল কারণ ইয়াহিয়া তাদের বলেছিলেন, **ঈসা হচ্ছেন মসীহ্ এবং আল্লাহ্‌র মেষশাবক যার সম্পর্কে আল্লাহ্‌র নবীরা ভবিষ্যতবানী করেছিলেন!** এইভাবে ইয়াহিয়ার একজন উম্মত আন্দ্রিয় ঈসাকে চিনতে পেরেছিলেন যে তিনিই মসীহ আর তার ভাই শিমোন পিতরকে খুজে বের করেছিলেন এবং বলেছিলেন: **"আমরা মসীহকে খুজে পেয়েছি"**!!! অন্য একজন উম্মত ফিলিপ যখন ঈসাকে চিনতে পারলেন তিনি আনন্দের সাথে তার বন্ধু নথনেলকে বললেন, **"মূসা যাঁর কথা তৌরাত শরীফে লিখে গেছেন এবং যাঁর বিষয়ে নবীরাও লিখেছেন আমরা তাঁর দেখা পেয়েছি। তিনি ইউসুফের পুত্র ঈসা, নাসরত গ্রামের লোক।"**

হ্যাঁ, আন্দ্রিয় এবং পিতর, ফিলিপ এবং নথনেল যখন ঈসাকে দেখলেন তখন আনন্দ করেছিলেন কারণ **তারা জানতেন চার হাজার বছর ধরে নবীরা যে মসীহের বিষয়ে ভবিষ্যতবানী করেছিলেন তিনি এখন তাদের সামনে। তারা মসীহকে নিজের চোখে দেখতে পারছেন।** আল্লাহ্‌র প্রশংসা হোক! যে শক্তিমান নাজাতদাতার সম্পর্কে সকল নবীগণ ভবিষ্যতবানী করেছেন তিনি এখন তাদের মধ্যে আছেন! আল্লাহ্‌র প্রশংসা হোক, অবশেষে মসীহ এসেছিলেন! এইভাবে, এই চারজন উম্মত ঈসাকে অনুসরণ করেছিলেন এবং ঈসার প্রথম উম্মত হয়েছিলেন।

তারপর, কিতাব বলে:

(মথি ৪) *[২১]সেখান থেকে এগিয়ে গিয়ে তিনি ইয়াকুব ও ইউহোন্না নামে অন্য দুই ভাইকে দেখতে পেলেন। তাঁরা ছিলেন সিবদিয়ের ছেলে। তাঁদের বাবা সিবদিয়ের সংগে নৌকায় বসে তাঁরা জাল ঠিক করছিলেন। ঈসা সেই দুই ভাইকেও ডাকলেন, [[১৯]তাদেরকে বললেন, **"আমার সঙ্গে চল, আমি তোমাদের মানুষ-ধরা জেলে করবো।"**] [২২]তাঁরা তখনই তাঁদের নৌকা ও বাবাকে ছেড়ে ঈসার সংগে গেলেন। [২৩]গালীল প্রদেশের সমস্ত জায়গায় ঘুরে ঘুরে ইহুদীদের ভিন্ন ভিন্ন মজলিস-খানায় ঈসা শিক্ষা দিতে লাগলেন। এছাড়া তিনি বেহেশতী রাজ্যের সুসংবাদ তবলিগ করতে এবং লোকদের সব রকম রোগ ভাল করতে লাগলেন। [২৪]সমস্ত সিরিয়া দেশে তাঁর কথা ছড়িয়ে পড়ল। যে সব লোকেরা নানা রকম রোগে ও ভীষণ যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছিল, যাদের ভূতে ধরেছিল এবং যারা মৃগী ও অবশ-রোগে ভুগছিল, লোকেরা তাদের ঈসার কাছে আনল। তিনি তাদের সবাইকে সুস্থ করলেন। [২৫]গালীল, দেকাপলি, জেরুজালেম, এহুদিয়া এবং জর্ডানের অন্য পার থেকে অনেক লোক ঈসার পিছনে পিছনে চলল।*

আল্লাহ্‌র ইচ্ছায়, পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা কিছু আকস্মিক ঘটনা দেখবো যে কিভাবে ঈসা জনগণদের শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং কেরামতি কাজ করেছিলেন। আমরা দেখবো ঈসার কথা এবং কাজ প্রমান করে যে, তিনি সেই ব্যাক্তি যার সম্পর্কে ঘোষণা করা হয়েছে-মসীহ্ এবং যার সম্পর্কে সকল নবী ভবিষ্যতবানী করেছিলেন। যাইহোক, আজকে আমাদের বাকিটুকু সময়ে আমরা দেখবো যে **ইয়াহিয়া নবীর** কি হয়েছিল। আমরা দেখেছি যে, যখন থেকে ইয়াহিয়া ঘোষণা করলেন যে ঈসা হচ্ছেন মসীহ্ তখন থেকে ইয়হিয়ার উম্মতরা তাকে ত্যাগ করতে শুরু করলেন, একজনের পর একজন, যেন তারা **প্রভু ঈসাকে** অনুসরণ করতে পারেন। এটিকি ইয়াহিয়াকে সন্তুষ্ট করেছিল? **ইয়াহিয়া নবীকি এই বিষয়টি পছন্দ করেছিলেন যে তার উম্মতরা তাকে ছেড়ে ঈসাকে অনুসরণ করেছিল?** আপনি কি মনে করেন?

৬৪ অধ্যায়
আল্লাহ্‌র মেষশাবক; ইউহোন্না ১, ৩

আসুন শুনি ইউহোন্না সুসমাচারের তৃতীয় অধ্যায়ে কি লেখা আছে।
(ইউহোন্না ৩) ২৬*পরে তাঁরা ইয়াহিয়ার কাছে এসে বললেন, "হুজুর, যিনি জর্ডানের অন্য পারে আপনার সংগে ছিলেন এবং যাঁর বিষয়ে আপনি সাক্ষ্য দিয়েছিলেন, দেখুন, তিনি তরিকাবন্দী দিচ্ছেন আর সবাই তাঁর কাছে যাচ্ছে।"* ২৭*এর জবাবে ইয়াহিয়া বললেন, "বেহেশত থেকে দেওয়া না হলে কারও পক্ষে কোন কিছুই পাওয়া সম্ভব নয়।* ২৮*তোমরাই আমাকে বলতে শুনেছ যে, আমি মসীহ্ নই, কিন্তু আমাকে তাঁর আগে পাঠানো হয়েছে।* ২৯*যার হাতে কন্যাকে দেওয়া হয়েছে, সে-ই বর। বরের বন্ধু দাঁড়িয়ে বরের কথা শোনে এবং তাঁর গলার আওয়াজ শুনে খুব খুশী হয়।* ***ঠিক সেইভাবে আমার আনন্দও আজ পূর্ণ হল।*** ৩০***তাঁকে বেড়ে উঠতে হবে আর আমাকে সরে যেতে হবে।"***

আপনি এই বিষয়ে কি মনে করেন? ইয়াহিয়া আনন্দ করেছিলেন যখন তার উম্মতরা তাকে ত্যাগ করে মসীহকে অনুসরণ করেছিলেন! ইয়াহিয়ার আনন্দ পূর্ণ হয়েছিল কারণ তিনি **তার কাজ শেষ করেছিলেন**; তিনি মসীহ্‌র আগে পথ প্রস্তুত করেছিলেন। আল্লাহ্‌র সত্যিকারের নবী হিসেবে ইয়াহিয়া চেয়েছিলেন যেন সবাই **মসীহের** দিকে যায়। ইয়াহিয়া এখনকার সময়ের ধর্মিয় নেতাদের থেকে কতই না আলাদা ছিলেন। **একজন সত্যিকারের রূহানিক নেতা সবসময় আপনাকে প্রভু ঈসার দিকে যেতে বলবে কারণ একমাত্র ঈসাই আপনাকে পরমদেশে আল্লাহ্‌র পবিত্র উপস্থিতিতে নিয়ে যেতে পারবেন**। ইয়াহিয়া জানতেন যে, নবী অনেকই আছেন, কিন্তু **নাজাতদাতা একজনই**! যার কারনে ইয়াহিয়া বলেছিলেন: " যে কেউ পুত্রের উপর ঈমান আনে সে তখনই অনন্ত জীবন পায়, কিন্তু যে পুত্রকে অমান্য করে সে সেই জীবন কখনও পাবে না, বরং আল্লাহ্‌র গজব তার উপরে থাকবে!" (ইউহোন্না ৩:৩৬ আয়াত) যখন ইয়াহিয়ার জীবন শেষ হতে যাচ্ছে সেই বিষয়ে কিতাব বলে:
"ইয়াহিয়া আরও অনেক উপদেশের মধ্য দিয়ে লোকদের মনে উৎসাহ জাগিয়ে আল্লাহর দেওয়া সুসংবাদ তবলিগ করলেন। শাসনকর্তা হেরোদের ভাইয়ের স্ত্রী হেরোদিয়ার সংগে হেরোদের সম্পর্কে র দরুন এবং তাঁর আরও অনেক খারাপ কাজের দরুন ইয়াহিয়া তাঁর দোষ দেখিয়ে দিয়েছিলেন।" (লুক ৩:১৮, ১৯ আয়াত)
যার কারনে হেরোদ ইয়াহিয়াকে কয়েদ করে, বেধে জেলে দেওয়ার হুকুম জারি করলেন। শেষে হেরোদ তার স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করার জন্য ইয়াহিয়ার মাথা কেটে ফেলেছিল। (মার্ক ৬:১৭,২৭ দেখুন) এইভাবে, ইয়াহিয়া আল্লাহ্‌র উপস্থিতির গৌরবের মধ্য দিয়ে বেহেশতে প্রবেশ করলেন। কিতাব আমাদের বলে যে ইয়াহিয়া একজন মহান নবী ছিলেন, এমনকি তার আগে যে নবীরা এসেছিল তাদের থেকেও মহান। কি বিষয় ইয়াহিয়াকে অন্য নবীদের থেকে আলাদা করেছিল? উত্তর হলো, **প্রত্যেক নবী ঘোষণা করেছেন যে মসীহ্ আসবেন!** তিনি আসবেন! তিনি আসবেন! যাইহোক, ইয়াহিয়া ঘোষণা করেছিলেন: **"মসীহ্ এখানেই!** তাঁর নাম হচ্ছে ঈসা! দেখো! আল্লাহ্‌র যে মেষশাবক গুনাহ্ দূর করার জন্য মারা যাবেন তিনি দুনিয়াতে এসেছেন! তাকে অনুসরণ কর! এইভাবে প্রেক্ষাপটের নবী হিসেবে ইয়াহিয়া তার কাজ শেষ করেছিলেন। তিনি মসীহের পথ প্রস্তুত করেছিলেন।
আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ। আল্লাহ্‌র ইচ্ছায়, আমাদের পরবর্তী অনুষ্ঠানে আমরা ইঞ্জিল শরীফ থেকে আবিষ্কার করবো কেন ঈসাকে একজন মহান আরোগ্যকর্তা বলা হয়......
আজকে আমরা যা অধ্যয়ন করেছি সে সম্পর্কে আল্লাহ্ আপনাকে অর্ন্তদৃষ্টি দিক। ইয়াহিয়া ঈসার সম্পর্কে যে ঘোষণা করেছেন তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু আর নেই। তিনি বলেছিলেন,
"ঐ দেখ, আল্লাহ্‌র মেষশাবক, যিনি দুনিয়ার গুনাহ্ দূর করবেন!" (ইউহোন্না ১:২৯ আয়াত)

৬৫ অধ্যায়
মহান আরোগ্যকর্তা; মার্ক ১, ২

শ্রোতা বন্ধু, আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হউক।

আমরা আপনাকে আল্লাহ্‌র নামে শুভেচ্ছা জানাই। তিনি শান্তির প্রভু। তিনি তার তৈরীকৃত ধার্মিকতার পথ এবং তাঁর সত্যময় শান্তি সম্পর্কে আমাদের জানাতে চান। আজকে আপনার অনুষ্ঠান “ধার্মিকতার পথ” আবারো উপস্থাপন করতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত।

আপনি জানেন যে, আমরা কিতাব পাঠের এই যাত্রায় এখন ইঞ্জিল শরীফ অধ্যয়ন করছি। এই কিতাবটি মসীহের দুনিয়াতে আসার সুখবরের সাথে জড়িত যিনি আদম সন্তানদের শয়তান এবং গুনাহের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য এসেছিলেন। আমাদের শেষের অনুষ্ঠানে আমরা দেখেছি যে ঈসা শহর পরিদর্শন করা শুরু করেছিল, **শিক্ষা** দিচ্ছিল এবং লোকদের মধ্য থেকে রোগ **সুস্থ** করছিল। তাঁর সুনাম চারিদিকে ছড়িয়ে পরেছিল।

আমরা আজকে মসীহের বিষয়ে বর্ণনা করবো যে কেন তাঁর **শিক্ষা এবং কাজ** সেই সব নবীদের থেকে আলাদ ছিল যারা তাঁর সম্পর্কে ভবিষ্যতবানী করেছিলেন। ঈসার কোন স্ত্রী ছিল না, কোর ঘর ছিল না এবং তিনি জাগতিক ভাবে ধনীও ছিলেন না। তিনি সকলের থেকে আলাদা ছিলেন। শুধুমাত্র একটি বিষয় তাঁর জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল: যিনি তাকে পাঠিয়েছেন তার ইচ্ছা পূর্ণ করা; আল্লাহ্‌র দেওয়া দায়িত্ব পূর্ণ করা।

মার্ক লিখিত সুসমাচারের প্রথম অধ্যায়ে কিতাব বলে:

(মার্ক ১) *২১ঈসা ও তাঁর সাহাবীরা কফরনাহূম শহরে গেলেন। পরে বিশ্রামবারে ঈসা মজলিস-খানায় গিয়ে শিক্ষা দিতে লাগলেন। ২২লোকেরা তাঁর শিক্ষায় আশ্চর্য হয়ে গেল, কারণ তিনি আলেমদের মত শিক্ষা দিচ্ছিলেন না বরং যাঁর অধিকার আছে সেই রকম লোকের মতই শিক্ষা দিচ্ছিলেন। ২৩সেই সময় ভূতে পাওয়া একজন লোক সেই মজলিস-খানার মধ্যে ছিল। ২৪সে চিৎকার করে বলল, “ওহে নাসরতের ঈসা, আমাদের সংগে আপনার কি দরকার? আপনি কি আমাদের সর্বনাশ করতে এসেছেন? আমি জানি আপনি কে; আপনিই তো আল্লাহর সেই পবিত্রজন।” ২৫ঈসা তখন সেই ভূতকে ধমক দিয়ে বললেন, “চুপ কর, ওর মধ্য থেকে বের হয়ে যাও।” ২৬সেই ভূত তখন লোকটাকে মুচড়ে ধরল এবং জোরে চিৎকার করে তার মধ্য থেকে বের হয়ে গেল। ২৭এই ঘটনা দেখে লোকেরা এমন আশ্চর্য হল যে, তারা নিজেদের মধ্যে বলতে লাগল, “এই সব কি ব্যাপার? এই অধিকার-ভরা নতুন শিক্ষাই বা কি? এমন কি, ভূতদেরও তিনি হুকুম দেন আর তারা তাঁর কথা শুনতে বাধ্য হয়।” ২৮এতে গালীল প্রদেশের সব জায়গায় ঈসার কথা খুব তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়ল।*

ঈসার শিক্ষা শরয়তের ওস্তাদদের শিক্ষা হতে অনেক ভিন্ন ছিল। যারা মজলিশ খানায় {এবাদতের বিশেষ স্থান এবং কিতাবের নির্দেশনা} ঈসার শিক্ষা শুনছিলেন তারা সবাই অনেক আশ্চর্য হলেন কারণ ঈসা অধিকারের সাথে শিক্ষা দিচ্ছিলেন যা শরীয়তের ওস্তাদেরা পারতেন না।

আপনি কি **শরীয়তের ওস্তাদদের কথা জানেন?** তারা তৌরাত, জবুর, এবং অন্যান্য নবীদের কিতাব বর্ণনা করতেন। যাইহোক, তাদের বেশিরভাগ ওস্তাদেরা নবীদের কিতাব সম্পর্কে সঠিকভাবে বর্ণনা করতে পারতেন না, কারণ তারা আসলে এই সকল বিষয় বুঝতেন না। তারা যা বুঝতেন তা হচ্ছে তাদের ধর্মিয় কাজ এবং পূর্বপুরুষদের সংস্কৃতি, কিন্তু তারা আল্লাহ্‌র কালাম সম্পর্কে জানতেন না। এই ধর্মিয় দক্ষতার মানুষেরা আল্লাহ্‌কে শুধু মুখেই বিশ্বাস করতো কিন্তু আল্লাহ্‌র কালামকে মহব্বত করতো না। এইভাবে, যখন ঈসা (যিনি কোন স্কুলে কিংবা কোন ধর্মিয় প্রশিক্ষণ নেননি) মজলিশ খানায় প্রবেশ করলেন এবং অধিকার ও স্পষ্টতার সাথে বর্ণনা করা শুরু করলেন তখন ওস্তাদেরা লজ্জা পেলেন। এই লজ্জাকর পরিস্থিতিতে, মজলিশ খানার লোকেরা তাঁর কথা এবং কাজে আশ্চর্য হতে লাগলো আর একে অপরকে জিজ্ঞেস করতে লাগলো, “ইনি কে? তিনি কোথা থেকে এই নতুন শিক্ষা পেলেন? তিনি কিভাবে অধিকারের সাথে শিক্ষা দেয়? এমনকি তিনি বদ-রূহ্‌কে হুকুম করে আর তারা চলে যায়! আমরা কখনো এরকমটি দেখিনি! এই লোকটির মত করে এর আগে কেউ কখনো শিক্ষা দেয়নি! কেউ এর আগে তার মত কাজ করেনি!”

৬৫ অধ্যায়
মহান আরোগ্যকর্তা; মার্ক ১, ২

সত্যিই, যখন থেকে আদম এবং হাওয়া গুনাহ্ করলেন তখন থেকে ঈসার কেরামতি কাজ পর্যন্ত এরকম শক্তিশালী কাউকে দেখা যায়নি। কিন্তু এখন তারা দেখতে পাচ্ছে যে একজন লোক একটি হুকুম করছে আর শয়তান এবং বদ-রূহ্ পালিয়ে যাচ্ছে! শুধুমাত্র বেহেশত থেকে আসা মসীহই এই কাজ করতে পারে! আপনি শুনেছেন যে ভূতগ্রস্থ লোকটি ঈসাকে কি বলেছিল? সে চিৎকার করে বলেছিল, "ওহে নাসরতের ঈসা, আমাদের সংগে আপনার কি দরকার? আপনি কি আমাদের সর্বনাশ করতে এসেছেন? **আমি জানি আপনি কে; আপনিই তো আল্লাহ্‌র সেই পবিত্রজন**।" বদ-রূহ্ জানতো ঈসা কোথা থেকে এসেছিলেন এবং তিনি কে। যাইহোক, বেশিরভাগ লোক জানতো না আসলে ঈসা কে ছিল। শয়তান এবং তার বদ-ফেরেশতারা প্রভু ঈসাকে ভয় পেত, কারণ তারা নির্দিষ্ট করে জানতো তিনি হচ্ছে সেই আল্লাহ্‌র কালাম যার দ্বারা আল্লাহ্ শুরুতে আসমান এবং জমীন সৃষ্টি করেছিলেন। তারা জানতো যে ঈসা সেই অধিকারের একজন যিনি চাইলেই তাদেরকে চিরস্থায়ী আগুনে নিক্ষেপ করতে পারবে! যার কারনে তারা ঈসার নামে ভয়ে কাপতো।

আসুন আমরা প্রথম অধ্যায় চালিয়ে যাই। কিতাব বলে:

(মার্ক ১) *২৯পরে তাঁরা মজলিস-খানা থেকে বের হয়ে শিমোন ও আন্দ্রিয়ের বাড়ীতে গেলেন। ইয়াকুব এবং ইউহোন্নাও তাঁদের সংগে ছিলেন। ৩০শিমোনের শাশুড়ীর জ্বর হয়েছিল বলে তিনি শুয়ে ছিলেন। ঈসা আসামাত্রই তাঁর কথা তাঁকে বলা হল। ৩১তখন ঈসা তাঁর কাছে গিয়ে হাত ধরে তাঁকে তুললেন। **তাতে তাঁর জ্বর ছেড়ে গেল** এবং তিনি তাঁদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করতে লাগলেন। ৩২সেই দিন সূর্য ডুবে গেলে পর সন্ধ্যাবেলা লোকেরা সব রোগীদের ও ভূতে পাওয়া লোকদের ঈসার কাছে আনল। ৩৩শহরের সব লোক তখন সেই বাড়ীর দরজার কাছে এসে জমায়েত হল। ৩৪ঈসা অনেক রকমের রোগীকে সুস্থ করলেন এবং অনেক ভূত ছাড়ালেন। তিনি ভূতদের কথা বলতে দিলেন না, কারণ সেই ভূতেরা জানত তিনি কে। ৩৫পরদিন খুব ভোরে অন্ধকার থাকতেই ঈসা উঠলেন এবং ঘর ছেড়ে একটা নির্জন জায়গায় গিয়ে মুনাজাত করতে লাগলেন। ৩৬শিমোন ও তাঁর সংগীরা ঈসাকে তালাশ করছিলেন। ৩৭পরে তাঁকে তালাশ করে পেয়ে বললেন, "সবাই আপনাকে তালাশ করছে।" ৩৮ঈসা তাঁদের বললেন, "চল, আমরা কাছের গ্রামগুলোতে যাই যেন আমি সেখানেও তবলিগ করতে পারি, কারণ সেইজন্যই তো আমি এসেছি।" ৩৯এইভাবে ঈসা গালীলের সব জায়গায় গিয়ে ইহুদীদের মজলিস-খানাগুলোতে তবলিগ করলেন এবং ভূত দূর করলেন। ৪০পরে একজন চর্মরোগী ঈসার কাছে এসে তাঁর সামনে হাঁটু পেতে বলল, "আপনি ইচ্ছা করলেই আমাকে ভাল করতে পারেন।" ৪১লোকটির উপর ঈসার খুব মমতা হল। তিনি হাত বাড়িয়ে তাকে ছুঁয়ে বললেন, "আমি তা-ই চাই, তুমি পাক-সাফ হও।" ৪২**আর তখনই তার চর্মরোগ ভাল হয়ে গেল।***

এইভাবে, ঈসা লোকদের রোগ এবং দূর্বলতা সুস্থ করতে লাগলেন, আদম-সন্তানদের প্রতি মমতা প্রকাশ করতে লাগলেন কারণ তারা চিন্তিত এবং সাহায্যবিহীন ভেড়ার মত ছিল যাদের কোন রাখাল ছিল না। ঈসার এই কেরামতি কাজের পিছনে আরো একটি কারণ ছিল। ঈসা লোকদের রোগ সুস্থ করছিলেন এবং ভূত তাড়াচ্ছিলেন কারণ তিনি আদম-সন্তানদের কাছে প্রমান করতে চেয়েছিলেন যে তিনি সেই মসীহ্ যার সম্পর্কে নবীদের মাধ্যমে আল্লাহ্ বহু বছর আগে ওয়াদা করেছিলেন। আমরা ইতিমধ্যে পড়েছি যে, ইশাইয়া নবী ঈসার জন্মের বহু বছর পূর্বে লিখেছিলেন, যখন মসীহ্ আসবেন, *"তখন অন্ধদের চোখ খুলে যাবে, বধিরদের কান বন্ধ থাকবে না। তখন খোঁড়ারা হরিণের মত লাফাবে, বোবাদের জিভ আনন্দে চিৎকার করবে!"* (ইশাইয়া ৩৫:৫, ৬ আয়াত) এই কালামের দ্বারা ইশাইয়া ঘোষণা করেছিলেন যে মসীহ্ এমন সব কেরামতি কাজ করবেন যা এর আগে কেউ কখনো করেনি। আমরা এতিমধ্যে দেখেছি যে আল্লাহ্ কিভাবে মূসা এবং ইলিয়াসকে কেরামতি কাজের ক্ষমতা দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই দুইজন নবীর কেরামতির সাথে ঈসার কেরামতি কাজের মধ্যে কিছু পার্থক্য রয়েছে। মূসা এবং ইলিয়াস নিজের শক্তিতে কোন কেরামতি কাজ করেনি। যাইহোক, ঈসা আল্লাহ্‌র শক্তিতে পরিপূর্ণ ছিলেন, কারণ তিনি নিজেই আল্লাহ্‌র শক্তি ছিলেন! মার্ক লিখিত সুসমাচারের দ্বিতীয় অধ্যায়ে কিতাব বলে:

৬৫ অধ্যায়
মহান আরোগ্যকর্তা; মার্ক ১, ২

(মার্ক ২) [১]*কয়েকদিন পরে ঈসা আবার কফরনাহূমে গেলেন। লোকেরা শুনল তিনি ঘরে আছেন। [২]তখন এত লোক সেখানে জমায়েত হল যে, ঘর তো দূরের কথা, দরজার বাইরেও আর জায়গা রইল না। ঈসা লোকদের কাছে আল্লাহর কালাম তবলিগ করছিলেন। [৩]এমন সময় কয়েকজন লোক একজন অবশ-রোগীকে তাঁর কাছে নিয়ে আসল। চারজন লোক তাকে বয়ে আনছিল, [৪]কিন্তু ভিড়ের জন্য তারা তাকে ঈসার কাছে নিয়ে যেতে পারল না। এইজন্য ঈসা যেখানে ছিলেন ঠিক তার উপরের ছাদের কিছু অংশ তারা সরিয়ে ফেলল। তারপর সেই খোলা জায়গা দিয়ে মাদুর সুদ্ধই সেই অবশ-রোগীকে নীচে নামিয়ে দিল। [৫]তারা ঈমান এনেছে দেখে ঈসা সেই অবশ-রোগীকে বললেন, **"বাছা, তোমার গুনাহ্ মাফ করা হল।"** [৬]সেখানে কয়েকজন আলেম বসে ছিলেন। তাঁরা মনে মনে ভাবছিলেন, [৭]"লোকটা এই রকম কথা বলছে কেন? সে তো কুফরী করছে। একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া আর কে গুনাহ্ মাফ করতে পারে?" [৮]তাঁরা যে ঐ সব কথা ভাবছেন তা ঈসা নিজের অন্তরে তখনই বুঝতে পারলেন। এইজন্য তিনি তাঁদের বললেন, "আপনারা কেন মনে মনে ঐ সব কথা ভাবছেন? [৯]এই অবশ-রোগীকে কোন্‌টা বলা সহজ- 'তোমার গুনাহ্ মাফ করা হল,' না, 'ওঠো, তোমার মাদুর তুলে নিয়ে হেঁটে বেড়াও'? [১০]কিন্তু আপনারা যেন জানতে পারেন দুনিয়াতে গুনাহ্ মাফ করবার ক্ষমতা ইবনে-আদমের আছে"- এই পর্যন্ত বলে তিনি সেই অবশ-রোগীকে বললেন, [১১]**"আমি তোমাকে বলছি, ওঠো, তোমার মাদুর তুলে নিয়ে বাড়ী চলে যাও।"** [১২]তখনই সেই লোকটি উঠে তার মাদুর তুলে নিল এবং সকলের সামনেই বাইরে চলে গেল। এতে সবাই আশ্চর্য হয়ে আল্লাহ্র প্রশংসা করে বলল, "আমরা কখনও এই রকম দেখি নি।"*

এই অংশে আমরা দেখতে পাই, ঈসার শক্তি শুধুমাত্র লোকদের **অসুস্থ দেহ** সুস্থ করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, কিন্তু তাঁর ক্ষমতা ছিল মানুষদের **গুনাহের দিল** সুস্থ করার! ঈসা একজন মহান আরোগ্যকর্তা ছিলেন যিনি জানতেন, সেই খোড়া লোকটির শুধুমাত্র পায়েই সমস্য ছিল না কিন্তু তার দিলেও সমস্যা ছিল। যার কারনে ঈসা তাকে প্রথমে বললেন, "বাছা, তোমার গুনাহ্ মাফ করা হল।" যখন ঈসা এই কথাটি বললেন তখন শরীয়তের ওস্তাদেরা কি মনে করলেন? তারা নিজেদের মাঝে এই কথা বলতে লাগলেন, "ঈসা কুফরী করছেন। আল্লাহ্ ছাড়া কেউ গুনাহের মাফ করতে পারে না!" একভাবে তাদের এই চিন্তা **সত্যি** আবার আরেক দিক থেকে তা **মিথ্যা**। **আল্লাহ্ ছাড়া কেউ গুনাহ্ মাফ করতে পারে না**। যাইহোক, যখন শরীয়তের ওস্তাদেরা চিন্তা করেছিলেন যে ঈসা আল্লাহ্র বিরুদ্ধে কুফরী করছে তা মোটেও ঠিক ছিল না কারণ, তারা বুঝতে পারেনি যে **ঈসা ছিলেন সেই মধ্যস্থতাকারী যাকে আল্লাহ্র সম্মুখে গুনাহ্গারদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে পাঠানো হয়েছিল**। ঈসা ছিলেন আল্লাহ্র কালাম; যার কারণে ঈসা বলেছিলেন, "তোমার গুনাহ্ মাফ করা হল," আসলে কথাটি **আল্লাহ্** নিজেই বলছিলেন, **"তোমার গুনাহ্ মাফ করা হল!"** ঈসা ছিলেন দুনিয়াতে আল্লাহ্র কালাম! শুধুমাত্র তাই না, ঈসার জন্ম এইজন্য হয়েছিল যাতে তিনি তাঁর জীবনকে একটি নিখুঁত কোরবানীরূপে দিতে পারে যেন চিরকালের জন্য গুনাহ্ দূর হয়। যেভাবে একজন আব্বা তার ছেলেকে কাজ করার এবং কথা বলার অধিকার দিয়ে থাকেন তেমনি আল্লাহ্ ঈসাকে গুনাহ্ মাফ করার ক্ষমতা দিয়েছিলেন। গুনাহ্ মাফ করার ক্ষমতা শুধুমাত্র ঈসার মধ্যে পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু শরীয়তের ওস্তাদেরা এই বিষয়টির উপর ঈমান আনেনি।

আমাদের হাতে আর অল্প সময় আছে। তাই আসুন এই আয়াতগুলো লক্ষ করা যাক।

*"ঈসা যখন সেখান থেকে চলে যাচ্ছিলেন তখন পথে মথি নামে একজন লোককে খাজনা আদায় করবার ঘরে বসে থাকতে দেখলেন। ঈসা তাঁকে বললেন, **"এস, আমার উম্মত হও।"** মথি তখনই উঠে তাঁর সংগে গেলেন।"* (মথি ৯:৯ আয়াত) *" পরে ঈসা লেবির বাড়ীতে খেতে বসলেন। তখন অনেক খাজনা-আদায়কারী ও খারাপ লোকেরাও ঈসা ও তাঁর সাহাবীদের সংগে খেতে বসল, কারণ অনেক লোক ঈসার সংগে সংগে যাচ্ছিল। ফরীশী দলের আলেমেরা যখন দেখলেন ঈসা খাজনা-আদায়কারী ও খারাপ লোকদের সংগে খাচ্ছেন তখন তাঁরা তাঁর সাহাবীদের বললেন, "উনি খাজনা-আদায়কারী ও খারাপ লোকদের সংগে খাওয়া-দাওয়া করেন কেন?" এই কথা শুনে ঈসা সেই আলেমদের বললেন, **"সুস্থদের জন্য ডাক্তারের দরকার নেই বরং অসুস্থদের জন্যই দরকার আছে। আমি ধার্মিকদের ডাকতে আসি নি বরং গুনাহ্গারদেরই ডাকতে এসেছি।"*** (মার্ক ২:১৫-১৭ আয়াত)

৬৫ অধ্যায়
মহান আরোগ্যকর্তা; মার্ক ১, ২

এই কালামে দেখা যায় ঈসা একজন মহান আরোগ্যকর্তা ছিলেন যিনি শরীয়তের ওস্তাদদের দেখাতে চেয়েছিলেন যে তারা তাদের গুনাহের জন্য **অসুস্থ** রয়েছে। কিন্তু এই ধর্মিয় নেতারা তাদের গুনাহ্ বুঝতে পারেনি। এমনকি, তারা ঈসাকে টিটকারী দিয়েছিল কারণ তিনি খাজনা-আদায়কারী এবং যাদেরকে গুনাহ্গার হিসাবে ধরা হত তাদের সাথে বসতো। যাইহোক, **গুনাহ্গারদের** সাথে বসা এবং **গুনাহ্** থেকে সুস্থ করার জন্যই ঈসার জন্ম হয়েছিল!

আপনার কি মনে হয়, আপনি কি **গুনাহ্** নামের মারাত্মক রোগ নিয়ে জন্ম নিয়েছেন? আপনার মধ্যে গুনাহ্ থাকার অর্থ হচ্ছে অবশ্যই আপনাকে মৃত্যুবরণ করতে হবে এবং আল্লাহ্‌র পবিত্র একজনের সম্মুখে বিচারের জন্য আসতে হবে। কিন্তু আল্লাহ্‌র প্রশংসা হোক, একজন আছে যিনি আপনার দিলের গুনাহ্ মাফ করতে পারেন! আপনি কি জানেন তিনি কে? হ্যাঁ, তিনি হচ্ছেন **ঈসা মসীহ্**। যিনি নিজে নিষ্পাপ এবং যিনি দুনিয়াতে আদম-সন্তানদের গুনাহ্ থেকে মুক্ত করতে এসেছিলেন। যাইহোক, ঈসার সম্মুখে আপনার গুনাহ্ সুস্থ হতে পারে কিন্তু প্রথমে আপনাকে স্বীকার করতে হবে যে আপনি গুনাহের রোগে আক্রান্ত। শুধুমাত্র তারাই ডাক্তারের কাছে যায় যারা বুঝতে পারে তারা অসুস্থ। ঠিক একইভাবে, শুধুমাত্র যারা বুঝতে পারে যে তারা গুনাহ্গার তারাই ঈসার কাছে আসে, যিনি গুনাহ্গারদের নাজাতদাতা। **ঈসা তাদের জন্য আসেনি যারা মনে করে যে তারা ধার্মিক, কিন্তু তাদের জন্য এসেছেন যারা মনে করে তারা গুনাহ্গার**। যার কারণে তিনি শরীয়তের ওস্তাদদের বলেছিলেন যে, *"সুস্থদের জন্য ডাক্তারের দরকার নেই বরং **অসুস্থদের** জন্যই দরকার আছে। আমি ধার্মিকদের ডাকতে আসি নি বরং **গুনাহ্গার**দেরই ডাকতে এসেছি।"*

বন্ধু, এইখানেই আমাদের আজকে শেষ করতে হবে। আমাদের পরবর্তী অনুষ্ঠানে, আল্লাহ্‌র ইচ্ছায়, আমরা সুখবর থেকে কিছু চমৎকার এবং গভীর বাক্য শুনবো যা ঈসার মুখ থেকে বের হয়েছে, যিনি গুনাহ্গারদের আরোগ্যকর্তা....

প্রভু শরীয়তের ওস্তাদদের যে কথা বলেছিলেন তা চিন্তা করার মধ্য দিয়ে আল্লাহ্ আপনাদের রহমত দান করুন:

> *"সুস্থদের জন্য ডাক্তারের দরকার নেই বরং অসুস্থদের জন্যই দরকার আছে। আমি ধার্মিকদের ডাকতে আসি নি বরং গুনাহ্গারদেরই ডাকতে এসেছি।"* (মার্ক ২:১৭ আয়াত)

৬৬ অধ্যায়
মহান ওস্তাদ; মথি ৫-৭

শ্রোতা বন্ধু, আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হউক।

আমরা আপনাকে আল্লাহ্‌র নামে শুভেচ্ছা জানাই। তিনি শান্তির প্রভু। তিনি তাঁর তৈরীকৃত ধার্মিকতার পথ এবং তাঁর সত্যময় শান্তি সম্পর্কে আমাদের জানাতে চান। আজকে আপনার অনুষ্ঠান *"ধার্মিকতার পথ"* আবারো উপস্থাপন করতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত।

আমাদের গত অনুষ্ঠানে আমরা দেখেছি যে প্যালেস্টাইনের শহরগুলোতে ঈসা পরিদর্শন করেছিলেন, লোকদের শিক্ষা দিয়েছিলেন, অসুস্থদের সুস্থ করেছিলেন এবং বদ-রূহ্‌দের তাড়িয়েছিলেন। লোকেরা আশ্চর্য হয়েছিলেন এবং একে অপরকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, ***"কে এই ব্যক্তি?*** *নতুন এবং অধিকারের সাথে শিক্ষা দান করছেন! এমনকি তিনি বদ-রূহদের হুকুম করে এবং তারা তাকে মান্য করে!"* (মার্ক ১:২৭ আয়াত)

আজকে আমরা পরিকল্পনা করেছি যে, ইঞ্জিল শরীফ থেকে সেই সকল চমৎকার কালাম শুনবো যা ঈসা একটি পর্বতের সামনে তাঁর সাহাবীদের এবং বিশাল জনতার উদ্দেশ্যে বলেছিলেন। ঈসা তাঁর সাহাবীদের যা যা বলেছিলেন, তার সমস্ত কিছু পাঠ করার মত যথেষ্ট সময় আমাদের হাতে আছে; যাইহোক, আপনারা চাইলে মথি লিখিত সুসমাচারের পঞ্চম অধ্যায় থেকে সপ্তম অধ্যায় পাঠ করতে পারেন।

বন্ধু, আপনি যেখানেই থাকেন না কেন আমি আপনাকে "পর্বতের বক্তব্যে" নিমন্ত্রন জানাই–এমন এক বক্তব্য যা ঈসা দুই হাজার বছর আগে দিয়েছিলেন।

কিতাব বলে:

(মথি ৫) [১]*ঈসা অনেক লোক দেখে পাহাড়ের উপর উঠলেন। তিনি বসলে পর তাঁর সাহাবীরা তাঁর কাছে আসলেন।*
[২]*তখন তিনি সাহাবীদের এই বলে শিক্ষা দিতে লাগলেন:* [৩]*"**ধন্য তারা**, যারা দিলে নিজেদের গরীব মনে করে,*
কারণ বেহেশতী রাজ্য তাদেরই। [৪]***ধন্য তারা****, যারা দুঃখ করে, কারণ তারা সান্ত্বনা পাবে।* [৫]*ধন্য তারা, যাদের*
স্বভাব নম্র, কারণ দুনিয়া তাদেরই হবে। [৬]***ধন্য তারা****, যারা মনেপ্রাণে আল্লাহ্‌র ইচ্ছামত চলতে চায়, কারণ তাদের*
সেই ইচ্ছা পূর্ণ হবে। [৭]***ধন্য তারা****, যারা দয়ালু, কারণ তারা দয়া পাবে।* [৮]***ধন্য তারা****, যাদের দিল খাঁটি, কারণ*
তারা আল্লাহ্‌কে দেখতে পাবে। [৯]***ধন্য তারা****, যারা লোকদের জীবনে শান্তি আনবার জন্য পরিশ্রম করে, কারণ*
আল্লাহ্‌ তাদের নিজের সন্তান বলে ডাকবেন। [১০]***ধন্য তারা****, যারা আল্লাহ্‌র ইচ্ছামত চলতে গিয়ে জুলুম সহ্য করে,*
কারণ বেহেশতী রাজ্য তাদেরই। [১১]*"**ধন্য** তোমরা, যখন লোকে আমার জন্য তোমাদের অপমান করে ও জুলুম*
করে এবং মিথ্যা করে তোমাদের নামে সব রকম খারাপ কথা বলে। [১২]*তোমরা আনন্দ কোরো ও খুশী হোয়ো,*
কারণ বেহেশতে তোমাদের জন্য মহা পুরস্কার আছে। তোমাদের আগে যে নবীরা ছিলেন লোকে তাঁদেরও এইভাবে
জুলুম করত।

[১৭]*"এই কথা মনে কোরো না, আমি তেন্‌রাত কিতাব আর নবীদেও কিতাব বাতিল করতে এসেছি। আমি সেগুলো*
***বাতিল** করতে আসি নি বরং **পূর্ণ** করতে এসেছি।* [১৮]*আমি তোমাদেও সত্যিই বলছি, আসমান ও জমীন শেষ না*
*হওয়া পর্যন্ত, **যতদিন না তেন্‌রাত কিতাবের সমস্ত কথা সফল হয়** ততদিন সেই তেন্‌রাতের এক বিন্দু কি এক*
মাত্রা মুছে যাবে না। [১৯]*তাই মূসার শরীয়তের মধ্যে ছোট একটা হুকুমও যে কেউ অমান্য কওে এবং লোককে তা*
অমান্য করতে শিক্ষা দেয় তাকে বেহেশতী রাজ্যে সবচেয়ে ছোট বলা হবে। কিন্তু যে কেউ শরীয়তের হুকুমগুলো
পালন কওে ও শিক্ষা দেয় তাকে বেহেশতী রাজ্যে বড় বলা হবে। [২০]***আমি তোমাদেও বলছি, আলেম ও ফরীশীদেও***
ধার্মিকতার চেয়ে তোমাদেও যদি বেশী কিছু না থাকে তবে তোমরা কোনমতেই বেহেশতী রাজ্যে ঢুকতে পারবে
না। [২১]*"**তোমরা শুনেছ**, আগেশার লোকদেও কাছে এই কথা বলা হয়েছে, 'খুন কোরো না; যে খুন কওে সে*
বিচারের দায়ে পড়বে।' [২২]***কিন্তু আমি তোমাদেও বলছি****, যে কেউ তার ভাইয়ের উপর রাগ কওে সে বিচারের দায়ে*
পড়বে। যে কেউ তার ভাইকে বলে, 'তুমি অপদার্থ,' সে মহাসভার বিচারের দায়ে পড়বে। আর যে তার ভাইকে

৬৬ অধ্যায়

মহান ওস্তাদ; মথি ৫-৭

বলে, ‘তুমি বিবেকহীন,’ সে জাহান্নামের আগুনের দায়ে পড়বে। ২৭“**তোমরা শুনেছ**, এই কথা বলা হয়েছে, ‘জেনা
কোরো না।’ ২৮কিন্তু আমি তোমাদেও বলছি, যে কেউ কোন স্ত্রীলোকের দিকে কামনার চোখে তাকায় সে তখনই
মনে মনে তার সংগে জেনা করল।” ৩৩“ধাবার **তোমরা শুনেছ**, আগেশার লোকদেও কাছে বলা হয়েছে, ‘মিথ্যা
কসম খেয়ো না, বরং মাবুদেও উদ্দেশে তোমার সমস্ত কসম পালন কোরো।’ ৩৪**কিন্তু আমি তোমাদেও বলছি**,
একেবারেই কসম খেয়ো না। বেহেশতের নামে খেয়ো না, কারণ তা আল্লাহ্‌ও সিংহাসন। ৩৫দুনিয়ার নামে খেয়ো
না, কারণ তা তাঁর পা রাখবার জায়গা। জেরুজালেমের নামে খেয়ো না, কারণ তা মহান বাদশাহ্‌ও শহর।
৩৭তোমাদেও কথার ‘হ্যাঁ’ যেন ‘হ্যাঁ’ আর ‘না’ যেন ‘না’ হয়; এর বেশী যা, তা ইবলিসের কাছ থেকে আসে।
৩৮“**তোমরা শুনেছ**, বলা হয়েছে, ‘চোখের বদলে চোখ এবং দাঁতের বদলে দাঁত।’ ৩৯**কিন্তু আমি তোমাদেও বলছি**,
তোমাদেও সংগে যে কেউ খারাপ ব্যবহার কওে তার বিরুদ্ধে কিছুই কোরো না; বরং যে কেউ তোমার ডান গালে
চড় মাওে তাকে অন্য গালেও চড় মারতে দিয়ো। ৪০যে কেউ তোমার কোর্তা নেবার জন্য মামলা করতে চায় তাকে
তোমার চাদরও নিতে দিয়ো। ৪১যে কেউ তোমাকে তার বোঝা নিয়ে এক মাইল যেতে বাধ্য কওে তার সংগে দুই
মাইল যেয়ো। ৪২যে তোমার কাছে কিছু চায় তাকে দিয়ো, আর যে তোমার কাছে ধার চায় তাকে দিতে অস্বীকার
কোরো না। ৪৩“**তোমরা শুনেছ**, বলা হয়েছে, ‘তোমার প্রতিবেশীকে মহব্বত কোরো এবং শত্রুকে ঘৃণা কোরো।’
৪৪**কিন্তু আমি তোমাদেও বলছি**, তোমাদেও শত্রুদেরও মহব্বত কোরো। যারা তোমাদেও জুলুম কওে তাদেও জন্য
মুনাজাত কোরো, ৪৫যেন লোকে দেখতে পায় তোমরা সত্যিই তোমাদেও বেহেশতী পিতার সন্তান। তিনি তো
ভাল-মন্দ সকলের উপওে তাঁর সূর্য উঠান এবং সৎ ও অসৎ লোকদেও উপওে বৃষ্টি দেন। ৪৬যারা তোমাদেও
মহব্বত কওে কেবল তাদেরই যদি তোমরা মহব্বত কর তবে তোমরা কি পুরস্কার পাবে? খাজনা-আদায়কারীরাও
কি তা-ই কওে না? ৪৭আর যদি তোমরা কেবল তোমাদেও নিজেদেও লোকদেরই সালাম জানাও তবে অন্যদেও
চেয়ে বেশী আর কি করছ? অ-ইহুদীরাও কি তা-ই কওে না? ৪৮এইজন্য বলি, **তোমাদেও বেহেশতী পিতা যেমন
খাঁটি তোমরাও তেমনি খাঁটি হও।**

(মথি ৬) ১“**সাবধান, লোককে দেখাবার জন্য ধর্মকর্ম কোরো না**; যদি কর তবে তোমাদের বেহেশতী পিতার কাছ
থেকে কোন পুরস্কার পাবে না। ২“এইজন্য **যখন তুমি গরীবদের কিছু দাও** তখন ভণ্ডদের মত কোরো না। তারা
তো লোকদের প্রশংসা পাবার জন্য মজলিস-খানায় এবং পথে পথে ঢাক-ঢোল বাজিয়ে ভিক্ষা দেয়। আমি
তোমাদের সত্যিই বলছি, তারা তাদের পুরস্কার পেয়ে গেছে। ৩কিন্তু তুমি যখন গরীবদের কিছু দাও তখন তোমার
ডান হাত কি করছে তা তোমার বাঁ হাতকে জানতে দিয়ো না, ৪যেন তোমার দান করা গোপনে হয়। তাহলে
তোমার পিতা, যিনি গোপনে সব কিছু দেখেন, তিনিই তোমাকে পুরস্কার দেবেন। ৫“**তোমরা যখন মুনাজাত কর
তখন ভণ্ডদের মত কোরো না**, কারণ তারা লোকদের কাছে নিজেদের দেখাবার জন্য মজলিস-খানায় ও রাস্তার
মোড়ে দাঁড়িয়ে মুনাজাত করতে ভালবাসে। আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, তারা তাদের পুরস্কার পেয়ে গেছে।
৬কিন্তু তুমি যখন মুনাজাত কর তখন ভিতরের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ কোরো এবং তোমার পিতা, যাঁকে দেখা না
গেলেও উপস্থিত আছেন, তাঁর কাছে মুনাজাত কোরো। তোমার পিতা, যিনি গোপন সব কিছু দেখেন, তিনিই
তোমাকে পুরস্কার দেবেন। ৭“যখন তোমরা মুনাজাত কর তখন অ-ইহুদীদের মত অর্থহীন কথা বার বার বোলো
না। অ-ইহুদীরা মনে করে, বেশী কথা বললেই আল্লাহ্‌ তাদের মুনাজাত শুনবেন। ৮তাদের মত কোরো না, কারণ
তোমাদের পিতার কাছে চাইবার আগেই তিনি জানেন তোমাদের কি দরকার। ৯এইজন্য তোমরা এইভাবে মুনাজাত
কোরো: হে **আমাদের বেহেশতী পিতা**, তোমার নাম পবিত্র বলে মান্য হোক। ১০তোমার রাজ্য আসুক। তোমার
ইচ্ছা যেমন বেহেশতে তেমনি দুনিয়াতেও পূর্ণ হোক। ১১যে খাবার আমাদের দরকার তা আজ আমাদের দাও।
১২যারা আমাদের উপর অন্যায় করে, আমরা যেমন তাদের মাফ করেছি তেমনি তুমিও আমাদের সমস্ত অন্যায়
মাফ কর। ১৩আমাদের তুমি পরীক্ষায় পড়তে দিয়ো না, বরং শয়তানের হাত থেকে রক্ষা কর। ১৪তোমরা যদি
অন্যদের দোষ মাফ কর তবে তোমাদের বেহেশতী পিতা তোমাদেরও মাফ করবেন। ১৫কিন্তু তোমরা যদি অন্যদের
দোষ মাফ না কর তবে তোমাদের পিতা তোমাদেরও মাফ করবেন না। ১৬“**তোমরা যখন রোজা রাখ** তখন ভণ্ডদের

৬৬ অধ্যায়

মহান ওস্তাদ; মথি ৫-৭

মত মুখ কালো করে রেখো না। তারা যে রোজা রাখছে তা লোকদের দেখাবার জন্য তারা মাথায় ও মুখে ছাই মেখে বেড়ায়। আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, তারা তাদের পুরস্কার পেয়ে গেছে। [১৭]কিন্তু তুমি যখন রোজা রাখ তখন মাথায় তেল দিয়ো ও মুখ ধুয়ো, [১৮]যেন অন্যেরা জানতে না পারে যে, তুমি রোজা রাখছ। তাহলে তোমার পিতা, যিনি দেখা না গেলেও উপস্থিত আছেন, কেবল তিনিই তা দেখতে পাবেন। তোমার পিতা, যিনি গোপন সব কিছু দেখেন, তিনিই তোমাকে পুরস্কার দেবেন। [১৯]"এই দুনিয়াতে তোমরা **নিজেদের জন্য ধন-সম্পদ জমা কোরো না**। এখানে মরচে ধরে ও পোকায় নষ্ট করে এবং চোর সিঁদ কেটে চুরি করে। [২০]কিন্তু বেহেশতে মরচেও ধরে না, পোকায় নষ্টও করে না এবং চোর সিঁদ কেটে চুরিও করে না। তাই বেহেশতে নিজেদের জন্য ধন জমা কর, [২১]কারণ তোমার ধন যেখানে থাকবে তোমার মনও সেখানে থাকবে। [২২]"চোখ শরীরের বাতি। সেইজন্য তোমার চোখ যদি ভাল হয় তবে তোমার সমস্ত শরীরই আলোতে পূর্ণ হবে। [২৩]কিন্তু তোমার চোখ যদি খারাপ হয় তবে তোমার সমস্ত শরীর অন্ধকারে পূর্ণ হবে। তোমার মধ্যে যে আলো আছে তা যদি আসলে অন্ধকারই হয় তবে সেই অন্ধকার কি ভীষণ! [২৪]"**কেউই দুই কর্তার সেবা করতে পারে না**, কারণ সে একজনকে ঘৃণা করবে ও অন্যজনকে ভালবাসবে। সে একজনের উপরে মনোযোগ দেবে ও অন্যজনকে তুচ্ছ করবে। আল্লাহ্ এবং ধন-সম্পত্তি এই দু'য়ের সেবা তোমরা একসংগে করতে পার না। [২৫]"এইজন্য আমি তোমাদের বলছি, কি খাবে বলে বেঁচে থাকবার বিষয়ে কিংবা কি পরবে বলে শরীরের বিষয়ে চিন্তা কোরো না। **প্রাণটা কেবল খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপার নয়**, আর শরীরটা কেবল কাপড়-চোপড়ের ব্যাপার নয়। [২৬]"আকাশের পাখীদের দিকে তাকিয়ে দেখ; তারা বীজ বোনে না, কাটেও না, গোলাঘরে জমাও করে না, আর তবুও তোমাদের বেহেশতী পিতা তাদের খাইয়ে থাকেন। তোমরা কি তাদের থেকে আরও মূল্যবান নও? ২৭তোমাদের মধ্যে কে চিন্তা-ভাবনা করে নিজের আয়ু এক ঘণ্টা বাড়াতে পারে? [২৮]"কাপড়-চোপড়ের জন্য কেন চিন্তা কর? মাঠের ফুলগুলোর কথা ভেবে দেখ সেগুলো কেমন করে বেড়ে ওঠে। তারা পরিশ্রম করে না, সুতাও কাটে না। [২৯]কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, বাদশাহ্ সোলায়মান এত জাঁকজমকের মধ্যে থেকেও এগুলোর একটারও মত তিনি নিজেকে সাজাতে পারেন নি। [৩০]মাঠের যে ঘাস আজ আছে আর কাল চুলায় ফেলে দেওয়া হবে, তা যখন আল্লাহ্ এইভাবে সাজান তখন ওহে অল্প বিশ্বাসীরা, তিনি যে তোমাদের নিশ্চয়ই সাজাবেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। [৩১]এইজন্য 'কি খাব' বা 'কি পরব' বলে চিন্তা কোরো না। অ-ইহুদীরাই এই সব বিষয়ের জন্য ব্যস্ত হয়; [৩২]তা ছাড়া তোমাদের বেহেশতী পিতা তো জানেন যে, এই সব জিনিস তোমাদের দরকার আছে। [৩৩]**কিন্তু তোমরা প্রথমে আল্লাহ্‌র রাজ্যের বিষয়ে ও তাঁর ইচ্ছামত চলবার জন্য ব্যস্ত হও। তাহলে ঐ সব জিনিসও তোমরা পাবে। কালকের বিষয় চিন্তা কোরো না;** [৩৪]কালকের চিন্তা কালকের উপর ছেড়ে দাও। দিনের কষ্ট দিনের জন্য যথেষ্ট।

(মথি ৭) [১]"তোমরা অন্যের দোষ ধরে বেড়িয়ো না যেন তোমাদেরও দোষ ধরা না হয়, [২]কারণ যেভাবে তোমরা অন্যের দোষ ধর সেইভাবে তোমাদেরও দোষ ধরা হবে, আর যেভাবে তোমরা মেপে দাও সেইভাবে তোমাদের জন্যও মাপা হবে। [৩]"তোমার ভাইয়ের চোখে যে কুটা আছে কেবল তা-ই দেখছ, অথচ তোমার নিজের চোখের মধ্যে যে কড়িকাঠ আছে তা লক্ষ্য করছ না কেন? ৪যখন তোমার নিজের চোখেই কড়িকাঠ রয়েছে তখন কি করে তোমার ভাইকে এই কথা বলছ, 'এস, তোমার চোখ থেকে কুটাটা বের করে দিই'? [৫]ভণ্ড! প্রথমে তোমার নিজের চোখ থেকে কড়িকাঠটা বের করে ফেল, তাতে তোমার ভাইয়ের চোখ থেকে কুটাটা বের করবার জন্য স্পষ্ট দেখতে পাবে। ([১২]তোমরা অন্য লোকদের কাছ থেকে যে রকম ব্যবহার পেতে চাও তোমরাও তাদের সংগে সেই রকম ব্যবহার কোরো। এটাই হল তৌরাত কিতাব ও নবীদের কিতাবের শিক্ষার মূল কথা।) [৭]"চাও, তোমাদের দেওয়া হবে; খোঁজ কর, পাবে; দরজায় আঘাত দাও, তোমাদের জন্য খোলা হবে। [৮]যারা চায় তারা প্রত্যেকে পায়; যে খোঁজ করে সে পায়; আর যে দরজায় আঘাত দেয় তার জন্য দরজা খোলা হয়। [১৩]"সরু দরজা দিয়ে ঢোকো, কারণ যে পথ ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায় তার দরজাও বড় এবং রাস্তাও চওড়া। অনেকেই তার মধ্য দিয়ে ঢোকে। [১৪]কিন্তু যে পথ জীবনের দিকে নিয়ে যায় তার দরজাও সরু, পথও সরু। খুব কম লোকই তা খুঁজে পায়। [১৫]"ভণ্ড নবীদের বিষয়ে সাবধান হও। তারা তোমাদের কাছে ভেড়ার চেহারায় আসে, অথচ ভিতরে তারা রাক্ষুসে নেকড়ে বাঘের মত। [১৬]তাদের জীবনে যে ফল দেখা যায় তা দিয়েই তোমরা তাদের চিনতে পারবে। কাঁটাঝোপে কি আংগুর ফল কিংবা শিয়ালকাঁটায় কি ডুমুর ফল ধরে? [১৭]ঠিক সেইভাবে প্রত্যেক ভাল গাছে ভাল ফলই ধরে

আর খারাপ গাছে খারাপ ফলই ধরে। ১৮ভাল গাছে খারাপ ফল এবং খারাপ গাছে ভাল ফল ধরতে পারে না। ১৯যে
গাছে ভাল ফল ধরে না তা কেটে আগুনে ফেলে দেওয়া হয়। ২০এইজন্য বলি, ভণ্ড নবীদের জীবনে যে ফল দেখা
যায় তা দিয়েই তোমরা তাদের চিনতে পারবে। ২১“যারা আমাকে ‘প্রভু, প্রভু’ বলে তারা প্রত্যেকে যে বেহেশতী
রাজ্যে ঢুকতে পারবে তা নয়, কিন্তু আমার বেহেশতী পিতার ইচ্ছা যে পালন করে সে-ই ঢুকতে পারবে। ২২সেই
দিন অনেকে আমাকে বলবে, ‘প্রভু, প্রভু, তোমার নামে কি আমরা নবী হিসাবে কথা বলি নি? তোমার নামে কি
ভূত ছাড়াই নি? তোমার নামে কি অনেক অলৌকিক চিহ্ন-কাজ করি নি?’ ২৩তখন আমি সোজাসুজিই তাদের
বলব, ‘আমি তোমাদের চিনি না। দুষ্টের দল! আমার কাছ থেকে তোমরা দূর হও।’ ২৪“সেইজন্য বলি, যে কেউ
আমার এই সমস্ত কথা শুনে তা পালন করে সে এমন একজন বুদ্ধিমান লোকের মত, যে পাথরের উপরে তার ঘর
তৈরী করল। ২৫পরে বৃষ্টি নামল, বন্যা আসল, ঝড় বইল এবং সেই ঘরের উপরে আঘাত করল; কিন্তু সেই ঘরটা
পড়ল না কারণ তা পাথরের উপরে তৈরী করা হয়েছিল। ২৬যে কেউ আমার এই সমস্ত কথা শুনে তা পালন না
করে সে এমন একজন মূর্খ লোকের মত, যে বালির উপরে তার ঘর তৈরী করল। ২৭পরে বৃষ্টি নামল, বন্যা আসল,
ঝড় বইল এবং সেই ঘরের উপরে আঘাত করল; তাতে ঘরটা পড়ে গেল। কি ভীষণ ভাবেই না সেই ঘরটা পড়ে
গেল!” ২৮ঈসা যখন কথা বলা শেষ করলেন তখন লোকেরা তাঁর শিক্ষায় আশ্চর্য হয়ে গেল, ২৯কারণ তিনি
আলেমদের মত শিক্ষা দিচ্ছিলেন না, বরং যাঁর অধিকার আছে সেই রকম লোকের মতই শিক্ষা দিচ্ছিলেন।

বন্ধু, আজকে আমাদের এখানেই শেষ করতে হবে, কারণ আমাদের সময় শেষ। আমরা আশা করি পরবর্তী অধ্যায়ে আপনি আমাদের সঙ্গে থাকবেন যেন আজকে যা শুনলাম ঈসার সেই গভীর এবং চমৎকার বাক্যগুলোর সম্পর্কে চিন্তা করতে পারি, যিনি বেহেশতের একজন মহান ওস্তাদ। আজকে আপনি যা শুনলেন তা যদি সিডিতে শুনতে চান তাহলে আমাদের লিখে পাঠাতে পারেন। আমরা আপনাকে তা বিনামূল্যে পাঠাবো। আজকে আপনি যা শুনলেন তা বোঝার শক্তি যেন আল্লাহ্ আপনাকে দান করেন। পর্বতে ঈসার বলা চমৎকার কালাম দ্বারা আজকের এই অনুষ্ঠান শেষ করছি:

“আমাদের তুমি পরীক্ষায় পড়তে দিয়ো না, বরং শয়তানের হাত থেকে রক্ষা কর।” (মথি ৬:১৩)

৬৭ অধ্যায়

আপনার অবশ্যই নতুন জন্ম হতে হবে!; ইউহোন্না ৩

শ্রোতা বন্ধু, আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হউক।

আমরা আপনাকে আল্লাহ্‌র নামে শুভেচ্ছা জানাই। তিনি শান্তির প্রভু। তিনি তাঁর তৈরীকৃত ধার্মিকতার পথ এবং তাঁর সত্যময় শান্তি সম্পর্কে আমাদের জানাতে চান। আজকে আপনার অনুষ্ঠান *“ধার্মিকতার পথ”* আবারো উপস্থাপন করতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত।

ইঞ্জিল শরীফ অধ্যয়নে আমরা দেখেছি যে ঈসা তাঁর **জন্মের** দিক থেকে, **চরিত্রের** দিক থেকে এবং **কাজের** দিক থেকে অনন্য ছিলেন। আমাদের গত অনুষ্ঠানে আমরা দেখেছি যে ঈসা **শিক্ষার** দিক থেকেও অনন্য ছিলেন। কারো কথা তাঁর মত স্পষ্ট এবং গভীর ছিল না। যারা তাঁর কথা শুনতো তারা অবাক হয়ে যেত কারণ তিনি অধিকারের সাথে শিক্ষা দিতেন যা তাদের ঈমাম এবং শরীয়তের ওস্তাদেরা দিতে পারতো না। ধর্মিয় নেতাদের অনেক বাক্যের চেয়ে ঈসার অল্প বাক্য অনেক মূল্যবান ছিল। যার কারণে বেশিরভাগ ইহুদী নেতারা ঈসার উপর সন্তুষ্ট ছিল না। ঈসার শিক্ষা শুধুমাত্র তাদের **সংস্কৃতির বাহিরে** ছিল না কিন্তু তাদের **ভণ্ডতা সবার সম্মুখে প্রকাশ পেয়েছিল!**

আমাদের গত অধ্যায়ে আমরা ঈসার বক্তব্য শুনেছি যা তিনি পর্বতে তাঁর সাহাবীদের কাছে বলেছিলেন। তাঁর বাক্য সংক্ষেপে চার শব্দে বলা যায়। সেই চার শব্দ হলো: **“ভণ্ডদের মত হইয়ো না!”** ভণ্ডতা হচ্ছে আল্লাহ্‌র চোখে জঘণ্য এবং মানুষের জন্য ধ্বংসাত্মক। যার কারণে ঈসা লোকদের বলেছিলেন, “ভণ্ডদের মত হইয়ো না!” আপনি জানেন ভণ্ড হওয়ার অর্থ কি। যদি কোন লোক উপর থেকে এক ধরনের চরিত্রের ভান করে কিন্তু তার দিলে থাকে অন্য কিছু, তাকে বলা হয় ভণ্ড। ঈসা বলেছেন, ভণ্ডরা হচ্ছে চুনকাম করা কবরের মত; বাহিরের দিকটা খুব সুন্দর এবং ভিতরটা ময়লায় ভরা (মথি ২৩:২৭ আয়াত)।

কেউ আল্লাহ্‌কে ঠকাতে পারে না। আল্লাহ্‌র কালাম বলে: *“সৃষ্টির কোন কিছুই আল্লাহর কাছে লুকানো নেই। যাঁর কাছে আমাদের হিসাব দিতে হবে তাঁর চোখের সামনে সব কিছুই খোলা এবং প্রকাশিত।”* (ইবরানী ৪:১৩ আয়াত) ঈসা মানুষের দিল জানতেন। তিনি ধর্মিয় নেতা, ফরীশী এবং শরীয়তের ওস্তাদদের মধ্যে ভণ্ডতা দেখেছিলেন। বাহির থেকে তারা প্রবল উদ্দীপনার সাথে মুনাজাত করতো, রোজা রাখতো এবং খয়রাত দিত কিন্তু দিলে আসলে তারা আল্লাহ্‌কে এবং তাঁর কালামকে মহব্বত করতো না। ফলে তাদের সমস্ত ধার্মিকতার কাজ এবং ধর্মিয় অনুষ্ঠান মূল্যহীন হয়ে উঠেছিল। এইভাবে, ঈসা তার সাহাবীদের এই বলে শিক্ষা দিয়েছিলেন:

*“তোমরা যখন মুনাজাত কর তখন **ভণ্ডদের** মত কোরো না, কারণ তারা লোকদের কাছে নিজেদের দেখাবার জন্য মজলিস-খানায় ও রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে মুনাজাত করতে ভালবাসে। আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, তারা তাদের পুরস্কার পেয়ে গেছে।”* (মথি ৬:৫ আয়াত) *“এইজন্য যখন তুমি গরীবদের কিছু **দাও** তখন **ভণ্ডদের** মত কোরো না। তারা তো লোকদের প্রশংসা পাবার জন্য মজলিস-খানায় এবং পথে পথে ঢাক-ঢোল বাজিয়ে ভিক্ষা দেয়। আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, তারা তাদের পুরস্কার পেয়ে গেছে।”* (মথি ৬:২ আয়াত) *“তোমরা যখন **রোজা** রাখ তখন **ভণ্ডদের** মত মুখ কালো করে রেখো না। তারা যে রোজা রাখছে তা লোকদের দেখাবার জন্য তারা মাথায় ও মুখে ছাই মেখে বেড়ায়। আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, তারা তাদের পুরস্কার পেয়ে গেছে।”* (মথি ৬:১৬ আয়াত)

*“**ভণ্ডদের মত হইয়ো না**। আমি তোমাদের বলছি, আলেম ও ফরীশীদের ধার্মিকতার চেয়ে তোমাদের যদি বেশী কিছু না থাকে তবে তোমরা কোনমতেই বেহেশতী রাজ্যে ঢুকতে পারবে না।”* (মথি ৬:৫; ৫:২০ আয়াত) *“ধন্য তারা, যারা দিলে **নিজেদের গরীব মনে করে**, কারণ বেহেশতী রাজ্য তাদেরই। ধন্য তারা, যারা মনেপ্রাণে আল্লাহ্‌র ইচ্ছামত চলতে চায়, কারণ তাদের সেই ইচ্ছা পূর্ণ হবে। ধন্য তারা, **যাদের দিল খাঁটি**, কারণ তারা আল্লাহ্‌কে দেখতে পাবে। এইজন্য বলি, তোমাদের বেহেশতী পিতা যেমন **খাঁটি** তোমরাও তেমনি খাঁটি হও।* (মথি ৫:৩,৬,৮,৪৮ আয়াত) *“সরু দরজা দিয়ে ঢোকো, কারণ যে পথ ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায় তার দরজাও বড় এবং রাস্তাও চওড়া। **অনেকেই** তার মধ্য দিয়ে ঢোকে। কিন্তু যে পথ জীবনের দিকে নিয়ে যায় তার দরজাও সরু, পথও সরু। **খুব কম** লোকই তা খুঁজে পায়।”* (মথি ৭:১৩, ১৪ আয়াত)

৬৭ অধ্যায়

আপনার অবশ্যই নতুন জন্ম হতে হবে!; ইউহোন্না ৩

এইভাবে প্রভু ঈসা লোকদের উৎসাহ দিয়েছিলেন যেন সরু পথটি বেছে নেয় যা অনন্ত কালিন জীবনের দিকে নিয়ে যাবে। আপনি কি লক্ষ করেছেন ঈসা নাজাতের কোন পথের কথা বলেছেন? এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ! আল্লাহ্‌কে দেখতে এবং আল্লাহ্‌র উপস্থিতিতে চিরকালের জন্য থাকার জন্য একজনকে কেমন হতে হবে? ঈসা এই সম্পর্কে কি বলেছেন? তিনি বলেছেন: **"অবশ্যই তোমাকে একটি নিখুঁত এবং খাঁটি দিলের অধিকারী হতে হবে!"** কিন্তু কিভাবে একজন আদম-সন্তান যে কিনা গুনাহ্ নিয়ে মাতৃগর্ভে এসেছে তার একটি নিখুঁত এবং খাঁটি দিল থাকতে পারে? এমন কি কিছু আছে যা আল্লাহ্ দেখাতে চাচ্ছেন, যে বিষয়টির দ্বারা একজনের খারাপ দিল, ভাল দিলে পরিনত হবে? না! মানুষ নিজের দ্বারা কখনো তার দিলকে পরিষ্কার করতে পারে না। "একটি কাঠের টুকরোকে অনেক সময় পানিতে ভিজিয়ে রাখলেই এটি কুমিরে পরিনত হবে না।" {প্রবাদ বাক্য} একইভাবে, আমরা আল্লাহ্‌র সম্মুখে **নিজেদের** খাঁটি দেখাতে কিছুই **করতে** পারি না। যাইহোক, আমাদের বাকিটুকু সময়ে আমরা দেখবো, **যা মানুষের পক্ষে অসম্ভব তা আল্লাহ্‌র পক্ষে সম্ভব!** এখন আমরা সুসমাচার থেকে দেখবো কিভাবে নীকদীম নামের একজন ধর্মিয় শাসক রাতের বেলা জেরুজালেম থেকে ঈসার সাথে দেখা করতে এসেছিলেন। ঈসা তাকে দেখিয়েছিলেন কিভাবে একজন গুনাহ্‌গার একটি খাঁটি দিল পেতে পারে এবং আল্লাহ্‌র চিরস্থায়ী উপহার গ্রহণ করতে পারে। আমরা ইউহোন্না সুসমাচারের তৃতীয় অধ্যায় পরছি। কিতাব বলে:

(ইউহোন্না ৩) *১ফরীশীদের মধ্যে নীকদীম নামে ইহুদীদের একজন নেতা ছিলেন। ২একদিন রাতে তিনি ঈসার কাছে এসে বললেন, "হুজুর, আমরা জানি আপনি একজন শিক্ষক হিসাবে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে এসেছেন, কারণ আপনি যে সব অলৌকিক কাজ করছেন, আল্লাহ্ সংগে না থাকলে কেউ তা করতে পারে না।" ৩ঈসা নীকদীমকে বললেন, "আমি আপনাকে সত্যিই বলছি, নতুন করে জন্ম না হলে কেউ আল্লাহ্‌র রাজ্য দেখতে পায় না।" ৪তখন নীকদীম তাঁকে বললেন, "মানুষ বুড়ো হয়ে গেলে কেমন করে তার আবার জন্ম হতে পারে? দ্বিতীয় বার মায়ের গর্ভে ফিরে গিয়ে সে কি আবার জন্মগ্রহণ করতে পারে?" ৫জবাবে ঈসা বললেন, "আমি আপনাকে সত্যিই বলছি, পানি এবং পাক-রূহ্ থেকে জন্ম না হলে কেউই আল্লাহ্‌র রাজ্যে ঢুকতে পারে না।* ***৬মানুষ থেকে যা জন্মে তা মানুষ, আর যা পাক-রূহ্ থেকে জন্মে তা রূহ্। ৭আমি যে আপনাকে বললাম, আপনাদের নতুন করে জন্ম হওয়া দরকার, এতে আশ্চর্য হবেন না।*** *৮বাতাস যেদিকে ইচ্ছা সেই দিকে বয় আর আপনি তাঁর শব্দ শুনতে পান, কিন্তু কোথা থেকে আসে এবং কোথায়ই বা যায় তা আপনি জানেন না। পাক-রূহ্ থেকে যাদের জন্ম হয়েছে তাদেরও ঠিক সেই রকম হয়।" ৯নীকদীম ঈসাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "এ কেমন করে হতে পারে?" ১০তখন ঈসা তাঁকে বললেন, "আপনি বনি-ইসরাইলদের শিক্ষক হয়েও কি এই সব বোঝেন না? ১১আপনাকে সত্যিই বলছি, আমরা যা জানি তা-ই বলি এবং যা দেখেছি সেই সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিই, কিন্তু আপনারা আমাদের সাক্ষ্য অগ্রাহ্য করেন। ১২আমি আপনাদের কাছে দুনিয়াবী বিষয়ে কথা বললে যখন বিশ্বাস করেন না তখন বেহেশতী বিষয়ে কথা বললে কেমন করে বিশ্বাস করবেন? ১৩"যিনি বেহেশতে থাকেন এবং বেহেশত থেকে নেমে এসেছেন সেই ইব্‌নে-আদম ছাড়া আর কেউ বেহেশতে ওঠে নি।* ***১৪মূসা নবী যেমন মরুভূমিতে সেই সাপকে উঁচুতে তুলেছিলেন তেমনি ইব্‌নে-আদমকেও উঁচুতে তুলতে হবে, ১৫যেন যে কেউ তাঁর উপর ঈমান আনে সে অনন্ত জীবন পায়। ১৬"আল্লাহ্ মানুষকে এত মহব্বত করলেন যে, তাঁর একমাত্র পুত্রকে তিনি দান করলেন, যেন যে কেউ সেই পুত্রের উপর ঈমান আনে সে বিনষ্ট না হয় কিন্তু অনন্ত জীবন পায়।"*** *আমিন।*

আসুন একটু চিন্তা করা যাক প্রভু ঈসা সেই ধর্মিয় নেতা নীকদীমের কাছে কি বলেছিলেন। **অনন্ত জীবনের বিষয়ে এবং আল্লাহ্‌র কাছে থাকবার অধিকারের বিষয়ে ঈসা নীকদীমকে কি বলেছিলেন?** তিনি বলেছিলেন, "আমি আপনাকে সত্যিই বলছি, নতুন করে জন্ম না হলে কেউ আল্লাহ্‌র রাজ্য দেখতে পায় না। **আপনাকে অবশ্যই নতুন করে জন্ম নিতে হবে!"** নীকদীম কি জানতেন নতুন করে জন্ম নেওয়ার অর্থ কি? না! যার কারনে ঈসা তাকে

৬৭ অধ্যায়
আপনার অবশ্যই নতুন জন্ম হতে হবে!; ইউহোন্না ৩

বলেছিলেন, *"আপনি বনি-ইসরাইলদের শিক্ষক হয়েও কি এই সব বোঝেন না? মানুষ থেকে যা জন্মে তা মানুষ, আর যা পাক-রূহ থেকে জন্মে তা রূহ। আমি যে আপনাকে বললাম, আপনাদের **নতুন করে জন্ম হওয়া দরকার**, এতে আশ্চর্য হবেন না।"* (ইউহোন্না ৩:১০,৬,৭ আয়াত)

সংক্ষিপ্ত ভাবে বলতে গেলে ঈসা নীকদীমকে বলছিলেন, কেউ যদি আল্লাহকে দেখতে চায় এবং চীরকাল আল্লাহ্‌র উপস্থিতিতে থাকতে চায় তাহলে **দ্বিতীয়বার জন্ম নিতে হবে**! এর অর্থ এই না যে আপনাকে আবারো আপনার মায়ের গর্ভে যেতে হবে এবং নতুন করে জন্ম নিতে হবে (দৈহিকভাবে)। নতুন জন্মের অর্থ হচ্ছে, **আল্লাহ্‌র রূহ্ আপনাকে আবারো তৈরী করবেন**, আপনার দিল পরিষ্কার করবেন এবং তার শক্তিতে আবারো নতুনিকৃত করবেন। (তীত ৩:৫ আয়াত) আপনাকে অবশ্যই **বেহেশত থেকে আসা শক্তিতে** জন্ম নিতে হবে, **যা ধর্মের বাহ্যিক অবস্থা থেকে একদম ভিন্ন**। **দিল** থেকে আপনাকে পরিবর্তন হতে হবে! যারা আদমের থেকে জন্মে তারা গুনাহের সভাব বহণ করে যার কারনে আল্লাহ্‌র রাজ্যের অধিকারী হতে পারে না। আদমের সন্তানেরা তাদের দিলে বেড়ে ওঠা গুনাহ্ সরানোর ক্ষমতা রাখেনা। যেমন করে একটি কাঠের টুকরোকে অনেক সময় পানিতে ভিজিয়ে রাখলেই তা কুমিরে পরিনত হবে না, তেমনি অনেক সময় ধরে ধর্মিয় অনুষ্ঠান করলে এবং ভাল কাজ করলেই তা একটি বদ দিলকে খাঁটি করতে পারেনা। আল্লাহকে অবশ্যই আপনার দিলে কোন কেরামতী করতে হবে এবং পুনঃনতুনিকৃত করতে হবে কারণ যা অক্ষয় তা নষ্ট করা যায় না! (১ করিন্থিয় ১৫:৫০ আয়াত দেখুন) সংক্ষেপে বলা যায়, "আপনার অবশ্যই নতুন জন্ম হতে হবে!" এই বিষয়টি ঈসা ধর্মিয় শাসককে শিক্ষা দিয়েছিলেন। কিন্তু নীকদীম এটি জটিল করে বুঝেছিল। যার কারণে তিনি ঈসাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন: এটি কিভাবে হবে? কিভাবে আমার নতুন জন্ম হতে পারে, কিভাবে একটি নতুন এবং খাঁটি দিল পেতে পারি?

ঈসা তাকে উত্তর করলেন,

*"মূসা নবী যেমন মরুভূমিতে সেই সাপকে উঁচুতে তুলেছিলেন তেমনি ইবনে-আদমকেও উঁচুতে তুলতে হবে, **যেন যে কেউ তাঁর উপর ঈমান আনে** সে অনন্ত জীবন পায়। "আল্লাহ্ মানুষকে এত মহব্বত করলেন যে, তাঁর একমাত্র পুত্রকে তিনি দান করলেন, যেন যে কেউ **সেই পুত্রের উপর ঈমান আনে** সে বিনষ্ট না হয় কিন্তু অনন্ত জীবন পায়।"* (ইউহোন্না ৩:১৪-১৬ আয়াত)

কিভাবে দোযখের বিচার হতে পলানো যায় এবং অনন্ত জীবন গ্রহণ করা যায় তা নীকদীমকে দেখানোর জন্য ঈসা স্বরণ করিয়েছিলেন যে মূসার সময় মরুভূমিতে তাদের পূর্বপুরুষদের কি অবস্থা হয়েছিল। আমরা একবার তৌরাত শরীফে দেখেছি যে বনি-ইসরাইলরা আল্লাহ্ এবং মূসার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিল আর আল্লাহ্ তাদের মধ্যে বিষধর সাপ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন যাতে অনেকে সাপের দংশনে মারা যায়। যাইহোক, ইসরাইলের সন্তানেরা অনুতাপ করার পর আল্লাহ্ মূসাকে হুকুম দিলেন যেন **একটি ব্রোঞ্জের সাপ তৈরী করে এবং এটিকে একটি লাঠির উপরে ঝুলিয়ে রাখে যাতে লোকেরা এটির দিকে তাকিয়ে সুস্থ হতে পারে** এবং মারা না যায়। এইভাবে, ঈসা নীকদীমকে বলছিলেন, যেভাবে বনি-ইসরাইলের সন্তানেরা ব্রোঞ্জের সাপের দিকে তাকিয়ে বেঁচে উঠেছিলেন ঠিক সেই ভাবে যারা আল্লাহ্‌র প্রতিষ্ঠিত নাজাতদাতার উপর **ঈমান আনবে** তারা চিরস্থায়ী শাস্তির হাত থেকে রক্ষা পাবে। আমরা সবাই সেই সকল বনি-ইসরাইলের সন্তানদের মত যাদের সাপে দংশন করেছিল। শয়তান হচ্ছে সেই বিষধর সাপের মত এবং গুনাহ্ হচ্ছে বিষের মত যা মানুষকে ধ্বংস করে। শয়তান আদমের সকল সন্তানদের দংশন করেছে আর গুনাহের বিষ চিরকালের জন্য দোজখে ধ্বংস হওয়ার কারণ, যদি না আল্লাহ্ কোন ঔষধ পাঠান! আমরা নিজেকে আল্লাহ্‌র বিচার থেকে রক্ষা করতে পারবো না কারণ গুনাহের বেতন হচ্ছে মৃত্যু এবং দোযখ। কিন্তু আল্লাহ্‌র প্রশংসা হোক–যেভাবে আল্লাহ্ ইসরাইলের সন্তানদের সাপের বিষের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য প্রতিকারের ব্যবস্থা করেছেন তেমনি তিনি আদম-সন্তানদের গুনাহের "বিষ" থেকে রক্ষা করার জন্য প্রতিকারের ব্যবস্থা করেছেন।

৬৭ অধ্যায়
আপনার অবশ্যই নতুন জন্ম হতে হবে!; ইউহোন্না ৩

আপনি কি জানেন আদম-সন্তানদের গুনাহের পরিপূর্ণ দিলকে পুনরায় ঠিক করতে এবং নতুন করতে আল্লাহ্ কি পরিকল্পনা করেছেন? প্রভু ঈসা এই সম্পর্কে কি বলেছেন? তিনি বলেছেন, পবিত্র নাজাতদাতাকে গুনাহের শাস্তির ভার গ্রহণ করতে উপরে তোলা হবে *"যারা তাঁর উপর ঈমান আনবে তারা ধ্বংস হয় না কিন্তু অনন্ত জীবন পায়!"*

কারা নাজাত পাবে? কিতাব এই সম্পর্কে কি বলে? কিতাব বলে: ***"যারা তাঁর উপর ঈমান আনে... তারা ধ্বংস হবে না!"*** কার উপর আমাদের অবশ্যই ঈমান আনতে হবে? আমাদের অবশ্যই আল্লাহ্‌র মনোনিত নাজাতদাতার উপর ঈমান আনতে হবে। আপনি কি তাঁর উপর ঈমান এনেছেন? আপনি কি বিশ্বাস করেন, আল্লাহ্ চায় না যেন আপনি ধ্বংস হোন যার কারনে আপনাকে রক্ষা করার জন্য দুনিয়াতে নাজাতদাতা ঈসাকে আপনার গুনাহের ঋন পরিশোধ করতে পাঠিয়েছেন? আমাদের গুনাহের সমস্যার জন্য আল্লাহ্‌র ঔষধ হচ্ছে ঈসা শলিপে জীবন দিয়েছেন।

কিতাব বলে: ***"ঈসা মসীহের মধ্যে কোন গুনাহ্ ছিল না; কিন্তু আল্লাহ্ আমাদের গুনাহ্ তাঁর উপর তুলে দিয়ে তাঁকেই গুনাহের জায়গায় দাঁড় করালেন, যেন মসীহের সংগে যুক্ত থাকবার দরুন আল্লাহ্‌র পবিত্রতা আমাদের পবিত্রতা হয়।"*** (২ করিন্থিয় ৫:২১ আয়াত)

বন্ধু, আল্লাহ্ পরিবর্তন হননি। যা প্রভু ঈসা দুই হাজার বছর আগে নীকদীমকে বলেছিলেন, তিনি এখনো আপনাকে একই কথা বলছেন: ***"আপনাকে অবশ্যই নতুন করে জন্ম নিতে হবে!"*** আল্লাহ্ আপনার দিলকে তাঁর শক্তিতে পরিষ্কার করতে চান এবং আবারো নতুন করে তৈরী করতে চান। যাইহোক, আপনাকে অবশ্যই তাঁর সুখবরে ঈমান আনতে হবে। আপনাকে অবশ্যই তাঁর পাঠানো মসীহের উপর ঈমান আনতে হবে। আপনার ঈমান আনতে হবে যে নিষ্পাপ ঈসা আপনার গুনাহের ঋন পরিশোধ করেছেন। আর এর মধ্য দিয়ে যেন আপনি অনন্তকাল আল্লাহ্‌র উপস্থিতির মধ্যে থাকতে পারেন। ***"আপনার অবশ্যই নতুন জন্ম হতে হবে!...নতুন করে জন্ম না হলে কেউ আল্লাহ্‌র রাজ্য দেখতে পায় না!"*** আমিন।

আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ। আমাদের পরবর্তী অনুষ্ঠানে, আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় ইঞ্জিল শরীফ থেকে আমরা একটি কাহিনী পড়বো যেখানে ঈসা একজন মহিলার সাথে কথা বলেছিলেন যার পাঁচজন স্বামী ছিল....

ঈসা মসীহের ঘোষণা সম্পর্কে আপনি যেভাবে চিন্তা করেন সেভাবে আল্লাহ্ আপনাকে রহমত দান করুন।

"আমি যে আপনাকে বললাম, আপনাদের নতুন করে জন্ম হওয়া দরকার, এতে আশ্চর্য হবেন না।" (ইউহোন্না ৩:৭ আয়াত) ***ধন্য "তারা, যাদের দিল খাঁটি, কারণ তারা আল্লাহ্‌কে দেখতে পাবে।"*** (মথি ৫:৮ আয়াত)

৬৮ অধ্যায়
দুনিয়ার নাজাতদাতা; ইউহোন্না ৪; লুক ৪

শ্রোতা বন্ধু, আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হউক।

আমরা আপনাকে আল্লাহ্‌র নামে শুভেচ্ছা জানাই। তিনি শান্তির প্রভু। তিনি তাঁর তৈরীকৃত ধার্মিকতার পথ এবং তাঁর সত্যময় শান্তি সম্পর্কে আমাদের জানাতে চান। আজকে আপনার অনুষ্ঠান *"ধার্মিকতার পথ"* আবারো উপস্থাপন করতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত।

এইভাবে, ইঞ্জিল শরীফ অধ্যয়নে আমরা দেখেছি যে ঈসা তার **জন্মের** দিক থেকে, **চরিত্রের** দিক থেকে এবং **কাজের** দিক থেকে অনন্য ছিলেন। আমাদের গত অনুষ্ঠানে আমরা দেখেছি যে ঈসা **শিক্ষার** দিক থেকেও অনন্য ছিলেন।

- ঈসার জন্মের বিষয়ে দেখেছি যে ঈসার মত জন্ম আর কারো হয়নি। তিনি আল্লাহ্‌র পাক রুহের শক্তিতে কুমারীর গর্ভে জন্ম নিয়েছিলেন।
- যদি আমরা **ঈসার চরিত্রের** বিষয়ে চিন্তা করি, তাঁর চরিত্র ছিল অনন্য। কেউ তাঁর মত পবিত্র সভাব নিয়ে জন্ম নেয়নি।
- ঈসার **কাজের** দিক থেকেও তিনি ছিলেন অনন্য, কারণ কেউ তাঁর মত কেরামতি কাজ করতে পারেনি। তাঁর সামান্য কথায় অসুস্থরা সুস্থ হয়েছে, শয়তান এবং বদ-রুহ্‌ পালিয়ে গিয়েছে এবং গুনাহ্‌ দূরে সরে গিয়েছে।
- আমরা আরো আবিষ্কার করেছি যে ঈসা তাঁর শিক্ষার দিক থেকে অনন্য ছিলেন। আমরা এটি আমাদের গত অনুষ্ঠানে উপলব্ধি করতে পেরেছি যখন ঈসা এবং একজন ধর্মিয় শাসকের কথোপকথোন শুনেছি। ঈসা নীকদীমকে দেখিয়েছিলেন, যতক্ষণ না আল্লাহ্‌র রুহ্‌ কারো দিলকে নতুন করে ততক্ষণ কেউ আল্লাহ্‌র উপস্থিতিতে প্রবেশ করতে পারবে না। যার কারনে প্রভু ঈসা তাকে বলেছিলেন, ***"আপনার অবশ্যই নতুন জন্ম হতে হবে!"***

আজকে আমরা শুনবো কিভাবে ঈসা **একজনের সাথে কথা বলেছিলেন** যিনি নীকদীকের থেকে **একদম আলাদা** ছিল। নীকদীম ইহুদী ছিলেন কিন্তু আজকে যার সম্পর্কে কথা বলবো তিনি **ইহুদী ছিলেন না**। নীকদীম ছিলেন একজন পুরুষ কিন্তু আজকে যার সম্পর্কে কথা বলবো তিনি ছিলেন একজন **মহিলা**। নীকদীম ছিলেন একজন ধার্মিক ব্যাক্তি, কিন্তু এই মহিলা ছিলেন একজন **বিরাট গুনাহ্‌গার** যার পাঁচজন স্বামী ছিল। লোকেদের চোখে নীকদীম এই জেনাকারী মহিলার চেয়ে ভাল ছিল। কিন্তু আল্লাহ্‌ এইভাবে দেখেন না কারণ আদমের সকল বংশধর, ধার্মিক হোক কিংবা গুনাহ্‌গার হোক, গুনাহের কারনে সবাই একই রকম। যার কারনে আদমের প্রত্যেক সন্তানকে অবশ্যই উপর থেকে আসা শক্তির দ্বারা নতুন করে জন্ম নিতে হবে।

এখন আমরা আবারো ইঞ্জিল শরীফে ফিরে আসি এবং শুনি **ঈসা ও সামেরীয় জেনাকারী মহিলার মধ্যে কি কথা হয়েছিল**। সামেরীয়া এলাকাটি ইহুদীদের দেশে এহুদীয়া এবং গালীলের মধ্যে ছিল। অনেক সামেরীয়রা বিদেশী ছিল; যার কারনে ইহুদীরা সামেরীয়দের অইহুদী হিসেবে গন্য করতো, যার কারনে একে অপরের সাথে ভাল সম্পর্ক ছিল না। যাইহোক, ঈসা মসীহ্‌ কোন পক্ষপাতিত্ব করেনি কারণ আল্লাহ্‌ কোন পক্ষপাতিত্ব করে না। ঈসা দুনিয়াতে সেই গুনাহ্‌গারদের খুজতে এবং নাজাত দিতে এসেছেন যারা একটি নতুন এবং খাঁটি দিল অনুসন্ধান করে। যার কারনে ঈসা সেই সামেরীয় মহিলার সাথে কথা বলতে লজ্জাবোধ করেনি যার পাঁচজন স্বামী ছিল।

এখন আসুন আমরা শুনি ইউহোন্না সুসমাচারের চতুর্থ অধ্যায়ে কি লেখা আছে। কিতাব বলে:

(ইউহোন্না ৪) [৪]*গালীলে যাবার সময় তাঁকে সামেরিয়া প্রদেশের মধ্য দিয়ে যেতে হল।* [৫]*তিনি শুখর নামে সামেরিয়ার একটা গ্রামে আসলেন। ইয়াকুব তাঁর ছেলে ইউসুফকে যে জমি দান করেছিলেন এই গ্রামটা ছিল তারই কাছে।* [৬]*সেই জায়গায় ইয়াকুবের কূয়া ছিল। পথে হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে ঈসা সেই কূয়ার পাশে বসলেন। তখন বেলা প্রায় দুপুর।* [৭]*ঈসার সাহাবীরা খাবার কিনতে গ্রামে গেছেন; এমন সময় সামেরিয়ার একজন স্ত্রীলোক পানি তুলতে*

৬৮ অধ্যায়

দুনিয়ার নাজাতদাতা; ইউহোন্না ৪; লুক ৪

আসল। ঈসা তাকে বললেন, “আমাকে একটু পানি খেতে দাও।” ৯সেই সামেরীয় স্ত্রীলোকটি তাঁকে বলল, “আমি
তো সামেরীয় স্ত্রীলোক। আপনি ***ইহুদী*** *হয়ে কেমন করে আমার কাছে পানি চাইছেন?” স্ত্রীলোকটি এই কথা বলল*
কারণ ইহুদী এবং সামেরীয়দের মধ্যে ধরা-ছোঁয়ার বাছ-বিচার ছিল। ১০ঈসা সেই স্ত্রীলোকটিকে জবাব দিলেন,
“তুমি যদি জানতে আল্লাহর দান কি আর কে তোমার কাছে পানি চাইছেন তবে তুমিই তাঁর কাছে পানি চাইতে
আর তিনি তোমাকে জীবন্ত পানি দিতেন।” ১১স্ত্রীলোকটি বলল, “কিন্তু আপনার কাছে পানি তুলবার কিছুই নেই
আর কূয়াটাও গভীর। তবে সেই ***জীবন্ত পানি*** *কোথা থেকে পেলেন? ১২আপনি আমাদের পূর্বপুরুষ ইয়াকুবের চেয়ে*
তো বড় নন। এই কূয়া তিনিই আমাদের দিয়েছেন। তিনি নিজে ও তাঁর ছেলেরা এই কূয়ার পানিই খেতেন আর
তাঁর পশুপালও খেত।” ১৩তখন ঈসা বললেন, “যে কেউ এই পানি খায় তার আবার পিপাসা পাবে। ১৪কিন্তু ***আমি***
যে পানি দেব, যে তা খাবে তার আর কখনও পিপাসা পাবে না*। সেই পানি তার দিলের মধ্যে উথলে-ওঠা ঝর্ণা*
মত হয়ে অনন্ত জীবন দান করবে।” ১৫এতে স্ত্রীলোকটি ঈসাকে বলল, “আমাকে তবে সেই পানি দিন যেন আমার
পিপাসা না পায় আর পানি তুলতে এখানে আসতে না হয়।” ১৬ঈসা তাকে বললেন, “তবে যাও, তোমার স্বামীকে
এখানে ডেকে আন।” ১৭স্ত্রীলোকটি বলল, “কিন্তু আমার স্বামী নেই।” ঈসা তাকে বললেন, “তুমি ঠিকই বলেছ
তোমার স্বামী নেই, ১৮কারণ এর মধ্যেই তোমার পাঁচজন স্বামী হয়ে গেছে, আর এখন যে তোমার সংগে আছে সে
তোমার স্বামী নয়। তুমি সত্যি কথাই বলেছ।” ১৯তখন স্ত্রীলোকটি ঈসাকে বলল, “আমি এখন বুঝতে পারলাম
আপনি একজন ***নবী****। ২০আমাদের পূর্বপুরুষেরা এই পাহাড়ে এবাদত করতেন, কিন্তু আপনারা বলে থাকেন*
জেরুজালেমেই লোকদের এবাদত করা উচিত।” ২১ঈসা তাঁকে বললেন, “শোন, আমার কথায় ঈমান আন, এমন
সময় আসছে যখন পিতার এবাদত তোমরা এই পাহাড়েও করবে না, জেরুজালেমেও করবে না। ২২তোমরা যা
জান না তার এবাদত করে থাক, কিন্তু আমরা যা জানি তারই এবাদত করি, কারণ নাজাত পাবার উপায় ইহুদীদের
মধ্য দিয়েই এসেছে। ২৩কিন্তু এমন সময় আসছে, এমন কি, এখনই সেই সময় এসে গেছে যখন আসল
*এবাদতকারীরা রূহে ও সত্যে পিতার এবাদত করবে। পিতাও এই রকম এবাদতকারীদেরই খোঁজেন। ২৪****আল্লাহ্***
রূহ; যারা তাঁর এবাদত করে, রূহে ও সত্যে তাদের সেই এবাদত করতে হবে।” *২৫তখন সেই স্ত্রীলোকটি বলল,*
“আমি জানি মসীহ্ আসছেন। তিনি যখন আসবেন তখন সবই আমাদের জানাবেন।” ২৬ঈসা তাকে বললেন,
“আমিই তিনি, যিনি তোমার সংগে কথা বলছেন।” *২৭এমন সময় তাঁর সাহাবীরা এসে একজন স্ত্রীলোকের সংগে*
ঈসাকে কথা বলতে দেখে আশ্চর্য হলেন। কিন্তু তবুও তাঁরা কেউই বললেন না, “আপনি কি চাইছেন?” বা “কেন
আপনি ওর সংগে কথা বলছেন?” ২৮সেই স্ত্রীলোকটি তখন তার কলসী ফেলে রেখে গ্রামে গেল আর লোকদের
*বলল, ২৯****“তোমরা একজন লোককে এসে দেখ। আমি জীবনে যা করেছি সবই তিনি আমাকে বলে দিয়েছেন।***
তাহলে উনিই কি সেই মসীহ্?” *৩০এতে লোকেরা গ্রাম থেকে বের হয়ে ঈসার কাছে আসতে লাগল। ৩১এর মধ্যে*
তাঁর সাহাবীরা তাঁকে অনুরোধ করে বললেন, “হুজুর, কিছু খান।” ৩২ঈসা তাঁদের বললেন, “আমার কাছে এমন
খাবার আছে যার কথা তোমরা জান না।” ৩৩তাতে সাহাবীরা বলাবলি করতে লাগলেন, “তাহলে কি কেউ তাঁকে
কোন খাবার এনে দিয়েছে?” ৩৪তখন ঈসা তাঁদের বললেন, “যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তাঁর ইচ্ছা পালন করা
এবং তাঁর কাজ শেষ করাই হল আমার খাবার। ৩৫তোমরা কি বল না, ‘আর চার মাস বাকী আছে, তার পরেই
ফসল কাটবার সময় হবে’? কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, চোখ তুলে একবার ক্ষেতের দিকে তাকিয়ে দেখ, ফসল
কাটবার মত হয়েছে। ৩৬যে ফসল কাটে সে এখনই বেতন পাচ্ছে এবং অনন্ত জীবনের জন্য ফসল জড়ো করে
রাখছে। তার ফলে যে বীজ বোনে আর যে ফসল কাটে, দু’জনই সমানভাবে খুশী হয়। ৩৭এতে এই কথা প্রমাণ
হয় যে, ‘একজন বোনে আর অন্য একজন কাটে।’ ৩৮আমি তোমাদের এমন ফসল কাটতে পাঠালাম যার জন্য
তোমরা পরিশ্রম কর নি। অন্যেরা পরিশ্রম করেছে আর তোমরা সেই পরিশ্রমের ফসল কেটেছ।” ৩৯যে স্ত্রীলোকটি
এই বলে সাক্ষ্য দিচ্ছিল যে, সে যা করেছে সবই তিনি তাকে বলে দিয়েছেন, তার কথা শুনে সেই গ্রামের অনেক
সামেরীয় লোক ঈসার উপর ঈমান আনল। ৪০তারা ঈসার কাছে গিয়ে তাঁকে তাদের সংগে থাকতে অনুরোধ
করল। সেইজন্য ঈসা সেখানে দু’দিন থাকলেন। ৪১তখন তাঁর কথা শুনে আরও অনেক লোক ঈমান আনল।

৬৮ অধ্যায়

দুনিয়ার নাজাতদাতা; ইউহোন্না ৪; লুক ৪

*[৪২]সেই স্ত্রীলোকটিকে তারা বলল, **"এখন যে আমরা ঈমান এনেছি তা তোমার কথাতে নয়, কিন্তু আমরা নিজেরাই তাঁর কথা শুনে বুঝতে পেরেছি যে, উনি সত্যিই মানুষের নাজাতদাতা।"***

এখানেই সামরীয় মহিলার কাহিনী শেষ হয়। সতিই, এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ কাহিনী কারণ এর মধ্য দিয়ে আমরা দেখতে পাই যে কিভাবে একজন জেনাকারী মহিলা আবিষ্কার করলেন যে ঈসাই নাজাতদাতা যাকে আল্লাহ্ দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। এই আবিষ্কার তার জীবনকে পরিবর্তন করেছিল। আলোচনার প্রথমেই মহিলা জানতো না যে তার সাথে কে কথা বলছিল। তিনি ঈসাকে **অন্যান্য ইহুদীদের** মতই ভাবছিলেন।

যাইহোক, এই আলোচনার মধ্যে ঈসা তাকে কিছু বিষয় বলেছিলেন যা একজন সাধারণ মানুষ জানতে পারে না, যার কারনে সেই মহিলা বুঝতে পেরেছিল যে ঈসা **একজন নবী**। কিন্তু অবশেষে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে **ঈসা একজন নবীর চেয়েও বেশি কিছু**। ঈসা ছিলেন **মসীহ্, দুনিয়ার নাজাতদাতা, যার সম্পর্কে প্রত্যেক নবী ভবিষ্যতবানী করে গিয়েছিল**! একবার যখন এই মহিলা বুঝতে পারলেন যে, যেই ব্যাক্তি এই উৎসের প্রান্তে বসে তার সাথে কথা বলছে তিনিই হচ্ছেন মসীহ্, তিনি তার পানির পাত্রটি ফেলে দিলেন এবং দৌড়ে শহরে গেলেন আর বলতে থাকলেন, *"তোমরা একজন লোককে এসে দেখ। আমি জীবনে যা করেছি সবই তিনি আমাকে বলে দিয়েছেন। তাহলে উনিই কি সেই মসীহ্?"*

তারপর, শহরের লোকেরা ঈসার কাছে আসলেন এবং তাকে থাকতে বললেন। ঈসা সেখানে দুইদিন ছিলেন। সেখানে তাদেরকে শিক্ষা দিতে লাগলেন যে কিভাবে তারা একটি নতুন এবং খাঁটি দিল পেতে পারে আর আল্লাহ্র সত্যিকারের এবাদতকারী হতে পারে। এইভাবে কিতাব বলে:

তখন তাঁর কথা শুনে আরও অনেক লোক ঈমান আনল। সেই স্ত্রীলোকটিকে তারা বলল, ***"এখন যে আমরা ঈমান এনেছি তা তোমার কথাতে নয়, কিন্তু আমরা নিজেরাই তাঁর কথা শুনে বুঝতে পেরেছি যে, উনি সত্যিই মানুষের নাজাতদাতা।"*** (ইউহোন্না ৪:৪১, ৪২ আয়াত)

আসুন এখন ইঞ্জিল শরীফ থেকে দেখি ঈসা সামেরীয়া পরিদর্শনের কিছুদিন পর কি হয়েছিল। **আমরা দেখবো যে সবাই ঈসাকে তাদের জীবনের নাজাতদাতা হিসাবে গ্রহণ করেনি**। লুক লিখিত সুসমাচারের চতুর্থ অধ্যায়ে কিতাব বলে:

> (লুক ৪) *[১৪]পরে ঈসা পাক-রূহের শক্তিতে পূর্ণ হয়ে গালীল প্রদেশে ফিরে গেলেন। ঈসার খবর সেই এলাকার সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়ল। [১৫]সেখানকার ভিন্ন ভিন্ন মজলিস-খানায় ঈসা শিক্ষা দিতে শুরু করলেন। তখন সবাই তাঁর প্রশংসা করতে লাগল। [১৬]এর পরে ঈসা **নাসরতে** গেলেন। **এখানেই তিনি বড় হয়েছিলেন**। তিনি নিজের নিয়ম মত বিশ্রামবারে মজলিস-খানায় গেলেন, তারপর কিতাব তেলাওয়াত করবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। [১৭]তাঁর হাতে নবী ইশাইয়ার লেখা কিতাবখানা দেওয়া হল। গুটিয়ে-রাখা কিতাবখানা খুলেই তিনি সেই জায়গাটা পেলেন যেখানে লেখা আছে, [১৮]"আল্লাহ্ মালিকের রূহ্ আমার উপরে আছেন, কারণ তিনিই আমাকে নিযুক্ত করেছেন যেন আমি গরীবদের কাছে সুসংবাদ তবলিগ করি। তিনি আমাকে বন্দীদের কাছে স্বাধীনতার কথা, অন্ধদের কাছে দেখতে পাবার কথা ঘোষণা করতে পাঠিয়েছেন। যাদের উপর জুলুম হচ্ছে, তিনি আমাকে তাদের মুক্ত করতে পাঠিয়েছেন। [১৯]এছাড়া মাবুদ আমাকে ঘোষণা করতে পাঠিয়েছেন যে, এখন তাঁর রহমত দেখাবার সময় হয়েছে।" [২০]তারপর তিনি কিতাবখানা আবার গুটিয়ে কর্মচারীর হাতে দিয়ে বসে পড়লেন। মজলিস-খানার প্রত্যেকটি লোকের চোখ তাঁর উপরে পড়ল। [২১]তখন ঈসা লোকদের বললেন, **"পাক-কিতাবের এই কথা আজ আপনারা শুনবার সংগে সংগেই তা পূর্ণ হল।"***

এই আয়াতেগুলোর মধ্য দিয়ে ঈসা ঘোষণা করেছেন যে, তিনিই মসীহ্ যার কথা ইশাইয়া নবী সাতশো বছর আগে ভবিষ্যতবানী করে গিয়েছেন। যাইহোক, নাসরতে বসবাসকারী লোকেরা ঈসাকে গ্রহণ করেনি। যিনি তাদের

মধ্যেই বড় হয়েছিলেন তিনি কি বেহেশত থেকে আগত নাজাতদাতা হতে পারে! যার কারনে তারা এই বলতে লাগলো, "সে কি ইউসুফের ছেলে না?"

কিতাব বলে, ঈসা লোকদের সতর্ক করছিল যাতে তারা আল্লাহ্‌র পাঠানো মসীহকে অবজ্ঞা না করে। যা তাদেরকে আরো রাগান্বিত করেছিল। এইভাবে কিতাব বলেঃ

(লুক ৪) [২৮]*এই কথা শুনে মজলিস-খানার সমস্ত লোক রেগে আগুন হল।* [২৯]*তারা উঠে ঈসাকে গ্রামের বাইরে তাড়িয়ে নিয়ে চলল, আর তাঁকে নীচে ফেলে দেবার জন্য তাদের গ্রামটা যে পাহাড়ের গায়ে ছিল সেই পাহাড়ের চূড়ায় তাঁকে নিয়ে গেল।* [৩০]*কিন্তু তিনি সেই লোকদের মধ্য দিয়েই চলে গেলেন।*

এইভাবে, নাসরতের লোকেরা ঈসাকে হত্যা করার চেষ্টা করেছিল! কেন তারা ঈসাকে হত্যা করার চেষ্টা করেছিল? ঈসা নিজেকে মসীহ্ বলে দাবী করেছিল যার সম্পর্কে আল্লাহ্‌র সকল নবী লিখে গিয়েছিলেন যার কারনে সবাই তাকে হত্যা করার চেষ্টা করেছিল। "সত্য অনেকটা ঝাল মরিচের মত।" {প্রবাদবাক্য} ঈসার সত্য কথা নাসরতের লোকদের এতটাই রাগান্বিত করেছিল যে তারা তাকে পাহাড় থেকে ফেলে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু তারা তা করতে পারেনি কারন ঈসার মৃত্যুর যে সময় আল্লাহ্ নির্ধারণ করেছিলেন তা তখনো আসেনি। প্রবাদবাক্যে আছে, "কাঠুরে গ্রামের প্রধান বৃক্ষটি কেটে ফেলেনি (যেখানে এসে জনগণ মিলিত হয়)। ঈসা মসীহ্ ছিলেন "প্রধান বৃক্ষ!" কতটা বোকা এবং দুষ্ট মানুষ কারণ তারা আল্লাহ্‌র মনোনিত নাজাতদাতা এবং বিচারককে কেঁটে ফেলতে চেয়েছিল! পরবর্তীতে, লোকেরা তাকে হত্যা করেছিল–কিন্তু আল্লাহ্ তাকে তিনদিন পর মৃতদের মধ্য থেকে উঠিয়েছিলেন। আমরা এই সম্পর্কে পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে আরো শিখবো।

এখন কিভাবে আমরা আমাদের আজকের অধ্যয়নকে সংক্ষিপ্ত করতে পারি? আমরা **দুই দলের কাহিনী** শুনেছি। দুই দলই জেনেছেন যে ঈসা নিজেকে মসীহ্ রূপে ঘোষণা করেছেন কিন্তু তাদের দুই দলের প্রতিক্রিয়া দুই ধরনের ছিল।

১) প্রথমত, আমরা উৎসের প্রান্তে মিলিত জেনাকারী সামেরীয় মহিলা এবং সামেরীয়ার লোকদের কথা শুনেছি। তারা আনন্দের সাথে ঈসাকে দুনিয়ার নাজাতদাতা মসীহ্ হিসেবে তাঁর উপর ঈমান এনেছিলেন।

২) যাইহোক, আমরা দ্বিতীয় কাহিনীতে দেখেছি নাসরতের ধার্মিক লোকদের। তারা ঈসার কথাকে অবজ্ঞা করেছিল। যিনি তাদের শহরে বড় হয়েছে তাকে মসীহ্ হিসেবে তারা বিশ্বাস করেনি।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, সামেরীয়ার গুনাহ্‌গার লোকেরা বেহেশতের নাজাতদাতা রূপে ঈসাকে গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু নাসরতে থাকা ধার্মিক লোকেরা ঈসাকে গ্রহণ করেনি।

আপনি কি চিন্তা করছেন? এই দুই দলের মধ্যে আপনি কাদের মত হতে চাইবেন? আপনি কি সামেরীয়ার লোকদের মত হতে চাইবেন **যারা ঈসাকে তাদের জীবনের প্রভু এবং নাজাতদাতা রূপে গ্রহণ করেছিলেন?** নাকি নাসরতের লোকদের মত হতে চাইবেন **যারা এই কথায় ঈমান আনেনি যে ঈসা মসীহ্ বেহেশত থেকে তাদের গুনাহ্ থেকে নাজাত দিতে এসেছিলেন**। আপনি কি মনে করতে পারছেন ঈসা হচ্ছে নাজাতদাতা, যার সম্পর্কে সকল নবীরা লিখে গিয়েছিলেন। আপনি কি তাকে আপনার জীবনের নাজাতদাতা রূপে গ্রহণ করেছেন?

শুনুন, ঈসা মসীহের সম্পর্কে পাক-কিতাব কি বলছেঃ

সেই নূর অন্ধকারের মধ্যে জ্বলছে কিন্তু অন্ধকার নূরকে জয় করতে পারে নি। তিনি দুনিয়াতেই ছিলেন এবং দুনিয়া তাঁর দ্বারাই সৃষ্ট হয়েছিল, তবু দুনিয়ার মানুষ তাঁকে চিনল না। তিনি নিজের দেশে আসলেন, কিন্তু তাঁর নিজের লোকেরাই তাঁকে গ্রহণ করল না। ***তবে যতজন তাঁর উপর ঈমান এনে তাঁকে গ্রহণ করল তাদের প্রত্যেককে তিনি আল্লাহ্‌র সন্তান হবার অধিকার দিলেন।*** *এই লোকদের জন্ম রক্ত থেকে হয় নি, শারীরিক কামনা বা পুরুষের বাসনা থেকেও হয় নি, কিন্তু* ***আল্লাহ্*** *থেকেই হয়েছে।* (ইউহোন্না ১:৫, ১০-১৩ আয়াত)

৬৮ অধ্যায়

দুনিয়ার নাজাতদাতা; ইউহোন্না ৪; লুক ৪

শ্রোতাবন্ধু, আপনি কি আল্লাহ্ হতে জন্মেছেন? আপনি কি সত্যি ঈসার উপর ঈমান এনেছেন? আপনি তাকে আপনার জীবনের প্রভু এবং নাজাতদাতা হিসেবে গ্রহণ করেছেন?

আমাদের আজকেই এখানে থামতে হবে। আমি আপনাদেরকে আমাদের পরবর্তী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য আমন্ত্রন জানাচ্ছি যেখানে আমরা দেখবো ঈসার চিহ্ন কাজ। সেখানে আমরা বুঝতে পারবো, তিনিই দুনিয়ার একমাত্র সত্য নাজাতদাতা...

সামেরীয়ার লোকেরা ঈসাকে চিনতে পেরে যে কথাটি বলেছিল তা স্বরণ করার মধ্য দিয়ে আল্লাহ্ আপনাকে রহমত দান করুন। তারা বলেছিল:

"উনি সত্যিই মানুষের নাজাতদাতা!" (ইউহোন্না ৪:৪২ আয়াত)

৬৯ অধ্যায়
ঈসার অধিকার; মথি ১২; ইউহোন্না ৫

শ্রোতা বন্ধু, আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হউক।

আমরা আপনাকে আল্লাহ্‌র নামে শুভেচ্ছা জানাই। তিনি শান্তির প্রভু। তিনি তার তৈরীকৃত ধার্মিকতার পথ এবং তাঁর সত্যময় শান্তি সম্পর্কে আমাদের জানাতে চান। আজকে আপনার অনুষ্ঠান "ধার্মিকতার পথ" আবারো উপস্থাপন করতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত।

আপনি ইতিমধ্যে জানেন যে আমরা পাক-কিতাবের ইঞ্জিল শরীফ পাঠ করছি যা ঈসা মসীহের সুখবরের সাথে জড়িত। তিনি দুনিয়া পরিদর্শন করেছিলেন যাতে আদমের সন্তানেরা শয়তান, গুনাহ্ এবং চিরস্থায়ী বিচারের হাত থেকে নাজাত পেতে পারে। আমাদের গত অনুষ্ঠানগুলোতে আমরা দেখেছি যে ঈসা ইহুদীদের দেশের বিভিন্ন স্থানে পরিদর্শন করেছিলেন, শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং রোগমুক্ত করেছিলেন। এইভাবে, একটি বিশাল জনগণ তাকে অনুসরণ করেছিল। যাইহোক, বেশিরভাগ ধর্মিয় শাসকেরা তাকে হিংসা করতো, কারণ তাদের ঈসার কথা ভুল প্রমান করার ক্ষমতা ছিল না এবং তাঁর কেরামতি কাজ অস্বীকারও করতে পারতো না।

আজকে আমরা ইঞ্জিল শরীফ থেকে দেখবো কিভাবে ঈসা বিশ্রামবারের দিন ধর্মিয় শাসকদের সম্মুখিন হয়েছিল। বিশ্রামবার ছিল সপ্তাহের শেষদিন। ছয়দিন কাজ করার পর এই দিনটি আল্লাহ্ ইহুদীদের বিশ্রামের জন্য দিয়েছিলেন। যাইহোক, ধর্মিয় শাসকেরা এই দিনের নিয়ম ভাঙ্গার দোষে ঈসাকে দোষী করেছিলেন কারণ ঈসা এই দিনে ভাল কাজ করেছিলেন। তারা এই অজুহাতটি ঈসাকে নিচু করার জন্য ব্যবহার করেছিলেন, কারণ তারা ঈসাকে দোষ দেওয়ার মত কোন কিছু খুজে পাচ্ছিল না।

আসুন মথি লিখিত সুসমাচারের দ্বাদশ অধ্যায় পাঠ করি। কিতাব বলে:

(মথি ১২) ১*একদিন ঈসা একটা শস্যক্ষেতের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন। সেই দিনটা বিশ্রামবার ছিল। তাঁর সাহাবীদের খিদে পেয়েছিল বলে তাঁরা শীষ ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেতে লাগলেন।* ২*তা দেখে ফরীশীরা তাঁকে বললেন, "শরীয়ত মতে বিশ্রামবারে যা করা উচিত নয়, দেখুন, আপনার সাহাবীরা তা-ই করছে।"* ৩*ঈসা তাঁদের বললেন, "দাউদ ও তাঁর সংগীদের যখন খিদে পেয়েছিল তখন তিনি কি করেছিলেন তা কি আপনারা পড়েন নি? তিনি তো আল্লাহ্‌র ঘরে ঢুকে পবিত্র-রুটি খেয়েছিলেন।* ৪*নবী দাউদ ও তাঁর সংগীদের অবশ্য তা খাওয়া উচিত ছিল না, কেবল ইমামেরাই তা খেতে পারতেন।* ৫*এছাড়া আপনারা কি তৌরাত শরীফে পড়েন নি যে, বিশ্রামবারে বায়তুল-মোকাদ্দসের ইমামেরা বিশ্রামবারের নিয়ম ভাংলেও তাঁদের দোষ হয় না?* ৬*আমি আপনাদের বলছি, বায়তুল-মোকাদ্দস থেকেও বড় একজন এখানে আছেন।* ৭*'আমি দয়া দেখতে চাই, পশু-কোরবানী নয়'- কিতাবের এই কথার অর্থ যদি আপনারা জানতেন তবে নির্দোষীদের দোষী করতেন না।* ৮*জেনে রাখুন, ইবনে-আদমই বিশ্রামবারের মালিক।"*

ঈসার একশোর বেশি নাম এবং উপাধি কিতাবে পাওয়া যায়। তার মধ্যে একটি উপাধি আছে যা তিনি প্রায়ই উল্লেখ করতে পছন্দ করতেন "ইব্‌নে-আদম"। ইব্‌নে-আদম উপাধিটি আমাদেরকে স্বরণ করায় যে মসিহ্ নিজেকে আদম-সন্তান রূপে নম্র করেছেন। এটি আমাদের কাছে তার গৌরব প্রকাশ করে, কারণ যিনি নিজেকে মানুষ হিসেবে নম্র করেছেন তিনিই আদম-সন্তানদের অধিকার এবং বিচারের মালিক। একটু চিন্তা করুন! আল্লাহ্‌র কালাম, রূহ্, শক্তি এবং গৌরব পৃথিবীতে এসেছেন এবং একটি দেহ গ্রহণ করেছেন! হ্যাঁ, ঈসা ইব্‌নে-আদম ছিলেন, বিশ্রামবারের কর্তা ছিলেন এবং সমস্ত কিছুর কর্তা ছিলেন। যাইহোক, ফরীশীরা ঈসাকে গ্রহণ করেনি।

আসুন আমরা শুনি তারপর কি হয়েছিল। কিতাব বলে:

৬৯ অধ্যায়
ঈসার অধিকার; মথি ১২; ইউহোন্না ৫

(মথি ১২) [৯]*পরে সেই জায়গা ছেড়ে ঈসা সেই ফরীশীদের মজলিস-খানায় গেলেন।* [১০]*সেখানে একজন লোক ছিল যার একটা হাত শুকিয়ে গিয়েছিল। ঈসাকে দোষী করবার উদ্দেশ্যে ফরীশীরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "শরীয়ত মতে বিশ্রামবারে কি কাউকে সুস্থ করা উচিত?"* [১১]*ঈসা তাঁদের বললেন, "ধরুন, আপনাদের মধ্যে কারও একটা ভেড়া আছে। সেই ভেড়াটা যদি বিশ্রামবারে গর্তে পড়ে যায় তবে কি তিনি তাকে ধরে তুলবেন না?* [১২]*আর ভেড়ার চেয়ে মানুষের দাম তো অনেক বেশী। তাহলে দেখা যায়, বিশ্রামবারে ভাল কাজ করা উচিত।"* [১৩]*তারপর তিনি লোকটিকে বললেন, "তোমার হাত বাড়িয়ে দাও।" সে তার হাতটা বাড়িয়ে দিলে পর সেটা ভাল হয়ে অন্য হাতটার মত হয়ে গেল।* [১৪]*তখন ফরীশীরা বাইরে গেলেন এবং ঈসাকে হত্যা করবার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে পরামর্শ করতে লাগলেন।* [১৫]*সেই পরামর্শে বিষয় জানতে পেরে ঈসা সেখান থেকে চলে গেলেন। তখন অনেক লোক তাঁর পিছনে পিছনে গেল।* [১৬]*তাদের মধ্যে যারা অসুস্থ ছিল তিনি তাদের সবাইকে সুস্থ করলেন......*

আমরা দেখলাম কিভাবে ফরীশীরা ঈসাকে ভূলভাবে দোষ দিয়েছিল কারণ ঈসা তাদের সংস্কৃতিকে সম্মান করেনি। কি ভণ্ডতা! এই ধর্মিয় নেতাদের দিলে ক্ষুদার্থ এবং অসুস্থদের প্রতি কোন মমতা ছিল না। তারা চাইতো যেন লোকেরা তাদের সংস্কৃতি বিশ্বাস করে আর সেটি হচ্ছে বিশ্রামবারে কাজ করা নিষেধ। এটি আল্লাহ্ থেকে এসেছে! যাইহোক, ঈসা তাদের দুষ্ট দিলের কথা জানতেন এবং তাদের স্বরণ করিয়ে দিয়েছিলেন আল্লাহ্ কিতাবে কি বলেছেন, "আমি দয়া দেখতে চাই, পশু কোরবানী নয়, এই কথাটির অর্থ যদি আপনারা জানতেন তবে নির্দোষীকে দোষী করতেন না। জেনে রাখুন, ইব্‌নে-আদমই বিশ্রামবারের মালিক।"

কিতাব বলে:

(মথি ১২) [২২]*পরে লোকেরা ভূতে পাওয়া একজন লোককে ঈসার কাছে আনল। লোকটি অন্ধ এবং বোবা ছিল। ঈসা তাকে ভাল করলেন।* [২৩]*তাতে লোকটি কথা বলতে লাগল ও দেখতে পেল। তখন সব লোকেরা আশ্চর্য হয়ে বলল, "ইনি কি দাউদের সেই বংশধর?"* [২৪]*ফরীশীরা এই কথা শুনে বললেন, "ও তো কেবল ভূতদের বাদশাহ্ বেল্‌সবূলের সাহায্যে ভূত ছাড়ায়।"* [২৫]*ফরীশীদের মনের চিন্তা বুঝতে পেরে ঈসা তাঁদের বললেন, "যে রাজ্য নিজের মধ্যে ভাগ হয়ে যায় সেই রাজ্য ধ্বংস হয়। আর যে শহর বা পরিবার নিজের মধ্যে ভাগ হয়ে যায় সেই শহর বা পরিবার টেকে না।* [২৬]*শয়তান যদি শয়তানকেই বের করে দেয় তবে সে তো নিজের মধ্যেই ভাগ হয়ে গেল। তাহলে তার রাজ্য কি করে টিকবে?* [২৭]*আমি যদি বেল্‌সবূলের সাহায্যেই ভূত ছাড়াই তবে আপনাদের লোকেরা কার সাহায্যে তাদের ছাড়ায়? আপনারা ঠিক কথা বলছেন কি না, আপনাদের লোকেরাই তা বিচার করবে।* [২৮]*কিন্তু আমি যদি আল্লাহর রূহের সাহায্যে ভূত ছাড়াই তবে আল্লাহর রাজ্য তো আপনাদের কাছে এসে গেছে।*

(ইউহোন্না ৫) [১]*এই সব ঘটনার পরে ঈসা জেরুজালেমে গেলেন, কারণ সেই সময় ইহুদীদের একটা ঈদ ছিল।* [২]*জেরুজালেমে মেষ-দরজার কাছে একটা পুকুর আছে; সেখানে পাঁচটা ছাদ-দেওয়া জায়গা আছে। হিব্রু ভাষায় পুকুরটার নাম বেথেস্‌দা।* [৩]*সেই সব জায়গায় অনেক রোগী পড়ে থাকত। অন্ধ, খোঁড়া, এমন কি শরীর যাদের একেবারে শুকিয়ে গেছে তেমন লোকও তাদের মধ্যে ছিল।* [৪]*একজন ফেরেশতা সময়ে সময়ে ঐ পুকুরে নেমে এসে পানি কাঁপাতেন, আর তার পরেই যে প্রথমে পানির মধ্যে নামত তার যে কোন রোগ ভাল হয়ে যেত। ঐ সব রোগীরা পানি কাঁপবার অপেক্ষায় সেখানে পড়ে থাকত।* [৫]*আটত্রিশ বছর ধরে রোগে ভুগছে তেমন একজন লোকও সেখানে ছিল।* [৬]*অনেক দিন ধরে সে এইভাবে পড়ে আছে জেনে ঈসা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার কি ভাল হবার ইচ্ছা আছে?"* [৭]*রোগীটি জবাব দিল, "আমার এমন কেউ নেই যে, পানি কেঁপে উঠবার সংগে সংগে আমাকে পুকুরে নামিয়ে দেয়। আমি যেতে না যেতেই আর একজন আমার আগে নেমে পড়ে।"* [৮]*ঈসা তাকে বললেন, "ওঠো, তোমার বিছানা তুলে নিয়ে হেঁটে*

৬৯ অধ্যায়

ঈসার অধিকার; মথি ১২; ইউহোন্না ৫

বেড়াও।" ৯তখনই সেই লোকটি ভাল হয়ে গেল ও তার বিছানা তুলে নিয়ে হাঁটতে লাগল। সেই দিনটা ছিল বিশ্রামবার।
১০এইজন্য যে লোকটিকে ভাল করা হয়েছিল তাকে ইহুদী নেতারা বললেন, "আজ বিশ্রামবার; শরীয়ত মতে বিছানা
তুলে নেওয়া তোমার উচিত নয়।" ১১তখন সে সেই নেতাদের বলল, "কিন্তু যিনি আমাকে ভাল করেছেন তিনিই
আমাকে বলেছেন, 'তোমার বিছানা তুলে নিয়ে হেঁটে বেড়াও।' " ১২তাঁরা সেই লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কে সেই
লোক, যে তোমাকে বলেছে, 'তোমার বিছানা তুলে নিয়ে হেঁটে বেড়াও'?" ১৩কিন্তু যে লোকটি ভাল হয়েছিল সে জানত
না তিনি কে, কারণ সেই জায়গায় অনেক লোক ভিড় করেছিল বলে ঈসা চলে গিয়েছিলেন। ১৪এর পরে ঈসা সেই
লোকটিকে বায়তুল-মোকাদ্দসে দেখতে পেয়ে বললেন, "দেখ, তুমি ভাল হয়েছ। গুনাহে জীবন আর কাটায়ো না,
যেন তোমার আরও ক্ষতি না হয়।" ১৫তখন সেই লোকটি গিয়ে ইহুদী নেতাদের বলল যে, তাকে যিনি ভাল করেছেন
তিনি ঈসা। ১৬বিশ্রামবারে ঈসা এই সব কাজ করছিলেন বলে ইহুদী নেতারা তাঁকে মেরে ফেলতে চেষ্টা করলেন।
১৭তখন তিনি সেই নেতাদের বললেন, "আমার পিতা সব সময় কাজ করছেন এবং আমিও করছি।" ১৮ঈসার এই কথার
জন্য ইহুদী নেতারা তাঁকে হত্যা করবার জন্য উঠে পড়ে লাগলেন, কারণ তিনি যে কেবল বিশ্রামবারের নিয়ম ভাংছিলেন
তা নয়, আল্লাহকে নিজের পিতা বলে ডেকে নিজেকে আল্লাহর সমানও করছিলেন।

এখানে থামা যাক। কেন ধর্মিয় নেতারা ঈসাকে বিরক্ত করেছিলেন এবং তাকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন? ঈসা বিশ্রামবারের বিরুদ্ধে কাজ করেছিলেন বলে কি তারা ঈসাকে হত্যা করতে চেয়েছিল? এটি আসলে সঠিক কারণ ছিল না। তারা এইজন্য ঈসাকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন কারণ **ঈসা বলেছিলেন আল্লাহ্ তাঁর আব্বা**। তারা এটি গ্রহণ করতে পারিনি যে ঈসা হচ্ছেন সেই মসীহ্ যিনি আল্লাহ্র উপস্থিতিতে এসেছেন। যার কারনে তারা বলেছেন, ঈসা কুফরী করছে {অর্থাৎ আল্লাহ্কে নিন্দা করা} এবং চিৎকার করে বলেছিলেন, তাকে হত্যা কর।

কিন্তু কিতাব বলে:

(ইউহোন্না ৫) *১৯এতে ঈসা সেই নেতাদের বললেন, "আমি সত্যিই আপনাদের বলছি, **পুত্র** নিজ থেকে কিছুই*
করতে পারেন না। পিতাকে যা করতে দেখেন কেবল তা-ই করতে পারেন, কারণ পিতা যা করেন পুত্রও তা-ই
করেন। ২০পিতা পুত্রকে মহব্বত করেন এবং তিনি নিজে যা কিছু করেন সমস্তই পুত্রকে দেখান। তিনি এগুলোর
চেয়ে আরও মহৎ মহৎ কাজ পুত্রকে দেখাবেন, যেন পুত্রকে সেই সব কাজ করতে দেখে আপনারা আশ্চর্য হন।
২১পিতা যেমন মৃতদের জীবন দিয়ে উঠান ঠিক তেমনি পুত্রও যাকে ইচ্ছা করেন তাকে জীবন দেন। ২২পিতা কারও
বিচার করেন না, কিন্তু সমস্ত বিচারের ভার পুত্রকে দিয়েছেন, ২৩যেন পিতাকে যেমন সবাই সম্মান করে তেমনি
পুত্রকেও সম্মান করে। পুত্রকে যে সম্মান করে না, যিনি তাঁকে পাঠিয়েছেন সেই পিতাকেও সে সম্মান করে না।
২৪"আমি আপনাদের সত্যিই বলছি, আমার কথা যে শোনে এবং আমাকে যিনি পাঠিয়েছেন তাঁর কথায় ঈমান
আনে, তার অনন্ত জীবন আছে। তাকে দোষী বলে স্থির করা হবে না; সে তো মৃত্যু থেকে জীবনে পার হয়ে গেছে।
*৩১"আমিই যদি আমার নিজের পক্ষে **সাক্ষ্য** দিই তবে আমার সেই সাক্ষ্য সত্যি নয়। ৩২অন্য একজন আছেন যিনি*
*আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছেন, আর আমি জানি আমার বিষয়ে তিনি যে সাক্ষ্য দেন তা সত্য। ৩৩আপনারা **ইয়াহিয়ার***
কাছে জিজ্ঞাসা করে পাঠিয়েছিলেন, আর তিনি সত্যের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছেন। ৩৪অবশ্য আমি মানুষের সাক্ষ্যের
উপর ভরসা করি না, কিন্তু যেন আপনারা নাজাত পান সেইজন্য এই সব কথা বলছি। ৩৫ইয়াহিয়াই ছিলেন সেই
জ্বলন্ত বাতি যা আলো দিচ্ছিল; আপনারা কিছু সময়ের জন্য তাঁর সেই আলোতে আনন্দ করতে রাজী হয়েছিলেন।
*৩৬কিন্তু ইয়াহিয়ার সাক্ষ্যের চেয়ে আরও বড় সাক্ষ্য আমার আছে, কারণ পিতা আমাকে যে **কাজগুলো** করতে*
দিয়েছেন সেগুলোই আমি করছি। আর সেগুলো আমার বিষয়ে এই সাক্ষ্য দেয় যে, পিতাই আমাকে পাঠিয়েছেন।
*৩৭সেই **পিতা**, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তিনি নিজেই আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছেন। আপনারা কখনও তাঁর*
গলার আওয়াজও শোনেন নি, চেহারাও দেখেন নি। ৩৮তা ছাড়া তাঁর কালাম আপনাদের দিলে থাকে না, কারণ

*তিনি যাঁকে পাঠিয়েছেন তাঁর উপর আপনারা ঈমান আনেন নি। [৩৯]আপনারা **পাক-কিতাব** খুব মনোযোগ দিয়ে*
তেলাওয়াত করেন, কারণ আপনারা মনে করেন তার দ্বারা অনন্ত জীবন পাবেন। কিন্তু সেই কিতাব তো আমারই
বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়; [৪০]তবুও আপনারা জীবন পাবার জন্য আমার কাছে আসতে চান না। [৪১]"আমি মানুষের প্রশংসা
পাবার চেষ্টা করি না, [৪২]কিন্তু আমি আপনাদের জানি। আমি জানি আপনাদের দিলে আল্লাহ্‌র প্রতি মহব্বত নেই।
[৪৩]আমি আমার পিতার নামে এসেছি আর আপনারা আমাকে গ্রহণ করছেন না; কিন্তু অন্য কেউ যদি তার নিজের
নামে আসে তাকে আপনারা গ্রহণ করবেন। [৪৪]আপনারা একজন অন্যজনের কাছ থেকে প্রশংসা পাবার আশা
করেন, কিন্তু যে প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্‌র কাছ থেকে পাওয়া যায় তার চেষ্টাও করেন না। এর পরে আপনারা
কেমন করে ঈমান আনতে পারেন? [৪৫]মনে করবেন না যে, পিতার কাছে আমি আপনাদের দোষী করব; কিন্তু যে
মূসার উপরে আপনারা আশা করে আছেন সেই মূসাই আপনাদের দোষী করছেন। [৪৬]যদি আপনারা মূসাকে বিশ্বাস
*করতেন তবে আমাকেও বিশ্বাস করতেন, কারণ **মূসা** নবী তো আমারই বিষয়ে লিখেছেন। [৪৭]কিন্তু যখন তাঁর*
লেখায়ই আপনারা বিশ্বাস করেন না তখন কেমন করে আমার কথায় বিশ্বাস করবেন?"

আপনারা কি শুনেছেন যে, কিভাবে ঈসা সেই ফরীশীদের আবারো প্রমান দিলেন, যারা তাকে হত্যা করতে চেয়েছিল? **যারা আল্লাহ্‌র পাঠানো মসীহকে অস্বীকার করে** তারা মসীহের কালাম এবং কাজকে **অস্বীকার করে;** তারা **ইয়াহিয়া** নবীর সাক্ষ অস্বীকার করে; **মূসা** নবীর সাক্ষ অস্বীকার করে এবং কিতাবের সাক্ষ অস্বীকার করে। সংক্ষেপে বলা যায়, যারা মসীহ্‌কে অস্বীকার করে তারা **আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করে**। যারা পুত্রকে অসম্মান করে তারা পিতাকে অসম্মান করে যিনি তাকে পাঠিয়েছেন। ঈসার কালাম এবং কর্তৃত্ব অস্বীকার করার অর্থ হচ্ছে আল্লাহ্‌র কালাম এবং কর্তৃত্ব অস্বীকার করা। ঈসা ছিলেন আল্লাহ্‌র কালাম এবং তাঁর কাছে আল্লাহ্‌ সকল বিচার এবং কর্তৃত্বের ভার দিয়েছেন। যারা আল্লাহ্‌ এবং তাঁর নবীদের উপর সত্যিকার অর্থে ঈমান আনে তারা অবশ্যই ঈসার উপর ঈমান আনে যিনি বেহেশত থেকে আসা মসীহ্‌ কারণ আল্লাহ্‌র সকল নবী তাঁর সম্পর্কে সাক্ষি দিয়েছেন। যারা নবীদের লিখনিতে বিশ্বাস করে তারা এটাও বিশ্বাস করে এবং জানে যে মরিয়মের ছেলে ঈসাকে আল্লাহ্‌ দুনিয়ার নাজাতদাতা হিসেবে মনোনিত করেছেন। এইভাবে ঈসা ধর্মিয় নেতাদের কথাটি বলছিলেন:

(ইউহোন্না ৫) *[৩৯]আপনারা **পাক-কিতাব** খুব মনোযোগ দিয়ে তেলাওয়াত করেন, কারণ আপনারা মনে করেন তার*
*দ্বারা অনন্ত জীবন পাবেন। **কিন্তু সেই কিতাব তো আমারই বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়;** [৪০]তবুও আপনারা জীবন পাবার জন্য*
আমার কাছে আসতে চান না। [৪৫]মনে করবেন না যে, পিতার কাছে আমি আপনাদের দোষী করব; কিন্তু যে মূসার
উপরে আপনারা আশা করে আছেন সেই মূসাই আপনাদের দোষী করছেন। [৪৬]যদি আপনারা মূসাকে বিশ্বাস করতেন
*তবে আমাকেও বিশ্বাস করতেন, কারণ **মূসা** নবী তো আমারই বিষয়ে লিখেছেন। [৪৭]**কিন্তু যখন তাঁর লেখায়ই আপনারা***
বিশ্বাস করেন না তখন কেমন করে আমার কথায় বিশ্বাস করবেন?"

আহ্‌, আমরা যেন এই কালামগুলো খুব সতর্কতার সাথে গ্রহণ করি কারণ আল্লাহ্‌ আমাদের এই কালামগুলোর অর্থ সম্পর্কে অন্তদৃষ্টি দিতে চায়। আল্লাহ্‌ চায় যেন আমাদের দিলে সত্য থাকে। যদি আমরা নবীদের উপর ঈমান এনে থাকি তাহলে আমাদের তাঁর উপরেও ঈমান আনতে হবে **যার বিষয়ে সবাই সাক্ষি দিয়েছে,** তিনি হচ্ছেন **ঈসা মসীহ্‌!**

বন্ধু, আজকে একটি প্রশ্নের দ্বারা আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নেবো: আপনি কি **সত্যিই** নবীদেরকে বিশ্বাস করেন? বেশিরভাগ মানুষই একজনের সাক্ষিতে দ্রুত বিশ্বাস করে ফেলে কিন্তু আশ্চর্যভাবে, অল্প মানুষ আছে যারা আল্লাহ্‌র নবীদের উপর বিশ্বাস করে যারা কিতাব রচনা করেছেন। আপনি কোন পর্যায়ে আছেন? *"আপনি কি নবীদের বিশ্বাস করেন?"* (প্রেরিত ২৬:২৭ আয়াত)

৬৯ অধ্যায়
ঈসার অধিকার; মথি ১২; ইউহোন্না ৫

শ্রোতাবন্ধু, এখানেই আজকে আপনাদের বিদায় জানাতে হচ্ছে কারণ আমাদের সময় শেষ। যাইহোক, আপনাদেরকে আমাদের আগামী অনুষ্ঠানে আমন্ত্রন জানাচ্ছি যেখানে আমরা ঈসা মসীহের চমৎকার কাহিনী চালিয়ে যাবো... প্রভু ঈসা ফরীশীদের যা বলেছিলেন তা গ্রহনের মাধ্যমে যেন আল্লাহ্ আপনাকে রহমত দান করে এবং কথা বলে:

"কিন্তু যখন তাঁর (মূসা নবীর) লেখায়ই আপনারা বিশ্বাস করেন না তখন কেমন করে আমার কথায় বিশ্বাস করবেন?" (ইউহোন্না ৫:৪৭ আয়াত)

৭০ অধ্যায়

ঈসার ক্ষমতা; মার্ক ৪-৬; মথি ৯, ১০

শ্রোতা বন্ধু, আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হউক।

আমরা আপনাকে আল্লাহ্‌র নামে শুভেচ্ছা জানাই। তিনি শান্তির প্রভু। তিনি তার তৈরীকৃত ধার্মিকতার পথ এবং তাঁর সত্যময় শান্তি সম্পর্কে আমাদের জানাতে চান। আজকে আপনার অনুষ্ঠান *"ধার্মিকতার পথ"* আবারো উপস্থাপন করতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত।

আমাদের গত অনুষ্ঠানে আমরা দেখেছি যে, **ধর্মিয় নেতারা ঈসার বিরুদ্ধে গিয়ে তাকে হত্যা করতে চেয়েছিল কারণ তিনি বলেছিলেন আল্লাহ্ তাঁর আব্বা আর এই কথা বলে তিনি নিজেকে আল্লাহ্‌র বরাবর করেছিলেন।** একটি বিশাল জনসংখ্যা প্রভু ঈসাকে অনুসরণ করতো। এই জনসংখ্যার অনেকেই ঈসার উপর ঈমান আনতো এবং অনেকেই ঈসার উপর ঈমান আনতো না। ঈসা ঈমানদারদের মধ্য থেকে বারোজন সাহাবী (দূত) বাছাই করেছিলেন যেন তারা তাঁর সাথে থাকতে পারেন, তাদেরকে শিক্ষা দিতে পারেন এবং তাদেরকে সুখবর প্রচারের জন্য পাঠাতে পারেন। যে বারোজন প্রেরিতকে ঈসা বাছাই করেছিলেন সেই বারোজন প্রেরিতের নাম এই: *প্রথম, শিমোন যাঁকে পিতর বলা হয়, তারপর তাঁর ভাই আন্দ্রিয়; সিবদিয়ের ছেলে ইয়াকুব ও তাঁর ভাই ইউহোন্না; ফিলিপ ও বর্থলময়; থোমা ও খাজনা-আদায়কারী মথি; আল্‌ফেয়ের ছেলে ইয়াকুব ও থদ্দেয়; মৌলবাদী শিমোন এবং ঈসাকে যে শত্রুদের হাতে ধরিয়ে দিয়েছিল সেই এহুদা ইষ্কারিয়োৎ।* (মথি ১০:২-৪ আয়াত) এই বারোজন সাহাবীকে ঈসা সঙ্গী করেছিলেন। **কিছু মহিলা** ছিলেন যারা সবসময় ঈসাকে অনুসরণ করতো: এঁরা হলেন মরিয়ম, যাঁকে মগ্‌দলীনী বলা হত ও যাঁর মধ্য থেকে সাতটা ভূত বের হয়ে গিয়েছিল; বাদশাহ্ হেরোদের কর্মচারী কূষের স্ত্রী যোহানা; শোশন্না এবং আরও অনেক স্ত্রীলোক। ঈসা ও তাঁর সাহাবীদের সেবা-যত্নের জন্য এঁরা সবাই নিজের টাকা-পয়সা থেকে খরচ করতেন। (লুক ৮:২, ৩ আয়াত দেখুন)

আমরা ইতিমধ্যে দেখেছি ঈসার শিক্ষায় সকল লোক আশ্চর্য হত কারণ তিনি অধিকারের সাথে শিক্ষা দিতেন যা ধর্মিয় ওস্তাদেরা দিতে পারতো না। ঈসার অধিকার শুধু সাধারণ কালামে সীমাবদ্ধ ছিল না কিন্তু তাঁর শক্তিশালী কাজের মধ্যেও তা প্রকাশ পেত। কিতাব বলে: *"আল্লাহর রাজ্য তো কথার ব্যাপার নয়, তা শক্তির ব্যাপার।"* (১ করিন্থিয় ৪:২০ আয়াত) আজকের অধ্যায়ে আমরা দেখবো কিভাবে ঈসা সমস্ত সৃষ্টি এবং সমস্ত শক্তির উপর ক্ষমতা এবং কর্তৃত্ব পেয়েছেন।

মার্ক লিখিত সুসমাচারের চতুর্থ অধ্যায় শুরু করছি। কিতাব বলে:

(মার্ক ৪) *৩৫সেই দিন সন্ধ্যাবেলা ঈসা তাঁর সাহাবীদের বললেন, "চল, আমরা সাগরের ওপারে যাই।" ৩৬তখন সাহাবীরা লোকদের ছেড়ে ঈসা যে নৌকায় ছিলেন সেই নৌকাতে করে তাঁকে নিয়ে চললেন। অবশ্য সেখানে আরও অন্য নৌকাও ছিল। ৩৭নৌকা যখন চলছিল তখন একটা **ভীষণ ঝড় উঠল** এবং ঢেউগুলো নৌকার উপর এমনভাবে আছড়ে পড়ল যে, নৌকা পানিতে ভরে উঠতে লাগল। ৩৮ঈসা কিন্তু নৌকার পিছন দিকে একটা বালিশের উপর মাথা রেখে ঘুমাচ্ছিলেন। সাহাবীরা তাঁকে জাগিয়ে বললেন, "হুজুর, আমরা যে মারা পড়ছি সেদিকে কি আপনার খেয়াল নেই?" ৩৯ঈসা উঠে বাতাসকে ধমক দিলেন এবং সাগরকে বললেন, **"থাম, শান্ত হও।"** তাতে বাতাস থেমে গেল ও সব কিছু খুব শান্ত হয়ে গেল। ৪০তিনি সাহাবীদের বললেন, "তোমরা ভয় পাও কেন? এখনও কি তোমাদের বিশ্বাস হয় নি?" ৪১এতে সাহাবীরা ভীষণ ভয় পেলেন এবং নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলেন, **"ইনি কে যে, বাতাস এবং সাগরও তাঁর কথা শোনে?"***

(মার্ক ৫) *১তারপর ঈসা ও তাঁর সাহাবীরা গালীল সাগর পার হয়ে গেরাসেনীদের এলাকায় গেলেন। ২ঈসা নৌকা থেকে নামতেই **ভূতে পাওয়া একজন লোক** কবরস্থান থেকে বের হয়ে তাঁর সামনে আসল। ৩লোকটা কবরস্থানেই থাকত এবং শিকল দিয়েও কেউ আর তাকে বেঁধে রাখতে পারত না। ৪তার হাত-পা প্রায়ই শিকল দিয়ে বাঁধা হত, কিন্তু সে শিকল ছিঁড়ে ফেলত এবং পায়ের বেড়ী ভেংগে ফেলত। কেউই তাকে সামলাতে পারত না। ৫সে দিনরাত কবরে কবরে ও পাহাড়ে পাহাড়ে চিৎকার করে বেড়াত এবং পাথর দিয়ে নিজেই নিজের শরীর কাটত।*

৭০ অধ্যায়

ঈসার ক্ষমতা; মার্ক ৪-৬; মথি ৯, ১০

৬ঈসাকে দূর থেকে দেখে সে দৌড়ে এসে তাঁর পায়ের উপর উবুড় হয়ে পড়ল, আর সে চিৎকার করে বলল, "আল্লাহ্‌তা'লার পুত্র ঈসা, আমার সংগে আপনার কি দরকার? আমি আপনাকে আল্লাহ্‌র কসম দিয়ে বলছি, আপনি আমাকে যন্ত্রণা দেবেন না।" ৮সে এই কথা বলল কারণ ঈসা তাকে বলেছিলেন, "ভূত, এই লোকটির মধ্য থেকে বের হয়ে যাও।" ৯ঈসা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার নাম কি?" সে বলল, "আমার নাম বাহিনী, কারণ আমরা অনেকে আছি।" ১০সে ঈসাকে বারবার কাকুতি-মিনতি করে বলল যেন তিনি সেই এলাকা থেকে তাদের বের করে না দেন। ১১সেই সময় সেই জায়গার কাছে পাহাড়ের গায়ে খুব বড় এক পাল শূকর চরছিল। ১২ভূতেরা ঈসাকে মিনতি করে বলল, "ঐ শূকরের পালের মধ্যে আমাদের পাঠিয়ে দিন; ওদের মধ্যে আমাদের ঢুকতে দিন।" ১৩ঈসা অনুমতি দিলে পর সেই ভূতেরা বের হয়ে শূকরগুলোর মধ্যে গেল। তাতে সমস্ত শূকর ঢালু পার দিয়ে জোরে দৌড়ে গেল এবং সাগরের মধ্যে পড়ে ডুবে মরল। সেই পালের মধ্যে প্রায় দু'হাজার শূকর ছিল। ১৪যারা শূকর চরাচ্ছিল তারা তখন পালিয়ে গিয়ে গ্রামে এবং তার আশেপাশের সব জায়গায় এই খবর দিল। তখন লোকেরা দেখতে আসল কি হয়েছে। ১৫**তারা ঈসার কাছে এসে দেখল, যাকে অনেকগুলো ভূতে পেয়েছিল সেই লোকটা কাপড়-চোপড় পরে সুস্থ মনে বসে আছে। এ দেখে লোকেরা ভয় পেল।** ১৬এই ঘটনা যারা দেখেছিল তারা সেই ভূতে পাওয়া লোকটার বিষয় ও সেই শূকরগুলোর বিষয় লোকদের জানাল। ১৭এতে লোকেরা ঈসাকে অনুরোধ করতে লাগল যেন তিনি তাদের এলাকা ছেড়ে চলে যান। ১৮ঈসা যখন নৌকায় উঠছিলেন তখন যাকে ভূতে পেয়েছিল সেই লোকটি তাঁর সংগে যাবার জন্য মিনতি করতে লাগল। ১৯কিন্তু ঈসা তাঁকে এই বলে বিদায় করলেন, "তুমি তোমার বাড়ীতে ফিরে যাও এবং মাবুদ তোমার জন্য কত বড় কাজ করেছেন ও তোমার উপর কত দয়া দেখিয়েছেন তা গিয়ে তোমার বাড়ীর লোকদের বল।" ২০লোকটি তখন চলে গেল এবং ঈসা তার জন্য কত বড় কাজ করেছেন তা দেকাপলি এলাকায় বলে বেড়াতে লাগল। **তাতে সবাই আশ্চর্য হল।** ২১ঈসা যখন নৌকায় করে আবার সাগরের অন্য পারে গেলেন তখন তাঁর চারপাশে অনেক লোক এসে ভিড় করল। তিনি তখনও সাগরের পারে ছিলেন। ২২সেই সময় যায়ীর নামে ইহুদী মজলিস-খানার একজন নেতা সেখানে আসলেন এবং ঈসাকে দেখে তাঁর পায়ের উপর উবুড় হয়ে পড়লেন। ২৩তিনি ঈসাকে মিনতি করে বললেন, "আমার মেয়েটা মারা যাবার মত হয়েছে। আপনি এসে তার উপর আপনার হাত রাখুন; তাতে সে সুস্থ হয়ে উঠবে।" ২৪তখন ঈসা তাঁর সংগে চললেন। অনেক লোক ঈসার সংগে সংগে যাচ্ছিল এবং তাঁর চারপাশে ঠেলাঠেলি করছিল। ২৫সেই ভিড়ের মধ্যে **একজন স্ত্রীলোক ছিল যে বারো বছর ধরে রক্তস্রাব রোগে ভুগছিল।** ২৬অনেক ডাক্তারের হাতে সে অনেক কষ্ট পেয়েছিল, আর তার যা কিছু ছিল সবই সে খরচ করেছিল, কিন্তু ভাল হবার বদলে দিন দিনই তার অবস্থা খারাপ হচ্ছিল। ২৭ঈসার বিষয় শুনে সে ভিড়ের মধ্যেই ঈসার ঠিক পিছনে এসে **তাঁর চাদরটা ছুঁলো**, ২৮কারণ সে ভেবেছিল যদি কেবল তাঁর কাপড় সে ছুঁতে পারে তাহলেই সে ভাল হয়ে যাবে। ২৯ঈসার চাদরটা ছোঁয়ার সংগে সংগেই **তার রক্তস্রাব বন্ধ হল** এবং সে তার নিজের শরীরের মধ্যেই বুঝল তার অসুখ ভাল হয়ে গেছে। ৩০ঈসা তখনই বুঝলেন তাঁর মধ্য থেকে শক্তি বের হয়েছে। সেইজন্য তিনি ভিড়ের চারদিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "কে আমার কাপড় ছুঁলো?" ৩১তাঁর সাহাবীরা বললেন, "আপনি তো দেখছেন লোকে আপনার চারপাশে ঠেলাঠেলি করছে, আর তবুও আপনি বলছেন, কে আপনাকে ছুঁলো?" ৩২এই কাজ কে করেছে তা দেখবার জন্য তবুও ঈসা চারদিকে তাকাতে লাগলেন। ৩৩সেই স্ত্রীলোকটির যা হয়েছে তা বুঝে সে কাঁপতে কাঁপতে এসে ঈসার পায়ে পড়ল এবং সব বিষয় জানাল। ৩৪ঈসা তাঁকে বললেন, "মা, তুমি বিশ্বাস করেছ বলে সুস্থ হয়েছ। শান্তিতে চলে যাও, তোমার আর এই কষ্ট না হোক।" ৩৫ঈসা তখনও কথা বলছিলেন, এমন সময় সেই মজলিস-খানার নেতা যায়ীরের ঘর থেকে কয়েকজন লোক এসে যায়ীরকে বলল, **"আপনার মেয়েটা মারা গেছে;** হুজুরকে আর কষ্ট দেবেন না।" ৩৬সেই লোকগুলোর কথা শুনে ঈসা যায়ীরকে বললেন, "ভয় করবেন না, কেবল বিশ্বাস করুন।" ৩৭ঈসা কেবল পিতর, ইয়াকুব ও ইয়াকুবের ভাই ইউহোন্নাকে তাঁর সংগে নিলেন। ৩৮পরে যায়ীরের বাড়ীতে এসে তিনি দেখলেন খুব গোলমাল হচ্ছে। লোকেরা জোরে জোরে কান্নাকাটি করছে। ৩৯ঈসা ভিতরে গিয়ে লোকদের বললেন, "আপনারা কেন গোলমাল ও কান্নাকাটি করছেন? মেয়েটি মারা যায় নি, ঘুমাচ্ছে।" ৪০এই কথা শুনে লোকেরা হাসাহাসি

৭০ অধ্যায়
ঈসার ক্ষমতা; মার্ক ৪-৬; মথি ৯ , ১০

করতে লাগল। তখন ঈসা তাদের সবাইকে ঘর থেকে বাইরে যেতে বললেন। তারপর তিনি মেয়েটির মা-বাবা
এবং তাঁর সংগের সাহাবীদের নিয়ে মেয়েটি যে ঘরে ছিল সেই ঘরে ঢুকলেন। [৪১]মেয়েটির বয়স ছিল বারো বছর।
ঈসা মেয়েটির হাত ধরে বললেন, "টালিথা কুম," অর্থাৎ **"খুকী, তোমাকে বলছি, ওঠো।" আর তখনই মেয়েটি**
উঠে হেঁটে বেড়াতে লাগল। এতে তাঁরা খুব আশ্চর্য হয়ে গেলেন। [৪৩]এই ঘটনার কথা কাউকে না জানাবার জন্য
ঈসা কড়া হুকুম দিলেন এবং মেয়েটিকে কিছু খেতে দিতে বললেন।

(মথি ৯) [২৭]ঈসা সেই জায়গা ছেড়ে চলে যাবার সময় **দু'জন অন্ধ** লোক তাঁর পিছনে পিছনে চলল। তারা চিৎকার
করে বলতে লাগল, "দাউদের বংশধর, আমাদের দয়া করুন।" [২৮]ঈসা ঘরে ঢুকলে পর সেই অন্ধ লোকেরা তাঁর
কাছে আসল। তখন তিনি তাদের বললেন, "তোমরা কি বিশ্বাস কর যে, আমি এই কাজ করতে পারি?" তারা
বলল, "জ্বী হুজুর, করি।" [২৯]তিনি তাদের চোখ ছুঁয়ে বললেন, "তোমরা যেমন বিশ্বাস করেছ তোমাদের প্রতি
তেমনই হোক।" [৩০]**আর তখনই তাদের চোখ খুলে গেল।** ঈসা খুব কঠোরভাবে তাদের বললেন, "দেখো, কেউ
যেন জানতে না পারে।" [৩১]কিন্তু তারা বাইরে গিয়ে সেই এলাকার সমস্ত জায়গায় ঈসার খবর ছড়িয়ে দিল। [৩২]**সেই**
দু'জন লোক যখন চলে যাচ্ছিল তখন লোকেরা ভূতে পাওয়া একজন বোবা লোককে ঈসার কাছে আনল। [৩৩]ঈসা
সেই ভূতকে ছাড়াবার পর **লোকটা কথা বলতে লাগল। তাতে সবাই আশ্চর্য হয়ে বলল,** "ইসরাইল দেশে আর
কখনও এই রকম দেখা যায় নি।" [৩৪]তখন ফরীশীরা বললেন, "সে ভূতদের বাদশাহর সাহায্যে ভূত ছাড়ায়।"

(মার্ক ৬) [১]এর পর ঈসা সেই জায়গা ছেড়ে নিজের গ্রামে গেলেন, [২]আর তাঁর সাহাবীরাও তাঁর সংগে গেলেন।
বিশ্রামবারে তিনি মজলিস-খানায় গিয়ে শিক্ষা দিতে লাগলেন। অনেক লোক তাঁর কথা শুনে আশ্চর্য হয়ে বলতে
লাগল, **"এই লোক কোথা থেকে এই সব পেল?** এই যে জ্ঞান তাকে দেওয়া হয়েছে, **এ-ই বা কি? আবার সে**
অলৌকিক চিহ্ন-কাজও করছে। [৩]এ কি সেই ছুতার মিস্ত্রি নয়? এ কি মরিয়মের ছেলে নয়? ইয়াকুব, ইউসুফ,
এহুদা ও শিমোনের ভাই নয়? তার বোনেরা কি এখানে আমাদের মধ্যে নেই?" এইভাবে ঈসাকে নিয়ে লোকদের
মনে বাধা আসতে লাগল। [৪]তখন ঈসা তাদের বললেন, "নিজের গ্রাম, নিজের আত্মীয়-স্বজন ও নিজের বাড়ী
ছাড়া আর সব জায়গাতেই নবীরা সম্মান পান।" [৫]তারপর তিনি কয়েকজন অসুস্থ লোকের উপর হাত রেখে তাদের
সুস্থ করলেন, কিন্তু সেখানে আর কোন অলৌকিক চিহ্ন-কাজ করা সম্ভব হল না। [৬]**লোকেরা তাঁর উপর ঈমান**
আনল না দেখে তিনি খুব আশ্চর্য হলেন। এর পরে ঈসা গ্রামে গ্রামে গিয়ে লোকদের শিক্ষা দিতে লাগলেন। [৭]পরে
তিনি তাঁর সেই বারোজন সাহাবীকে নিজের কাছে ডাকলেন এবং তবলিগ করবার জন্য দু'জন দু'জন করে পাঠিয়ে
দিলেন। তিনি ভূতদের উপরে তাঁদের ক্ষমতা দিলেন। [৮]যাত্রাপথের জন্য একটা লাঠি ছাড়া আর কিছুই তিনি
সাহাবীদের নিতে দিলেন না। রুটি, থলি, কোমর-বাঁধনিতে পয়সা পর্যন্ত নিতে তিনি তাঁদের নিষেধ করলেন।

(মথি ১০) [১৬]"দেখ, আমি নেকড়ে **বাঘের মধ্যে ভেড়ার মত** তোমাদের পাঠাচ্ছি। এইজন্য সাপের মত সতর্ক এবং
কবুতরের মত সরল হও। [১৭]সাবধান থেকো, কারণ মানুষ বিচার-সভার লোকদের হাতে তোমাদের ধরিয়ে দেবে
এবং তাদের মজলিস-খানায় তোমাদের বেত মারবে। [২৮]**যারা কেবল শরীরটা মেরে ফেলতে পারে কিন্তু রূহকে**
মারতে পারে না তাদের ভয় কোরো না। যিনি শরীর ও রূহ দু'টাই জাহান্নামে ধ্বংস করতে পারেন বরং তাঁকেই
ভয় কর। [৩৪]"আমি দুনিয়াতে শান্তি দিতে এসেছি এই কথা মনে কোরো না। আমি শান্তি দিতে আসি নি বরং
মানুষকে মানুষের বিরুদ্ধে দাঁড় করাতে এসেছি; [৩৫]ছেলেকে বাবার বিরুদ্ধে, মেয়েকে মায়ের বিরুদ্ধে, স্ত্রীকে
শাশুড়ীর বিরুদ্ধে দাঁড় করাতে এসেছি। [৩৬]একজন মানুষের নিজের পরিবারের লোকেরাই তার শত্রু হবে। [৩৭]"যে
কেউ আমার চেয়ে পিতা-মাতাকে বেশী ভালবাসে সে আমার উপযুক্ত নয়। আর যে কেউ ছেলে বা মেয়েকে আমার

৭০ অধ্যায়
ঈসার ক্ষমতা; মার্ক ৪-৬; মথি ৯, ১০

চেয়ে বেশী ভালবাসে সে আমার উপযুক্ত নয়...[৩৯]যে কেউ নিজের জীবন রক্ষা করতে চায় সে তার সত্যিকারের জীবন হারাবে; কিন্তু যে কেউ আমার জন্য তার প্রাণ হারায় সে তার সত্যিকারের জীবন রক্ষা করবে।

এইভাবে, প্রভু ঈসা তাঁর কথা এবং কাজে আল্লাহ্‌র শক্তিতে পরিপূর্ণ ছিলেন। যে জনগণরা তাকে অনুসরণ করেছিল তারা অবাক হয়েছিল এবং বলতে থাকলো, ***"এই লোক কোথা থেকে এই সব পেল? এই যে জ্ঞান তাকে দেওয়া হয়েছে, এ-ই বা কি? আবার সে অলৌকিক চিহ্ন-কাজও করছে!"*** (মার্ক ৬:২ আয়াত) কোথা থেকে ঈসা ক্ষমতা এবং জ্ঞান পেল? তিনি এটি কোথাও থেকে পায়নি কারণ তিনি নিজেই আল্লাহ্‌র ক্ষমতা এবং জ্ঞান। প্রভু ঈসা যত শক্তিশালী কাজ দুনিয়াতে করেছেন তা এই বিষয়টি দেখানোর জন্য যে **তিনি কোথা থেকে এসেছেন এবং তিনি কে**। প্রতিটি সৃষ্টির উপর এবং সমস্ত শক্তির উপর তাঁর কর্তৃত্ব ছিল কারণ তিনি ছিলেন "**রুহুলুল্লাহ্**" এবং "**কালেমাতুল্লাহ্**"। {আল্লাহ্‌র রূহ্ এবং আল্লাহ্‌র কালাম} যার কারনে ঈসা অশান্ত ঝড়কে শান্ত করতে পারতেন এবং বদ-রুহ্‌কে এক বাক্যে দূর করতে পারতেন। আল্লাহ্‌র সকল অগনিত শক্তি ঈসার ভিতরে ছিল। যার কারনে তাকে ছোঁয়া মাত্র বারো বছরের রক্তস্রাব থেকে সেই মহিলা মুক্ত হয়েছিল। এই মহিলা অনেক ডাক্তারের পিছনে এবং ঔষধের পিছনে টাকা নষ্ট করেছিল কিন্তু যে মুহূর্তে তিনি ঈসার কাপড় স্পর্শ করলেন, সুস্থ হয়ে উঠলেন। একইভাবে যখন ঈসা দুইজন অন্ধের চোখ স্পর্শ করলেন তারা দেখতে পেল। ঈসার শক্তি একজন সাধারণ নবীর চেয়ে বেশিকিছু ছিল কারণ তিনি নিজেই মানুষের দেহে আল্লাহ্‌র কালাম ছিলেন।

হ্যাঁ, আল্লাহ্‌র কালাম আমাদেরকে বলে, সকল শক্তি এবং কর্তৃত্ব ঈসা মসীহ্‌কে দেওয়া হয়েছিল। যার কারনে যদি আপনি আপনার জীবনের নাজাতদাতা এবং প্রভু হিসেবে ঈসা মসীহ্‌কে গ্রহণ করেন তাহলে কোন কিছুকেই আপনার ভয় করতে হবে না: মৃত্যুকে না, জীবনকে না, বদ-রূহ্‌কে না, জাদুকরকে না, বর্তমানকে না, ভবিষ্যতকে না! আপনার আর সুন্নতি পোশাক পরতে হবে না অথবা কোন রক্ষাকারী আত্মার উদ্দেশ্যে টাকা দিতে হবে না কারণ ঈসাই আপনাকে রক্ষা করবেন। *আল্লাহ্‌র সমস্ত পূর্ণতা মসীহের মধ্যে শরীর নিয়ে বাস করছে, আর মসীহের সংগে যুক্ত হয়ে তোমরাও সেই পূর্ণতা পেয়েছ। তিনি আসমানের সমস্ত শাসনকর্তা ও ক্ষমতার অধিকারীদের উপরে।* (কলসিয় ২:৯, ১০ আয়াত)

প্রিয় বন্ধু, আপনি কি তাঁর উপর ঈমান আনতে যাচ্ছেন যার কাছে সকল ক্ষমতা এবং কর্তৃত্ব দেওয়া হয়েছে? নাকি আপনি দুনিয়ার ক্ষুদ্রতর শক্তি এবং কর্তৃত্বে বিশ্বাস করছেন?

আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ। আমাদের পরকর্তী অধ্যয়নে, প্রভুর ইচ্ছায়, আমরা ইঞ্জিল শরীফ থেকে দেখবো কিভাবে ঈসা উপমার সাথে জনগণকে শিক্ষা দিয়েছিলেন.....

আল্লাহ্ যেন তার মসিহের সম্পর্কে তাঁর ঘোষনার দ্বারা আপনাকে রহমত এবং শিক্ষা দান করে:

"আল্লাহ্‌র সমস্ত পূর্ণতা মসীহের মধ্যে শরীর নিয়ে বাস করছে!" (কলসীয় ২:৯, ১০ আয়াত)

অধ্যায় ৭১

দুটি তাৎপর্যপূর্ণ গল্প; লূক ৮; মথি ১৩

শ্রোতা বন্ধুরা, শান্তি আপনাদের সহবর্তি থাকুক। আল্লাহ্‌র নামে আপনাদের অভিবাদন জানাই, শান্তির আল্লাহ্‌, যিনি ধার্মিকতার পথ প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তিনি চান যেন প্রত্যেকেই সে পথ সম্পর্কে জানতে পারে এবং আত্মসমর্পণ করে, এবং সত্যিকারের শান্তি যেন চিরদিন তাদের সাথে থাকে। আপনাদের অনুষ্ঠান *"ধার্মিকতার পথ"* নিয়ে আজ উপস্থিত হতে পেরে আমরা আনন্দিত।

গতদিনের অনুষ্ঠানে আমরা উদ্ঘাটন করেছিলাম যে একজন নবী যেটুকু কর্তৃত্বের অধিকারী হয়ে থাকেন ঈসা মসীহ তার চেয়ে অনেক বেশী কর্তৃত্বের অধিকারী ছিলেন। ঈসা মসীহ্‌ সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ্‌র শক্তিতে পরিপূর্ণ ছিলেন। **মাংসিক শরীরে আল্লাহর্ সমস্ত শক্তিই তাঁর মধ্যে বিদ্যমান ছিল**। আর এ কারনেই তিনি ঝড় থামাতে, ভূত তাড়াতে, রোগীদের সুস্থ করতে এবং অন্ধদের দৃষ্টি ফিরিয়ে দিতে এমনকি মৃত ব্যক্তিকে জীবন দান করতে পেরেছিলেন!

আজ আমরা সুসংবাদের{ইঞ্জিল}তৃতীয় খন্ড থেকেই আমাদের পাঠ চালিয়ে যাব এবং শুনব কীভাবে ঈসা জনতাকে গল্পের মাধ্যমে শিক্ষা দান করতেন। ঈসা অধিকাংশ সময়েই গল্পের মধ্য দিয়ে সত্য'টাকে তুলে ধরতেন কারণ যেসব লোকজন তাঁকে অনুসরণ করত তার বেশীর ভাগই প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র কালাম জানার জন্য আগ্রহী ছিল না। তারা চাইত যেন ঈসা তাদের শারীরিক **অসুস্থতা**কে সুস্থ্ করেন, কিন্ত তারা চায়নি যেন তিনি তাদের **গুনাহ্‌**পূর্ণ হৃদয়কে পাক্ করেন। সেই সাথে ধর্মীয় নেতারাও ঈসার পিছনে নাছোরবান্দা হায়নার দলের মত লেগে থাকত যেন সুযোগ পেলেই তাঁর কথার ভূল ধরে তাঁকে দোষী প্রমানীত করতে পারে। যখন তারা জামাতে উপস্থিত থাকত ঈসা তখন গল্পের মাধ্যমে জনতাকে শিক্ষা দান করতেন। কিন্তু তিনি যখন তাঁর প্রকৃত সাহাবীদের সাথে একান্তে থাকতেন তখন তাদেরকে সেই সকল গল্পের অর্থ বুঝিয়ে বলতেন।

আল্লাহ্‌র ইচ্ছা যেন প্রত্যেকেই সত্য জানে এবং নাজাত লাভ করে, কিন্ত আমাদের হৃদয় যদি একগুয়েমিতে ভরা থাকে তাহলে আল্লাহ্‌ আমাদের কাছে তাঁর সত্য প্রকাশ করবেন না। অধিকাংশ মানুষই ধন-সম্পদের পিছনে দৌড়ায় কিন্তু আল্লাহ্‌ চান যেন আমরা সত্য অনুসন্ধানে জন্য ছুটি! বাদশাহ্‌ সোলায়মান লিখেছিলেন, ***"যদি রূপা খুঁজবার মত করে সুবুদ্ধির তালাশ কর আর গুপ্তধনের মত তা তালাশ করে দেখ, তাহলে মাবুদের প্রতি ভয় কি, তা তুমি বুঝতে পারবে আর আল্লাহর সম্বন্ধে জ্ঞান পাবে।"*** (মেসাল ২:৪,৫)

আপনি কি করছেন? আপনি কি টাকা-পয়সা বা অন্যান্য যেকোন প্রকার সম্পত্তির চেয়েও আল্লাহ্‌র সত্যের জন্য বেশী আকাঙ্খি? আপনার দিলে এবং চিন্তা-চেতনায় কি আল্লাহ্‌র কালামের সত্য সবচেয়ে বেশী প্রাধান্য পাচ্ছে? হতে পারে আপনি জানেনেই না, আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে আপনার দিলের সত্যিকারের রুপটি দেখতে কেমন। তাহলে মাবুদ ঈসার বলা' **একজন চাষীর গল্পটি** মনোযোগ দিয়ে শুনুন।

অধ্যায় ৭১

দুটি তাৎপর্যপূর্ণ গল্প; লূক ৮; মথি ১৩

আমরা সুসংবাদের তৃতীয় খন্ড: লূক থেকে পরছি, এর ৮ম অধ্যায় লেখা আছে:

*(লূক ৮) ৪সেই সময় ভিন্ন ভিন্ন গ্রাম থেকে অনেক লোক ঈসার কাছে এসে ভির করল। তখন তিনি তাদের শিক্ষা দেবার জন্য এই গল্পটা বললেন: ৫"একজন চাষী বীজ বুনতে গেল। বীজ বুনবার সময় কতগুলো বীজ পথের পাশে পড়ল। লোকেরা সেগুলো পায়ে মাড়াল এবং পাখিরা এসে খেয়ে ফেলল। ৬কতগুলো বীজ পাথুরে জমিতে পড়ে গজিয়ে উঠল, কিন্তু রস না পেয়ে শুকিয়ে গেল। ৭আবার কতগুলো বীজ কাঁটাবনের মধ্যে পড়ল। পড়ে কাঁটগাছ সেই চারাগুলোর সংগে বেড়ে উঠে সেগুলো চেপে রাখল। ৮আবার কতগুলো বীজ ভাল জমিতে পড়ল এবং বেড়ে উঠে একশো গুণ ফসল দিল। এই কথা বলবার পরে ঈসা জোরে বললেন, **"যার শুনবার কান আছে সে শুনুক।"***

*৯এর পরে তাঁর সাহাবীরা তাঁকে সেই গল্পের অর্থ জিজ্ঞাসা করলেন। ১০তখন ঈসা বললেন...১১"গল্পটার মানে এই: **বীজ** হল আল্লাহর কালাম। **১২পথের পাশে পড়া** বীজের মধ্য তাদের সম্বন্ধেই বলা হয়েছে যারা সেই কালাম শোনে বটে, কিন্তু পরে ইবলিস এসে তাদের দিল থেকে তা তুলে নিয়ে যায়। তাতে তার উপর ঈমান আনতে পারে না বলে নাজাত পায় না। **১৩পাথুরে জমিতে পড়া বীজের** মধ্য দিয়ে তাদের সম্বন্ধেই বলা হয়েছে যারা সেই কালাম শুনে আনন্দের সংগে গ্রহণ করে, কিন্তু তাদের মধ্যে তার শিকড় ভাল করে বসে না। তাই তারা অল্প দিনের জন্য ঈমান রাখে, কিন্তু যখন পরীক্ষা আসে তখন পিছিয়ে যায়। **১৪কাঁটাবনের মধ্যে** পড়া বীজের মধ্য দিয়ে তাদের সম্বন্ধেই বলা হয়েছে যারা তা শোনে, কিন্তু জীবন-পথে চলতে চলতে সংসারের চিন্তা-ভাবনা, ধন-সম্পত্তি এবং সুখভোগের মধ্যে তারা চাপা পড়ে যায়। তাতে তাদের জীবনে কোন পাকা ফল দেখা দেয় না। **১৫ভাল জমিতে** পড়া বীজের মধ্য দিয়ে তাদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে যারা সৎ ও সরল মনে সেই কলাম শুনে শক্ত করে ধরে রাখে এবং তাতে স্থির থেকে জীবনে পাকা ফল দেখায়।"*

আপনি কি গল্পটির অর্থ বুঝতে পেরেছেন? এই গল্পে আমরা মাটি এবং বীজ এর বিষয়ে শুনলাম। এখানে বীজ দ্বারা কি বোঝানো হয়েছে? মাবুদ ঈসা কি বলেছেন? তিনি বলেছেন: **বীজ দ্বারা আল্লাহ্র সত্য কালামকে বোঝনো হয়েছে**। আর মাটি দ্বারা কি ইঙ্গিত করা হয়েছে? **মানুষের দিলকে এখানে মাটি দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে।**

হ্যাঁ, আল্লাহ্র কালাম ভাল বীজের মতই, কারন এটা জীবন্ত এবং এই কালামই আপনাকে অনন্ত জীবন দান করতে এবং আপনার দিলে সত্য রহমত নিয়ে আসতে সক্ষম। কিন্ত মানুষের দিল মাটির মতই যা কিনা শুকনো এবং কঠিন। চলুন আমরা এই বিষয়ে একটু চিন্তা করি। গল্পটির মধ্যে আমরা কয় ধরনের মাটির বর্ণনা পেয়েছি? আমরা দেখেছি চার ধরনের মাটির উপর বীজ বপন করা হয়েছিল।

১) কিছু বীজ **রুক্ষ পথের পাশে** পড়েছিল।

২) অন্য কিছু বীজ **পাথরে ভরা মাটির** উপর পড়েছিল।

৩) আবার কিছু বীজ এমন মাটিতে পড়েছিল যা কিনা **কাঁটগাছে** ভরা।{উলুফের কাব্যিক অর্থে একে চোরকাঁটা বলে।}

৪) তবে কিছু পরিমান বীজ আবার **ভাল জমিতে**ও পড়েছিল।

প্রথমত, ঈসা শিক্ষা দিয়েছেন দুনিয়াতে এমন অনেক মানুষ আছে যাদের দিল হাটার রাস্তার মত **শক্ত**। কিছু কিছু মানুষের হৃদয় জমাট বাধা সিমেন্টের মত শক্ত। যদি সেরকম শক্ত রাস্তার উপর কোন বীজ পড়ে তাহলে–তার অবস্থা কেমন হতে পারে? তা কি অঙ্কুরিত হতে পারবে অথবা ফসল ফলাতে সক্ষম হবে? কখনই না! এটা কোনভাবেই অঙ্কুরিত হতে পারবে না। হয়ত কোন পথচারী এর উপর দিয়ে হেঁটে যাবে অথবা কোন পাখি উড়ে এসে তা খেয়ে ফেল্‌বে। বহু মানুষা আছে যাদের দিল ঠিক এরকমই। এরকম শক্ত মাঠির মত যাদের দিলের অবস্থা তারা ঠিক এমন স্বভাবের লোক **যারা নবীদের কিতাবের লেখা গুলোর প্রতি কখনও মনোযোগ দেয়নি** যার ফলে তারা জগতের নাজাত দাতা ঈসার উপর ঈমান আনে নি। তারা কেবল মাত্র তাদের নিজস্ব চিন্তাধারাকেই প্রাধান্য দিয়েছে অথবা তাদের পূর্বপুরুষদের গতানুগতিক নিয়ম-কানুনকেই অনুসরন করে আসছে। পথের পাশে পড়া বীজ থেকে যেমন কোন জীবন উৎপন্ন করতে পারে না তোমনি তাদের দিলকেও আল্লাহ্‌র কালামের সত্য সজীব করতে পরেনা।

ঈসা **দ্বিতীয়** যে ধরনের মাটির বর্ণনা দিয়েছিলেন তার বেশীর ভাগই **পাথুরে**, তাতে **মাটির** পরিমান খুবই **কম** ছিল। পাথুরে মাটির দ্বারা সেসব হৃদয়কে বোঝানো হয়েছে যা আল্লাহ্‌র কালাম শুনে খুব সহজেই আনন্দের সাথে তা গ্রহণ করে , কিন্তু বেশীক্ষন **স্থায়ী থাকে না**। কারন আল্লাহ্‌র কালাম তাদের অন্তরের দৃঢ় ভাবে অঙ্কুরিত হয়না। এই ধরনের শ্রোতারা মুখে স্বীকার করে যে তারা ঈমান এনেছে কিন্তু যখনই প্রলোভন আসে কিংবা কালামের সত্যের জন্য নির্যাতনের সম্মুখিন হয়, তখন সে সত্যের পথ থেকে ফিরে আসে। এরকম অনেক মানুষ আছে। আল্লাহ্‌র কালাম তাদের অন্তরে গভীর ভাবে জায়গা করে নিতে পারে না, কারন আল্লহ্‌র কাছ থেকে প্রশংসিত হওয়ার চেয়ে মানুষের প্রশংসা পাবার জন্য তারা বেশী উন্মুখ হয়ে থাকে। যার ফলশ্রুতিতে আল্লাহ্‌র কালাম তাদের কাছে অর্থহীন হয়ে থাকে, ঠিক যেমন পাথুরে জমিতে পড়া বীজ অনঙ্কুরিত অবস্থাতেই পড়ে থাকে।

তৃতীয় যে জমির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তা **কাঁটায় পরিপূর্ণ**। এরকম জমির উপর পড়লে সে বীজের অবস্থা কেমন হয়? তা কি ফসল উৎপন্ন করতে পারে? না, কখনই না! ফলবতী হবার পূর্বেই কাঁটাগাছ গুলো তাকে চেঁপে ধরে রাখে। কাঁটাবনের জমি দ্বারা এমন লোকদের হৃদয়কে বোঝায় যারা আল্লাহর্ কালাম শোনে, কিন্তু জগতের মায়া, ধন-সম্পদের প্রতি তীব্র আকর্ষণ এবং লোভ-লালসা তাদেরকে আঁকড়ে ধরে রাখে এতে তারা কালাম ভুলে যায় ফলে তা আর কার্যকারী হতে পারে না। আদমের সন্তানদের অনেকের দিলই এমন কন্টকময় জমির মত। তারা

চিন্তা করেঃ “হ্যাঁ, কোন একদিন অবশ্যই আমি নবীদের কিতাবগুলো পড়া শুরু করব। ইনসা'ল্লাহ্!{আরবি'তেঃ আল্লাহ্ যদি চায়} আমার সময় হলেই আমি আল্লাহ্‌র কলাম শুনব।”” কিন্তু শয়তান খুব ভালভাবেই জানে যে এইধরনের লোকরা কখনোই আল্লাহ্‌র কালাম শুনে তা বোঝার জন্য সময় বের করতে পারবে না। বিভিন্ন সমস্যা ও প্রয়োজন প্রতিদিনই তাদের মন-মানসিকতা ও চিন্তধারাকে প্রভাবিত করবে। তাদের অনেক পরিশ্রম করতে হবে, টাকা রোজগার করতে হবে, বাজারে যেতে হবে, বেচা-কেনা করতে হবে, পড়া-শোনা করতে হবে, ঘুমাতে হবে আরও কত কি। আপনার কি এরকম অভিজ্ঞতা আছে? আপনার জীবনও কি বিভিন্ন চাহিদা ও চিন্তায় জর্জরিত হয়ে পড়েছে যার ফলে আপনি আপানর সমস্ত হৃদয় দিয়ে কখনোও আল্লাহ্‌র সত্য অনুসন্ধানের জন্য সময় বের করতে পারেন নি? ভুলে যাবেন না যে যেকোন সময়ে মৃত্যু উপস্থিত হয়ে আপনাকে মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থায় নিয়ে দাড় করাতে পারে। ঠিক সেদিনই আপনি বুঝতে পারবেন যে কোনটি সত্য ছিল আর কোনটি মিথ্যা ছিল, কিন্তু আপনার জীবদ্দশায় যে সত্য জেনেও আপনি তা গ্রহণ করেন নি অথবা তাঁর বাধ্য হয়ে চলেন নি, তখন কিন্তু সে জানার আর কোনও মূল্য থাকবে না, কারন তখন খেদমত করার আর সুযোগ পাবেন না ফলে আপনি চিরকালের জন্য হারিয়ে যাবেন!

চতুর্থ যে মাটির বর্ণনা দেওয়া হয়েছিল তা ছিল **ভাল মাটি**। কৃষক যে উৎকৃষ্ট ও ভালভাবে চাষ করা মাটিতে বীজ বপন করেছিল, তা অঙ্কুরিত হয়েছিল, বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং এত ফলন হয়েছিল যে সে যা বুনেছিল তার চেয়ে শতগুন বেশী ফসল সে সংগ্রহ করতে পেরেছিল। ভাল মাটিতে বোনা বীজ সেসকল হৃদয়কেই নির্দেষ করে যা আল্লাহ্‌র কালাম মনোযোগ সহকারে শোনে, **ঈমানদারী দিলে** তা যত্ন সহকারে **ধরে রাখে**, ফলে ধার্মিকতা ও অনন্তকালীন জীবন লাভ করে। আল্লাহ্‌র কালাম জীবন্ত ও শক্তিশালী এবং যারা নম্রতায় ও সৎ ভাবে তা গ্রহণ করে তাদের জীবনে তা অনন্ত জীবন ও ধার্মিকতা দান করেন।

সংক্ষিপ্তাকারে ঈসা তাঁর গল্পের মধ্য দিয়ে এই শিক্ষাই তুলে ধরেছিলেন। আল্লাহ্‌র কালাম **ভাল বীজ** এর মত এবং আমাদের দিল শক্ত মাটির মত। শক্ত মাটিতে বীজ বোনার আগে কি করতে হয়ে? সব কৃষকই এটা জানে যে শুরুতে এটাকে খুব ভালভাবে চাষ করে নিতে হয়। ঠিক সেরকমই সরল ও অনুতপ্ত হৃদয়কে আল্লাহ্ পছন্দ করেন যা কিনা আল্লাহ্‌র কালামের মত ভাল বীজকে গ্রহণ করার জন্য একেবারে প্রস্তুত। সেরকম দিলই আল্লাহ্‌র নিকটে সন্তোসজনক যা নম্রতা এবং ভরসার সাথে তাঁর কালাম গ্রহণ করে। তাই কিতাব তবলিক করে থাকে: *“তোমরা প্রত্যেকে শুনবার জন্য আগ্রহী হও, কিন্তু তাড়াতাড়ি করে কথা বলতে যেয়ো না বা রাগ কোরো না...সব রকম অপবিত্রতা এবং যে সব খারাপী এখনও তোমাদের জীবনে রয়েছে তা দূর কর।* ***আল্লাহ্‌র কালামের যে বীজ তোমাদের দিলের মধ্যে বোনা হয়েছে তা নম্রভাব গ্রহণ কর। তোমাদের নাজাত করবার ক্ষমতা এই কালামেরই আছে।”*** (ইয়াকুব ১: ১৯, ২১)

অধ্যায় ৭১
দুটি তাৎপর্যপূর্ণ গল্প; লূক ৮; মথি ১৩

আপনার দিলের অবস্থা কেমন? পাক্‌-কিতাবে নবীদের দ্বারা আল্লাহ্‌ যা বলেছেন সেসব গ্রহণ করার জন্য কি আপনার দিল সরল ভাবে প্রস্তুত? আল্লাহ্‌র কালাম কি আপনার মনে সঠিক ভাবে জায়গা করে নিতে পারছে? নাকি আপনার দিল সেরকম শক্ত, পাথুরে এবং কাঁটাগাছে ভরা মাটির মত? আল্লাহ্‌র কালাম ভাল বীজের মত কিন্তু তা কেবল সেসকল দিলেই জীবন ও বরকত দান করতে পারে যেসকল দিল প্রকৃতপক্ষে সেই কালামের উপর ঈমান আনে এবং তাঁর বাধ্য হয়ে চলে।

চলুন এখন আমরা ঈসার বলা আরেকটি "কৃষকের গল্প" শুনি যা তিনি জনতার উদ্দেশ্যে বলেছিলেন। এটাকে **শ্যামাঘাসের গল্প** বলা হয়ে থাকে। কিতাবে লেখা আছে:

(মথি ১৩) ২৪*ঈসা লোকদের শিক্ষা দেবার জন্য আর একটা গল্প বললেন। গল্পটা এই:* ***"বেহেশতী রাজ্য এমন একজন লোকেন মত যিনি নিজের জমিতে ভাল বীজ বুনলেন। ২৫পরে যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়ল তখন সেই লোকের শত্রুরা এসে গমের মধ্যে শ্যামাঘাসের বীজ বুনে চলে গেল।*** *২৬শেষে গমের চারা যখন বেড়ে উঠে ফল ধরল তখন তার মধ্যে শ্যামাঘাসও দেখা গেল। ২৭তা দেখে বাড়ীর গোলামেরা এসে মালিককে বলল, 'আপনি কি জমিতে ভাল বীজ বোনেন নি? তবে শ্যামাঘাস কোথা থেকে আসল?' ২৮তিনি তাদের বললেন, 'কোন শত্রু এটা করেছে।' "গোলামেরা তাঁকে বলল, 'তবে আমরা গিয়ে সেগুলো তুলে ফেলব কি?' ২৯"তিনি তাদের বললেন, 'না, শ্যামাঘাস তুলতে গিয়ে তোমরা হয়ত ঘাসের সংগে গমও তুলে ফেলবে। ৩০ফসল কাটবার সময় পর্যন্ত ওগুলো একসংগে বাড়তে দাও। যারা ফসল কাটে, আমি তখন তাদের বলব যেন তারা প্রথমে শ্যামাঘাসগুলো জড়ো করে পোড়াবার জন্য আঁটি আঁটি করে বাধে, আর তার পরে গম আমার গোলায় জমা করে।'"*

৩৬পরে ঈসা লোকদের ছেড়ে ঘরে ঢুকলেন। তখন তাঁর সাহাবীরা এসে তাঁকে বললেন, "জমির ঐ শ্যামাঘাসের গল্পটা আমাদের বুঝিয়ে দিন।" ৩৭জবাবে ঈসা তাঁদের বললেন, "যিনি ভাল বীজ বোনেন তিনি ***ইবনে-আদম****(এখানে মসীহ নিজেকে বুঝিয়েছিলেন)। ৩৮জমি এই* ***দুনিয়া****, আর* ***বেহেশতী রাজ্যের লোকেরা*** *ভাল বীজ।* ***শয়তানের লোকেরা*** *হল সেই শ্যামাঘাসা। ৩৯যে শত্রু তা বুনেছিল সে হল* ***ইবলেস****, আর ফসল কাটবার সময় হল এই* ***যুগের শেষ সময়****। যাঁরা শস্য কাটবেন তাঁরা হলেন* ***ফেরেশতা****। ৪০শ্যামাঘাস জড়ো করে যেমন আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয়, যুগের শেষের সময়ও ঠিক তেমনি হবে। ইবনে-আদম তাঁর ফেরেশতাদের পাঠিয়ে দেবেন। ৪১যারা অন্যদের গুনাহ্‌ করায় এবং যারা নিজেরা গুনাহ্‌ করে তাদের সবাইকে সেই ফেরেশতারা ইবনে-আদমের রাজ্যের মধ্য থেকে একসংগে জমায়েত করবেন ও জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে ফেলে দেবেন। ৪২সেখানে লোকে কান্নাকাটি করবে ও যন্ত্রনায় দাঁতে দাঁত ঘষতে থাকবে। ৪৩সেই সময়ে আল্লাহ্‌ভক্ত লোকেরা তাদের বেহেশতী পিতার রাজ্যে সূর্যের মত উজ্জল হয়ে দেখা দেবে।* ***যার শুনবার কান আছে সে শুনুক****।" আমিন।*

অধ্যায় ৭১

দুটি তাৎপর্যপূর্ণ গল্প; লূক ৮; মথি ১৩

শ্যামাঘাসের গল্পটি মাধ্য দিয়ে মাবুদ ঈসা দুনিয়াকে গমের ক্ষেতের সাথে তুলনা করেছিলেন। যিনি **বীজ বুনেছিলেন** তিনি ছিলেন **ঈসা মসীহ** নিজে। ক্ষেতে যে গমের গাছগুলো বেড়ে উঠেছিল তা দিয়ে **আল্লাহ্‌র উম্মদদের** বোঝানো হয়েছে যারা মসীহের তবলিগ করা সুসংবাদ শুনে তাঁর উপর ঈমান এনেছে। যে **শত্রু** গমের ক্ষেতের মধ্যে শ্যামাঘাসের বীজ বুনেছিল সে ছিল **ইবলিস শয়তান**। শ্যামাঘাসের মাধ্যমে তাদেরকেই বোঝানো হয়েছে যারা আল্লাহ্‌র পক্ষ নেয় না কারন তারা ঈসার তবলিগ করা সুসংবাদকে গ্রহণ করে নি। **শেষ বিচারের দিনকে** এখানে **ফসল কাটার** দিন দ্বারা বোঝানো হয়েছে। আর **গোলাঘরে গম গুদামজাতকরন** দ্বারা তাদেরকেই বোঝানো হয়েছে যারা **আল্লাহ্‌র রহমতে বেহেশতে থাকবার সুযোগ পেয়েছে**। কিন্তু **যেসব শ্যামাঘাসগুলো আলাদা করে পোড়ানোর জন্য জমা করা হয়েছে** তা দিয়ে সেইসকল লোকদের ইঙ্গিত করা হয়েছে **যাদের দোজখের আগুনে চিরকাল ধরে পোড়বার জন্য ফেলে দেওয়া হবে।**

শ্রোতা বন্ধুগন, আপনাদের অবস্থা কেমন? আপনারা কি **গমের** মত? নাকি **শ্যামাঘাসের** মত? নিজেকে প্রশ্ন করুন! শেষ বিচারের দিন ঘনিয়ে আসছে। যিনি আপনাকে জাহান্নামের অনন্তকালীন শাস্তি থেকে নাজাত দানের জন্য এসেছিলেন তাঁর বিষয়ে এই সুসংবাদের উপর সমস্ত দিল দিয়ে ঈমান আনলে সেদিন আর আপনার কোনও ভয় থাকবে না। শুনুন ঈসা মসীহ শেষ বিচারের দিনের সম্পর্কে কি বলেছেন, *"আমি আপনাদের সত্যিই বলছি, আমার কথা যে **শোনে** এবং আমাকে যিনি পাঠিয়েছেন তাঁর কথায় **ঈমান** আনে, তার অনন্ত জীবন আছে। তাকে **দোষী বলে স্থির করা হবেনা**; সে তো **মৃত্যু থেকে জীবনে** পার হয়ে গেছে।"* (ইউহোন্না ৫:২৪) আমেন!

এতক্ষন আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ। আল্লাহ্‌র ইচ্ছায়, পরবর্তী দিনে আমরা সুসংবাদ থেকেই আমাদের পাঠ চালিয়ে যাব এবং দেখব যে ঈসা কি আশ্চর্যজনক ভাবে মাত্র পাঁচটি রুটি ও দুটি মাছ দিয়ে পাঁচ হাজারেরও বেশী মানুষকে খাইয়েছিলেন...

আল্লাহ্ আপনাদের বরকত দান করুন যেন আজ আপনারা ঈসার যে কালাম শুনেছেন তা মনে রাখতে পারেন:

"যার শুনবার কান আছে সে শুনুক!" (মথি ১৩:৪৩)

অধ্যায় ৭২
জীবন–রুটি; মার্ক ৬; ইউহোন্না ৬

শ্রোতা বন্ধুরা, শান্তি আপনাদের সহবর্তি থাকুক। আল্লাহ্‌র নামে আপনাদের অভিবাদন জানাই, শান্তির আল্লাহ্, যিনি ধার্মিকতার পথ প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তিনি চান যেন প্রত্যেকেই সে পথ সম্পর্কে জানতে পারে এবং আত্মসমর্পণ করে, এবং সত্যিকারের শান্তি যেন চিরদিন তাদের সাথে থাকে। আপনাদের অনুষ্ঠান *"ধার্মিকতার পথ"* নিয়ে আজ উপস্থিত হতে পেরে আমরা আনন্দিত।

গত পাঠে আমরা দেখেছি যে ঈসা জনগণকে শিক্ষা দিচ্ছিলেন। চির সত্য বিষয় গুলোকে তিনি গল্পের মাধ্যমে উপস্থাপন করে শিক্ষা দিচ্ছিলেন। কিন্তু সেই জামাতের মধ্যে উপস্থিত **অধিকাংশ লোকই তাঁর দেওয়া শিক্ষার মূল বিষয়বস্তুটি বুঝতে পারেনি কারণ তাদের দিলে একগুয়েমিতা ছিল।** তারা বেহেশতের বিষয়ের চেয়ে জাগতিক বিষয়ে জানার জন্য বেশী আগ্রহী ছিল। গুনাহ্‌গারদের নাজাত দানকারী হিসেবে নয় বরং তাঁর দ্বারা নিজেদের শারীরিক সুস্থতা লাভের জন্যই বেশীর ভাগ মানুষ তাঁকে অনুসরন করেছিল।

আজ আমরা ঈসার দেওয়া আরও কিছু শিক্ষা নিয়ে আলোচনা করব। আমরা আরও জানতে পারব যে তিনি কীভাবে আশ্চর্য কাজের মাধ্যমে তাঁর দেওয়া শিক্ষাগুলোর সত্যতা সুনিশ্চিত করতেন। আমাদের আজকের পাঠের শিরোনাম "**জীবন–রুটি**"। {উলুফের কাব্যিক প্রকাশ: যে খাদ্য অনন্ত জীবন দান করে।}

চলুন পাক্ কিতাব এর মার্কের সুসংবাদের ৬ রুকু থেকে পাঠ শুরু করা যাক। কিতবে লেখা আছে:

(মার্ক ৬) ৩০ঈসার বারজন শিষ্য তাঁর কাছে আসলেন...৩১সেই সময় অনেক লোক সেখানে যাওয়া-আসা করছিল বলে সাহাবীরা কিছু খাওয়ার সুযোগও পেলেন না। সেজন্য ঈসা তাঁদের বললেন, "তোমরা আমার সাথে কোন এক নির্জন জায়গায় এসে বিশ্রাম কর।" ৩২তাঁরা নৌকায় করে একটা নির্জন জায়গায় গেলেন। ৩৩তাঁদের যেতে দেখে অনেকেই কিন্তু তঁদের চিনতে পারল এবং আসে পাশের গ্রাম থেকে দৌড়ে গিয়ে তাঁদের আগেই সেখানে উপস্থিত হল। ৩৪ঈসা নৌকা থেকে নেমে অনেক লোকের ভিড় দেখতে পেলেন। এই লোকেদের জন্য ঈসার খুব মমতা হল কারণ এদের দশা রাখালহীন ভেরার মত ছিল। ঈসা তাদের অনেক বিষয় শিক্ষা দিতে লাগলেন।

৩৫যখন দিন শেষ হয়ে আসল তখন সাহাবীরা এসে ঈসাকে বললেন, "জায়গাটা নির্জন, বেলাও প্রায় ডুবে গেছে। ৩৬লোকদের বিদায় করে দিন যেন তারা আশেপাশের পাড়ায় ও গ্রামে গিয়ে নিজেদের জন্য কিছু খাবার কিনতে পারে।" ৩৭ঈসা বললেন, "তোমরাই ওদের খেতে দাও।" সাহাবীরা তাঁকে বললেন, "আমরা গিয়ে দু'শো দীনারের রুটি কিনে এনে কি তাদের খেতে দেব?" ৩৮ঈসা বললেন, "তোমাদের কাছে কয়টা রুটি আছে গিয়ে দেখ।"সাহাবীরা দেখে এসে বললেন, "পাঁচটা রুটি আর দু,টা মাছ আছে।" ৩৯তখন ঈসা সাহাবীদের হুকুম দিলেন যেন তাঁরা সবুজ ঘাসের উপর লোকদের বসিয়ে দেন। ৪০লোকেরা একশো একশো করে, পঞ্চাশ পঞ্চাশ

*জন করে সারি সারি করে বসে গেল। ৪১ঈসা সেই পাঁচটা রুটি আর দু'টা মাছ নিয়ে বেহেশতের দিকে তাকিয়ে আল্লাহ্‌কে শুকরিয়া জানালেন, আর লোকদের দেবার জন্য রুটি ভেংগে সাহাবীদের হাতে দিলেন। এভাবে তিনি সবাইকে মাছও ভাগ করে দিলেন। ৪২**তারা সকলে পেট ভরে খেল।** ৪৩তার পরে সাহাবীরা বাকী রুটি ও মাছের টুকরা তুলে নিয়ে বারোটা টুকরি ভরতি করলেন। ৪৪যারা খেয়েছিলেন তাদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যাই ছিল **পাঁচ হাজার**। ৪৫ঈসা এর পরেই তাঁর সাহাবীদের তাগাদা দিলেন যেন তাঁরা নৌকায় উঠে তাঁর আগে সাগরের অন্য পারে বৈৎসৈদা গ্রামে যান, আর এদিকে তিনি লোকদের বিদায় করতে লাগলেন। ৪৬লোকদের বিদায় দিয়ে তিনি মুনাজাত করবার জন্য পাহাড়ে উঠে গেলেন। ৪৭যখন রাত হল তখন সাহাবীদের নৌকাটা সাগরের মাঝখানে ছিল এবং ঈসা এক ডাংগায় ছিলেন। ৪৮ঈসা দেখলেন সাহাবীরা খুব কষ্ট করে দাঁড় বাইছেন, কারণ বাতাস তাঁদের উল্টাদিকে ছিল। প্রায় শেষ রাতের দিকে ঈসা সাগরের উপর দিয়ে হেঁটে সাহাবীদের কাছে আসলেন এবং তাঁদের ফেলে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। ৪৯সাহাবীরা কিন্তু তাঁকে সাগরের উপর দিয়ে হাঁটতে দেখে ভূত মনে করে চিৎকার করে উঠলেন, ৫০কারন তাঁকে দেখে সবাই ভয় পেয়েছিলেন। ঈসা তখনই সাহাবীদের সংগে কথা বললেন। তিনি বললেন, "এ তো আমি; ভয় করো না, সাহস কর।" ৫১ঈসা সাহাবীদের নৌকায় উঠলে পর বাতাস থেমে গেল। এতে সাহাবীরা খুব অবাক হয়ে গেলেন, ৫২কারণ এর আগে রুটি খাওয়াবার ব্যাপারটা তাঁরা বুঝতে পারেন নি; তাঁদের মন কঠিন হয়েই রইল। ৫৩ঈসা ও তাঁর সাহাবীরা সাগর পার হয়ে গিনেষরৎ এলাকায় এসে নৌকা বাঁধলেন।*

(ইউহোন্না ৬) *২২সাগরের অন্য পারে যে লোকেরা দাঁড়িয়ে ছিল, পরদিন তারা বুঝতে পারল যে, আগের দিন সেখানে একটা নৌকা ছাড়া আর অন্য কোন নৌকা ছিল না। তারা আরও বুঝতে পারল যে, ঈসা তাঁর সাহাবীদের সংগে সেই নৌকায় ওঠেন নি বরং সাহাবীরা একাই চলে গিয়েছিলেন...২৪এজন্য লোকেরা যখন দেখল যে, ঈসা বা তাঁর সাহাবীরা কেউই সেখানে নেই তখন তারা সেই নৌকাগুলোতে উঠে ঈসাকে খুঁজবার জন্য...গেল। ২৫সেখানে পৌছে তারা ঈসাকে খুঁজে পেয়ে বলল, হুজুর, আপনি এখানে কখন এসেছেন?" ২৬ঈসা জবাব দিলেন, "আমি আপনাদের সত্যিই বলছি, আপনারা অলৌকিক কাজ দেখেছেন বলেই যে আমার খোঁজ করছেন তা নয়, বরং পেট ভরে রুটি খেতে পেয়েছেন বলেই খোঁজ করছেন। ২৭কিন্তু **যে খাবার নষ্ট হয়ে যায় সেই খাবারের জন্য ব্যস্ত হয়ে লাভ কি? যে খাবার নষ্ট হয় না বরং অনন্ত জীবন দান করে তারই জন্য ব্যস্ত হন**। সেই খাবারই ইবনে-আদম আপনাদের দেবেন, কারন পিতা আল্লাহ্ প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে, এই কাজ করবার অধিকার কেবল তাঁরই আছে।"*

আমরা এটা নিয়ে একটু চিন্তা করি। কেন আল্লাহ্ একথা বলেছিলেন যে, ***"যে খাবার নষ্ট হয়ে যায় সেই খাবারের জন্য ব্যস্ত হয়ে লাভ কি"?*** এটা কি এমন অর্থ প্রকাশ করে যে, খাদ্য উপার্জনের জন্য আমাদের কাজ করার দরকার

নেই? না, এটা এমন অর্থ প্রকাশ করে না, কারন এ সম্পর্কিত বিষয়ে আল্লাহ্‌র কালামে স্পষ্ট ভাবেই উল্লেখ আছে যে, *"কেউ যদি কাজ করতে না চায় তবে সে যেন না খায়।"* (২ থীষলনীকীয় ৩:১০) তাহলে কেন ঈসা বলেছিলেন, *"যে খাবার নষ্ট হয়ে যায় সেই খাবারের জন্য ব্যস্ত হয়ে লাভ কি"*? এর মধ্য দিয়ে ঈসা যা বোঝাতে চেয়েছিলেন তা হল: আপনি যদি আপনার পেটের খাবার জোগার করার জন্য কাজ করেন, এবং কেবল জাগতিক বিষয়গুলো নিয়ে পরে থাকেন, তাহলে একটা সময় পড়ে আপনার সব কিছুই শেষ হয়ে যাবে, কারন যে মাটি থেকে আপনাকে সৃষ্টি করা হয়েছিল মৃত্যুর মধ্যমে আপনি সেই মাটিতেই ফিরে যাবেন। কিন্তু আপনার দেহে এমন একটা জিনিস রয়েছে যা কখনোও শেষ হবার নয়। তা হল আপনার **রুহ্‌**। তা কুদরতী **বেহেশতেই** থাকুক কিংবা ভয়ংকর জা**হান্নামেই** থাকুক, মানুষের রুহ্‌ চিরকাল জীবিতই থাকে। তাই ঈসা বলেছেন, *"যে খাবার নষ্ট হয়ে যায় সেই খাবারের জন্য ব্যস্ত হয়ে লাভ কি? যে খাবার নষ্ট হয় না বরং অনন্ত জীবন দান করে তারই জন্য ব্যস্ত হন।"* ঠিক এভাবেই ঈসা জনতাকে হুশিয়ার করেছিলেন যেন তারা নষ্ট হয়ে যাবার মত কোন খাবারের খোঁজে ব্যস্ত না হয়ে বরং চিরকাল স্থায়ী আল্লাহ্‌র কালামের খোঁজ করবার জন্য আগ্রহী হোক। কারণ *"মানুষ কেবল রুটিতেই বাঁচে না, কিন্তু আল্লাহ্‌র মুখের প্রত্যেকটি কালামেই বাঁচে।"* (মথি ৪:৪) একারনেই মাবুদ ঈসা এ কথা বলেছিলেন।

দুঃখজনক হলেও এটা সত্য যে, সে সময় যারা ঈসার খোঁজ করছিল তারা অধিকাংশরই আল্লাহ্‌র কালামে প্রতি কোন মনোযোগ ছিল না, এমনকি আল্লাহ্‌ যাঁকে পাঠিয়েছিলেন, তাঁর উপরও তারা ঈমান আনেনি। সত্যের উপর ঈমান এনে আল্লাহ্‌র দেওয়া শাস্তির হাত থেকে নাজাত পাবার চেয়ে বরং খাবার খেয়ে পেট ভরার প্রতি তাদের বেশী মনোযোগ ছিল। একারনেই ঈসা তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন,(ইউহোন্না ৬) *যে খাবার নষ্ট হয়ে যায় সেই খাবারের জন্য ব্যস্ত হয়ে লাভ কি? যে খাবার নষ্ট হয় না বরং অনন্ত জীবন দান করে তারই জন্য ব্যস্ত হন...এতে লোকেরা ঈসাকে জিজ্ঞাসা করল, "তাহলে আল্লাহ্‌র কাজ করবার জন্য আমাদের কি করতে হবে?" ঈসা তাদের বললেন,* ***"আল্লাহ্‌ যাঁকে পাঠিয়েছেন তাঁর উপর ঈমান আনাই হল আল্লাহ্‌র কাজ।"***

শুনলেন তো ঈসা কি উত্তর দিয়েছিলেন? গুনাহ্‌ের মধ্য দিয়ে যার জন্ম, সেই আদমের সন্তানেরা কীভাবেই বা আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করতে পারে? আমরা কি আমাদের কাজের মাধ্যমে আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করতে পারি? জাহান্নাম, গুনাহ্‌ এবং শয়তানের শক্তির হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করার কোন ক্ষমতা কি আমাদের আছে? যেমনটি আল্লাহ্‌ চান আমরা কি আমাদের দিলকে ঠিক তেমন পাক্‌ ও নিখুঁত ভাবে তৈরী করতে পারি? কখনই না! "কাঠ ভিজালে কুমির হয় না"{উলুফ জ্ঞানবাদ}আদমের বংশধরেরা তাহলে কোন উপায়ে আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করতে পারে? এ বিষয়ে মাবুদ ঈসা কি বলেছেন? তিনি বলেছেন, *"আল্লাহ্‌ যাঁকে পাঠিয়েছেন* ***তাঁর উপর ঈমান আনাই হল আল্লাহ্‌র***

কাজ।" আল্লাহ্‌র পাঠানো সেই নাজাত দাতার উপর ঈমান না আনা পর্যন্ত কোন ব্যক্তিই আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করতে পারবে না।

তবে এটা দুঃখজনক যে, যাঁকে আল্লাহ্‌ পাঠিয়েছিলেন, নাজাতদাতা হিসেবে সেই ঈসার উপর বেশীরভাগ মানুষই ঈমান আনেনি। একারনেই তারা তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিল,

"তাহলে কি এমন অলৌকিক কাজ আপনি করবেন যা দেখে আমরা আপনার উপর ঈমান আনতে পারি? আপনি কি কাজ করবেন? আমাদের পূর্বপুরুষেরা তো মরুভূমিতে মান্না খেয়েছিলেন। পাক-কিতাবে লেখা আছে, 'আল্লাহ্‌ বেহেশত থেকে তাদের রুটি খেতে দিলেন।'" ঈসা তাদের বললেন, "আমি আপনাদের সত্যিই বলছি, বেহেশত থেকে যে রুটি আপনারা পেয়েছিলেন তা মূসা নবী আপনাদের দেন নি, কিন্তু আমার পিতা সত্যিকারের রুটি বেহেশত থেকে আপনাদের দিচ্ছেন। বেহেশত থেকে নেমে এসে যিনি মানুষকে জীবন দেন তিনিই আল্লাহ্‌র দেওয়া রুটি।" লোকেরা তাঁকে বলল, "হুজুর, তাহলে সেই রুটিই সব আমাদের দিন।" ঈসা তাদের বললেন, ***"আমিই সেই জীবন-রুটি। যে আমার কছে আসে তার কখনও খিদে পাবে না। যে আমার উপর ঈমান আনে তার আর কখনও পিপাসাও পাবে না!"***

এসব কথার মাধ্যমে ঈসা বুঝিয়েছিলেন: আল্লাহ্‌ যেমন চল্লিশ বছর ধরে আসমান থেকে খাবার পাঠিয়ে ইসরাইলেন সন্তানদের খাইয়েছিলেন, তাই তাদের আর মরুভূমিতেই মরতে হয়নি, তেমনি তিনি আদমের সমস্ত সন্তানের জন্য এমন এক "খাবার" পঠিয়েছেন যার ফলে আমরা ধ্বংস না হয়ে গিয়ে বরং অনন্ত জীবন পেতে পারি।

সেই খাবার কোথায়? দুনিয়াতে কি এমন কোন খাদ্য আছে যা খেলে আপনি চিরদিন আল্লাহ্‌র উপস্থিতিতে বসবাস করতে পারবেন? না, এমন কোন কিছুই নেই! এটা এমন কি "খাদ্য" যা আপনাকে অনন্ত জীবন দান করতে পারে? এ বিষয়ে মাবুদ ঈসা কি বলেছেন? তিনি বলেছেন,

(ইউহোন্না ৬) ৩৫*আমিই সেই জীবন রুটি। যে আমার কাছে আসে তার কখনও খিদে পাবে না। যে আমার উপন ঈমান আনে তার কখনও পিপাসাও পাবে না।* ৩৬*আমি তো আপনাদের বলেছি যে, আপনারা আমাকে দেখেছেন কিন্তু তবুও ঈমান আনেন নি।* ৩৭*পিতা আমাকে যাদের দেন তারা সবাই আমার কাছে আসবে। যে আমার কাছে আসে আমি তাকে কোনমতেই বাইরে ফেলে দেব না...*৪০*আমার পিতার ইচ্ছা এই- আপনাদের মধ্যে যাঁরা পুত্রকে দেখে তাঁর উপর ঈমান আনেন তাঁরা যেন অনন্ত জীবন পান। আর আমিই তাঁদের শেষ দিনে জীবিত করে তুলব।"* ৪১*তখন ইহুদী নেতারা ঈসার বিরুদ্ধে বকবক বরতে লাগলেন, কারণ তিনি বলেছিলেন, "বেহেশত থেকে যে রুটি নেমে এসছে আমিই সেই রুটি।"* ৪২*সেই নেতারা বলতে লাগলেন, "এ কি ইউসুফের ছেলে ঈসা নয়? এর পিতা-মাতাকে তো আমরা চিনি। তবে এ কেমন করে বলে, 'আমি বেহেশত থেকে নেমে*

এসেছি'?"৪৩ঈসা তাঁদের বললেন, "আপনারা নিজেদের মধ্যে বকবক করবেন না।...৪৫যে কেউ পিতার কাছ থেকে শুনে শিক্ষা পেয়েছে সে-ই আমার কাছ আসে। ৪৬পিতাকে কেউ দেখে নি, কেবল যিনি আল্লাহর কাছ থেকে এসেছেন তিনিই তাঁকে দেখেছেন। ৪৭আমি আপনাদের সত্যিই বলছি, যে কেউ আমার উপর ঈমান আনে সে তখনই অনন্ত জীবন পায়।" ৪৮"আমিই জীবন-রুটি। ৪৯আপনাদের পূর্বপুরুষেরা মরুভূমিতে মান্না খেয়েছিলেন, আর তবুও তাঁরা মারা গেছেন। ৫০কিন্তু এ সেই রুটি যা বেহেশত থেকে নেমে এসেছে, যাতে মানুষ তা খেয়ে মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পায়। ***৫১আমিই সেই জীবন্ত রুটি যা বেহেশত থেকে নেমে এসেছে।*** *এই রুটি যে খাবে সে চিরকালেরে জন্য জীবন পাবে..."*

তাঁর সাহাবীদের মধ্যে অনেকে এই কথা শুনে বলল, "এ বড় কঠিন শিক্ষা। কে এটা গ্রহণ করতে পারে?" ঈসা নিজের মনে বুঝতে পারলেন যে, তাঁর সাহাবীরা এই বিষয় নিয়ে কথা বলছে। সেজন্য তিনি তাঁদের বললেন, "এতে কি তোমরা মনে বাধা পাচ্ছ? তবে ইব্‌নে-আদম আগে যেখানে ছিলেন তাঁকে সেখানে উঠে যেতে দেখলে তোমরা কি বলবে? মানুষের শরীর কোন কাজের নয়; পাক-রুহই জীবন দেন। আমি তোমাদের যে কথাগুলো বলেছি তা রূহানী জীবন দান করে, কিন্তু তোমাদের মধ্যে এমন কেউ কেউ আছে যারা আমার উপর ঈমান আনে নি।"(কারন একদম শুরু থেকেই ঈসা জানতেন যে কারা তাঁর উপর ঈমান আনবে না এবং কারা তাঁর সাথে বেঈমানী করবে)...

ঈসার এই কথার জন্য সাহাবীদের মধ্যে অনেকে ফিরে গেল এবং তাঁর সংগে চলাফেরা বন্ধ করে দিল। এজন্য ঈসা সেই বারোজন সাহাবীকে বললেন, "তোমরাও কি চলে যেতে চাও?" শিমোন-পিতর ঈসাকে বললেন, ***"হুজুর,আমরা কার কাছে যাব? অনন্ত জীবনের বাণী তো আপনারই কাছে আছে। আমরা ঈমান এনেছি আর জানতেও পেরেছি যে, আপনিই আল্লাহ্‌র সেই পবিত্র জন।"***

এভাবে তাঁর অনেক সাহাবী তাঁকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল, ঈসার দেওয়া শিক্ষা তাদের কাছে কঠিন বোধ হওয়ায় তারা আর তাঁর সংগে থাকতে চাইল না। কিন্তু তাঁর অনুসারীদের মধ্যেও এমন কয়েকজন ছিল যারা তাঁকে ছেড়ে চলে যায় নি, কারন তারা এটা বুঝতে পেরেছিল যে ঈসাই সেই মসীহ, যিনি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে **এসেছেন–জীবনের-রুটি–সেই "আসল খাবার" যা অনন্ত জীবন দান করে!**

হ্যাঁ, এটা ঠিক এরকমই। একবার যদি আপনি বুঝতে পারেন যে ঈসা কে এবং তিনি কেমন আর তিনি আপনার জন্য কি করেছেন–তাহলে আপনি কখনোই অন্য কোন প্রভুর এবাদত করবেন না! ঈসাই অনন্ত জীবন লাভের একমাত্র উপায়। যেসকল দিল আল্লাহ্‌র সাথে গভীর সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য আগ্রহী এবং নাজাত লাভের জন্য ব্যাকুল, তাদের জন্য তিনি একাই যথেষ্ট।

তাহলে আপনার ইচ্ছা কি? আপনি কি সাত্যিকার অর্থে আপনার মন থেকে অনন্ত জীবন লাভ করার জন্য আগ্রহী? আপনি কি ইহকাল ও পরকাল উভয় সময়েই আল্লাহ্‌র সামনে আত্মবিশ্বাস নিয়ে দাঁড়াতে চান? তাহলে মাবুদ ঈসা মসীহের কাছ থেকে যে দাওয়াতটি আপনি পেয়েছেন তা নিয়ে একটু ভেবে দেখুন, ***"তোমরা যারা ক্লান্ত ও বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছ, তোমরা সবাই আমার কাছে এস; আমি তোমাদের বিশ্রাম দেব...আমিই সেই জীবন-রুটি। যে আমার কাছে আসে তার কখনও খিদে পাবে না। যে আমার উপর ঈমান আনে তার আর কখনও পিপাসাও পাবে না!"*** (মথি ১১:২৮; ইউহোন্না ৬:৩৫) আমিন।

বন্ধুগন, এতক্ষন আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ। আল্লাহ্‌র ইচ্ছায়, পরবর্তী অনুষ্ঠারে আমরা এই সুসংবাদ থেকেই আমাদের পাঠ চালিয়ে যাব এবং শুনব যে কীভাবে লোকেরা ঈসাকে অবিশ্বাস করেছিল...

আল্লাহ্ আপনাদের বরকত দান করুন যেন আজ আপনারা ঈসার যে কালাম শুনেছেন তা মনে রাখতে পারেন:

"আমিই সেই জীবন-রুটি। যে আমার কাছে আসে তার কখনও খিদে পাবে না। যে আমার উপর ঈমান আনে তার আর কখনও পিপাসাও পাবে না!" (ইউহোন্না ৬:৩৫)

অধ্যায় ৭৩

ঈসাই-মতভেদের কারণ; মথি ১৫ , ১৬; ইউহোন্না ৭

শ্রোতা বন্ধুরা, শান্তি আপনাদের সহবর্তি থাকুক। আল্লাহ্‌র নামে আপনাদের অভিবাদন জানাই, শান্তির আল্লাহ্, যিনি ধার্মিকতার পথ প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তিনি চান যেন প্রত্যেকেই সে পথ সম্পর্কে জানতে পারে এবং আত্মসমর্পণ করে, এবং সত্যিকারের শান্তি যেন চিরদিন তাদের সাথে থাকে। আপনাদের অনুষ্ঠান "*ধার্মিকতার পথ*" নিয়ে আজ উপস্থিত হতে পেরে আমরা আনন্দিত।

গত দিনের পাঠে আমরা দেছেছিলাম যে মাবুদ ঈসা কিভাবে পাঁচটি রুটি ও দুটি মাছ দিয়ে পাঁচ হাজার লোককে খাইয়েছিলেন। এবং সেদিনই তাঁকে ঘিরে এক বিশাল জামাত গঠিত হয়েছিল, কিন্তু ঈসা তো সকলের মনের কথা জানতেন, তাই তিনি তাদের উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন,

*"পেট ভরে রুটি খেতে পেয়েছেন বলেই খোঁজ করছেন। কিন্তু যে খাবার নষ্ট হয়ে যায় সেই খাবারের জন্য ব্যস্ত হয়ে লাভ কি? যে খাবার নষ্ট হয় না বরং অনন্ত জীবন দান করে তারই জন্য ব্যস্ত হন। **আমিই সেই জীবন-রুটি!** যে আমার কছে আসে তার কখনও খিদে পাবে না। যে আমার উপর ঈমান আনে তার আর কখনও পিপাসাও পাবে না!"*(ইউহোন্ন ৬: ২৬,২৭,৩৫)

দুঃখের বিষয় হল অনেক লোক ফিরে গিয়েছিল এবং ঈসার সংগে আর চলাফেরা করেনি কারণ যেসব খাবার তাদের শারীরিক বৃদ্ধি দান করে তারা সেই সব খাবারকে বেশী প্রাধান্য দিয়েছিল কিন্তু যেসব খাবার দিলের সুস্থতার জন্য প্রয়োজনীয় ছিল সেসকল খাবারের প্রতি আগ্রহী ছিল না। কিন্তু কয়েকজন ঈসাকে ছেড়ে চলে যায় নি কারণ তাঁরা তঁদের দিল দিয়ে ঈমান এনেছিল যে ঈসাই সেই পাক নাজাতদাতা যিনি আল্লাহ্‌র নিকট থেকে এসেছেন এবং তিনিই অনন্ত জীবন দান করতে পারেন।

আজ আমরা সুসংবাদ থেকেই আমাদের পাঠ চালিয়ে যাব যেন দেখতে পারি **ইহুদি ধর্মীয় আলেমরা কীভাবে ঈসার বিরোধীতা করেছিল** এবং **ঈসার কারনেই কীভাবে ইহুদিদের মধ্যে ভেদাভেদ তৈরী হয়েছিল**। শুরু করার পূর্বে, এটা আমদের জানা থাকলে ভাল যে, ধর্মীয় আলেমদের ফরীশী বলা হত, এবং প্রায় সকল ইহুদিরাই এই ফরীশীদের এবং তাদের পূর্বপুরুষদেও তৈরী করা আইন-কনুন ও বিচার কাজকে মান্য করত। উদাহরন স্বরুপ, বাইরে থেকে ঘরে ফিরে আসার পর নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম অনুসারে অযু না করা পর্যন্ত তারা কোন খাবার খেত না। এরকম তাদের আরও অনেক নিয়ম-কানুন ছিল, যেমন কিভাবে চায়ের কাপ, পানির পাত্র, কেটলি ইত্যাদি ধুতে হবে, যেন এর মাধ্যমে তারা "পরিষ্কার" পরিচ্ছন্ন ভাবে থাকতে পারে।

চলুন শুনে নেওয়া যাক, মথির সুসংবাদের পনের অধ্যায়ে কি লেখা আছে। কিতাবে লেখা আছে:

(মথি ১৫) ১*জেরুজালেম থেকে কয়েকজন ফরীশী ও আলেম ঈসার কাছে এসে বললেন,* ২*"পুরানো দিনের আলেমদের দেওয়া যে নিয়ম চলে আসছে আপনার সাহাবীরা তা মেনে চলে না কেন? খাওয়ার আগে তারা হাত*

ধোয় না।” ৩জবাবো ঈসা বললেন, “যে নিয়ম চলে আসছে তার জন্য আপনারাই বা কেন আল্লাহর হুকুম অমান্য করেন? ৪আল্লাহ্ বলেছেন, মা-বাবাকে সম্মান কোরো’ এবং’যার কথায় মা-বাবার প্রতি অসম্মান থাকে তাকে অবস্যই হত্য করতে হবে।’ ৫কিন্তু আপনারা বলে থাকেন, যদি কেউ তার মা কিংবা বাবাকে বলে, আমার যে জিনিসের দ্বারা তোমার সাহায্য হতে পারত, তা আল্লাহর কাছে দেওয়া হয়েছে,’ ৬তবে পিতা-মাতাকে তার আর সম্মান করবার দরকার নেই। আপনাদের এইসব চলতি নিয়মের জন্য আপনারা আল্লাহর কালাম বাতিল করেছেন। ৭ভন্ডেরা! আপনাদের সম্বন্ধে ইশাইয়া নবী ঠিক কথাই বলেছিলেন যে, ৮এই লোকেরা মুখেই আমাকে সম্মান করে, কিন্তু তাদের দিল আমার কাছ থেকে দূরে থাকে। ৯তারা মিথ্যাই আমার এবাদত করে; তাদের দেওয়া শিক্ষা মানুষের তৈরী কতগুলো নিয়ম মাত্র।’”

আপনি কি লক্ষ্য করেছেন ঈসা কিভাবে সব মানুষের সামনে ফরীশী ও ধর্মীয় আলেমদের ভন্ডামি ধরিয়ে দিয়েছিলেন? ধর্মীয় আলেমগন জনসাধারনের সামনে ধার্মিক সাজতে চেয়েছিল, কিন্ত মাবুদ ঈসা তাদের মনোভাব জানতেন। হতে পারে তাদের **হাত**, **পা** এবং **মুখ পরিষ্কার** ছিল কিন্তু তাদের দিল গুনাহের দ্বারা কলুষিত হয়েছিল! **পরিষ্কার হাতের চেয়ে পরিষ্কার দিল বেশী গুরুত্বপূর্ণ**। অযু আপনার দিলকে বিশুদ্ধ করতে পারে না। আপনার রান্না করার কোন বাসনের ভিতরে যদি ময়লা থাকে, আপনি কেবল তার বাইরের অংশটি ধুলেই কি তার ভিতরের অংশটি পরিষ্কার হয়ে যাবে? না, এটা হবে না! ঠিক একইভাবে যে ধর্মীয় নিয়ম অনুযায়ী ইহুদীরা অযু করত তা তাদের দিলের **গুনাহ্** দূর করতে পারত না। আর এই কারনেই ঈসা তাদের বলেছিলেন:

(মথি ১৫) ৭ভন্ডেরা! আপনাদের সম্বন্ধে ইশাইয়া নবী ঠিক কথাই বলেছিলেন যে, এই লোকেরা মুখেই আমাকে সম্মান করে, কিন্তু তাদের দিল আমার কাছ থেকে দূরে থাকে। তারা মিথ্যাই আমার এবাদত করে; তাদের দেওয়া শিক্ষা মানুষের তৈরী কতগুলো নিয়ম মাত্র।’”

*১০[পরে] ঈসা লোকদের ডেকে বললেন, “আমার কথা শুনুন এবং বুঝুন। ১১মুখের ভিতরে যা যায় তা মানুষকে নাপাক করে না, কিন্তু মুখের ভিতর থেকে যা বের হয়ে আসে তা-ই মানুষকে নাপাক করে।” ১২তখন তাঁর সাহাবীরা এসে তাঁকে বললেন, “ফরীশীরা আপনার এই কথা শুনে যে অপমান বোধ করেছেন, তাকি আপনি জানেন?” ১৩জবাবে তিনি বললেন, “যে চারা আমার বেহেশতী পিতা লাগান নি তার প্রত্যেকটাকে উপড়ে ফলা হবে। তাদের কথা ছেড়ে দাও। ১৪**অন্ধদের পথ দেখাবার কথা তাঁদেরই, কিন্তু তাঁর নিজেরাই অন্ধ। অন্ধ অন্ধকে পথ দেখাতে গেলে দু’জনই গর্তে পড়ে।”***

অধ্যায় ৭৩

ঈসাই-মতভেদের কারণ; মথি ১৫, ১৬; ইউহোন্না ৭

*১৫তখন পিতর ঈসাকে বললেন, "আপনি যে দৃষ্টান্ত দিলেন তা আমাদের বুঝিয়ে দিন।" ১৬-১৭ঈসা বললেন, "তোমরা কি এখনও অবুঝ রয়েছ? তোমরা কি বোঝ না যে, যা কিছু মুখের মধ্যে যায় তা পেটের মধ্যে ঢোকে এবং শেষে বের হয়ে যায়? ১৮কিন্তু যা মুখের ভিতর থেকে বের হয়ে আসে তা অন্তর থেকে আসে, আর সেগুলোই মানুষকে নাপাক করে। ১৯অন্তর থেকেই খারাপ চিন্তা, খুন, সব রকম জেনা, চুরি, মিথ্য সাক্ষ্য ও নিন্দ বের হয়ে আসে। ২০**এই সবই মানুষকে নাপাক করে**, কিন্তু হাত না ধুয়ে খেলে মানুষ নাপাক হয় না।"*

২৯পরে ঈসা সেই জায়গা ছেড়ে গালীল সাগরের পার দিয়ে চললেন এবং একটা পাহাড়ে উঠে সেখানে বসলেন। ৩০তখন লোকেরা খোঁড়া, অন্ধ, নুলা, বোবা এবং আরও অনেককে সংগে নিয়ে তাঁর কাছে আসল। তারা ঐ সব লোকদের তাঁর পায়ের কাছে রাখল আর তিনি তাদের সুস্থ করলেন। ৩১লোকেরা যখন দেখল বোবা কথা বলছে, নুলা সুস্থ হচ্ছে, খোঁড়া চলাফেরা করছে এবং অন্ধ দেখতে পাচ্ছে, তখন তারা আশ্চর্য হল এবং বনি-ইসরাইলদের আল্লাহর প্রশংসা করতে লাগল।"

(মথি ১৬) *১পরে কয়েকজন ফরীশী ও সদ্দূকী ঈসাকে পরীক্ষা করবার জন্য তাঁর কাছে আসলেন এবং বেহেশত থেকে কোন চিহ্ন দেখাতে বললেন। ২ঈসা জবাবে তাঁদের বললেন, "সন্ধ্যা হলে আপনারা বলে থাকেন, 'দিনটা পরিষ্কার হবে কারন আকাশ লাল হয়েছে।' ৩আর সকালবেলায় বলেন, আজ ঝড় হবে কারণ আকাশ লাল ও অন্ধকার হয়েছে।' আকাশের অবস্থা আপনারা ঠিক ভাবেই বিচার করতে জানেন, অথচ সময়ের চিহ্ন বুঝতে পারেন না। ৪এই কালের দুষ্ট ও বেঈমান লোকেরা চিহ্নের খোঁজ করে, কিন্তু ইউনুস নবীর চিহ্ন ছাড়া আর কোন চিহ্নই তাদের দেখনো হবে না।"*

(মথি ১২) *৪০ইউনুস যেমন সেই মাছের পেটে তিন দিন ও তিন রাত ছিলেন ইবনে-আদমও তেমনি তিন দিন ও তিন রাত মাটির নিচে থাকবেন। রোজ হাশরে নিনেভে শহরের লোকেরা ইউনুসের তবলিগের ফলে তওবা করেছিল। ৪১আর দেখুন **এখানে ইউনুসের চেয়ে মহান একজন আছে**।"*

বিশাল মাছের পেটের ভিতরে হযরত ইউনুসের তিন দিন অতিবাহিত করার ঘটনাটিকে উদাহরন হিসেবে ব্যবহার করে ঈসা তাঁর নিজের বিষয়ে ভবিষদ্বানী করেছিলেন যে ঠিক একইভাবে তঁকেও তিন দিন কবরে থাকতে হবে। এবং হযরত ইউনুস যেমন তিন দিনের দিন মাছের পেটের ভিতর থেকে বের হয়ে এসেছিলেন তেমনি ঈসাও তিন দিনের দিন মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠবেন, আর এইভাবেই তর্কাতীত ভাবে প্রমানিত হয় যে তিনিই বেহে্শত থেকে আসা সেই মসীহ্, যিনি জাহান্নাম, মৃত্যু ও গুনাহের শক্তি থেকে আমাদের নাজাত দান করতে এসেছেন।

অধ্যায় ৭৩

ঈসাই-মতভেদের কারণ; মথি ১৫, ১৬; ইউহোন্না ৭

চলুন বাকি সময়টুকুতে আমরা সুসংবাদ থেকেই আমাদের পাঠ চালিয়ে যাই এবং দেখি যে ধর্মীয় আলেমগন শেষ পর্যন্ত কিভাবে তাদের অবিশ্বাসের জেদ বজায় রেখেছিল। ইউহোন্নার সুসংবাদের সপ্তম রুকুতে লেখা আছে:

(ইউহোন্না ৭) (১-৫৩) *এর পরে ঈসা গালীল প্রদেশের মধ্যেই চলাফেরা করতে লাগলেন। ইহুদী নেতারা তাঁকে হত্যা করতে চাইছিলেন বলে তিনি এহুদিয়া প্রদেশে চলাফেরা বন্ধ করে দিলেন। তখন ইহুদীদের কুঁড়ে-ঘরের ঈদের সময় প্রায় কাছে এসেছিল। এজন্য ঈসার ভাইয়েরা তাঁকে বললেন, "এই জায়গা ছেড়ে এহুদিয়াতে চলে যাও, যেন তুমি যেসব কাজ করছ তোমার সাহাবীর তা দেখতে পায়। যদি কেই চায় লোকে তাকে জানুক তবে সে গোপনে কিছু করে না। তুমি যখন এইসব কাজ করছ তখন লোকদের সামনে নিজেকে দেখাও।"* ***আসলে ঈসার ভাইয়েরাও তাঁর উপর ঈমান আনেন নি।***

এতে ঈসা তঁদের বললেন, "আমার সময় এখনও হয়নি, কিন্তু তোমাদের তো সময় বলে কিছু নেই। দুনিয়ার লোকেরা তোমদের ঘৃণা করতে পারেনা কিন্তু আমাকেই ঘৃণা করে, কারণ আমি তাদের বিষয়ে এই সাক্ষ দেই যে, তাদের সব কাজই খারাপ। তোমরাই ঈদে যাও। আমার সময় এখনও পূর্ণ হয়নি বলে আমি এখন যাব না।" এই সব কথা বলে ঈসা গালীলেই থেকে গেলেন। কিন্তু তাঁর ভাইয়েরা ঈদে চলে যাবার পর তিনিও সেখানে গেলেন, তবে খোলা-খুলি ভাবে গেলেন না, গোপনে গেলেন। ঈদের সময়ে ইহুদী নেতারা ঈসার খোঁজ করতে লাগলেন এবং বলতে লাগলেন, "সেই লোকটা কোথায়?" ভীড়ের মধ্যে লোকেরা ঈসার বিষয়ে বিড়বিড় করে নিজেদের মধ্যে অনেক কথা বলতে লাগল। কেই কেই বলল, "তিনি ভাল লোক।" আবার কেই কেই বলল, "না, সে লোকদের ভুল পথে নিয়ে যাচ্ছে।" কিন্তু ইহুদী নেতাদের ভয়ে খোলাখুলি ভাবে কেউই তাঁর বিষয়ে কিছু বলল না।

সেই ঈদের মাঝামাঝি সময়ে ঈসা বাইতুল-মোকাদ্দসে গিয়ে শিক্ষা দিতে শুরু করলেন। এতে ইহুদী নেতারা আশ্চর্য হয়ে বললেন, " এই লোকটি কোন শিক্ষা লাভ না করে কিভাবে এইসব সম্বন্ধে জানে?" জবাবে ঈসা তাঁদের বললেন, "আমি যে শিক্ষা দিই তা আমার নিজের নয়, কিন্তু যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তাঁরই। যদি কেউ তাঁর ইচ্ছা পালন করতে চায় তবে সে বুঝতে পারবে যে, এই শিক্ষা আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে, না আমি নিজ থেকে বলছে...মূসা নবী কি আপনাদের শরীয়ত দেন নি? কিন্তু আপনাদের মধ্যে কেউ সেই শরীয়ত পালন করেন না। তবে কেন আপনারা আমাকে হত্যা করতে চেষ্টা করছেন?"

লোকেরা জবাব দিল, "তোমাকে ভূতে পেয়েছে; কে তোমাকে হত্যা করতে চেয়েছে?" ঈসা তাদের বললেন, "আমি একটা কাজ করেছি বলে আপনারা সবাই অবাক হচ্ছেন। মূসা আপনাদের খৎনা করাবার নিয়ম দিয়েছেন, আর সেই খৎনা আপনারা বিশ্রামবারেও করিয়ে থাকেন। অবশ্য এই নিয়ম মূসার কাছ থেকে আসে

নি, পূর্বপুরুষদের কাছ থেকেই এসেছে। খুব ভাল, মূসা নবীর নিয়ম না ভাংবার জন্য যদি বিশ্রামবারেও ছেলেদের খৎনা করানো যায়, তবে আমি বিশ্রামবারে একটি মানুষকে সম্পূর্ণ ভাবে সুস্থ করেছি বলে আপনারা আমার উপর রাগ করেছেন কেন? ***বাইরের চেহারা দেখে বিচার না করে বরং ন্যায়ভাবে বিচার করুন।"*** *এতে সেই লোকেরা ঈসাকে ধরতে চাইল, কিন্তু তখনও তাঁর সময় হয় নি বলে কেই তাঁর গায়ে হাত দিল না।* ***তবে লোকদের মধ্যে অনেকে ঈসার উপর ঈমান এনে বলল, "ইনি তো অনেক অলৌকিক কাজ করেছেন। মসীহ্ এসে কি এর চেয়েও বেশী অলৌকিক কাজ করবেন?"*** *লোকেরা যে ঈসার সম্বন্ধে এইসব কথা বলাবলি করছে তা ফরীশীরা শুনতে পেলেন। তখন প্রধান ইমামেরা ও ফরীশীরা ঈসাকে ধরবার জন্য কয়েকজন কর্মচারী পঠিয়ে দিলেন।*

ঈদের শেষের দিনটাই ছিল প্রধান দিন। সেই দিন ঈসা দাঁড়িয়ে জোরে জোরে বললেন, ***"কারও যদি পিপাসা পায় তবে সে আমার কাছে এসে পানি খেয়ে যাক। যে আমার উপর ঈমান আনে, পাক-কিতাবের কথামত তার দিল থেকে জীবন্ত পানির নদী বইতে থাকবে।"*** *এইসব কথা শুনে লোকদের মধ্যে কয়েকজন বলল, "সত্যি ইনিই সেই নবী।" অন্যেরা বলল, "ইনিই মসীহ।" কিন্তু কেউ কেউ বলল, "মসীহ্ কি গালীল প্রদেশ থেকে আসবেন? পাক-কিতাব কি বলেনি, দায়ূদ যে গ্রামে থাকতেন সেই বেথেলহেমে এবং তাঁরই বংশে মসীহ্ জন্মগ্রহণ করবেন?" এভাবে ঈসাকে নিয়ে লোকদের মধ্যে একটা মতের অমিল দেখা দিল। কয়েকজন ঈসাকে ধরতে চাইল কিন্তু কেউই তাঁর গয়ে হাত দিল না।*

যে কর্মচারীদের পাঠানো হয়েছিল তারা প্রধান ইমামদের ও ফরীশীদের কাছে ফিরে আসল। তখন তাঁরা তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, "তাকে আন নি কেন?" সেই কর্মচারীরা বলল, ***"লোকটা যেভাবে কথা বলে সেভাবে আর কেউ কখনও বলে নি।"*** *এতে ফরীশীরা সেই কর্মচারীদের বললেন, "তোমরাও কি ঠকে গেলে? নেতাদের মধ্যে বা ফরীশীদের মধ্যে কেউ তো তার উপর ঈমান আনে নি। কিন্তু এই যে সাধারন লোকেরা, এরা তো মূসার শরীয়ত যানে না; এদের উপর বদদোয়া রয়েছে।"* ***নীকদীম****, যিনি আগে ঈসার কাছে গিয়েছিলেন, তিনি ছিলেন এইসব ফরীশীদের মধ্যে একজন। তিনি বললেন, "কারও মুখের কথা না শুনে এবং সে কি করেছে তা না যেনে কাইকে শাস্তি দেবার ব্যবস্থা কি আমাদের শরীয়তে রয়েছে?" ফরীশীরা নীকদীমকে জবাব দিলেন, "তুমিও কি গালীলের লোক? পাক-কিতাবে খুঁজে দেখ, গালীলে কোন নবীর জন্মগ্রহণ করবার কথা নেই।" এর পরে লোকেরা প্রত্যেকে যে যার বাড়িতে চলে গেল।*

আজ আমরা এখানেই শেষ করব। আমরা দেখেছি কিভাবে ইমামরা, আলেমগন এবং ফরীশীরা বিভিন্ন সময়ে ঈসাকে বিপদে ফেলার চেষ্টা করেছিল। তাঁকে অন্যায়ভাবে গ্রেফতার করে হত্যা করতে চেয়েছিল, কিন্তু

তারা তাঁকে কিছুই করতে পারে নি, কারণ গুনাহের কোরবানী হিসেবে ঈসার মৃত্যুবরন করার যে সময় আল্লাহ্ পূর্বেই ঠিক করে রেখেছিলেন সে সময় তখনও উপস্থিত হয়নি।

দুঃখের বিষয় ছিল যে বেশীর ভাগ ইহুদী ধর্মীয় নেতাদের **দিল** ছিল **কঠিন**। তারা ঈসাকে ঘৃণা করত এবং যারা ঈসাকে মসীহ বলে স্বীকার করবে তাদের মজলিস থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়েছিল। তাই সেখানকার জনগনের মধ্যে ঈসার কারনে **মতনৈক্যের** সুত্রপাত ঘটেছিল। ধর্মীয় আলেমদের এবং ইমামদের ভয়ে কেউই ঈসার বিষয়ে খোলাখুলি ভাবে কোন কথা বলত না। তবে গোপনে কেউ কেউ তাদরে মধ্যে বলাবলি করত যে, "তিনি একজন ভাল মানুষ।" অন্যেরা আবার তাদের কথার প্রতি উত্তরে বলত যে, "না, তিনি সবার সাথে প্রতারনা করছে।" আর কিছু লোক অবাক হয়ে ভাবত যে, "যখন মসীহ আসবেন তখন কি তিনি এই লোকটির চেয়েও বড় বড় অলৌকিক কাজ করবেন কিনা?"

বন্ধুগন, ঈসার বিষয়ে **আপনাদের** অভিমত কি? তাঁর বিষয়ে **আপনারা** কি চিন্তা করেন? সকল নবীরা যার বিষয়ে লিখেছেন আপনি কি সেই ঈসার উপর ঈমান এনেছেন যে তিনিই মসীহ? নাকি আপনি মনে করেন যে ঈসা কেবল মাত্র একজন নবী ছিলেন। কেউ যেন এ ব্যাপাটি আপনাকে ভূলভাবে না বোঝায়। এই প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার মাধ্যমে আপনার ভবিষ্যতের দিক নির্ধারিত হতে পারে! **আপনি কি সত্যিই জানেন ঈসা কে?** আপনি কি জানেন কেন তিনি এই দুনিয়াতে এসেছিলেন? শুনুন ঈসা তাঁর নিজের বিষয়ে কি বলেছেন:

*"আমিই **পথ, সত্য ও জীবন**। আমার মধ্য দিয়ে না গেলে কেউই পিতার কাছে যেতে পারে না!....সত্যের পক্ষে সাক্ষ্য দেবার জন্য আমি জন্মেছি আর সে জন্যই আমি দুনিয়াতে এসেছি। **যে কেউ সত্যের সে আমার কথা শোনে**।"* (ইউহোন্না ১৪: ৬, ১৮:৩৭)

প্রিয় বন্ধু, আপনি কার পক্ষে? যদি আপনার পরিবার আপনাকে প্রত্যাখ্যান করে দেয়-তখনও কি আপনি সত্যের পক্ষে থাকতে রাজি থাকবেন? উলুফ জ্ঞানবাদে একটি প্রবাদ আছে যে, "যে মধু খেতে চায় তার মৌমাছিকে ভয় পাওয়া চলবে না।" মাবুদ ঈসা বলেছেন,

*"আমি দুনিয়াতে শান্তি দিতে এসেছি এই কথা মনে করো না। আমি শান্তি দিতে আসি নি বরং মানুষকে মানুষের বিরুদ্ধে দাঁড় করাতে এসেছি; ছেলেকে বাবার বিরুদ্ধে, মেয়েকে মায়ের বিরুদ্ধে, স্ত্রীকে শাশুড়ীর বিরুদ্ধে দাঁড় করাতে এসেছি। একজন মানুষের নিজের পরিবারের লোকেরাই তার শত্রু হবে। **যে কেউ আমার চেয়ে পিতা-মাতাকে বেশী ভালবাসে সে আমার উপযুক্ত নয়। আর যে কেউ ছেলে বা মেয়েকে আমার চেয়ে বেশী ভালবাসে সে আমার উপযুক্ত নয়।*** (মথি ১০:৩৪-৩৭)

অধ্যায় ৭৩

ঈসাই-মতভেদের কারণ; মথি ১৫ , ১৬; ইউহোন্না ৭

বন্ধুগন, এতক্ষন আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ। পরবর্তী অনুষ্ঠানে আমাদের সাথে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রন জানাই যেন যদি আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হয় তবে যেন আমরা সুসংবাদ থেকেই আমদের পাঠ চালিয়ে যেতে পারি এবং আরও একটি ঘটনা সম্পর্কে জানতে পারি যেখান ঈসা একজন জন্মান্ধকে সুস্থ করেছিলেন...

আল্লাহ্‌ আপনাদের বরকত দান করুন যেন আজ ঈসার এই কালামগুলো নিয়ে গভীর ভাবে চিন্তা করতে পারেন:

"যে কেউ সত্যের সে আমার কথা শোনে!" (ইউহোন্না ১৮:৩৭)

অধ্যায় ৭৪
দুনিয়ার নূর; ইউহোন্না ৮ ,৯

শ্রোতা বন্ধুরা, শান্তি আপনাদের সহবর্তি থাকুক। আল্লাহ্‌র নামে আপনাদের অভিবাদন জানাই, শান্তির আল্লাহ্‌, যিনি ধার্মিকতার পথ প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তিনি চান যেন প্রত্যেকেই সে পথ সম্পর্কে জানতে পারে এবং আত্মসমর্পণ করে, এবং সত্যিকারের শান্তি যেন চিরদিন তাদের সাথে থাকে। আপনাদের অনুষ্ঠান *"ধার্মিকতার পথ"* নিয়ে আজ উপস্থিত হতে পেরে আমরা আনন্দিত।

গত দিনের অনুষ্ঠানে আমরা দেখেছি যে কীভাবে ঈমামেরা, আলেমগন এবং ফরীশীরা ঈসাকে **জ্বালাতন করছিল** এবং তাঁকে গ্রেফতার করার চেষ্টা করেছিল যেন তাঁকে মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করতে পারে। কিন্তু কেউই তাঁকে কিছু করতে পারেনি কারন গুনাহের কোরবানী হিসেবে তাঁর মৃত্যুর জন্য আল্লাহ্‌ যে সময় নির্ধারন করে রেখেছিলেন, তখনো সে সময় আসেনি। আজ আমরা সুসংবাদ থেকেই আমাদের পাঠ অব্যাহত রাখব যেন শুনতে পারি যে কিভাবে ঈসা তাঁর বিরোধীদের দোষারোপ করেছিলেন এবং একজন জন্মান্ধকে সুস্থ করেছিলেন। আমাদের আজকের পাঠের নাম **"দুনিয়ার নূর"**।

আমরা ইউহোন্নার সুসংবাদের ৮ রুকু থেকে পরবোঃ

(ইউহোন্না ৮) ২*খুব সকালে ঈসা আবার বাইতুল-মোকাদ্দসে গেলে পর সমস্ত লোক তাঁর কাছে আসল। তখন তিনি বসে তাদের শিক্ষা দিতে লাগলেন... ১২[পরে ঈসা আবার লোকদের বললেন]* ***"আমিই দুনিয়ার নূর। যে আমার পথে চলে সে কখনও অন্ধকারে পা ফেলবে না, বরং জীবনের নূর পাবে।"*** *১৩এতে ফরীশীরা ঈসাকে বললেন, " তোমার সাক্ষ্য সত্যি নয়, কারণ তুমি নিজের পক্ষে নিজেই সাক্ষ দিচ্ছ।" ১৪ ঈসা তাঁদের জবাব দিলেন, "যদিও আমি নিজের পক্ষে নিজে সাক্ষ দিই তবুও আমার সাক্ষ সত্যি, কারণ আমি কোথা থেকে এসেছি আর কোথায় যাচ্ছি তা আমি জানি। কিন্তু আমি কোথা থেকে এসেছি আর কোথায় যাচ্ছি তা আপনারা জানেন না... ...২৩"আমি উপর থেকে এসেছি আর অপনারা নীচ থেকে এসেছেন। আপনারা এই দুনিয়ার, কিন্তু আমি এই দুনিয়ার নই। ২৪তাই আমি আপনাদের বলছি, আপনারা আপনাদের গুনাহের মধ্যে মরবেন।* ***যদি আপনারা বিশ্বাস না করেন যে, আমিই সেই, তবে আপনাদের গুনাহের মধ্যেই আপনারা মরবেন।"*** *২৫এতে নেতারা ঈসাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কে?" তিনি তাঁদের বললেন, "প্রথম থেকে আমি আপনাদের যা বলছি আমি তা-ই।...২৮যখন আপনারা ইবনে-আদমকে উঁচুতে তুলবেন তখন বুঝতে পারবেন যে, আমিই সেই। আর এও বুঝতে পারবেন যে, আমি নিজে থেকে কোন কিছুই করি না, বরং পিতা আমাকে যে শিক্ষা দিয়েছেন আমি সেই সব কথাই বলি...৩২তাছারা আপনারা সত্যকে জানতে পারবেন, আর* ***সেই সত্যই আপনাদের মুক্ত করবে।"***

অধ্যায় ৭৪
দুনিয়ার নূর; ইউহোন্না ৮ ,৯

*৩৩ইহুদী নেতারা তখন ঈসাকে বললেন, "আমরা ইব্রাহিমের বংশের লোক; আমরা কখনও কারও গোলাম হই নি। তুমি কি করে বলছ যে, আমাদের মুক্ত করা হবে?" ৩৪ঈসা তাঁদের এই জবাব দিলেন, "আমি সত্যিই আপনাদের বলছি, **যারা গুনাহে পড়ে থাকে, তারা সবাই গুনাহের গোলাম**। ৩৫গোলাম চিরদিন বাড়ীতে থাকে না কিন্তু পুত্র চিরকাল থাকে। ৩৬তাই পুত্র যদি আপনাদের মুক্ত করেন তবে সত্যিই আপনারা মুক্ত হবেন। ৩৭আমি জানি আপনারা ইব্রাহিমের বংশের লোক, কিন্তু তবুও আপনারা আমাকে হত্যা করতে চাইছেন, কারণ আমার কথা আপনাদের দিলে কোন স্থান পায় না। ৩৮আমি আমার পিতার কাছে যা দেখেছি সেই বিষয়েই বলি, আর আপনারা আপনাদের পিতার কাছ থেকে যা শুনেছেন তা-ই করে থাকেন।" ৩৯এতে সেই ইহুদী নেতারা ঈসাকে বললেন, " ইব্রাহিমই আমাদের পিতা।" ঈসা তাঁদের বললেন, "যদি আপনারা ইব্রাহিমের সন্তান হতেন তবে ইব্রাহিমের মতই কাজ করতেন। ৪০আল্লাহর কাছ থেকে যে সত্য আমি জেনেছি তা-ই আপনাদের বলেছি, আর তবুও আপনারা আমাকে হত্যা করতে চাইছেন; কিন্তু ইব্রাহিম এই রকম করেন নি। ৪১আপনাদের পিতা যা করে আপনারা তা-ই করছেন।"*

তাঁরা ঈসাকে বললেন, "আমরা তো জারজ নই। আমাদের একজনই পিতা আছেন, সেই পিতা হলেন আল্লাহ্।" ৪২ঈসা তঁদের বললেন, " সত্যিই যদি আল্লাহ্ আপনাদের পিতা হতেন তবে আপনারা আমাকে মহব্বত করতেন, কারণ আমি আল্লাহর কাছ থেকে এসেছি আর এখন আপনাদের মধ্যে আছি। আমি নিজ থেকে আসি নি, কিন্তু তিনিই আমাকে পাঠিয়েছেন। ৪৩কেন আপনারা আমার কথা বোঝেন না? তার কারণ এই যে, আপনারা আমার কথা সহ্য করতে পারেন না। ৪৪ইবলিসই আপনাদের পিতা আর আপনারা তারই সন্তান; সেজন্য আপনারা তার ইচ্ছা পূর্ণ করতে চান। ইবলিস প্রথম থেকেই খুনী। সে কখনও সত্যে বাস করে নি। কারণ তার মধ্যে সত্য নেই। সে যখন মিথ্যা কথা বলে তখন সে তা নিজে থেকেই বলে, কারণ সে মিথ্যাবাদী আর সমস্ত মিথ্যার জন্ম তার মধ্যে থেকেই হয়েছে। ৪৫কিন্তু আমি সত্যি কথা বলি, আর তাই আপনারা আমাকে বিশ্বাস করেন না। ৪৬আপনাদের মধ্যে কে আমাকে গুনাহ্‌গার বলে প্রমাণ করতে পারেন? যদি আমি সত্যি কথাই বলি তবে কেন আপনারা আমাকে বিশ্বাস করেন না? ৪৭যে লোক আল্লাহ্‌র, সে আল্লাহ্‌র কথা শোনে। আপনারা আল্লাহ্‌র নন বলে আল্লাহ্‌র কথা শোনেন না।"

৪৮তখন ইহুদী নেতারা ঈসাকে বললেন, "আমরা কি ঠিক বলি নি যে, তুমি একজন সামেরীয় আর তোমাকে ভূতে পেয়েছে?" ৪৯জবাবে ঈসা বললেন, "আমাকে ভূতে পায় নি। আমি আমার পিতাকে সম্মান করি, কিন্তু আপনারা আমাকে আসম্মান করেন। ৫০আমি আমার নিজের প্রশংসার চেষ্টা করি না, কিন্তু একজন আছেন যিনি আমকে সম্মান দান করেন, আর তিনিই বিচারকর্তা। ৫১আমি আপনাদের সত্যিই বলছি, যদি কেই আমার কথার বাধ্য হয়ে চলে তবে সে কখনও মরবে না।" ৫২ইহুদী নেতারা তাঁকে বললেন, "এবার আমরা সত্যি

*বুঝলাম যে, তোমাকে ভূতেই পেয়েছে। ইব্রাহিম ও নবীরা মারা গেছেন, আর তুমি বলছ, 'যদি কেই আমার কথার বাধ্য হয়ে চলে সে কখনও মরবে না।' ৫৩তুমি কি পিতা ইব্রাহিম থেকেও বড়? তিনি তো মারা গেছেন এবং নবীরাও মারা গেছেন। তুমি নিজেকে কি মনে কর?" ৫৪জবাবে ঈসা বললেন, "যদি আমি নিজের প্রশংসা নিজেই করি তবে তার কোন দাম নেই। আমার পিতা, যাঁকে আপনাদের আল্লাহ্‌ বলে দাবি করেন তিনিই আমাকে সম্মান দান করেন। ৫৫আপনারা কখনও তাঁকে জানেন নি, কিন্তু আমি তাঁকে জানি। যদি আমি বলি আমি তাঁকে জানি না তবে আপনাদেরই মত আমি মিথ্যাবাদী হব। কিন্তু আমি তাঁকে জানি এবং তাঁর কথার বাধ্য হয়ে চলি। ৫৬আপনাদের পিতা ইব্রাহিম আমারই দিন দেখবার আশায় আনন্দ করেছিলেন। তিনি তা দেখেছিলেন আর খুশীও হয়েছিলেন।" ৫৭ইহুদী নেতারা তাঁকে বললেন, "তোমার বয়স এখনও পঞ্চাশ বছর হয় নি, আর তুমি কি ইব্রাহিমকে দেখেছ? ৫৮ঈসা তাঁদের বললেন, "আমি আপনাদের সাত্যি বলছি, **ইব্রাহিম জন্মগ্রহণ করবার আগে থেকেই আমি আছি**।" ৫৯এই কথা শুনে **সেই নেতারা তাঁকে মারবার জন্য পাথর কুড়িয়ে নিলেন**। কিন্তু ঈসা নিজেকে গোপন করে বাইতুল-মোকাদ্দস থেকে বের হয়ে গেলেন।*

(ইউহোন্না ৯) *পথ দিয়ে যাবার সময় ঈসা একজন অন্ধ লোককে দেখতে পেলেন। **সে জন্ম থেকেই অন্ধ ছিল**। ২তখন সাহাবীরা ঈসাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "হুজুর, কার গুনাহে এই লোকটি অন্ধ হয়ে জন্মেছে? তার নিজের, না তার মা-বাবার?" ৩ঈসা জবাব দিলেন, "গুনাহ্‌ সে নিজেও করে নি, তার মা-বাবাও করেনি। এটা হয়েছে যেন আল্লাহ্‌র কাজ তার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়। ৪যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, বেলা থাকতে থাকতে তাঁর কাজ করা আমাদের দরকার। রাত আসছে, তখন কেউই কাজ করতে পারবে না। ৫যতদিন আমি দুনিয়াতে আছি আমি দুনিয়ার নূর।"*

*৬এই কথা বলবার পরে তিনি মাটিতে থুথু ফেলে কাদা করলেন। তারপর সেই কাদা তিনি লোকটির চোখে লাগিয়ে দিয়ে বললেন, ৭"যাও, শীলোহের পুকুরে গিয়ে ধুয়ে ফেল।" শীলোহ মানে পাঠানো হল। লোকটি গিয়ে চোখ ধুয়ে ফেলল এবং **চোখে দেখতে** পেয়ে ফিরে আসল। এদেখে তার প্রতিবেশীরা আর যারা তাকে আগে ভিক্ষা করতে দেখেছিল তারা সবাই বলতে লাগল, ৮"এ কি সেই লোকটি নয়, যে বসে বসে ভিক্ষা করত?" ৯কেউ কেউ বলল, "জ্বী, এ-ই সেই লোক।" আবার কেউ কেউ বলল, "যদিও দেখতে তারই মত তবুও সে নয়।" কিন্তু লোকটি নিজে বলল, "জ্বী, আমিই সেই লোক।" ১০তারা তাকে বলল, " কিন্তু কেমন করে তোমার চোখ খুলে গেল?" ১১সে জবাব দিল, "ঈসা নামে সেই লোকটি কাদা করে আমার চোখে লাগিয়ে দিয়ে বললেন, 'শীলোহের পুকুরে গিয়ে ধুয়ে ফেল।' আমি গিয়ে ধুয়ে ফেললাম আর দেখতে পেলাম।" ১২তারা তাকে বলল, "সেই লোকটি কোথায়?" সে বলল, "আমি জানি না।"*

অধ্যায় ৭৪

দুনিয়ার নূর; ইউহোন্না ৮,৯

১৩যে লোকটি অন্ধ ছিল লোকেরা তাকে ফরীশীদের কাছে নিয়ে গেল। ১৪যেদিন ঈসা কাদা করে তার চোখ খুলে দিয়েছিলেন সেই দিনটা ছিল বিশ্রামবার। ১৫এই জন্য তাকে ফরীশীরাও আবার জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কেমন করে দেখতে পেলে?" সে ফরীশীদের বলল, " তিনি আমার চোখের উপরে কাদা লাগিয়ে দিলেন, আর আমি তা ধুয়ে ফেলতেই দেখতে পেলাম।" ১৬এতে ফরীশীদের মধ্যে কয়েকজন বললেন, "ঐ লোকটি আল্লাহর কাছ থেকে আসে নি, কারণ সে বিশ্রামবার পালন করে না।" অন্য ফরীশীরা বললেন, "যে লোক গুনাহ্‌গার সে কেমন করে এই রকম অলৌকিক কাজ করতে পারে?" এভাবে তাঁদের মধ্যে মতের অমিল দেখা দিল। ১৭তখন তাঁরা সেই লোকটিকে আবার জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি তার সম্বন্ধে কি বল? কারণ সে তো তোমরাই চোখ খুলে দিয়েছে।" লোকটি বলল, "তিনি একজন নবী।"

১৮ইহুদী নেতারা কিন্তু লোকটির পিতা-মাতাকে ডেকে জিজ্ঞাসা না করা পর্যন্ত বিশ্বাস করলেন না যে, সেই লোকটি আগে অন্ধ ছিল আর এখন দেখতে পাচ্ছে। ১৯তাঁরা লোকটির পিতা-মাতাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "এ-ই কি তোমাদের সেই ছেলে যার সম্বন্ধে তোমরা বল যে, সে অন্ধ হয়ে জন্মেছিল? এখন তবে সে কেমন করে দেখতে পাচ্ছে?" ২০তার মা-বাবা জবাব দিল, "আমরা জানি এ আমাদেরই ছেলে, আর এ অন্ধ হয়েই জন্মেছিল। ২১কিন্তু কেমন করে সে এখন দেখতে পাচ্ছে তা আমরা জানি না; আর কে যে তার চোখ খুলে দিয়েছে তাও জানি না। ওর বয়স হয়েছে, ওকেই জিজ্ঞাসা করুন। ও নিজের বিষয় নিজেই বলুক।" ২২তার মা-বাবা ইহুদী নেতাদের ভয়ে এই সব কথা বলল, কারণ ইহুদী নেতারা আগেই ঠিক করেছিলেন যে, কেউ যদি ঈসাকে মসীহ্‌ বলে স্বীকার করে তবে তাকে সমাজ থেকে বের করে দেওয়া হবে। ২৩সেজন্যই তার মা-বাবা বলেছিল, "ওর বয়স হয়েছে, ওকেই জিজ্ঞাসা করুন।"

২৪যে লোকটি আগে অন্ধ ছিল নেতারা তাকে দ্বিতীয় বার ডেকে বললেন, "তুমি সত্যি কথা বলে আল্লাহর প্রশংসা কর। আমরা তো জানি ঐ লোকটা গুনাহ্‌গার।" ২৫সে জবাব দিল, "তিনি গুনাহ্‌গার কি না তা আমি জানি না; তবে একটা বিষয় জানি যে, আগে আমি অন্ধ ছিলাম আর এখন দেখতে পাচ্ছি।" ২৬নেতারা বললেন, "সে তোমাকে কি করেছে? কেমন করে সে তোমার চোখ খুলে দিয়েছে?" ২৭জবাবে লোকটি তাঁদের বলল, "আমি তো আগেই আপনাদের বলেছি, কিন্তু আপনারা শোনেন নি। কেন তবে আপনারা আবার শুনতে চান? আপনারাও তাঁর উম্মত হতে চান?" ২৮এতে নেতারা লোকটিকে খুব গালাগালি দিয়ে বললেন, "তুই সেই লোকের উম্মত, কিন্তু আমরা মূসার উম্মত। ২৯আমরা জানি আল্লাহ্‌ মূসা নবীর সংগে কথা বলেছিলেন, কিন্তু ঐ লোকটা কোথা থেকে এসেছে তা আমরা জানি না।"

৩০তখন সেই লোকটি তাঁদের জবাব দিল, "কি আশ্চর্য! আপনার জানেন না তিনি কোথা থেকে এসেছেন অথচ তিনিই আমার চোখ খুলে দিয়েছেন। ৩১আমরা জানি আল্লাহ্‌ গুনাহ্‌গারদের কথা শোনেন না। কিন্তু যদি

কোন লোক আল্লাহ্‌ভক্ত হয় ও তাঁর ইচ্ছামত কাজ করে তবে আল্লাহ্‌ তার কথা শোনেন। ৩২দুনিয়া সৃষ্টির পর থেকে কখনও শোনা যায় নি, জন্ম থেকে অন্ধ এমন কোন লোকের চোখ কেউ খুলে দিয়েছে। ৩৩যদি উনি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে না আসতেন তবে কিছুই করতে পারতেন ন।" ৩৪জবাবে নেতারা বললেন, "তোর জন্ম হয়েছে একেবারে গুনাহের মধ্যে, আর তুই আমাদের শিক্ষা দিচ্ছিস?" এই বলে তাঁরা তাকে সমাজ থেকে বের করে দিলেন।

*৩৫ঈসা শুনলেন যে, নেতারা লোকটিকে বের করে দিয়েছেন। পরে তিনি সেই লোকটিকে খুঁজে পেয়ে বললেন, "তুমি কি ইবনে-আদমের উপর ঈমান এনেছ?" ৩৬সে জবাব দিল, "হুজুর, তিনি কে? আমাকে বলুন যাতে আমি তাঁর উপর ঈমান আনতে পারি।" ৩৭ঈসা তাকে বললেন, "তুমি তাঁকে দেখছ, আর তিনিই তোমার সংগে কথা বলছেন।" ৩৮**তখন লোকটি বলল, "হুজুর, আমি ঈমান আনলাম।" এই বলে সে ঈসাকে সেজদা করল**। ৩৯ঈসা বললেন, "আমি এই দুনিয়াতে বিচার করবার জন্য এসেছি, যেন যারা দেখতে পায় না তারা দেখতে পায় এবং যারা দেখতে পায় তারা অন্ধ হয়।"*

৪০কয়েকজন ফরীশীও ঈসার সংগে ছিলেন। তাঁরা এই কথা শুনে তাঁকে বললেন, "তবে আপনি কি বলতে চান যে, আমরা অন্ধ?" ৪১ঈসা তঁদের বললেন, "আপনারা যদি অন্ধ হতেন তাহলে আপনাদের কোন দোষ থাকত না। কিন্তু আপনারা বলেন যে, আপনারা দেখতে পান, সেজন্যই আপনাদের দোষ রয়েছে।"

এভাবে মাবুদ ঈসা সেই জন্মান্ধ ব্যাক্তিটিকে সুস্থ করেছিলেন এবং ফরীশীদের নীচু মনোভাবের জন্য তাদের ধমক দিয়েছিলেন। এই ধর্মীয় আলেমগন এতই ধর্মান্ধ ছিল যে তা প্রকৃত অন্ধতার চেয়েও অধিকতর মন্দ ছিল। তারা দেখতে পেত, কিন্তু **তারা দেখতে চাইত না**, এ কারনেই তারা ঈসাকে পাথর মারতে চেয়েছিল। ঈসার সত্য বিষয়গুলো থেকে এই ধর্মীয় আলেমগন তাদের দিলকে পৃথক করে রেখেছিল। **তারা ঈমান আনতে চাননি** যে ঈসাই সেই মসীহ এবং জগতের নূর। তারা এটাও বিশ্বাস করতে নারাজ ছিলেন যে ঈসা নবী ইব্রাহীমেরও আগে বিদ্যমান ছিলেন; অর্থাৎ যিনি কালাম ছিলেন যে কালাম সৃষ্টির শুরুতে আল্লাহ্‌র সাথে ছিলেন। **সত্যকে দেখার কোন ইচ্ছাই তাদের ছিল না**।

আজকের পাঠে আমরা **দু'ধরনের অন্ধ লোক** দেখেছি: একদল ছিল যারা চোখে অন্ধ ছিল; এবং অন্যদল, যাদের **দিল** অন্ধ ছিল। অন্ধ দিলের অন্ধকার অন্ধ চোখের অন্ধকারের চেয়েও বেশী নিকৃষ্ট। যদি আপনার চোখ অন্ধ থাকে তাহলে আপনি জগতের কোন জিনিস দেখতে পাবেন না, কিন্তু যদি আপনার দিল ও অন্তর অন্ধ থাকে তাহলে আপনি অনন্তকালের কোন কিছুই দেখতে অথবা বুঝতে পারবেন না!

অধ্যায় ৭৪
দুনিয়ার নূর; ইউহোন্না ৮ ,৯

আল্লাহ্‌র কালাম আমাদের এই শিক্ষা দেয় যে আদমের সকল সন্তানই **জন্ম থেকে অন্ধ**–তাদের দিল ও তাদের অন্তর অন্ধ। আদমের গুনাহের কারনে আমরা সকলেই অন্ধকার ও মূর্খতার মধ্য দিয়ে জন্মগ্রহণ করেছি। আল্লাহ্‌ বিষয়ে আমরা কিছুই জানি না এবং স্বভাবতই সত্য জানার কোন ইচ্ছা আমাদের নেই। আলো জ্বালালে তেলাপোকা যেমন ছোটাছুটি শুরু করে, তেমনি আল্লাহ্‌র কালামের আলোও আমরা এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি, কারন আমরা অন্ধকারে জীবন-যাপন করেই নিজেদের সন্তুষ্ট রাখতে চাই। দুঃখের বিষয় হল আদমের বেশীরভাগ সন্তানই গুনাহ ও মূর্খতার মধ্যে থেকেই মৃত্যু বরন করছে। উলুফ জ্ঞানবাদে বলা হয়ে থাকে, "আপনি যদি না জানেন তাহলে সেই **অজানাই**{জ্ঞানের অভাব} আপনাকে ধ্বংস করে ফেলবে!" একই ভাবে নবী হোসিয়া ও লিখেছিলেন: ***"তোমরা মাবুদের কালাম শোন...আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে* জ্ঞানের অভাবে *আমার বান্দারা* ধ্বংস *হয়ে যাচ্ছে, তোমরা সেই জ্ঞানকে অগ্রাহ্য করেছ বলে আমিও তোমাদের অগ্রাহ্য করলাম....!*** (হোসিয়া ৪: ১, ৬)

সুসংবাদটি হল আল্লাহ্‌ চান না যেন আমরা কেউই গুনাহের অন্ধকার ও মূর্খতার মধ্যে থেকে ধ্বংস হয়ে যাই। এ কারনেই তিনি, মাবুদ ঈসা মসীহকে আমাদের কাছে পাঠানোর মাধ্যমে এ দুনিয়াতে এসেছিলেন। নবী জাকারিয়া মাবুদ ঈসার সম্বন্ধে এভাবে বলেছিলেন ***"উঠন্ত সূর্য"*** যাঁকে আল্লাহ্‌ *"বেহেশত থেকে পাঠাবেন যাতে অন্ধকারে ও মৃত্যুর ছায়ায় যারা বসে আছে তাদের নূর দিতে পারেন, আর শান্তির পথে আমাদের চালাতে পারেন।"* (লূক ১: ৭৯) নবীগন ছিলেন তারার মত, যা রাতের অন্ধকারকে আলোকিত করে, কিন্তু ঈসা মসীহ হলেন উঠন্ত সূর্যের মত, যিনি তাদের সকলের জন্য নূর ও জীবন নিয়ে আসেন যারা তাঁর উপর ঈমান আনে। আমাদের এই জগতকে আলোকিত করার জন্য আল্লাহ্‌ কয়টি সূর্য সৃষ্টি করেছেন? কেবল মাত্র একটি। অনন্তকালীন জাহান্নাম আর গুনাহের অন্ধকার থেকে গুনাহ্‌গারদের নাজাত দান করার জন্য আল্লাহ বেহেশত থেকে কয়জন নাজাতদাতা পাঠিয়েছেন? কেবল মাত্র একজন। কিন্তু আদমের অধিকাংশ সন্তানই এই বিষয়টি বুঝতে পারে না। আর একারনেই এখনও তারা গুনাহের অন্ধকারে বার বার হোঁচট খাচ্ছে। আর সে কারনেই কিতাবে মাবুদ ঈসা মসীহের বিষয়ে লেখা আছে: *"সেই নূর অন্ধকারের মধ্যে জ্বলছে কিন্তু* ***অন্ধকার নূরকে জয় করতে পারে নি।*** *তিনি দুনিয়াতে ছিলেন এবং দুনিয়া তাঁর দ্বারাই সৃষ্টি হয়েছিল,* ***তবু দুনিয়ার মানুষ তাঁকে চিনল না।"*** (ইউহোন্না ১:৫, ১০)

শ্রোতা বন্ধুরা, মাবুদ ঈসা কি আপনার দিল ও মনের "চোখ" খুলে দিয়েছেন? নাকি এখনও আপনি গুনাহের অন্ধকার এবং অজানার মধ্যে থেকে বার বার হোঁচট খাচ্ছেন?

অধ্যায় ৭৪

দুনিয়ার নূর; ইউহোন্না ৮,৯

এতক্ষন আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ। আল্লাহ্‌র ইচ্ছায়, পরবর্তী অনুষ্ঠানে আমরা এই সুসংবাদ থেকেই আমাদের পাঠ চালিয়ে যাব এবং দেখব যে কিভাবে আল্লাহ্‌র মহিমা সূর্যের মত করে ঈসা মসীহের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছিল...

"আমিই দুনিয়ার নূর। যে আমার পথে চলে সে কখনও অন্ধকারে পা ফেলবে না, বরং জীবনের নূর পাবে।"

(ইউহোন্না ৮:১২)

অধ্যায় ৭৫
গৌরবের মাবুদ; মথি ১৬ , ১৭

শ্রোতা বন্ধুরা, শান্তি আপনাদের সহবর্তি থাকুক। আল্লাহ্‌র নামে আপনাদের অভিবাদন জানাই, শান্তির আল্লাহ্, যিনি ধার্মিকতার পথ প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তিনি চান যেন প্রত্যেকেই সে পথ সম্পর্কে জানতে পারে এবং আত্মসমর্পণ করে, এবং সত্যিকারের শান্তি যেন চিরদিন তাদের সাথে থাকে। আপনাদের অনুষ্ঠান *"ধার্মিকতার পথ"* নিয়ে আজ উপস্থিত হতে পেরে আমরা আনন্দিত।

গত দিনের পাঠে, সুসংবাদের কিতাব থেকে, আমরা শুনেছি যে কিভাবে ঈসা মসীহ একজন জন্মান্ধকে সুস্থ করেছিলেন। ঈসার কাছে কোন কিছুই অসাধ্য নয় কারন তিনিই আল্লাহ্‌র কালাম যিনি মানুষ বেশে এই দুনিয়াতে এসেছেন। আর সে কারনেই ঈসা দুনিয়ার সকল শক্তিকে নিয়ন্ত্রন করতে পারতেন–যেমন বাতাস, সাগর, ভূত, রোগ-ব্যাধি এবং মৃত্যু। ঈসা যেখানেই যেতেন সেখানেই জনতার ভিড় হুমড়ি খেয়ে পারত **কিন্তু খুব কম লোকই চিনতে পেরেছিল যে তিনি আসলে কে ছিলেন।** তারা তাঁকে একজন নবী হিসেবে বিবেচনা করত কিন্তু তারা এটা বুঝতে পারে নি যে আল্লাহ্‌র সকল বৈশিষ্ট তাঁর মধ্যে বিদ্যমান আছে। তারা বুঝতে পারে নি যে ঈসাই গৌরবের মাবুদ, যিনি বেহেশত থেকে এসেছেন। আল্লাহ্‌র ইচ্ছায়, আমাদের আজকে পাঠে আমরা দেখতে পারব যে **কিভাবে ঈসা আল্লাহ্‌র গৌরবের আলোতে পূর্ণ ছিলেন**, এবং কিভাবে তিনি একদিন পাহড়ের উপরে খুব অল্প সময়ের জন্য তাঁর তিন জন সাহাবীর সামনে এটি প্রকাশ করেছিলেন।

চলুন পাক্-কিতাবের সুসংবাদে ফিরে যাই, কিতাবে লেখা আছে:

*(লূক ৯) একবার ঈসা একটা নির্জন জায়গায় মোনাজাত করছিলেন। তাঁর সংগে কেবল তাঁর সাহাবীরাই ছিলেন। তিনি তঁদের জিজ্ঞাসা করলেন, "আমি কে, এই বিষয়ে লোকে কি বলে?" সাহাবীরা বললেন, "কেউ কেউ বলে আপনি তরিকাবন্দিদাতা ইয়াহিয়া; কেউ কেউ বলে নবী ইলিয়াস; আবার কেউ কেউ বলে অনেক দিন আগেকার একজন নবী বেঁচে উঠেছেন।" (মথি ১৬) তখন তিনি তাঁদের বললেন, **"কিন্তু তোমরা কি বল, আমি কে?"** শিমোন-পিতর বললেন, "আপনি সেই মসীহ, জীবন্ত আল্লাহ্‌র পুত্র।" জবাবে ঈসা তাঁকে বললেন, "শিমোন ইব্‌নে ইউনুস, মোবারক তুমি, কারণ কোন মানুষ তোমার কাছে এটা প্রকাশ করে নি; আমার বেহেশতী পিতাই প্রকাশ করেছেন।"*

আমরা এখানে একটু সময় নেব এবং সেই প্রশ্নটি নিয়ে চিন্তা করবে যা ঈসা একদিন তাঁর সাহাবীদের সাথে একান্তে সময় কাটানোর সময় করেছিলেন। ঈসা তাদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "ইব্‌নে-আদম কে, এই বিষয়ে **লোকে** কি বলে?" তাঁর সাহবীরা তাঁকে উত্তরে বলেছিলেন যে অধিকাংশ লোকই তাঁকে একজন নবী হিসেবে মনে করেন। তখন ঈসা পুনরায় তাদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, "কিন্তু তোমরা কি বল, আমি কে?" শিমোন-পিতর

নামে তাঁর সাহাবীদের মধ্যে অন্যতম একজন সাহাবী উত্তরে বলেছিলেন, ***"আপনি সেই মসীহ, জীবন্ত আল্লাহ্‌র পুত্র!"***

সত্যিকার অর্থে ঈসা তাঁর সাহাবীদের যে প্রশ্নটি করেছিলেন তার উত্তর আমাদের প্রত্যেকেরই দেওয়া আবশ্যক! আজ আপনারা যারা এই অনুষ্ঠানটি শুনছেন, আপনারা কি মনে করেন, ঈসা কে? তাঁকে আপনি কি হিসেবে বিবেচনা করেন? আপনি কি তাঁকে নবীদের সমমান হিসেবেই বিবেচনা করছেন? নাকি আপনি হযরত পিতরের সাথে একমত যিনি ঘোষনা করেছিলেন যে ঈসাই "সেই মসীহ, ***জীবন্ত আল্লাহ্‌র*** পুত্র"? **আপনার কি মনে হয়, ঈসা কে?** আপনি কি বিশ্বাস করেন যে ঈসাই সেই মসীহ্–যে নাজাত দাতার বিষয়ে আল্লাহ্ অনেক অনেক দিন আগে আমাদের পূর্বপুরুষ, আদম ও হাওয়ার গুনাহে পতিত হবার দিনে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন? আপনি কি ঈমান আনতে পেরেছেন যে ঈসাই " ***জীবন্ত আল্লাহ্‌র পুত্র*** "–আল্লাহ্‌র কালাম যিনি বেহেশত থেকে নেমে এসেছেন?

যেমনটি আপনি জানেন, আজকের দিনেও **অনেক লোক ঈসাকে আল্লাহ্‌র পুত্র হিসেবে স্বীকার করতে নারাজ**, কারণ তারা মনে করে এটা অর্থ এরকম যে আল্লাহ্‌র বুঝি কোন স্ত্রী ছিল এবং সেই স্ত্রী এর মাধ্যমেই এক পুত্র জন্মলাভ করেছিল! কিন্তু এটি প্রকৃতপক্ষে এই অর্থ বহন করে না। আল্লাহ্‌র গৌরব এর চেয়েও অনেক বেশী মহৎ। আল্লাহ্ হলেন রূহ্ আর রূহ কোন মানুষের মত করে জন্মলাভ করেন না, **কিন্তু তাই বলে কি আল্লাহ্ ঈসাকে পুত্র বলে ডাকতে পারবেন না?** এ বিষয়টি আমরা ইতিমধ্যে এভাবে ব্যাখ্যা করেছি যে: আমি যদি{সেনেগালের একজন রেডিও কথক} বাইরের কোন দেশে যাই, তখন সেখানকার লোকেরা আমাকে "সেনেগালের ছেলে" বলে ডাকে," কিন্তু এর দ্বারা এটা বোঝায় না যে সেনেগালের একজন স্ত্রী আছে এবং সেই স্ত্রীর ছেলেই আমি। না, আমাকে "সেনেগালের ছেলে" বলা হয় কারণ আমি সেনেগাল থেকে এসেছি।

ঈসা মসীহের ক্ষেত্রেও বিষয়টা ঠিক এমনই, তিনি একজন অবিবাহীতা সতী নারীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এমনকি তিনি যখন জন্মেছিলেন, তাঁর জন্মের পূর্বেই তিনি বেহেশতে ছিলেন। তিনি ছিলেন "আল্লাহ্‌র কালাম" এবং "আল্লাহ্‌র রূহ"–অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কালাম ও আল্লাহ্‌র রূহ।{অধ্যায় ৬১ তে এর আরবি অর্থের বর্ণনা দেওয়া আছে।} একমাত্র ঈসাকেই সর্বশক্তিমানের পুত্র বলা যায় কারণ তিনিই সেই কালাম যিনি সৃষ্টির শুরুতে আল্লাহ্‌র সাথে ছিলেন। এটা সত্যিই **অত্যন্ত রহস্যজনক**, কিন্তু তার চেয়েও বেশী এটি একটি **অসাধারন সত্য**। আল্লাহ্ তাঁর পুত্রকে এ দুনিয়াতে কেবল মাত্র আমাদের গুনাহ্ থেকে নাজাত দান করার জন্য পাঠান নি কিন্তু নিজের স্বরুপ দেখানোর জন্যও পাঠিয়েছিলেন। যে পুত্রকে জেনেছে সে জেনেছে যে পিতা কেমন। যে ঈসাকে জেনেছে সেই জেনেছে যে আল্লাহ্ কেমন। ঈসাকে আল্লাহ্‌র পুত্র বলা হয়েছে কারন তিনি **আল্লাহ্‌র কাছ থেকে এসেছেন, কারন তিনি আল্লাহ্‌র মত, কারন তিনিই আল্লাহ্‌র কালাম এবং আল্লাহ্‌র রূহ।**

অধ্যায় ৭৫

গৌরবের মাবুদ; মথি ১৬ , ১৭

প্রিয় বন্ধুগন, আমরা এ কথার উপর ঈমান আনলেই কি অথবা তা অস্বীকার করলেই বা কি, এ কথা সত্য যে: **ঈসাই জীবন্ত আল্লাহ্‌র পুত্র**!

চলুন আমারা মথির সুসংবাদ থেকে আমাদের পাঠ চালিয়ে যাই যেন দেখতে পারি যে পিতর ঈসাকে মসীহ ও জীবন্ত আল্লাহ্‌র পুত্র বলে ঘোষনা করার পর কি ঘটেছিল। কিতাবে লেখা আছে:

(মথি ১৬) *সেই সময় থেকে* ***ঈসা তাঁর সাহাবীদের জানাতে লাগলেন যে, তাঁকে জেরুজালেমে যেতে হবে*** *এবং বৃদ্ধ নেতাদের, প্রধান ইমামদের ও আলেমদের হাতে অনেক* ***দুঃখভোগ করতে হবে****। পরে তাঁকে হত্যা করা হবে এবং তৃতীয় দিনে মৃত্যু থেকে* ***জীবিত হয়ে উঠতে হবে****। তখন পিতর তাঁকে একপাশে নিয়ে গিয়ে অনুযোগ করে বললেন, "হুজুর, এ দূর হোক। আপনার উপর কখনও এমন হবে না।" ঈসা ফিরে পিতরকে বললেন, "আমার কাছ থেকে দূর হও, শয়তান। তুমি আমার পথের বাধা।* ***যা আল্লাহ্‌র তা তুমি ভাবছ না কিন্তু যা মানুষের তা-ই ভাবছ।"***

আপনি শুনলেন তো ঈসা তাঁর সাহাবীদের কি বলেছিলেন? তিনি তাদের বলেছিলেন যে তাঁকে জেরুজালেমে যেতে হবে এবং সেখানে গিয়ে বিভিন্ন ভাবে নেতাদের, প্রধান ইমামদের ও ধর্মীয় আলেমদের দ্বারা নির্যাতনের স্বীকার হতে হবে, এবং এর মাধ্যমে তাঁর মৃত্যু ঘটবে কিন্তু এর তিন দিন পর তিনি মৃত্যু থেকে আবার জীবিত হয়ে উঠবেন। এর মধ্য দিয়ে ঈসা প্রকাশ করেছিলেন যে তিনি আমাদের সকলের গুনাহের দায় পরিশোধ করার জন্য নিজের রক্ত ঢেলে দেবেন।

কিন্তু পিতর কোন ভাবেই মানতে পারেন নি যে মাবুদ ঈসা, যিনি সকল শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী তিনি কি করে ঐ সকল দুষ্ট ইহুদী শাসকদের হাতে গ্রেফতার হতে পারেন এবং নির্যাতন করে তাকে হত্যা করার সুযোগ দান করতে পারেন। আর এ কারনেই তিনি ঈসাকে বলেছিলেন, *"হুজুর, এ দূর হোক। আপনার উপর কখনও এমন হবে না!"* কিন্তু ঈসা জানতেন যে তিনি এই দুনিয়াতে এসেছেন যেন নিজে কোরবানী হয়ে সকল গুনাহ্‌ের মাফ করতে পারেন। এ কারনেই তিনি পিতরকে বলেছিলেন, *"আমার কাছ থেকে দূর হও, শয়তান। তুমি আমার পথের বাধা। যা আল্লাহ্‌র তা তুমি ভাবছ না কিন্তু যা মানুষের তা-ই ভাবছ।"*

ঈসা এই দুনিয়াতে তাঁর আগমনের **কারণটি** খুব স্পষ্ট ভাবেই **জানতেন**। তিনি তাঁর নিষ্পাপ রক্ত গুনাহগারদের জন্য ঢেলে দিয়ে নিজের জীবন দান করতে এসেছিলেন ঠিক যেমন আল্লাহ্‌র নবীরা অনেক দিন আগে থেকেই এই বিষয়টি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বানী করছিলেন। ঈসা এসেছিলেন আর তাঁর মাধ্যমেই ভেড়া কোরবানীর প্রতীকী প্রথার পূর্ণতা ঘটেছিল। ওহ, প্রিয় শ্রোতা বন্ধুগন, আজ আমাদের এই পাঠ থেকে আমারা যদি কেবল এই বিষয়টিই মনে রাখি, সেটা হল: **ঈসা মসীহ্‌ এই দুনিয়াতে এসেছিলেন যেন তিনি নিজে**

কোরবানী হয়ে গুনাহের মূল্য পরিশোধ করতে পারেন–আমার ও আপনার গুনাহ্‌ের মূল্য! আল্লাহ্‌ যদি চান তাহলে আর কয়েকটি অধ্যায় পরেই আমরা দেখতে পারব যে ঈসা তাঁর নিজের মৃত্যুর বিষয়ে যেভাবে ভবিষ্যদ্বানী করেছিলেন ঠিক সেভাবেই জেরুজালেমে গিয়ে তা পূর্ণতা লাভ করেছিল। বন্ধুরা কেউ যদি এমন কোন ঘটনার কথা দাবী করে থাকে যা কিনা মাবুদ ঈসা ও অনেক দিন আগে আল্লাহ্‌র নবীদের করা ভবিষ্যদ্বানীর সাথে মতানৈক্য সৃষ্টি করে, মনে রাখবেন যে ঈসার মৃত্যু ও মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে ওঠার ঘটনা কখনও পরিবর্তন হবে না। **আল্লাহ্‌ নিজেই মসীহের ক্রুশীয় মৃত্যু বিষয়ক পরিকল্পনাটি স্থির করেছিলেন,** আর আল্লাহ্‌র স্থির করা আইন কেউই পরিবর্তন করতে পারে না! **সর্বশ্রেষ্ঠ কোরবানী হিসেবে ঈসা মৃত্যুবরন করেছিলেন**। তিনি এটা করেছিলেন কারণ তিনি আপনাকে এবং আমাকে মহব্বত করেন এবং তিনি চান না যেন আমরা ধ্বংস হয়ে যাই।

চলুন দেখা যাক এক সপ্তাহ পরে কি ঘটেছিল যখন ঈসা তাঁর সাহাবীদের কাছে নিজের মৃত্যুর বিষয়ে বলেছিলেন যে জেরুজালেমে তাঁর নিজের জীবন দান করতে হবে। কিতাবে লেখা আছে:

(মথি ১৭) *এর ছয় দিন পরে ঈসা কেবল পিতর, ইয়াকুব এবং ইয়াকুবের ভাই ইউহোন্নাকে সংগে নিয়ে একটা উঁচু পাহাড়ে গেলেন। তাদের* ***সামনে ঈসার চেহারা বদলে গেল। তাঁর মুখ সূর্যের মত উজ্জ্বল এবং তাঁর কাপড় আলোর মত সাদা হয়ে গেল।***

(লূক ৯) *আর দু'জন লোককে তাঁর সংগে কথা বলতে দেখা গেল। সেই দু'জন ছিলেন নবী মূসা এবং নবী ইলিয়াস। তাঁরা মহীমার সংগে দেখা দিলেন। জেরুজালেমে যে মৃত্যুর সামনে ঈসা উপস্থিত হতে যাচ্ছিলেন তাঁরা সেই বিষয়ে কথাবার্তা বলছিলেন।* (মথি ১৭) ৪*তখন পিতর ঈসাকে বললেন, "হুজুর, ভালই হয়েছে যে, আমরা এখানে আছি। আপনি যদি চান তবে আমি এখানে তিনটা কুঁড়ে-ঘড় তৈরী করব– একটা আপনার, একটা মূসার ও একটা ইলিয়াসের জন্য।" ৫পিতর যখন কথা বলছিলেন তখন একটা উজ্জ্বল মেঘ তাঁদের ঢেকে ফেলল। সেই মেঘ থেকে এই কথা শোনা গেল,* ***"ইনিই আমার প্রিয় পুত্র, এঁর উপর আমি খুবই সন্তুষ্ট। তোমরা এঁর কথা শোন।"*** *৬এই কথা শুনে সাহাবীরা খুব ভয় পেয়ে মাটিতে উবুড় হয়ে পড়লেন। ৭তখন ঈসা এসে তঁদের ছুঁয়ে বললেন, "ওঠো, ভয় করো না।" ৮তখন তাঁরা উপরের দিকে তাকিয়ে কেবল ঈসা ছাড়া আর কাউকে দেখতে পেলেন না। ৯যখন তাঁরা সেই পাহাড় থেকে নেমে আসছিলেন তখন ঈসা তাঁদের এই হুকুম দিলেন, "তোমরা যা দেখলে, ইবনে-আদম মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে না ওঠা পর্যন্ত তা কাউকে বলো না।"*

পাহাড়ের উপরেরে সেই ঘটনাটি আপনি উপলব্ধি করতে পারলেন কি? এটা সত্যিই একটি আশ্চর্যজনক ও বিস্ময়কর ঘটনা! আমরা পড়েছি যে ঈসার বাহ্যিক চেহারার রুপান্তর ঘটেছিল–তাঁর মুখ সূর্যের মত উজ্জ্বল এবং

অধ্যায় ৭৫
গৌরবের মাবুদ; মথি ১৬ , ১৭

তাঁর পোশাক আলোর স্ফুলিঙ্গ ছড়ানোর মত জ্বলজ্বলে হয়ে উঠেছিল। অসাধারন, উজ্জল বিশুদ্ধ আলোক রাশি যেমন আল্লাহ্‌র উপস্থিতির চারপাশে এবং তাঁর বেহেশতী সিংহাসনকে আলেকিত করে রাখে ঠিক সেরকম উজ্জ্বলতাই ঈসার মধ্য থেকে বেড়িয়ে আসছিল। মূসা নবী এবং বনি-ইসরাইলীয়দের মরুভূমিতে থাকার দিনগুলোতে যে ঐশ্বর্যশালী আলো মিলন-তাম্বুর পবিত্র স্থানকে আলোকিত করত–ঠিক সেই আলোই ঈসার মধ্যে ছিল, যদিও মানুষ তা দেখতে পারে নি। কিন্তু মাত্র কয়েকটি মুহূর্তের জন্য, ঈসার তিন জন সাহাবীর সামনে, আল্লাহ্, ঈসার, দেহের ভিতরের লুক্কায়িত বেহেশতী মহিমা প্রকাশ করেছিলেন! এবং ঠিক একই সময়ে আল্লাহ্ বেহেশত থেকে হযরত মূসা এবং হযরত ইশাইয়া, এই দুইজন নবীকে ঈসার সাথে জেরুজালেমে তাঁর মৃত্যুর বিষয়ে কথা বলার জন্য পাঠিয়েছিলেন। আমরা আরও পড়েছি যে এক উজ্জ্বল মেঘ এসে সেই পাহাড়'টিকে ঘিরে রেখেছিল এবং সেই মেঘ থেকে সর্বশক্তিমানের কণ্ঠস্বর থেকে এ কথা শোনা গিয়েছিল যে, ***"ইনিই আমার প্রিয় পুত্র, এঁর উপর আমি খুবই সন্তুষ্ট। তোমরা এঁর কথা শোন!"***

এসব কিছু ঘটার পিছনে কি কারণ ছিল? কেন আল্লাহ্ পিতর, ইউহোন্না এবং ইয়াকুবের সামনে এইসব গৌরবের বিষয়গুলো প্রকাশ করেছিলেন? সত্যিকার অর্থে ঈসাই যে আল্লাহ্‌র একমাত্র অনন্তকালীন পুত্র, যিনি বেহেশত থেকে এসেছেন, এবং সকলেই যে তাঁর কথা শুনতে বাধ্য, সে অপরিবর্তনীয় প্রমানের সাক্ষ্যি হিসেবেই আল্লাহ্ ঐ তিনজন সাহাবীদের ব্যবহার করেছিলেন। আর এ বিষয়ে কিতাব ঘোষনা করে থাকে, লেখা আছে:

"যেন পুত্রকে সম্মান করে। পুত্রকে যে সম্মান করে না, যিনি তাঁকে পাঠিয়েছেন সেই পিতাকেও সে সম্মান করে না।"(ইউহোন্না ৫:২৩) *"অনেকদিন আগে নবীদের মধ্য দিয়ে আল্লাহ্ আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছে নানা ভাবে অনেকবার অল্প অল্প করে কথা বলেছিলেন। কিন্তু এই দিনগুলোর শেষে তিনি তাঁর পুত্রের মধ্য দিয়ে আমাদের কাছে কথা বলেছেন। আল্লাহ্ তাঁর পুত্রকে সব কিছুর অধিকারী হওয়ার জন্য নিযুক্ত করলেন। প্রত্রের মধ্য দিয়েই তিনি সব কিছু সৃষ্টি করলেন। আল্লাহর সব গুণ সেই পুত্রের মধ্যেই রয়েছে; পুত্রই আল্লাহর পূর্ণ ছবি। পুত্র তাঁর শাক্তিশালী কালামের দ্বারা সব কিছু ধরে রেখে পরিচালনা করেন। মানুষের গুনাহ্ দূর করবার পারে পুত্র বেহেশতে আল্লাহ্‌তা'লার ডান পাশে বসলেন।"*(ইবরানী ১:১-৩)

আপনারা ঈসার বিষয় কি ভেবে থাকেন যারা আজ এ অনুষ্ঠানটি শুনছেন? তাঁর ব্যাপারে আপনাদের মতামত কি? আপনি কি ঈমান এনেছেন যে ঈসাই গৌরবের মাবুদ, যিনি বেহেশত থেকে এসেছিলেন? নাকি আপনিও দুনিয়ার অধিকাংশ লোকেদের মত তাঁকে অন্যান্য নবীদের সমপর্যায়ে রেখেই বিবেচনা করছেন? যারা পাহাড়ের উপরে ঈসাকে গৌরবে আলোকিত হতে দেখেছিলেন এবং সে ঘটনাটি ঘটার সাত বছর পরে পাক্-কিতাবে তাঁদের সাক্ষ্য লিখেছিলেন, আজ বিদায় নেবার পূর্বে চলুন, ঈসার সেই কয়েকজন সাহাবী; হযরত পিতর এবং হযরত ইউহোন্নার লিখিত সেইসব সাক্ষ্য থেকে কিছু অংশ শুনে নেওয়া যাক। সাহাবী পিতর লিখেছেন:

অধ্যায় ৭৫

গৌরবের মাবুদ; মথি ১৬ , ১৭

"আমাদের হযরত ঈসা মসীহের শক্তি ও তাঁর আসবার বিষয় তোমাদের কাছে জানাতে গিয়ে আমরা কোন বানানো গল্প বলি নি; ***আমরা তাঁর মহিমা নিজেদের চোখেই দেখেছি****। 'ইনিই আমার প্রিয় পুত্র , এঁর উপড়ে আমি খুব সন্তুষ্ট ,' বেহেশত থেকে বলা এই কথার মধ্য দিয়ে মসীহ্ পিতা আল্লাহ্ কাছ থেকে সম্মান ও গৌরব লাভ করেছিলেন। আমরা যখন তাঁর সংগে সেই পবিত্র পাহাড়ে ছিলাম তখন বেহেশত থেকে বলা* ***এই কথাগুলো শুনেছিলাম****।"* (২ পিতর ১:১৬-১৮)

সাহাবী ইউহোন্না লিখেছেন: *"সেই প্রথম থেকেই যিনি ছিলেন , যাঁর মুখের কথা আমরা* ***শুনেছি****, যাঁকে নিজেদের চোখে* ***দেখেছি****, যাঁকে ভাল করে* ***লক্ষ্য করেছি****, যাঁকে নিজেদের হাতে ছুঁয়েছি, এখানে সেই জীবন-কালামের কথাই লিখছি। সেই জীবন প্রকাশিত হয়েছিলেন। আমরা তাঁকে দেখেছি...সেই কালামই মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করলেন এবং আমাদের মধ্যে বাস করলেন। পিতার একমাত্র পুত্র হিসাবে তাঁর যে মহিমা সেই মহিমা আমরা দেখেছি। তিনি রহমত ও সত্যে পূর্ণ।* (১ ইউহোন্না ১:১ ,২; ইউহোন্না ১:১৪)

এবং হযরত ইউহেন্নার সুসংবাদের শেষ অংশে লেখা আছে,

"ঈসা সাহাবীদের সামনে চিহ্ন হিসাবে আরও অনেক অলৌকিক কাজ করেছিলেন; সেগুলো এই কিতাবে লেখা হয় নি। ***কিন্তু এই সব লেখা হল যাতে তোমরা ঈমান আন যে , ঈসাই মসীহ্ , ইবনুল্লাহ্ , আর ঈমান এনে যেন তাঁর মধ্য দিয়ে জীবন পাও।****"* (ইউহোন্ন ২০: ৩০ ,৩১)

এসব বিষয় কি আপনার বুঝতে কঠিন মনে হচ্ছে? এই অসাধারন সত্যের মধ্য দিয়ে আলাহ্ আপনাকে এক গভীর জ্ঞান দান করতে চান। কিতাবে লেখা আছে:

"যে লোক রূহানী নয় সে আল্লাহর রূহের কাছ থেকে যা আসে তা ***গ্রহণ করে না****, কারণ সেগুলো তার কাছে মুর্খতা। সেগুলো সে বুঝতে পারো না , কারণ পাক-রূহ্ শিক্ষা না দিলে সেগুলো পরীক্ষা করে দেখ যায় না...যারা ঈসায়ী জীবনে পরিপক্ক তাদের কাছে অবস্য আমরা জ্ঞানের কথা বলি; কিন্তু সেই জ্ঞান এই দুনিয়ার নয় , কিংবা এই দুনিয়ার নেতাদেরও নয় যারা ক্ষমতাশুন্য হয়ে পড়ছে। আসলে আমরা* ***আল্লাহর জ্ঞানপূর্ণ গোপন উদ্দেশ্যের*** *কথাই বলি। সেই উদ্দেশ্য লুকানো ছিল এবং দুনিয়া সৃষ্টির আগেই আলাহ্ তা স্থির করে রেখেছিলেন যেন আমরা তাঁর মহিমার ভাগি হতে পারি। এই যুগের নেতাদের মধ্যে কেউই তা বুঝে নি; যদি তা বুঝত তাহলে সেই মহিমাপূর্ণ প্রভুকে ক্রুশের উপওে হত্যা করত না!"* (১ করিন্থিয় ২:১৪ , ৬-৮)

আজকে আপনি যে শিক্ষা গ্রহণ করলেন তা বুঝতে আল্লাহ্ আপনাকে বরকত দান করুন...

অধ্যায় ৭৫

গৌরবের মাবুদ; মথি ১৬ , ১৭

পরবর্তি অনুষ্ঠানের আগ পর্যন্ত আপনি চিন্তা করতে থাকুন যে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্, পাহাড়ের উপরে মাবুদ ঈসার বিষয়ে কি ঘোষনা করেছিলেন, যা আমরা ইতিমধ্যে পড়েছি,

“ইনিই আমার প্রিয় পুত্র, এঁর উপর আমি খুবই সন্তুষ্ট। তোমরা এঁর কথা শোন!” **(মথি ১৭:৫)**

৭৬ অধ্যায়
উত্তম মেষপালক; ইউহোন্না ১০

শ্রোতা বন্ধু, আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হউক।

আমরা আপনাকে আল্লাহ্‌র নামে শুভেচ্ছা জানাই। তিনি শান্তির প্রভু। তিনি তার তৈরীকৃত ধার্মিকতার পথ এবং তাঁর সত্যময় শান্তি সম্পর্কে আমাদের জানাতে চান। আজকে আপনার অনুষ্ঠান “ধার্মিকতার পথ” আবারো উপস্থাপন করতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত।

গত পাঠে আমরা শুনেছি যে ঈসা তাঁর সাহাবীদের বলেছিলেন, **তাঁকে অবশ্যই জেরুজালেমে মারা যেতে হবে এবং তিন দিনের দিন মৃতদের মধ্য থেকে উঠতে হবে**। ঈসা জানতেন যে, গুনাহের কোরবানী হিসেবে রক্ত ঝড়ানোর জন্য তাঁর জন্ম হয়েছে। গত অনুষ্ঠানে, আমরা আরো দেখেছি যে, যখন ঈসা পর্বতে তিনজন সাহাবীর সাথে ছিলেন তখন তাঁর মহিমা প্রকাশ পেয়েছিল। ঈসার মুখ এবং পোশাক সূর্যের আলোর মত উজ্জল হয়ে উঠেছিল। ধবধবে সাদা! এইভাবে, আল্লাহ্‌র গৌরব ঈসার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছিল। আজকে আমরা ইঞ্জিল শরীফ থেকে শুনবো যে, কিভাবে তিনি নিজেকে সন্তুষ্টিকর ভেড়ার সাথে তুলনা করেছেন। আমরা ইতিমধ্যে নবীদের লেখায় দেখেছি যে কিভাবে আল্লাহ্‌ আদম-সন্তানদের বারে বারে এমন হারানো মেষের সাথে তুলনা করেছেন **যাদের কোন রাখাল নেই**। যাইহোক, আল্লাহ্‌ চান না আদম-সন্তানেরা কোন রাখালবিহীন ভেড়ার মত ধ্বংস হউক। যার কারনে শান্তির পথ দেখাবার জন্য বেহেশত থেকে একজন শক্তিশালি রাখাল নেমে এসেছেন যেন আমাদের পরিচালনা করতে পারেন এবং শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করতে পারেন। আমাদের শত্রু হচ্ছে শয়তান, গুনাহ্‌, মৃত্যু এবং দোযখ। **আপনি কি সেই রাখালের কথা জানেন**, যাকে আল্লাহ্‌ আদম-সন্তানদের জন্য পাঠিয়েছেন? যদি আপনি না জেনে থাকেন, তাহলে আমি আপনাকে আজকের এই অধ্যয়নে আমন্ত্রন জানাই।

আমরা ইঞ্জিল শরীফের ইউহোন্না কিতাবের দশম রুকু পাঠ করছি। একদিন ঈসা তাঁর চারপাশের লোকদের বললেন:

আপনি কি শুনেছেন যে ঈসা ইহুদীদেরকে কি বলেছিলেন? এখন আমাদের হাতে ঈসার সকল কথা বিশ্লেষণ করার যথেষ্ট সময় নেই। আমরা শুধুমাত্র এখন ঈসার দুটি নাম সম্পর্কে কথা বলবো যা তিনি নিজের জন্য ব্যবহার করেছিলেন। আপনি কি সেই নামগুলো লক্ষ করেছেন? সেই দুটি নাম হল: **মেষদের দরজা** এবং **উত্তম মেষপালক**। আমরা প্রথমে শুনেছি ঈসা মেষের সাথে নিজের তুলনা করেছিলেন এবং পরে জনগণকে বলেছিলেন, **“আমি মেষদের দরজা…**আমার মধ্য দিয়ে যারা আসবে তারা নাজাত পাবে।” কেন ঈসা নিজেকে **“মেষদের দরজা”** বললেন? তখনকার রাখালেরা মেষদের জন্য কাঁটাযুক্ত ডাল দিয়ে অথবা পাথর দিয়ে বেড়া তৈরী করতো এবং প্রবেশ করার জন্য একটি দরজা রাখতো। যখন সন্ধ্যায় সকল মেষ তাদের ঘরে প্রবেশ করতো তখন রাখাল সেই দরজার কাছে ঘুমিয়ে থাকতো যেন পাহাড়া দিতে পারে। এইভাবে, যদি কোন বন্যপশু এসে তাদের মারতে

চাইতো তাহলে সেই দরজা পার করে প্রবেশ করতে হতো যেখানে রাখাল শুয়ে আছে। মেষদের কোন ক্ষতি হওয়ার পূর্বে রাখাল সেই বন্যপশুদের তাড়িয়ে দিতো। এই রকম করে রাখাল ছিল সেই "মেষদের দরজা।"

প্রভু ঈসা নিজেকে বলেছেন **"মেষদের দরজা।"** এর অর্থ হচ্ছে যারা প্রভু ঈসার মেষ তাদের তিনি দেখাশোন করে থাকেন। এর আরেক অর্থ হচ্ছে যদি আপনি আল্লাহ্‌র মেষদের দলে আসতে চান তাহলে **অবশ্যই আপনাকে ঈসার মধ্য দিয়ে আসতে হবে**। যারা শয়তানের ফাঁদ হতে, গুনাহের শাস্তি হতে, মৃত্যুর শক্তি হতে এবং চিরস্থায়ী দোযখের শাস্তি হতে নাজাত পেতে চায় তাকে অবশ্যই ঈসার মধ্য দিয়ে আসতে হবে। তিনিই একমাত্র দরজা যার মধ্য দিয়ে আসলে একজন গুনাহ্‌গার অনন্ত জীবন পেতে পারে। যার কারনে আল্লাহ্‌র কালাম বলে: "নাজাত আর **কারও কাছে পাওয়া যায় না**, কারণ সারা দুনিয়াতে আর এমন কেউ নেই যার নামে আমরা নাজাত পেতে পারি।" (প্রেরিত ৪:১২ আয়াত) ঈসাই হচ্ছেন নাজাতের একমাত্র দরজা।

আপনি কি স্বরণ করতে পারেন, নূহ্‌ নবী এবং মহাবন্যা সম্পর্কে আমরা কি পড়েছি? আল্লাহ্‌ নূহ্‌কে কয়টা দরজা তৈরী করতে বলেছিলেন, যে দরজা দিয়ে প্রবেশ করলে যে কেউ মহাবন্যার বিচার হতে রক্ষা পাবে? **মাত্র একটি দরজা**। যে কেউ মহাবন্যার হাত থেকে রক্ষা পেতে চাইতো তাকে জাহাজের তৈরী এই দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে হতো। যে এই দরজা দিয়ে প্রবেশ করতো সে রক্ষা পেত। এই দরজা দিয়ে প্রবেশ না করার অর্থ হচ্ছে **ধ্বংস হওয়া**! একইভাবে, আল্লাহ্‌র কালাম আমাদের নিশ্চয়তা দেয় যে, বিচারের দিনে আদম-সন্তানদের জন্য শুধুমাত্র একটি দরজা খোলা আছে। মসীহ্‌ই হচ্ছে সেই দরজা যার মধ্য দিয়ে একজন অনন্ত জীবনে প্রবেশ করতে পারে। যার কারনে ঈসা বলেছেন, "আমিই দরজা। যদি কেউ আমার মধ্য দিয়ে ভিতরে ঢোকে তবে সে নাজাত পাবে... আমি আপনাদের সত্যিই বলছি, যে কেউ মেষের খোঁয়াড়ের দরজা দিয়ে না ঢুকে অন্য দিক দিয়ে ঢোকে সে চোর ও ডাকাত।" (ইউহোন্না ১০:৯, ১ আয়াত)

ঈসা তাঁর উদ্দেশ্য করে যে দ্বিতীয় নামটি উল্লেখ করেছেন তা অনেকটা প্রথমটার মত। ঈসাই হচ্ছেন "মেষদের জন্য একমাত্র দরজা", তিনি আরোও হচ্ছেন **"উত্তম মেষপালক।"** ঈসাই হচ্ছেন **উত্তম** মেষপালক কারণ একমাত্র তিনিই আমাদের মহব্বত করেছেন এবং আমাদের জন্য জীবন দিয়েছেন। আহ্‌, কি চমৎকার রাখাল! তাকে উদ্দেশ্য করে দাউদ নবী জবুর শরীফ তেইশ রুকুতে লিখেছেন: মাবুদ আমার পালক, আমার অভাব নেই। তিনি আমাকে মাঠের সবুজ ঘাসের উপর শোয়ান, শান্ত পানির ধারেও আমাকে নিয়ে যান। তিনি আমাকে নতুন শক্তি দেন; তাঁর নিজের সুনাম রক্ষার জন্যই আমাকে ন্যায় পথে চালান। ঘন অন্ধকারে ঢাকা উপত্যকা পার হতে হলেও আমি বিপদের ভয় করব না, কারণ তুমিই আমার সংগে আছ; তোমার মুগুর আর লাঠি দূর করে দেয় বিপদের ভয়। শত্রুদের মধ্যে তুমি আমার সামনে খাবারে সাজানো টেবিল রেখে থাক; আমার মাথায় দাও তেল; আমার পেয়ালা উপচে পড়ে। আমি জানি সারা জীবন ধরে তোমার মেহেরবানী ও অটল মহব্বত আমার পিছনে পিছনে ছুটে আসবে; আর আমি চিরকাল মাবুদের ঘরে বাস করব। (জবুর শরীফ ২৩)

৭৬ অধ্যায়
উত্তম মেষপালক; ইউহোন্না ১০

আমাদের উপলব্ধি করতে হবে মসীহ হলেন উত্তম মেষপালক যাকে উদ্দেশ্য করে দাউদ লিখেছেন। যার কারনে ঈসা বলতে পারেন **"আমি উত্তম মেষপালক!"** এবং **"আমি আর আব্বা (আল্লাহ্) এক!"** (ইউহোন্না ১০:১১, ৩০ আয়াত) যাইহোক, ঈসা যখন ঘোষণা করলেন যে তিনি এবং আল্লাহ্ এক, তখন ইহুদীরা তাকে কুফরীর দোষে অভিযোগ করলো এবং তাকে পাথর মারতে চাইলো। তারা বিশ্বাস করতে চাইলো না যে ঈসা দেহরূপে আল্লাহ্। এই যুগেও আদমের বেশিরভাগ সন্তানেরা ঈসার এই উক্তিকে মেনে নিতে চায় না। অনেকেই মনে করে, যখন ঈসা নিজেকে আল্লাহ্ বলছেন তখন বিষয়টি দাড়ায় আল্লাহ্ দুইজন। কিন্তু বিষয়টি এরকম না কারণ নবীদের কিতাব আল্লাহ্র একত্ব সম্পর্কে স্পষ্ট প্রকাশ করে। কিতাব বলে: "আল্লাহ্ **এক**!" (দ্বিতীয় বিবরণ ৬:৭ আয়াত) **কিন্তু এর অর্থ এই না যে আল্লাহ্ দেহরূপে দুনিয়াতে আসবেন না**। হয়তো একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি বুঝতে সুবিধা হবে। ধরুন, সূর্য আমাদের আলো এবং তাপ দেয়। আমাদের জন্য কয়টি সূর্য আছে? মাত্র একটি। সেই সূর্য কোথায় আছে? এটি আমাদের থেকে দূরে সেই সৌরজগতে আছে কিন্তু তারপরও সূর্য দুনিয়াতেও আছে, এবং আমাদের বেঁচে থাকার জন্য আলো দিচ্ছে। আগুনে ঘেরা সূর্য এবং তাপ দেয়ার সূর্য এক। একইভাবে ঈসা এবং আল্লাহ্ এক। ঈসা বলেছেন, আমি এবং আব্বা (আল্লাহ্) **এক**। ঈসা দুনিয়াতে এসেছেন যেন আমরা আল্লাহ্র মহব্বতের আলো এবং নাজাত পাই। শুনুন, আল্লাহ্ এবং ঈসার সম্পর্কে কিতাব কি বলছে:

"আমাদের আল্লাহ্ ধ্বংসকারী আগুনের মত...তিনি এমন নূরে বাস করেন! যেখানে কোন মানুষ যেতে পারে না। কোন মানুষ কোন দিন তাঁকে দেখেও নি, দেখতে পায়ও না। সম্মান এবং ক্ষমতা চিরকাল তাঁরই...আল্লাহ্ কে কেউ কখনও দেখে নি। তাঁর সংগে থাকা সেই একমাত্র পুত্র, যিনি নিজেই আল্লাহ্, তিনিই তাঁকে প্রকাশ করেছেন...আল্লাহ্র সব গুণ সেই পুত্রের মধ্যেই রয়েছে; পুত্রই আল্লাহ্র পূর্ণ ছবি। পুত্র তাঁর শক্তিশালী কালামের দ্বারা সব কিছু ধরে রেখে পরিচালনা করেন। মানুষর গুনাহ্ দূর করবার পরে পুত্র বেহেশতে আল্লাহ্তা'লার ডান পাশে বসলেন...আল্লাহ্ চেয়েছিলেন যেন তাঁর সব পূর্ণতা মসীহের মধ্যেই থাকে...আল্লাহ্র সমস্ত পূর্ণতা মসীহের মধ্যে শরীর নিয়ে বাস করছে!...**আর মসীহের সংগে যুক্ত হয়ে তোমরাও সেই পূর্ণতা পেয়েছ!**" (ইবরানী ১২:২৯; ১ তীমথিয় ৬:১৬; ইউহোন্না ১:১৮; ইবরানী ১:৩; কলসিয় ১:১৯; ২:৯ আয়াত)

হ্যাঁ, আল্লাহ্র কালাম ঘোষণা করছে: **"আর মসীহের সংগে যুক্ত হয়ে তোমরাও সেই পূর্ণতা পেয়েছ!"** (কলসীয় ২:৯ আয়াত) এইভাবে, প্রভু ঈসা বলতে পারেন, "আমি এবং আব্বা (আল্লাহ্) **এক**!" ঈসা মসীহ্ হচ্ছেন উত্তম মেষপালক যিনি বেহেশত থেকে এসেছেন, মানুষ রূপে দুনিয়াতে বাস করেছেন এবং আমাদের নাজাত দিতে তাঁর পবিত্র জীবন কোরবানী করেছেন যাতে আমরা গুনাহের অভিশাপ থেকে মুক্ত হতে পারি। তিনি একমাত্র ব্যক্তি যিনি মৃতদের মধ্য থেকে উত্থিত হয়েছেন এবং যারা তার উপর ঈমান আনে তাদের অনন্ত জীবন দান করে থাকেন।

যার কারনে ঈসা বলতে পারেন:

৭৬ অধ্যায়
উত্তম মেষপালক; ইউহোন্না ১০

“আমিই উত্তম মেষপালক। আমি আমার মেষগুলোর জন্য আমার জীবন দিয়ে দিচ্ছি.... যেন তা আবার ফিরিয়ে নিতে পারি। কেউই আমার প্রাণ আমার কাছ থেকে নিয়ে যাবে না, কিন্তু আমি নিজেই তা দেব। প্রাণ দেবারও ক্ষমতা আমার আছে, আবার প্রাণ ফিরিয়ে নেবারও ক্ষমতা আমার আছে। এই দায়িত্ব আমি আমার পিতার কাছ থেকে পেয়েছি।” (ইউহোন্না ১০:১৪-১৮ আয়াত)

সকল প্রশ্নের উর্ধে, ঈসা হচ্ছেন “উত্তম মেষপালক,” কারণ **তিনি আমাদেরকে মহব্বত করে তাঁর জীবন দিয়েছেন**!

শেষ করার পূর্বে, আসুন আমরা ঈসার কাছ থেকে আসা চমৎকার কালাম শুনি। তিনি বলেছেন:

(ইউহোন্না ১০) “[৯]**আমিই দরজা**। যদি কেউ আমার মধ্য দিয়ে ভিতরে ঢোকে তবে সে নাজাত পাবে। সে ভিতরে আসবে ও বাইরে যাবে আর চরে খাবার জায়গা পাবে। [১০]চোর কেবল চুরি, খুন ও নষ্ট করবার উদ্দেশ্য নিয়েই আসে। আমি এসেছি যেন তারা জীবন পায়, আর সেই জীবন যেন পরিপূর্ণ হয়। [১১]“**আমিই উত্তম মেষপালক**। উত্তম মেষপালক তার মেষদের জন্য **নিজের জীবন দেয়**। [১২]কেবল বেতনের জন্য যে পালকের কাজ করে সে নিজে পালক নয় আর মেষগুলোও তার নিজের নয়। নেকড়ে বাঘ আসতে দেখলেই সে মেষগুলো ফেলে পালিয়ে যায়...[১৪]“আমিই উত্তম মেষপালক...[২৭]**আমার মেষগুলো আমার ডাক শোনে; আমি তাদের জানি আর তারা আমার পিছনে পিছনে চলে। [২৮]আমি তাদের অনন্ত জীবন দিই। তারা কখনও বিনষ্ট হবে না এবং কেউই আমার হাত থেকে তাদের কেড়ে নেবে না!”**

শ্রোতাবন্ধু, **আপনি কাকে অনুসরণ করছেন?** আপনি **কি উত্তম মেষপালককে** অনুসরণ করছেন? নাকি আপনি অন্য কাউকে অনুসরণ করছেন?

আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ। আমাদের পরবর্তী অনুষ্ঠানে আপনাকে আমন্ত্রন জানাচ্ছি যাতে শুনতে পারেন যে, আল্লাহ্ পাকের দয়ার দিল সম্পর্কে ঈসা কি বলেছেন...

ঈসা মসীহ্ তাঁর সম্পর্কে যা বলেছেন তা স্বরনের মধ্য দিয়ে আল্লাহ্ আপনাকে রহমত দান করুন:

“আমিই দরজা। যদি কেউ আমার মধ্য দিয়ে ভিতরে ঢোকে তবে সে নাজাত পাবে!...আমিই উত্তম মেষপালক। উত্তম মেষপালক তার মেষদের জন্য নিজের জীবন দেয়!” (ইউহোন্না ১০:৯, ১১ আয়াত)

৭৭ অধ্যায়
আল্লাহ্‌র দিল; লুক ১৮, ১৫

শ্রোতা বন্ধু, আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হউক।

আমরা আপনাকে আল্লাহ্‌র নামে শুভেচ্ছা জানাই। তিনি শান্তির প্রভু। তিনি তার তৈরীকৃত ধার্মিকতার পথ এবং তাঁর সত্যময় শান্তি সম্পর্কে আমাদের জানাতে চান। আজকে আপনার অনুষ্ঠান "ধার্মিকতার পথ" আবারো উপস্থাপন করতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত।

নবীদের কিতাব অধ্যয়নে আমরা দেখেছি যে, আল্লাহ্‌ **পবিত্র ও ধার্মিক** এবং তিনি গুনাহ্‌ সহ্য করেন না। এখন আমরা আরোও দেখেছি যে তিনি **মমতায় এবং দয়ায়** পরিপূর্ণ। এটি আমাদের জন্য একটি চমৎকার সংবাদ কারণ নিদারুনভাবে আমাদের আল্লাহ্‌র দয়া প্রয়োজন যেহেতু আমরা আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে গিয়েছি। আমাদের গুনাহ্‌ এবং অপরাধ আল্লাহ্‌র কাছে ঘৃনার যোগ্য আর সেই সব গুনাহ্‌ এবং অপরাধ আমাদের দোষী সাব্যস্ত করে, যদি না আল্লাহ্‌ আমাদের প্রতি দয়া করেন! আজকে আমরা এমন **দুটি উপমা** পড়ার পরিকল্পনা করেছি যা ঈসা জনগনের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন। এই দুটি উপমার মাধ্যমে আমরা **আল্লাহ্‌র দিলে যে দয়া ও মমতা আছে এবং সেই দয়া আমরা কিভাবে গ্রহণ করতে পারি সেই সম্পর্কে শিখবো**।

প্রথম উপমায় আমরা দুইজন মানুষকে দেখবো যাদের একজন আল্লাহ্‌র দয়া গ্রহণ করেছিল এবং অন্যজন করেনি। একজন ছিল ফরীশী যিনি দক্ষতার সাথে মুনাজাত করতো, রোজা রাখতো এবং খয়রাত দিত। তিনি মানুষদের চোখে ধার্মিক ছিল। আর একজন ছিল খাজনা-আদায়কারী যিনি মানুষের চোখে জঘন্য গুনাহ্‌গার ছিল কারণ বেশিরভাগ খাজনা-আদায়কারীরা ছিল অবিশ্বস্ত।

একজন ফরীশী এবং খাজনা-আদায়কারীর কাহিনী শুনুন। আমরা লুক লিখিত সুসমাচারের আঠারো রুকু পাঠ করছি। কিতাব বলে:

(লুক ১৮) ৯যারা নিজেদের ধার্মিক মনে করে অন্যদের তুচ্ছ করত তাদের শিক্ষা দেবার জন্য ঈসা এই কথা বললেন: ১০"**দু'জন লোক** মুনাজাত করবার জন্য বায়তুল-মোকাদ্দসে গেলেন। তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন ফরীশী ও অন্যজন খাজনা-আদায়কারী। ১১সেই **ফরীশী** দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিজের বিষয়ে এই মুনাজাত করলেন, 'হে আল্লাহ্‌, আমি তোমাকে শুকরিয়া জানাই যে, আমি অন্য লোকদের মত ঠগ, অসৎ ও জেনাকারী নই, এমন কি, ঐ খাজনা-আদায়কারীর মতও নই। ১২আমি সপ্তায় দু'বার রোজা রাখি এবং আমার সমস্ত আয়ের দশ ভাগের এক ভাগ তোমাকে দিই।' ১৩সেই সময় সেই **খাজনা-আদায়কারী** কিছু দূরে দাঁড়িয়ে ছিল। আসমানের দিকে তাকাবারও তার সাহস হল না; সে বুক চাপড়ে বলল, 'হে আল্লাহ্‌! **আমি গুনাহ্‌গার; আমার প্রতি মমতা কর**।' ১৪"আমি তোমাদের বলছি, সেই খাজনা-আদায়কারীকে আল্লাহ্‌ ধার্মিক বলে গ্রহণ করলেন আর সে বাড়ী ফিরে গেল। কিন্তু সেই ফরীশীকে তিনি ধার্মিক বলে গ্রহণ করলেন না। **যে কেউ নিজেকে উঁচু করে তাকে নীচু করা হবে এবং যে নিজেকে নীচু করে তাকে উঁচু করা হবে**।"

৭৭ অধ্যায়
আল্লাহ্‌র দিল; লুক ১৮, ১৫

ঈসা এই সংক্ষিপ্ত উপমার মাধ্যমে কি শিক্ষা দিতে চাইলেন? ঈসা শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন যে যারা তাদের অধার্মিকতা আল্লাহ্‌র সম্মুখে স্বীকার করে তাদের প্রতি তিনি দয়া দেখান এবং যারা আল্লাহ্‌র সম্মুখে নিজেদের ধার্মিক বলে মনে করে, তাদের তিনি দোষী সাব্যস্ত করে। কিতাব এই বলে ঘোষণা করে: **"আল্লাহ্‌ অহংকারীদের বিরুদ্ধে দাঁড়ান, কিন্তু নম্রদের রহমত করেন।"** (১ পিতর ৫:৫) যা মানুষ গন্য করে আল্লাহ্‌ তা তুচ্ছ করে। আল্লাহ্‌ কি তাদের গ্রহণ করবে যারা এই বলে নিজেদের প্রশংসা করে, "আমি একজন ধার্মিক! আমি আমার মুনাজাত করি! আমি রোজা রাখি! আমি খয়রাত দেই! আমি মসজিদে যাই! আমি জামাতে যাই! আমি এটি করি, আমি সেটি করি!? এই সবের দ্বারা আমি আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করি! যে কাজ অহংকার নিয়ে আসে তাতে আল্লাহ্‌ খুশি হয় না।

আল্লাহ্‌ অহংকারী দিল অপছন্দ করেন। আপনার আদমের প্রথম সন্তান কাবিলের কথা স্বরণে আছে? কাবিল তাঁর নিজের মত করে আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করতে চেয়েছিলেন? আল্লাহ্‌কি তাঁর কোরবানী গ্রহণ করেছিলেন? না, আল্লাহ্‌ তার কোরবানী গ্রহণ করেননি। বন্ধু, আল্লাহ্‌ পরিবর্তন হননি। আজকেও কোন মানুষ নিজের ইচ্ছায় আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করতে পারে না, কারণ আমাদের কাজ তাঁর কাছে নিখুঁত না। আল্লাহ্‌ চান যেন আমরা আমাদের গুনাহ্‌ বুঝতে পারি, সেই খাজনা-আদায়কারীর মত যার বুক কেঁপে উঠেছিল এবং বলেছিল, **"আল্লাহ্‌, আমার প্রতি দয়া কর!"** ভাঙ্গাচোড়া দিলের জন্য আল্লাহ্‌ আনন্দ করেন। আল্লাহ্‌ তাদের ঘৃনা করেন যারা তাদের নিজেদের সাথে অন্যান্যদের তুলনা করেন যেভাবে ফরীশী করেছিল। তিনি বলেছিল, "আল্লাহ্‌ আমি তোমাকে শুকরিয়া জানাই যে আমি অন্যান্যদের মত নই-ডাকাত, দুষ্ট, জেনাকারী, অথবা খাজনা-আদায়কারীদের মত নই।" ফরীশী উপলব্ধি করতে পারেনি যে শেষ বিচারের দিনে আল্লাহ্‌ আমাদের সাথে অন্যান্যদের তুলনা করবেন না। কিন্তু আল্লাহ্‌ তাঁর পবিত্র এবং নিখুঁত শরীয়তের সাথে আমাদের তুলনা করবেন যা ঘোষণা করে: "যে লোক সমস্ত শরীয়ত পালন করেও মাত্র একটা বিষয়ে গুনাহ্‌ করে সে সমস্ত শরীয়ত অমান্য করেছে বলতে হবে!" (ইয়াকুব ২:১০ আয়াত) আল্লাহ্‌ বলেছেন, "তুমি জেনা কর না," আবার তিনি বলেছেন, "তুমি মিথ্যা বলো না।" যদি আপনি জেনা না করে থাকেন কিন্তু মিথ্যা বলে থাকেন তাহলে আপনি আল্লাহ্‌র শরীয়ত ভেঙ্গেছেন। আপনি জান্নাতুল ফেরদৌসে আল্লাহ্‌র উপস্থিতিতে যেতে পারবেন না কারণ কিতাব বলে: "নাপাক কোন কিছু কিংবা জঘন্য কাজ করে বা মিথ্যা কথা বলে এমন কোন লোক সেখানে কখনও ঢুকতে পারবে না; যাদের নাম মেষ-শাবকের জীবন্ত কিতাবে লেখা আছে তারাই কেবল সেখানে ঢুকতে পারবে।" (প্রকাশিত কালাম ২১:২৭ আয়াত) যার কারনে আদম-সন্তানদের **আল্লাহ্‌র দয়া** প্রয়োজন। প্রিয় বন্ধু, আপনি কি গল্পের সেই খাজনা-আদায়কারীর মত **আল্লাহ্‌র দয়া** গ্রহণ করেছেন? নাকি সেই ফরীশীর মত **নিজের কাজ** দ্বারা এখনো ধার্মিক হতে চাইছেন?

৭৭ অধ্যায়

আল্লাহ্‌র দিল; লুক ১৮, ১৫

এখন আসুন আমরা দ্বিতীয় উপমাটি পড়ি যা আমাদের আল্লাহ্‌র মহব্বতে এবং দয়াতে পরিপূর্ণ দিলকে প্রকাশ করে। যেমন করে একজন আব্বা তাঁর সন্তানকে মহব্বত করে। লুক লিখিত সুসমাচারের পনেরো রুকুতে লেখা আছে:

(লুক ১৫) ১তখন অনেক খাজনা-আদায়কারী ও খারাপ লোকেরা ঈসার কথা শুনবার জন্য তাঁর কাছে আসল। ২এতে ফরীশীরা ও আলেমেরা এই বলে বিরক্তি প্রকাশ করতে লাগলেন, "এই লোকটা খারাপ লোকদের সংগে মেলামেশা ও খাওয়া-দাওয়া করে।" ৩তখন ঈসা তাঁদের শিক্ষা দেবার জন্য এই কথা বললেন... ১১তারপর ঈসা বললেন, **"একজন লোকের দু'টি ছেলে ছিল**। ১২**ছোট ছেলেটি** তার বাবাকে বলল, 'আব্বা, আমার ভাগের সম্পত্তি আমাকে দিন।' তাতে সেই লোক তাঁর দুই ছেলের মধ্যে সম্পত্তি ভাগ করে দিলেন। ১৩কিছু দিন পরে ছোট ছেলেটি তার সম্পত্তি বিক্রি করে টাকা-পয়সা নিয়ে দূর দেশে চলে গেল। সেখানে সে খারাপ ভাবে জীবন কাটিয়ে তার সব টাকা-পয়সা উড়িয়ে দিল। ১৪যখন সে তার সব টাকা খরচ করে ফেলল তখন সেই দেশের সমস্ত জায়গায় ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। তাতে সে অভাবে পড়ল। ১৫তখন সে গিয়ে সেই দেশের একজন লোকের কাছে চাকরি চাইল। লোকটি তাকে তার শূকর চরাতে মাঠে পাঠিয়ে দিল। ১৬শূকরে যে শুঁটি খেত সে তা খেয়ে পেট ভরাতে চাইত, কিন্তু কেউ তাকে তাও দিত না। ১৭"পরে একদিন তার চেতনা হল। তখন সে বলল, 'আমার বাবার কত মজুর কত বেশী খাবার পাচ্ছে, অথচ আমি এখানে খিদেতে মরছি। ১৮আমি উঠে আমার বাবার কাছে গিয়ে বলব, আব্বা, আল্লাহ্ ও তোমার বিরুদ্ধে আমি গুনাহ্ করেছি। ১৯কেউ যে আর আমাকে তোমার ছেলে বলে ডাকে তার যোগ্য আমি নই। তোমার মজুরদের একজনের মত করে আমাকে রাখ।' ২০"এই বলে সে উঠে **তার বাবার** কাছে গেল। সে দূরে থাকতেই তাকে দেখে তার বাবার খুব মমতা হল। তিনি দৌড়ে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে চুমু দিলেন। ২১তখন ছেলেটি বলল, 'আব্বা, আমি আল্লাহ্ ও তোমার বিরুদ্ধে গুনাহ্ করেছি। কেউ যে আর আমাকে তোমার ছেলে বলে ডাকে তার যোগ্য আমি নই।' ২২"কিন্তু তার বাবা তার গোলামদের বললেন, 'তাড়াতাড়ি করে সবচেয়ে ভাল জুব্বাটা এনে ওকে পরিয়ে দাও। ওর হাতে আংটি ও পায়ে জুতা দাও, ২৩আর মোটাসোটা বাছুরটা এনে জবাই কর। এস, আমরা খাওয়া-দাওয়া করে আনন্দ করি, ২৪কারণ আমার এই ছেলেটা মরে গিয়েছিল কিন্তু আবার বেঁচে উঠেছে; হারিয়ে গিয়েছিল পাওয়া গিয়েছে।' তারপর তারা আমোদ-প্রমোদ করতে লাগল। ২৫"সেই সময় তাঁর বড় **ছেলেটি মাঠে** ছিল। বাড়ীর কাছে এসে সে নাচ ও গান-বাজনার শব্দ শুনতে পেল। ২৬তখন সে একজন চাকরকে ডেকে জিজ্ঞাসা করল, 'এসব কি হচ্ছে?' ২৭"চাকরটি তাকে জবাব দিল, 'আপনার ভাই এসেছে। আপনার বাবা তাকে সুস্থ অবস্থায় ফিরে পেয়েছেন বলে মোটাসোটা বাছুরটা জবাই করেছেন।' ২৮"তখন বড় ছেলেটি রাগ করে ভিতরে যেতে চাইল না। এতে তার বাবা বের হয়ে এসে তাকে ভিতরে যাবার জন্য সাধাসাধি করতে লাগলেন। ২৯সে তার বাবাকে বলল, 'দেখ, এত বছর ধরে আমি তোমার সেবা-যত্ন করে আসছি; একবারও

আমি তোমার অবাধ্য হই নি। তবুও আমার বন্ধুদের সংগে আমোদ-প্রমোদ করবার জন্য তুমি কখনও আমাকে ছাগলের একটা বাচ্চা পর্যন্ত দাও নি। [৩০]কিন্তু তোমার এই ছেলে, যে বেশ্যাদের পিছনে তোমার টাকা-পয়সা উড়িয়ে দিয়েছে, সে যখন আসল তুমি তার জন্য মোটাসোটা বাছুরটা জবাই করলে।' [৩১]"তার বাবা তাকে বললেন, 'বাবা, তুমি তো সব সময় আমার সংগে সংগে আছ। আমার যা কিছু আছে সবই তো তোমার। [৩২]খুশী হয়ে আমাদের আমোদ-প্রমোদ করা উচিত, কারণ তোমার এই ভাই মরে গিয়েছিল আবার বেঁচে উঠেছে; হারিয়ে গিয়েছিল আবার তাকে পাওয়া গেছে।' "

! গল্পে **আব্বার** চরিত্রটি **আল্লাহ্‌কে** বোঝানো হয়েছে।

! ছোট ছেলেটির দ্বারা তাদের বোঝানো হয়েছে যারা গুনাহের জন্য অনুতাপী এবং আল্লাহ্‌র দয়াতে ফিরে এসেছে।

! বড় ছেলেটির দ্বারা তাদের বোঝানো হয়েছে যারা নিজেদের দিলকে এই বলে ধোকা দেয় যে তারা আল্লাহ্‌র সম্মুখে ধার্মিক।

প্রথমত, আমরা ছোট ছেলের বিষয়ে চিন্তা করি, যে তার গুনাহের স্বভাবের কারনে দূরে অন্য দেশে গিয়ে বসবাস করতে লাগলো। তার প্রতি কি হয়েছিল? সে দেখলো যে, সে আল্লাহ্‌ এবং মানুষের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। সে তার গুনাহের জন্য শোক করেছিল এবং অনুতাপ করেছিল আর বলেছিল, "আমি উঠে আমার বাবার কাছে গিয়ে বলব, আব্বা, আল্লাহ্‌ ও তোমার বিরুদ্ধে **আমি গুনাহ্‌ করেছি**। কেউ যে আর আমাকে তোমার ছেলে বলে ডাকে তার যোগ্য আমি নই। তোমার মজুরদের একজনের মত করে আমাকে রাখ।' এইভাবে, আমরা দেখি যে ছোট ছেলে শুকরের ঘর থেকে তার আব্বার কাছে ফিরে এসেছিল।

তাঁর আব্বা কি করেছিল? তিনি কি তাঁর ছেলের প্রতি রাগ করেছিলেন যে কিনা তাঁর সম্পত্তি নষ্ট করেছে? তিনি কি তাঁর গোলাম হিসেবে ছেলেকে গ্রহণ করেছিলেন? না! ঈসা বলেছেন, 'তাড়াতাড়ি করে সবচেয়ে ভাল জোব্বাটা এনে ওকে পরিয়ে দাও। ওর হাতে আংটি ও পায়ে জুতা দাও, আর মোটাসোটা বাছুরটা এনে জবাই কর। এস, আমরা খাওয়া-দাওয়া করে আনন্দ করি, কারণ আমার এই ছেলেটা মরে গিয়েছিল কিন্তু আবার বেঁচে উঠেছে; হারিয়ে গিয়েছিল পাওয়া গিয়েছে।' আমরা এখান থেকে কি শিক্ষা পেলাম? আমরা শিখলাম আল্লাহ্‌ ঠিক এই রকম, যার দিল দয়াতে পরিপূর্ণ! আল্লাহ্‌ গুনাহ্‌গারদের মহব্বত করেন এবং তাদের দয়া দেখাতে চান কিন্তু তিনি সেই পর্যন্ত অপেক্ষা করেন যতক্ষন না একজন গুনাহ্‌গার তার গুনাহ্‌ থেকে ফিরে আসে এবং তাঁর দেখানো ধার্মিকতার পথে আসে।

বড় ছেলের বিষয়ে আমরা একটি অপূর্ব দৃশ্য দেখলাম। বড় ছেলের তার আব্বার মত মমতার দিল ছিল না। যার কারনে সে রাগান্বিত হল এবং ঘরে প্রবেশ করতে চাইলো না আর বলল, "দেখ, **এত বছর ধরে আমি তোমার**

সেবা-যত্ন করে আসছি; একবারও আমি তোমার অবাধ্য হই নি। তবুও আমার বন্ধুদের সংগে আমোদ-প্রমোদ করবার জন্য তুমি কখনও আমাকে ছাগলের একটা বাচ্চা পর্যন্ত দাও নি!" আপনি কি শুনেছেন, বড় ছেলে কি বলেছে? সে বলেছে, "দেখ, এত বছর ধরে আমি তোমার সেবা-যত্ন করে আসছি, গোলামের মত! যাইহোক, বড় ছেলে বুঝতে পারেনি যে একজন বাবা চান না যে, তাঁর ছেলে **একজন গোলামের মত** করে কাজ করুক। তিনি চান যেন তাঁর ছেলে তাকে দিল থেকে মহব্বত করে এবং তাঁর ইচ্ছা মত কাজ করতে আনন্দবোধ করে।

বর্তমানে, অনেক আদম-সন্তানেরা এই বড় ছেলের মত। তারা নিজেদেরকে "**আল্লাহ্‌র গোলাম**" মনে করে। কিন্তু আল্লাহ্ আমাদের একজন **সাধারণ গোলাম** হিসেবে দেখতে চান না। তিনি আমাদের **ছেলে এবং মেয়ে** হিসেবে দেখতে চান। যারা ঈসাকে নাজাতদাতা এবং প্রভু হিসেবে গ্রহণ করেছে তাদের সম্পর্কে কিতাব ঘোষণা করে, <u>"তোমরা তো গোলামের মনোভাব পাও নি যার জন্য ভয় করবে; তোমরা আল্লাহ্‌র রূহ্‌কে পেয়েছ যিনি তোমাদের সন্তানের অধিকার দিয়েছেন। সেইজন্যই আমরা আল্লাহ্‌কে আব্বা, অর্থাৎ পিতা বলে ডাকি।" (রোমীয় ৮:১৫ আয়াত)</u>

প্রিয় বন্ধু, আপনি আপনাকে কি রূপে দেখতে চান, **আল্লাহ্‌র গোলাম হিসেবে** নাকি **আল্লাহ্‌র সন্তান হিসেবে?** যে উপমাটি আজকে পড়লাম তার কোন অংশে আপনি থাকতে চান? আপনি কি সেই ছোট ছেলের মত হতে চান, যে তাঁর গুনাহ্ বুঝতে পেরেছিল এবং তার আব্বার দয়া গ্রহণ করেছিল? নাকি সেই বড় ছেলের মত যে তার আব্বার কাছে গোলামের মত কাজ করেছিল? আল্লাহ্ আপনাকে এমন কোন গোলামের মত দেখতে চান না যিনি **তার মালিককে ভয় করে**। তিনি আপনাকে এমন একজন ছেলের মত দেখতে চান যিনি তার আব্বাকে মহব্বত করেন এবং তার কাজ করতে আনন্দবোধ করেন। আল্লাহ্ আপনাকে মহব্বত করেন এবং তাঁর দয়া দেখাতে চান কিন্তু তিনি আপনার অনুতাপ এবং তাঁর কাছে ফিরে আসার জন্য অপেক্ষা করছেন। এইজন্য ইশাইয়া নবী বলেছেন, <u>**"তবুও মাবুদ তোমাদের রহমত দান করবার জন্য অপেক্ষা করছেন; তোমাদের মমতা করবার জন্য তিনি প্রস্তুত হয়ে আছেন। মাবুদ ন্যায়বিচারের আল্লাহ্; ধন্য তারা, যারা তাঁর জন্য অপেক্ষা করে!"** (ইশাইয়া ৩০:১৮ আয়াত)</u>

দয়াময় এবং মমতাময় আল্লাহ্ আপনার ফিরে আসার জন্য অপেক্ষা করছেন। যেমন করে গল্পের পিতা তাঁর ছোট ছেলের ফিরে আসার জন্য অপেক্ষা করে ছিল। আল্লাহ্ চান যেন আপনি একটি ভাঙ্গাচোড়া এবং নম্র দিল নিয়ে তার কাছে আসেন। এইভাবে যদি আপনি আল্লাহ্‌র কাছে ফিরে আসেন এবং তাঁকে সমস্ত দিল দিয়ে খুঁজেন করেন তাহলে আল্লাহ্‌র দেখা পাবেন যার একটি পিতৃসুলভ, দয়ার এবং মমতার দিল আছে। কিন্তু যাদের দিল অহংকার করে এবং আল্লাহ্‌র দয়াকে অবজ্ঞা করে তারা শুধু আল্লাহ্‌র বিচার দেখতে পাবে যেখানে কোন দয়া থাকবে না!

আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ। আমাদের পরবর্তী অনুষ্ঠানে, আল্লাহ্‌র ইচ্ছায়, আমরা ইঞ্জিল শরীফ থেকে দেখবো কিভাবে ঈসা চারদিন কবরে থাকা একজন মৃত ব্যক্তিকে উঠিয়েছিল!...

৭৭ অধ্যায়

আল্লাহ্‌র দিল; লুক ১৮, ১৫

আজকে যা অধ্যয়ন করেছি সেই সম্পর্কে আল্লাহ্‌ যেন আপনাকে অর্ন্তদৃষ্টি দেন। মনে রাখবেন:

"আল্লাহ্‌ অহংকারীদের বিরুদ্ধে দাঁড়ান, কিন্তু নম্রদের রহমত করেন।" (১ পিতর ৫:৫ আয়াত)

৭৮ অধ্যায়
পুনরুত্থান এবং জীবন; ইউহোন্না ১১, ১২

শ্রোতা বন্ধু, আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হউক।

আমরা আপনাকে আল্লাহ্‌র নামে শুভেচ্ছা জানাই। তিনি শান্তির প্রভু। তিনি তার তৈরীকৃত ধার্মিকতার পথ এবং তাঁর সত্যময় শান্তি সম্পর্কে আমাদের জানাতে চান। আজকে আপনার অনুষ্ঠান “ধার্মিকতার পথ” আবারো উপস্থাপন করতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত।

আমরা ইঞ্জিল শরীফ অধ্যয়নে দেখেছি যে, ঈসার **অনেক নাম** আছে। এই নামগুলো তাকে চিনতে আমাদের সাহায্য করে। আমরা ইতিমধ্যে শুনেছি যে ঈসাকে আল্লাহ্‌র কালাম বলা হয় যিনি শুরুতেই আল্লাহ্‌র সাথে ছিলেন, যিনি সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র পুত্র, যিনি ইবনে-আদম, যিনি আল্লাহ্‌র মেষশাবক, যিনি নাজাতদাতা, যিনি জীবন রুটি, যিনি দুনিয়ার নূর, যিনি গৌরবের প্রভু, যিনি মেষদের দরজা এবং যিনি উত্তম মেষপালক। আমরা আজকে ঈসার আরো দুটি নাম দেখবো: “**পুনরুত্থান**” এবং “**জীবন**।” আমরা দেখেছি যে কিভাবে ঈসা ইহুদীদের দেশ পরিদর্শন করেছিলেন, শিক্ষা দিয়েছিলেন, ভাল কাজ করেছিলেন, অসুস্থদের সুস্থ করেছিলেন, খোড়াদের সুস্থ করেছিলেন, অন্ধদের সুস্থ করেছিলেন এবং বদ-রূহ্‌তে পাওয়া লোকদের সুস্থ করেছিলেন।

বিশাল এক জনসংখ্যা তাকে অনুসরণ করতো। যাইহোক, যারা ধর্মীয়ভাবে দক্ষ ছিল তাদের বলা হত ফরীশী যারা ঈসাকে হিংসা করতো। তারা ঈসার জ্ঞানের কথা অস্বীকার করতে পারতো না এবং ঈসার **কেরামতি** কাজকেও অস্বীকার করতে পারতো না।

আজকে আমরা পরিকল্পনা করেছি যে ইঞ্জিল শরীফ চালিয়ে যাবো। আমরা ঈসার **আরো একটি কেরামতি কাজ দেখবো যার মাধ্যমে তাঁর মাঝে আল্লাহ্‌র গৌরব প্রকাশিত হয়েছে যেন লোকে তার উপর ঈমান আনতে পারে।** ইঞ্জিল শরীফে ইউহোন্না কিতাবের একাদশ রুকুতে কিতাব বলে:

(ইউহোন্না ১১) ১ **লাসার** নামে বেথানিয়া গ্রামের একজন লোকের অসুখ হয়েছিল। **মরিয়ম** ও তাঁর বোন **মার্থা** সেই
গ্রামে থাকতেন। ২ ইনি সেই মরিয়ম যিনি ঈসার পায়ে খোশবু আতর ঢেলে দিয়ে নিজের চুল দিয়ে তাঁর পা মুছিয়ে
দিয়েছিলেন। যে লাসারের অসুখ হয়েছিল তিনি ছিলেন এই মরিয়মের ভাই। ৩ এইজন্য তাঁর বোনেরা ঈসাকে এই
কথা বলে পাঠালেন, “হুজুর, আপনি যাকে মহব্বত করেন তার অসুখ হয়েছে।” ৪ এই কথা শুনে ঈসা বললেন,
“এই অসুখ তার মৃত্যুর জন্য হয় নি বরং আল্লাহর মহিমা প্রকাশের জন্যই হয়েছে, যেন এর মধ্য দিয়ে ইবনুল্লাহর
মহিমা প্রকাশ পায়।” ৫ মার্থা, তাঁর বোন ও লাসারকে ঈসা মহব্বত করতেন। ৬ যখন ঈসা লাসারের অসুখের কথা
শুনলেন তখন তিনি যেখানে ছিলেন সেখানেই আরও দু’দিন রয়ে গেলেন। ৭ তারপর তিনি সাহাবীদের বললেন,
“চল, আমরা আবার এহুদিয়াতে যাই।” ৮ সাহাবীরা তাঁকে বললেন, “হুজুর, এই কিছুদিন আগে নেতারা আপনাকে
পাথর মারতে চেয়েছিলেন, আর আপনি আবার সেখানে যাচ্ছেন?” ৯ ঈসা জবাব দিলেন, “দিনে কি বারো ঘণ্টা
নেই? কেউ যদি দিনে চলাফেরা করে সে উচোট খায় না, কারণ সে এই দুনিয়ার আলো দেখে।...১১... এই সব

৭৮ অধ্যায়
পুনরুত্থান এবং জীবন; ইউহোন্না ১১ , ১২

কথা বলবার পরে ঈসা সাহাবীদের বললেন, “আমাদের বন্ধু লাসার ঘুমিয়ে পড়েছে, কিন্তু আমি তাকে জাগাতে যাচ্ছি।” [১২]এতে সাহাবীরা তাঁকে বললেন, “হুজুর, যদি সে ঘুমিয়েই থাকে তবে সে ভাল হবে।” [১৩]ঈসা লাসারের মৃত্যুর কথা বলছিলেন, কিন্তু তাঁর সাহাবীরা ভাবলেন তিনি স্বাভাবিক ঘুমর কথাই বলছেন। [১৪]ঈসা তখন স্পষ্ট করেই বললেন, **“লাসার মারা গেছে,** [১৫]কিন্তু আমি তোমাদের কথা ভেবে খুশী হয়েছি যে, আমি সেখানে ছিলাম না যাতে তোমরা বিশ্বাস করতে পার। চল, আমরা লাসারের কাছে যাই।” [১৭]ঈসা সেখানে পৌঁছে জানতে পারলেন যে, **চার দিন** আগেই লাসারকে দাফন করা হয়েছে। [১৮]জেরুজালেম থেকে বেথানিয়া প্রায় তিন কিলোমিটার দূরে ছিল। [১৯]ইহুদীদের মধ্যে অনেকেই মার্থা ও মরিয়মকে তাঁদের ভাইয়ের মৃত্যুর জন্য সান্ত্বনা দিতে এসেছিল। [২০]ঈসা আসছেন শুনে মার্থা তাঁর সংগে দেখা করতে গেলেন, কিন্তু মরিয়ম ঘরে বসে রইলেন। [২১]মার্থা ঈসাকে বললেন, “হুজুর, আপনি যদি এখানে থাকতেন তবে আমার ভাই মারা যেত না। [২২]কিন্তু আমি জানি, আপনি এখনও আল্লাহ্‌র কাছে যা চাইবেন আল্লাহ্‌ তা আপনাকে দেবেন।” [২৩]ঈসা তাঁকে বললেন, **“তোমার ভাই আবার জীবিত হয়ে উঠবে।”** [২৪]তখন মার্থা তাঁকে বললেন, “আমি জানি, শেষ দিনে মৃত লোকেরা যখন জীবিত হয়ে উঠবে তখন সেও উঠবে।” [২৫]ঈসা মার্থাকে বললেন, **“আমিই পুনরুত্থান ও জীবন। যে আমার উপর ঈমান আনে সে মরলেও জীবিত হবে।** [২৬]আর যে জীবিত আছে এবং আমার উপর ঈমান আনে সে কখনও মরবে না। তুমি কি এই কথা বিশ্বাস কর?” [২৭]মার্থা তাঁকে বললেন, “জ্বী হুজুর, আমি ঈমান এনেছি যে, দুনিয়াতে যাঁর আসবার কথা আছে আপনিই সেই মসীহ্‌ ইবনুল্লাহ্‌।” [২৮]এই কথা বলে মার্থা গিয়ে তাঁর বোন মরিয়মকে গোপনে ডেকে বললেন, “হুজুর এখানে আছেন ও তোমাকে ডাকছেন।” [২৯]মরিয়ম এই কথা শুনে তাড়াতাড়ি উঠে ঈসার কাছে গেলেন। [৩০]ঈসা তখনও গ্রামে এসে পৌঁছান নি; মার্থা যেখানে তাঁর সংগে দেখা করেছিলেন সেখানেই ছিলেন। [৩১]যে ইহুদীরা মরিয়মের সংগে ঘরে থেকে তাঁকে সান্ত্বনা দিচ্ছিল তারা মরিয়মকে তাড়াতাড়ি উঠে বাইরে যেতে দেখে তাঁর পিছনে পিছনে গেল। তারা ভাবল, মরিয়ম কবরের কাছে কাঁদতে যাচ্ছেন। [৩২]ঈসা যেখানে ছিলেন মরিয়ম সেখানে গেলেন আর তাঁকে দেখতে পেয়ে তাঁর পায়ের উপর পড়ে বললেন, “হুজুর, আপনি যদি এখানে থাকতেন তবে আমার ভাই মারা যেত না।” [৩৩]ঈসা মরিয়মকে এবং তাঁর সংগে যে ইহুদীরা এসেছিল তাদের কাঁদতে দেখে দিলে খুব অস্থির হলেন। [৩৪]তিনি তাদের বললেন, “লাসারকে কোথায় রেখেছ?” তারা বলল, “হুজুর, এসে দেখুন।” [৩৫]তখন ঈসা কাঁদলেন। [৩৬]তাতে ইহুদীরা বলল, “দেখ, উনি লাসারকে কত মহব্বত করতেন।” [৩৭]কিন্তু ইহুদীদের মধ্যে কেউ কেউ বলল, “অন্ধের চোখ যিনি খুলে দিয়েছেন তিনি কি এমন কিছু করতে পারতেন না যাতে লোকটি মারা না যেত?” [৩৮]এতে ঈসা দিলে আবার অস্থির হলেন এবং কবরের কাছে গেলেন। কবরটা ছিল একটা গুহা। সেই গুহার মুখে একটা পাথর বসানো ছিল। [৩৯]ঈসা বললেন, **“পাথরখানা সরাও।”** যিনি মারা গেছেন তাঁর বোন মার্থা ঈসাকে বললেন, “হুজুর, এখন দুর্গন্ধ হয়েছে, কারণ চার দিন হল সে মারা গেছে।” [৪০]ঈসা মার্থাকে বললেন, **“আমি কি তোমাকে বলি নি, যদি তুমি বিশ্বাস কর তবে আল্লাহ্‌র মহিমা দেখতে পাবে?”** [৪১]তখন লোকেরা

পাথরখানা সরিয়ে দিল। ঈসা উপরের দিকে তাকিয়ে বললেন, “পিতা, তুমি আমার কথা শুনেছ বলে আমি তোমার শুকরিয়া আদায় করি। [৪২]অবশ্য আমি জানি সব সময়ই তুমি আমার কথা শুনে থাক। কিন্তু যে সব লোক চারপাশে দাঁড়িয়ে আছে তারা যেন বিশ্বাস করতে পারে যে, তুমি আমাকে পাঠিয়েছ, সেইজন্যই এই কথা বললাম।” [৪৩]এই কথা বলবার পরে ঈসা জোরে ডাক দিয়ে বললেন, **“লাসার, বের হয়ে এস।”** [৪৪]যিনি মারা গিয়েছিলেন তিনি তখন কবর থেকে বের হয়ে আসলেন। তাঁর হাত-পা কবরের কাপড়ে জড়ানো ছিল এবং তাঁর মুখ রুমালে বাঁধা ছিল। ঈসা লোকদের বললেন, **“ওর বাঁধন খুলে দাও আর ওকে যেতে দাও।”**

এই কাহিনীটি শেষ করার পূর্বে আমরা যদি ঈসার এই কেরামতি কাজ সম্পর্কে একটু চিন্তা করি তাহলে ভাল হয়। সৃষ্টির শুরু থেকে বর্তমান পর্যন্ত কেউ কখনো এই রকমটি শুনেনি যে, চারদিন কবরে পরে থাকা কোন লাশকে কেউ জীবন দিয়েছে, যে লাশ ইতিমধ্যে পঁচা শুরু করেছে এবং দুর্গন্ধ হয়ে গিয়েছে।

যাইহোক, ঈসা যখন লাসারকে উঠিয়েছিলেন ঠিক এই রকমটিই ঘটেছিল। মৃত্যু শক্তি ঈসার কাছে কিছুই ছিল না কারণ তিনি হচ্ছেন আল্লাহ্‌র কালাম্ এবং আল্লাহ্‌র জীবন যিনি বেহেশত থেকে এসেছেন। যেমন করে আল্লাহ্‌র মধ্যেই জীবন তেমনি মসীহ্‌র মধ্যেও জীবন। যেভাবে আল্লাহ্ মৃত দেহকে পুনরুত্থিত করতে পারেন এবং জীবন দিতে পারেন তেমনি মসীহ্‌ও যাকে খুশি তাকে জীবন দিতে পারেন কারণ তিনি **জীবনের উৎস**। যার কারনে ঈসা যখন লাসারকে উঠে আসতে বললেন, তখন লাশ জীবন পেল, উঠলো এবং কবর থেকে বেড়িয়ে আসলো। যার কারনে ঈসা লাসারের বোন মরিয়মকে বলতে পেরেছিলেন যে, **“আমিই পুনরুত্থান ও জীবন। যে আমার উপর ঈমান আনে সে মরলেও জীবিত হবে!”**

আসুন এখন আমরা কাহিনীটি শেষ করি এবং খুঁজে দেখি ঈসা লাসারকে কবর থেকে বের করার পর ইহুদীরা কি করেছিল। কিতাব বলে:

(ইউহোন্না ১১) [৪৫]মরিয়মের কাছে যে সব ইহুদীরা এসেছিল তাদের মধ্যে অনেকেই ঈসার এই কাজ দেখে **তাঁর উপর ঈমান আনল**। [৪৬]**কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ কেউ** ফরীশীদের কাছে গিয়ে ঈসা যা করেছিলেন তা বলল। [৪৭]তখন প্রধান ইমামেরা ও ফরীশীরা মহাসভার লোকদের একত্র করে বললেন, “আমরা এখন কি করি? এই লোকটা তো অনেক অলৌকিক চিহ্ন-কাজ করছে। [৪৮]আমরা যদি তাকে এইভাবে চলতে দিই তবে সবাই তার উপর ঈমান আনবে, আর রোমীয়রা এসে আমাদের এবাদত-খানা এবং আমাদের জাতিকে ধ্বংস করে ফেলবে।” [৪৯]তাঁদের মধ্যে **কাইয়াফা** নামে একজন সেই বছরের মহা-ইমাম ছিলেন। [৫০]তিনি তাঁদের বললেন, **“তোমরা কিছুই জান না, আর ভেবেও দেখ না যে, গোটা জাতিটা নষ্ট হওয়ার চেয়ে বরং সমস্ত লোকের বদলে একজন মানুষের মৃত্যু অনেক ভাল।”** [৫১]**কাইয়াফা যে নিজে থেকে এই কথা বলেছিলেন তা নয় কিন্তু তিনি ছিলেন সেই বছরের**

৭৮ অধ্যায়
পুনরুত্থান এবং জীবন; ইউহোন্না ১১ , ১২

মহা-ইমাম। সেইজন্য তিনি ভবিষ্যতের কথা বলেছিলেন যে, ইহুদী জাতির জন্য ঈসাই মরবেন। [৫২]কেবল ইহুদী জাতির জন্যই নয়, কিন্তু আল্লাহ্‌র যে সন্তানেরা চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে তাদের জমায়েত করে এক করবার জন্যও তিনি মরবেন। [৫৩]সেই দিন থেকে ইহুদী নেতারা ঈসাকে হত্যা করবার ষড়যন্ত্র করতে লাগলেন। [৫৪]সেইজন্য ঈসা খোলাখুলিভাবে ইহুদীদের মধ্যে চলাফেরা বন্ধ করে দিলেন, আর সেই জায়গা ছেড়ে মরুভূমির কাছে আফরাহীম নামে একটা গ্রামে চলে গেলেন। সেখানে তিনি তাঁর সাহাবীদের নিয়ে থাকতে লাগলেন। [৫৫]তখন ইহুদীদের উদ্ধার-ঈদ কাছে এসেছিল। ঈদের আগে নিজেদের পাক-সাফ করবার জন্য অনেক লোক গ্রাম থেকে জেরুজালেমে গিয়েছিল। [৫৬]এই লোকেরা ঈসার তালাশ করতে লাগল। তারা বায়তুল-মোকাদ্দসে দাঁড়িয়ে একে অন্যকে জিজ্ঞাসা করতে লাগল, "তিনি কি এই ঈদে একেবারেই আসবেন না? তোমাদের কি মনে হয়?" [৫৭]প্রধান ইমামেরা ও ফরীশীরা হুকুম দিয়েছিলেন যে, ঈসা কোথায় আছে তা যদি কেউ জানে তবে সে যেন খবরটা তাঁদের জানায় যাতে তাঁরা ঈসাকে ধরতে পারেন।

(ইউহোন্না ১২) [১]উদ্ধার-ঈদের ছয় দিন আগে ঈসা বেথানিয়াতে গেলেন। যাঁকে তিনি মৃত্যু থেকে জীবিত করেছিলেন সেই লাসার বেথানিয়াতে বাস করতেন। [২]সেখানে তাঁরা ঈসার জন্য খাওয়ার আয়োজন করলেন। মার্থা পরিবেশন করছিলেন। যারা ঈসার সংগে খেতে বসেছিলেন তাঁদের মধ্যে লাসারও ছিলেন। [৩]এমন সময় মরিয়ম কমবেশ তিনশো গ্রাম খুব দামী, খাঁটি খোশবু আতর নিয়ে আসলেন এবং ঈসার পায়ে তা ঢেলে দিয়ে নিজের চুল দিয়ে তাঁর পা মুছে দিলেন। সেই আতরের সুগন্ধে সারা ঘর ভরে গেল। [৪]ঈসার সাহাবীদের মধ্যে একজন, যে তাঁকে শত্রুদের হাতে ধরিয়ে দেবে, সেই এহুদা ইষ্কারিয়োৎ বলল, [৫]"এই আতর তিনশো দীনারে বিক্রি করে গরীব-দুঃখীদের দেওয়া যেত। কেন তা করা হল না?" [৬]এহুদা যে গরীবদের বিষয়ে চিন্তা করে এই কথা বলেছিল তা নয়। আসলে সে ছিল চোর। টাকার বাক্স তার কাছে থাকত বলে যা কিছু জমা রাখা হত তা থেকে সে চুরি করত। [৭]ঈসা বললেন, "তোমরা ওর মনে কষ্ট দিয়ো না। আমাকে দাফন করবার সময়ে সাজাবার জন্যই ও এটা রেখেছিল। [৮]গরীবেরা তো সব সময় তোমাদের মধ্যে আছে, কিন্তু আমাকে তোমরা সব সময় পাবে না।" [৯]ঈসা বেথানিয়াতে আছেন জানতে পেরে ইহুদীদের মধ্য থেকে অনেক লোক সেখানে আসল। তারা যে কেবল ঈসার জন্য সেখানে এসেছিল তা নয়, কিন্তু যাঁকে তিনি মৃত্যু থেকে জীবিত করেছিলেন সেই লাসারকেও দেখতে আসল। **[১০]তখন প্রধান ইমামেরা লাসারকেও হত্যা করবেন বলে ঠিক করলেন, [১১]কারণ লাসারের জন্য ইহুদীদের মধ্যে অনেকেই নেতাদের ছেড়ে ঈসার উপর ঈমান এনেছিল।**

আমাদের সময় প্রায় শেষ দিকে কিন্তু বিদায় নেয়ার পূর্বে আমাদের একটি বিষয় লক্ষ করতে হবে। আপনি কি লক্ষ করেছেন ধর্মীয় নেতারা ঈসার কেরামতি চিহ্ন (প্রমান) দেখে কি করেছিলেন? কেউ ঈসার কেরামতী কাজ অস্বীকার করতে পারেনি কারণ সবাই মৃত মানুষকে জীবিত হতে দেখেছিল! কিন্তু প্রধান ইমাম এবং অন্যান্য

৭৮ অধ্যায়
পুনরুত্থান এবং জীবন; ইউহোন্না ১১, ১২

ইমামেরা কি করেছিল? তারা কি তাদের গুনাহ্ থেকে দিল সরিয়েছিল এবং ঈসা মসীহের উপর ঈমান এসেছিল যিনি বেহেশত থেকে এসেছেন? **না, তারা অনুতাপ করেনি!** ফরীশীরা এবং তাদের সাহাবীরা অনুতাপ করেনি এবং ঈসাকে তাদের প্রভু এবং নাজাতদাতা হিসেবে গ্রহণ করেনি। তাহলে প্রধান ঈমামরা কি করেছিল? তারা আরো বেশি করে ঈসাকে ঘৃনা করেছিল এবং ঈসাকে হত্যা করার জন্য একত্রে পরিকল্পনা করেছিল! যাকে ঈসা মৃতদের মধ্য থেকে উঠিয়েছিলেন সেই লাসারকেও তারা হত্যা করার পরিকল্পনা করেছিল কারণ তার কারনেই অনেক ইহুদীরা ঈমামদের কাছ থেকে দূরে সরে গিয়েছিল এবং ঈসাকে অনুসরণ করেছিল। তারা কতটা ভণ্ড এবং তাদের দিল আল্লাহ্‌র কাছ থেকে কতটা দূরে! **তারা আল্লাহ্‌কে এবং সত্যকে মহব্বত করেনি**। তারা ঈসার সরাসরি প্রমানকে (সকল প্রকার কেরামতি কাজ) এড়িয়ে গিয়েছিল। তারা শুধু নিজের আনন্দ, নিজের অবস্থান, নিজের সুবিধা এবং টাকা তৈরীর চিন্তা করত। এইভাবে, ঈসাকে হত্যা করতে একত্র হয়েছিল কারণ তারা ভয় পেয়েছিল যে এইভাবে চলতে দিলে সবাই তাদেরকে ত্যাগ করে ঈসাকে অনুসরণ করবে। আপনি সেই ধর্মীয় নেতাদের সম্পর্কে কি চিন্তা করছেন? কে তাদের মধ্যে এই চিন্তা দিল যে ঈসাকে হত্যা করতে হবে? শয়তান তাদের পরিচালনা দিয়েছিল কারণ তারা আল্লাহ্‌কে এবং তাঁর মসীহ্‌কে ঘৃনা করেছিল। শয়তান চিন্তা করেছিল যদি ইহুদী নেতাদের দ্বারা ঈসাকে মৃত্যু পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে তাহলে আদম-সন্তানদের নাজাত দিতে আল্লাহ্ যে পরিকল্পনা করেছে তা ব্যর্থ হবে। **শয়তান উপলব্ধি করতে পারেনি যে ঈসার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আল্লাহ্ আদম-সন্তানদের শয়তানের শক্তি থেকে নাজাত দিতে যাচ্ছে**। শয়তান এবং তার সঙ্গীরা আরো বুঝতে পারেনি যে মৃত্যুর শক্তি ঈসাকে ধরে রাখতে পারেনা। দুনিয়া তাকে পঁচাতে পারে না কারণ ঈসা হচ্ছে পুনরুত্থান এবং জীবন। যার কারনে ঈসা লাসারের বোনকে বলতে পেরেছিল, **"আমিই পুনরুত্থান ও জীবন;** যে আমাতে বিশ্বাস করে, সে মরিলেও জীবিত থাকিবে...ইহা কি বিশ্বাস কর?" (ইউহোন্না ১১:২৫, ২৬ আয়াত)

আমাদের আজকে এখানেই শেষ করতে হবে। আমরা আপনাকে আমাদের পরবর্তী অনুষ্ঠানে আমন্ত্রন জানাই যেখানে আমরা ইঞ্জিল শরীফ থেকে দেখবো যে ঈসা কিভাবে একটি গাধার বাচ্চার পিঠে চড়ে জেরুজালেমে প্রবেশ করেছিল যেন নবীরা অনেক বছর পূর্বে ঈসার সম্পর্কে যে ভবিষ্যতবানী করেছিলেন তা পূর্ণ হয়....

আল্লাহ্ যেন নিজে আপনাকে ঈসা মসীহের এই কালামের বিষয়ে শিক্ষা দেন যেন আপনি এই বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে পারেন:

"আমিই পুনরুত্থান ও জীবন; যে আমাতে বিশ্বাস করে, সে মরিলেও জীবিত থাকিবে...ইহা কি বিশ্বাস কর?"

(ইউহোন্না ১১:২৫, ২৬ আয়াত)

৭৯ অধ্যায়
জেরুজালেমে ঈসার প্রবেশ; লুক ১৮-২০, ইত্যাদি

শ্রোতা বন্ধু, আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হউক।

আমরা আপনাকে আল্লাহ্‌র নামে শুভেচ্ছা জানাই। তিনি শান্তির প্রভু। তিনি তার তৈরীকৃত ধার্মিকতার পথ এবং তাঁর সত্যময় শান্তি সম্পর্কে আমাদের জানাতে চান। আজকে আপনার অনুষ্ঠান "ধার্মিকতার পথ" আবারো উপস্থাপন করতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত।

আমাদের গত পাঠে আমরা দেখেছি যে, কিভাবে প্রভু ঈসা একজন মৃত ব্যক্তিকে উঠিয়েছিলেন যিনি চারদিন যাবত লাশ হয়ে কবরে ছিলেন। মৃত্যুর শক্তি ঈসার কাছে কোন সমস্যাই ছিল না কারণ তিনি নিজেই পুনরুত্থান এবং জীবন ছিলেন আর এখনো আছেন। আমরা পরিকল্পনা করেছি যে, ইঞ্জিল শরীফ থেকে দেখবো, ঈসা কিভাবে জেরুজালেমে প্রবেশ করেছিল যেখানে তাঁকে হত্যা করা হবে। **ঈসার সঙ্গে যা ঘটেছিল তার সবই তিনি জানতেন**। তিনি জানতেন যে ইহুদী ধর্মের নেতারা তাকে রোমীয়দের কাছে পাঠাবে যারা তাঁকে অত্যাচার করবে এবং ক্রুশে দিবে। তারপরও তিনি জেরুজালেমে গিয়েছিলেন। এই সম্পর্কে সুখবরে লেখা আছে, **"যখন ঈসার বেহেশতে যাবার সময় হয়ে আসল তখন তিনি জেরুজালেমে যাবার জন্য মন স্থির করলেন!"** (লুক ৯:৫১ আয়াত) যখন তিনি জেরুজামের দিকে আসছিলেন তখন তার সাহাবিদের উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, **"আমাকে একটা তরিকাবন্দী নিতে হবে, আর যতদিন পর্যন্ত তা না হয় ততদিন পর্যন্ত আমার দুঃখের শেষ নেই!"** (লুক ১২:৫০ আয়াত)

কেন ঈসা জেরুজালেমের দিকে গেলেন? যারা তাকে হত্যা করতে চায় তাদের জন্য জীবন দেয়ার উদ্দেশ্যে তিনি এইরকমটি করেছিলেন! আশ্চর্য্য! যদি আপনি জানেন যে, একটি শহরের লোকেরা আপনাকে অত্যাচার করতে চায় এবং মেরে ফেলতে চায় তাহলে কি আপনি সেই শহরে যাবেন? কিন্তু ঈসা মসীহ্‌ এই কাজটিই করেছিলেন। ঈসা জানতেন যে দুনিয়ার গুনাহের পরিবর্তে কোরবানি হিসেবে জীবন দেয়ার জন্যই তাঁর জন্ম হয়েছিল। ঈসা তাঁর নিজের সুখ খোজার জন্য দুনিয়াতে আসেনি কিন্তু নবীরা অনেক আগে তাঁর বিষয়ে যা লিখেছিলেন তা পূর্ণ করতে এসেছিলেন। তাঁর বিষয়ে এই রকমটি লেখা আছে: মসীহ্‌কে দুঃখভোগ করতে হবে এবং জেরুজালেমের পর্বতে রক্ত ঝড়াতে হবে যেখানে ইব্রাহিম তার ছেলের পরিবর্তে মেষ কোরবানি করেছিলেন। প্রতীকিকৃত মেষ ঈসার মধ্য দিয়ে পূর্ণতা লাভ করা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। যার কারনে ঈসা জেরুজালেমে এসেছিলেন। সিংহ যেমন করে তার শিকারের জন্য অপেক্ষা করে তেমনি এই শহরের মানুষেরা ঈসার জন্য অপেক্ষা করছিল। ইঞ্জিল শরীফে লেখা আছে:

"এর পরে ঈসা ও তাঁর সাহাবীরা **জেরুজালেমের পথে চললেন**। ঈসা তাঁদের আগে আগে হাঁটছিলেন; সাহাবীরা অবাক হয়ে তাঁর সংগে যাচ্ছিলেন এবং যে লোকেরা পিছনে আসছিল তারা ভয়ে ভয়ে হাঁটছিল। **ঈসা আবার তাঁর বারোজন সাহাবীকে একপাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে নিজের উপর কি হতে যাচ্ছে তা তাঁদের বলতে লাগলেন।"** (মার্ক ১০:৩২ আয়াত) "ঈসা তাঁর বারোজন সাহাবীকে একপাশে ডেকে নিয়ে বললেন, "দেখ, আমরা

৭৯ অধ্যায়

জেরুজালেমে ঈসার প্রবেশ; লুক ১৮-২০, ইত্যাদি

জেরুজালেমে যাচ্ছি। **ইবনে-আদমের বিষয়ে নবীরা যা যা লিখে গেছেন তা সবই পূর্ণ হবে।**" (লুক ১৮:৩১ আয়াত) "দেখ, আমরা জেরুজালেমে যাচ্ছি। সেখানে ইবনে-আদমকে প্রধান ইমামদের ও আলেমদের হাতে **ধরিয়ে দেওয়া হবে**। তাঁরা তাঁর বিচার করে তাঁকে **মৃত্যুর উপযুক্ত বলে স্থির করবেন** এবং অ-ইহুদীদের **হাতে দেবেন। অ-ইহুদীরা তাঁকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করবে**, তাঁর গায়ে **থুথু দেবে**, তাঁকে ভীষণভাবে **চাবুক মারবে** এবং **হত্যা করবে। তিন দিনের দিন আবার তিনি জীবিত হয়ে উঠবেন।**" (মার্ক ১০:৩৩, ৩৪ আয়াত)

(লুক ১৮) [৩৪]**সাহাবীরা কিন্তু এই সব বিষয় কিছুই বুঝলেন না**। সেই কথার অর্থ তাঁদের কাছে গোপন রাখা হয়েছিল বলে ঈসা যে কি বলছিলেন তা তাঁরা বুঝলেন না। [৩৫]ঈসা যখন জেরিকো শহরের কাছে আসলেন তখন একজন অন্ধ লোক পথের ধারে বসে ভিক্ষা করছিল। [৩৬]অনেক লোকের গলার আওয়াজ শুনে সে ব্যাপার কি তা জিজ্ঞাসা করল। [৩৭]লোকেরা তাকে জানাল যে, নাসরতের ঈসা ঐ পথ দিয়ে যাচ্ছেন। [৩৮]তখন সে চিৎকার করে বলল, "দাউদের বংশধর ঈসা, আমাকে দয়া করুন!" [৩৯]যে লোকেরা ভিড়ের সামনে ছিল তারা তাকে ধমক দিয়ে চুপ করতে বলল। কিন্তু সে আরও চিৎকার করে বলল, "দাউদের বংশধর, আমাকে দয়া করুন।" ৪০ঈসা থামলেন এবং সেই অন্ধকে তাঁর কাছে আনতে বললেন। সে কাছে আসলে পর তিনি বললেন, [৪১]"তুমি কি চাও? তোমার জন্য আমি কি করব?" সে বলল, "হুজুর, আমি যেন দেখতে পাই।" [৪২]ঈসা তাকে বললেন, "আচ্ছা, তা-ই হোক। তুমি বিশ্বাস করেছ বলে ভাল হয়েছ।" [৪৩]লোকটি তখনই দেখতে পেল এবং আল্লাহ্‌র প্রশংসা করতে করতে ঈসার পিছনে পিছনে চলল। এ দেখে সমস্ত লোক আল্লাহ্‌র প্রশংসা করল।(মথি ২১) [১]ঈসা ও তাঁর সাহাবীরা জেরুজালেমের কাছাকাছি পৌঁছে জৈতুন পাহাড়ের উপরে বৈৎফগী গ্রামের কাছে আসলেন। তখন ঈসা দু'জন সাহাবীকে এই বলে পাঠিয়ে দিলেন, [২]"তোমরা ঐ সামনের গ্রামে যাও। সেখানে গেলেই দেখতে পাবে **একটা গাধা** বাঁধা আছে এবং একটা বাচ্চাও তার সংগে আছে। সেই দু'টা খুলে আমার কাছে নিয়ে এস। [৩]কেউ যদি কিছু বলে তবে বোলো, 'হুজুরের দরকার আছে।' তাতে তখনই সে তাদের ছেড়ে দেবে।" [৪]**এটা হল যেন নবীর মধ্য দিয়ে এই যে কথা বলা হয়েছিল তা পূর্ণ হয়:** [৫]"তোমরা সিয়োনকন্যাকে বল, তোমার বাদশাহ্‌ তোমার কাছে আসছেন। তিনি নম্র। তিনি গাধার উপরে, গাধীর বাচ্চার উপরে চড়ে আসছেন।" [৬]ঈসা সেই সাহাবীদের যেমন হুকুম দিয়েছিলেন তাঁরা গিয়ে তেমনি করলেন। [৭]তাঁরা সেই গাধা ও গাধীর বাচ্চাটা এনে তাদের উপর নিজেদের গায়ের চাদর পেতে দিলে পর ঈসা বসলেন। [৮]অনেক লোক পথের উপরে তাদের গায়ের চাদর বিছিয়ে দিল। অন্যেরা গাছের ডাল কেটে নিয়ে পথের উপরে ছড়াল। [৯]যারা ঈসার সামনে ও পিছনে যাচ্ছিল তারা চিৎকার করে বলতে লাগল, "মারহাবা, দাউদের বংশধর! মাবুদের নামে যিনি আসছেন তাঁর প্রশংসা হোক। বেহেশতেও মারহাবা!"(লুক ১৯) [৩৯]ভিড়ের মধ্য থেকে কয়েকজন ফরীশী ঈসাকে বললেন, "হুজুর, আপনার সাহাবীদের চুপ করতে বলুন।" [৪০]ঈসা তাঁদের বললেন, "আমি আপনাদের বলছি, এরা যদি চুপ করে থাকে তবে পাথরগুলো

চেঁচিয়ে উঠবে।” [৪১]তাঁরা যখন জেরুজালেমের কাছে আসলেন তখন ঈসা শহরটা **দেখে কাঁদলেন**। [৪২]তিনি বললেন, “হায়, শান্তি পাবার জন্য যা দরকার, তুমি, জ্বী তুমি যদি আজ তা বুঝতে পারতে! কিন্তু এখন তা তোমার চোখের আড়ালে রয়েছে। [৪৩]এমন সময় তোমার আসবে যখন শত্রুরা তোমার বিরুদ্ধে বাধার দেয়াল তুলবে এবং তোমাকে ঘিরে রাখবে ও সমস্ত দিক থেকে তোমাকে চেপে ধরবে। [৪৪]তারা তোমাকে ও তোমার ভিতরের সমস্ত লোকদের ধরে মাটিতে আছাড় মারবে এবং একটা পাথরের উপরে আর একটা পাথর রাখবে না, **কারণ আল্লাহ্‌ যে সময়ে তোমার দিকে মনোযোগ দিয়েছিলেন সেই সময়টা তুমি চিনে নাও নি।”**

(মথি ২১) [১০]ঈসা জেরুজালেমে ঢুকলে পর শহরের সমস্ত জায়গায় হুলস্থূল পড়ে গেল। সবাই জিজ্ঞাসা করতে লাগল, **“ইনি কে?”** [১১]লোকেরা বলল, “উনি গালীলের নাসরত গ্রামের ঈসা নবী।” [১২]পরে ঈসা বায়তুল-মোকাদ্দসে ঢুকলেন এবং সেখানে যারা কেনা-বেচা করছিল তাদের সবাইকে তাড়িয়ে দিলেন। তিনি টাকা বদল করে দেবার লোকদের **টেবিল এবং যারা কবুতর বিক্রি করছিল তাদের বসবার জায়গা উল্টে দিয়ে বললেন**, [১৩]“পাক-কিতাবে আল্লাহ্‌ বলেছেন, **‘আমার ঘরকে এবাদত-ঘর বলা হবে,’ কিন্তু তোমরা এটাকে ডাকাতের আড্ডাখানা করে তুলছ।”** [১৪]এর পরে অন্ধ ও খোঁড়া লোকেরা বায়তুল-মোকাদ্দসে ঈসার কাছে আসল, আর তিনি তাদের সুস্থ করলেন। [১৫]তিনি যে সব অলৌকিক চিহ্ন-কাজ করছিলেন প্রধান ইমামেরা ও আলেমেরা তা দেখলেন। তাঁরা বায়তুল-মোকাদ্দসের মধ্যে ছেলেমেয়েদের চিৎকার করে বলতে শুনলেন, **“মারহাবা, দাউদের বংশধর!”** [১৬]এই সব দেখে-শুনে তারা বিরক্ত হয়ে ঈসাকে বললেন, “ওরা যা বলছে তা তুমি শুনতে পাচ্ছ?” তিনি তাঁদের বললেন, “জ্বী, পাচ্ছি। পাক-কিতাবে আপনারা কি কখনও পড়েন নি: ছোট ছেলেমেয়ে এবং শিশুদের কথার মধ্যে তুমি নিজের জন্য প্রশংসার ব্যবস্থা করেছ?” “প্রধান ইমামেরা ও আলেমেরা এই কথা শুনে ঈসাকে হত্যা করবার উপায় খুঁজতে লাগলেন। তাঁরা তাঁকে ভয় করতেন, কারণ লোকেরা তাঁর শিক্ষায় আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল।” (মার্ক ১১:১৮ আয়াত) (ইউহোন্না ১২) [২৩]ঈসা তখন আন্দ্রিয় ও ফিলিপকে বললেন, “ইবনে-আদমের মহিমা প্রকাশিত হবার **সময় এসেছে**। [২৪]আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, গমের বীজ মাটিতে পড়ে যদি না মরে তবে একটাই বীজ থাকে, কিন্তু যদি মরে তবে প্রচুর ফসল জন্মায়।... [২৭]“আমার মন এখন অস্থির হয়ে উঠেছে। আমি কি এই কথাই বলব, ‘পিতা, যে সময় এসেছে সেই সময়ের হাত থেকে আমাকে রক্ষা কর’? কিন্তু **এরই জন্য তো আমি এই সময় পর্যন্ত এসেছি**। [২৮]পিতা, তোমার মহিমা প্রকাশ কর।” বেহেশত থেকে তখন এই কথা শোনা গেল, “আমি আমার মহিমা প্রকাশ করেছি এবং আবার তা প্রকাশ করব।” [২৯]যে লোকেরা সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল তারা তা শুনে বলল, “ওটা মেঘের ডাক।” কেউ কেউ আবার বলল, “কোন ফেরেশতা উনার সংগে কথা বললেন।” [৩০]এতে ঈসা বললেন, “এই কথা আমার জন্য বলা হয় নি, কিন্তু আপনাদের জন্যই বলা হয়েছে। [৩১]এই দুনিয়ার লোকদের বিচারের সময় এবার এসেছে, আর দুনিয়ার কর্তার হাত থেকে এখন প্রভুত্ব কেড়ে নেওয়া হবে। [৩২]আমাকে যখন মাটি থেকে

উঁচুতে তোলা হবে তখন আমি সবাইকে আমার কাছে টেনে আনব।” ৩৩**তাঁর কি রকমের মৃত্যু হবে তা বুঝাবার জন্য তিনি এই কথা বললেন।**

এখানে একটু থামা যাক। আমরা দেখেছি যে কিভাবে ঈসা গাধার পিঠে চড়ে জেরুজালেমে প্রবেশ করেছিলেন এবং লোকেরা কিভাবে তার প্রশংসা করেছিল এবং মারহাবা জানিয়েছিল। তারা তাঁকে বাদশাহ্ বানাতে চেয়েছিল। যাইহোক, লোকেরা বুঝতে পারেনি যে ঈসা কেন জেরুজালেমে এসেছেন। এমনকি ঈসার সাহাবীরাও বুঝতে পারেনি যে কি ঘটতে যাচ্ছে। তারা আশা করেছিল যে ঈসা রোমীয়দের কর্তৃত্ব থেকে ইহুদীদের রক্ষা করবে। কিন্তু এই উদ্দেশ্যে ঈসা দুনিয়াতে আসেনি। **ঈসা রোমের সাম্রাজ্য ধ্বংস করতে আসেননি কিন্তু শয়তানের সাম্রাজ্য ধ্বংস করতে এসেছিলেন।** তিনি দুর্নীতিগ্রস্থ দুনিয়াকে পরিবর্তন করার জন্য নেমে আসেননি কিন্তু **মানুষের দিল পরিবর্তন করার জন্য নেমে এসেছিলেন**। প্রকৃতপক্ষে, ঈসা একদিন দুনিয়ার বিচার করতে আবারো দুনিয়াতে আসবেন এবং দুনিয়াকে পুনরুদ্ধার করবেন। যাইহোক, যখন তিনি প্রথমবারের মত দুনিয়াতে এসেছিলেন তখন তিনি কোরবানি হিসেবে মৃত্যুবরণ করার জন্য এসেছিলেন। আল্লাহ্‌র ওয়াদা অনুসারে আদম-সন্তানদের গুনাহের শাস্তি হতে নাজাত দেওয়ার জন্য ঈসা এসেছিলেন।

এই কাহিনি সম্পর্কে কিতাব আরো বলে:

(লুক ১৯) ৪৭ঈসা প্রত্যেক দিনই বায়তুল-মোকাদ্দসে গিয়ে শিক্ষা দিতে লাগলেন। প্রধান ইমামেরা, আলেমেরা এবং লোকদের নেতারা তাঁকে **হত্যা করতে চাইলেন**, ৪৮কিন্তু কিভাবে তা করবেন তার কোন উপায় তাঁরা খুঁজে পেলেন না, কারণ লোকেরা মন দিয়ে তাঁর প্রত্যেকটি কথা শুনত। (লুক ২০) ১একদিন ঈসা বায়তুল-মোকাদ্দসে লোকদের শিক্ষা দিচ্ছিলেন এবং তবলিগ করছিলেন। এমন সময় প্রধান ইমামেরা ও আলেমেরা বৃদ্ধনেতাদের সংগে এসে ঈসাকে বললেন, “কোন্ অধিকারে তুমি এই সব করছ এবং **কে তোমাকে এই অধিকার দিয়েছে**, তা আমাদের বল।” ৩জবাবে ঈসা তাঁদের বললেন, “আমিও আপনাদের একটা কথা জিজ্ঞাসা করব। বলুন দেখি, ৪তরিকাবন্দী দেবার অধিকার ইয়াহিয়া আল্লাহ্‌র কাছ থেকে পেয়েছিলেন, না মানুষের কাছ থেকে পেয়েছিলেন?” ৫তখন তাঁরা নিজেদের মধ্যে এই আলোচনা করতে লাগলেন, “যদি আমরা বলি, ‘আল্লাহ্‌র কাছ থেকে,’ তবে সে বলবে, ‘তা হলে তাঁকে বিশ্বাস করেন নি কেন?’ ৬কিন্তু যদি বলি, ‘মানুষের কাছ থেকে,’ তাহলে লোকেরা আমাদের পাথর মারবে, কারণ তারা ইয়াহিয়াকে নবী বলে বিশ্বাস করে।” ৭এইজন্য তাঁরা বললেন, “সেই অধিকার কোথা থেকে এসেছিল তা আমরা জানি না।” ৮ঈসা তাঁদের বললেন, “তবে আমিও বলব না কোন্ অধিকারে আমি এই সব করছি।” ৯এর পরে ঈসা লোকদের শিক্ষা দেবার জন্য এই কথা বললেন: **“একজন লোক একটা আংগুর-ক্ষেত করলেন** এবং চাষীদের কাছে সেটা ইজারা দিয়ে অনেক দিনের জন্য বিদেশে চলে গেলেন। ১০পরে তিনি সেই ক্ষেতের আংগুর ফলের ভাগ পাবার জন্য সময়মতই একজন গোলামকে চাষীদের কাছে পাঠালেন। কিন্তু চাষীরা

তাকে মারধর করে খালি হাতেই ফেরৎ পাঠিয়ে দিল। [১১]তখন তিনি আর একজন গোলামকে পাঠালেন, কিন্তু চাষীরা তাকেও মারল ও অপমান করল এবং খালি হাতে পাঠিয়ে দিল। [১২]পরে তিনি তৃতীয় গোলামকে পাঠালেন, কিন্তু চাষীরা তাকেও ভীষণ মারধর করে তাড়িয়ে দিল। [১৩]"তখন আংগুর-ক্ষেতের মালিক বললেন, 'কি করি? আচ্ছা, আমি আমার প্রিয় পুত্রকে পাঠাব। হয়তো তারা তাকে সম্মান করবে।' [১৪]"কিন্তু চাষীরা তাঁকে দেখে একে অন্যকে বলল, 'এ-ই তো পরে সম্পত্তির মালিক হবে। সম্পত্তিটা যেন আমাদেরই হয় সেইজন্য এস, আমরা ওকে মেরে ফেলি।' [১৫]এই বলে তারা তাঁকে ধরে ক্ষেতের বাইরে নিয়ে গিয়ে হত্যা করল। "এখন আংগুর-ক্ষেতের মালিক সেই চাষীদের কি করবেন? [১৬]তিনি এসে তাদের হত্যা করবেন এবং ক্ষেতটা অন্যদের ইজারা দেবেন।" লোকেরা ঈসার কথা শুনে বলল, "এমন না হোক।" [১৭]তখন ঈসা তাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "তবে এই যে কথা পাক-কিতাবের মধ্যে লেখা আছে, 'রাজমিস্ত্রিরা যে পাথরটা বাতিল করে দিয়েছিল, **সেটাই সবচেয়ে দরকারী পাথর হয়ে উঠল**'- এর অর্থ কি? [১৮]**যে কেউ সেই পাথরের উপরে পড়বে সে ভেংগে টুকরা টুকরা হয়ে যাবে এবং যার উপর সেই পাথর পড়বে সে চুরমার হয়ে যাবে!**" [১৯]এই সময়ে আলেমেরা ও প্রধান ইমামেরা ঈসাকে ধরতে চাইলেন, কারণ **তাঁরা বুঝেছিলেন যে, ঐ কথা ঈসা তাঁদের বিরুদ্ধেই বলেছেন**; কিন্তু তাঁরা লোকদের ভয় পেলেন।

দুষ্ট কৃষকদের এই উপমার মাধ্যমে ঈসা তাদের সতর্ক করেছিলেন যারা তাকে মারার জন্য পরিকল্পনা করেছিল। আপনি কি এই উপমার অর্থ বুঝতে পারেন? এটিকে বোঝা খুব কঠিন না। এই উপমায় ঈসা মালিক বলতে **আল্লাহ্‌কে** বুঝিয়েছেন। আঙ্গুরের ক্ষেত বলতে বুঝিয়েছেন **বনি-ইসরাইল জাতিকে**। দুষ্ট কৃষক বলতে ইহুদীদের ধর্মীয় নেতাদের বুঝিয়েছেন। যে সকল গোলামদের মালিক আঙ্গুর আনতে পাঠিয়েছেন তারা হচ্ছে **নবীগণ**। মালিকের ছেলে, যাকে কৃষকেরা মেরে ফেলেছিল সেই ছেলে হচ্ছে **ঈসা মসীহ্‌**।

আমরা বুঝতে পারছি কেন ইমামেরা এবং আলেমেরা খুব রাগান্বিত হয়ে উঠেছিল। তারা খুব ভাল করে জানতো যে ঈসা তাদের বিষয়েই বলছেন! তারা বুঝতে পেরেছিল যে ঈসা দুষ্ট কৃষক বলতে ধর্মীয় নেতাদের বুঝিয়েছিলেন যারা মাঠের মালিকের গোলামদের উত্তক্ত করেছিল এবং শেষে পুত্রকে হত্যা করেছিল। এইভাবে, ঈসা আবারো বুঝিয়েছিলেন যে তারা হচ্ছে সেই লোক যারা নবীদের কালামকে অগ্রাহ্য করে এবং **সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র পুত্র, মসীহ্‌কে হত্যা করবে**। ঈসা শুধুমাত্র উপমাই বলেননি কিন্তু তার সম্পর্কে জবুর শরীফে যা লেখা আছে তা উল্লেখ করেছিলেন, "**সেটাই সবচেয়ে দরকারী পাথর হয়ে উঠল**। যে কেউ সেই পাথরের উপরে পড়বে সে ভেংগে টুকরা টুকরা হয়ে যাবে এবং যার উপর সেই পাথর পড়বে সে চুরমার হয়ে যাবে!" (লুক ২০:১৭, ১৮ আয়াত; জবুর ১১৮:২২ আয়াত) এইভাবে, ঈসা তাদের সতর্ক করলেন, যে নাজাতদাতাকে তারা অগ্রাহ্য করছে এবং হত্যা করার পরিকল্পনা করছে সেই নাজাতদাতাই শেষ বিচারের দিন তাদের **বিচারকর্তা** হবে! বন্ধু, আজকে আমাদের সময় শেষ। সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ। আল্লাহ্‌র ইচ্ছায়, পরবর্তী অনুষ্ঠানে আমরা ঈসা এবং ধর্মীয় নেতাদের

৭৯ অধ্যায়

জেরুজালেমে ঈসার প্রবেশ; লুক ১৮-২০, ইত্যাদি

কাহিনী চালিয়ে যাবো....মসীহের সম্পর্কে কিতাবে যা লেখা আছে তা চিন্তা করার মধ্য দিয়ে আল্লাহ্ আপনাদের রহমত দান করুন:

“তিনি দুনিয়াতেই ছিলেন এবং দুনিয়া তাঁর দ্বারাই সৃষ্ট হয়েছিল, তবু দুনিয়ার মানুষ তাঁকে চিনল না!”

(ইউহোন্না ১:১০ আয়াত)

৮০ অধ্যায়
কঠিন এবং সত্য কালাম; লুক ২২-২৫

শ্রোতা বন্ধু, আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হউক।

আমরা আপনাকে আল্লাহ্‌র নামে শুভেচ্ছা জানাই। তিনি শান্তির প্রভু। তিনি তার তৈরীকৃত ধার্মিকতার পথ এবং তাঁর সত্যময় শান্তি সম্পর্কে আমাদের জানাতে চান। আজকে আপনার অনুষ্ঠান "ধার্মিকতার পথ" আবারো উপস্থাপন করতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত।

আমাদের গত অধ্যয়নে আমরা দেখেছি যে, কিভাবে **ঈসা মসীহ্‌ জেরুজালেমে** প্রবেশ করেছিলেন, যদিও তিনি জানতেন যে শহরের ইমামেরা এবং আলেমেরা তাঁকে হত্যা করার জন্য একত্র হয়েছিল! তার সাথে যা ঘটতে যাচ্ছে তার সকলই ঈসা জানতেন কিন্তু তবুও তিনি জেরুজালেমে গিয়েছিলেন। তিনি জানতেন যে দুনিয়ার গুনাহের পরিবর্তে কোরবানী হতে তাঁর জন্ম হয়েছে। ইমামেরা তাকে ধরে ক্রুশে দেয়ার কিছুদিন বাকী ছিল। শ্রোতাবন্ধু, যার কারনে আপনি আজকে যেখানেই থাকেন না কেন পূর্ন মনোযোগ সহকারে শুনুন যে প্রভু ঈসা, ইহুদী সমাজের ধর্মীয় নেতাদের কিভাবে সতর্ক করেছিলেন এবং তাদের ভণ্ডতা ও দুষ্টতার বিরুদ্ধে কি উপদেশ দিয়েছিলেন। আজকে যে **কালাম** আমরা শুনতে যাচ্ছি তা **কঠিন এবং সত্য**। মাঝে মাঝে আমরা খুব কষ্ট করে সত্য শুনি।

আজকের অধ্যয়নের কালামগুলো খুব বেদনাদায়ক। প্রবাদ বাক্যে আছে: "সত্য হচ্ছে ঝাল মরিচের মত!" আমরা আমাদের গত পাঠে দেখেছি যে, ঈসা জেরুজালেমে প্রবেশ করার আগে প্রতিদিন মজলিস খানায় যেতেন এবং শিক্ষা দিতেন। প্রতিদিন ধর্মীয় নেতারা এবং আলেমেরা ঈসার দোষ ধরার জন্য সুযোগ খুজতো যেন ঈসাকে মৃত্যু দণ্ড পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে। যাইহোক, তারা সেই সকল লোকদের ভয় পেত যারা খুব মনোযোগের সাথে ঈসার শিক্ষা শুনতেন।

লুক লিখিত সুসমাচারের বিশ রুকুতে কিতাব বলে:

(লুক ২০) ২০আলেম ও প্রধান ইমামেরা ঈসাকে চোখে চোখে রাখলেন এবং গোয়েন্দা পাঠিয়ে দিলেন। **ঈসাকে তাঁর নিজের কথার ফাঁদে ফেলবার জন্য সেই গোয়েন্দারা ভাল মানুষের ভাণ করতে লাগল**, যেন তারা তাঁকে প্রধান শাসনকর্তার বিচার-ক্ষমতার অধীনে ফেলতে পারে। ২১সেইজন্য তারা তাঁকে বলল, "হুজুর, আমরা জানি যে, আপনি যা বলেন ও শিক্ষা দেন তা ঠিক। আপনি সবাইকে সমান চোখে দেখেন এবং সত্য ভাবেই আল্লাহর পথের বিষয়ে শিক্ষা দিয়ে থাকেন। ২২আচ্ছা, মূসার শরীয়ত অনুসারে রোম-সম্রাটকে কি খাজনা দেওয়া উচিত?" ২৩ঈসা তাদের চালাকি বুঝতে পেরে বললেন, ২৪"আমাকে একটা দীনার দেখাও। তারা দীনার নিয়ে আসলো আর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, [মার্ক ১২:১৫, ১৬ আয়াত] এর উপরে কার ছবি ও কার নাম আছে?" তারা বলল, "রোম-সম্রাটের।" ২৫ঈসা তাদের বললেন, **"তা হলে যা সম্রাটের তা সম্রাটকে দাও এবং যা আল্লাহ্‌র তা আল্লাহ্‌কে দাও।"** ২৬লোকদের সামনে ঈসা যা বলেছিলেন তাতে সেই গোয়েন্দারা তাঁকে তাঁর কথার ফাঁদে ফেলতে পারল না। তাঁর জবাবে আশ্চর্য হয়ে তারা চুপ হয়ে গেল।

৮০ অধ্যায়
কঠিন এবং সত্য কালাম; লুক ২২-২৫

(মথি ২২) [২৩]সেই একই দিনে কয়েকজন **সদ্দূকী** ঈসার কাছে আসলেন। সদ্দূকীদের মতে মৃতদের জীবিত হয়ে ওঠা বলে কিছু নেই। [২৪]এইজন্য তাঁরা ঈসাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "হুজুর, মূসা বলেছেন, যদি কোন লোক সন্তানহীন অবস্থায় মারা যায় তবে তার ভাই তার স্ত্রীকে বিয়ে করে ভাইয়ের হয়ে তার বংশ রক্ষা করবে। [২৫]আমাদের এখানে সাত ভাই ছিল। প্রথম জন বিয়ে করে মারা গেল এবং সন্তান না থাকাতে সে তার ভাইয়ের জন্য নিজের স্ত্রীকে রেখে গেল। [২৬]এইভাবে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও সপ্তম ভাই পর্যন্ত সেই স্ত্রীকে বিয়ে করল। [২৭]শেষে সেই স্ত্রীলোকটিও মারা গেল। [২৮]তাহলে মৃতেরা যখন জীবিত হয়ে উঠবে তখন ঐ সাত ভাইয়ের মধ্যে এই স্ত্রীলোকটি কার স্ত্রী হবে? তারা সবাই তো তাকে বিয়ে করেছিল।" [২৯]ঈসা তাঁদের বললেন, **"আপনারা ভুল করছেন, কারণ আপনারা পাক-কিতাবও জানেন না, আল্লাহ্‌র শক্তির বিষয়েও জানেন না।"**

(লুক ২০) [৩৪]ঈসা তাঁদের বললেন, "এই কালের লোকেরা বিয়ে করে এবং তাদের বিয়ে দেওয়া হয়। [৩৫]কিন্তু মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে আগামী যুগে পার হয়ে যাবার যোগ্য বলে যাদের ধরা হবে, তারা বিয়ে করবে না এবং তাদের বিয়ে দেওয়াও হবে না। [৩৬]তারা আর মরতে পারে না, কারণ তারা ফেরেশতাদের মত। তারা আল্লাহ্‌র সন্তান কারণ মৃত্যু থেকে তাদের জীবিত করা হয়েছে। [৩৭]জ্বলন্ত ঝোপের বিষয়ে যেখানে লেখা আছে সেখানে মূসা দেখিয়ে দিয়েছেন যে, মৃতেরা সত্যিই জীবিত হয়ে ওঠে। সেখানে মূসা মাবুদকে 'ইব্রাহিমের আল্লাহ্‌, ইসহাকের আল্লাহ্‌ ও ইয়াকুবের আল্লাহ্‌' বলে ডেকেছেন। [৩৮]কিন্তু আল্লাহ্‌ তো মৃতদের আল্লাহ্‌ নন, তিনি জীবিতদেরই আল্লাহ্‌। তাঁরই উদ্দেশ্যে সব লোক বেঁচে থাকে।"

(মথি ২২) [৩৩]এই কথা শুনে লোকেরা তাঁর শিক্ষায় আশ্চর্য হল। [৩৪]ঈসা সদ্দূকীদের মুখ বন্ধ করে দিয়েছেন শুনে **ফরীশীরা একত্র হলেন**। [৩৫]তাঁদের মধ্যে একজন আলেম ঈসাকে পরীক্ষা করবার জন্য জিজ্ঞাসা করলেন, [৩৬]"হুজুর, তৌরাত শরীফের মধ্যে সবচেয়ে বড় হুকুম কোন্‌টা?" [৩৭]ঈসা তাঁকে বললেন, "সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে দরকারী হুকুম হল, **'তোমরা প্রত্যেকে তোমাদের সমস্ত দিল, সমস্ত প্রাণ ও সমস্ত মন দিয়ে তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌কে মহব্বত করবে।'** [৩৯]তার পরের দরকারী হুকুমটা প্রথমটারই মত- **'তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মত মহব্বত করবে।'** [৪০]সম্পূর্ণ তৌরাত শরীফ এবং নবীদের সমস্ত কিতাব এই দু'টি হুকুমের উপরেই ভরসা করে আছে।" [৪১]ফরীশীরা তখনও একসংগে ছিলেন, এমন সময় ঈসা তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, [৪২]**"আপনারা মসীহের বিষয়ে কি মনে করেন? তিনি কার বংশধর?"** তাঁরা ঈসাকে বললেন, "দাউদের বংশধর।" [৪৩]তখন ঈসা তাঁদের বললেন, "তবে দাউদ কেমন করে মসীহ্‌কে পাক-রূহের পরিচালনায় প্রভু বলে ডেকেছিলেন? তিনি বলেছিলেন, [৪৪]'মাবুদ আমার প্রভুকে বললেন, যতক্ষণ না আমি তোমার শত্রুদের তোমার পায়ের তলায় রাখি, ততক্ষণ তুমি আমার

ডানদিকে বস।’ [৪৫]তাহলে দাউদ যখন মসীহ্‌কে প্রভু বলে ডেকেছেন তখন মসীহ্‌ কেমন করে দাউদের বংশধর হতে পারেন?” [৪৬]এর জবাবে কেউ এক কথাও তাঁকে বলতে পারল না এবং সেই দিন থেকে কেউ **তাঁকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করতেও সাহস করল না**।

(মথি ২৩) [১]পরে ঈসা লোকদের কাছে ও তাঁর সাহাবীদের কাছে বললেন, [২]“শরীয়ত শিক্ষা দেবার ব্যাপারে আলেমেরা ও ফরীশীরা মূসা নবীর জায়গায় আছেন। [৩]এইজন্য তাঁরা যা কিছু করতে বলেন তা কোরো এবং যা পালন করবার হুকুম দেন তা পালন কোরো। কিন্তু তাঁরা যা করেন তোমরা তা কোরো না, **কারণ তাঁরা মুখে যা বলেন কাজে তা করেন না**। [৪]তাঁরা ভারী ভারী বোঝা বেঁধে মানুষের কাঁধে চাপিয়ে দেন, কিন্তু সেগুলো সরাবার জন্য নিজেরা একটা আংগুলও নাড়াতে চান না। [৫]লোকদের দেখাবার জন্যই তাঁরা সব কাজ করেন। পাক-কিতাবের আয়াত-লেখা তাবিজ তাঁরা বড় করে তৈরী করেন আর নিজেদের ধার্মিক দেখাবার জন্য চাদরের কোণায় কোণায় লম্বা থোপ্‌না লাগান। [৬]মেজবানীর সময় সম্মানের জায়গায় এবং মজলিস-খানায় প্রধান প্রধান আসনে তাঁরা বসতে ভালবাসেন। [৭]তাঁরা হাটে-বাজারে সম্মান খুঁজে বেড়ান আর চান যেন লোকেরা তাঁদের ওস্তাদ বলে ডাকে। [৮]“কেউ তোমাদের ওস্তাদ বলে ডাকুক তা চেয়ো না, কারণ তোমাদের ওস্তাদ বলতে কেবল একজনই আছেন, আর তোমরা সবাই ভাই ভাই। [৯]এই দুনিয়াতে কাউকেই পিতা বলে ডেকো না, কারণ তোমাদের একজনই পিতা আর তিনি বেহেশতে আছেন। [১০]কেউ তোমাদের নেতা বলে ডাকুক তা চেয়ো না, কারণ তোমাদের নেতা বলতে কেবল একজনই আছেন, তিনি মসীহ্‌। [১১]তোমাদের মধ্যে যে সবচেয়ে বড় সে তোমাদের সেবাকারী হোক। [১২]**যে কেউ নিজেকে উঁচু করে তাকে নীচু করা হবে এবং যে কেউ নিজেকে নীচু করে তাকে উঁচু করা হবে**। [১৩]“ভণ্ড আলেম ও ফরীশীরা, **ঘৃণ্য আপনারা**! আপনারা লোকদের সামনে বেহেশতী রাজ্যের দরজা বন্ধ করে রাখেন। তাতে নিজেরাও ঢোকেন না আর যারা ঢুকতে চেষ্টা করছে তাদেরও ঢুকতে দেন না। [১৪]“ভণ্ড আলেম ও ফরীশীরা, **ঘৃণ্য আপনারা**! এক দিকে আপনারা লোকদের দেখাবার জন্য লম্বা লম্বা মুনাজাত করেন, অন্য দিকে বিধবাদের সম্পত্তি দখল করেন। এইজন্য আপনাদের অনেক বেশী শাস্তি হবে। [১৫]“ভণ্ড আলেম ও ফরীশীরা, **ঘৃণ্য আপনারা**! একটি মাত্র লোককে আপনাদের ধর্ম-মতে আনবার জন্য আপনারা দুনিয়ার কোথায় না যান। আর সে যখন আপনাদের ধর্ম-মতে আসে তখন আপনারা নিজেদের চেয়ে তাকে অনেক বেশী করে জাহান্নামী করে তোলেন।.....
[২৩]“ভণ্ড আলেম ও ফরীশীরা, **ঘৃণ্য আপনারা**! আপনারা পুদিনা, মৌরি আর জিরার দশ ভাগের এক ভাগ আল্লাহ্‌কে ঠিকমতই দিয়ে থাকেন; কিন্তু ন্যায়, দয়া এবং বিশ্বস্ততা, যা মূসার শরীয়তের আরও দরকারী বিষয় তা আপনারা বাদ দিয়েছেন। আগেরগুলো পালন করবার সংগে সংগে পরেরগুলোও পালন করা আপনাদের উচিত। [২৪]আপনারা নিজেরা অন্ধ অথচ অন্যদের পথ দেখান। একটা ছোট মাছিও আপনারা ছাঁকেন অথচ উট গিলে ফেলেন। [২৫]“ভণ্ড আলেম ও ফরীশীরা, **ঘৃণ্য আপনারা**! আপনারা থালা-পেয়ালার বাইরের দিকটা পরিষ্কার করে থাকেন, কিন্তু সেগুলো

৮০ অধ্যায়

কঠিন এবং সত্য কালাম; লুক ২২-২৫

জুলুমের জিনিস আর লোভের ফল দিয়ে পূর্ণ। [২৬]অন্ধ ফরীশীরা, আগে সেগুলোর ভিতরের দিকটা পরিষ্কার করুন, তাতে তার বাইরের দিকটাও পরিষ্কার হবে। [২৭]"ভণ্ড আলেম ও ফরীশীরা, **ঘৃণ্য আপনারা!** আপনারা চুনকাম করা কবরের মত, যার বাইরের দিকটা সুন্দর কিন্তু ভিতরটা মরা মানুষের হাড়-গোড় ও সব রকম ময়লায় ভরা। [২৮]ঠিক সেইভাবে, বাইরে আপনারা লোকদের চোখে ধার্মিক কিন্তু ভিতরে ভণ্ডামী ও গুনাহে পূর্ণ। [২৯]"ভণ্ড আলেম ও ফরীশীরা, **ঘৃণ্য আপনারা!** আপনারা নবীদের কবর নতুন করে গাঁথেন এবং আল্লাহ্‌ভক্ত লোকদের কবর সাজান। [৩০]আপনারা বলেন, 'আমরা যদি আমাদের পূর্বপুরুষদের সময় বেঁচে থাকতাম তবে নবীদের খুন করবার জন্য তাঁদের সংগে যোগ দিতাম না।' [৩১]এতে আপনারা নিজেদের বিরুদ্ধে এই সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, নবীদের যারা খুন করেছে আপনারা তাদেরই বংশধর। [৩২]তাহলে আপনাদের পূর্বপুরুষেরা যা শুরু করে গেছেন তার বাকী অংশ আপনারা শেষ করুন। [৩৩]"সাপের দল আর সাপের বংশধরেরা! কেমন করে আপনারা জাহান্নামের আজাব থেকে রক্ষা পাবেন?.... [৩৭]"জেরুজালেম! হায় জেরুজালেম! তুমি নবীদের খুন করে থাক এবং তোমার কাছে যাদের পাঠানো হয় তাদের পাথর মেরে থাক। মুরগী যেমন বাচ্চাদের তার ডানার নীচে জড়ো করে তেমনি আমি তোমার লোকদের কতবার আমার কাছে জড়ো করতে চেয়েছি, **কিন্তু তারা রাজী হয় নি!**

(মথি ২৪) [১]ঈসা বায়তুল-মোকাদ্দস থেকে বের হয়ে চলে যাচ্ছিলেন, এমন সময় তাঁর সাহাবীরা তাঁকে বায়তুল-মোকাদ্দসের দালানগুলো দেখাবার জন্য তাঁর কাছে আসলেন। [২]তখন ঈসা তাঁদের বললেন, "তোমরা তো এই সব দেখছ, কিন্তু আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, **এখানে একটা পাথরের উপরে আর একটা পাথর থাকবে না;** সমস্তই ভেংগে ফেলা হবে।" [৩]পরে ঈসা যখন জৈতুন পাহাড়ে বসে ছিলেন তখন সাহাবীরা গোপনে তাঁর কাছে এসে বললেন, "আমাদের বলুন, কখন এই সব হবে এবং কি রকম চিহ্নের দ্বারা বুঝা যাবে আপনার আসবার সময় ও কেয়ামতের সময় হয়েছে?" [৪]জবাবে ঈসা তাঁদের বললেন, **"দেখো, কেউ যেন তোমাদের না ঠকায়,** [৫]কারণ অনেকেই আমার নাম নিয়ে এসে বলবে, 'আমিই মসীহ্‌,' এবং অনেক লোককে ঠকাবে। [৬]তোমাদের কানে যুদ্ধের আওয়াজ আসবে আর যুদ্ধের খবরাখবরও তোমরা শুনতে পাবে। কিন্তু সাবধান! এতে ভয় পেয়ো না, কারণ এই সব হবেই; কিন্তু তখনও শেষ নয়। [৭]এক জাতি অন্য জাতির বিরুদ্ধে এবং এক রাজ্য অন্য রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। অনেক জায়গায় দুর্ভিক্ষ ও ভূমিকমপ হবে। [৮]কিন্তু এই সব কেবল যন্ত্রণার শুরু। [৯]"সেই সময়ে লোকে তোমাদের কষ্ট দেবার জন্য ধরিয়ে দেবে এবং তোমাদের খুন করবে। আমার জন্য সব লোকেরা তোমাদের ঘৃণা করবে। [১০]সেই সময়ে অনেকেই পিছিয়ে যাবে এবং একে অন্যকে ধরিয়ে দেবে ও ঘৃণা করবে। [১১]**অনেক ভণ্ড নবী এসে অনেককে ঠকাবে।** [১২]দুষ্টতা বেড়ে যাবে বলে অনেকের মহব্বত খুব কমে যাবে।...[২৩]"সেই সময়ে যদি কেউ তোমাদের বলে, 'দেখ, মসীহ্‌ এখানে' কিংবা 'দেখ,মসীহ্‌ ওখানে,' তবে তা বিশ্বাস কোরো না; [২৪]কারণ তখন অনেক ভণ্ড মসীহ্‌ ও ভণ্ড নবী আসবে এবং বড় বড় চিহ্ন-কাজ ও কুদরতি দেখাবে যাতে সম্ভব হলে আল্লাহ্‌র

বাছাই করা বান্দাদেরও তারা ঠকাতে পারে। ২৫দেখ, আমি আগেই তোমাদের এই সব বলে রাখলাম। ২৬"সেইজন্য
লোকে যদি তোমাদের বলে, 'তিনি মরুভূমিতে আছেন,' তোমরা বাইরে যেয়ো না। যদি বলে, 'তিনি ভিতরের
ঘরে আছেন,' বিশ্বাস কোরো না। ২৭বিদ্যুৎ যেমন পূর্ব দিকে দেখা দিয়ে পশ্চিম দিক পর্যন্ত চমকে যায় ইবনে-
আদমের আসা সেইভাবেই হবে। ২৮যেখানে লাশ থাকবে সেখানেই শকুন এসে একসংগে জড়ো হবে। ২৯"সেই
সময়কার কষ্টের ঠিক পরেই সূর্য অন্ধকার হয়ে যাবে, চাঁদ আর আলো দেবে না, তারাগুলো আসমান থেকে খসে
পড়ে যাবে এবং চাঁদ-সূর্য-তারা আর স্থির থাকবে না। ৩০এমন সময় আসমানে ইবনে-আদমের চিহ্ন দেখা দেবে।
তখন দুনিয়ার সমস্ত লোক দুঃখে বুক চাপড়াবে। **তারা ইবনে-আদমকে শক্তি ও মহিমার সংগে মেঘে করে আসতে
দেখবে।** ৩১জোরে জোরে শিংগা বেজে উঠবে আর সংগে সংগে ইবনে-আদম তাঁর ফেরেশতাদের পাঠিয়ে দেবেন।
সেই ফেরেশতারা দুনিয়ার এক দিক থেকে অন্য দিক পর্যন্ত চার দিক থেকে তাঁর বাছাই করা বান্দাদের একসংগে
জমায়েত করবেন।

(মথি ২৫) ৩১"ইবনে-আদম সমস্ত ফেরেশতাদের সংগে নিয়ে যখন নিজের মহিমায় আসবেন তখন তিনি বাদশাহ্
হিসাবে তাঁর সিংহাসনে মহিমার সংগে বসবেন। ৩২সেই সময় সমস্ত জাতির লোকদের তাঁর সামনে একসংগে
জমায়েত করা হবে। রাখাল যেমন ভেড়া আর ছাগল আলাদা করে তেমনি তিনি সব লোকদের দু'ভাগে আলাদা
করবেন। ৩৩তিনি নিজের ডান দিকে ভেড়াদের আর বাঁ দিকে ছাগলদের রাখবেন। ৩৪"এর পরে বাদশাহ্ তাঁর
ডান দিকের লোকদের বলবেন, 'তোমরা যারা আমার পিতার দোয়া পেয়েছ, এস। দুনিয়ার শুরুতে যে রাজ্য
তোমাদের জন্য প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে তার অধিকারী হও.... ৪১"পরে তিনি তাঁর বাঁ দিকের লোকদের বলবেন,
'ওহে বদদোয়াপ্রাপ্ত লোকেরা, আমার কাছ থেকে তোমরা দূর হও। ইবলিস এবং তার ফেরেশতাদের জন্য যে
চিরকালের আগুন প্রস্তুত করা হয়েছে তার মধ্যে যাও। **৪৬তারপর ঈসা বললেন, "এই লোকেরা অনন্ত শাস্তি পেতে
যাবে, কিন্তু ঐ আল্লাহ্‌ভক্ত লোকেরা অনন্ত জীবন ভোগ করতে যাবে!"**

শ্রোতাবন্ধু, আমাদের আজকে এখানেই শেষ করতে হবে। আমরা শুনেছি যে ঈসা ধর্মীয় নেতাদের তাদের ভণ্ডতা এবং কঠিন দিলের জন্য সতর্ক করেছিলেন। আমরা আরো শুনেছি যে তিনি তাঁর সাহাবীদের ভণ্ড নবীদের সম্পর্কে সতর্ক করেছিলেন। সবশেষে, আমরা শুনেছি যে ঈসা ঘোষণা করেছিলেন যে, তিনি তাঁর শক্তিশালী ফেরেশতাদের সাথে আবারো দুনিয়াতে আসবেন যেন সেই সকল লোকদের বিচার করেন যারা নাজাতদাতা মসীহের সম্পর্কে আল্লাহ্‌র সুখবরকে অবজ্ঞা করেছে। হ্যাঁ, আজকে আমরা কিছু কঠিন কথা শুনেছি কিন্তু সেই সকল কালাম ভাল কালামও কারণ তা সত্য কালাম। এটি তাদের জন্য চমৎকার কালাম যারা তাতে ঈমান এনেছে কারণ প্রভু ঈসা

এই সম্পর্কে বলেছেন, “আপনারা সত্যকে জানতে পারবেন, আর সেই **সত্যই আপনাদের মুক্ত করবে।”** (ইউহোন্না ৮:৩২ আয়াত)

বন্ধু, আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ। আমরা আপনাকে আমাদের পরবর্তী অনুষ্ঠানে আমন্ত্রন জানাই যেখানে আমরা আলোচনা করবো যে ঈসার সাহাবীদের মধ্যে একজন কিভাবে ঈসার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল এবং যারা ঈসাকে হত্যা করতে চাইতো তাদের হাতে তুলে দিয়েছিল....

যেভাবে আপনি ঈসার ঘোষণাকে গ্রহণ করেন সেভাবে আল্লাহ্ আপনাকে রহমত দান করুন,

“আপনারা ভুল করছেন, কারণ আপনারা পাক-কিতাবও জানেন না, আল্লাহ্‌র শক্তির বিষয়েও জানেন না কিন্তু সেই সত্যই আপনাদের মুক্ত করবে।” (মথি ২২:২৯; ইউহোন্না ৮:৩২ আয়াত)

৮১ অধ্যায়
শেষ সন্ধ্যাভোজ; মথি ২৬

শ্রোতা বন্ধু, আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হউক।

আমরা আপনাকে আল্লাহ্‌র নামে শুভেচ্ছা জানাই। তিনি শান্তির প্রভু। তিনি তার তৈরীকৃত ধার্মিকতার পথ এবং তাঁর সত্যময় শান্তি সম্পর্কে আমাদের জানাতে চান। আজকে আপনার অনুষ্ঠান "ধার্মিকতার পথ" আবারো উপস্থাপন করতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত।

আপনারা জানেন, কিতাব অধ্যয়নে আমরা এখন ইঞ্জিল শরীফ পাঠ করছি, যে কিতাব আমাদের ঈসা মসীহের সুখবর সম্পর্কে জানায়। ঈসা হচ্ছেন পবিত্র নাজাতদাতা যিনি আদম-সন্তানদের শয়তানের কর্তৃত্ব থেকে নাজাত দিতে এসেছিলেন। **নাজাতদাতা অন্য সবার থেকে আলাদা ছিলেন; তিনি ছিলেন সেই কালাম যিনি প্রথমেই আল্লাহ্‌র সঙ্গে ছিলেন এবং মানুষ রূপে দুনিয়াতে দেখা দিলেন।** ঈসা মানুষ হিসেবে তাঁর **জন্মের** দিক থেকে অনন্য ছিলেন, কারণ তিনি আল্লাহ্‌র রূহের শক্তিতে একজন কুমারীর গর্ভে জন্ম নিয়েছিলেন। ঈসা তাঁর **চরিত্রের** দিক থেকেও অনন্য ছিলেন কারণ তিনি পবিত্র স্বভাবের সাথে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং কখনো গুনাহ্‌ করেননি। তাঁর কাজ ছিল অনন্য কারণ তাঁর মত করে কেউ কখনো কেরামতি কাজ করেনি। শয়তান এবং বদ-রূহ্‌, বাতাস এবং সমুদ্র, অসুস্থতা এবং মৃত্যুর এই সবের উপর প্রভু ঈসার শক্তি ছিল। তাঁর শিক্ষা ছিল অদ্বিতীয়। এমনকি তাঁর শত্রুরাও বলেছেন, "লোকটা যেভাবে কথা বলে সেইভাবে আর কেউ কখনও বলে নি!" (ইউহোন্না ৭:৪৬ আয়াত)

হ্যাঁ, ঈসা মসীহ্‌ তাঁর জন্মের দিক থেকে, চরিত্রের দিক থেকে এবং কাজের দিক থেকে অনন্য ছিলেন। কিন্তু তারপরও কেউ উপলব্ধি করতে পারেনি যে তিনি ছিলেন বেহেশত থেকে আগত নাজাতদাতা। বেশিরভাগ আদম-সন্তানেরা বুঝতে পারেনি যে আসলে ঈসা কে ছিল। তারা ভেবেছিল যে ঈসা একজন নবী, কিন্তু তারা বুঝতে পারেনি যে আল্লাহ্‌ স্বয়ং তাদেরকে পরিদর্শন করতে এসেছিলেন! আর ইহুদী ধর্মীয় নেতারা শুধুমাত্র ঈসাকে চিনতে ব্যর্থই হয়নি কিন্তু ঈসাকে হত্যা করার জন্য একত্র হয়েছিল। ঈসা ধর্মীয় নেতাদের এবং আলেমদের তাদের ভণ্ডতা ও দুষ্টতার জন্য ধমক দিয়েছিলেন। ঈসার কথায় তারা অনুতাপ করেনি। এমনকি তারা বিদ্রোহের সাথে চিন্তা করেছিল: **ঈসাকে হত্যা করতে হবে!**

ঈসা জানতেন যে তাকে জেরুজালেমে মৃত্যুবরণ করতে হবে এবং ধর্মীয় নেতারাই তাকে হত্যা করতে নিয়ে যাবে। এইভাবে, আমরা দেখেছি যে, ঈসা তাঁর সাহাবীদের বলেছিলেন, ইমামেরা এবং আলেমেরা তাঁকে মৃত্যুর দোষে দোষী সাব্যস্ত করবে। তারা তাকে রোমীয় সরকারের কাছে নিয়ে যাবে যেন তারা তাঁকে বিদ্রুপ করতে পারে, থুথু দিতে পারে, প্রহার করতে পারে এবং ক্রুশে দিতে পারে। কিন্তু তিনদিন পর তিনি আবারো জীবিত হবেন! এইভাবে, ঈসা তার ক্রুশীয় মৃত্যু এবং কবর থেকে পুনরুত্থান সম্পর্কে বলেছিলেন। কিভাবে ঈসার মৃত্যু হবে এবং কোথায় হবে, ঈসা শুধু সেই সম্পর্কে বলেনি কিন্তু আজকে আমরা মথি লিখিত সুসমাচার ছাব্বিশ রুকু থেকে দেখবো ঈসা কিভাবে তাঁর ক্রুশীয় মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন।

আল্লাহ্‌র কালাম বলে:

৮১ অধ্যায়
শেষ সন্ধ্যাভোজ; মথি ২৬

(মথি ২৬) [১]এই সব কথার শেষে ঈসা তাঁর সাহাবীদের বললেন, [২]"তোমরা তো জান আর দুই দিন পরেই উদ্ধার-ঈদ, আর ইবনে-আদমকে ক্রুশের উপরে হত্যা করবার জন্য ধরিয়ে দেওয়া হবে।"

আপনি কি শুনেছেন ঈসা তাঁর সাহাবীদের কি বলেছিলেন? তিনি তার সাহাবীদের জানিয়েছিলেন যে ইবনে্-আদমকে **উদ্ধার-ঈদের দিন** ক্রুশে নেওয়া হবে। এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তৌরাত শরীফ অধ্যয়নের সময় আমরা উদ্ধার-ঈদ সম্পর্কে জেনেছি। ইহুদীদের কেলেণ্ডারের প্রথম মাসে উদ্ধার-ঈদ পালন করা হত যা ইংরেজি কেলেণ্ডারে মার্চ এবং এপ্রিল (পুনরুত্থানের মাস) মাস হয়। প্রতিবছরে এই ঈদে ইহুদীরা স্বরণ করে থাকে যে মূসার সময়ে বনি-ইসরাইলরা যখন জালিম বাদশাহ্ ফেরাউনের কাছে বন্দি ছিল তখন কি হয়েছিল। একটু পিছন ফিরে দেখি, আল্লাহ্ তাঁর ধার্মিক এবং মহাপরিকল্পনার দ্বারা মিসরের প্রথমজাত সন্তানকে মৃত্যুর দোষে দোষী করেছিলেন। কিন্তু আল্লাহ্ তাদের জন্য একটি মুক্তির পথ তৈরী করেছিলেন যারা তার উপর ঈমান এনেছিল এবং তাঁকে মান্য করেছিল। আল্লাহ্ প্রত্যেক বনি-ইসরাইলদের একটি করে নিখুঁত মেষশাবক কোরবানি করতে বলেছিলেন এবং সেই রক্ত দিয়ে তাদের ঘরের দরজার উপরে দাগ দিতে বলেছিলেন। আল্লাহ্ তাদেরকে ওয়াদা করেছিলেন, "আর আমি সেই রক্ত দেখে তোমাদের বাদ দিয়ে এগিয়ে যাব!" (হিজরত ১২:১৩ আয়াত) বনি-ইসরাইলরা আল্লাহ্র কথামত কাজ করেছিলেন এবং ফলে আল্লাহ্ তাদের প্রথমজাত সন্তানদের মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন। আল্লাহ্ তাদেরকে একটি **মেষশাবকের রক্তের** বিনিময়ে নাজাত দিয়েছিলেন। একহাজার পাঁচশো বছর বনি-ইসরাইলরা উদ্ধার-ঈদের দিন মেষশাবক কোরবানী করে এসেছিল, এটি স্বরণ করার জন্য যে আল্লাহ্ কিভাবে মৃত্যুর রোগ থেকে তাদের রক্ষা করেছিলেন যা মিশরে দেখা দিয়েছিল। যাইহোক, আল্লাহ্ চাননি যেন তারা সাধারণভাবে পিছনের দিকে ফিরে তাকায় এবং ঘটনা স্বরণ করে। মেষশাবকের এই কোরবানীর দ্বারা আল্লাহ্ চেয়েছিলেন যেন তারা সামনের দিকে তাকায় এবং মসীহের ক্রুশে রক্ত ঝড়ানোর দিনের জন্য অপেক্ষা করে। ঈসা মসীহের রক্ত গুনাহ্গারদের সেই রোগ থেকে নাজাত দিবে যা অন্যান্য সকল রোগের চেয়ে শক্তিশালী: দোযখের চিরস্থায়ী আগুন! নাজাতদাতার ক্রুশীয় মৃত্যু হচ্ছে চুড়ান্ত এবং নিখুঁত কোরবানি যা আল্লাহ্র ধার্মিকতার শরীয়ত থেকে এসেছে। আল্লাহ্ জ্ঞানের সাথে পরিকল্পনা করেছিলেন যে নাজাতদাতাকে উদ্ধার-ঈদের দিন রক্ত ঝড়াতে হবে এবং এইভাবে কোরবানির **চিহ্নসরূপ মেষশাবকের বিষয়টি পরিপূর্ণতা লাভ করবে**। এইভাবে, আল্লাহ্ গুনাহ্গারদের তাঁর ধার্মিকতার বিচারের হাত থেকে নাজাত দেয়ার জন্য যে পরিকল্পনা করেছিলেন তা নাজাতদাতা ঈসা পূর্ণ করেছেন।

এখন আমরা ইঞ্জিল শরীফে ফিরে যাই, আমরা ইতিমধ্যে যে আয়াত পড়েছি তা থেকে শুরু করি।

৮১ অধ্যায়
শেষ সন্ধ্যাভোজ; মথি ২৬

(মথি ২৬) [১]এই সব কথার শেষে ঈসা তাঁর সাহাবীদের বললেন, [২]"**তোমরা তো জান আর দুই দিন পরেই উদ্ধার-ঈদ, আর ইবনে-আদমকে ক্রুশের উপরে হত্যা করবার জন্য ধরিয়ে দেওয়া হবে।**" [৩]সেই সময়ে মহা-ইমাম কাইয়াফার বাড়ীতে প্রধান ইমামেরা ও ইহুদীদের বৃদ্ধ নেতারা একত্র হলেন এবং ঈসাকে গোপনে ধরে এনে হত্যা করবার ষড়যন্ত্র করলেন। [৫]তবে তাঁরা বললেন, "ঈদের সময়ে **নয়;** তাতে লোকদের মধ্যে হয়তো গোলমাল শুরু হবে।"... [১৪]তখন সেই বারোজন সাহাবীদের মধ্যে এহুদা ইস্কারিয়োৎ নামে সাহাবীটি প্রধান ইমামদের কাছে গিয়ে বলল, [১৫]"ঈসাকে আপনাদের হাতে ধরিয়ে দিলে আপনারা আমাকে কি দেবেন?" প্রধান ইমামেরা ত্রিশটা রূপার টাকা গুণে তাকে দিলেন। [১৬]তার পর থেকেই এহুদা ঈসাকে ধরিয়ে দেবার জন্য সুযোগ খুঁজতে লাগল।

(মার্ক ১৪) [১২]খামিহীন রুটির ঈদের প্রথম দিনে উদ্ধার-ঈদের মেজবানীর জন্য ভেড়ার বাচ্চা জবাই করা হত। তাই সাহাবীরা ঈসাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনার জন্য উদ্ধার-ঈদের মেজবানী কোথায় গিয়ে আমাদের প্রস্তুত করতে বলেন?" [১৩]তখন ঈসা তাঁর দু'জন সাহাবীকে এই বলে পাঠিয়ে দিলেন, "তোমরা শহরে যাও। সেখানে এমন একজন পুরুষ লোকের দেখা পাবে, যে একটা কলসীতে করে পানি নিয়ে যাচ্ছে। তোমরা তার পিছনে পিছনে যেয়ো। [১৪]সে যে বাড়ীতে ঢুকবে সেই বাড়ীর কর্তাকে বোলো, 'ওস্তাদ বলছেন, সাহাবীদের সংগে যেখানে আমি উদ্ধার-ঈদের মেজবানী খেতে পারি আমার সেই মেহমানখানাটা কোথায়?' [১৫]এতে সে তোমাদের উপরতলার একটা সাজানো বড় ঘর দেখিয়ে দেবে। সব কিছু সেখানেই প্রস্তুত কোরো।" [১৬]তখন সাহাবীরা গিয়ে শহরে ঢুকলেন, আর ঈসা যেমন বলেছিলেন সব কিছু তেমনই দেখতে পেলেন এবং উদ্ধার-ঈদের মেজবানী প্রস্তুত করলেন।

(ইউহোন্না ১৩) রুটির টুকরাটা নেওয়ার সংগে সংগে এহুদা বাইরে চলে গেল। তখন রাত হয়েছে।

(মার্ক ১৪) [২২]খাওয়া-দাওয়া চলছে, এমন সময় ঈসা **রুটি** নিয়ে আল্লাহ্‌কে শুকরিয়া জানালেন এবং তা টুকরা টুকরা করে সাহাবীদের হাতে দিয়ে বললেন, "এই নাও, এটা আমার শরীর।" [২৩]তারপর তিনি **পেয়ালা** নিয়ে আল্লাহ্‌কে শুকরিয়া জানালেন এবং সাহাবীদের দিলেন। তাঁরা সবাই সেই পেয়ালা থেকে খেলেন। [২৪]তখন ঈসা তাঁদের বললেন, "এ আমার রক্ত যা অনেকের জন্য দেওয়া হবে। মানুষের জন্য আল্লাহ্‌র নতুন ব্যবস্থা আমার এই রক্তের দ্বারাই বহাল করা হবে।

সাহাবীদের সাথে ঈসার শেষ সন্ধ্যাভোজ সম্পর্কে ইঞ্জিল শরীফে লেখা আছে, এই সন্ধ্যাভোজটি তাঁর কোরবানির রক্ত ঝড়ানোর আগে ঘটেছিল যে কোরবানি গুনাহ্‌কে দূরে সরিয়ে দেয়। ঈসা তাঁর সাহাবীদের বলেছিলেন একজন

তাঁর সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করবে। লোকটি ছিল এহুদা ইষ্কারিয়ৎ। মানুষের চোখে এহুদা ছিল একজন বিশ্বস্ত সাহাবী কিন্তু তাঁর দিলে ছিল শুধু টাকার চিন্তা এবং দুনিয়ার চিন্তা। যার কারনে সে মহা ইমামদের কাছে গিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, "আমি যদি তাদেরকে আপনাদের হাতে তুলে দিই তাহলে বিনিময়ে আমাকে কি দিবেন?" এইভাবে ইমামেরা তাঁকে ত্রিশটি রূপা দিল। এর দ্বারা জাকারিয়া নবী শত বছর আগে যা বলেছিলেন তা পূর্ণ হলো। তিনি লিখেছিলেন যে মসীহ্‌কে ত্রিশটি রূপার বিনিময়ে ধরিয়ে দেয়া হবে। (জাকারিয়া ১১:১২, ১৩ আয়াত দেখুন)

যাইহোক, ঈসা তাঁর সাহাবীদের রুটি এবং পেয়ালা দেয়ার সময় যা বলেছিলেন তা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আপনি কি শুনেছেন তিনি সাহাবীদের কি বলেছিলেন? আসুন আবার পড়িঃ

(মার্ক ১৪) [২২]খাওয়া-দাওয়া চলছে, এমন সময় ঈসা **রুটি** নিয়ে আল্লাহ্‌কে শুকরিয়া জানালেন এবং তা টুকরা টুকরা করে সাহাবীদের হাতে দিয়ে বললেন, "এই নাও, এটা আমার শরীর।" [২৩]তারপর তিনি **পেয়ালা** নিয়ে আল্লাহ্‌কে শুকরিয়া জানালেন এবং সাহাবীদের দিলেন। তাঁরা সবাই সেই পেয়ালা থেকে খেলেন। [২৪]তখন ঈসা তাঁদের বললেন, "এ আমার রক্ত যা অনেকের জন্য দেওয়া হবে। মানুষের জন্য আল্লাহ্‌র নতুন ব্যবস্থা আমার এই রক্তের দ্বারাই বহাল করা হবে।

এইভাবে, ঈসা তাঁর সাহাবীদের কাছে দুটি চিহ্ন তুলে ধরেছিলেনঃ রুটির চিহ্ন এবং পেয়ালার চিহ্ন। যে রুটি ঈসা ভেঙ্গে তাঁর সাহাবীদের দিয়েছিল তা ছিল তাঁর দেহের প্রতীক যা তিনি কোরবানি হিসেবে দিতে যাচ্ছিলেন। আঙ্গুরের রস ছিল তাঁর রক্তের প্রতীক যা নাজাতদাতা ঈসা, আদম-সন্তানদের গুনাহের ঋন পরিশোধ করার জন্য দিতে যাচ্ছিলেন যেন তারা আল্লাহ্‌র উপস্থিতিতে চিরকালের জন্য থাকতে পারে। **রুটির প্রতীক** এবং **পেয়ালার প্রতীক** দিয়ে ঈসা তাঁর সাহাবীদের শিখিয়েছিলেন যে তিনি দুনিয়াতে **জীবন দিতে এসেছেন**, তার দেহ এবং তার রক্ত গুনাহ্‌গারদের জন্য দিতে এসেছেন। যারা দুনিয়াতে বাস করে তাদের বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য এবং পানির প্রয়োজন, ঠিক তেমনি, যারা আল্লাহ্‌র সাথে চিরকালের জন্য বেহেশতে থাকতে চায় তাদের অবশ্যই **বিশ্বাস** করতে হবে যে ঈসা মসীহ্ তাঁর দেহ এবং রক্ত আমাদের অনন্তকালীন জীবন দেয়ার জন্য দিয়েছেন। ঈসা মসীহ্‌ই একমাত্র পারেন অনন্তকালীন জীবন দিতে এবং তাঁর রক্ত হচ্ছে একমাত্র ঔষধ যা আপনাকে ও আমাকে গুনাহের অভিশাপ থেকে নাজাত দিতে পারে।

আর, শ্রোতাবন্ধু, যদি আপনি আজকের অধ্যয়ন থেকে কোনকিছু মনে রাখতে চান তা হবেঃ **ঈসা মসীহ্ আপনার গুনাহের ভার নিতে দুনিয়াতে এসেছিলেন**। এটিই ছিল আল্লাহ্‌র নবীদের **বার্তা**। ইব্রাহিম যে তার ছেলের স্থানে একটি পুরুষ মেষশাবক কোরবানি করেছিলেন তা এই **অর্থই** বহন করে। মাফ করার পথই হচ্ছে নিখুঁত কোরবানির

পথ। আল্লাহ্ পবিত্র নাজাতদাতার কোরবানির দ্বারা আপনার গুনাহ্ মাফ করতে পারেন যিনি আপনার জন্য তাঁর রক্ত ঝড়িয়েছেন। হাজার বছর ধরে আল্লাহ্ পশু কোরবানির দ্বারা আদম-সন্তানদের গুনাহ্ মাফ করে এসেছেন। এটি ছিল পুরাতন চুক্তি যা আল্লাহ্ তাঁর নবীদের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন। যাইহোক, ঈসা মসীহ্ দুনিয়াতে নতুন চুক্তি নিয়ে এসেছেন। তিনি প্রতীকী পশু কোরবানির বিষয়টি পূর্ণ করতে এসেছেন। ঈসা মসীহ্ই ছিলেন উদ্ধার-ঈদের চূড়ান্ত মেষশাবক যাকে হত করা হয়েছে, যেন যে কেহ তাঁর উপর ঈমান আনে সে আল্লাহ্র ধার্মিকতার বিচার হতে নাজাত পায়। এই কারনে কিতাব বলে: <u>"আমাদের উদ্ধার-ঈদের মেষ-শাবক মসীহ্কে কোরবানী দেওয়া হয়েছে।"</u> (১ করিন্থিয় ৫:৭ আয়াত) ঈসা মসীহের মধ্যে কোন গুনাহ্ ছিল না; **"কিন্তু আল্লাহ্ আমাদের গুনাহ্ তাঁর উপর তুলে দিয়ে তাঁকেই গুনাহের জায়গায় দাঁড় করালেন, যেন মসীহের সংগে যুক্ত থাকবার দরুন আল্লাহ্র পবিত্রতা আমাদের পবিত্রতা হয়।"**

ঈসার রক্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আসুন আমরা ঈসার রক্ত সম্পর্কে শুনি যার মধ্যে শোধন শক্তি রয়েছে। কিতাব বলে: <u>**"ঈসার রক্ত সমস্ত গুনাহ্ থেকে আমাদের পাক-সাফ করে।"** (১ ইউহোন্না ১:৭ আয়াত)</u> তোমরা জানো, জীবন পথে চলবার জন্য তোমাদের পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে পাওয়া বাজে আদর্শ থেকে সোনা বা রূপার মত ক্ষয় হয়ে যাওয়া কোন জিনিস দিয়ে তোমাদের মুক্ত করা হয় নি; **তোমাদের মুক্ত করা হয়েছে নির্দোষ ও নিখুঁত মেষ-শাবক ঈসা মসীহের অমূল্য রক্ত দিয়ে**। দুনিয়া সৃষ্টির আগেই আল্লাহ্ এর জন্য তাঁকে ঠিক করে রেখেছিলেন, কিন্তু এই শেষ সময়ে তোমাদের জন্যই তিনি প্রকাশিত হয়েছেন। আল্লাহ্ তাঁকে মৃত্যু থেকে জীবিত করে তুলে মহিমা দান করেছেন এবং তাঁরই মধ্য দিয়ে তোমরা আল্লাহ্র উপরে ঈমান এনেছ; আর সেইজন্যই তোমাদের ঈমান ও আশা **আল্লাহ্র উপরেই** আছে। (১ পিতর **১:১৮-২১** আয়াত)

আজকের অধ্যয়ন সর্তকতার সাথে গ্রহণ করুন কারণ আল্লাহ্ এই বিষয়ের গভীর সত্যকে আপনার দিলে প্রকাশ করতে চান। আমাদের পরবর্তী অধ্যয়নে আমরা পরিকল্পনা করেছি যে শেষ সন্ধ্যাভোজ বিষয়টি শেষ করবো এবং দেখবো ধর্মীয়নেতারা কিভাবে ঈসাকে হত্যা করার জন্য বন্দি করলো.....

যেমন করে আপনি আল্লাহ্র কালামের আয়াতগুলোর গভীর অর্থ এবং রহমত সম্পর্কে চিন্তা করেন সেভাবে আল্লাহ্ আপনাকে রহমত দান করুন,

<u>**"ঈসার রক্ত সমস্ত গুনাহ্ থেকে আমাদের পাক-সাফ করে।"** (১ ইউহোন্না ১:৭; ইউহোন্না ১:২৯ আয়াত)</u>

৮২ অধ্যায়
ঈসাকে গ্রেফতার করা হলো; ইউহোন্না ১৪; মথি ২৬

শ্রোতা বন্ধু, আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হউক।

আমরা আপনাকে আল্লাহ্‌র নামে শুভেচ্ছা জানাই। তিনি শান্তির প্রভু। তিনি তার তৈরীকৃত ধার্মিকতার পথ এবং তাঁর সত্যময় শান্তি সম্পর্কে আমাদের জানাতে চান। আজকে আপনার অনুষ্ঠান "ধার্মিকতার পথ" আবারো উপস্থাপন করতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত।

আমাদের গত অনুষ্ঠানে আমরা সাহাবীদের সাথে ঈসার শেষ সন্ধাভোজ সম্পর্কে শিখেছি যা তাঁর মৃত্যুর পূর্বে ঘটেছিল। আমরা শুনেছি যে ঈসা তাঁর সাহাবীদের জানিয়েছিলেন যে তাদের মধ্যে একজন তাকে ধরিয়ে দিবে এবং শত্রুদের হাতে তুলে দিবে। আমরা আরো দেখেছি যে ঈসা রুটি এবং পেয়ালা তাঁর সাহাবীদের সাথে ভাগ করেছিলেন এবং বলেছিলেন, এই রুটি তাঁর দেহের চিহ্ন যা তিনি কোরবানিরূপে দিতে যাচ্ছেন এবং আঙ্গুরের রসের পেয়ালা হচ্ছে তাঁর রক্তের চিহ্ন যা তিনি ঝড়াতে যাচ্ছেন। এইভাবে, ঈসা আরেকটি বার দেখালেন যে তিনি দুনিয়াতে তাঁর রক্ত কোরবানি স্বরুপ ঝড়াতে এসেছেন যা গুনাহ্‌কে দূরে সরিয়ে দেয় এবং অনন্ত জীবন দান করে।

আজকে আমরা পরিকল্পনা করেছি যে ইঞ্জিল শরীফ থেকে দেখবো যে, যখন মজলিস খানার চৌকিদার তাঁকে ধরতে এসেছিল তখন প্রভু ঈসা কি গভীর এবং বিষ্ময়কর কথা বলেছিলেন।

আমরা ইঞ্জিল শরীফের চতুর্দশ রুকু পাঠ করছি। ঈসা যখন বুঝতে পারলেন যে তাঁর জীবন সমর্পন করার সময় এসে গেছে তখন তাঁর সাহাবীদের বললেন,

(ইউহোন্না ১৪) ১"তোমাদের মন যেন আর অস্থির না হয়। **আল্লাহ্‌র** উপর বিশ্বাস কর, **আমার** উপরেও বিশ্বাস
কর। ২**আমার পিতার বাড়ীতে থাকবার অনেক জায়গা আছে। তা না থাকলে আমি তোমাদের বলতাম, কারণ**
আমি তোমাদের জন্য জায়গা ঠিক করতে যাচ্ছি। ৩আমি গিয়ে তোমাদের জন্য জায়গা ঠিক করে আবার আসব
আর আমার কাছে তোমাদের নিয়ে যাব, যেন আমি যেখানে থাকি তোমরাও সেখানে থাকতে পার। ৪আমি কোথায়
যাচ্ছি তার পথ তো তোমরা জান।" ৫থোমা ঈসাকে বললেন, "হুজুর, আপনি কোথায় যাচ্ছেন তা-ই আমরা জানি
না, তবে পথ কি করে জানব?" ৬ঈসা থোমাকে বললেন, **"আমিই পথ, সত্য আর জীবন। আমার মধ্য দিয়ে না**
গেলে কেউই পিতার কাছে যেতে পারে না। ৭তোমরা যদি আমাকে জানতে তবে আমার পিতাকেও জানতে। এখন
তোমরা তাঁকে জেনেছ আর তাঁকে দেখতেও পেয়েছ।" ৮ফিলিপ ঈসাকে বললেন, "হুজুর, পিতাকে আমাদের
দেখান, তাতেই আমরা সন্তুষ্ট হব।" ৯ঈসা তাঁকে বললেন, "ফিলিপ, এতদিন আমি তোমাদের সংগে সংগে আছি,
তবুও কি তুমি আমাকে জানতে পার নি? **যে আমাকে দেখেছে সে পিতাকেও দেখেছে।** তুমি কেমন করে বলছ,
'পিতাকে আমাদের দেখান'? ১০তুমি কি বিশ্বাস কর না যে, আমি পিতার মধ্যে আছি আর পিতা আমার মধ্যে
আছেন? যে সব কথা আমি তোমাদের বলি তা আমি নিজে থেকে বলি না, কিন্তু পিতা, যিনি আমার মধ্যে আছেন,

৮২ অধ্যায়

ঈসাকে গ্রেফতার করা হলো; ইউহোন্না ১৪; মথি ২৬

তিনিই তাঁর কাজ করছেন। [১১]আমার কথায় বিশ্বাস কর যে, আমি পিতার মধ্যে আছি আর পিতা আমার মধ্যে আছেন। তা না হলে অন্ততঃ আমার এই সব কাজের জন্য আমাকে বিশ্বাস কর। [১৫]"তোমরা যদি আমাকে মহব্বত কর তবে আমার সমস্ত হুকুম পালন করবে। [১৬]আমি পিতার কাছে চাইব, আর তিনি তোমাদের কাছে চিরকাল থাকবার জন্য আর **একজন সাহায্যকারীকে** পাঠিয়ে দেবেন। [১৭]সেই সাহায্যকারীই **সত্যের রূহ্‌**। দুনিয়ার লোকেরা তাঁকে গ্রহণ করতে পারে না, কারণ তারা তাঁকে দেখতে পায় না এবং তাঁকে জানেও না। তোমরা কিন্তু তাঁকে জান, কারণ তিনি তোমাদের সংগে সংগে থাকেন আর তোমাদের দিলে বাস করবেন। [১৮]"আমি তোমাদের এতিম অবস্থায় রেখে যাব না; আমি তোমাদের কাছে আসব। [১৯]অল্প সময় পরে দুনিয়ার লোকেরা আর আমাকে দেখতে পাবে না, কিন্তু তোমরা দেখতে পাবে। আমি জীবিত আছি বলে তোমরাও জীবিত থাকবে। [২০]সেই দিন তোমরা জানতে পারবে যে, আমি পিতার সংগে যুক্ত আছি আর তোমরা আমার সংগে যুক্ত আছ এবং আমি তোমাদের সংগে যুক্ত আছি। [২১]যে আমার সব হুকুম জানে ও পালন করে সে-ই আমাকে মহব্বত করে। যে আমাকে মহব্বত করে আমার পিতা তাকে মহব্বত করবেন। আমিও তাকে মহব্বত করব আর তার কাছে নিজেকে প্রকাশ করব।" .....[২৩]ঈসা তাঁকে জবাব দিলেন, "যদি কেউ আমাকে মহব্বত করে তবে সে আমার কথার বাধ্য হয়ে চলবে। আমার পিতা তাকে মহব্বত করবেন এবং আমরা তার কাছে আসব আর তার সংগে বাস করব। [২৪]যে আমাকে মহব্বত করে না সে আমার কথার বাধ্য হয়ে চলে না। যে কথা তোমরা শুনছ তা আমার কথা নয় কিন্তু যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন সেই পিতারই কথা। [২৫]তোমাদের সংগে থাকতে থাকতেই এই সব কথা আমি তোমাদের বলেছি। [২৬]সেই **সাহায্যকারী**, অর্থাৎ **পাক-রূহ্‌** যাঁকে পিতা আমার নামে পাঠিয়ে দেবেন, তিনিই সব বিষয়ে তোমাদের শিক্ষা দেবেন, আর আমি তোমাদের যা কিছু বলেছি সেই সব তোমাদের মনে করিয়ে দেবেন। [২৭]"আমি তোমাদের জন্য শান্তি রেখে যাচ্ছি, আমারই শান্তি আমি তোমাদের দিচ্ছি; দুনিয়া যেভাবে দেয় আমি সেইভাবে দিই না। তোমাদের মন যেন অস্থির না হয় এবং মনে ভয়ও না থাকে।

এইভাবে, প্রভু ঈসা তাঁর সাহাবীদের সান্তনা দিলেন এবং পরবর্তীতে তাঁর স্থানে যিনি আসবেন তাঁর বিষয়ে তাদেরকে প্রস্তুত করলেন। আপনি কি শুনেছেন প্রভু ঈসা সেই **পরামর্শদাতার** (সাহায্যকারীর) বিষয়ে কি ঘোষণা করেছিলেন? এই বিষয়টি বোঝা আপনার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারন কিছু লোক আছে যারা ঈসার এই কালামকে অপব্যাখ্যা করে থাকে এবং মানুষকে এটি বিশ্বাস করাতে চায় যে এখানে তিনি আরেকজন নবীর কথা ঘোষণা করেছেন। কিন্তু ঈসা সেই পরামর্শদাতা বলতে কোন নবীকে বোঝায়নি, কোন মানুষকেও না কারণ ঈসা বলেছিলেন যে এই পরামর্শদাতা হবেন একজন অদৃশ্য রূহ্‌ যিনি ঈসার সত্যিকারের সাহাবীদের ভিতরে বাস করবেন।

এই পরামর্শদাতা কে? প্রভু ঈসা স্পষ্ট করে বলেছেন যে পরামর্শদাতা কে। আবারো শুনুন যে প্রভু ঈসা কি বলেছিলেন,

৮২ অধ্যায়

ঈসাকে গ্রেফতার করা হলো; ইউহোন্না ১৪; মথি ২৬

আমি পিতার কাছে চাইব, আর তিনি তোমাদের কাছে **চিরকাল থাকবার জন্য আর একজন সাহায্যকারীকে** পাঠিয়ে দেবেন। সেই সাহায্যকারীই **সত্যের রূহ্**....তিনি তোমাদের সংগে সংগে থাকেন....আমি তোমাদের এতিম অবস্থায় রেখে যাব না; আমি তোমাদের কাছে আসব। অল্প সময় পরে দুনিয়ার লোকেরা আর আমাকে দেখতে পাবে না, কিন্তু তোমরা দেখতে পাবে। আমি জীবিত আছি বলে তোমরাও জীবিত থাকবে। **পাক-রূহ্** যাঁকে পিতা **আমার নামে** পাঠিয়ে দেবেন, তিনিই সব বিষয়ে তোমাদের শিক্ষা দেবেন, আর আমি তোমাদের যা কিছু বলেছি সেই সব তোমাদের মনে করিয়ে দেবেন। (ইউহোন্না ১৪:১৬-১৮, ২৬ আয়াত)

আবারো, প্রশ্নটি করি: ঈসা সাহাবীদের যে পরামর্শদাতার সম্পর্কে ওয়াদা করেছিলেন তিনি কে? তিনি হচ্ছেন **পাক-রূহ্**, যিনি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে এসেছেন এবং ঈসার মধ্যে ছিলেন। তিনি আল্লাহ্ এবং ঈসার রূহ্। তিনি পাক-রূহ্, যারা ঈসাকে তাদের নাজাতদাতা ও প্রভু রূপে গ্রহণ করেছে আল্লাহ্ তাদের দিলে তাঁকে স্থান দেয়। ঈসা তাঁর সাহাবীদের ওয়াদা করেছিলেন যে তিনি মৃত্যুর পর আবারো পুনরুত্থিত হবেন এবং বেহেশতে ফিরে যাবেন যেন তিনি তাঁর পাক-রূহ্‌কে তাদের দিলে স্থান দিতে পারেন যেন সেই পাক-রূহ্ তাদেরকে নতুনিকৃত করতে পারে, পরিষ্কার করতে পারে, শক্তি দিতে পারে, এবং সত্যের সহিত পরিচালনা দিতে পারে।" (ইউহোন্না ১৬:১৩ আয়াত; আরো ৩:৪-৭ আয়াত দেখুন) এখন থেকে আর কিছু অধ্যয়ন পরে আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় আমরা দেখবো, ঈসা বেহেশতে যাওয়ার দশদিন পর জেরুজালেমে মূলত কি ঘটেছিল। পাক-রূহ্ নেমে এসেছিলেন এবং ঈসার সকল সাহাবীদের ভিতরে বাস করা শুরু করেছিল যেমনটি ঈসা ওয়াদা করেছিলেন।

পরবর্তীতে আমাদের অন্যান্য অধ্যয়নগুলোতে এই পরামর্শদাতা, পাক-রূহ্ সম্পর্কে আরো শিখবো যিনি একজন স্বার্থপর গুনাহ্‌গারকে পরিবর্তন করে এমন এক লোকে পরিনত করতে পারে যে আল্লাহ্‌কে মহব্বত করবে এবং তাঁকে সন্তুষ্ট করতে চাইবে। কিন্তু এখন আমরা ইঞ্জিল শরীফে ফিরে গিয়ে দেখবো যে সেই অসাধারণ রাত্রি অর্থাৎ উদ্ধার-ঈদের শেষ সন্ধ্যাভোজে তাঁর সাহাবীদের সাথে কি হয়েছিল। কিতাব বলে:

(মথি ২৬) ৩০পরে তাঁরা একটা কাওয়ালী গেয়ে **বের হয়ে** জৈতুন পাহাড়ে গেলেন। ৩১পরে ঈসা তাঁর সাহাবীদের
বললেন, "আজ রাতে আমাকে নিয়ে তোমাদের সকলের মনে বাধা আসবে। পাক-কিতাবে লেখা আছে, 'আমি
রাখালকে মেরে ফেলব, তাতে পালের মেষগুলো ছড়িয়ে পড়বে।' ৩২কিন্তু আমাকে মৃত্যু থেকে জীবিত করা হলে
পর আমি তোমাদের আগেই গালীলে যাব।" ৩৩তখন পিতর তাঁকে বললেন, "আপনাকে নিয়ে সবার মনে বাধা
আসলেও আমার মনে কখনও বাধা আসবে না।" ৩৪ঈসা তাঁকে বললেন, "কিন্তু আমি তোমাকে সত্যিই বলছি,
আজ শেষ রাতে মোরগ ডাকবার আগেই তুমি তিন বার বলবে যে, তুমি আমাকে চেনো না।" ৩৫পিতর ঈসাকে
বললেন, "আমাকে যদি আপনার সংগে মরতেও হয় তবুও আমি কখনও বলব না, আমি আপনাকে চিনি না।"
অন্য সাহাবীরা সবাই সেই একই কথা বললেন। ৩৬পরে ঈসা সাহাবীদের সংগে **গেৎশিমানী** নামে একটা জায়গায়

৮২ অধ্যায়
ঈসাকে গ্রেফতার করা হলো; ইউহোন্না ১৪; মথি ২৬

গেলেন এবং সাহাবীদের বললেন, “আমি ওখানে গিয়ে যতক্ষণ মুনাজাত করি ততক্ষণ তোমরা এখানে বসে থাক।”
৩৭এই বলে তিনি পিতর আর সিবদিয়ের দুই ছেলেকে সংগে নিয়ে গেলেন। তাঁর মন দুঃখে ও কষ্টে ভরে উঠতে
লাগল। ৩৮তিনি তাঁদের বললেন, **“দুঃখে যেন আমার প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে**। তোমরা এখানেই থাক আর আমার
সংগে জেগে থাক।” ৩৯পরে তিনি কিছু দূরে গিয়ে মাটিতে উবুড় হয়ে পড়লেন এবং মুনাজাত করে বললেন,
**“আমার পিতা, যদি সম্ভব হয় তবে এই দুঃখের পেয়ালা আমার কাছ থেকে দূরে যাক। তবুও আমার ইচ্ছামত না
হোক, তোমার ইচ্ছামতই হোক।”**

আসুন আমরা কিছুক্ষনের জন্য এখানে থামি। সেই দুঃখের পেয়ালাটি কি, যা ঈসা পান করতে যাচ্ছেন? কেন দুঃখে ঈসার প্রান বেড়িয়ে যাচ্ছিল? ঈসা এমন দুঃখের মধ্যে ছিলেন যা আমরা চিন্তাও করতে পারবো না কারণ তিনি জানতেন যে আদম-সন্তানদের গুনাহের শাস্তি বহনের সময় এসে গিয়েছিল! যে সময় সম্পর্কে আল্লাহ্‌র সকল নবীগণ ভবিষ্যতবানী করেছিলেন, সেই সময় কাছে চলে এসেছে! মানুষেরা নাজাতদাতাকে অত্যাচার করবে এবং ক্রুশে হত্যা করবে, কিন্তু ঈসার কাছে যে বিষয়টি সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ছিল তা হচ্ছে বেহেশতের পিতা যিনি তাঁকে মহব্বত করেন এবং তিনি যাকে মহব্বত করেন তিনি দুনিয়ার সকল গুনাহের বোঝা তাঁর ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে যাচ্ছেন! যার কারনে ঈসা এই বলে মুনাজাত করেছিলেন: “আমার পিতা, যদি সম্ভব হয় তবে এই দুঃখের পেয়ালা আমার কাছ থেকে দূরে যাক। তবুও আমার ইচ্ছামত না হোক, তোমার ইচ্ছামতই হোক।!” তারপর কিতাব বলে:

(মথি ২৬) ৪০এর পরে তিনি সাহাবীদের কাছে এসে দেখলেন তাঁরা ঘুমিয়ে পড়েছেন। তিনি পিতরকে বললেন,
“এ কি! আমার সংগে এক ঘণ্টাও কি তোমরা জেগে থাকতে পারলে না? ৪১জেগে থাক ও মুনাজাত কর যেন
পরীক্ষায় না পড়। দিলে ইচ্ছা আছে বটে, কিন্তু শরীর দুর্বল।” ৪২তিনি ফিরে গিয়ে **দ্বিতীয় বার** মুনাজাত করে
বললেন, “পিতা আমার, আমি গ্রহণ না করলে যদি এই দুঃখের পেয়ালা দূর না হয় তবে তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ
হোক।” ৪৩তিনি ফিরে এসে দেখলেন তাঁরা আবার ঘুমিয়ে পড়েছেন, কারণ তাঁদের চোখ ঘুমে ভারী হয়ে গিয়েছিল।
৪৪তিনি আবার তাঁদের ছেড়ে গিয়ে **তৃতীয় বার** সেই একই কথা বলে মুনাজাত করলেন। ৪৫পরে তিনি সাহাবীদের
কাছে এসে বললেন, “এখনও তোমরা ঘুমাচ্ছ আর বিশ্রাম করছ? দেখ, সময় এসে পড়েছে, ইবনে-আদমকে
গুনাহগারদের হাতে ধরিয়ে দেওয়া হবে। ৪৬ওঠো, চল, আমরা যাই। দেখ, যে আমাকে শত্রুদের হাতে ধরিয়ে
দেবে সে এসে পড়েছে।” ৪৭ঈসা তখনও কথা বলছেন, এমন সময় **এহুদা** সেখানে আসল। সে সেই বারোজন
সাহাবীদের মধ্যে একজন ছিল। তার সংগে অনেক লোক ছোরা ও লাঠি নিয়ে আসল। প্রধান ইমামেরা ও বৃদ্ধ
নেতারা এদের পাঠিয়েছিলেন। ৪৮ঈসাকে শত্রুদের হাতে যে ধরিয়ে দিয়েছিল সেই এহুদা ঐ লোকদের সংগে একটা

চিহ্ন ঠিক করেছিল; সে বলেছিল, "যাকে আমি চুমু দেব সে-ই সেই লোক; তোমরা তাকে ধরবে।" [৪৯]তাই এহুদা সোজা ঈসার কাছে গিয়ে বলল, "আস্‌সালামু আলাইকুম, হুজুর।" এই কথা বলেই সে ঈসাকে চুমু দিল। [৫০]ঈসা তাকে বললেন, "বন্ধু, যা করতে এসেছ, কর।" সংগে সংগেই লোকেরা এসে **ঈসাকে ধরল**। [৫১]যাঁরা ঈসার সংগে ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন তাঁর ছোরা বের করলেন এবং তার আঘাতে মহা-ইমামের গোলামের একটা কান কেটে ফেললেন। [ঈসা বললেন, "থাক, আর নয়।" এই বলে তিনি লোকটির কান ছুঁয়ে তাকে ভাল করলেন, (লূক ২২:৫১)] [৫২]তখন ঈসা তাঁকে বললেন, "তোমার ছোরা খাপে রাখ। ছোরা যারা ধরে তারা ছোরার আঘাতেই মরে। [৫৩]**তুমি কি মনে কর যে, আমি আমার পিতাকে ডাকলে তিনি এখনই আমাকে হাজার হাজার ফেরেশতা পাঠিয়ে দেবেন না? কিন্তু তাহলে পাক-কিতাবের কথা কিভাবে পূর্ণ হবে?** [৫৪]**কিতাবে তো লেখা আছে এই সব এভাবেই ঘটবে।"** [৫৫]পরে ঈসা লোকদের বললেন, "আমি কি ডাকাত যে, আপনারা ছোরা ও লাঠি নিয়ে আমাকে ধরতে এসেছেন? আমি প্রত্যেক দিনই বায়তুল-মোকাদ্দসে বসে শিক্ষা দিতাম, আর তখন তো আপনারা আমাকে ধরেন নি। [৫৬]**কিন্তু এই সব ঘটল যাতে পাক-কিতাবে নবীরা যা লিখেছেন তা পূর্ণ হয়।"** সাহাবীরা সবাই তখন ঈসাকে ফেলে পালিয়ে গেলেন। [৫৭]যারা ঈসাকে ধরেছিল তারা তাকে মহা-ইমাম কাইয়াফার কাছে নিয়ে গেল। সেখানে আলেমেরা ও বৃদ্ধ নেতারা একসংগে জমায়েত হয়েছিলেন।

এইভাবে আমরা দেখলাম যে ঈসা কিভাবে সেই সকল লোকদের কাছে নিজেকে তুলে দিয়েছিলেন যারা তাকে হত্যা করতে চেয়েছিল। হয়তো কেউ প্রশ্ন করতে পারে: কেন ঈসা নিজেকে শত্রুদের হাতে তুলে দিলেন? যিনি ঝড়কে শান্ত করতে পারেন, বদ-রূহ্‌দের তাড়াতে পারেন, অন্ধদের সুস্থ করতে পারেন এবং মৃতদের জীবিত করতে পারেন-**কেন তিনি নিজেকে শত্রুদের হাতে তুলে দিলেন?** ঈসা নিজেই আমাদের সে প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। যখন ঈসার একজন সাহাবী তাকে রক্ষা করার চেষ্টা করলেন, তখন ঈসা তাকে বলেছিলেন, "তোমার ছোরা খাপে রাখ। ছোরা যারা ধরে তারা ছোরার আঘাতেই মরে। তুমি কি মনে কর যে, আমি আমার পিতাকে ডাকলে তিনি এখনই আমাকে হাজার হাজার ফেরেশতা পাঠিয়ে দেবেন না? **কিন্তু তাহলে পাক-কিতাবের কথা কিভাবে পূর্ণ হবে?"** (মথি ২৬:৫২-৫৭ আয়াত) কেন ঈসা তাকে শত্রুদের হাতে তুলে দিলেন? ঈসা এই কাজটি করেছিলেন যেন কিতাবে নবীরা যে ভবিষ্যতবানী করেছিলেন যে, মসীহ্‌কে দুঃখভোগ করতে হবে এবং তাঁর রক্ত ঝড়াতে হবে যেন গুনাহ্ দূরে সরে যায়, সেই ভবিষ্যতবানী পূর্ণ হতে পারে। অধার্মিক লোকদের জন্য ধার্মিক নাজাতদাতাকে মারা যেতে হবে যেন আমাদের আল্লাহ্‌র কাছে নিয়ে যেতে পারে। ঈসা মসীহ্ নবীদের কালাম পূর্ণ করতে দুনিয়াতে এসেছিলেন। তিনি কোরবানির ভেড়ার অর্থ পূর্ণ করতে এসেছিলেন। তিনি আমাকে এবং আপনাকে গুনাহের হাত থেকে নাজাত দিতে এসেছিলেন। যার কারনে তিনি শত্রুদের হাতে নিজেদের তুলে

দিয়েছিলেন। **আমার এবং আপনার জন্য ঈসা নিজের জীবন দিয়েছিলেন**। আমাদের জন্য নাজাতদাতাকে প্রেরণ করার জন্য আল্লাহ্‌কে শুক্রিয়া জানান।

বন্ধু, এখানেই আজকে আমাদের শেষ করতে হবে। আমরা আশা করি আমাদের পরবর্তী অধ্যয়নে আপনি অবশ্যই আমাদের সাথে যুক্ত হবেন যেন দেখতে পারেন যে ঈসাকে বিচার করার জন্য এবং দোষ ধরার জন্য কিভাবে প্রধান ইমাম, জেরুজালেমের লোকেরা এবং তাদের নেতারা একত্র হয়েছিল আর এইভাবে নবীদের কালাম পূর্ণ হয়েছিল...

ঈসা তাঁর সাহাবীদের যা বলেছিলেন তা স্বরণ করার মধ্য দিয়ে আল্লাহ্ আপনাকে রহমত দান করুন,

“আমি আমার প্রাণ দেব যেন তা আবার ফিরিয়ে নিতে পারি। কেউই আমার প্রাণ আমার কাছ থেকে নিয়ে যাবে না, কিন্তু আমি নিজেই তা দেব!” (ইউহোন্না ১০:১৭, ১৮)

৮৩ অধ্যায়
ঈসাকে দোষী করা হলো; মথি ২৬, ২৭; ইউহোন্না ১৮, ১৯

শ্রোতা বন্ধু, আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হউক।

আমরা আপনাকে আল্লাহ্‌র নামে শুভেচ্ছা জানাই। তিনি শান্তির প্রভু। তিনি তার তৈরীকৃত ধার্মিকতার পথ এবং তাঁর সত্যময় শান্তি সম্পর্কে আমাদের জানাতে চান। আজকে আপনার অনুষ্ঠান "ধার্মিকতার পথ" আবারো উপস্থাপন করতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত।

পাক-কিতাবের যাত্রায় আমরা শুনেছি যে, গুনাহ্‌গারদের চিরস্থায়ী শাস্তি হতে **রক্ষা করার জন্য আল্লাহ্‌র পরিকল্পনার** বিষয়ে নবীগণ ঘোষণা করেছিলেন। নাজাতের পরিকল্পনা কি? উত্তর হল, ঈসার ক্রুশীয় মৃত্যু। আল্লাহ্‌র নবীগণ ভবিষ্যতবানী করেছিলেন যে ধার্মিক নাজাতদাতাকে অবশ্যই মারা যেতে হবে, অধার্মিকদের জন্য নিজের রক্ত ঝড়াতে হবে, আমাদের গুনাহের শাস্তি বহণ করতে হবে, ঠিক একটি নিখুঁত মেষশাবকের মত। শুধু মাত্র এর মাধ্যমেই আল্লাহ্ আমাদের গুনাহ্ মাফ করতে পারেন এবং তাঁর ধার্মিকতা বজায় রেখে আমাদের ধার্মিক বলে গনিত করতে পারেন। পাক-কিতাবের ধারাবাহিক অধ্যয়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাহিনীতে আমরা চলে এসেছি, আর তা হচ্ছে মসীহের ঐতিহাসিক মৃত্যু এবং পুনরুত্থান। আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় আজকে এবং আমাদের পরবর্তী অধ্যয়নগুলোতে আমরা দেখবো যে, ঈসা মসীহ্ কিভাবে দুনিয়ার গুনাহের জন্য নিজের জীবন কোরবানি করেছিলেন। আমাদের গত পাঠে আমরা দেখেছি যে, প্রধান ঈমাম কিভাবে একজন বিশ্বাসঘাতককে পেয়েছিল। সেই বিশ্বাসঘাতক তাদেরকে ঈসা এবং তাঁর সাহাবীদের কাছে নিয়ে গিয়েছিল। আমরা দেখেছি, তারা কিভাবে ঈসাকে ধরেছিল, বেঁধেছিল এবং তাদের সাথে নিয়ে গিয়েছিল। আশ্চর্য্য! আল্লাহ্‌র শক্তিতে পূর্ণ ঈসা কেন তাদেরকে এই কাজ করতে দিলেন? তিনি এটি হতে দিয়েছিলেন যেন **নবীদের কিতাবের কালাম পূর্ণ হয়** যেখানে লেখা আছে মসীহ্‌কে অবশ্যই দুঃখভোগ করতে হবে এবং মরতে হবে আর তিনদিনের দিন পুনরুত্থিত হতে হবে যেন তাঁর উপর যারা ঈমান আনবে তারা গুনাহ্‌র ক্ষমা পায়। যেমন করে নবীগণ ভবিষ্যতবানী করেছেন, মসীহ্ হবে " জবাই করতে নেওয়া ভেড়ার বাচ্চার মত।" (ইশাইয়া ৫৩:৭ আয়াত) এখন আমরা ইঞ্জিল শরীফ থেকে দেখবো সেই কালো রাতে ঈসাকে ধরে নেয়ার পর কি হয়েছিল। কিতাব বলে:

(মার্ক ১৪) ৫৩**সেই লোকেরা ঈসাকে নিয়ে মহা-ইমামের কাছে গেল। সেখানে প্রধান ইমামেরা, বৃদ্ধ নেতারা ও আলেমেরা একসংগে জমায়েত হলেন।** ৫৪পিতর দূরে দূরে থেকে ঈসার পিছনে যেতে যেতে মহা-ইমামের উঠানে গিয়ে ঢুকলেন। সেখানে রক্ষীদের সংগে বসে তিনি আগুন পোহাতে লাগলেন। ৫৫প্রধান ইমামেরা এবং মহাসভার সমস্ত লোকেরা ঈসাকে হত্যা করবার জন্য **তাঁর বিরুদ্ধে সাক্ষ্যের** খোঁজ করছিলেন, কিন্তু **কোন সাক্ষ্যই তাঁরা পেলেন না**। ৫৬ঈসার বিরুদ্ধে অনেকেই মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছিল কিন্তু তাদের সাক্ষ্য মিলল না। ৫৭তখন কয়েকজন উঠে তাঁর বিরুদ্ধে এই মিথ্যা সাক্ষ্য দিল, ৫৮"আমরা ওকে বলতে শুনেছি, 'মানুষের তৈরী এই এবাদত-খানা আমি ভেংগে ফেলব এবং তিন দিনের মধ্যে এমন একটা এবাদত-খানা তৈরী করব যা মানুষের তৈরী নয়।' " ৫৯কিন্তু

৮৩ অধ্যায়

ঈসাকে দোষী করা হলো; মথি ২৬, ২৭; ইউহোন্না ১৮, ১৯

তবুও তাদের সাক্ষ্য মিলল না। ৬০তখন মহা-ইমাম সকলের সামনে দাঁড়িয়ে ঈসাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি কোন জবাবই দেবে না? তোমার বিরুদ্ধে এই লোকেরা এই সব কি সাক্ষ্য দিচ্ছে?" ৬১ঈসা কিন্তু জবাব না দিয়ে চুপ করেই রইলেন। মহা-ইমাম আবার তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি গৌরবময় আল্লাহ্‌র পুত্র মসীহ্?" ৬২ঈসা বললেন, **"আমিই সেই।** আপনারা সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র ডান দিকে ইবনে-আদমকে বসে থাকতে দেখবেন এবং আসমানের মেঘের সংগে আসতে দেখবেন।" ৬৩এতে মহা-ইমাম তাঁর কাপড় ছিঁড়ে বললেন, "আর সাক্ষীর আমাদের কি দরকার? ৬৪আপনারা তো শুনলেনই যে, ও কুফরী করল। আপনারা কি মনে করেন?" **তাঁরা সবাই ঈসাকে মৃত্যুর শাস্তি পাবার উপযুক্ত বলে স্থির করলেন।** ৬৫তখন কয়েকজন তাঁর গায়ে থুথু দিলেন এবং তাঁর মুখ ঢেকে তাঁকে ঘুষি মেরে বললেন, "তুই না নবী? কিছু বল্ দেখি!" তারপর রক্ষীরা তাঁকে নিয়ে গিয়ে চড় মারতে লাগল। ৬৬**পিতর** যখন নীচে উঠানে ছিলেন তখন মহা-ইমামের একজন চাকরাণী সেখানে আসল। ৬৭সে পিতরকে আগুন পোহাতে দেখল এবং ভাল করে তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখে বলল, "আপনিও তো ঐ নাসরতের ঈসার সংগে ছিলেন।" ৬৮পিতর কিন্তু অস্বীকার করে বললেন, "তুমি কি বলছ তা আমি জানিও না, বুঝিও না।" এই বলে পিতর বাইরের দরজার কাছে গেলেন, আর তখনই একটা মোরগ ডেকে উঠল। ৬৯চাকরাণীটা পিতরকে সেখানে দেখে যারা সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল তাদের আবার বলল, "এই লোকটি ওদের একজন।" ৭০পিতর আবার অস্বীকার করলেন। যারা কাছে দাঁড়িয়ে ছিল তারাও কিছুক্ষণ পর পিতরকে বলল, "নিশ্চয়ই তুমি ওদের একজন, কারণ তুমি তো গালীলের লোক।" ৭১পিতর তখন নিজেকে বদদোয়া দিলেন এবং কসম খেয়ে বললেন, "তোমরা যার সম্বন্ধে বলছ তাকে আমি চিনি না।" ৭২আর তখনই দ্বিতীয় বার মোরগ ডেকে উঠল। ঈসা যে বলেছিলেন, "মোরগ দু'বার ডাকবার আগেই তুমি তিন বার বলবে যে, তুমি আমাকে চেনো না," সেই কথা তখন পিতরের মনে পড়ল। তাতে তিনি কান্নায় ভেংগে পড়লেন।

(মথি ২৭) ১খুব ভোরে প্রধান ইমামেরা ও বৃদ্ধ নেতারা সবাই ঈসাকে হত্যা করবার কথাই ঠিক করলেন। ২তাঁরা ঈসাকে বেঁধে নিয়ে গিয়ে রোমীয় প্রধান শাসনকর্তা পীলাতের হাতে দিলেন। ৩ঈসাকে শত্রুদের হাতে যে ধরিয়ে দিয়েছিল সেই **এহুদা** যখন দেখল ঈসাকে বিচারে দোষী বলে ঠিক করা হয়েছে তখন তার মনে খুব দুঃখ হল। সে প্রধান ইমামদের ও বৃদ্ধ নেতাদের কাছে সেই ত্রিশটা রূপার টাকা ফিরিয়ে দিয়ে বলল, ৪"আমি নির্দোষীকে মেরে ফেলবার জন্য ধরিয়ে দিয়ে গুনাহ্ করেছি।" তাঁরা বললেন, "তাতে আমাদের কি? তুমিই তা বুঝবে।" ৫তখন এহুদা সেই রূপার টাকাগুলো নিয়ে বায়তুল-মোকাদ্দসের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চলে গেল এবং গলায় দড়ি দিয়ে মরল।

৮৩ অধ্যায়

ঈসাকে দোষী করা হলো; মথি ২৬, ২৭; ইউহোন্না ১৮, ১৯

(ইউহোন্না ১৮) ২৮**ইহুদী নেতারা** ভোর বেলায় ঈসাকে কাইয়াফার কাছ থেকে রোমীয় প্রধান **শাসনকর্তা পীলাতের**
বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। তাঁরা কিন্তু সেই বাড়ীর ভিতরে ঢুকলেন না যেন পাক-সাফ থেকে উদ্ধার-ঈদের মেজবানী
খেতে পারেন। ২৯তখন পীলাত বাইরে তাঁদের কাছে এসে বললেন, "এই লোকটিকে তোমরা কি দোষে দোষী
করছ?" ৩০ইহুদী নেতারা বললেন, "এ যদি খারাপ কাজ না করত তবে আমরা তাকে আপনার কাছে আনতাম
না।" ৩১**পীলাত** তাঁদের বললেন, "একে তোমরা নিয়ে গিয়ে তোমাদের শরীয়ত মতে বিচার কর।" এতে ইহুদী
নেতারা পীলাতকে বললেন, "কিন্তু কাউকে মৃত্যুর শাস্তি দেবার ক্ষমতা তো আমাদের হাতে নেই।" ৩২কিভাবে
নিজের মৃত্যু হবে ঈসা আগেই তা বলেছিলেন। এটা ঘটল যাতে তাঁর সেই কথা পূর্ণ হয়। ৩৩তখন পীলাত আবার
বাড়ীর মধ্যে ঢুকলেন এবং ঈসাকে ডেকে বললেন, "তুমিই কি ইহুদীদের বাদশাহ্?" ৩৪ঈসা বললেন, "আপনি
কি নিজে থেকেই এই কথা বলছেন, না অন্যেরা আমার বিষয়ে আপনাকে বলেছে?" ৩৫পীলাত জবাব দিলেন,
"আমি কি ইহুদী? তোমার জাতির লোকেরা আর প্রধান ইমামেরা তোমাকে আমার হাতে দিয়েছে। তুমি কি
করেছ?" ৩৬ঈসা বললেন, "আমার রাজ্য এই দুনিয়ার নয়। যদি আমার রাজ্য এই দুনিয়ার হত তবে আমি যাতে
ইহুদী নেতাদের হাতে না পড়ি সেইজন্য আমার লোকেরা যুদ্ধ করত; কিন্তু আমার রাজ্য তো এখানকার নয়।"
৩৭পীলাত ঈসাকে বললেন, "তাহলে তুমি কি বাদশাহ্?" ঈসা বললেন, "আপনি ঠিকই বলেছেন যে, আমি
বাদশাহ্। সত্যের পক্ষে সাক্ষ্য দেবার জন্য আমি জন্মেছি আর সেইজন্যই আমি দুনিয়াতে এসেছি। যে কেউ
সত্যের সে আমার কথা শোনে।" ৩৮পীলাত তাঁকে বললেন, "সত্য কি?" এই কথা বলে তিনি আবার বাইরে ইহুদী
নেতাদের কাছে গিয়ে বললেন, **"আমি এর কোনই দোষ দেখতে পাচ্ছি না।"**

(লূক ২৩) ৫কিন্তু তাঁরা জিদ করে বলতে লাগলেন, "এহুদিয়া প্রদেশের সব জায়গায় শিক্ষা দিয়ে এ লোকদের
ক্ষেপিয়ে তুলছে। গালীল প্রদেশ থেকে সে শুরু করেছে, আর এখন এখানে এসেছে।" ৬এই কথা শুনে পীলাত
জিজ্ঞাসা করলেন ঈসা গালীল প্রদেশের লোক কি না। ৭শাসনকর্তা হেরোদের শাসনের অধীনে যে প্রদেশ আছে,
ঈসা সেই জায়গার লোক জানতে পেরে পীলাত তাঁকে হেরোদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। সেই সময় হেরোদও
জেরুজালেমে ছিলেন। ৮ঈসাকে দেখে **হেরোদ** খুব খুশী হলেন। তিনি ঈসার সম্বন্ধে অনেক কথা শুনেছিলেন,
তাই তিনি অনেক দিন ধরে তাঁকে দেখতে চাইছিলেন। হেরোদ আশা করেছিলেন ঈসা তাঁকে কোন অলৌকিক
কাজ করে দেখাবেন। ৯তিনি ঈসাকে অনেক প্রশ্ন করলেন, কিন্তু ঈসা কোন কথারই জবাব দিলেন না। ১০প্রধান
ইমামেরা এবং আলেমেরা সেখানে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে ঈসাকে দোষ দিতে লাগলেন। ১১তখন হেরোদ ঈসাকে
অপমান ও ঠাট্টা করলেন, আর তাঁর সৈন্যেরাও তা-ই করল। তার পরে ঈসাকে জমকালো একটা পোশাক পরিয়ে
তিনি তাঁকে পীলাতের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। ১২এর আগে হেরোদ ও পীলাতের মধ্যে শত্রুতা ছিল, কিন্তু সেই দিন
থেকে তাঁদের মধ্যে বন্ধুত্ব হল। ১৩পীলাত তখন প্রধান ইমামদের, নেতাদের এবং সাধারণ লোকদের ডেকে একত্র

৮৩ অধ্যায়

ঈসাকে দোষী করা হলো; মথি ২৬, ২৭; ইউহোন্না ১৮, ১৯

করে বললেন, [১৪]“আপনারা এই লোকটিকে এই দোষ দিয়ে আমার কাছে এনেছেন যে, লোকদের সে সরকারের বিরুদ্ধে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তাকে আমি আপনাদের সামনেই জেরা করেছি। **আপনারা তার বিরুদ্ধে যে সব দোষ দিচ্ছেন তার একটাতেও সে দোষী বলে আমি প্রমাণ পাই নি**। [১৫]হেরোদও নিশ্চয় তার কোন দোষ পান নি, কারণ তিনি তাকে আমাদের কাছে ফেরৎ পাঠিয়েছেন। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, হত্যা করবার মত এমন কোন অন্যায় কাজও সে করে নি। [১৬]তাই আমি তাকে শাস্তি দিয়ে ছেড়ে দেব।”

(ইউহোন্না ১৮) [৩৯]তবে তোমাদের একটা নিয়ম আছে, উদ্ধার-ঈদের সময়ে আমি তোমাদের একজন কয়েদীকে ছেড়ে দিই। তোমরা কি চাও যে, আমি ইহুদীদের বাদশাহ্‌কে ছেড়ে দিই?” [৪০]এতে সকলে চেঁচিয়ে বলল, “ওকে নয়, বারাব্বাকে।” সেই **বারাব্বা** একজন ডাকাত ছিল। (লুক ২৩) [১৯]এই বারাব্বাকে শহরের মধ্যে বিদ্রোহ ও খুনাখুনির জন্য জেলে দেওয়া হয়েছিল। [২০]পীলাত কিন্তু ঈসাকে ছেড়ে দিতে চেয়েছিলেন, সেইজন্য তিনি লোকদের আবার সেই একই কথা বললেন। [২১]কিন্তু লোকেরা এই বলে চেঁচাতেই থাকল, **“ওকে ক্রুশে দিন, ক্রুশে দিন।”** [২২]পীলাত তৃতীয়বার লোকদের বললেন, “কেন, এই লোকটি কি দোষ করেছে? আমি তো তার কোন দোষই দেখতে পাচ্ছি না যাতে তাকে মৃত্যুর শাস্তি দেওয়া যায়। সেইজন্য তাকে আমি অন্য শাস্তি দেবার পর ছেড়ে দেব।”

(ইউহোন্না ১৯) [১]তখন পীলাত ঈসাকে নিয়ে গিয়ে ভীষণ ভাবে **চাবুক** মারবার হুকুম দিলেন। [২]সৈন্যেরা **কাঁটা-লতা** দিয়ে একটা তাজ গেঁথে ঈসার মাথায় পরিয়ে দিল। [৩]পরে তাঁকে বেগুনে কাপড় পরাল এবং তাঁর কাছে গিয়ে বলল, “ওহে ইহুদীদের বাদশাহ্‌, মারহাবা!” এই বলে সৈন্যেরা তাঁকে **চড় মারতে** লাগল। [তখন তাঁর গায়ে তারা **থুথু** দিল এবং সেই লাঠি দিয়ে তাঁর মাথায় বারবার আঘাত করল। (মথি ২৭:৩০)] [৪]পীলাত আবার বাইরে এসে লোকদের বললেন, “দেখ, আমি ওকে তোমাদের কাছে বের করে আনছি যাতে তোমরা বুঝতে পার যে, আমি ওর কোন দোষই পাচ্ছি না।” [৫]ঈসা সেই কাঁটার তাজ আর বেগুনে কাপড় পরা অবস্থায় বাইরে আসলেন। তখন পীলাত লোকদের বললেন, “এই দেখ, সেই লোক।” [৬]ঈসাকে দেখে প্রধান ইমামেরা আর কর্মচারীরা চেঁচিয়ে বললেন, **“ক্রুশে দিন, ওকে ক্রুশে দিন।”** পীলাত লোকদের বললেন, “তোমরাই ওকে নিয়ে গিয়ে ক্রুশে দাও, কারণ আমি ওর কোন দোষই দেখতে পাচ্ছি না।” [৭]ইহুদী নেতারা পীলাতকে বললেন, **“আমাদের একটা আইন আছে, সেই আইন মতে তার মৃত্যু হওয়া উচিত, কারণ সে নিজেকে ইব্‌নুল্লাহ্‌ বলেছে।”** [৮]পীলাত যখন এই কথা শুনলেন তখন তিনি আরও ভয় পেলেন। [৯]তিনি আবার বাড়ীর মধ্যে গিয়ে ঈসাকে জিজ্ঞাসা করলেন, “তুমি কোথা থেকে এসেছ?” ঈসা কিন্তু পীলাতকে কোন জবাব দিলেন না। [১০]এইজন্য পীলাত ঈসাকে বললেন, “তুমি কি আমার সংগে কথা বলবে না? তুমি কি জান যে, তোমাকে ছেড়ে দেবার বা ক্রুশের উপরে হত্যা করবার ক্ষমতা আমার আছে?” [১১]ঈসা জবাব দিলেন, “উপর থেকে আপনাকে ক্ষমতা দেওয়া না হলে আমার উপরে আপনার

কোন ক্ষমতাই থাকত না। সেইজন্য যে আমাকে আপনার হাতে দিয়েছে তারই গুনাহ্ বেশী।” [১২]এই কথা শুনে পীলাত ঈসাকে ছেড়ে দেবার চেষ্টা করতে লাগলেন, কিন্তু ইহুদী নেতারা চেঁচিয়ে বললেন, “আপনি যদি এই লোকটাকে ছেড়ে দেন তবে আপনি সম্রাট সিজারের বন্ধু নন। যে কেউ নিজেকে বাদশাহ্ বলে দাবি করে সে তো সম্রাট সিজারের শত্রু।”

(মথি ২৭) [২৪]পীলাত যখন দেখলেন তিনি কিছুই করতে পারছেন না বরং আরও গোলমাল হচ্ছে, তখন তিনি পানি নিয়ে লোকদের সামনে হাত ধুয়ে বললেন, “এই লোকের রক্তের জন্য আমি দায়ী নই; তোমরাই তা বুঝবে।” [২৫]জবাবে লোকেরা সবাই বলল, “আমরা এবং আমাদের সন্তানেরা ওর রক্তের দায়ী হব।”

(মার্ক ১৫) [১৫]**তখন পীলাত লোকদের সন্তুষ্ট করবার জন্য বারাব্বাকে তাদের কাছে ছেড়ে দিলেন, আর ঈসাকে ...... হত্যা করবার জন্য দিলেন।**

এইভাবে, ইশাইয়া সাতশত বছর আগে যে ভবিষ্যতবানী করেছিলেন তা পূর্ণ হয়েছিল। তিনি লিখেছিলেন: **“তিনি অত্যাচারিত হলেন ও কষ্ট ভোগ করলেন, কিন্তু তবুও তিনি মুখ খুললেন না; জবাই করতে নেওয়া ভেড়ার বাচ্চার মত, লোম ছাঁটাইকারীদের সামনে চুপ করে থাকা ভেড়ীর মত তিনি মুখ খুললেন না।”** (ইশাইয়া ৫৩:৭ আয়াত) ইশাইয়া, মসীহের বিষয়ে আরো লিখেছিলেন, **“যারা আমাকে মেরেছে আমি তাদের কাছে আমার পিঠ পেতে দিয়েছি আর যারা আমার দাড়ি উপড়িয়েছে তাদের কাছে আমার গাল পেতে দিয়েছি। যখন আমাকে অপমান করা ও আমার উপর থুথু ফেলা হয়েছে তখন আমি আমার মুখ ঢেকে রাখি নি।”** (ইশাইয়া ৫০:৬ আয়াত)

আজকে আমরা দেখলাম যে কিভাবে ইহুদী নেতারা পবিত্র এবং ধার্মিক নাজাতদাতার বিরুদ্ধে গিয়ে, অত্যাচার করে এবং মৃত্যুর দোষে দোষী করে নবীদের কিতাবের লেখা পূর্ণ করেছিল। কেন ধর্মীয় নেতারা ঈসাকে মৃত্যুর দোষে দোষী করেছিল? তারা এইজন্য দোষী করেছিল কারণ **সত্যের নূর তাদের সহ্য হয়নি**। ঈসা তাদেরকে সত্যি বলেছিলেন আর সেই সত্যি তাদের ভণ্ডতা এবং দুষ্টতা তুলে ধরেছিল। ঈসা নিজেই সত্য ছিলেন! নূর দুনিয়াতে নেমে এসেছিলেন কিন্তু লোকেরা তাদের দুষ্টতার কারনে অন্ধকারকে বেছে নিল। এখনো আদম-সন্তানেরা আলো সহ্য করতে পারেনা, তাদের একমাত্র সমাধান হচ্ছে এটিকে নিভিয়ে ফেলা। এই বিষয়ে কিতাব ঘোষণা করছে: “সেই নূর অন্ধকারের মধ্যে জ্বলছে কিন্তু অন্ধকার নূরকে জয় করতে পারে নি। তবু দুনিয়ার মানুষ তাঁকে চিনল না। তিনি নিজের দেশে আসলেন, কিন্তু তাঁর নিজের লোকেরাই তাঁকে গ্রহণ করল না। **তবে যতজন তাঁর উপর ঈমান এনে তাঁকে গ্রহণ করল তাদের প্রত্যেককে তিনি আল্লাহ্‌র সন্তান হবার অধিকার দিলেন।”** (ইউহোন্না ১:৫ আয়াত, ১ করিন্থিয় ২:৮ আয়াত, ইউহোন্না ১:১০-১২ আয়াত)

৮৩ অধ্যায়

ঈসাকে দোষী করা হলো; মথি ২৬, ২৭; ইউহোন্না ১৮, ১৯

বন্ধু, সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ। নিশ্চিত হউন যে আমদের সাথে পরবর্তী অনুষ্ঠানে যুক্ত হতে পারবেন যেন দাউদ নবী মসীহের সম্পর্কে যা লিখেছিলেন তা আদম-সন্তানদের মাধ্যমে কিভাবে পূর্ণ হল তা দেখতে পারি। লেখা আছে: "আমার চারপাশে একদল দুষ্ট লোক কুকুরের মত করে আমাকে ঘিরে ধরেছে; তারা আমার হাত ও পা বিঁধেছে।" (জবুর ২২:১৬ আয়াত)

ইশাইয়া নবী মসীহের দুঃখভোগ সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্বানী করেছিলেন তা গভীরভাবে চিন্তার মাধ্যমে আল্লাহ্ আপনাকে রহমত দান করুন:

"তিনি অত্যাচারিত হলেন ও কষ্ট ভোগ করলেন, কিন্তু তবুও তিনি মুখ খুললেন না; জবাই করতে নেওয়া ভেড়ার বাচ্চার মত, লোম ছাঁটাইকারীদের সামনে চুপ করে থাকা ভেড়ীর মত তিনি মুখ খুললেন না।" (ইশাইয়া ৫৩:৭ আয়াত)

৮৪ অধ্যায়
ক্রুশের উপরে ঈসা; মথি ২৭; মার্ক ১৫; লুক ২৩; ইউহোন্না ১৯

শ্রোতা বন্ধু, আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হউক।

আমরা আপনাকে আল্লাহ্‌র নামে শুভেচ্ছা জানাই। তিনি শান্তির প্রভু। তিনি তার তৈরীকৃত ধার্মিকতার পথ এবং তাঁর সত্যময় শান্তি সম্পর্কে আমাদের জানাতে চান। আজকে আপনার অনুষ্ঠান "ধার্মিকতার পথ" আবারো উপস্থাপন করতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত।

আমাদের গত পাঠে আমরা দেখেছি যে, রাতের বেলা কিভাবে ঈসাকে ইহুদী নেতারা ধরে প্রধান ঈমামের বাড়িতে নিয়ে গেল, মিথ্যা সাক্ষীর দ্বারা তাকে দোষ দিতে চাইলো এবং দেশের শাসন কর্তা পিলাতের কাছে নিয়ে গেল যেন তারা তাকে ক্রুশে দিতে পারে। সৈন্যরা ভয়ঙ্করভাবে ঈসাকে চাবুক মেরেছিলো, একটি কাঁটার মুকুট তৈরী করে মাথায় পড়িয়ে দিয়েছিল, বিদ্রুপ করেছিল, মুখে আঘাত করেছিল, থুথু দিয়েছিল এবং একটি রড নিয়ে তাঁর মাথায় আঘাত করেছিল। **এইভাবে, আদম-সন্তানেরা আরেকবার একজন ধার্মিককে বর্জন করছিল, যিনি ছিলেন গৌরবের প্রভু এবং যিনি বেহেশত থেকে এসেছেন**। যারা ঈসাকে অত্যাচার করেছিল তারা আল্লাহ্‌র নবীদের কিতাব জানতো না; কারণ নবীগণ যা ঘোষণা করে গিয়েছিলেন যে, মসীহ্‌কে গুনাহ্‌গারদের হাতে দুঃখভোগ করতে হবে এই কালাম তারা পূর্ণ করতো না। আজকে আমরা ইঞ্জিল শরীফ থেকে দেখবো, কিভাবে ঈসা মসীহ্ দুঃখভোগ করেছিলেন এবং ক্রুশে মৃত্যুবরণ করেছিলেন যেন নাজাতের বিষয়ে আল্লাহ্‌র মহাপরিকল্পনা পূর্ণ হয় যা নবীগণ বহু আগে ভবিষ্যতবানী করে গিয়েছিলেন। শুরু করার পূর্বে আপনার জেনে রাখা ভাল যে, কোন সময়টাতে ঈসা দুনিয়াতে বসবাস করেছিলেন। তখন রোমীয় সরকার সন্ত্রাসীদের লাঠিতে, গাছে অথবা বিশেষভাবে তৈরী করা ক্রুশে পেরেক মেরে হত্যা করতো। এরকম মৃত্যুকে বলা হত ক্রুশীয় মৃত্যু। আপনারা হয়তো অনেকেই চিন্তা করতে পারেন যে আল্লাহ্ কেন ধার্মিক ঈসাকে এরকম কষ্টদায়ক এবং লজ্জাকর মৃত্যু দিলেন। কারণ যেহেতু গুনাহ্ এক ধরনের ভয়ংঙ্কর সন্ত্রাস সেহেতু ঈসাকেও সেই রকম ভয়ঙ্করভাবে মরতে হয়েছিল। **গুনাহ্ হচ্ছে দুনিয়ার জন্য সমস্যা**। আমরা সবাই গুনাহ্‌গার, আর এই গুনাহ্ আমরা পবিত্র এবং ধার্মিক আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে করে থাকি। **যদি আল্লাহ্ তাঁর ধার্মিকতা বজায় রেখে আমাদের গুনাহ্ মাফ করতে পারেন তাহলে সেই বিচারকে বলা হবে ন্যায় এবং পূর্ণ বিচার**। তিনি আমাদের গুনাহ্ অল্পতেই মাফ করে দিতে পারেন না। আল্লাহ্ হচ্ছে ন্যায় বিচারক এবং প্রত্যেকটি গুনাহের বিচার সঠিকভাবে করে থাকেন। গুনাহের শাস্তি হচ্ছে মৃত্যু এবং দোযখের চিরস্থায়ী আগুন। এই শাস্তি **পুরোপুরি ভাবে** গ্রহণ করতে হবে। সুখবর হচ্ছে, আল্লাহ্ আমাদের পূর্ণ শাস্তির মূল্য পরিশোধ করার জন্য একজন ধার্মিক নাজাতদাতাকে পাঠিয়েছেন। তিনি আমাদেরকে আল্লাহ্‌র ক্রোধ হতে রক্ষা করার জন্য এসেছিলেন। আল্লাহ্‌র এই ক্রোধ আমাদের গুনাহের জন্য এসেছে। বন্ধু, আপনাকে আমন্ত্রন জানাই, আপনার মন-প্রান দিয়ে আজকের অনুষ্ঠানে মনোযোগ দিন। ইঞ্জিল শরীফে **ঈসার কোরবানি এবং ক্রুশীয় মৃত্যুর কাহিনী পড়তে যাচ্ছি**। কিতাব বলেঃ

৮৪ অধ্যায়

ক্রুশের উপরে ঈসা; মথি ২৭; মার্ক ১৫; লুক ২৩; ইউহোন্না ১৯

(ইউহোন্না ১৯) ১৬**তখন পীলাত ঈসাকে ক্রুশের উপরে হত্যা করবার জন্য তাঁদের হাতে দিয়ে দিলেন।** তখন সৈন্যেরা ঈসাকে নিয়ে গেল। ১৭ঈসা নিজের ক্রুশ নিজে বয়ে নিয়ে মাথার খুলির স্থান নামে একটা জায়গায় গেলেন। সেই জায়গার হিব্রু নাম ছিল গল্‌গথা।

(লুক ২৩) ২৬সৈন্যেরা যখন ঈসাকে নিয়ে যাচ্ছিল তখন শিমোন নামে কুরীণী শহরের একজন লোক গ্রামের দিক থেকে আসছিল। সৈন্যেরা তাকে জোর করে ধরে ক্রুশটা তার কাঁধে তুলে দিল যেন সে ঈসার পিছনে তা বয়ে নিয়ে যেতে পারে। ২৭অনেক লোক ঈসার পিছনে পিছনে যাচ্ছিল। তাদের মধ্যে অনেক স্ত্রীলোকও ছিল। তারা বুক চাপড়ে কাঁদছিল... ৩২সৈন্যেরা দু'জন দোষী লোককেও হত্যা করবার জন্য ঈসার সংগে নিয়ে চলল। ৩৩যে জায়গাটাকে মাথার খুলি বলা হত সেখানে পৌঁছে তারা ঈসাকে ও সেই দু'জন দোষীকে ক্রুশে দিল- একজনকে ঈসার ডান দিকে ও অন্যজনকে বাঁদিকে। ৩৪তখন ঈসা বললেন, **"পিতা, এদের মাফ কর, কারণ এরা কি করছে তা জানে না।"** তারা গুলিবাঁট করে ঈসার কাপড়-চোপড় নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিল। ৩৫লোকেরা দাঁড়িয়ে দেখছিল। ধর্ম-নেতারা ঈসাকে ঠাট্টা করে বললেন, "সে তো অন্যদের রক্ষা করত। যদি সে আল্লাহ্‌র মসীহ্‌, তাঁর বাছাই-করা বান্দা হয় তবে নিজেকে রক্ষা করুক!" ৩৬সৈন্যেরাও তাঁকে ঠাট্টা করতে লাগল। তারা ঈসাকে খেতে দেবার জন্য তাঁর কাছে সিরকা নিয়ে গিয়ে বলল, ৩৭"তুমি যদি ইহুদীদের বাদশাহ্‌ হও তবে নিজেকে রক্ষা কর।"(ইউহোন্না ১৯) ১৯পীলাত একটা দোষনামা লিখে ঈসার ক্রুশের উপরে লাগিয়ে দিলেন। তাতে লেখা ছিল, "নাসরতের ঈসা, ইহুদীদের বাদশাহ্‌।" ২০যেখানে ঈসাকে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল সেই জায়গাটা শহরের কাছে ছিল বলে ইহুদীদের অনেকেই সেই দোষনামা পড়ল। সেটা হিব্রু, রোমীয় আর গ্রীক ভাষায় লেখা ছিল। ২১তখন ইহুদীদের প্রধান ইমামেরা পীলাতকে বললেন, " 'ইহুদীদের বাদশাহ্‌,' এই কথা লিখবেন না, বরং লিখুন, 'এ বলত, আমি ইহুদীদের বাদশাহ্‌।' " ২২পীলাত বললেন, "আমি যা লিখেছি তা লিখেছি।" ২৩ঈসাকে ক্রুশে দেবার পর সৈন্যেরা তাঁর কাপড়-চোপড় নিয়ে নিজেদের মধ্যে চার ভাগে ভাগ করল। পরে তারা ঈসার কোর্তাটাও নিল। সেই কোর্তায় কোন সেলাই ছিল না, উপর থেকে নীচ পর্যন্ত সবটাই বোনা ছিল। ২৪তা দেখে সৈন্যেরা একে অন্যকে বলল, "এটা না ছিঁড়ে বরং গুলিবাঁট করে দেখি এটা কার হবে।" এটা ঘটেছিল যাতে পাক-কিতাবের **এই কথা পূর্ণ হয়,** তারা নিজেদের মধ্যে আমার কাপড়-চোপড় ভাগ করছে, আর আমার কাপড়ের জন্য তারা গুলিবাঁট করছে। আর সত্যিই সৈন্যেরা এই সব করেছিল।

(লুক ২৩) ৩৯যে দু'জন দোষী লোককে সেখানে ক্রুশে টাংগানো হয়েছিল তাদের মধ্যে একজন ঈসাকে টিটকারি দিয়ে বলল, "তুমি নাকি মসীহ্‌? তাহলে নিজেকে ও আমাদের রক্ষা কর।" ৪০তখন অন্য লোকটি তাকে বকুনি দিয়ে বলল, "তুমি কি আল্লাহ্‌কে ভয় কর না? তুমি তো একই রকম শাস্তি পাচ্ছ। ৪১আমরা উচিত শাস্তি পাচ্ছি।

আমাদের যা পাওনা আমরা তা-ই পাচ্ছি, কিন্তু এই লোকটি তো কোন দোষ করে নি।” ৪২তারপর সে বলল, “ঈসা, আপনি যখন রাজত্ব করতে ফিরে আসবেন তখন আমার কথা মনে করবেন।” ৪৩জবাবে ঈসা তাকে বললেন, **“আমি তোমাকে সত্যি বলছি, তুমি আজকেই আমার সংগে জান্নাতুল-ফেরদৌসে উপস্থিত হবে।”**

(মার্ক ১৫) ৩৩পরে দুপুর বারোটা থেকে বেলা তিনটা পর্যন্ত সারা দেশ অন্ধকার হয়ে রইল। ৩৪বেলা তিনটার সময় ঈসা জোরে চিৎকার করে বললেন, **“এলোই, এলোই, লামা শবক্তানী,”** অর্থাৎ **“আল্লাহ্‌ আমার, আল্লাহ্‌ আমার, কেন তুমি আমাকে ত্যাগ করেছ?”** ৩৫যারা কাছে দাঁড়িয়ে ছিল তাদের কয়েকজন এই কথা শুনে বলল, “শোন, শোন, ও নবী ইলিয়াসকে ডাকছে।” ৩৬তখন একজন লোক দৌড়ে গিয়ে একটা সপঞ্জ সিরকায় ভিজাল এবং একটা লাঠির মাথায় লাগিয়ে তা ঈসাকে খেতে দিল। সে বলল, “থাক, দেখি ইলিয়াস ওকে নামিয়ে নিতে আসেন কি না।” (লোকেরা এরকম কথা বলেছিলেন কারণ তারা জানতো না যে ঈসা কেন এই কথা বলেছেন এবং তারা বোঝেনি যে কি ঘটছে। সমস্ত দেশ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। দুপুর হতে প্রায় বিকেল পর্যন্ত। এই সময়ের মধ্যে আল্লাহ্‌ সমস্ত আদম-সন্তানদের গুনাহ্‌ তার উপর চাপিয়ে দিয়েছিল যেন যে কেহ তাঁর উপর ঈমান আনে সে ধ্বংস না হয়! ঈসার এই দুঃখভোগ যা আমাদের জন্য তিনি সহ্য করেছিলেণ সেই সম্পর্কে আমরা সঠিকভাবে চিন্তাও করতে পারবো না।)

(ইউহোন্না ১৯) ২৮এর পরে সব কিছু শেষ হয়েছে জেনে পাক-কিতাবের কথা যাতে পূর্ণ হয় সেইজন্য ঈসা বললেন, **“আমার পিপাসা পেয়েছে।”** ২৯সেই জায়গায় সিরকায় পূর্ণ একটা পাত্র ছিল। তখন তারা একটা সপঞ্জ সেই সিরকায় ভিজাল এবং এসোব গাছের ডালের মাথায় তা লাগিয়ে ঈসার মুখের কাছে ধরল। ৩০ঈসা সেই সিরকা খাওয়ার পরে বললেন, **“শেষ হয়েছে।”** তারপর তিনি মাথা নীচু করে তাঁর রূহ্‌ সমর্পণ করলেন।

(মার্ক ১৫) ৩৮তখন বায়তুল-মোকাদ্দসের পর্দাটা উপর থেকে নীচ পর্যন্ত চিরে দু’ভাগ হয়ে গেল। ৩৯যে সেনাপতি ঈসার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল সে ঈসাকে এইভাবে মারা যেতে দেখে বলল, “সত্যিই ইনি ইবনুল্লাহ্‌ ছিলেন।” ৪০কয়েকজন স্ত্রীলোক দূরে দাঁড়িয়ে এই সব দেখছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন মগ্‌দলীনী মরিয়ম, দুই ইয়াকুবের মধ্যে ছোট ইয়াকুব ও ইউসুফের মা মরিয়ম আর শালোমী। ৪১ঈসা যখন গালীলে ছিলেন তখন এই স্ত্রীলোকেরা তাঁর সংগে সব জায়গায় যেতেন এবং তাঁর সেবা করতেন। আরও অনেক স্ত্রীলোক, যাঁরা তাঁর সংগে সংগে জেরুজালেমে এসেছিলেন, তাঁরাও সেখানে ছিলেন।

৮৪ অধ্যায়

ক্রুশের উপরে ঈসা; মথি ২৭; মার্ক ১৫; লুক ২৩; ইউহোন্না ১৯

(ইউহোন্না ১৯) [৩১]সেই দিনটা ছিল ঈদের আয়োজনের দিন। পরের দিন ছিল বিশ্রামবার, আর সেই বিশ্রামবারটা
একটা বিশেষ দিন ছিল বলে ইহুদী নেতারা চেয়েছিলেন যেন সেই দিনে লাশগুলো ক্রুশের উপরে না থাকে।
এইজন্য তাঁরা পীলাতের কাছে অনুরোধ করলেন যেন ক্রুশে যারা আছে তাদের পা ভেংগে ক্রুশ থেকে তাদের
সরিয়ে ফেলা হয়। [৩২]তখন সৈন্যেরা এসে ঈসার সংগে যাদের ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল তাদের দু'জনের পা ভেংগে
দিল। [৩৩]পরে ঈসার কাছে এসে সৈন্যেরা তাঁকে মৃত দেখে তাঁর পা ভাংল না। [৩৪]কিন্তু **একজন সৈন্য তাঁর পাঁজরে
বর্শা দিয়ে খোঁচা মারল, আর তখনই সেখান থেকে রক্ত আর পানি বের হয়ে আসল**। [৩৫]যিনি নিজের চোখে এটা
দেখেছিলেন তিনিই সাক্ষ্য দিয়ে বলেছেন, আর তাঁর সাক্ষ্য সত্যি। তিনি জানেন যে, তিনি যা বলছেন তা সত্যি,
যেন তোমরাও বিশ্বাস করতে পার। [৩৬]এই সব ঘটেছিল যাতে **পাক-কিতাবের এই কথা পূর্ণ হয়**, "তাঁর একখানা
হাড়ও ভাংগা হবে না।" [৩৭]আবার কিতাবের আর একটা কথা এই-"যাঁকে তারা বিঁধেছে তাঁর দিকে তারা তাকিয়ে
দেখবে।" [৩৮]**এই সমস্ত ঘটনার পরে অরিমাথিয়া গ্রামের ইউসুফ ঈসার লাশটা নিয়ে যাবার জন্য পীলাতের কাছে
অনুমতি চাইলেন**। ইউসুফ ছিলেন ঈসার গোপন সাহাবী, কারণ তিনি ইহুদী নেতাদের ভয় করতেন। পীলাত
অনুমতি দিলে পর তিনি এসে ঈসার লাশ নিয়ে গেলেন। [৩৯]আগে যিনি রাতের বেলায় ঈসার কাছে এসেছিলেন
সেই নীকদীমও প্রায় তেত্রিশ কেজি গন্ধরস ও অগুরু মিশিয়ে নিয়ে আসলেন। [৪০]পরে তাঁরা ঈসার লাশটি নিয়ে
ইহুদীদের দাফন করবার নিয়ম মত সেই সমস্ত খোশবু জিনিসের সংগে লাশটি কাপড় দিয়ে জড়ালেন। [৪১]ঈসাকে
যেখানে ক্রুশের উপরে হত্যা করা হয়েছিল সেই জায়গায় একটা বাগান ছিল আর সেখানে একটা নতুন কবর ছিল।
সেই কবরের মধ্যে কাউকে কখনও দাফন করা হয় নি। [৪২]সেই দিনটা ছিল ইহুদীদের ঈদের আয়োজনের দিন,
আর কবরটাও কাছে ছিল বলে তাঁরা ঈসাকে সেই কবরেই দাফন করলেন।

বন্ধু, আজকে আমাদের এখানেই শেষ করতে হবে। মনে রাখবেন, মসীহের কাহিনী কবরের দ্বারা শেষ হয়নি! আমরা আপনাকে আমাদের পরবর্তী অনুষ্ঠান **"ঈসার পুনরুত্থান"** এ আমন্ত্রন করতে পেরে আনন্দিত। আজকে আমরা যা শুনেছি তা আমাদের বোধের বাহিরে! আমরা দেখেছি যে কিভাবে আদম-সন্তানেরা জীবনকর্তা মসীহ্‌কে অগ্রাহ্য করেছিল এবং ক্রুশে দিয়েছিল। যাইহোক, আমাদের স্বরনে রাখতে হবে যে, দুনিয়া সৃষ্টির পূর্বেই আল্লাহ্‌ পরিকল্পনা করেছিলেন যে মসীহ্‌কে তাঁর জীবন দিতে হবে।

আপনি লক্ষ করেছেন, মারা যাবার পূর্বে ঈসা কি ঘোষণা করেছিলেন? তিনি বলেছিলেন, **"শেষ হয়েছে!"** কেন ঈসা বলেছিলেন, "শেষ হয়েছে!"? তিনি বলেছিলেন, "শেষ হয়েছে!" কারণ তিনি নাজাতের কাজ সম্পন্ন করেছিলেন। দুনিয়ার ধর্ম বলে না যে "শেষ হয়েছে!" তারা যা বলে তা হচ্ছে: "কিছুই শেষ হয়নি! আপনাকে ভাল কাজের মাধ্যমে নিজেকে রক্ষা করতে হবে! নিজের গুনাহ্‌ নিজেকে নষ্ট করতে হবে! আসুন, এই বিষয়ে কাজ করা যাক! কাজ করতে থাকুন! কিছুই এখনো শেষ হয়নি! যদি আপনি জান্নাতুল ফেরদৌসে প্রবেশ করতে

চান তাহলে অবশ্যই কাজ করতে হবে, কোরবানি দিতে হবে, ধর্মিয় রীতিনীতি পালন করতে হবে, নামাজ পরতে হবে, নিজের দেহকে ধমক দিতে হবে, ইত্যাদি, ইত্যাদি!" এটিই হচ্ছে ধর্মের বার্তা! কিন্তু আল্লাহ্‌র সুখবরের অর্থ হচ্ছে, **"শেষ–হয়েছে!!!"** ঈমান আনো এবং নাজাত গ্রহণ কর। মসীহ্ তাঁর রক্তের দ্বারা তোমার গুনাহের ঋন পরিশোধ করেছেন! ঈসার রক্ত পরিশুদ্ধ করতে পারে এবং গুনাহ্‌গারদের খারাপ অবস্থার পরিবর্তন করতে পারে! যার কারনে ঈসা মৃত্যুপথযাত্রী একজন সন্ত্রাসীকে বলতে পেরেছিলেন, "আমি তোমাকে সত্যি বলছি, তুমি আজকেই আমার সংগে জান্নাতুল-ফেরদৌসে উপস্থিত হবে।" (লুক ২৩:৪৩ আয়াত)

প্রিয়বন্ধু, গুনাহ্ থেকে আপনাকে নাজাত দেয়ার কাজ পরিপূর্ণভাবে শেষ হয়েছে। আল্লাহ্ ঈসার কোরবানিতে সন্তুষ্ট হয়েছেন। মসীহ্ আসার পূর্বে, আমাদের পূর্বপূরুষদের মত করে আমাদের ভেড়া কোরবানি করার কোন প্রয়োজন নেই। ঈসা মসীহ্ই হচ্ছে আল্লাহ্‌র নিখুঁত এবং চূড়ান্ত কোরবানি! আল্লাহ্ মসীহ্ এবং মসীহের কোরবানির মাধ্যমে যে সাক্ষ্য দিয়েছেন তাতে ঈমান আনা ছাড়া আমাদের এখন আর কোন কাজ নেই। **"এটি শেষ হয়েছে!"** নবীরা নাজাতদাতার দুঃখভোগ এবং মৃত্যুর সম্পর্কে যা ভবিষ্যতবানী করেছিলেন তা ঈসা পূর্ণ করেছেন! ঈসা আসার সাতশত বছর পূর্বে ইশাইয়া নবী লিখেছিলেন: " যদিও তিনি কোন অনিষ্ট করেন নি কিংবা তাঁর মুখে কোন ছলনার কথা ছিল না, তবুও দুষ্টদের সংগে তাঁকে দাফন করা হয়েছিল আর মৃত্যুর দ্বারা তিনি ধনীর সংগী হয়েছিলেন....**আমাদের গুনাহের জন্যই তাঁকে বিদ্ধ করা হয়েছে; আমাদের অন্যায়ের জন্য তাঁকে চুরমার করা হয়েছে। যে শান্তির ফলে আমাদের শান্তি এসেছে সেই শাস্তি তাঁকেই দেওয়া হয়েছে; তিনি যে আঘাত পেয়েছেন তার দ্বারাই আমরা সুস্থ হয়েছি। আমরা সবাই ভেড়ার মত করে বিপথে গিয়েছি; আমরা প্রত্যেকে নিজের নিজের পথের দিকে ফিরেছি। মাবুদ আমাদের সকলের অন্যায় তাঁর উপর চাপিয়েছেন!"** (ইশাইয়া ৫৩:৯,৫,৬ আয়াত)

আপনি কি সত্যিই নবীদেরকে বিশ্বাস করেন? আপনি কি বিশ্বাস করেন, নবীরা যা লিখে গিয়েছেন সে অনুসারে ঈসা নাজাতের কাজ শেষ করেছেন? আপনি কি এখন বুঝতে পারছেন, কেন ধার্মিক নাজাতদাতা ক্রুশের উপর জীবন দিয়েছিলেন? **আপনি এবং আমি** হচ্ছি সেই কারণ! আমাদের গুনাহের কারনে তিনি মারা গিয়েছিলেন, ঠিক কোরবানির নিখুঁত ভেড়ার মত। আমরা দোযখের চিরস্থায়ী শাস্তির যোগ্য কিন্তু আল্লাহ্ আমাদের তাঁর মহান মহব্বতের দরুন ঈসাকে পাঠিয়েছেন (যাকে তিনি পুত্র বলেছেন) যেন ঈসা আমাদের গুনাহের শাস্তি ভোগ করতে পারে। এই কথাই পাক-কিতাব ঘোষণা করছে: "কোন সৎ লোকের জন্য কেউ প্রাণ দেয় না বললেই চলে। যিনি অন্যের উপকার করেন সেই রকম লোকের জন্য হয়তো বা কেউ সাহস করে প্রাণ দিলেও দিতে পারে। **কিন্তু আল্লাহ্ যে আমাদের মহব্বত করেন তার প্রমাণ এই যে, আমরা গুনাহ্‌গার থাকতেই মসীহ্ আমাদের জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন!"** (রোমীয় ৫: ৭, ৮ আয়াত) ঈসা মসীহের মধ্যে কোন গুনাহ্ ছিল না; কিন্তু আল্লাহ্ আমাদের গুনাহ্ তাঁর উপর তুলে দিয়ে তাঁকেই গুনাহের জায়গায় দাঁড় করালেন, যেন মসীহের সংগে যুক্ত থাকবার দরুন আল্লাহ্‌র পবিত্রতা আমাদের পবিত্রতা হয়।" (২ করিন্থিয় ৫:২১)

৮৪ অধ্যায়

ক্রুশের উপরে ঈসা; মথি ২৭; মার্ক ১৫; লুক ২৩; ইউহোন্না ১৯

আল্লাহ্‌র গৌরব হউক, যিরি দয়াময় এবং করুনাময়.....“শেষ হয়েছে!” আল্লাহ্ ইব্রাহিমের চিহ্ন সরূপ কোরবানি পূর্ণ করেছেন {ইদ-উল-আযহা}! ইব্রাহিম যেখানে একটি পুরুষ ভেড়া কোরবানি করেছিলেন ঠিক একই স্থানে পবিত্র ঈসা মসীহ্ আমাদের পরিবর্তে নিজের জীবন কোরবানি করেছেন– “আল্লাহ মানুষকে এত মহব্বত করলেন যে, তাঁর একমাত্র পুত্রকে তিনি দান করলেন, যেন যে কেউ সেই পুত্রের উপর ঈমান আনে সে বিনষ্ট না হয় কিন্তু অনন্ত জীবন পায়!” (ইউহোন্না ৩:১৬)

সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ। ঈসার নিখুঁত কোরবানির সম্পর্কে যদি আপনার কোন প্রশ্ন থেকে থাকে তাহলে আমাদের লিখে জানাতে পারেন.....ঈসা মৃত্যুর সময়ে যে গভীর এবং শক্তিশালী কালাম ঘোষণা করেছেন তা গভীরভাবে চিন্তার মধ্য দিয়ে আল্লাহ্ আপনাকে রহমত দান করুন। তিনি বলেছিলেন,

“শেষ হয়েছে!” (ইউহোন্না ১৯:৩০ আয়াত)

৮৫ অধ্যায়

ঈসার পুনরুত্থান!; মথি ২৮; লুক ২৪; ইউহোন্না ২০

শ্রোতা বন্ধু, আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হউক।

আমরা আপনাকে আল্লাহ্‌র নামে শুভেচ্ছা জানাই। তিনি শান্তির প্রভু। তিনি তার তৈরীকৃত ধার্মিকতার পথ এবং তাঁর সত্যময় শান্তি সম্পর্কে আমাদের জানাতে চান। আজকে আপনার অনুষ্ঠান “ধার্মিকতার পথ” আবারো উপস্থাপন করতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। আমাদের গত অনুষ্ঠানে আমরা দেখেছি যে, দুনিয়ার গুনাহের ঋন পরিশোধ করতে এবং **গুনাহ্‌গারদের জন্য চিরস্থায়ী শান্তির দরজা খুলতে** ঈসা ক্রুশে তাঁর রক্ত ঝড়িয়েছিলেন। তাকে ক্রুশে পেরেক মারা হয়েছিল। যেভাবে আল্লাহ্‌র নবীগণ বলেছিলেন, ঠিক সেই ভাবেই সমস্ত কিছু ঘটেছিল। আল্লাহ্‌র নবীগণ বলেছিলেনঃ মসীহ্‌র সাথে ঠাট্টা করা হবে, চাবুক মারা হবে এবং ক্রুশে পেরেক মারা হবে। যেভাবে ইব্রাহিমের সন্তানের স্থানে একটি নিষ্পাপ পুরুষ ভেড়া মারা গিয়েছিল ঠিক সেভাবে ঈসা (পবিত্র নাজাতদাতা) আমাদের স্থানে মারা গিয়েছিলেন। ঈসা মারা যাওয়ার পূর্বে চিৎকার করে বলেছিলেন, **“শেষ হয়েছে!”** আল্লাহ্‌র প্রশংসা হউক, প্রভু ঈসা আল্লাহ্‌র নাজাতের পরিকল্পনা পূর্ণ করেছেন! ঈসার মৃত্যু কিতাবের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ কারণ এই মৃত্যুর কারনে আল্লাহ্ তাঁর ধার্মিকতা বজায় রেখে আমাদের গুনাহ্ মাফ করতে পারেন। যাইহোক, ঈসা মসীহের মৃত্যু হচ্ছে **সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ** আর এখন আমরা পাঠ করতে যাচ্ছি **সবচেয়ে বিস্ময়কর সংবাদ** কারণ আমরা শুনতে যাচ্ছি কিভাবে **আল্লাহ্ ঈসাকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন**। আমরা ইতিমধ্যে পড়েছি যে, ঈসা ক্রুশে মৃত্যুবরণ করার পর একজন সৈন্য বর্শা নিয়ে তাঁর পাঁজরে খোঁচা মেরেছিল এবং সেখান থেকে রক্ত ও পানি বের হয়ে এসেছিল যা থেকে প্রমানিত হয়েছিল যে ঈসা মারা গিয়েছেন। আমরা আরো দেখেছি যে, একজন ধনী ব্যক্তি ঈসার দেহকে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং তাঁর মৃত দেহকে একটি নতুন কবরে রেখেছিলেন। সেই ধনী লোক কবরটি নিজের জন্য কিনেছিলেন। কবরের প্রবেশপথে একটি বড় পাথর রেখে দেয়া হয়েছিল। আল্লাহ্‌র নবীগনের ভবিষ্যদ্বানী মত সকল কিছু ঘটেছিল। এইভাবে, ইঞ্জিল শরীফে লেখা আছে:

(মথি ২৭) ৬২পরের দিন, অর্থাৎ আয়োজন-দিনের পরের দিন প্রধান ইমামেরা এবং ফরীশীরা পীলাতের কাছে জমায়েত হয়ে বললেন, ৬৩“হুজুর, আমাদের মনে পড়েছে, সেই ঠগটা বেঁচে থাকতে বলেছিল, **‘আমি তিন দিন পরে বেঁচে উঠব।’** ৬৪সেইজন্য হুকুম দিন যেন তিন দিন পর্যন্ত কবরটা পাহারা দেওয়া হয়। না হলে তাঁর সাহাবীরা হয়তো এসে তাঁর লাশটা চুরি করে নিয়ে গিয়ে লোকদের বলবে, ‘তিনি মৃত্যু থেকে বেঁচে উঠেছেন।’ তাহলে প্রথম ছলনার চেয়ে শেষ ছলনাটা আরও খারাপ হবে।” ৬৫তখন পীলাত তাঁদের বললেন, “পাহারাদারদের নিয়ে গিয়ে আপনারা যেভাবে পারেন সেইভাবে পাহারা দেবার ব্যবস্থা করুন।” ৬৬তখন তাঁরা গিয়ে পাথরের উপরে সীলমোহর করলেন এবং পাহারাদারদের সেখানে রেখে কবরটা কড়াকড়িভাবে পাহারা দেবার ব্যবস্থা করলেন।

৮৫ অধ্যায়

ঈসার পুনরুত্থান!; মথি ২৮; লুক ২৪; ইউহোন্না ২০

(মথি ২৮) ১বিশ্রামবারের পরে **সপ্তার প্রথম দিনের** খুব ভোরে মগ্‌দলীনী মরিয়ম ও সেই অন্য মরিয়ম কবরটা
দেখতে গেলেন। ২তখন হঠাৎ ভীষণ ভূমিকম্প হল, কারণ **মাবুদের একজন ফেরেশতা বেহেশত থেকে নেমে
আসলেন এবং কবরের মুখ থেকে পাথরখানা সরিয়ে দিয়ে তার উপর বসলেন**। ৩তাঁর চেহারা বিদ্যুতের মত ছিল
আর তাঁর কাপড়-চোপড় ছিল ধবধবে সাদা। ৪তাঁর ভয়ে পাহারাদারেরা কাঁপতে লাগল এবং মরার মত হয়ে পড়ল।
(লুক ২৪) ২তাঁরা দেখলেন কবরের মুখ থেকে পাথরখানা সরিয়ে রাখা হয়েছে, ৩কিন্তু কবরের ভিতরে গিয়ে তাঁরা
হযরত ঈসার লাশ দেখতে পেলেন না। ৪যখন তাঁরা অবাক হয়ে সেই বিষয়ে ভাবছিলেন তখন বিদ্যুতের মত ঝক
ঝকে কাপড় পরা দু'জন লোক তাঁদের পাশে এসে দাঁড়ালেন। ৫এতে স্ত্রীলোকেরা ভয় পেয়ে মাথা নীচু করলেন।
লোক দু'টি তাঁদের বললেন, **"যিনি জীবিত তাঁকে মৃতদের মধ্যে তালাশ করছ কেন? ৬তিনি এখানে নেই; তিনি
জীবিত হয়ে উঠেছেন!** তিনি যখন গালীলে ছিলেন তখন তিনি তোমাদের কাছে যা বলেছিলেন তা মনে করে
দেখ। ৭তিনি বলেছিলেন, ইব্‌নে-আদমকে গুনাহ্‌গার লোকদের হাতে ধরিয়ে দেওয়া হবে। তার পরে তাঁকে
ক্রুশের উপরে হত্যা করা হবে এবং তৃতীয় দিনে তাঁকে আবার জীবিত হয়ে উঠতে হবে।" ৮তখন তাঁদের সেই
কথা মনে পড়ল। ৯তাঁরা কবর থেকে ফিরে গিয়ে সেই এগারোজন সাহাবী এবং অন্য সকলকে এই সব কথা
জানালেন। ১০সেই স্ত্রীলোকদের মধ্যে ছিলেন মগ্‌দলীনী মরিয়ম, যোহানা ও ইয়াকুবের মা মরিয়ম। তাঁদের সংগে
আর অন্য যে স্ত্রীলোকেরা ছিলেন তাঁরাও এই সমস্ত কথা সাহাবীদের কাছে বললেন। ১১কিন্তু সেই সব কথা তাঁদের
কাছে বাজে কথার মতই মনে হল। সেইজন্য সেই স্ত্রীলোকদের কথা তাঁরা বিশ্বাস করলেন না। [মৃত্যু থেকে ঈসার
জীবিত হয়ে উঠবার যে দরকার আছে, পাক-কিতাবের সেই কথা তাঁরা আগে বুঝতে পারেন নি। (ইউহোন্না ১০:৯
আয়াত)] ১২পিতর কিন্তু উঠে দৌড়ে কবরের কাছে গেলেন এবং নীচু হয়ে কেবল কাপড়গুলোই দেখতে পেলেন।
যা ঘটেছে তাতে আশ্চর্য হয়ে তিনি ফিরে আসলেন। ১৩**সেই দিনেই দু'জন সাহাবী ইম্মায়ূ নামে একটা গ্রামে
যাচ্ছিলেন।** গ্রামটা জেরুজালেম থেকে প্রায় সাত মাইল দূরে ছিল। ১৪যা ঘটেছে তা নিয়ে তাঁরা আলাপ-আলোচনা
করছিলেন। ১৫**সেই সময় ঈসা নিজেই সেখানে উপস্থিত হয়ে তাঁদের সংগে হাঁটতে শুরু করলেন**। ১৬**তাঁদের চোখ
যেন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, তাই তাঁরা ঈসাকে চিনতে পারলেন না।** ১৭তখন ঈসা তাঁদের বললেন, "আপনারা কি
কথা বলতে বলতে যাচ্ছেন?" সেই দু'জন উম্মত ম্লান মুখে দাঁড়িয়ে রইলেন। ১৮তখন ক্লিয়পা নামে তাঁদের মধ্যে
একজন ঈসাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনিই কি জেরুজালেমের একমাত্র লোক যিনি জানেন না এই কয়দিনে
সেখানে কি কি ঘটছে?" ১৯ঈসা তাঁদের বললেন, "কি কি ঘটেছে?" তাঁরা বললেন, "নাসরত গ্রামের ঈসাকে নিয়ে
যা যা ঘটেছে। তিনি নবী ছিলেন। তিনি কাজে ও কথায় আল্লাহ্‌ ও সমস্ত লোকের চোখে শক্তিশালী ছিলেন।
২০আমাদের প্রধান ইমামেরা ও ধর্ম-নেতারা তাঁকে রোমীয়দের হাতে ধরিয়ে দিয়েছিলেন যাতে তারা তাঁর বিচার
করে তাঁকে মৃত্যুর শাস্তি দেয়। পরে সেই ইহুদী নেতারা তাঁকে ক্রুশে দিয়েছিলেন। ২১আমরা আশা করেছিলাম
তিনিই ইসরাইল জাতিকে মুক্ত করবেন। কেবল তা-ই নয়, আজ তিন দিন হল এই সব ঘটনা ঘটেছে। ২২আবার

৮৫ অধ্যায়

ঈসার পুনরুত্থান!; মথি ২৮; লুক ২৪; ইউহোন্না ২০

আমাদের দলের কয়েকজন স্ত্রীলোক আমাদের অবাক করেছেন। তাঁরা খুব সকালে ঈসার কবরে গিয়েছিলেন,
২৩কিন্তু সেখানে তাঁর লাশ দেখতে পান নি। তাঁরা ফিরে এসে বললেন, তাঁরা ফেরেশতাদের দেখা পেয়েছেন আর
সেই ফেরেশতারা তাঁদের বলেছেন যে, ঈসা বেঁচে আছেন। ২৪তখন আমাদের সংগে যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে
কয়েকজন কবরে গিয়ে স্ত্রীলোকেরা যেমন বলেছিলেন ঠিক তেমনি দেখতে পেলেন, কিন্তু ঈসাকে দেখতে পেলেন
না।” ২৫তখন ঈসা তাঁদের বললেন, **“আপনারা কিছুই বোঝেন না। আপনাদের মন এমন অসাড় যে, নবীরা যা
বলেছেন তা আপনারা বিশ্বাস করেন না। ২৬এই সমস্ত কষ্ট ভোগ করে কি মসীহের মহিমা লাভ করবার কথা ছিল
না?”** ২৭এর পরে তিনি মূসার এবং সমস্ত নবীদের কিতাব থেকে শুরু করে গোটা পাক-কিতাবের মধ্যে **তাঁর নিজের**
বিষয়ে যা যা লেখা আছে তা সবই তাঁদের বুঝিয়ে বললেন। ২৮তাঁরা যে গ্রামে যাচ্ছিলেন সেই গ্রামের কাছাকাছি
আসলে পর ঈসা আরও দূরে যাবার ভাব দেখালেন। ২৯তখন তাঁরা খুব সাধাসাধি করে তাঁকে বললেন, “এখন
বেলা গেছে, সন্ধ্যা হয়েছে। আপনি আমাদের সংগে থাকুন।” এতে তিনি তাঁদের সংগে থাকবার জন্য ঘরে
ঢুকলেন। ৩০যখন তিনি তাঁদের সংগে খেতে বসলেন তখন রুটি নিয়ে আল্লাহকে শুকরিয়া জানালেন এবং তা
টুকরা করে তাঁদের দিলেন। ৩১তখন তাঁদের চোখ খুলে গেল; তাঁরা ঈসাকে চিনতে পারলেন, কিন্তু তার সংগে
সংগেই তাঁকে আর দেখা গেল না। ৩২তখন তাঁরা একে অন্যকে বললেন, “রাস্তায় যখন তিনি আমাদের সংগে কথা
বলছিলেন এবং পাক-কিতাব বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন তখন আমাদের অন্তর কি জ্বলে জ্বলে উঠছিল না?” ৩৩তখনই সেই
দু'জন উঠে জেরুজালেমে গেলেন এবং সেই এগারোজন সাহাবী ও তাঁদের সংগে অন্যদেরও এক জায়গায় দেখতে
পেলেন। ৩৪**হযরত ঈসা যে সত্যিই জীবিত হয়ে উঠেছেন এবং শিমোনকে দেখা দিয়েছেন তা নিয়ে তখন তাঁরা
আলোচনা করছিলেন।** ৩৫সেই দু'জন সাহাবী রাস্তায় যা হয়েছিল তা তাঁদের জানালেন। তাঁরা আরও জানালেন,
তিনি যখন রুটি টুকরা টুকরা করছিলেন তখন কেমন করে তাঁরা তাঁকে চিনতে পেরেছিলেন। ৩৬সেই সাহাবীরা
যখন এই কথা বলছিলেন তখন **ঈসা নিজে তাঁদের মধ্যে এসে দাঁড়িয়ে তাঁদের সবাইকে বললেন**, “আস্‌সালামু
আলাইকুম।” ৩৭তাঁরা ভূত দেখছেন ভেবে খুব ভয় পেলেন। ৩৮ঈসা তাঁদের বললেন, “কেন তোমরা অস্থির হচ্ছ
আর কেনই বা তোমাদের মনে সন্দেহ জাগছে? ৩৯**আমার হাত ও পা দেখ। দেখ, এ আমি।** আমাকে ছুঁয়ে দেখ,
কারণ ভূতের তো আমার মত হাড়-মাংস নেই।” ৪০এই কথা বলে ঈসা তাঁর হাত ও পা তাঁদের দেখালেন। ৪১কিন্তু
তাঁরা এত আশ্চর্য ও আনন্দিত হয়েছিলেন যে, বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। তখন ঈসা তাঁদের বললেন,
“তোমাদের এখানে কি কোন খাবার আছে?” ৪২তাঁরা তাঁকে এক টুকরা ভাজা মাছ দিলেন। ৪৩তিনি তা নিয়ে
তাঁদের সামনেই খেলেন। ৪৪তারপর তিনি তাঁদের বললেন, **“আমি যখন তোমাদের সংগে ছিলাম তখন বলেছিলাম,
মূসার তৌরাত শরীফে, নবীদের কিতাবে ও জবুর শরীফের মধ্যে আমার বিষয়ে যে যে কথা লেখা আছে তার সব
পূর্ণ হতেই হবে।” ৪৫পাক-কিতাব বুঝবার জন্য তিনি সাহাবীদের বুদ্ধি খুলে দিলেন এবং তাঁদের বললেন, “লেখা
আছে, মসীহকে কষ্ট ভোগ করতে হবে এবং তিন দিনের দিন মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠতে হবে। ৪৭আরও**

৮৫ অধ্যায়

ঈসার পুনরুত্থান!; মথি ২৮; লুক ২৪; ইউহোন্না ২০

লেখা আছে, জেরুজালেম থেকে শুরু করে সমস্ত জাতির কাছে মসীহের নামে এই খবর তবলিগ করা হবে যে, তওবা করলে গুনাহের মাফ পাওয়া যায়। ৪৮তোমরাই এই সমস্ত বিষয়ের সাক্ষী।

(ইউহোন্না ২০) ২৪ঈসা যখন এসেছিলেন তখন থোমা নামে সেই বারোজন সাহাবীদের মধ্যে একজন তাঁদের সংগে ছিলেন না। এই থোমাকে যমজ বলা হত। ২৫অন্য সাহাবীরা পরে থোমাকে বললেন, "আমরা হুজুরকে দেখেছি।" থোমা তাঁদের বললেন, "আমি তাঁর দুই হাতে যদি পেরেকের চিহ্ন না দেখি, সেই চিহ্নের মধ্যে আংগুল না দিই এবং তাঁর পাঁজরে হাত না দিই, তবে কোনমতেই আমি বিশ্বাস করব না।" ২৬এর এক সপ্তা পরে সাহাবীরা আবার ঘরের মধ্যে মিলিত হলেন, আর থোমাও তাঁদের সংগে ছিলেন। যদিও সমস্ত দরজা বন্ধ ছিল তবুও ঈসা এসে তাঁদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বললেন, "আস্‌সালামু আলাইকুম।" ২৭পরে তিনি থোমাকে বললেন, "তোমার আংগুল এখানে দিয়ে আমার হাত দু'খানা দেখ এবং তোমার হাত বাড়িয়ে আমার পাঁজরে রাখ। অবিশ্বাস কোরো না বরং বিশ্বাস কর।" ২৮তখন থোমা বললেন, **"প্রভু আমার, আল্লাহ্‌ আমার।"** ২৯ঈসা তাঁকে বললেন, **"থোমা, তুমি কি আমাকে দেখেছ বলে ঈমান এনেছ? যারা না দেখে ঈমান আনে তারা ধন্য।"** ৩০ঈসা সাহাবীদের সামনে চিহ্ন হিসাবে আরও অনেক অলৌকিক কাজ করেছিলেন; সেগুলো এই কিতাবে লেখা হয় নি। ৩১**কিন্তু এই সব লেখা হল যাতে তোমরা ঈমান আন যে, ঈসাই মসীহ্‌, ইবনুল্লাহ্‌, আর ঈমান এনে যেন তাঁর মধ্য দিয়ে জীবন পাও।**

আজকে আমরা কি ভয়ঙ্কর একটি কাহিনী পড়লাম! ঈসা মৃত থেকে জীবিত হয়েছেন! তিনি মানুষের একটি বড় শত্রুর উপর বিজয় লাভ করেছেন আর তা হচ্ছে: মৃত্যু। কবর তাঁকে ধরে রাখতে পারেনি। তৃতীয় দিন ঈসা তাঁর কবরের পোষাক থেকে বের হয়ে এসেছিলেন যেভাবে একটি প্রজাপতি খোসা থেকে বের হয়ে আসে। কবরে, যেখানে ঈসা শুয়ে ছিল সেখানে শুধু পোষাকটাই পরে ছিল। প্রভু ঈসা একটি গৌরবের দেহ নিয়ে উঠেছিলেন। যারা তার উপর ঈমান এনেছে তারাও এইভাবে একদিন এরকম দেহ গ্রহণ করবে!

এইজন্য কিতাব বলে:

"মসীহ্‌কে কিন্তু সত্যিসত্যিই মৃত্যু থেকে জীবিত করে তোলা হয়েছে। তিনি **প্রথম ফল**, অর্থাৎ মৃত্যু থেকে যাদের জীবিত করা হবে তাদের মধ্যে তিনিই প্রথমে জীবিত হয়েছেন। একজন মানুষের মধ্য দিয়ে মৃত্যু এসেছে বলে মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে ওঠাও একজন মানুষেরই মধ্য দিয়ে এসেছে। **আদমের সংগে যুক্ত আছে বলে যেমন সমস্ত মানুষই মারা যায়, তেমনি মসীহের সংগে যারা যুক্ত আছে তাদের সবাইকে জীবিত করা হবে!"** (১ করিন্থিয় ১৫:২০-২২ আয়াত)

৮৫ অধ্যায়
ঈসার পুনরুত্থান!; মথি ২৮; লুক ২৪; ইউহোন্না ২০

ঈসার পুনরুত্থান প্রমান করে কিতাবে একমাত্র তাঁর সম্পর্কেই বলা হয়েছে। মনে আছে ঈসা তাঁর সম্পর্কে কি বলেছিলেন, **"আমিই পুনরুত্থান ও জীবন। যে আমার উপর ঈমান আনে সে মরলেও জীবিত হবে!"** (ইউহোন্না ১১:২৫ আয়াত) যারা ঈসার উপর ঈমান আনে তাদের প্রত্যেককে তিনি অনন্ত জীবন দেয়ার ওয়াদা করেছেন। যদি তিনি নিজেই মৃত্যুর উপর জয় লাভ করতে না পারে তাহলে তিনি কিভাবে অন্যদের মৃত্যু থেকে, গুনাহ্ থেকে এবং দোযখ থেকে রক্ষা করতে পারবেন? একটি উদাহরণ হয়তো আপনাদের সাহয্য করতে পারে। একজন বালক সমুদ্রপাড়ে ঢেউয়ের মাঝে মুনাজাত করছে। হঠাৎ এক শক্তিশালী ঢেউ এসে তাকে সমুদ্রে নিয়ে গেল। সে খুব চেষ্টা করলো আবারো পাড়ে চলে আসতে কিন্তু পারলো না। কেউ যদি এই বালকটিকে উদ্ধার না করে তাহলে সে মারা যাবে। একজন লোক পাড়ে থাকতে বালকটিকে দেখতে পেল এবং বালকটিকে চিৎকার করে বলল, "ভয় কর না। আমি তোমাকে রক্ষা করবো!" লোকটি সাতার কেঁটে বালকটির কাছে যেতে থাকলো কিন্তু সেই ঢেউগুলো খুব শক্তিশালী ছিল। যার কারনে দু'জনই মারা গেল। লোকটি চেয়েছিল বালকটিকে বাঁচাতে কিন্তু শক্তির কারনে সে পেরে উঠেনি। সমুদ্রের ঢেউগুলো তাঁর কাছে খুব কঠিন ছিল। একইভাবে, অনেকেই হয়তো নিজেদের নাজাতদাতা বলে দাবি করবে এবং মানুষদের বলবে, "আমাকে অনুসরণ কর, ঈমান আনো আর তুমি জান্নাতুল ফেরদৌসে প্রবেশ করবে। হয়তো তাদের উদ্দেশ্যও ভাল কিন্তু তারা তাদের ওয়াদা পূর্ণ করতে পারবে না। এমনকি তারা নিজেদেরও রক্ষা করতে পারবে না কারণ তারা গুনাহ্ এবং মৃত্যুর শক্তি অতিক্রম করতে পারবে না। মৃত্যুর শক্তি তাদের কাছে খুব কঠিন এবং যখন তারা মারা যাবে তাদের কবরে দেয়া হবে, তাদের মৃতদেহ পঁচে যাবে, আর তাদের রূহ্ শেষ বিচারের দিনের জন্য অপেক্ষা করবে। কিন্তু ঈসা মসীহের বেলায় এরকমটি হয়নি। **তিনিই একমাত্র এই বিষয়ে দাবী করেছেন!** তিনি যা বলেছেন তার সবই হয়েছিল। ঈসা গুনাহ্ সরিয়ে দেয়ার জন্য নিজের জীবন কোরবানি করেছিলেন, কবরে গিয়েছিলেন, এবং তিনদিনের দিন তিনি কবর থেকে উঠে এসেছিলেন! এমন কোন নবী নাই যিনি মারা গিয়েছেন, কবরে গিয়েছেন এবং কবর থেকে আবারো উঠে এসেছেন! এই কাজটি শুধুমাত্র ঈসা মসীহ্ করেছিলেন! তিনি শয়তানকে, মৃত্যুকে এবং দোযখকে পরাজিত করেছেন! আর সবচেয়ে চমৎকার বিষয় হচ্ছে যিনি ঈসার মৃত্যু এবং পুনরুত্থান সম্পর্কে এই সুখবরের উপর সত্যিকারের ঈমান আনবে তারা এই বিষয়টি অন্যদের কাছে সবসময়ই তুলে ধরবে! প্রভু ঈসা মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হওয়ার আগে ঘোষণা করেছিলেন যে, **"তাঁকে দেখে আমি মরার মত তাঁর পায়ের কাছে পড়ে গেলাম। তখন তিনি তাঁর ডান হাত আমার উপরে রেখে বললেন, "ভয় কোরো না। আমিই প্রথম ও শেষ, আমিই চিরজীবন্ত। আমি মরেছিলাম, আর দেখ, এখন আমি যুগ যুগ ধরে চিরকাল জীবিত আছি। আমার কাছে মৃত্যু ও কবরের চাবি আছে।"** (প্রকাশিত কালাম ১:১৭, ১৮ আয়াত)

আল্লাহ্ ঈসাকে মৃতদের মধ্য থেকে উঠিয়েছেন যেন আপনি জানতে পারেন যে ঈসাই দুনিয়ার একমাত্র নাজাতদাতা এবং বিচারকর্তা যাকে আল্লাহ্ মনোনিত করেছেন। কিতাবে লেখা আছে:

৮৫ অধ্যায়

ঈসার পুনরুত্থান!; মথি ২৮; লুক ২৪; ইউহোন্না ২০

"নাজাত আর কারও কাছে পাওয়া যায় না, কারণ সারা দুনিয়াতে আর এমন কেউ নেই যার নামে আমরা নাজাত পেতে পারি....কারণ তিনি এমন একটা দিন ঠিক করেছেন যে দিনে তাঁর নিযুক্ত লোকের দ্বারা তিনি ন্যায়ভাবে মানুষের বিচার করবেন। **তিনি সেই লোককে মৃত্যু থেকে জীবিত করে তুলে সব মানুষের কাছে এর প্রমাণ দিয়েছেন।....সেই কথা হল, যদি তুমি ঈসাকে প্রভু বলে মুখে স্বীকার কর এবং দিলে ঈমান আন যে, আল্লাহ্‌ তাঁকে মৃত্যু থেকে জীবিত করে তুলেছেন তবেই তুমি নাজাত পাবে....পাক-কিতাবে আছে, "উদ্ধার পাবার জন্য যে কেউ প্রভুকে ডাকে সে নাজাত পাবে।"** (প্রেরিত ৪:১২, ১৭:৩১, রোমিয় ১০:৯,১৩ আয়াত)

বন্ধু, আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ। আল্লাহ্‌র ইচ্ছায়, আমাদের পরবর্তী অনুষ্ঠানে আমরা ইঞ্জিল শরীফ থেকে দেখবো যে, ঈসার পুনরুত্থানের পর চল্লিশ দিন সাহাবীদের দেখা দিয়ে কিভাবে প্রভু ঈসা বেহেশতে উঠে গেলেন এবং নানা ধরনের বিষয় তুলে ধরলেন যেন প্রমানিত হয় যে তিনি জীবিত......

আজকে যা শুনলেন তার অর্ন্তদৃষ্টি দেয়ার মাধ্যমে এবং আল্লাহ্‌র এই কালাম গ্রহনের মাধ্যমে যেন আল্লাহ্‌ আপনাকে রহমত দান করেন:

"আমাদের গুনাহের জন্য ঈসাকে মৃত্যুর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল এবং আমাদের ধার্মিক বলে গ্রহণ করবার জন্য তাঁকে মৃত্যু থেকে জীবিত করা হয়েছিল।" (রোমিয় ৪:২৫ আয়াত)

৮৬ অধ্যায়
ঈসার বেহেশতে ফিরে যাওয়া; লুক ২৮, লুক ২৪; প্রেরিত ১

শ্রোতাবন্ধু, আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হউক।

আমরা আপনাকে আল্লাহ্‌র নামে শুভেচ্ছা জানাই। তিনি শান্তির প্রভু। তিনি তার তৈরীকৃত ধার্মিকতার পথ এবং তাঁর সত্যময় শান্তি সম্পর্কে আমাদের জানাতে চান। আজকে আপনার অনুষ্ঠান "ধার্মিকতার পথ" আবারো উপস্থাপন করতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। আমরা দীর্ঘদিন যাবত দেখছি, ইঞ্জিল শরীফে সর্বশক্তিমান নাজাতদাতা ঈসা মসীহের কাহিনী বর্ণনা করা আছে। আমরা ইতিমধ্যে দেখেছি যে, **ঈসা** অর্থ হচ্ছে "নাজাতদাতা"। **মসীহ্** শব্দটি গ্রীক ভাষা থেকে এসেছে যার অর্থ হচ্ছে আল্লাহ্‌র মনোনীত। একমাত্র ঈসা মসীহকেই আল্লাহ্ আদম সন্তানদের-গুনাহের কর্তৃত্ব থেকে **নাজাতের** জন্য মনোনীত করেছেন। যাই হোক, আমরা দেখেছি, **বেশিরভাগ লোকই বুঝতে পারেনি যে ঈসা আসলে কে ছিলেন**। কেউ কেউ তাঁকে নবী হিসেবে মেনে থাকেন, কিন্তু তারা জানে না যে, ঈসা হচ্ছেন আল্লাহ্‌র কালাম {কালেমাতুল্লাহ্}, যিনি বেহেশত থেকে এসেছিলেন এবং দুনিয়াতে মানুষ রূপে নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন। প্রধান ঈমামেরা এবং আলেমেরা ঈসাকে হিংসা করতো এবং শেষে তারা তাকে ক্রুশে ঝুলিয়ে হত্যা করেছিল। যাইহোক, আল্লাহ্ আগে থেকেই এই সকল জানতেন এবং এই বিষয়ে পরিকল্পনা করে রেখেছিলেন। আল্লাহ্ বহু আগে তাঁর নবীদের মধ্য দিয়ে যে চুক্তি করেছিলেন সেই অনুযায়ী মসীহ্ মৃত্যুবরণ করেছিলেন। আমাদের শেষ অনুষ্ঠানে দেখেছি, আল্লাহ্ তৃতীয় দিন ঈসাকে জীবিত করে তুলেছিলেন। ঈসার পুনরুত্থান প্রমান করে যে, আল্লাহ্ ঈসার কোরবানি গ্রহণ করেছেন। আদম-সন্তানদের গুনাহের শক্তি, মৃত্যুর ভয় এবং দোযখের শাস্তির হাত থেকে নাজাত দেয়ার জন্য ঈসার কোরবানি হয়েছিল। ঈসার পুনরুত্থানের পর, আমরা দেখেছি, তিনি তাঁর সাহাবীদের দেখা দিয়েছিলেন এবং যেখানে সৈন্যরা পায়ে এবং হাতে পেরেক মেরেছিল সেই ক্ষত স্থান তাদের দেখিয়েছিলেন। আমরা আরো দেখেছি, ঈসা তাঁর সাহাবীদের সাথে খাবার খেয়েছিলেন যেন তাদের কাছে প্রমানিত হয় যে, ঈসা সত্যিই জীবিত হয়ে উঠেছেন। ইঞ্জিল শরীফ আমাদের কাছে প্রকাশ করে, ঈসা কিভাবে চল্লিশদিন তাঁর সাহাবীদের দেখা দিয়েছিলেন এবং তাদেরকে আল্লাহ্‌র রাজ্য সম্পর্কে বলেছিলেন। এর পরে তিনি একই সময়ে পাঁচশোরও বেশী ভাইদের দেখা দিয়েছিলেন। "তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ মারা গেলেও বেশীর ভাগ লোক সাহাবীদের কাজের সময় বেঁচে ছিল।" (১ করিন্থিয় ১৫:৬ আয়াত) যাইহোক, ঈসা যে এখনো জীবিত তার প্রমান হচ্ছে তিনি পাক-রূহের মাধ্যমে এখনো তাদের দিলে থাকেন যারা তার উপর ঈমান এনেছেন এবং তাদের দিলে কর্তৃত্ব করে থাকেন। একসময় আল্লাহ্ **ঈসাকে এক মহান কর্তৃত্ব দিয়েছিলেন যা তিনি তাঁর সাহাবীদের দান করেছিলেন এবং বেহেশতে উঠে গিয়েছিলেন**। আজকে মথি লিখিত সুসমাচারের শেষ রুকু থেকে আমরা শুরু করবো। কিতাব বলে:

(মথি ২৮) [১৬]ঈসা গালীলের যে পাহাড়ে সাহাবীদের যেতে বলেছিলেন সেই এগারোজন সাহাবী তখন সেই পাহাড়ে গেলেন। [১৭]সেখানে ঈসাকে দেখে তাঁরা তাঁকে সেজদা করলেন, কিন্তু কয়েকজন সন্দেহ করলেন। [১৮]তখন ঈসা

কাছে এসে তাঁদের এই কথা বললেন, "বেহেশতের ও দুনিয়ার সমস্ত ক্ষমতা আমাকে দেওয়া হয়েছে। [19]এইজন্য তোমরা গিয়ে সমস্ত জাতির লোকদের আমার উম্মত কর। পিতা, পুত্র ও পাক-রূহের নামে তাদের তরিকাবন্দী দাও। [20]আমি তোমাদের যে সব হুকুম দিয়েছি তা পালন করতে তাদের শিক্ষা দাও। দেখ, যুগের শেষ পর্যন্ত সব সময় আমি তোমাদের সংগে সংগে আছি।"

আপনি কি শুনেছেন, ঈসা তাঁর সাহাবীদের কি বলেছিলেন? তিনি তাদের বলেছিলেন, "বেহেশতের ও দুনিয়ার সমস্ত ক্ষমতা আমাকে দেওয়া হয়েছে। এইজন্য তোমরা গিয়ে সমস্ত জাতির লোকদের আমার উম্মত কর।" কেন ঈসা এই কথা বলেছিলেন, বেহেশতের এবং দুনিয়ার সকল ক্ষমতা তাকে দেয়া হয়েছে? মূসার তৌরাত শরীফ অধ্যায়ন করার সময় আমরা দেখেছি, আল্লাহ্ কিভাবে প্রথম মানুষ আদমকে সৃষ্টি করেছিলেন। আমরা দেখেছি, আল্লাহ্ আদমকে তাঁর সমস্ত সৃষ্টির উপর কর্তৃত্ব দিয়েছিলেন। আল্লাহ্ চেয়েছিলেন যেন আদম তাঁর সাথে বাস করে এবং তাঁর সাথে চিরকাল কর্তৃত্ব করে। কিন্তু আদম যেদিন আল্লাহ্র আদেশ অমান্য করেছিলেন এবং নেকিবদী বৃক্ষের ফল খেয়েছিলেন সেদিন তার কর্তৃত্ব হারিয়েছিলেন। আদম হচ্ছে আমাদের পূর্বপুরুষ। একটি প্রবাদ বাক্য আছে, "যার কাছ থেকে মহামারী উৎপন্ন হয়েছে, সেই মহামারী শুধু তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না।" তখন থেকে আমরা আল্লাহ্র সাথে বসবাস করার এবং কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা হারিয়েছি। আদমের মত আমরা সকলেই গুনাহ্গার। আল্লাহ্র কাছ থেকে এবং তাঁর মহা-গৌরব থেকে বহু দূরে গুনাহের রাজ্যে আমাদের জন্ম হয়।

যাইহোক, আল্লাহ্র প্রশংসা করি কারণ নবীদের কিতাব আমাদের প্রকাশ করে যে, আল্লাহ্ আদম-সন্তানদের রক্ষা করার জন্য একটি দরজা তৈরী করেছেন যাতে আল্লাহ্র কাছে ফিরে আসতে পারে এবং তাঁর গৌরব এবং রাজ্যের অংশীদারিত্বে আসতে পারে। সেই "দরজা" হচ্ছে **পবিত্র মসীহ্** যিনি বেহেশত থেকে তাঁর পবিত্র রক্ত ঝড়াতে এসেছিলেন যেন লোকেরা গুনাহের অপবিত্রতা থেকে পবিত্র হতে পারে এবং আল্লাহ্র কাছে যেতে পারে। ঈসা মসীহকেও আদমের মত করে পরীক্ষা করা হয়েছিল কিন্তু তিনি গুনাহ্ করেননি। তিনি ছিলেন আল্লাহ্র মত নিখুঁত এবং পবিত্র। যার কারনে আল্লাহ্ তাকে **তাঁর পুত্র** বলতে লজ্জাবোধ করেননি। এইভাবে, ঈসা গুনাহ্ থেকে মুক্ত করার জন্য তাঁর জীবন দেয়ার পর আল্লাহ্ তাকে মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত করেছেন, তাঁকে সমস্ত কিছুর প্রভু করেছেন এবং তাঁর কাছে "বেহেশতের এবং দুনিয়ার সমস্ত কর্তৃত্ব দিয়েছেন।" কেউ কেউ হয়তো এই প্রশ্ন করতে পারে, "যদি ঈসা আমাদের সমস্ত কিছুর প্রভু হয়েই থাকেন তাহলে আমাদের দুনিয়াতে এত কষ্ট এবং গুনাহ্ কেন?" পাক-কিতাব এর উত্তর দেয়:

"**আদমের** সংগে যুক্ত আছে বলে যেমন সমস্ত মানুষই মারা যায়, তেমনি **মসীহের** সংগে যারা যুক্ত আছে তাদের সবাইকে জীবিত করা হবে; **তবে তার মধ্যে পালা রয়েছে**- প্রথম ফলের মত প্রথমে মসীহ, তারপর যারা মসীহের নিজের। মসীহের আসবার সময়ে তাদের জীবিত করা হবে। এর পরে মসীহ্ যখন সমস্ত শাসন-ব্যবস্থা, অধিকার

৮৬ অধ্যায়
ঈসার বেহেশতে ফিরে যাওয়া; লুক ২৮, লুক ২৪; প্রেরিত ১

আর ক্ষমতা ধ্বংস করে পিতা আল্লাহ্‌র হাতে রাজ্য দিয়ে দেবেন তখনই শেষ সময় আসবে। (১ করিন্থিয় ১৫:২২-২৪ আয়াত) "তিনি তাদের চোখের পানি **মুছে** দেবেন। মৃত্যু আর হবে না; দুঃখ, কান্না ও ব্যথা আর থাকবে না, কারণ আগেকার সব কিছু শেষ হয়ে গেছে।" (প্রকাশিত কালাম ২১:৪ আয়াত)

আল্লাহ্‌র এই কালাম থেকে এবং আরো অনেক কালাম থেকে আমরা শিখেছি যে, আল্লাহ্ ঈসা মসীহ্‌কে সমস্ত ক্ষমতা দিয়েছেন যেন তিনি সমস্ত কিছু নিয়ন্ত্রন করতে পারেন। তিনি যে শুধুমাত্র বিচারই করবেন তা না কিন্তু নিয়ন্ত্রনও করবেন। একদিন ঈসা দুনিয়াতে আবারো ফিরে আসবেন। যখন তিনি ফিরে আসবেন, তিনি দুনিয়ার সমস্ত কিছু নিয়ন্ত্রন করবেন এবং নতুন করে তুলবেন।

সুতরাং, আপনি যেই হয়ে থাকেন এবং যেখানেই থেকে থাকেন, আল্লাহ্ আপনাকে গুনাহ্ থেকে ফিরে আসার জন্য **তওবা** করতে বলছেন যেন নাজাতের উপর **ঈমান** আনতে পারেন যা ঈসার মৃত্যু এবং পুনরুত্থানের উপর প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। যদি আপনি সত্যিই ঈমান এনে থাকেন তাহলে আল্লাহ্ ঈসার নামে আপনার সকল গুনাহ্ মাফ করবেন, পাক-রূহের শক্তিতে আপনার দিলকে নতুন করবেন এবং চিরকালের জন্য আপনাকে তাঁর শান্তি দান করবেন। আপনি যদি মসীহের উপর ঈমান আনেন, তাহলে তিনি পাক-রূহের মধ্য দিয়ে আপনার কাছে আসবেন এবং **আপনার দিলে তাঁর রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করবেন**। ঈসা যতদিন পর্যন্ত না বিচার করার উদ্দেশ্যে ফিরে আসছেন তিনি দুনিয়াকে পরিবর্তন করবেন না। কিন্তু তিনি আজকে আপনাকে পরিবর্তন করতে পারেন! আপনি আপনার দিলে তাঁর রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন?

প্রিয়বন্ধু, আল্লাহ্ আপনার জন্য একজন নাজাতদাতা প্রেরণ করেছেন যিনি আপনার গুনাহ্‌কে দূরে সরাতে পারে এবং আপনাকে দিতে পারে একটি নতুন দিল যা হবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। আপনি জেনে নিশ্চিত হতে পারেন, আপনি আল্লাহ্‌র সাথে জান্নাতুল ফেরদৌসে চিরস্থায়ী গৌরবে সময় কাটাতে যাচ্ছেন যদি আপনি দুনিয়ার নাজাতদাতা ঈসা মসীহের উপর **ঈমান আনেন**! যাইহোক, আপনি যদি আল্লাহ্‌র প্রেরিত নাজাতদাতাকে অবজ্ঞা করেন তাহলে তিনি চুড়ান্তরূপে আপনার বিচারক হবেন! এই বিষয়ে কিতাব বলে:

আর তোমরা যারা কষ্ট পাচ্ছ তিনি আমাদের সংগে তোমাদেরও কষ্ট থেকে রেহাই দেবেন। যখন হযরত ঈসা তাঁর শক্তিশালী ফেরেশতাদের নিয়ে জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে বেহেশত থেকে প্রকাশিত হবেন তখনই এই সব হবে। যারা আল্লাহ্‌কে জানে না আর যারা হযরত ঈসার বিষয়ে সুসংবাদের কথা মেনে চলে না তাদের তিনি তখন শাস্তি দেবেন। প্রভু যখন আসবেন তখন তাদের এমন শাস্তি দেওয়া হবে যার ফলে তারা তাঁর উপস্থিতি এবং মহা শক্তির বাহিরে, চিরদিন ধরে ধ্বংস হতে থাকবে। সেই দিন তাঁর নিজের লোকদের মধ্য দিয়ে তাঁর মহিমা প্রকাশিত হবে এবং যারা ঈমান এনেছে তাদের সকলের মধ্য দিয়ে তাঁর গৌরব হবে। তোমরাও সেই ঈমানদারদের মধ্যে আছ, কারণ তোমরা আমাদের সাক্ষ্য শুনে ঈমান এনেছ। (২ থিষলনকীয় ১:৭-১০ আয়াত)

৮৬ অধ্যায়

ঈসার বেহেশতে ফিরে যাওয়া; লুক ২৮, লুক ২৪; প্রেরিত ১

বন্ধু, আল্লাহ্‌র কালাম স্পষ্ট। পাক-কিতাব আমাদের বলছে, যারা সত্যিকার দিলে ঈসা মসীহের ক্রুশিয় মৃত্যু এবং পুনরুত্থানের সুখবরে ঈমান আনবে তারা **নাজাত পাবে!** যাইহোক, যারা এই বিষয়ে ঈমান আনবে না তারা **দোষী বলে সাব্যস্ত হবে!** ঈসা তার রক্ত ঝড়িয়েছেন যা গুনাহের ঋন থেকে আপনাকে মুক্ত করতে পারে। কিন্তু আপনি যদি দিল থেকে ঈমান না আনেন তাহলে এই রক্ত আপনার কোন কাজে আসবে না। কিতাব বলে:

"আল্লাহ্ মানুষকে এত মহব্বত করলেন যে, তাঁর একমাত্র পুত্রকে তিনি দান করলেন, যেন যে কেউ সেই পুত্রের উপর ঈমান আনে সে বিনষ্ট না হয় কিন্তু অনন্ত জীবন পায়.....যে সেই পুত্রের উপর ঈমান আনে তার কোন বিচার হয় না, কিন্তু যে ঈমান আনে না তাকে দোষী বলে আগেই স্থির করা হয়ে গেছে, কারণ সে আল্লাহ্‌র একমাত্র পুত্রের উপর ঈমান আনে নি। (ইউহোন্না ৩:১৬-১৮ আয়াত)

হ্যাঁ, যদি আপনি ঈসা মসীহের সুখবরে ঈমান আনেন তাহলে আপনি **নাজাত** পাবেন আর যদি আপনি ঈমান না আনেন তাহলে আপনি **ধ্বংস** হবেন। যার কারনে ঈসা তাঁর সাহাবীদের আদেশ করেছিলেন, "বেহেশতের ও দুনিয়ার সমস্ত ক্ষমতা আমাকে দেওয়া হয়েছে। এইজন্য তোমরা গিয়ে সমস্ত জাতির লোকদের আমার উম্মত কর।" আসুন কাহিনীর পরবর্তী অংশ দেখা যাক। ঈসা চল্লিশদিন যাবত তার সাহাবীদের দেখা দিয়েছিলেন। কিতাব বলে:

(প্রেরিত ১) [৪]সেই সময় একদিন ঈসা যখন সাহাবীদের সংগে ছিলেন তখন তাঁদের এই হুকুম দিয়েছিলেন, "তোমরা জেরুজালেম ছেড়ে যেয়ো না, বরং আমার পিতার ওয়াদা করা যে দানের কথা তোমরা আমার কাছে শুনেছ তার জন্য অপেক্ষা কর। [৫]ইয়াহিয়া পানিতে তরিকাবন্দী দিতেন, কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যে পিতার সেই ওয়াদা অনুসারে **পাক-রূহে** তোমাদের তরিকাবন্দী হবে।"

আপনি কি শুনেছেন ঈসা কি বলেছিলেন? আমরা ইতিমধ্যে তা পড়েছি (ইউহোন্না ১৪-১৬ আয়াতে) কিভাবে ঈসা তাঁর সাহাবীদের ওয়াদা করেছিলেন যে তাঁর পিতা বেহেশত থেকে একজন পরামর্শদাতা পাঠাবেন। তিনি হলেন পাক-রূহ্, যিনি তাদের দিলে বসবাস করবেন, পরিষ্কৃত করবেন, নতুনিকৃত করবেন, শক্তি দিবেন এবং সত্যের মধ্য দিয়ে পরিচালনা দিবেন। এখন আমরা শুনবো যে, কিভাবে তিনি তাঁর সাহাবীদের পাক-রূহের জন্য জেরুজালেমে অপেক্ষা করতে বলেছিলেন যিনি শিগ্রই আসবেন। আমাদের পরবর্তী পাঠে, আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় আমরা দেখবো যে কিভাবে ঈসার ওয়াদা অনুসারে পাক-রূহ্ ঈসার সকল সাহাবীদের দিল পরিপূর্ণ করতে নেমে এসেছিলেন। কিতাব বলে:

(প্রেরিত ১) [৬]পরে সাহাবীরা একসংগে মিলিত হয়ে ঈসাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "প্রভু, এই সময় কি আপনি বনি-ইসরাইলদের হাতে রাজ্য ফিরিয়ে দেবেন?" [৭]ঈসা তাঁদের বললেন, "যে দিন বা সময় পিতা নিজের

অধিকারের মধ্যে রেখেছেন তা তোমাদের জানতে দেওয়া হয় নি। [৮]তবে পাক-রূহ্‌ তোমাদের উপরে আসলে পর তোমরা শক্তি পাবে, আর জেরুজালেম, সারা এহুদিয়া ও সামেরিয়া প্রদেশে এবং দুনিয়ার শেষ সীমা পর্যন্ত তোমরা আমার সাক্ষী হবে।" [৯]এই কথা বলবার পরে সাহাবীদের চোখের সামনেই ঈসাকে তুলে নেওয়া হল এবং তিনি একটা মেঘের আড়ালে চলে গেলেন। [১০]ঈসা যখন উপরে উঠে যাচ্ছিলেন তখন সাহাবীরা একদৃষ্টে আসমানের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। এমন সময় সাদা কাপড় পরা দু'জন লোক সাহাবীদের পাশে দাঁড়িয়ে বললেন, [১১]"গালীলের লোকেরা, এখানে দাঁড়িয়ে আসমানের দিকে তাকিয়ে রয়েছ কেন? যাঁকে তোমাদের কাছ থেকে তুলে নেওয়া হল সেই ঈসাকে যেভাবে তোমরা বেহেশতে যেতে দেখলে সেইভাবেই তিনি ফিরে আসবেন।"

এইভাবে, ত্রিশ বছর আগে তিনি যেখান থেকে এসেছিলেন অর্থাৎ বেহেশতে তাঁর আব্বার বাড়িতে ফিরে গেলেন। তাঁর এই আলাদা হওয়া কত গৌরবের ছিল, যখন তিনি তাঁর ক্ষুদ্র সাহাবী দলের চোখের সামনে হতে বেহেশতে আরোহন করেছিলেন! সেখানে কোন সন্দেহ ছিল না, যে ঈসাকে তারা গত তিন বছর অনুসরণ করেছিলেন তিনি সত্যিই মসীহ্‌ ছিলেন যার সম্পর্কে সকল নবী ভবিষ্যতবানি করেছিলেন! নবীরা যেভাবে ভবিষ্যতবানি করেছিলেন সেভাবে নাসরতের ঈসা তাঁর জন্ম, জীবন, মৃত্যু, কবর, পুনরুত্থান এবং বেহেশতে আরোহনের মধ্য দিয়ে সকল কিছু **পূর্ণ** করেছিলেন। এমনকি তাঁর বেহেশতে আরোহনের বিষয়টি দাউদ নবী তাঁর লেখাতে প্রকাশ করেছিলেন।

বন্ধু, আপনি কি জানেন প্রভু ঈসা কোথায় আছেন? কিতাব আমাদের বলে: "মসীহ্‌ বেহেশতে গেছেন এবং এখন আল্লাহ্‌র ডান দিকে আছেন, আর আসমানের ফেরেশতারা, ক্ষমতার অধিকারীরা ও শাসনকর্তারা তাঁর অধীনে আছেন।" (১ পিতর ৩:২২ আয়াত) হ্যাঁ ঈসা এখন বেহেশতে আছেন, আল্লাহ্‌র ডান পাশে, যেখানে সকল সৃষ্টি তার অধীনে আছে। **যারা সত্যিই আল্লাহ্‌র অধিনে আছে তারা সবাই প্রভু ঈসা মসীহের অধিনে আছে।** আপনি কি চিন্তা করছেন? আপনি কি ঈসা মসীহের অধিনে আছেন, যিনি আল্লাহ্‌র মনোনীত নাজাতদাতা এবং দুনিয়ার বিচারকর্তা? আমরা এইমাত্র যেমনটি পড়লাম, প্রভু ঈসা বেহেশতে উঠে যাওয়ার পরে দুইজন ফেরেশতা তাঁর সাহাবীদের দেখা দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, "এখানে দাঁড়িয়ে আসমানের দিকে তাকিয়ে রয়েছ কেন? **যাঁকে তোমাদের কাছ থেকে তুলে নেওয়া হল সেই ঈসাকে যেভাবে তোমরা বেহেশতে যেতে দেখলে সেইভাবেই তিনি ফিরে আসবেন।**" হ্যাঁ, একদিন ঈসা মসীহ্‌ মেঘে করে নেমে আসবেন। আপনি কি তাঁর এই দ্বিতীয় আগমনের জন্য প্রস্তুত আছেন? **একদিন সবাই তাঁকে দেখতে পাবে এবং সবাই জানবে যে তিনিই আল্লাহ্‌র মনোনিত একমাত্র নাজাত দাতা এবং দুনিয়ার বিচারকর্তা!** কিতাব বলে:

(ফিলিপীয় ২) [৫]মসীহ্‌ ঈসার যে মনোভাব ছিল তা যেন তোমাদের দিলেও থাকে। [৬]আসলে তিনি আল্লাহ্‌ রইলেন, কিন্তু আল্লাহ্‌র সমান থাকা তিনি আঁকড়ে ধরে রাখবার মত এমন কিছু মনে করেন নি। [৭]তিনি বরং গোলাম হয়ে এবং মানুষ হিসাবে জন্মগ্রহণ করে নিজেকে সীমিত করে রাখলেন। [৮]এছাড়া চেহারায় মানুষ হয়ে মৃত্যু পর্যন্ত, এমন

কি, ক্রুশের উপরে মৃত্যু পর্যন্ত বাধ্য থেকে তিনি নিজেকে নীচু করলেন। [৯]আল্লাহ্ এইজন্যই তাঁকে সবচেয়ে **উঁচুতে উঠালেন** এবং এমন একটা নাম দিলেন যা **সব নামের চেয়ে মহৎ**, [১০]যেন বেহেশতে, দুনিয়াতে এবং দুনিয়ার গভীরে যারা আছে তারা **প্রত্যেকেই ঈসার সামনে হাঁটু পাতে**, [১১]আর পিতা আল্লাহ্র গৌরবের জন্য স্বীকার করে যে, ঈসা মসীহ্ই প্রভু।

বন্ধু, আজকে আমাদের এখানেই শেষ করতে হবে। আশা করি আমাদের পরবর্তী অনুষ্ঠানে আপনি যোগদান করবেন যাতে আবিষ্কার করতে পারেন যে, কিভাবে আল্লাহ্ পাক-রূহ্কে পাঠালেন যাতে তিনি তাদের দিলে বাস করতে পারেন যারা সত্যিকার অর্থে ঈসা মসীহ্কে প্রভু এবং নাজাতদাতা হিসাবে গ্রহণ করেছে। দুইজন ফেরেশতা সাহাবীদের কাছে যা বলেছিলেন তা স্বরণ করার মধ্য দিয়ে আল্লাহ্ আপনাকে রহমত দান করুন।

“যাঁকে তোমাদের কাছ থেকে তুলে নেওয়া হল সেই ঈসাকে যেভাবে তোমরা বেহেশতে যেতে দেখলে সেইভাবেই তিনি ফিরে আসবেন।” (প্রেরিত ১:১১ আয়াত)

৮৭ অধ্যায়
পাক-রূহের আগমন; প্রেরিত ১, ২

শ্রোতা বন্ধু, আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হউক।

আমরা আপনাকে আল্লাহ্‌র নামে শুভেচ্ছা জানাই। তিনি শান্তির প্রভু। তিনি তার তৈরীকৃত ধার্মিকতার পথ এবং তাঁর সত্যময় শান্তি সম্পর্কে আমাদের জানাতে চান। আজকে আপনার অনুষ্ঠান "ধার্মিকতার পথ" আবারো উপস্থাপন করতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত।

গত কিছু অধ্যয়নে আমরা ইঞ্জিল শরীফ থেকে শুনেছি, ঈসার মৃত্যু এবং পুনরুত্থান সম্পর্কে নবীগণ যে ভবিষ্যতবানি করেছিলেন তা প্রভু ঈসা পূর্ণ করেছেন। আমরা পড়েছি যে, ঈসা ক্রুশে তাঁর পবিত্র রক্ত ঝড়িয়েছেন, ক্রুশের উপর তাঁকে পেরেক মারা হয়েছিল যেন আদম সন্তানদের গুনাহের ঋন পরিশোধ করতে পারে। আমরা আরো দেখেছি যে, তাঁকে ক্রুশ থেকে নামিয়ে আনা হয়েছিল এবং একটি কবরে রাখা হয়েছিল। যাইহোক, আল্লাহ্ তাঁকে তৃতীয় দিনে মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত করে তুলেছিলেন! পুনরুত্থিত হওয়ার পর ঈসা চল্লিশ দিন তাঁর সাহাবীদের দেখা দিয়েছিলেন যাতে প্রমানিত হয় যে তিনি জীবিত আছেন। আমাদের শেষ পাঠে আমরা দেখেছি যে, সাহাবীদের চোখের সামনে ঈসা বেহেশতে উঠে গিয়েছিলেন। **আপনি কি স্বরণ করতে পারেন, শেষ সময়ে বেহেশতে উঠে যাওয়ার পূর্বে ঈসা তাঁর সাহাবীদের কি বলেছিলেন?** তিনি যা বলেছিলেন তা আবারো পড়া যাক:

(প্রেরিত ১) ৪সেই সময় একদিন ঈসা যখন সাহাবীদের সংগে ছিলেন তখন তাঁদের এই হুকুম দিয়েছিলেন, "তোমরা জেরুজালেম ছেড়ে যেয়ো না, বরং **আমার পিতার ওয়াদা করা যে দানের কথা তোমরা আমার কাছে শুনেছ তার জন্য অপেক্ষা কর।** ৫ইয়াহিয়া পানিতে তরিকাবন্দী দিতেন, কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যে পিতার সেই ওয়াদা অনুসারে **পাক-রূহে তোমাদের তরিকাবন্দী হবে।"**.... **৮তবে পাক-রূহ্ তোমাদের উপরে আসলে পর তোমরা শক্তি পাবে, আর জেরুজালেম, সারা এহুদিয়া ও সামেরিয়া প্রদেশে এবং দুনিয়ার শেষ সীমা পর্যন্ত তোমরা আমার সাক্ষী হবে।** ৯এই কথা বলবার পরে সাহাবীদের চোখের সামনেই ঈসাকে তুলে নেওয়া হল এবং তিনি একটা মেঘের আড়ালে চলে গেলেন। ১০ঈসা যখন উপরে উঠে যাচ্ছিলেন তখন সাহাবীরা একদৃষ্টে আসমানের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। এমন সময় সাদা কাপড় পরা দু'জন লোক সাহাবীদের পাশে দাঁড়িয়ে বললেন, ১১"গালীলের লোকেরা, এখানে দাঁড়িয়ে আসমানের দিকে তাকিয়ে রয়েছ কেন? যাঁকে তোমাদের কাছ থেকে তুলে নেওয়া হল সেই ঈসাকে যেভাবে তোমরা বেহেশতে যেতে দেখলে সেইভাবেই তিনি ফিরে আসবেন।"

এইভাবে, ঈসা তাঁর সাহাবীদের কাছে দায়িত্ব দিয়ে যেখান থেকে এসেছিলেন সেই বেহেশতে ফিরে গেলেন এবং মহিমান্বিত আল্লাহ্‌র ডান পাশে বসলেন। এখন তিনি বেহেশতে আছেন এবং সেই দিনের অপেক্ষায় আছেন যেদিন তিনি তাঁর ধার্মিকতার সাথে এসে দুনিয়ার বিচার করবেন। আপনি কি শুনেছেন, ঈসা বেহেশতে যাবার আগে তাঁর সাহাবীদের কি আদেশ করেছিলেন? তিনি তাদের সেই পর্যন্ত জেরুজালেমে থাকতে বলেছিলেন যতক্ষন না পাক-রূহে তারা পরিপূর্ণ হয়, যিনি বেহেশত থেকে আসবেন। হয়তো আপনি চিন্তা করছেন: কে এই পাক-রূহ্? পাক-রূহ্ হচ্ছেন আল্লাহ্ এবং ঈসার রূহ্। তিনি একই সাথে পিতা আল্লাহ্ এবং পুত্র ঈসার সাথে আছেন

তবুও তিনি তাদের থেকে আলাদা সত্ত্বা। যখন আল্লাহ্ দুনিয়া সৃষ্টি করেছিলেন তখন তিনি আল্লাহ্র সাথেই ছিলেন। তিনি নবীদেরকে কিতাব লিখতে এবং সময়মত আল্লাহ্র কালাম ঘোষণা করতে উৎসাহ্ দিয়েছিলেন। পাক-রূহ্ হচ্ছে সর্বশক্তিমানের রূহ্ যিনি মরিয়ম নামের একজন কুমারী মেয়ের কাছে এসেছিলেন এবং তাকে মা হবার শক্তি দিয়েছিলেন। এর পরেই মরিয়ম ঈসাকে জন্ম দিয়েছিলেন। পাক-রূহ্ ঈসা মসীহের মধ্যে ছিলেন। পাক-রূহ্ একজন পরামর্শদাতাও। ঈসা পাক-রূহের বিষয়েই তাঁর সাহাবীদের ওয়াদা করেছিলেন এবং বলেছিলেন,

"আমি পিতার কাছে চাইব, আর তিনি তোমাদের কাছে চিরকাল থাকবার জন্য আর একজন সাহায্যকারীকে পাঠিয়ে দেবেন। সেই সাহায্যকারীই সত্যের রূহ। দুনিয়ার লোকেরা তাঁকে গ্রহণ করতে পারে না, কারণ তারা তাঁকে দেখতে পায় না এবং তাঁকে জানেও না। তোমরা কিন্তু তাঁকে জান, কারণ তিনি তোমাদের সংগে সংগে থাকেন আর তোমাদের দিলে বাস করবেন।" (ইউহোন্না ১৪:১৬, ১৭ আয়াত)

সাহায্যকারী অথবা পরামর্শদাতা আসার বিষয়ে ঈসা তাঁর সাহাবীদের যা বলেছিলেন তা বুঝতে পারা গুরুত্বপূর্ণ কারণ অনেকেই মানুষদের বিশ্বাস করাতে চায় যে, ঈসা এখানে অন্য এক নবীর বিষয়ে বলেছিলেন। কিন্তু ঈসা যে সাহায্যকারীর কথা বলেছিলেন তিনি কোন মানুষ হতে পারে না কারণ ঈসা খুব স্পষ্টভাবে বলেছিলেন যে পরামর্শদাতা একজন **রূহ্ যাকে দেখা যায় না** এবং **তিনি ঈসার সাহাবীদের দিলে সবসময় বাস করবেন।** তাহলে পাক-রূহ্ কে? তিনি হচ্ছেন সেই রূহ্ যাকে আল্লাহ্ সেই সকল মানুষের দিলে রেখেছেন যারা ঈসার উপর ঈমান এনেছে। তিনি তাদেরকে নতুনিকৃত করেন, {তাদের নতুন জন্ম দিয়ে থাকেন},পরিষ্কৃত করেন, শক্তিশালী করেন, নিজের বলে চিহ্নিত করেন এবং পবিত্র উপস্থিতি দান করে থাকেন। আজকে আমরা দেখতে যাচ্ছি, কিভাবে আল্লাহ্ **পঞ্চাশত্তমী-ঈদের** দিনে সাহাবীদের উপর পাক-রূহ্কে ঢেলে দিয়েছিলেন। পঞ্চাশত্তমী-ঈদ বনি-ইসরাইলদের একটি উৎসব ছিল যা আল্লাহ্ মূসা নবীর সময়ে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। আপনি তৌরাত শরীফ থেকে তা জানতে পারেন। এই দিনে বনি-ইসরাইলরা তাদের উন্নতির জন্য আল্লাহ্র শুক্রিয়া আদায় করে থাকে যেহেতু আল্লাহ্ তাদের গম চাষে অনেক ফলন দিয়ে থাকেন। যাইহোক, পঞ্চাশত্তমী-ঈদের দিনের এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ একটি অর্থ রয়েছে। যারা মসীহের উপর সত্যিকারের ঈমান এনেছে তাদের মধ্যে পাক-রূহ্ ঢেলে দেয়ার জন্য আল্লাহ্ পঞ্চাশত্তমী দিনটিকে বেছে নিয়েছিলেন। যেহেতু পঞ্চশত্তমী-ঈদের দিনটি উদ্ধার-ঈদের দিনের পঞ্চাশদিন পরে পালন করা হত সেহেতু আল্লাহ্ ঈসার ক্রুশীয় মৃত্যু এবং পুনরুত্থানের পঞ্চাশদিন পর ঈসাকে বেহেশতে উঠিয়ে নেয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন। আসুন কিতাব থেকে দেখা যাক ঈসা তাঁর সাহাবীদের ছেড়ে বেহেশতে উঠে যাওয়ার পর কি হয়েছিল। কিতাব বলে:

(প্রেরিত ১) [১২]তখন সাহাবীরা জৈতুন পাহাড় থেকে জেরুজালেমে ফিরে আসলেন। জেরুজালেম শহর থেকে এই পাহাড়টা এক কিলোমিটার দূরে ছিল। [১৩]শহরে পৌঁছে তাঁরা উপরের তলার যে ঘরে তখন থাকতেন সেখানে গেলেন। এই সাহাবীদের নাম ছিল পিতর, ইউহোন্না, ইয়াকুব ও আন্দ্রিয়, ফিলিপ ও থোমা, বর্থলময় ও মথি,

আলফেয়ের ছেলে ইয়াকুব ও মৌলবাদী শিমোন এবং ইয়াকুবের ছেলে এহুদা। [১৪]তাঁরা সবাই ঈমানদার স্ত্রীলোকদের
সংগে এবং ঈসার মা মরিয়ম ও তাঁর ভাইদের সংগে সব সময় একমন হয়ে মুনাজাত করতেন। (প্রেরিত ২) [১]**এর
কিছু দিন পরে পঞ্চাশত্তমী-ঈদের দিনে সাহাবীরা এক জায়গায় মিলিত হলেন।** [২]তখন হঠাৎ আসমান থেকে জোর
বাতাসের শব্দের মত একটা শব্দ আসল এবং যে ঘরে তাঁরা ছিলেন সেই শব্দে সেই ঘরটা পূর্ণ হয়ে গেল। [৩]সাহাবীরা
দেখলেন আগুনের জিভের মত কি যেন ছড়িয়ে গেল এবং সেগুলো তাঁদের প্রত্যেকের উপর এসে বসল। [৪]**তাতে
তাঁরা সবাই পাক-রূহে পূর্ণ হলেন** এবং সেই রূহ যাঁকে যেমন কথা বলবার শক্তি দিলেন সেই অনুসারে তাঁরা ভিন্ন
ভিন্ন ভাষায় কথা বলতে লাগলেন। [৫]সেই সময় দুনিয়ার নানা দেশ থেকে আল্লাহ্‌ভক্ত ইহুদী লোকেরা এসে
জেরুজালেমে বাস করছিল। [৬]তারা সেই শব্দ শুনল এবং অনেকেই সেখানে জমায়েত হল। নিজের নিজের ভাষায়
সাহাবীদের কথা বলতে শুনে সেই লোকেরা যেন বুদ্ধিহারা হয়ে গেল। [৭]তারা খুব আশ্চর্য হয়ে বলল, "এই যে
লোকেরা কথা বলছে, এরা কি সবাই গালীলের লোক নয়? [৮]যদি তা-ই হয় তাহলে আমরা প্রত্যেকে কি করে
নিজের নিজের মাতৃভাষা ওদের মুখে শুনছি? [৯]পার্থীয়, মিডীয়, এলমীয় লোক এবং মেসোপটেমিয়ায় বাসকারী
লোকেরা, এহুদিয়া ও কাপ্পাদকিয়া, পন্ত ও এশিয়া প্রদেশ, [১০]ফরুগিয়া ও পামফুলিয়া, মিসর ও কুরীণীর কাছাকাছি
লিবিয়ার কয়েকটা জায়গার লোকেরা, রোম শহর থেকে যে ইহুদীরা ও ইহুদী ধর্মে ঈমানদার অ-ইহুদীরা এসেছে
তারা, [১১]ক্রীট দ্বীপের লোকেরা ও আরবীয়রা- আমরা সকলেই তো আমাদের নিজের নিজের ভাষায় আল্লাহ্‌র মহৎ
কাজের কথা ওদের বলতে শুনছি।" [১২]তাঁরা আশ্চর্য ও বুদ্ধিহারা হয়ে একে অন্যকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন,
"এর মানে কি?" [১৩]আবার অন্যেরা সাহাবীদের ঠাট্টা করে বললেন, "ওরা মদ খেয়ে মাতাল হয়েছে।" [১৪]**তখন
পিতর সেই এগারোজন সাহাবীদের সংগে দাঁড়িয়ে জোরে সেই সব লোকদের বললেন,** "ইহুদী লোকেরা আর যাঁরা
আপনারা জেরুজালেমে বাস করছেন, আপনারা জেনে রাখুন এবং মন দিয়ে আমার কথা শুনুন। [১৫]আপনারা মনে
করেছেন এরা মাতাল হয়েছে, কিন্তু তা নয়; কারণ এখন তো মাত্র সকাল ন'টা। [১৬]এটা সেই ঘটনার মত যার কথা
নবী যোয়েল বলেছিলেন যে, আল্লাহ্‌ বলছেন, [১৭]'শেষকালে সব লোকের উপরে আমি আমার রূহ্‌ ঢেলে দেব; তাতে
তোমাদের ছেলেরা ও মেয়েরা নবী হিসাবে আল্লাহ্‌র কালাম বলবে, তোমাদের যুবকেরা দর্শন পাবে, তোমাদের
বুড়ো লোকেরা স্বপ্ন দেখবে...[২১]রক্ষা পাবার জন্য যে কেউ মাবুদকে ডাকবে সে রক্ষা পাবে।' [২২]"বনি-ইসরাইলরা,
এই কথা শুনুন। নাসরতের ঈসার মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌ আপনাদের মধ্যে মহৎ কাজ, চিহ্ন ও কুদরতি কাজ করে
আপনাদের কাছে প্রমাণ করেছিলেন যে, তিনি ঈসাকে পাঠিয়েছিলেন; আর এই কথা তো আপনারা জানেন।
**[২৩]আল্লাহ্‌, যিনি আগেই সব জানেন, তিনি আগেই ঠিক করেছিলেন যে, ঈসাকে আপনাদের হাতে দেওয়া হবে।
আর আপনারাও দুষ্ট লোকদের দ্বারা তাঁকে ক্রুশের উপরে হত্যা করেছিলেন।** [২৪]**কিন্তু আল্লাহ্‌ মৃত্যুর যন্ত্রণা থেকে
মুক্ত করে তাঁকে জীবিত করে তুলেছেন,** কারণ তাঁকে ধরে রাখবার সাধ্য মৃত্যুও ছিল না। [২৫]নবী দাউদ তাঁর
বিষয়ে বলেছেন, 'আমার চোখ সব সময় মাবুদের দিকে আছে; তিনি আমার ডান পাশে আছেন বলে আমি স্থির

থাকব। [২৬]এইজন্য আমার মন খুশীতে ভরা, আমার জিভ্ আনন্দের কথা বলে, আমার শরীরও আশা নিয়ে বাঁচবে; [২৭]কারণ তুমি আমাকে কবরে ফেলে রাখবে না, তোমার ভক্তের শরীরকে তুমি নষ্ট হতে দেবে না। [২৮]জীবনের পথ তুমি আমাকে জানিয়েছ; তোমার কাছে থাকায় আছে পরিপূর্ণ আনন্দ।' [২৯]"ভাইয়েরা, এই কথা আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি যে, রাজবংশের পিতা দাউদ মারা গেছেন, তাঁকে দাফন করা হয়েছে আর তাঁর কবর আজও এখানে রয়েছে। [৩০]তিনি একজন নবী ছিলেন এবং তিনি জানতেন আল্লাহ্ কসম খেয়ে এই ওয়াদা করেছেন যে, তাঁর সিংহাসনে তাঁরই একজন বংশধরকে তিনি বসাবেন। [৩১]পরে কি হবে তা দাউদ দেখতে পেয়েছিলেন বলে মৃত্যু থেকে মসীহের আবার জীবিত হয়ে ওঠা সম্বন্ধে বলেছিলেন যে, কবরে মসীহ্‌কে ফেলে রাখা হয় নি এবং তাঁর শরীরও নষ্ট হয় নি। [৩২]আল্লাহ্ সেই ঈসাকেই জীবিত করে তুলেছেন, আর আমরা সবাই তার সাক্ষী। [৩৩]আল্লাহ্‌র ডান দিকে বসবার গৌরব তাঁকেই দান করা হয়েছে এবং ওয়াদা করা পাক-রূহ্‌কে তিনিই পিতার কাছ থেকে পেয়েছেন; আর এখন আপনারা যা দেখছেন ও শুনতে পাচ্ছেন তা ঈসাই দিয়েছেন। [৩৪]দাউদ নিজে বেহেশতে যান নি, কিন্তু তিনি বলেছেন, 'মাবুদ আমার প্রভুকে বললেন, যতক্ষণ না আমি তোমার শত্রুদের তোমার পায়ের তলায় রাখি ততক্ষণ তুমি আমার ডান দিকে বস।' [৩৬]**"এইজন্য সমস্ত ইসরাইল জাতি এই কথা নিশ্চিত ভাবে জানুন যে, যাঁকে আপনারা ক্রুশের উপরে হত্যা করেছিলেন আল্লাহ্ সেই ঈসাকেই প্রভু এবং মসীহ্- এই দুই পদেই নিযুক্ত করেছেন।"** [৩৭]এই কথা শুনে লোকেরা মনে আঘাত পেল। তারা পিতর ও অন্য সাহাবীদের জিজ্ঞাসা করল, "ভাইয়েরা, আমরা কি করব?" [৩৮]জবাবে পিতর বললেন, "আপনারা প্রত্যেকে গুনাহের **মাফ পাবার জন্য তওবা করুন** এবং **ঈসা মসীহের নামে** তরিকাবন্দী গ্রহণ করুন। **আপনারা দান হিসাবে পাক-রূহ্‌কে পাবেন**। [৩৯]আপনাদের জন্য, আপনাদের ছেলেমেয়েদের জন্য এবং যারা দূরে আছে, এক কথায় আমাদের মাবুদ আল্লাহ্ তাঁর নিজের বান্দা হবার জন্য যাদের ডাকবেন, তাদের সকলের জন্য এই ওয়াদা করা হয়েছে।" [৪০]এছাড়া আরও অনেক কথা বলে পিতর সাক্ষ্য দিতে লাগলেন। তিনি তাদের এই বলে বুঝাতে চেষ্টা করলেন, "এই যুগের বিবেকহীন লোকদের থেকে নিজেদের রক্ষা করুন।"

শ্রোতাবন্ধু, আপনি কি সত্যিই পিতরের বক্তৃতা শুনেছেন? সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাক, তিনি জেরুজালেমের লোকদের ঘোষণা করেছিলেন যে নবীদের মধ্য দিয়ে অনেকদিন আগে আল্লাহ্ যে ওয়াদা করেছিলেন সেই ভাবে তিনি দুনিয়াতে মসীহ্‌কে পাঠিয়েছেন আর তিনি হচ্ছেন ঈসা। পিতর তাদের বলেছিলেন: আল্লাহ্ বেহেশত থেকে যে মসীহ্‌কে পাঠিয়েছেন আপনারা তাকে অবজ্ঞা করেছেন! আপনারা তাঁকে ক্রুশে পেরেক মেরে হত্যা করেছেন কিন্তু আল্লাহ্ তাঁকে মৃতদের মধ্য থেকে আবারো উঠিয়েছেন! আমরা সবাই তাঁর সাক্ষী! আল্লাহ্ তাঁর ডান পাশে ঈসাকে উচ্চীকৃত করেছেন এবং তাঁর ওয়াদা অনুসারে পাক-রূহ্‌কে পাঠিয়েছেন! তওবা করেন এবং আল্লাহ্‌র কাছে ফিরে আসুন! আল্লাহ্‌র নবীদের সংবাদে ঈমান আনুন! ঈসার উপর ঈমান আনুন যাকে আল্লাহ্ দুনিয়ার

নাজাতদাতা এবং বিচারকর্তারূপে মনোনিত করেছেন! **"সব নবীরাই তাঁর বিষয়ে এই সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তাঁর উপর যারা ঈমান আনে তারা প্রত্যেকে তাঁর গুণে গুনাহের মাফ পায়।"** (প্রেরিত ১০:৪৩ আয়াত)

এইভাবে, প্রেরিত পিতর ঈসার উপর ঈমানের দ্বারা **নাজাতের সুখবর** ঘোষণা করেছিলেন। যখন লোকেরা পিতরের কথা শুনেছিলেন তখন তারা অন্তরে বেথা অনুভব করেছিল কারণ তারা তখন নাসরতের ঈসাকে স্বরণ করতে পেরেছিল, যাকে তারা ক্রুশে পেরেক মেরেছিল আর তিনিই ছিলেন বেহেশতের গৌরবময় প্রভু! তারা যাকে অবজ্ঞা এবং ঘৃনা করেছিল সেই ঈসাই হলেন মসীহ্ যার সম্পর্কে আল্লাহ্ তাঁর নবীদের মধ্য দিয়ে অনেক আগে থেকেই ওয়াদা করে আসছিলেন! এইভাবে, সেইদিন অনেকেই তাদের গুনাহের জন্য তওবা করলো, আল্লাহ্র কাছে ফিরলো এবং প্রভু ঈসা মসীহের নামে ঈমান আনলো। এই নতুন সাহাবীদের পানির দ্বারা তরিকা দেয়া হয়েছিল যেন লোকদের এই সাক্ষী দিতে পারে যে তারা ঈসা মসীহের মৃত্যু, কবর এবং পুনরুত্থানের উপর ঈমানের মাধ্যমে তাদের গুনাহ্ থেকে পরিষ্কৃত হয়েছে। পানিতে তরিকা নেয়ার কারনে তাদের গুনাহ্ দূরে সরে যায়নি–এটি শুধুমাত্র একটি **বহির্ভূত** চিহ্ন ছিল যা তাদের **ভিতরে** জায়গা করে নিয়েছিল।

আর তাই কিতাব বলে:

যারা তাঁর কথায় ঈমান আনল তারা তরিকাবন্দী নিল এবং সাহাবীদের দলের সংগে সেই দিন আল্লাহ্ কমবেশ তিন হাজার লোককে যুক্ত করলেন। সেই লোকেরা **সাহাবীদের শিক্ষা শুনত**, তাঁদের সংগে এক হয়ে মসীহের **মেজবানী গ্রহণ করত** এবং **মুনাজাত** করে সময় কাটাত.... কিন্তু সেখানকার উম্মতেরা আনন্দে ও পাক-রূহে পূর্ণ হল। (প্রেরিত ২:৪১, ৪২; ১৩:৫২ আয়াত)

এইভাবে, পঞ্চাশত্তমী-ঈদের দিন **জামাত** অর্থাৎ যেখানে ঈসা মসীহের উম্মতেরা মিলিত হয় তার জন্ম হল। ঈসা মসীহের জামাত কোন দালান অথবা এলাকা নয়। জামাতকে গ্রীক ভাষায় বলা হয় "একলেশিয়া" যার অর্থ হচ্ছে "এক আহ্বান।" যেভাবে দুনিয়াতে সত্য ঈমানদার এবং মিথ্যা ঈমানদার আছে তেমনি দুনিয়াতে সত্য জামাত এবং মিথ্যা জামাতও আছে। সত্য জামাত হচ্ছে সেই দল যারা পঞ্চাশত্তমী-ঈদের দিন ঈসার নিখুঁত কোরবানির উপর ঈমানের মাধ্যমে আদমের পরিবার থেকে ঈসার পরিবারের সদস্য হয়েছে। আমরা যে পঞ্চাশত্তমী-ঈদের কথা শুনলাম তা দুই হাজার বছর আগে ঘটেছিল। যার কারনে কেউ কেউ বলতে পারে, "হয়তো তা আমার জন্য না"! যারা মসীহ্কে ক্রুশে দিয়েছিল আমি তাদের দলের কেউ না! ইহুদী এবং রোমীয়রা এই কাজ করেছিল! আমি এর মধ্যে নেই! যাইহোক, আল্লাহ্র কালাম আমাদেরকে বলে যে, "**আমাদের** গুনাহের জন্যই তাঁকে বিদ্ধ করা হয়েছে; **আমাদের** অন্যায়ের জন্য তাঁকে চুরমার করা হয়েছে।" আমাদের **গুনাহের** কারনে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। আমাদের **অন্যায়ের** কারনে আল্লাহ্ তাঁর মহব্বতের একজনকে ক্রুশে পেরেক মারার জন্য মানুষের হাতে তুলে দিয়েছিলেন! **লোকেরা ঈসাকে ক্রুশে দিয়েছিল** কিন্তু **আল্লাহ্ তাকে মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত**

করে তুলেছিলেন যেন যারা **ঈমান আনে** তাদের **নাজাতদাতা** হতে পারে এবং যারা **অবিশ্বাস করে** তাদের **বিচারকর্তা** হতে পারে।

কিতাব বলে:"[আপনি যেই হোন না কেন এবং যেখানেই থাকেন না কেন আল্লাহ্ আপনাকে] তওবা করতে হুকুম দিচ্ছেন, কারণ তিনি এমন একটা দিন ঠিক করেছেন যে দিনে তাঁর নিযুক্ত লোকের দ্বারা তিনি ন্যায়ভাবে মানুষের বিচার করবেন। তিনি সেই লোককে মৃত্যু থেকে জীবিত করে তুলে সব মানুষের কাছে এর প্রমাণ দিয়েছেন।" (প্রেরিত ১৭:৩০, ৩১ আয়াত)

এই আয়াত সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করুন, কারণ **আপনার চিরস্থায়ী ভাগ্য এর উপর নির্ভর করছে**। সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ......

প্রেরিত পিতরের ঘোষণার বিষয়ে চিন্তার মাধ্যমে আল্লাহ্ আপনাকে রহমত দান করুন,

"সব নবীরাই তাঁর বিষয়ে এই সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তাঁর উপর যারা ঈমান আনে তারা প্রত্যেকে তাঁর গুণে গুনাহের মাফ পায়...এবং...আপনারা দান হিসাবে পাক-রূহ্‌কে পাবেন।" (প্রেরিত ১০:৪৩; ২:৩৮ আয়াত)

৮৮ অধ্যায়
ঈসার পুনরাগমন; প্রকাশিত কালাম ১৯-২২

শ্রোতাবন্ধু, আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হউক।

আমরা আপনাকে আল্লাহ্‌র নামে শুভেচ্ছা জানাই। তিনি শান্তির প্রভু। তিনি তার তৈরীকৃত ধার্মিকতার পথ এবং তাঁর সত্যময় শান্তি সম্পর্কে আমাদের জানাতে চান। আজকে আপনার অনুষ্ঠান "ধার্মিকতার পথ" আবারো উপস্থাপন করতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। আজকে আমরা **আল্লাহ্‌র কালাম সম্পর্কিত ধারাবাহিক অধ্যয়নের** ৮৮ অধ্যায়ে এসেছি। আমরা দেখেছি যে, শত শত বছর ধরে আল্লাহ্‌র রূহ্ ত্রিশজনেরও বেশি নবীকে কিতাবের প্রথম অংশ লিখতে উৎসাহ্ দিয়েছিলেন। কিতাবের প্রথম অংশ হচ্ছে তৌরাত, জবুর এবং নবীদের কিতাব। প্রথম অংশটিকে বলা হয়ে থাকে পুরাতন নিয়ম। এই অংশে প্রত্যেক নবী একই সংবাদ প্রদান করেছেন। তারা বলেছেন, আল্লাহ্ পবিত্র, ধার্মিক এবং যার কারনে তিনি সকল গুনাহের বিচার করবেন। যাইহোক, আল্লাহ্ দয়ায় পরিপূর্ণ এবং তিনি আদম-সন্তানদের ধ্বংস চান না। এইভাবে, আমরা দেখেছি, কিভাবে আল্লাহ্ নবীদের মাধ্যমে একজন নাজাতদাতাকে পাঠানোর ওয়াদা করেছিলেন, যিনি পবিত্র মসীহ্, যার জন্ম একজন কুমারীর গর্ভে হবে, যিনি পবিত্র জীবন-যাপন করবেন এবং আদম-সন্তানদের গুনাহের ঋন পরিশোধ করতে ক্রুশে তাঁর রক্ত ঝড়াবেন। যে মসীহের আসার কথা ছিল তাঁর সম্পর্কে প্রত্যেক নবী এই কথা লিখেছিলেন। পাক-কিতাবের দ্বিতীয় অংশ নতুন নিয়মের সুখবরে আমরা দেখেছি, যখন আল্লাহ্‌র পরিকল্পনা পূর্ণ হওয়ার সময় আসলো তখন আল্লাহ্ মসীহ্‌কে পাঠালেন যিনি ছিলেন দুনিয়ার নাজাতদাতা। এই নাজাতদাতার সম্পর্কে আল্লাহ্ তাঁর নবীদের দ্বারা ওয়াদা করেছিলেন। নাসরতের ঈসাই ছিলেন মসীহ্। ঈসা ছিলেন দুনিয়াতে বসবাসরত একমাত্র পবিত্র ব্যক্তি। ঈসা সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ্‌র শক্তিতে পরিপূর্ণ ছিলেন কারণ তিনি মানুষের দেহে আল্লাহ্‌র কালাম ছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ ঘোষণা করেছিলেন, "ইনিই আমার প্রিয় পুত্র, তার উপর আমি খুবই সন্তুষ্ট!" (মথি ৩:১৭ আয়াত) যাইহোক, আমাদের লোকেরাই তাঁকে ক্রুশে পেরেক মেরে হত্যা করেছিলেন। কিন্তু আল্লাহ্ তাঁকে তৃতীয়দিন মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত করেছেন। অনেক সাক্ষীকে দেখা দেয়ার পর আল্লাহ্ ঈসাকে বেহেশতের উচ্চীকৃত স্থানে তুলেছেন। কিন্তু কাহিনী সেখানেই শেষ হয়নি। আল্লাহ্ পাকের নাজাতের ধার্মিকতার পথের বিষ্ময়কর কাহিনীর একটি শুরু আছে এবং শেষ আছে। একটি মাথা এবং একটি লেজ। **এই বদ দুনিয়া এখনো ঈসা মসীহের শেষ অংশ দেখেনি!** আল্লাহ্‌র কালাম আমাদের বলে যে, ঈসা গিয়ে আবার ফিরে আসবেন এবং এসে শয়তান ও তার বাহিনীকে আগুনের হ্রদে নিক্ষেপ করবেন। সেই দিন তিনি আদম সন্তানদের বিচার করবেন এবং এই দুনিয়াকে নতুনিকৃত করবেন। আমাদের আজকের অধ্যয়ন হচ্ছে "ঈসার পুনরাগমন!" আমরা নতুন নিয়মের চূড়ান্ত অংশ **প্রকাশিত কালাম** থেকে পাঠ করবো। প্রকাশিত কালাম হচ্ছে, গভীর এবং শক্তিশালী বই কারণ এখানে দুনিয়ার শেষ সময়ের কেয়ামতের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। প্রকাশিত কালামে বাইশটি রুকু রয়েছে। এই রুকুগুলিতে প্রত্যেক ঈমানদারদের জন্য জয়ের গৌরবের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। যারা ঈমান আনেনা তাদের জন্য এই কিতাবে অনেক বড় সতর্কবানী দেয়া আছে কারণ প্রকাশিত কালাম প্রকাশ করে যে, যদি কেউ ঈসাকে

তার নাজাতদাতারূপে গ্রহণ করতে অস্বীকার করে তাহলে তিনি শেষে সেই লোকের **বিচারকর্তা** হবে! যদি আপনি আল্লাহ্‌র মেষশাবককে গ্রহণ না করেন তাহলে আপনি আল্লাহ্‌র সিংহের সাথে মিলিত হবেন কারণ যিনি গুনাহ্ দূর করার জন্য মেষ হিসাবে তাঁর জীবন দিয়েছেন তিনি যখন ফিরে আসবেন তখন সিংহের মত বিচারকর্তারূপে আসবেন! তাই কিতাব বলে: "আর তোমরা যারা কষ্ট পাচ্ছ তিনি আমাদের সংগে তোমাদেরও কষ্ট থেকে রেহাই দেবেন। যখন হযরত ঈসা তাঁর শক্তিশালী ফেরেশতাদের নিয়ে জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে বেহেশত থেকে প্রকাশিত হবেন তখনই এই সব হবে। যারা আল্লাহ্‌কে জানে না আর যারা হযরত ঈসার বিষয়ে সুসংবাদের কথা মেনে চলে না তাদের তিনি তখন শাস্তি দেবেন।" (২ থিষলনীকীয় ১:৭, ৮ আয়াত)

আসুন আমরা প্রকাশিত কালাম থেকে কিছু উদ্ধৃতি শুনি। বেহেশতে ফিরে যাওয়ার পর প্রভু ঈসা তাঁর ফেরেশতাকে প্রেরিত ইউহোন্নার কাছে পাঠিয়েছিলেন যেন দুনিয়ার শেষ সময়ের ঘটনাগুলো প্রকাশ পায়। প্রথম রুকুতে ইউহোন্না লিখেছিলেন:

(প্রকাশিত কালাম ১) ১**এই কিতাবের মধ্যে যা লেখা হয়েছে তা ঈসা মসীহ্‌ই প্রকাশ করেছেন। এই সব বিষয়
আল্লাহ্ মসীহের কাছে প্রকাশ করেছিলেন, যেন যে সব ঘটনা কিছুকালের মধ্যেই অবশ্যই ঘটতে যাচ্ছে তা তিনি
তাঁর গোলামদের জানান**। মসীহ্ তাঁর ফেরেশতা পাঠিয়ে তাঁর গোলাম ইউহোন্নাকে এই সব বিষয় জানিয়েছিলেন।
২আল্লাহ্‌র কালাম ও ঈসা মসীহের সাক্ষ্য সম্বন্ধে ইউহোন্না যা দেখেছিলেন, সেই সব বিষয়েই তিনি এখানে সাক্ষ্য
দিয়েছেন। ৩আল্লাহ্‌র কালাম যা এখানে লেখা হয়েছে, যে তা তেলাওয়াত করে সে ধন্য এবং যারা তা শোনে ও
পালন করে তারাও ধন্য, কারণ সময় কাছে এসে গেছে। ৪আমি ইউহোন্না এশিয়া প্রদেশের সাতটা জামাতের
কাছে লিখছি। যিনি আছেন, যিনি ছিলেন ও যিনি আসছেন তিনি আর তাঁর সিংহাসনের সামনে যে সাতটি রূহ্
থাকেন তাঁরা এবং ঈসা মসীহ্ তোমাদের রহমত ও শান্তি দান করুন। ঈসা মসীহ্‌ই বিশ্বস্ত সাক্ষী এবং মৃত্যু থেকে
তিনিই প্রথমে জীবিত হয়ে উঠেছিলেন, আর তিনিই দুনিয়ার বাদশাহ্‌দের শাসনকর্তা। তিনি আমাদের মহব্বত
করেন এবং নিজের রক্ত দিয়ে গুনাহ্ থেকে আমাদের মুক্ত করেছেন। ৬তিনি আমাদের নিয়ে একটা রাজ্য গড়ে
তুলেছেন এবং তাঁর পিতা ও আল্লাহ্‌র এবাদত-কাজের জন্য ইমাম করেছেন। **চিরকাল ধরে ঈসা মসীহের গৌরব
হোক এবং চিরকাল ধরে তাঁর শক্তি থাকুক। আমিন। ৭দেখ, তিনি মেঘের সংগে আসছেন। প্রত্যেকটি চোখ তাঁকে
দেখবে; যারা তাঁকে বিঁধেছিল তারাও দেখবে এবং দুনিয়ার সমস্ত জাতি তাঁর জন্য জোরে জোরে কাঁদবে। তা-ই
হোক, আমিন**। ৮মাবুদ আল্লাহ্ বলছেন, "আমিই সেই আল্‌ফা এবং ওমিগা যিনি আছেন, যিনি ছিলেন ও যিনি
আসছেন। আমিই সর্বশক্তিমান।"

উনিশ রুকুতে ইউহোন্না লিখেছেন:

(প্রকাশিত কালাম ১৯) ১এর পরে আমি বেহেশতে অনেক লোকের ভিড়ের আওয়াজ শুনলাম। তাঁরা বলছিলেন,
"আলহামদুলিল্লাহ্! নাজাত, প্রশংসা এবং ক্ষমতা, সবই আমাদের আল্লাহ্‌র, ২কারণ তাঁর বিচার সত্য ও ন্যায্য।

৮৮ অধ্যায়

ঈসার পুনরাগমন; প্রকাশিত কালাম ১৯-২২

যে তার জেনা দিয়ে সারা দুনিয়াকে নাপাক করেছিল সেই মহাবেশ্যাকে আল্লাহ্‌ শাস্তি দিয়েছেন এবং তাঁর গোলামদের রক্তের প্রতিশোধ তিনি তার উপর নিয়েছেন.... [৬]তারপর আমি অনেক লোকের ভিড়ের আওয়াজ, জোরে বয়ে যাওয়া স্রোতের আওয়াজ ও জোরে বাজ পড়বার আওয়াজের মত করে বলা এই কথা শুনলাম, "আলহামদুলিল্লাহ্‌! আমাদের সর্বশক্তিমান মাবুদ আল্লাহ্‌ রাজত্ব করতে শুরু করেছেন। [**পরে সপ্তম ফেরেশতা তাঁর শিংগা বাজালেন। তখন বেহেশতে জোরে জোরে বলা হল, "দুনিয়ার রাজ্য এখন আমাদের মাবুদ ও তাঁর মসীহের হয়েছে।**] [১১]পরে আমি দেখলাম বেহেশত খোলাই আছে, আর সেখানে একটা সাদা ঘোড়া রয়েছে। যিনি সেই ঘোড়ার উপরে বসে ছিলেন তাঁর নাম হল **বিশ্বস্ত ও সত্য**। তিনি ন্যায়ভাবে বিচার ও যুদ্ধ করেন। [১২]তাঁর চোখ জ্বলন্ত আগুনের মত আর তাঁর মাথায় অনেক তাজ ছিল। তাঁর গায়ে এমন একটা নাম লেখা ছিল, যে নাম তিনি নিজে ছাড়া আর কেউ জানে না। [১৩]তাঁর পরনে ছিল রক্তে ডুবানো কাপড়, আর তাঁর নাম হল "**আল্লাহ্‌র কালাম**।" [১৪]বেহেশতের সৈন্যদল সাদা পরিষ্কার মসীনার কাপড় পরে সাদা ঘোড়ায় চড়ে তাঁর পিছনে পিছনে যাচ্ছিল। [১৫]তিনি যেন সমস্ত জাতিকে আঘাত করতে পারেন সেইজন্য তাঁর মুখ থেকে একটা ধারালো ছোরা বের হয়ে আসছিল। তিনি লোহার দণ্ড দিয়ে সব জাতিকে শাসন করবেন এবং আংগুর মাড়াই করবার গর্তে তিনি আংগুর পায়ে মাড়াবেন। এই আংগুর মাড়াই করবার গর্ত হল সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র ভয়ংকর গজব। [১৬]তাঁর পোশাকে ও রানে এই কথা লেখা আছে, **"বাদশাহের বাদশাহ এবং প্রভুদের প্রভু।"**

(প্রকাশিত কালাম ২০) [১]এর পরে আমি একজন ফেরেশতাকে বেহেশত থেকে নেমে আসতে দেখলাম। তাঁর হাতে ছিল হাবিয়া-দোজখের চাবি আর একটা মস্ত শিকল। [২]তিনি সেই দানবকে, অর্থাৎ সেই পুরানো সাপ যাকে **ইবলিস ও শয়তান** বলা হয় তাকে ধরে এক হাজার বছরের জন্য বাঁধলেন এবং হাবিয়া-দোজখে ফেলে দিলেন। পরে তিনি তাতে তালা দিয়ে তার উপর সীলমোহর করলেন, যেন এই এক হাজার বছর শেষ না হওয়া পর্যন্ত দুনিয়ার জাতিদের আর সে ভুল পথে নিয়ে যেতে না পারে; তার পরে কিছু দিনের জন্য তাকে অবশ্যই ছেড়ে দেওয়া হবে। [৪]তারপর আমি কতগুলো সিংহাসন দেখলাম, আর যাঁরা সেগুলোর উপরে বসে ছিলেন তাঁদের হাতে বিচার করবার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। আল্লাহ্‌র কালাম ও ঈসার শিক্ষা অনুসারে চলবার দরুন যাঁদের মাথা কেটে ফেলা হয়েছিল, আমি তাঁদের রূহ্‌গুলোকে দেখতে পেলাম। তাঁরা সেই জন্তুটাকে বা তার মূর্তির পূজা করেন নি এবং কপালে বা হাতে তার চিহ্নও গ্রহণ করেন নি। তাঁরা জীবিত হয়ে উঠলেন এবং এক হাজার বছর ধরে মসীহের সংগে রাজত্ব করলেন। [৫]এটা হল প্রথমবার মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে ওঠা এবং এই বারে যারা জীবিত হল তারা ধন্য ও পবিত্র। প্রথম বারে যারা জীবিত হয়ে উঠেছিল সেই লোকদের উপর দ্বিতীয় মৃত্যুর কোন শক্তি নেই, বরং তারা আল্লাহ্‌ এবং মসীহের ইমাম হবে এবং সেই হাজার বছর মসীহের সংগে রাজত্ব করবে। কিন্তু সেই হাজার বছর শেষ না হওয়া পর্যন্ত বাকী মৃত লোকেরা জীবিত হল না। [৭]সেই হাজার বছর শেষ হয়ে গেলে পর শয়তানকে

৮৮ অধ্যায়
ঈসার পুনরাগমন; প্রকাশিত কালাম ১৯-২২

তার জেলখানা থেকে ছেড়ে দেওয়া হবে। [৮]সে তখন গিয়ে সারা দুনিয়ার জাতিদের, অর্থাৎ ইয়াজুজ-মাজুজকে ভুল
পথে নিয়ে যাবে এবং যুদ্ধের জন্য তাদের একসংগে জড়ো করবে। এদের সংখ্যা হবে সমুদ্রের বালুকণার মত
অসংখ্য। [৯]তখন আমি দেখলাম, তারা এগিয়ে গিয়ে আল্লাহ্‌র বান্দাদের থাকবার এলাকা এবং তাঁর সেই প্রিয়
শহরটা ঘেরাও করল। কিন্তু বেহেশত থেকে আগুন নেমে এসে তাদের পুড়িয়ে ফেলল। [১০]**যে তাদের ভুল পথে
নিয়ে গিয়েছিল সেই ইবলিসকে জ্বলন্ত গন্ধকের হ্রদে ফেলে দেওয়া হল। সেই জন্তু আর ভণ্ড নবীকে আগেই সেখানে
ফেলে দেওয়া হয়েছিল।** সেখানে তারা চিরকাল ধরে দিনরাত যন্ত্রণা ভোগ করবে। [১১]তারপর আমি একটা বড় **সাদা
সিংহাসন** এবং তার উপরে একজনকে বসে থাকতে দেখলাম। তাঁর সামনে থেকে দুনিয়া ও আসমান পালিয়ে
গেল, তাদের জায়গা আর কোথাও রইল না। [১২]তারপর আমি দেখলাম, ছোট-বড় সব মৃত লোকেরা সেই
সিংহাসনের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। এর পর কতগুলো কিতাব খোলা হল। তার পরে আর একটা কিতাব খোলা
হল। ওটা ছিল জীবন্তকিতাব। এই মৃত লোকদের কাজ সম্বন্ধে সেই কিতাবগুলোতে যেমন লেখা হয়েছিল সেই
অনুসারেই তাদের বিচার হল। [১৩]যে সব মৃত লোকেরা সমুদ্রের মধ্যে ছিল, সমুদ্র তাদের তুলে দিল। এছাড়া মৃত্যু
ও কবরের মধ্যে যে সব মৃত লোকেরা ছিল, মৃত্যু ও কবর তাদেরও ফিরিয়ে দিল। প্রত্যেককে তার কাজ অনুসারে
বিচার করা হল। [১৪]পরে মৃত্যু ও কবরকে আগুনের হ্রদে ফেলে দেওয়া হল। এই আগুনের হ্রদে পড়াই হল দ্বিতীয়
মৃত্যু। [১৫]**যাদের নাম সেই জীবন্তকিতাবে পাওয়া গেল না, তাদেরও আগুনের হ্রদে ফেলে দেওয়া হল।**

(প্রকাশিত কালাম ২১) [১]তারপর আমি একটা **নতুন আসমান ও একটা নতুন জমীন** দেখলাম। প্রথম আসমান ও
প্রথম জমীন শেষ হয়ে গিয়েছিল এবং সমুদ্রও আর ছিল না...[৩]তারপর আমি একজনকে সেই সিংহাসন থেকে জোরে
এই কথা বলতে শুনলাম, "এখন মানুষের মধ্যে আল্লাহ্‌র থাকবার জায়গা হয়েছে। তিনি মানুষের সংগেই থাকবেন
এবং তারা তাঁরই বান্দা হবে। তিনি নিজেই মানুষের সংগে থাকবেন এবং তাদের আল্লাহ্‌ হবেন। [৪]তিনি তাদের
চোখের পানি মুছে দেবেন। **মৃত্যু আর হবে না;** দুঃখ, কান্না ও ব্যথা আর থাকবে না, কারণ আগেকার সব কিছু
শেষ হয়ে গেছে।" [৫]যিনি সেই সিংহাসনে বসে ছিলেন তিনি বললেন, "দেখ, আমি সব কিছুই নতুন করে তৈরী
করছি।" পরে তিনি আবার বললেন, "এই কথা লেখ, কারণ এই কথাগুলো বিশ্বাসযোগ্য ও সত্য।" [৬]তিনি আমাকে
আরও বললেন, "শেষ হয়েছে। আমি আলফা এবং ওমিগা- শুরু ও শেষ। **যার পিপাসা পেয়েছে তাকে আমি
জীবন্তপানির ঝর্ণা থেকে বিনামূল্যে পানি খেতে দেব।** [৭]যে জয়ী হবে সে এই সবের অধিকারী হবে। আমি তার
আল্লাহ্‌ হব এবং সে **আমার পুত্র** হবে। [৮]কিন্তু জ্বলন্ত আগুন ও গন্ধকের হ্রদের মধ্যে থাকাই হবে ভীতু, বেঈমান,
ঘৃণার যোগ্য, খুনী, জেনাকারী, জাদুকর, মূর্তিপূজাকারী এবং সব মিথ্যাবাদীদের শেষ দশা। এটাই হল দ্বিতীয়
মৃত্যু।"

৮৮ অধ্যায়
ঈসার পুনরাগমন; প্রকাশিত কালাম ১৯-২২

(প্রকাশিত কালাম ২২) [১]তারপর সেই ফেরেশতা আমাকে জীবন্তপানির নদী দেখালেন। সেটা স্ফটিকের মত চক্‌চকে ছিল এবং **আল্লাহ্‌র ও মেষ-শাবকের সিংহাসনের** কাছ থেকে বের হয়ে শহরের রাস্তার মাঝখান দিয়ে বয়ে যাচ্ছিল। সেই নদীর দু'ধারেই জীবন্তগাছ ছিল। তাতে বারো রকমের ফল ধরে। প্রত্যেক মাসেই তাতে ফল ধরে এবং তার পাতায় সমস্ত জাতির লোক সুস্থ হয়। বদদোয়া আর থাকবে না। [৩]আল্লাহ্‌র ও মেষ-শাবকের সিংহাসন সেই শহরে থাকবে এবং তাঁর গোলামেরা তাঁর এবাদত করবে। [৪]তারা তাঁর মুখ দেখতে পাবে এবং তাঁর নাম তাদের কপালে লেখা থাকবে। [৫]রাত আর থাকবে না এবং তাদের আর বাতির আলো বা সূর্যের আলোর দরকার হবে না, কারণ মাবুদ আল্লাহ্‌ নিজেই তাদের আলো হবেন। তারা চিরকাল ধরে রাজত্ব করবে। [৬]পরে সেই ফেরেশতা আমাকে বললেন, "এই সব কথা বিশ্বাসযোগ্য ও সত্য। মাবুদ আল্লাহ্‌, যিনি নবীদের মধ্য দিয়ে কথা বলেছিলেন তিনি তাঁর ফেরেশতাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন, যেন কিছুকালের মধ্যে যা অবশ্যই ঘটতে যাচ্ছে তা সেই ফেরেশতা তাঁর গোলামদের দেখাতে পারেন।" [১২] .....**"দেখ, আমি শীঘ্রই আসছি** এবং প্রত্যেককে তার কাজ অনুসারে দেবার পুরস্কার আমার সংগেই আছে। [১৩]আমি আলফা এবং ওমিগা, প্রথম ও শেষ, শুরু ও শেষ। [১৪]"ধন্য তারা, যারা তাদের পোশাক ধুয়ে ফেলে যেন তারা জীবন্তগাছের ফল খাবার অধিকারী হয় এবং দরজার মধ্য দিয়ে শহরে ঢুকতে পারে। [১৫]কুকুরের মত জঘন্য লোক, জাদুকর, জেনাকারী, খুনী, মূর্তিপূজাকারী, আর যারা মিথ্যা ভালবাসে ও মিথ্যার মধ্যে চলে, তারা সবাই বাইরে পড়ে আছে। [১৬]"আমি ঈসা আমার ফেরেশতাকে পাঠিয়েছি যেন সে তোমাদের কাছে জামাতগুলোর জন্য এই সব বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে পারে। আমি দাউদের মূল এবং বংশধর, ভোরের উজ্জ্বল তারা।" [১৭]পাক-রূহ্‌ এবং কনে বলছেন, "এস।" আর যে এই কথা শুনছে সেও বলুক, "এস।" **যার পিপাসা পেয়েছ সে আসুক এবং যে পানি খেতে চায় সে বিনামূল্যে জীবন্তপানি খেয়ে যাক।** [১৮]যে লোক এই কিতাবের সমস্ত কথা, অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কালাম শোনে আমি তার কাছে এই সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, **কেউ যদি এর সংগে কিছু যোগ করে তবে আল্লাহ্‌ও এই কিতাবে লেখা সমস্ত গজব তার জীবনে যোগ করবেন।** [১৯]আর এই কিতাবের সমস্ত কথা, অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কালাম থেকে যদি কেউ কিছু বাদ দেয় তবে আল্লাহ্‌ও এই কিতাবে লেখা জীবন্তগাছ ও পবিত্র শহরের অধিকার তার জীবন থেকে বাদ দেবেন। [২০]যিনি এই সব বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছেন তিনি বলছেন, **"সত্যিই আমি শীঘ্র আসছি।"** আমিন। হযরত ঈসা, এস। [২১]হযরত ঈসার রহমত আল্লাহ্‌র সব বান্দাদের উপর থাকুক। আমিন।

এইভাবে, আল্লাহ্‌ তাঁর বিস্ময়কর কিতাব শেষ করেছেন এবং ওয়াদা করেছেন, যে ঈসাকে আদম-সন্তানেরা ক্রুশে পেরেক মেরে হত্যা করেছিলেন তিনি দুনিয়াতে আবার আসবেন। তিনি তাদেরকে নিতে আসবেন যারা তাঁর উপর ঈমান এনে তাঁর সাথে থাকতে চান এবং যারা তাকে বিশ্বাস করেনি তাদের বিচার করতে আসবেন! প্রিয় বন্ধু, আপনি কি ঈসার মুখোমুখি হতে প্রস্তুত? আপনি কি তাদের দলের একজন যারা ঈসাকে তাদের জীবনের

নাজাতদাতা এবং প্রভু হিসাবে গ্রহণ করেছে? আপনি কি বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ্ ঈসার দ্বারা আপনার গুনাহ্ মাফ করেছেন? আপনি কি বিশ্বাস করেন যে, যিনি কখনো গুনাহ্ করেননি তাঁর দ্বারা আল্লাহ্ আপনাকে ধার্মিক বলে ঘোষণা করেছেন? **আপনার নাম কি জীবন পুস্তকে লেখা রয়েছে?** ঈসার সাথে আপনার সম্পর্ক কি? তিনি কি আপনার **নাজাতদাতা?** নাকি তিনি আপনার **বিচারকর্তা** হবেন? আপনি কি মসীহের কাছে ফিরে আসতে প্রস্তুত? যদি আপনি আল্লাহ্র রব আজকে শুনে থাকেন তাহলে দিলকে কঠিন করে রাখবেন না কারণ কিতাব বলে:

কিন্তু প্রিয় ভাইয়েরা, এই কথাটা ভুলে যেয়ো না যে, প্রভুর কাছে এক দিন এক হাজার বছরের সমান এবং এক হাজার বছর এক দিনের সমান। কোন কোন লোক মনে করে প্রভু তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করতে দেরি করছেন, কিন্তু তা নয়। আসলে তিনি তোমাদের প্রতি ধৈর্য ধরছেন, কারণ কেউ যে **ধ্বংস** হয়ে যায় এটা তিনি চান না, বরং সবাই যেন **তওবা** করে এটাই তিনি চান। (২ পিতর ৩:৮, ৯ আয়াত) **দেখ, এখনই উপযুক্ত সময়, আজই নাজাত পাবার দিন।** (২ করিন্থিয় ৬:২ আয়াত) যাঁরা তা শুনেছিলেন তাঁরা **আমাদের কাছে সেই নাজাতের সত্যতা প্রমাণ করে দেখিয়েছেন।** (ইবরানী ২:৩ আয়াত)

প্রিয় বন্ধু, মনোযোগ সহকারে শুনার জন্য ধন্যবাদ। আল্লাহ্র কাছে দোয়া করি যেন "ধার্মিকতার পথ" অনুষ্ঠান থেকে যা আপনি শুনেছেন তার মধ্য দিয়ে আপনার জীবনে রহমত আসে। এই সকল শ্রবন করার মধ্য দিয়ে যেন আপনি নাজাত পান যা আল্লাহ্ ঈমানদারদের জন্য বিনামূল্যে দিয়েছেন। যদি আপনি ইঞ্জিল শরীফ পেতে চান তাহলে আমাদের লিখে পাঠাতে পারেন।

সেই পর্যন্ত, আপনি যেভাবে ঈসার চূড়ান্ত বানী স্বরণ করেন তার মধ্য দিয়ে আল্লাহ্ আপনাকে রহমত দান করুন। প্রভু ঈসা বলেছেন:

"দেখো, আমি শিঘ্রই আসছি!" (প্রকাশিত কালাম ২২:২০ আয়াত)

৮৯ অধ্যায়
সুখবর!

{নোটঃ #৮৯ অধ্যায়ে যে প্রবাদ বাক্য লেখা হয়েছে তা মালিকের লেখা এবং রেডিওতে যিনি কণ্ঠ দিয়েছেন তিনি হচ্ছেন “ইউনো এনজাব”}

শ্রোতা বন্ধু, আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হউক।

আমরা আপনাকে আল্লাহ্‌র নামে শুভেচ্ছা জানাই। তিনি শান্তির প্রভু। তিনি তার তৈরীকৃত ধার্মিকতার পথ এবং তাঁর সত্যময় শান্তি সম্পর্কে আমাদের জানাতে চান। আজকে আপনার অনুষ্ঠান “ধার্মিকতার পথ” আবারো উপস্থাপন করতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত।

ইঞ্জিল শরীফ অধ্যয়নে {সুখবরের আরবি অনুবাদ} আমরা শুনেছি যে, প্রভু ঈসা পুনরুত্থিত হওয়ার পরে বলেছিলেন, **“তোমরা দুনিয়ার সব জায়গায় যাও এবং সব লোকদের কাছে আল্লাহ্‌র দেওয়া সুসংবাদ তবলিগ কর।”** (মার্ক ১৬:১৫ আয়াত) ঈসাকে বেহেশতে তুলে নেয়ার পর, পৌল নামের একজন ব্যক্তি (যিনি একজন বর্বর ধর্মীয় লোক থেকে ঈসার খাস অনুসারি হয়েছিলেন) লিখেছিলেনঃ

আমি মসীহ্ ঈসার গোলাম পৌল রোম শহরের ঈমানদারদের কাছে এই চিঠি লিখছি। তাঁর সাহাবী হবার জন্য আল্লাহ্ আমাকে ডেকেছেন এবং তাঁর দেওয়া সুসংবাদ তবলিগ করবার জন্য বেছে নিয়েছেন। আল্লাহ্ তাঁর নবীদের মধ্য দিয়ে পাক-কিতাবের মধ্যে আগেই এই সুসংবাদের ওয়াদা করেছিলেন। ঈসা মসীহের বিষয়ে এই যে সুসংবাদ তাতে আমার কোন লজ্জা নেই, কারণ এই সুসংবাদই হল আল্লাহ্‌র শক্তি যার দ্বারা তিনি সব ঈমানদারদের নাজাত করেন্ত প্রথমে ইহুদীদের, তারপর অ-ইহুদীদের। আল্লাহ্ কেমন করে মানুষকে ধার্মিক বলে গ্রহণ করেন সেই কথা এই সুসংবাদের মধ্যে প্রকাশ করা হয়েছে। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কেবল ঈমান আনবার মধ্য দিয়েই মানুষকে ধার্মিক বলে গ্রহণ করা হয়। পাক-কিতাবে লেখা আছে, “যাকে ধার্মিক বলে গ্রহণ করা হয় সে ঈমান আনবার মধ্য দিয়েই জীবন পাবে।” (রোমিয় ১:১, ২, ১৬, ১৭ আয়াত)

সুখবর! সুখবর! সুখবর! কি এই সুখবর? যার সম্পর্কে আল্লাহ্‌র কালাম আমাদেরকে বারে বারে সতর্ক করছে? আল্লাহ্‌র সাহায্যে, আমরা আজকে পাক কিতাবের সুখবর সম্পর্কে কথা বলতে চাই কিন্তু সুখবর সম্পর্কে কথা বলার আগে, আমাদের খারাপ খবর সম্পর্কে ধারণা থাকা প্রয়োজন। খারাপ খবর কি? স্বরণ করুন, শুরুতে, আল্লাহ্ আসমান ও দুনিয়া সৃষ্টি করার পর আদম ও হাওয়াকে সৃষ্টি করেছেন। তাদের আল্লাহ্ জান্নাতুল ফেরদৌসের একটি বাগানে রেখেছিলেন। আল্লাহ্ তাদের সৃষ্টি করেছিলেন যেন তারা তাঁকে জানতে পারে, তাঁকে মহব্বত করতে পারে, তাঁর বাধ্য হতে পারে এবং তাঁকে সর্বদা মহিমান্বিত করতে পারে। তবে, তাদের পরীক্ষা করার জন্য, আল্লাহ্ আদমকে বলেছিলেনঃ “বাগানের সমস্ত গাছের ফল তুমি খেতে পারবে কিন্তু মাঝখানে যে গাছ আছে তুমি তার ফল খাবে না, যেদিন তুমি খাবে সেদিন মরবেই মরবে!” খারাপ খবর হল আদম ও হাওয়া সাপের কথা শুনেছিলেন, আর এই সাপই ছিল শয়তান। শয়তান তাদের নিষিদ্ধ ফল খেতে প্রলোভিত করেছিল। আদম ও

৮৯ অধ্যায়
সুখবর!

হাওয়ার গুনাহ্ দুনিয়াতে সকল আদম-সন্তানদের জন্য কষ্ট এবং মৃত্যু নিয়ে এসেছিল। আমরা প্রায়ই শুনি: "মহামারী যার কাছ থেকে উৎপন্ন হয় তার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না! আল্লাহ্‌র কালাম আমাদের বলে:

"আল্লাহ্ ঠিক করে রেখেছেন যে, প্রত্যেক মানুষ একবার মরবে এবং তার পরে তার বিচার হবে...! দেখ, প্রভু তাঁর হাজার হাজার পবিত্র ফেরেশতাদের নিয়ে সকলের বিচার করতে আসছেন, আর ভয়হীন লোকেরা ভয়হীন ভাবে যে সব খারাপ কাজ করেছে এবং সেই ভয়হীন গুনাহ্‌গার লোকেরা প্রভুর বিরুদ্ধে যে সব শক্ত কথা বলেছে তার জন্য তিনি তাদের দোষী করতে আসছেন।" (ইবরানি ৯:২৭; এহুদা ১:১৫ আয়াত)

অতএব, **খারাপ খবর** হল এই, আমরা সবাই গুনাহ্‌গার এবং আমাদের সবাইকে আল্লাহ্ পাকের ধার্মিক বিচারের সম্মুখিন হতে হবে!

যাইহোক, **সুখবর** হচ্ছে, দয়াময় আল্লাহ্ ঘোষণা করেছিলেন যে, জান্নাতুল ফেরদৌস থেকে তিনি একজনকে এই দুনিয়াতে পাঠাবেন যাকে গুনাহ্ স্পর্শ করতে পারেনি এবং যিনি কুমারীর গর্ভে জন্ম নিবেন। তিনি হলেন পবিত্র **নাজাতদাতা**, যিনি আদম এবং তার সন্তানদের জন্য নিজের জীবন কোরবানি করেছেন। যে শাস্তি আমাদের পাবার কথা সেই শাস্তি তিনি গ্রহণ করেছেন। এই সুখবরটিই আল্লাহ্ আদম এবং হাওয়ার গুনাহের দিনে ঘোষণা করেছিলেন।

মসীহের আগমনের সংবাদ দেয়ার জন্য আল্লাহ্ এই পর্যন্ত অনেককেই ব্যবহার করেছেন। প্রত্যেক নবীই মসীহের বিষয়ে কিছু না কিছু ঘোষণা করেছেন যেন মসীহ্ আসার পর সবাই বুঝতে পারে যে আসলে মসীহ্ কে। উদাহরণস্বরূপ, ইশাইয়া নবী সাতশত বছর পূর্বে ভবিষ্যতবানী করেছিলেন যে, কিভাবে মসীহের জন্ম হবে: "একজন অবিবাহিতা সতী মেয়ে গর্ভবতী হবে, আর তাঁর একটি ছেলে হবে; তাঁর নাম রাখা হবে ইম্মানুয়েল।" (মথি ১:২৩; ইশাইয়া ৭:১৪ আয়াত) অন্য একজন নবী যার নাম ছিলো মিকাহ্, তিনি ভবিষ্যতবানী করেছিলেন, মসীহ্ বেহেশত থেকে আসবেন এবং **বেথেলহেমে** জন্মগ্রহণ করবেন। আর ঠিক এখানেই মসীহের জন্ম হয়েছিল। মসীহ্ জন্মের শত বছর পূর্বে মিকাহ্ এই ভবিষ্যতবানী করেছিলেন।

নবীরা শুধু মসীহের জন্মের বিষয়েই ভবিষ্যতবানী করেননি, বরঞ্চ মসীহ্ যে গুনাহ্‌গারদের পরিবর্তে **দুঃখভোগ এবং মৃত্যু বরণ** করবেন, তাও বলেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, দাউদ নবী লিখেছিলেন যে, মসীহ্‌কে লোকেরা অবজ্ঞা করবে, অত্যাচার করবে, হাত ও পা বিদ্ধ করবে এবং হত্যা করবে। দাউদ নবী শুধু মসীহের মৃত্যুর বিষয়েই ঘোষণা করেননি, তিনি আরো ভবিষ্যতবানী করেছিলেন যে আল্লাহ্ মসীহ্‌কে **মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত করবেন**। এইভাবে প্রমানিত হয় যে, তিনি হচ্ছেন একমাত্র নাজাতদাতা যাকে আদম-সন্তানদের গুনাহের শাস্তি হতে রক্ষা করার জন্য আল্লাহ্ পাঠিয়েছেন। মসীহের জন্মের বিষয়ে ক্ষুদ্র তর্ক আছে কিন্তু তাঁর মৃত্যু এবং পুনরুত্থানের বিষয়ে অনেক ভুল চিন্তা আছে। তারা বুঝতে পারে না যে কিভাবে আল্লাহ্ মসীহের মধ্য দিয়ে একজন মানুষ হিসাবে তাদের পাশে দাড়িয়েছেন এবং দেখাশোনা করছেন। লোকেরা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয় যে, আল্লাহ্ আমাদের

ভালবাসেন এবং তিনি আমাদের **গুনাহের পরিবর্তে** মসীহের দুঃখভোগের পরিকল্পনা করেছিলেন। ইশাইয়া নবী আমাদের এই ঘোষণা করছেন: "আসলে মাবুদ তাঁর ইচ্ছা অনুসারে তাঁকে চুরমার করেছিলেন আর তাঁকে কষ্ট ভোগ করিয়েছিলেন!" (ইশাইয়া ৫৩:১০ আয়াত)

আপনি কি নবীদের উপর ঈমান এনেছেন? আমরা সাধারণত বলে থাকি যে আমরা বিশ্বাস করি। যদি **আমরা সত্যিই নবীদের উপর ঈমান এনে থাকি** তাহলে অবশ্যই আমাদের তাদের **লেখাতেও ঈমান আনতে হবে**। আমাদের মনে রাখতে হবে নবীরা তাদের নিজেদের ধারণার কথা লিখেন না। যা বলতে হবে তা আল্লাহ্ তাদের রূহের মাধ্যমে বলেছেন। যার কারনে আমরা যদি তাদের উপর ঈমান আনতে অস্বীকার করি, তাহলে প্রকৃতপক্ষে কার উপর ঈমান আনতে অস্বীকার করছি? আমরা প্রকৃতপক্ষে **আল্লাহ্কে** অস্বীকার করছি–কারণ আল্লাহ্ নবীদের উৎসাহ দিয়েছেন যেন ভবিষ্যতবানী করে যে, মসীহ্ গুনাহ্ থেকে মুক্ত করার জন্য নিজের জীবন কোরবানি করবেন।

যেহেতু আল্লাহ্ এই দুনিয়াকে মহব্বত করেন এবং চান না যে কোন মানুষ গুনাহের কারনে ধ্বংস হয় তাই তিনি মসীহ্র মৃত্যুর পরিকল্পনা করেছিলেন। আল্লাহ্র বিচার হতে রক্ষা করতে, অধার্মিকদের জন্য একজন ধার্মিকের মৃত্যুর প্রয়োজন ছিল। ভেড়া এবং ছাগলের কোরবানির বিষয়টি এক সময় এর চিহ্ন বহন করতো। **ঈসা মসীহ্**, যিনি আল্লাহ্র শক্তিতে কুমারীর গর্ভে জন্ম নিয়েছেন তিনি হচ্ছেন আল্লাহ্র দেয়া **নিখুঁত এবং চূড়ান্ত** কোরবানি। কথায় আছে, "যদি কোন বামন আপনার সামনে দাড়িয়ে থাকে তাহলে তার সম্পর্কে বর্ণনা করার প্রয়োজন পরে না।" {প্রবাদ বাক্য} ঠিক একইভাবে যেহেতু আমাদের জন্য নিখুঁত এবং চূড়ান্ত কোরবানি হয়ে গিয়েছে সেহেতু আমাদের অন্য কোন কোরবানির প্রয়োজন নেই। আপনি কি স্বরণ করতে পারেন যে, ক্রুশের উপর মৃত্যুর পূর্বে প্রভু ঈসা কি বলেছিলেন? তিনি বলেছিলেন, **"শেষ হয়েছে!"** (ইউহোন্না ১৯:৩০ আয়াত) তিনি আমাদের গুনাহের ঋন চিরকালের জন্য পরিশোধ করেছেন। আমাদের এখন শুধু একটাই কাজ আর তা হচ্ছে **ঈমান আনা**! আমরা ইতিমধ্যে পড়েছি, কিতাব বলে: "এই সুসংবাদই হল আল্লাহ্র শক্তি যার দ্বারা তিনি **সব ঈমানদারদের** নাজাত করেন" (রোমীয় ১:১৬ আয়াত)

দুঃখের সাথে বলতে হয়, অনেকেই তাঁর উপর ঈমান আনে না। তারা মনে করে যে, ঈসার মৃত্যু এবং পুনরুত্থান শুধুমাত্র একটি কল্প-কাহিনী। এখন আমরা ইঞ্জিল শরীফ থেকে আবিষ্কার করেছি যে, নবীরা মসীহের বিষয়ে যে ভবিষ্যতবানী করে গিয়েছেন তা ঈসা মসীহের দ্বারা **পূর্ণ** হয়েছে। **সমস্ত বিষয়**.....তাঁর জন্ম, জীবন, মৃত্যু, পুনরুত্থান এবং বেহেশতে আরোহন। এইভাবে, ইঞ্জিল শরীফ ঘোষণা করে যে, "পাক-কিতাবের [নবীদের] কথামত মসীহ্ আমাদের গুনাহের জন্য মরেছিলেন, তাঁকে দাফন করা হয়েছিল, কিতাবের কথামত তিন দিনের দিন তাঁকে মৃত্যু থেকে জীবিত করা হয়েছে।" (১ করিন্থিয় ১৫:৩, ৪ আয়াত) **সমস্ত বিষয় নবীদের ভবিষ্যতবানী অনুসারে হয়েছে**। যারা ঈসাকে ঘৃনা করতো তারা তাঁকে ঠাট্টা করেছিল, অত্যাচার করেছিল ও হত্যা করেছিল

৮৯ অধ্যায়
সুখবর!

এবং যারা ঈসাকে মহব্বত করত তারা তাঁকে কবর দিয়েছিল। কিন্তু মৃত্যু তাঁকে কবরে ধরে রাখতে পারেনি। আমরা দেখেছি, ঈসার ক্রুশীয় মৃত্যুর তিনদিন পর কিছু মহিলা ভোড়ে ঘুম থেকে উঠে ঈসার কবরের সামনে গিয়েছিলেন এবং তারা আবিষ্কার করেছিলেন যে কবরটি খোলা ও খালি! মসীহ্ মৃত্যুর উপর বিজয় লাভ করেছে আর এই মৃত্যুই হচ্ছে মানুষের এক বড় শত্রু! ঈসার পুনরুত্থান প্রমান করে যে, আল্লাহ্ ঈসার কোরবানি গ্রহণ করেছেন, যা ছিল আদম-সন্তানদের জন্য পূর্ণ ঋন পরিশোধ যেন যারা তাঁর উপর ঈমান আনে তারা তার সাথে অনন্ত জীবনের অধিকারী হতে পারে।

এটাই হচ্ছে সুখবর। **প্রভু ঈসা আপনার গুনাহ্ দূর করার জন্য মারা গিয়েছেন এবং তিনি আপনাকে অনন্ত জীবন দান করার জন্য তিন দিনের দিন কবর থেকে উঠে এসেছেন।** এই সুখবরের উদ্দেশ্য হল যারা ঈমানদার তারা সবাই যেন নাজাত পায়। অতএব, একটি প্রশ্নের উত্তর আপনাকে অবশ্যই দিতে হবে: **"আপনি কি এই বিষয়টিতে ঈমান এনেছেন?"** আল্লাহ্‌র কালাম বলে: "আজকে নাজাত পাবার দিন! যদি আপনি সুখবর শুনে থাকেন তাহলে আপনার দিলকে কঠিন করে রাখবেন না! ঈমান আনুন! আমাদের কাজের বিনিময়ে নাজাত দেয়া হয়নি, কারণ **কেউ এমন কাজ করতে পারেনি যে তারা অর্জন হিসাবে জান্নাতুল ফেরদৌসে প্রবেশ করতে পারবে**। আল্লাহ্ তাঁর মহান নাজাতকে আপনার কাছে বিক্রি করবেন না; তিনি আপনাকে তা **দান করতে** চান! ভাল কাজ, মুনাজাত এবং রোজা হয়তো আপনার অন্তরকে ভাল অনুভূতি দিবে কিন্তু তা আল্লাহ্‌র ধার্মিকতাকে সন্তুষ্ট করতে পারে না! আল্লাহ্ পাকের জান্নাতুল ফেরদৌসে প্রবেশ করার জন্য আপনার কাছে একটিই পথই খোলা আছে।

১) আপনাকে বুঝতে হবে যে আপনি একজন গুনাহ্‌গার এবং আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করার কোন শক্তি আপনার নেই।

২) তারপর আপনাকে অবশ্যই ঈমান আনতে হবে যে ঈসাই নাজাতদাতা যাকে আল্লাহ্ আপনার গুনাহ্ দূর করার উদ্দেশ্যে ক্রুশে মৃত্যু বরণ করার জন্য পাঠিয়েছেন এবং আপনাকে অনন্ত জীবন দান করার জন্য আল্লাহ্ তাকে মৃতদের মধ্য থেকে তুলেছেন।

আপনি যদি এই সুখবরে ঈমান আনেন, তাহলে আপনি নিশ্চিত হতে পারেন যে, মৃত্যুর পর আপনাকে জান্নাতুল ফেরদৌসে নেয়া হবে কারণ আল্লাহ্ নিজেই তাঁর কালামে আমাদের এই ওয়াদা করেছেন যেন আমরা জানতে পারি যে ঈসা মসীহের নামে ঈমান আনলে আমাদের অনন্ত জীবন রয়েছে। (১ ইউহোন্না ৫:৯-১৩ আয়াত)

{মালিকের নিজের সাক্ষ্য শোনা যাক} এখানে আমরা একটু থামি যাতে আমি কিভাবে ঈমানদার হয়েছি তা বলতে পারি। একজন যুবক হিসাবে আমি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তাম, বাৎসরিক রোজা রাখতাম কিন্তু আমি জানতাম না যে মৃত্যুর পর আমি কোথায় যাবো। আমি সবাইকে জিজ্ঞেস করতাম কিন্তু স্পষ্ট উত্তর কেউ আমাকে দিত না। যখন আমি ইঞ্জিল শরীফ অধ্যয়ন করলাম, তখন আমি আবিষ্কার করলাম যে, আমি চাইলে জানতে পারি যে মৃত্যুর পর আমি কোথায় যাবো কারণ ঈসা মসীহ্ নিজে ইঞ্জিল শরীফে বলেছেন: "আমি আপনাদের সত্যিই

৮৯ অধ্যায়
সুখবর!

বলছি, আমার কথা যে শোনে এবং আমাকে যিনি পাঠিয়েছেন তাঁর কথায় ঈমান আনে, **তার অনন্ত জীবন আছে। তাকে দোষী বলে স্থির করা হবে না; সে তো মৃত্যু থেকে জীবনে পার হয়ে গেছে।**" (ইউহোন্না ৫:২৪ আয়াত) তিনি আরো বলেছেন, "আমিই পুনরুত্থান ও জীবন। যে আমার উপর ঈমান আনে সে মরলেও **জীবিত হবে!**" (ইউহোন্না ১১:২৫ আয়াত) এইভাবে, নিজেকে বাঁচাবার জন্য আমি তওবা করলাম এবং ঈসা মসীহের উপর ঈমান আনলাম যার বিষয়ে সকল নবী ভবিষ্যতবানী করে গিয়েছেন। তারা বলেছেন, **"তাঁর উপর যারা ঈমান আনে তারা প্রত্যেকে তাঁর গুণে গুনাহের মাফ পায়।"** (প্রেরিত ১০:৪৩ আয়াত) আমি আমার সকল আশা প্রভু ঈসার উপর ন্যস্ত করেছি। সেই সময় থেকে আজ পর্যন্ত আল্লাহ্ আমার রূহে শান্তি স্থাপন করেছেন। আমার মধ্যে এখন আর ধর্ম নিয়ে কোন তর্ক নেই। ঈসা ক্রুশে আমার জন্য যা করেছেন তার জন্য আমার ভবিষ্যৎ উজ্জল। ঈসার একজন সাহাবী হিসেবে আমার জীবনে মাঝে মাঝে কষ্ট আসে কারণ আমার ঈমান এখন পরিবার এবং বন্ধুদের থেকে অনেক দূরে কিন্তু আমার দিলে শান্তি আছে। আল্লাহ্‌র শান্তি আমার দিল পূর্ণ করে। ঈসার কালাম আমাদের বলে: "দুনিয়ার লোকেরা তোমাদের ঘৃণা করে, কিন্তু মনে রেখো, তার আগে তারা আমাকেই ঘৃণা করেছে। আমি তোমাদের জন্য শান্তি রেখে যাচ্ছি, আমারই শান্তি আমি তোমাদের দিচ্ছি; দুনিয়া যেভাবে দেয় আমি সেইভাবে দিই না। তোমাদের মন যেন অস্থির না হয় এবং মনে ভয়ও না থাকে।" (ইউহোন্না ১৫:১৮; ১৪:২৭ আয়াত) বন্ধু, মাবুদ আমার জন্য যা করেছেন তিনি আপনার জন্যও তা করতে পারেন। তিনি আপনার কাছে শুধু একটি বিষয় আশা করেন: **যেন আপনি আপনার পূর্ণ দিল তাঁকে দেন**। তিনি আপনাকে বিশ্রাম দিবেন। কারণ প্রভু ঈসা বলেছেন, "তোমরা যারা ক্লান্ত ও বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছ, তোমরা সবাই আমার কাছে এস; আমি তোমাদের বিশ্রাম দেব। আমার জোয়াল তোমাদের উপর তুলে নাও ও আমার কাছ থেকে শেখো, কারণ আমার স্বভাব নরম ও নম্র। (মথি ১১:২৮, ২৯ আয়াত)

আপনি কি আপনার গুনাহের জন্য ক্লান্ত এবং বোঝা অনুভব করেন? আপনি কি আপনার রূহের জন্য বিশ্রাম খুজছেন? আপনি যদি এই সুখবরে ঈমান আনেন যে ঈসা আপনার জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন এবং আবারো পুনরুত্থিত হয়েছেন তাহলে আপনার নাম জীবন কিতাবে লেখা থাকবে। যদি আপনি সুখবরে ঈমান আনেন তাহলে আল্লাহ্ আপনাকে নিজের বলে স্থির করবেন এবং ঈসার রূহ্ আপনার দিলে স্থাপন করবেন। পাক-রূহ্ যিনি আপনার মধ্যে বসবাস করেন তিনি আপনার দিল এবং জীবন-যাপনের পথ পরিবর্তন করবেন। কারণ কিতাব বলে: "যদি কেউ মসীহের সংগে যুক্ত হয়ে থাকে তবে সে নতুনভাবে সৃষ্ট হল। তার পুরানো সব কিছু মুছে গিয়ে সব নতুন হয়ে উঠেছে!" (২ করিন্থিয় ৫:১৭ আয়াত)

বন্ধু, আপনি যেখানেই থাকুন না কেন, যে অবস্থাতেই থাকেন না কেন, আপনি একজন পুরুষ হন কিংবা মহিলা হন, বৃদ্ধ কিংবা যুবক হন, মনে রাখবেন প্রভু ঈসা আপনাকে নতুন জীবন দান করতে পারেন–**যদি আপনি তাঁর**

উপর ঈমান আনেন। তিনি আপনার জন্য মারা গিয়েছেন যেন আল্লাহ্‌র সাথে চিরকাল বসবাস করতে পারেন। **আপনি কি এই সুখবরের উপর ঈমান এনেছেন?**

আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ...

আল্লাহ্‌ আপনাকে রহমত দান করুন। পাক কিতাবের একটি আয়াত দ্বারা আজকে শেষ করতে চাই যা আমাদের বলে যে, যারা আল্লাহ্‌র সুখবর তাদের দিল থেকে গ্রহণ করেছে তারা সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিন্ত হতে পারেন। কিতাব বলে:

আল্লাহ্‌ আমাদের নাজাত করেছেন এবং পবিত্রভাবে জীবন কাটাবার জন্য ডেকেছেন। আমাদের কোন কাজের জন্য তিনি তা করেন নি, বরং তাঁর উদ্দেশ্য এবং রহমতের জন্যই করেছেন। দুনিয়া সৃষ্ট হবার আগে মসীহ্‌ ঈসার মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর রহমত আমাদের দান করেছিলেন, কিন্তু এখন আমাদের নাজাতদাতা মসীহ্‌ ঈসার এই দুনিয়াতে আসবার মধ্য দিয়ে তিনি সেই রহমত প্রকাশ করেছেন। মসীহ্‌ মৃত্যু ধ্বংস করেছেন এবং সুসংবাদের মধ্য দিয়ে ধ্বংসহীন জীবনের কথা প্রকাশ করেছেন। (২ তীমথিয় ১:৯, ১০ আয়াত)

৯০ অধ্যায়
মানুষদের প্রশ্ন এবং আল্লাহ্‌র উত্তর; প্রথম পর্ব

শ্রোতা বন্ধু, আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হউক।

আমরা আপনাকে আল্লাহ্‌র নামে শুভেচ্ছা জানাই। তিনি শান্তির প্রভু। তিনি তার তৈরীকৃত ধার্মিকতার পথ এবং তাঁর সত্যময় শান্তি সম্পর্কে আমাদের জানাতে চান। আজকে আপনার অনুষ্ঠান "ধার্মিকতার পথ" আবারো উপস্থাপন করতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত।

প্রিয় বন্ধু, পাক কিতাবের শিক্ষার বিষয়ে চিঠি লেখার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাই। যে সকল চিঠি, বই এবং ক্যাসেট আপনাদের পাঠানো হয়েছে, আশা করি তা পেয়ে আপনারা উপকৃত হয়েছেন। যারা ধার্মিকতার পথ অনুষ্ঠানটি মনোযোগের সাথে শুনেছেন তাদের ধন্যবাদ জানাই। যদি আপনি আমাদের কাছে চিঠি নাও লিখে থাকেন তারপরও আপনাকে ধন্যবাদ জানাই। আল্লাহ্‌ আপনাকে রহমত দান করুন এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত নাজাতের সুখবর বুঝতে সাহায্য করুন। আমরা পরিকল্পনা করেছি, আজ এবং পরবর্তী অনুষ্ঠান কিছুটা ভিন্ন করবো। আমরা যে **প্রশ্নগুলো** পেয়েছি তা আপনাদেরকে জানাতে চাই। এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেয়ার জন্য আমরা শুধুমাত্র **পাক-কিতাব** ব্যবহার করবো, "তোমার কালাম আমার পথ দেখাবার বাতি, আমার চলার পথের আলো!" (জবুর ১১৯:১০৫ আয়াত)

এখন প্রশ্নগুলো দেখা যাক। আজকে আমাদের প্রশ্নগুলো পড়ার জন্য একজন বন্ধু সাহায্য করবেন।

১) ধন্যবাদ। প্রথম প্রশ্ন: **যারা "ধার্মিকতার পথ" অনুষ্ঠানটি তৈরী করেছেন তাদের ধর্ম কি?**

অনেক আগে, আল্লাহ্‌ আমাদের সত্য খোঁজার দিল দিয়েছেন–আমরা আমাদের জন্য সত্য আল্লাহ্‌র কালাম জানতে চাই। আমরা কিতাবুল মোকাদ্দস মনোযোগ সহকারে পড়ি, যেখানে তৌরাত, জবুর, নবীদের কিতাব এবং ইঞ্জিল (সুখবর) দেয়া আছে। আমরা খুজে পেয়েছি যে ঈসা মসীহ্‌ই নাজাতদাতা যার সম্পর্কে সকল নবী লিখে গিয়েছেন। আদম সন্তানদের গুনাহের ঋন পরিশোধ করার জন্য ঈসার নিখুঁত এবং চূড়ান্ত কোরবানি হয়েছে যেন তাঁর উপর যে ঈমান আনে সে চিরতরে আল্লাহ্‌র উপস্থিতির মধ্যে আসতে পারে। ঈসাই একমাত্র আল্লাহ্‌র কাছ থেকে এসেছেন এবং তিনিই আমাদের আল্লাহ্‌র কাছে নিয়ে যেতে পারেন। আমরা আমাদের সকল আশা তাঁর উপরে রেখেছি।

তাহলে আমরা কারা? আমরা ঈসার সাহাবী। কোরআন আমাদের বলে "আল-কিতাবী" যার অর্থ কিতাবীগণ। অন্যেরা আমাদের বলে থাকে ঈসায়ী অর্থাৎ ঈসার লোক। যদি আপনারা আমাদের খ্রীষ্টিয়ান বলে থাকেন তাহলে বলে রাখি যে সকল খ্রীষ্টিয়ানরা কিন্তু খ্রীষ্টের লোক নয়। যেমন করে একটি কাঠের টুকরো পানিতে ভিজিয়ে রাখলেই তা কুমিরে পরিনত হয় না, {প্রবাদ বাক্য} সেইভাবে খ্রীষ্টিয়ানদের কার্যকলাপ করলেই একজন খ্রীষ্টিয়ান হয়ে যায় না। একটি ধর্মকে অনুসরণ করলেই আপনার সাথে আল্লাহ্‌র সম্পর্ক হয়ে যাবে না। শুধুমাত্র ঈসা মসীহ্‌ই একজনকে আল্লাহ্‌র কাছে নিয়ে যেতে পারে। আমরা কতটা রহমতপ্রাপ্ত যে, আমরা ঈসা মসীহ্‌কে আমাদের

নাজাতদাতা, প্রভু এবং বন্ধু হিসেবে পেয়েছি! তিনি আমাদের সাথে আল্লাহ্‌র একটি সুসম্পর্ক দিয়েছেন এবং মৃত্যুতে সাহস দিয়েছেন। প্রতিদিন তিনি তাঁর বিশ্বস্থতা এবং মহব্বত আমাদের দেখিয়ে থাকেন। অনন্ত জীবনের সাথে জড়িত সকল কিছু আল্লাহ্‌ আমাদের ঈসা মসীহেতে দিয়ে থাকেন! আমাদের দিল যা চায় তা আমরা তাঁর মধ্য দিয়ে পেয়ে থাকি!

২) ধন্যবাদ। পরবর্তী প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ আর এই প্রশ্নটির একটি স্পষ্ট উত্তর প্রয়োজন। এখানে এভাবে লেখা আছে: **কিছু বিষয় আমাকে কষ্ট দেয়। আমি কোরআনে পড়েছি, যেখানে মোহাম্মদ নবী আদেশ করেছেন যেন আমরা তৌরাত এবং ইঞ্জিলে ঈমান আনি যা বাইবেলে পাওয়া যায়। আমি বাইবেলকে সম্মান করি এবং তা পড়া শুরু করি। যাইহোক, আমার বন্ধুরা বলেছে আমরা বাইবেলে ঈমান আনতে পারিনা কারণ এটি এখন দূর্নীতিগ্রস্ত এবং পরিবর্তন করা হয়েছে। তারা বলেছে, যে বাইবেল আমি পড়ছি তা আসল নয়। আপনি এই সম্পর্কে কি বলেন?**

এর উত্তর দেয়ার আগে তাদেরকে কিছু প্রশ্ন করতে চাই যারা বলে থাকে যে এই পুরাতন কিতাব যা নবীরা লিখেছেন তা দূর্নীতিগ্রস্ত এবং পরিবর্তন করা হয়েছে। আপনারা যেখান থেকে এই বিষয়টি পেয়েছেন অর্থাৎ বাইবেল দূর্নীতিগ্রস্ত এবং পরিবর্তন হয়েছে তার উৎস কি? এই মারাত্মক দোষ দেয়ার পিছনে ভিত্তি কোথায়? তাহলে আমাদের বলুন **কবে** বাইবেল পরিবর্তন করা হয়েছে? **কে** পরিবর্তন করেছেন? **কোথায়** পরিবর্তন করা হয়েছে? **কি কি** পরিবর্তন করা হয়েছে? কেউ কি কোন প্রকার প্রমান দিতে পারবে যে পাক-কিতাব পরিবর্তন করা হয়েছে? যদি আপনি সততার সাথে খোজেন তাহলে দেখতে পাবেন যে আল্লাহ্‌ তাঁর নবীদের মধ্য দিয়ে যে পাক কিতাব নাজেল করেছেন তা তিনি রক্ষা করে আসছেন। যারা ঘোষণা করছে যে বাইবেল পরিবর্তন করা হয়েছে তারা শুধুমাত্র একটি গুজবের উপর ঈমান এনেছে। বাইবেল পরিবর্তন করা হয়েছে তার পক্ষে কোন প্রকার সাক্ষী নাই। বরঞ্চ বাইবেল যে বিকৃত হয়নি তার পিছনে অনেক সাক্ষী রয়েছে। বর্তমানে, বিশ্বের মহান জাদুঘরে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা পণ্ডিতবর্গ আছে তারা অনেক পুরোনো কিতাব সংরক্ষিত করে রেখেছেন। যার মধ্যে নতুন নিয়ম অথবা ইঞ্জিলও আছে। এর মধ্যে বেশিরভাগ কিতাবই মোহাম্মদ আসার শত বছর পূর্বের। যাকে বলা হয় পুরাতন নিয়ম। আপনি যদি সেই সকল পুরাতন কিতাবের সাথে মিলিয়ে দেখেন তাহলে আপনি আবিষ্কার করতে পারবেন যে আল্লাহ্‌ তাঁর কিতাব সংরক্ষিত করে রেখেছেন। মোহাম্মদের সময়ে যে বাইবেল পাঠ করা হত সেই একই বাইবেল এখন আমাদের হাতে আছে। নবীরা তাদের লেখাগুলো কোন পশুর চামড়ায় অথবা গাছের খোসায় লিখে রাখতেন। ইহুদীদের শরীয়তের শিক্ষকেরা সেই লেখাকে নতুন করে কিতাব আকারে তৈরী করেছে। এই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকেরা নিশ্চিত করেছে যে, আমাদের কাছে যে কিতাব আছে তা মূল কিতাবের সাথে পুরোপুরি মিলে যায়। কিতাবের অক্ষরগুলো গণনা করা হয়েছে এবং নিশ্চিত করার জন্য এর মধ্যেকার অক্ষর মিলিয়ে দেখা হয়েছে যে, এটি ঠিক মূল কিতাবের মত। যদি সেখানে কোন সমস্যা থাকত, তাহলে সকল কিতাব ধ্বংস করে

ফেলা হতো! ইহুদী ধর্ম শিক্ষকেরা বিশ্বাস করে যে আল্লাহ্‌র কালাম পরিবর্তন করার মানে হল আল্লাহ্‌র সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা! হয়তো আপনি ১৯৪৭ সালের বিখ্যাত, মৃত সাগরের কিতাবের আবিষ্কার সম্পর্কে শুনেছেন। আপনি কি জানেন যে এই কিতাবটি ঈসার জন্মের একশো বছর পূর্বে অনুলিপি করা হয়েছে? তারপরও এই কিতাব সেই কিতাবের অনুলিপির সাথে পুরোপুরি মিলে যায় যা একহাজার বছর পরে অনুলিপি করা হয়েছে! বাইবেল পরিবর্তন করা হয়নি! কেউ বাইবেল পরিবর্তন করতে পারে না। এটি অসম্ভব! ঈসার সময় থেকেই মূল হিব্রু বাইবেল পণ্ডিতেরা তরজমা করা শুরু করে। কেউ দুনিয়ার সকল বাইবেলকে একসাথে পরিবর্তন করতে পারে না। বর্তমানে, সমস্ত দুনিয়াতে দুই হাজারেরও বেশি ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করা হয়েছে। {নোট: ইংলিশে ডজন ডজন বাইবেল অনুবাদ করা হয়েছে} আল্লাহ্‌ তাঁর পাক-কালামকে সংরক্ষণ করেছেন এবং তার গোলামেরা তা দুনিয়ার বিভিন্ন ভাষায় তরজমা করছে কারণ আল্লাহ্‌ চান যেন সবাই পাক-কালাম তাদের নিজের কানে শুনে, নিজের দিল থেকে বোঝে ও গ্রহণ করে এবং নাজাত পায়।

আল্লাহ্‌ কি তাঁর কালামকে শয়তানের হাত থেকে এবং যারা এটি পরিবর্তন করতে চায় কিংবা নষ্ট করতে চায় তাদের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে? হ্যাঁ, তিনি তা পারেন এবং তিনি তা রক্ষা করেছেন! আল্লাহু আকবার! আল্লাহ্‌ মহান! অবশ্যই আমরা প্রথম থেকেই সচেতন আছি যে শয়তান দুনিয়ার শুরু থেকেই আল্লাহ্‌র কালামকে পরিবর্তন করতে চেয়েছিল। আল্লাহ্‌ যে কথা বলেছিলেন, তা মানুষকে ভুলভাবে বুঝানোর চেষ্টা করেছিল শয়তান। উদাহরণস্বরূপ, তৌরাত শরিফের প্রথম অংশে অর্থাৎ পয়দায়েশে আল্লাহ্‌ আদমকে বলেছিলেন যে, **"যেদিন তুমি এই গাছের ফল খাবে সেদিন তুমি মরবে!"** কিন্তু শয়তান আল্লাহ্‌র-কালামকে অস্বীকার করে বলেছিল, **"কখনোই মরবে না!"** এইভাবে শয়তান আল্লাহ্‌র কালামকে পরিবর্তন করতে চেয়েছিল। আপনি জানেন যে, আদম এবং হাওয়া শয়তানের কথায় বিশ্বাস করেছিলেন এবং নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়েছিলেন। ফলাফলে, তাদের রূহ্‌ মারা গিয়েছিল এবং তাদের দেহ নষ্ট হতে ও মরতে শুরু করেছিল। প্রিয়বন্ধু, আল্লাহ্‌র কালাম সত্য। শয়তান ছিল মিথ্যাবাদী এবং প্রতারক। শয়তান মানুষদের ঠকাতে চায় এবং তাদেরকে এই কথাই বিশ্বাস করাতে চায় যে বাইবেল পরিবর্তন করা হয়েছে। কিন্তু প্রভু ঈসা মসীহ্‌ বলেছেন, "পাক-কিতাবের কথা কি বাদ দেওয়া যেতে পারে? পারে না।" (ইউহোন্না ১০:৩৫ আয়াত) "আসমান ও জমীন শেষ হবে, কিন্তু আমার কথা চিরদিন থাকবে।" (মথি ২৪:৩৫ আয়াত)

৩. এখন তৃতীয় প্রশ্ন। **কেন আপনারা ঈসাকে আল্লাহ্‌র পুত্র বলে থাকেন? আল্লাহ্‌ সন্তানের জন্ম দেয় না এবং তিনিও জন্ম নেননি। তাহলে কিভাবে ঈসা আল্লাহ্‌র পুত্র হতে পারে?**

আমরা প্রায়ই এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি, তবুও আমরা আনন্দের সাথে আবারো এই প্রশ্নের উত্তর দিতে চাই। এড়িয়ে যাওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা মৃত্যু পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে! প্রবাদ বাক্যে আছে: "আপনি বিষয়টি

৯০ অধ্যায়
মানুষদের প্রশ্ন এবং আল্লাহ্‌র উত্তর; প্রথম পর্ব

জানার পূর্বে, এড়িয়ে যাওয়া আপনাকে হত্যা করবে!" যারা প্রশ্ন করে তারা বলে "কেন আপনারা ঈসাকে আল্লাহ্‌র সন্তান বলে থাকেন?" প্রথমত, আমরা শ্রোতাবৃন্দকে জানাতে চাই "আল্লাহ্‌র পুত্র" উপাধিটি আমরা দিই নি। **আল্লাহ্** ঈসাকে **তাঁর পুত্র** বলে ডেকেছেন। দ্বিতীয়ত, "আল্লাহ্‌র পুত্র" বললেই কথাটা এমন দাড়ায় না যে, আল্লাহ্ একজন স্ত্রী গ্রহণ করেছেন এবং তার মধ্য দিয়ে একজন সন্তান গ্রহন করেছেন! আমরা ইতিমধ্যে দেখেছি যে কিতাবে ঈসার হাজারো নাম এবং উপাধি রয়েছে। ওই সকল নামগুলো আমাদের সাহায্য করে ঈসার পরিচয় সম্পর্কে জানতে। উদাহরণস্বরূপ, তাকে বলা হয়েছে "দরজা" কিন্তু তার মানে এই না যে ঈসা কাঠের তৈরী অথবা লোহার তৈরী কোন দরজা। তাকে আরো বলা হয়েছে "জীবন খাদ্য" কিন্তু তার মানে এই না যে, তিনি একটি ভেড়া। একইভাবে, যখন আল্লাহ্ তাঁকে পুত্র বলে ডেকেছেন, তখন আপনাদের বুঝতে হবে যে এর মানে এই না যে আল্লাহ্ একজন স্ত্রী গ্রহণ করবেন এবং তার মধ্য দিয়ে একজন সন্তান নিবেন! এটি কুফরী হবে। আমি যদি সিনেগাল থেকে কোন দেশে ঘুরতে যাই তাহলে সেখানকার লোক আমাকে "সিনেগালের সন্তান" বলবে। কিন্তু তার মানে এই না যে, সিনেগাল একটি স্ত্রী নিয়েছে এবং তার মধ্য দিয়ে একজন সন্তান গ্রহণ করেছে। একইভাবে, আল্লাহ্, ফেরেশতারা, এবং নবীগণ মসীহ্‌কে "আল্লাহ্‌র পুত্র" বলে ডেকেছেন কারণ তিনি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে এসেছেন। ঈসা একজন কুমারীর গর্ভে জন্মেছিলেন। তাঁর কোন জাগতিক আব্বা ছিল না। তিনি জন্মগ্রহণ করার পূর্বে বেহেশতে বসবাস করছিলেন কারণ তিনি হচ্ছেন "কালেমাতুল্লাহ্" অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কালাম যিনি শুরুতেই আল্লাহ্‌র সাথে ছিলেন। কিতাব এই ঘোষণা করে: "প্রথমেই কালাম ছিলেন, কালাম আল্লাহ্‌র সংগে ছিলেন এবং কালাম নিজেই আল্লাহ্ ছিলেন। সেই কালামই মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করলেন এবং আমাদের মধ্যে বাস করলেন। পিতার একমাত্র পুত্র হিসাবে তাঁর যে মহিমা সেই মহিমা আমরা দেখেছি। তিনি রহমত ও সত্যে পূর্ণ। আল্লাহ্‌কে কেউ কখনও দেখে নি। তাঁর সংগে থাকা সেই একমাত্র পুত্র, যিনি নিজেই আল্লাহ্, তিনিই তাঁকে প্রকাশ করেছেন।" (ইউহোন্না ১:১, ১৪, ১৮ আয়াত)

ঈসা হচ্ছেন, আল্লাহ্‌র অনন্তকালীন পুত্র। আল্লাহ্‌র কালাম দুনিয়াতে মানুষের দেহ নিয়ে দেখা দিয়েছেন। আল্লাহ্‌র কালাম কি? আপনি হয়তো বলতে পারেন পাক-কিতাব হচ্ছে আল্লাহ্‌র কালাম যা লিখতে আল্লাহ্ নবীদের উৎসাহ দিয়েছিলেন। আপনি সঠিক। নবীদের কিতাব আমাদের কাছে আল্লাহ্‌র কালামের মত, যেন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে একটি ঠিঠি। কিন্তু আপনাকে একটি কথা জিজ্ঞেস করতে চাই। ধরুন আপনার একজন বন্ধু আছে যে অন্য শহরে বাস করে। আপনি আপনার বন্ধুর কাছে কোন বিষয়টি আশা করবেন, ১. সে আপনাকে কিছু সাধারণ চিঠি লিখবে নাকি, ২. যখন সে আসবে তখন আপনাকে দেখতে আপনার বাড়িতে আসবে? অবশ্যই আপনি চাইবেন যেন সে আপনাকে দেখতে আসে যাতে আপনারা সরাসরি কথা বলতে পারেন। একইভাবে, তখনও আল্লাহ্ মহান ছিলেন এবং কোন কিছুই তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল না আর তিনি লোকদের তাঁর সম্পর্কে ও তাঁর ইচ্ছা সম্পর্কে জানাতে চেয়েছিলেন। আপনার কি মনে হয়, আল্লাহ্ কি করেছেন? তিনি কি শুধু মাত্র কিছু চিঠি আমাদের উদ্দেশে

পাঠিয়েছেন নাকি তিনি মানুষের দেহে আমাদের কাছে এসেছেন? বন্ধু, সুখবর হচ্ছে এই যে, নবীরা ঘোষণা করেছেন যে, **আল্লাহ্‌ নিজে গুনাহ্‌গার মানুষদের পরিদর্শন করতে এসেছিলেন!**

ইঞ্জিল শরীফে আমরা আবিষ্কার করতে পেরেছি, আল্লাহ্‌ তাঁর কালামকে মানুষরূপে লোকদের মাঝে বসবাস করার জন্য পাঠিয়েছিলেন যাতে তাদের গুনাহের হাত থেকে নাজাত দিতে পারে। বেহেশত থেকে আগত সেই মানুষটি হল ঈসা মসীহ্‌। ঈসা কে যে "আল্লাহ্‌র পুত্র" বলে ডাকা হয় তিনি তার যোগ্য কারণ তিনি আল্লাহ্‌র কালাম যিনি শুরুতে আল্লাহ্‌র সাথে ছিলেন। ঈসা হচ্ছেন, আল্লাহ্‌র চিরস্থায়ী পুত্র যিনি আল্লাহ্‌র পূর্ণ প্রতিনিধি। ঈসা আল্লাহ্‌র চরিত্রকে মানুষের কাছে প্রকাশ করেছেন। আমরা প্রায়ই একজন যুবককে উদ্দেশ্য করে বলে থাকি, "সে একদম তার বাবার মত!" ঈসাও ঠিক তাই। ঈসা আল্লাহ্‌র ছবি বহন করে। ঈসাকে জানলে আল্লাহ্‌কে জানা যায়। কিতাব বলে: "অনেক দিন আগে নবীদের মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌ আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছে নানা ভাবে অনেক বার অল্প অল্প করে কথা বলেছিলেন। কিন্তু এই দিনগুলোর শেষে তিনি তাঁর পুত্রের মধ্য দিয়ে আমাদের কাছে কথা বলেছেন। আল্লাহ্‌ তাঁর পুত্রকে সব কিছুর অধিকারী হওয়ার জন্য নিযুক্ত করলেন। পুত্রের মধ্য দিয়েই তিনি সব কিছু সৃষ্টি করলেন। আল্লাহর সব গুণ সেই পুত্রের মধ্যেই রয়েছে; পুত্রই আল্লাহ্‌র পূর্ণ ছবি। পুত্র তাঁর শক্তিশালী কালামের দ্বারা সব কিছু ধরে রেখে পরিচালনা করেন। মানুষের গুনাহ্‌ দূর করবার পরে পুত্র বেহেশতে আল্লাহ্‌তা'লার ডান পাশে বসলেন।" (ইবরানি ১:১-৩ আয়াত)

একমাত্র চূড়ান্ত "কালাম"। আপনাকে একটি বিষয় বুঝতে হবে, আল্লাহ্‌ কখনো বলেননি যে তিনি কি কারনে ঈসাকে তাঁর পুত্র বলেছেন। শুধুমাত্র আপনাকে **ঈমান আনতে** হবে। মনে রাখবেন আল্লাহ্‌ দাউদকে এইরকমভাবে লিখতে উৎসাহিত করেছিলেন: "ভয়ের সংগে তোমরা মাবুদের এবাদত কর, ভয়-ভরা অন্তরে আনন্দ কর। তোমরা সেই **পুত্রকে সম্মান** দেখিয়ে চুম্বন কর, যাতে তিনি তোমাদের উপর গজব নাজেল না করেন আর চলার পথেই তোমরা ধ্বংস হয়ে না যাও; কারণ চোখের নিমেষেই তাঁর রাগ জ্বলে উঠতে পারে। ধন্য তারা, যারা তাঁর মধ্যে আশ্রয় নেয়!" (জবুর ২:১১, ১২ আয়াত) আল্লাহ্‌ আরো প্রেরিত ইউহোন্নাকেও ইঞ্জিল শরীফে লিখতে উৎসাহিত করেছিলেন: ঈসা সাহাবীদের সামনে চিহ্ন হিসাবে আরও অনেক অলৌকিক কাজ করেছিলেন; সেগুলো এই কিতাবে লেখা হয় নি। কিন্তু এই সব লেখা হল যাতে **তোমরা ঈমান আন যে, ঈসাই মসীহ্‌, ইবনুল্লাহ্‌, আর ঈমান এনে যেন তাঁর মধ্য দিয়ে জীবন পাও।"** (ইউহোন্না ২০:৩০, ৩১ আয়াত) **"যে কেউ পুত্রের উপর ঈমান আনে সে তখনই অনন্ত জীবন পায়, কিন্তু যে পুত্রকে অমান্য করে সে সেই জীবন কখনও পাবে না, বরং আল্লাহ্‌র গজব তার উপরে থাকবে।"** (ইউহোন্না ৩:৩৬ আয়াত)

সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ। আল্লাহ্‌র ইচ্ছায়, পরবর্তী সম্প্রচারে আমরা আরো প্রশ্ন এবং উত্তর নিয়ে আলোচনা করবো.......

পাক-কিতাবে আল্লাহ্‌ যা ঘোষণা করেছেন তা গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌ আপনাকে রহমত দান করুন:

৯০ অধ্যায়
মানুষদের প্রশ্ন এবং আল্লাহ্‌র উত্তর; প্রথম পর্ব

সব মানুষ ঘাসের মত, আর ঘাসের ফুলের মতই তাদের সব সৌন্দর্য; ঘাস শুকিয়ে যায়, আর ফুলও ঝরে যায়, কিন্তু প্রভুর কালাম চিরকাল থাকে। আর এই কালামই সেই সুসংবাদ, যা তোমাদের কাছে তবলিগ করা হয়েছে।

(১ পিতর ১:২৪, ২৫ আয়াত)

৯১ অধ্যায়
মানুষদের প্রশ্ন এবং আল্লাহ্‌র উত্তর; দ্বিতীয় পর্ব

শ্রোতা বন্ধু, আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হউক। আমরা আপনাকে আল্লাহ্‌র নামে শুভেচ্ছা জানাই। তিনি শান্তির প্রভু। তিনি তার তৈরীকৃত ধার্মিকতার পথ এবং তাঁর সত্যময় শান্তি সম্পর্কে আমাদের জানাতে চান। আজকে আপনার অনুষ্ঠান "ধার্মিকতার পথ" আবারো উপস্থাপন করতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। আমরা গত পর্বে যা শুরু করেছিলাম তা আজকে চালিয়ে যাবো। যে প্রশ্নগুলো শ্রোতাদের কাছ থেকে এসেছে তার উত্তর দেবো। চিঠি লেখার জন্য ধন্যবাদ। শুরু করার পূর্বে আমাদের একটি বিষয় পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন। আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দেয়ার ক্ষেত্রে আমরা আমাদের জ্ঞানের উপর অথবা অন্যের জ্ঞানের উপর নির্ভর করার সাহস করি না। আমরা শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র কালামের উপর নির্ভর করি। আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দেয়ার মত আমাদের কাছে কিছু নেই কিন্তু আল্লাহ্‌র কাছে আপনার উত্তর আছে এবং তিনি তা আমাদেরকে পাক-কিতাবে দিয়েছেন। পাক-কিতাব বলে: "আল্লাহ্‌র কালাম জীবন্ত ও কার্যকর এবং দু'দিকেই ধার আছে এমন ছোরার চেয়েও ধারালো। এই কালাম মানুষের দিল-রূহ ও অসি'-মজ্জার গভীরে কেটে বসে এবং মানুষের দিলের সমস্ত ইচ্ছা ও চিন্তা পরীক্ষা করে দেখে।" (ইবরানী ৪:১২ আয়াত) এখন আমরা প্রশ্নত্তোর পর্বে আসবো। আজকে আবারো প্রশ্ন পড়ার জন্য একজন বন্ধুকে পেয়ে খুব খুশী হয়েছি।

১) ধন্যবাদ। এই চিঠিতে একজন বন্ধু লিখেছেন: আপনারা একটি অনুষ্ঠানে বলেছেন: "কোন মন্দ বিষয় আল্লাহ্‌র কাছ থেকে আসেনি।" আমি এর সাথে এক মত নই, কারণ আমি বিশ্বাস করি যে আল্লাহ্ প্রথমে মন্দতা সৃষ্টি করেছেন তারপর ভাল সৃষ্টি করেছেন। আমাদেরকে একটি প্রশ্নের দ্বারা এই বিষয়টির উত্তর দিতে দিন, যে প্রশ্নটি পাক-কিতাবে পাওয়া যায়। "একই জায়গা থেকে বের হয়ে আসা স্রোতের মধ্যে কি একই সময়ে মিষ্টি আর তেতো পানি থাকে? কখনো না!" (ইয়াকুব ৩:১১ আয়াত) ঠিক যেভাবে একই জায়গা থেকে বের হয়ে আসা স্রোতের মধ্যে কি একই সময়ে মিষ্টি আর তেতো পানি থাকে না সেভাবে আল্লাহ্ ভাল এবং মন্দ উভয়েরই উৎস নয়। পাক-কিতাব বলে: "আল্লাহ্ নূর; তাঁর মধ্যে অন্ধকার বলে কিছুই নেই!" (১ ইউহোন্না ১:৫ আয়াত) "দিলে গুনাহের টান বোধ করলে কেউ যেন না বলে, "আল্লাহ্ আমাকে গুনাহের দিকে টানছেন।" কোন খারাপীই আল্লাহ্‌কে গুনাহের দিকে টানতে পারে না, আর আল্লাহ্‌ও কাউকে গুনাহের দিকে টানেন না। মানুষের দিলের কামনাই মানুষকে গুনাহের দিকে টেনে নিয়ে যায় এবং ফাঁদে ফেলে। আমার প্রিয় ভাইয়েরা, ভুল কোরো না। জীবনের প্রত্যেকটি **সুন্দর ও নিখুঁত দান** বেহেশত থেকে নেমে আসে, আর তা আসে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে, যিনি সমস্ত নূরের পিতা। চঞ্চল ছায়ার মত করে তিনি বদলে যান না। তাঁর নিজের ইচ্ছায় সত্যের কালামের মধ্য দিয়ে তিনি আমাদের তাঁর সন্তান করেছেন, যেন তাঁর সৃষ্ট জিনিসের মধ্যে আমরা এক রকম প্রথম ফলের মত হই।" আল্লাহ্‌র নবী হাবাক্কুক লিখেছেন: "হে আল্লাহ্, আমার মাবুদ, আমার আল্লাহ্ পাক, তুমি কি চিরস্থায়ী নও?...তুমি এত খাঁটি যে, তুমি খারাপীর দিকে তাকাতে পার না এবং **অন্যায় সহ্য করতে পার না**।" (হাবাক্কুক ১:১২, ১৩ আয়াত) যেহেতু আল্লাহ্ কোন খারাপী **সহ্য** করতে পারেন না সেহেতু বিশ্বাস করবেন না যে তিনি কোন মন্দ কিছু **সৃষ্টি**

করেছেন। আল্লাহ্‌ লুসিফার নামে একজন ফেরেশতাকে সৃষ্টি করেছিলেন কিন্তু লুসিফার একসময় আল্লাহ্‌র বিরূদ্ধে গিয়েছিল। আল্লাহ্‌ আদমকে সৃষ্টি করেছিলেন কিন্তু আদম আল্লাহ্‌র আদেশ অমান্য করে গুনাহ্‌গার হয়েছিলেন। আল্লাহ্‌র কালাম আমাদের শিক্ষা দেয় যে লোকেদের খারাপ ও অধার্মিক দিল মন্দতার উৎস এবং আল্লাহ্‌ এবং তাঁর কালাম হচ্ছে ভাল বিষয়ের উৎস।

২) দ্বিতীয় প্রশ্ন: **যদি আল্লাহ্‌ পবিত্র এবং দয়ায় পরিপূর্ণ হয়ে থাকেন তাহলে কেন তিনি নিশ্চুপ হয়ে দুনিয়ার ঝগড়া, যুদ্ধ, মৃত্যু এবং মন্দতা দেখেন? যারা কষ্টে আছে তাদের সাহায্য করার জন্য তিনি কি কিছু করতে পারেন না?**

প্রকৃতপক্ষে, আল্লাহ্‌ দয়ার প্রভু এবং যারা কষ্টে আছে তাদের পাশে তাঁর দাড়ানো প্রয়োজন আর **তিনি তা ইতিমধ্যে করেছেন**! তিনি ধার্মিক নাজাতদাতা ঈসা মসীহ্‌কে পাঠিয়েছেন যেন, তাঁর সাথে আবারো মানুষদের সম্পর্ক পুনঃস্থাপিত হয় এবং যেন সবার জন্য মারা যেতে পারেন। যাইহোক, যদি লোকেরা আবারো সত্যিকার অর্থে সম্পর্ক পুনঃস্থাপিত করতে চায় তাহলে অবশ্যই প্রথমে তাদের আল্লাহ্‌র প্রেরিত ঈসার উপর ঈমান আনতে হবে। যখন আল্লাহ্‌র সাথে আমাদের সম্পর্ক ঠিক হবে তখন লোকদের সাথেও আমাদের সম্পর্ক ঠিক হবে। শুধুমাত্র তখনই সত্য শান্তি হতে পারে। আমরা কিভাবে আল্লাহ্‌কে সাড়া দিই, তার উপর সমস্ত কিছু নির্ভর করছে। আল্লাহ্‌ যে ঔষধ আমাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন তা আমাদের অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। আমাদের আরো মনে রাখতে হবে, এই দুনিয়ার দুষ্টতার কারনে আল্লাহ্‌ তাদের বিচার করবেন। আল্লাহ্‌র কালাম আমাদের বলে যে, যুগের শেষে প্রভু ঈসা আবারো দুনিয়াতে আসবেন যেন তাদের বিচার করতে পারেন যারা সত্য গ্রহণ করেননি এবং মান্য করেননি। আল্লাহ্‌র সকল শত্রুদের নামানোর পর তিনি সম্পূর্ণ সৃষ্টিকে নতুন করে তুলবেন। তারপর কিতাবের এই কথা পূর্ণ হবে: বদদোয়া আর থাকবে না..... মৃত্যু আর হবে না; দুঃখ, কান্না ও ব্যথা আর থাকবে না, কারণ আগেকার সব কিছু শেষ হয়ে গেছে। (প্রকাশিত কালাম ২২:৩; ২১:৪ আয়াত)

৩) তৃতীয় প্রশ্ন: আমি কষ্টে ছিলাম। **আমি সবসময় বিশ্বাস করতাম যে, যদি আমি কোন গুনাহ্‌ করি তাহলে সেই গুনাহের ফল পাবো কিন্তু সেই গুনাহের ফল আমার সন্তানেরা পাবে না। কিন্তু আপনি বলেছেন, আমাদের পূর্বপুরুষ আদম জান্নাতুল ফেরদৌসে যে গুনাহ্‌ করেছিলেন তার ফল তার সকল বংশধরেরা ভোগ করছে এবং আল্লাহ্‌ অবশ্যই সবাইকে শাস্তি দিবেন। এটা কিভাবে হতে পারে?**

প্রবাদ বাক্য বলে: "মহামারী যেখানে শুরু হয় শুধুমাত্র সেখানেই সীমাবদ্ধ থাকে না!" এবং "যে হরিণ লাফিয়ে বেড়ায় সে কোন গর্তে লুকিয়ে থাকা বাচ্চা প্রসব করে না।" এটাই সত্য, তাই না? আমরা সকলেই একটি বিষয়ে একমত হবো, যদি আপনি একজন সন্তান গ্রহণ করেন এবং আপনার সাথে একই বাড়িতে রাখেন তাহলে সেই সন্তান আপনার ভাল এবং মন্দ চরিত্র, দুটোই ধারণ করবে। সে আপনার কথা বলার ধরণ, বসবাসের ধরণ, চিন্তার ধরণ এবং অন্যান্য কাজের ধরণ প্রকাশ রকবে। আমরা সবাই আদম এবং হাওয়ার বংশধর। যিনি আল্লাহ্‌র অবাধ্য

হয়েছিলেন, আমরা সবাই তাঁর বংশধর। আমরা কি আমাদের পূর্বপুরুষের মত না? আমাদের মধ্য থেকে কে বলতে পারবে যে সে কখনো আল্লাহ্‌র অবাধ্য হয়নি? আমরা সবাই দোষী! আমরা অবাধ্যতার সভাব নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছি। আমরা এই অবাধ্যতার চরিত্র কার কাছ থেকে পেয়েছি? **আদমের কাছ থেকে।** একটি ভয়ংকর রোগের মত আদমের গুনাহ্‌ আমাদের সবার মাঝে ছড়িয়ে পরেছে। আপনার পছন্দ হোক বা না হোক, বিষয়টি এরকমই। আল্লাহ্‌র কালাম ঠিক এইরকম ভাবেই ঘোষণা করেছে: **একটি মানুষের** মধ্য দিয়ে **গুনাহ্‌** দুনিয়াতে এসেছিল ও সেই **গুনাহের মধ্য দিয়ে মৃত্যুও** এসেছিল। সব মানুষ গুনাহ্‌ করেছে বলে এইভাবে **সকলের কাছেই মৃত্যু** উপস্থিত হয়েছে। (রোমীয় ৫:১২ আয়াত) যাইহোক, সকল আশা ফুরিয়ে যায় নি কারণ আল্লাহ্‌র কালাম আরো বলে: "তাহলে **একটা গুনাহের** (আদমের দ্বারা) মধ্য দিয়ে যেমন সব মানুষকেই শাস্তির যোগ্য বলে ধরা হয়েছে, তেমনি **একটা ন্যায় কাজের** (ঈসার দ্বারা) মধ্য দিয়ে সব মানুষকেই ধার্মিক বলে গ্রহণ করবার ব্যবস্থাও করা হয়েছে এবং তার ফল হল অনন্ত জীবন।" (রোমিয় ৫:১৮ আয়াত)

৪) পরবর্তী প্রশ্ন: **কেন বাইবেল দুটি অংশে বিভক্ত হল? পুরাতন নিয়ম এবং নতুন নিয়ম।**

সংক্ষেপে বলা যাক, যে অংশে সকল নবীগণ লিখেছেন তা হচ্ছে পুরাতন নিয়ম। এটি ছিল **প্রথম চুক্তি**। তারা মসীহ্‌ জন্মের **পূর্বে** লিখেছিলেন। নতুন নিয়মের সমস্তকিছু হচ্ছে **নতুন চুক্তি**। এর সমস্ত কিছু লেখা হয়েছে মসীহ্‌ জন্মগ্রহণ করার **পর**। নবীরা প্রথম চুক্তিতে যা লিখেছিল তা হচ্ছে "আল্লাহ্‌ মসীহ্‌কে **পাঠাতে যাচ্ছেন**!" আর নতুন চুক্তির সংবাদ হচ্ছে, "নবীদের মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌ যে ওয়াদা করেছিলেন সে অনুসারে তিনি মসীহ্‌কে **পাঠিয়েছেন**!" আমরা আল্লাহ্‌কে শুক্রিয়া জানাই যে বাইবেলের দুটি অংশ আছে। পুরাতন চুক্তি এবং নতুন চুক্তি। এর দ্বারা আমরা বুঝতে পারি যে অনেক আগে আল্লাহ্‌ কি ওয়াদা করেছিলেন এবং আল্লাহ্‌ তা কিভাবে পূর্ণ করেছেন। আল্লাহ্‌ একজন নাজাতদাতাকে পাঠিয়েছেন, ঈসা মসীহ্‌। যেভাবে আল্লাহ্‌ তৌরাত, জবুর এবং নবীদের কিতাবে ওয়াদা করেছেন ঠিক তেমনি আল্লাহ্‌ তাঁর ওয়াদা অনুসারেই তাঁকে পাঠিয়েছেন। যেভাবে নদী সাগরে মিশে ঠিক তেমনি নবীদের কিতাবের পূর্ণতা ঈসা মসীহে হয়ে থাকে।

৫) আরো একটি প্রশ্ন: **অনেকেই বলে থাকে, মানুষ জানে না যে, সে বেহেশতে যাবে নাকি দোযখে যাবে। শুধুমাত্র আল্লাহ্‌ই জানে। কিন্তু আপনি বলেছেন যে যদি আজকে আপনি মারা যান তাহলে আপনি বেহেশতে যাবেন। আপনি কিভাবে এত বড় একটি বিষয় ঘোষণা করতে পারেন?** এই প্রশ্নটির উত্তর অন্য একটি প্রশ্নের মাধ্যমে দেয়া যাক। **আল্লাহ্‌ কি আল্লাহ্‌র কালামের বিরুদ্ধে যাবেন?** তিনি কি তাঁর কথা রাখবেন না? আল্লাহ্‌র কালাম বলে: "সব নবীরাই তাঁর বিষয়ে এই সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, **তাঁর উপর যারা ঈমান আনে তারা প্রত্যেকে তাঁর গুণে গুনাহের মাফ পায়।**" (প্রেরিত ১০:৪৩ আয়াত) তোমরা যারা ইবনুল্লাহর উপর ঈমান এনেছ, **তোমাদের কাছে আমি এই সমস্ত লিখলাম যাতে তোমরা জানতে পার যে, তোমরা অনন্ত জীবন পেয়েছ।** (১ ইউহোন্না ৫:১৩ আয়াত) যারা জানে না যে মৃত্যুর পর তারা কোথায় যাবে তাদের জন্য সেই সময়ে আল্লাহ্‌ নিজে পাক কিতাবের

মাধ্যমে এই কথা বলেছেন যেন, আপনি জানতে পারেন যে আপনার অনন্ত জীবন আছে। হ্যাঁ প্রিয়বন্ধু, **আপনি জানতে পারেন** যে, আপনি মৃত্যুর পর কোথায় যাচ্ছেন! প্রশ্ন হচ্ছে: আপনি কি সত্যিই প্রভু ঈসা মসীহের উপর এবং তাঁর কোরবানির উপর ঈমান এনেছেন? নাকি আপনি আপনার নিজের "ভাল কাজের" উপর নির্ভর করছেন? যারা ঈসার উপর ঈমান আনে শুধুমাত্র তারাই বলতে পারে "আমি জানি আমার অনন্ত জীবন আছে!"

৬) ধন্যবাদ। আর একজন শ্রোতা জিজ্ঞেস করেছেন: **ঈসা ঘোষণা করেছিলেন যে তাঁর পরে একজন পরামর্শদাতা আসবেন (প্যারাকেলটোস)। কার বিষয়ে ঈসা বলেছিলেন?**

প্যারাকেলটোস একটি গ্রীক শব্দ যার অর্থ হচ্ছে পরামর্শদাতা, সাহায্যকারী অথবা উকিল। পাক কিতাবে প্যারাকেলটোস শব্দটি দুইজনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে, ঈসা মসীহের ক্ষেত্রে (১ ইউহোন্না ২:১ আয়াত দেখুন) এবং পাক-রূহের ক্ষেত্রে। আমরা ইতিমধ্যে দেখেছি যে, বেহেশতে উঠে যাওয়ার আগে ঈসা তাঁর সাহাবীদের এই বলে ওয়াদা করেছিলেন:

"আমি পিতার কাছে চাইব, আর তিনি তোমাদের কাছে চিরকাল থাকবার জন্য **আর একজন সাহায্যকারীকে** পাঠিয়ে দেবেন। সেই সাহায্যকারীই **সত্যের রূহ্‌**। দুনিয়ার লোকেরা তাঁকে গ্রহণ করতে পারে না, কারণ তারা তাঁকে দেখতে পায় না এবং তাঁকে জানেও না। তোমরা কিন্তু তাঁকে জান, কারণ তিনি তোমাদের সংগে সংগে থাকেন আর তোমাদের দিলে বাস করবেন....**সেই সাহায্যকারী, অর্থাৎ পাক-রূহ্‌** যাঁকে পিতা **আমার নামে** পাঠিয়ে দেবেন, তিনিই সব বিষয়ে তোমাদের শিক্ষা দেবেন, আর আমি তোমাদের যা কিছু বলেছি সেই সব তোমাদের মনে করিয়ে দেবেন....তিনি এসে গুনাহ্‌ সম্বন্ধে, আল্লাহ্‌র ইচ্ছামত চলা সম্বন্ধে এবং আল্লাহ্‌র বিচার সম্বন্ধে লোকদের চেতনা দেবেন। তিনি গুনাহ্‌ সম্বন্ধে চেতনা দেবেন, কারণ লোকেরা আমার উপর ঈমান আনে না.....সেই সময় একদিন ঈসা যখন সাহাবীদের সংগে ছিলেন তখন তাঁদের এই হুকুম দিয়েছিলেন, "তোমরা জেরুজালেম ছেড়ে যেয়ো না, বরং আমার পিতার ওয়াদা করা যে **দানের** কথা তোমরা আমার কাছে শুনেছ তার জন্য অপেক্ষা কর। ইয়াহিয়া পানিতে তরিকাবন্দী দিতেন, কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যে পিতার সেই ওয়াদা অনুসারে **পাক-রূহে** তোমাদের তরিকাবন্দী হবে।" (ইউহোন্না ১৪:১৬, ১৭, ২৬; ১৬:৮, ৯ আয়াত; প্রেরিত ১:৪, ৫ আয়াত)

প্রভু ঈসা বলেছেন যে পরামর্শদাতা কোন **মানুষ হবেন না**। তিনি হবেন রূহ্‌,আল্লাহ্‌র পাক-রূহ্‌। যাকে কেউ দেখতে পাবে না। ঈসা বলেছিলেন, তিনি বেহেশতে যাওয়ার পর পাক-রূহ্‌কে পাঠানো হবে যিনি সাহাবীদের দিলে বাস করবেন। কিছুদিন আগের অনুষ্ঠানে আমরা পড়েছি যে, ঈসা বেহেশতে যাওয়ার দশদিন পর কিভাবে এই ঘটনাটি পঞ্চশত্তমী-ঈদের দিন ঘটেছিল। সংক্ষেপে বলা যাক, পাক-রূহ্‌ হচ্ছেন ঈসার রূহ্‌ যিনি তাদের দিলে বাস করার জন্য এসেছেন যারা ঈসার সুখবরে ঈমান এনেছে। আপনি যদি বিশ্বাস করেন যে, পাক রূহ্‌ আপনার

দিলকে পরিষ্কৃত ও নতুনিকৃত করতে পারে, আল্লাহ্‌র সন্তান হিসাবে চিহ্নিত করতে পারে এবং আপনাকে আল্লাহ্‌র চিরস্থায়ী উপস্থিতিতে নিয়ে যেতে পারে তাহলে পাক-কিতাব বলে:

"আর তোমরাও সত্যের কালাম, অর্থাৎ নাজাত পাবার সুসংবাদ শুনে মসীহের উপর ঈমান এনেছ। মসীহের সংগে যুক্ত হয়েছ বলে আল্লাহ্ **তাঁর ওয়াদা করা পাক-রূহ্ দিয়ে তোমাদের সীলমোহর করে রেখেছেন**। **যারা আল্লাহ্‌র নিজের সম্পত্তি** তাদের তিনি একটা অধিকার দেবার ওয়াদা করেছেন। তাদের যতদিন না সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করা হয় ততদিন পর্যন্ত সেই অধিকারের প্রথম অংশ হিসাবে পাক-রূহ্‌কে তাদের দেওয়া হয়েছে। আর এই সবের দ্বারাই আল্লাহ্‌র মহিমার প্রশংসা হবে।" (ইফিষীয় ১:১৩, ১৪ আয়াত)

ঈমানদারদের জন্য পাক-রূহ্ হচ্ছেন একজন সাহায্যকারী, পথপ্রদর্শনকারী, শক্তি, গুরু এবং আরো অনেক কিছু। তিনি আমাদের জন্য অনেক কিছু করেছেন যা এখন উল্লেখ করতে পারছি না। মুনাজাতের মাধ্যমে তিনি আমাদের সাহায্য করতে পারেন। আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে মুখস্ত মুনাজাত বলা এবং সত্য মুনাজাতের মধ্যে অনেক বড় পার্থক্য রয়েছে। আল্লাহ্‌র কাছে সত্য মুনাজাত করতে পাক-রূহ্ আমাদের সাহায্য করেন। লেখা আছে: "এছাড়া আমাদের দুর্বলতায় পাক-রূহ আমাদের সাহায্য করেন। কি বলে মুনাজাত করা উচিত তা আমরা জানি না, কিন্তু যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না সেই রকম আকুলতার সংগে পাক-রূহ্ নিজেই আমাদের হয়ে অনুরোধ করেন।" (রোমীয় ৮:২৬ আয়াত) যারা ঈসার সুখবরে ঈমান আনে তারা সবাই এই বেহেশতি মেহমানকে পায় যিনি সবার দিলে বাস করেন। কিতাব বলে: **"যার দিলে মসীহের রূহ্ নেই সে মসীহের নয়।"** (রোমীয় ৮:৯ আয়াত)

৭) শেষ প্রশ্ন: **আপনার শিক্ষা থেকে আমি বুঝতে পেরেছি যে যদি আমি আমার নাজাতদাতা হিসাবে ঈসাকে গ্রহণ করি তাহলে আমি জান্নাতুল ফেরদৌসে যেতে পারবো। তার মানে কি, আমি যদি আমার ইচ্ছামত মন্দতায় জীবন-যাপন করি তারপরও মারা যাওয়ার পর জান্নাতুল ফেরদৌসে যেতে পারবো? বাইবেল/পাক-কিতাব এই সম্পর্কে কি বলে?** পাক কিতাব এই সম্পর্কে আমাদের খুব স্পষ্ট উত্তর দেয়। রোমীয় ছয় রুকুতে লেখা আছে, "তাহলে কি আমরা এই বলব যে, আল্লাহ্‌র রহমত যেন বাড়ে সেইজন্য আমরা গুনাহ্ করতে থাকব? নিশ্চয়ই না। গুনাহের দাবি-দাওয়ার কাছে তো আমরা মরে গেছি; তবে কেমন করে আমরা আর গুনাহের পথে চলব?" (রোমীয় ৬:১, ২ আয়াত) আল্লাহ্‌র ধার্মিক পরিকল্পনা ছিল যেন ঈসা মসীহের ক্রুশীয় মৃত্যু এবং কবর থেকে পুনরুত্থানের দ্বারা গুনাহ্‌গাররা শুধুমাত্র গুনাহের **শাস্তি** থেকে না কিন্তু গুনাহের **শক্তি** থেকেও নাজাত পায়! আপনি যদি সুখবর আপনার দিল থেকে গ্রহণ করেন তাহলে আল্লাহ্‌র কালাম শিক্ষা দেয় যে যখন থেকে আপনি ঈমান আনবেন তখন থেকে আল্লাহ্ দুটি কাজ আপনার মধ্যে পূর্ণ করবেন: **প্রথমত**, আল্লাহ্ তাঁর ওয়াদা অনুসারে, ঈসার নামে আপনার **সকল গুনাহ্ মাফ করবেন**। **দ্বিতীয়ত**, আল্লাহ্ পাক-রূহের শক্তিতে আপনাকে **নতুনিকৃত করবেন**। তারপর থেকে আপনি ধার্মিকতা মহব্বত করবেন এবং খারাপ বিষয় ঘৃনা করবেন কারণ আল্লাহ্ তাঁর পবিত্র চরিত্র আপনার মধ্যে গেঁথে তুলবেন। এইভাবে, কিতাব বলে: "যদি কেউ মসীহের সংগে যুক্ত হয়ে থাকে তবে সে নতুনভাবে সৃষ্ট হল।

তার পুরানো সব কিছু মুছে গিয়ে সব নতুন হয়ে উঠেছে।" (২ করিন্থিয় ৫:১৭ আয়াত) "ঈসা মসীহ্‌ আমাদের জন্য নিজের জীবন দিয়েছিলেন, যেন সমস্ত গুনাহ্‌ থেকে আমাদের মুক্ত করতে পারেন এবং তাতে এমন একদল লোককে **পাক-সাফ করতে পারেন** যারা কেবল তাঁরই হবে এবং **যারা অন্যদের উপকার করতে আগ্রহী হবে**। (তীত ২:১৪ আয়াত) যখন কেউ সত্যি সত্যি প্রভু ঈসার উপর ঈমান আনবে সে আর মন্দ বিষয় নিয়ে পরে থাকবে না কারণ আল্লাহ্‌ তাঁর মধ্যে পাক-রূহ্‌কে এবং "পাক-রূহের ফল- মহব্বত, আনন্দ, শান্তি, সহ্যগুণ, দয়ার স্বভাব, ভাল স্বভাব, বিশ্বস্ততা, নম্রতা ও নিজেকে দমন এই সকল বিষয় স্থাপিত করবেন"। (গালাতীয় ৫:২২, ২৩ আয়াত)

আমাদের সময় আজকে এখানেই শেষ, কিন্তু আল্লাহ্‌র ইচ্ছায়, পরবর্তী অনুষ্ঠানে আমরা এই প্রশ্নত্তোর নিয়ে আবারো আলোচনা করবো যে একজন উম্মতের কিভাবে জীবন-যাপন করা উচিত.....আল্লাহ্‌ আপনাকে রহমত দান করুন। আমরা জবুর শরীফ থেকে দাউদ নবীর একটি গজল দিয়ে শেষ করছি:

"আল্লাহ্‌র পথে কোন খুঁত নেই; মাবুদের কালাম খাঁটি বলে প্রমাণিত হয়েছে। তিনিই তাঁর মধ্যে আশ্রয় গ্রহণকারী সকলের ঢাল!" (জবুর ১৮:৩০ আয়াত)

৯২ অধ্যায়
ঈসার সাহাবীদের কিরূপ জীবন-যাপন করা উচিত?

শ্রোতা বন্ধু, আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হউক।

আমরা আপনাকে আল্লাহ্‌র নামে শুভেচ্ছা জানাই। তিনি শান্তির প্রভু। তিনি তার তৈরীকৃত ধার্মিকতার পথ এবং তাঁর সত্যময় শান্তি সম্পর্কে আমাদের জানাতে চান। আজকে আপনার অনুষ্ঠান "ধার্মিকতার পথ" আবারো উপস্থাপন করতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত।

আমরা গত অনুষ্ঠানে ওয়াদা করেছিলাম যে আজকে আমরা দেখবো, **ঈসার একজন উম্মতের আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে কিভাবে জীবন-যাপন করা উচিত**। ঈসার একজন উম্মত হিসেবে এমন দিল থাকা প্রয়োজন যেন তাঁর চিন্তায়, কথায় এবং কাজে, এমনকি জীবন যাপনের প্রতিটি অংশে তা প্রকাশ পায়। ঈসার একজন উম্মতকে কিভাবে চলতে হবে তা শুরু করার আগে আসুন আমরা দেখি যে, কোন বিষয়টি একজন মানুষকে ঈসার খাস অনুসারী করে তোলে। আমরা ইতিমধ্যে দেখেছি যে ঈসার একজন সাহাবী হতে হলে প্রথমে তাকে আল্লাহ্‌র সম্মুখে গুনাহ্ কবুল করতে হয় এবং স্বীকার করতে হয় যে জান্নাতুল ফেরদৌসে প্রবেশ করার মত কোন আশা তার নেই। দ্বিতীয়ত, আল্লাহ্ তাঁর নবীদের মধ্য দিয়ে যে পরিকল্পনা ঘোষণা করেছেন, যার মধ্য দিয়ে আদমের সন্তানেরা গুনাহের ক্ষমা পেতে পারে তাতে ঈমান আনতে হবে। এই পরিকল্পনা ছিল ঈসার ক্রুশীয় মৃত্যু। আমাদের স্থানে আল্লাহ্ একজন নিষ্পাপ নাজাতদাতাকে রেখেছেন। আল্লাহ্ তাকে আবারো মৃতদের মধ্য থেকে তুলেছেন যেন ধার্মিকতার সাথে আমাদের বিচার করতে পারেন। সংক্ষেপে বলতে গেলে, **ঈসার সাহাবীরা মসীহের সুখবরে সমস্ত দিল থেকে ঈমান আনে** এবং জানে যে আল্লাহ্‌র ওয়াদা অনুসারে তার সমস্ত গুনাহ্ মাফ করা হয়েছে। একজন ঈমানদারকে আল্লাহ্ তাঁর সন্তান হিসাবে দত্তক নিয়েছেন। এইভাবে ইঞ্জিল শরীফে লেখা আছে: "আল্লাহ্‌র পথে কোন খুত নেই; মাবুদের কালাম খাঁটি বলে প্রমাণিত হয়েছে। তিনিই তাঁর মধ্যে আশ্রয় গ্রহণকারী সকলের ঢাল। তবে যতজন তাঁর উপর ঈমান এনে তাঁকে গ্রহণ করল তাদের প্রত্যেককে তিনি আল্লাহ্‌র সন্তান হবার অধিকার দিলেন। এই লোকদের জন্ম রক্ত থেকে হয় নি, শারীরিক কামনা বা পুরুষের বাসনা থেকেও হয় নি, কিন্তু আল্লাহ থেকেই হয়েছে।" (ইউহোন্না ১:১২, ১৩ আয়াত) প্রিয় বন্ধু, আল্লাহ্ আপনাকে জানাতে চান যে, যদি আপনি ঈসা এবং তাঁর কোরবানির উপর ঈমান এনে আল্লাহ্‌র সন্তান হন তাহলে আপনি কখনো ধ্বংস হবেন না এবং আল্লাহ্ আপনাকে তাঁর উপস্থিতিতে জান্নাতুল ফেরদৌসে থাকার অধিকার দিবেন! হয়তো, কেউ কেউ এই বিষয়ে তর্ক করবে এবং বলবে: আহা, ঈসার সাহাবীদের জন্য জান্নাতুল ফেরদৌসে প্রবেশ করা যদি এতই সহজ হয় তাহলে তো তারপর থেকে সে যেভাবে খুশি সেভাবে চলতে পারবে এবং গুনাহ্ করতে পারবে, তার বিচারের কোন ভয় থাকবে না কারণ আল্লাহ্ তার সকল গুনাহ্ ইতিমধ্যে মাফ করেছেন। বন্ধু, এই চিন্তা একেবারেই **অযৌক্তিক**। যারা এরকম কথা চিন্তা করেন তারা জানেন না যে, আসলে গুনাহ্ কি এবং পাক-আল্লাহ্ কে। গুনাহ্ একটি খারাপ বিষয়। ঈসা মসীহ্ আমাদেরকে গুনাহের কর্তৃত্ব থেকে নাজাত দিতে এসেছিলেন; তিনি আমাদেরকে গুনাহের বিষয়ে উৎসাহ দিতে আসেননি! যারা ঈসাতে ঈমান আনবে **তারা আর গুনাহের গোলামী করবে না**। সত্যিই,

৯২ অধ্যায়
ঈসার সাহাবীদের কিরূপ জীবন-যাপন করা উচিত?

যারা শয়তানের পথ অনুসরণ করে তারা গুনাহ্‌কে আনন্দের বিষয় মনে করবে। যাকে আল্লাহ্‌ নাজাত দিবেন এবং মাফ করবেন তিনি একটি পরিবর্তীত দিল পাবে। আল্লাহ্‌ তার দিলকে পরিষ্কৃত করবেন। যার জন্য আল্লাহ্‌ এই কাজ করবেন তিনি সকল প্রকার বদ বিষয় থেকে দূরে থাকবে। এই সম্পর্কে পাক-কিতাব বলে: "যদি কেউ মসীহের সংগে যুক্ত হয়ে থাকে তবে সে নতুনভাবে সৃষ্ট হল। তার পুরানো সব কিছু মুছে গিয়ে সব নতুন হয়ে উঠেছে।" (২ করিন্থিয় ৫:১৭ আয়াত)

আচ্ছা, আমাকে বলুনতো, যদি আপনি একটি সাদা পরিষ্কার কাপড় পড়ে থাকেন তাহলে কি আপনি নোংড়া আবর্জনায় গিয়ে বসবেন? না, আপনি সেই সমস্ত বিষয়কে এড়িয়ে যাবেন যা আপনার কাপড়কে নষ্ট করবে। আল্লাহ্‌ যাদের পরিষ্কৃত করেন তাদের প্রতিও ঠিক এরকমটিই ঘটে। যা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে না এরকম কোন কিছু আপনি করতে চাইবেন না। আপনি মাবুদকে সন্তুষ্ট করতে চাইবেন। যদি কেউ আপনার কোন বড় ঋন মাফ করে দেয় তাহলে কি আপনি জেনে শুনে তাকে আঘাত করতে পারবেন? না, আপনি তাকে নানা ভাবে সন্তুষ্ট করতে চেষ্টা করবেন। একইভাবে, মাবুদ আল্লাহ্‌ যদি আপনার এত বড় গুনাহের ঋন মাফ করে দেয় এবং চিরস্থায়ী শাস্তির হাত থেকে নাজাত করে তাহলে আপনার কি চিন্তায় ও কাজে তাঁর শুক্রিয়া আদায় করা, তাঁকে সম্মান করা এবং তাঁর কাজ করা উচিত হবে না? যারা ঈসার সাথে যুক্ত আছে তাদের সম্পর্কে পাক-কিতাব কি ঘোষণা করে আসুন তা শোনা যাক। কিতাব বলে:

(তীত ৩) [৩]আমরাও আগে বুদ্ধিহীন ও অবাধ্য ছিলাম, ভুল পথে চলতাম, আর সুখভোগ ও নানা রকম কামনা-বাসনার গোলাম ছিলাম। আমরা অন্যের প্রতি হিংসা করতাম এবং অনিষ্ট করবার চিন্তায় জীবন কাটাতাম। নিজেরা ঘৃণার যোগ্য হলেও আমরা একে অন্যকে ঘৃণা করতাম। [৪]কিন্তু যখন আমাদের নাজাতদাতা আল্লাহর রহমত ও মহব্বত প্রকাশিত হল [৫]তখন তিনি আমাদের নাজাত দিলেন। কোন সৎ কাজের জন্য তিনি আমাদের নাজাত দেন নি, তাঁর মমতার জন্যই তা দিলেন। পাক-রূহের দ্বারা নতুন জন্ম দান করে ও নতুন ভাবে সৃষ্টি করে তিনি আমাদের দিল ধুয়ে পরিষ্কার করলেন, আর এইভাবেই তিনি আমাদের নাজাত দিলেন। [৬]আমাদের নাজাতদাতা ঈসা মসীহের মধ্য দিয়ে তিনি খোলা হাতে পাক-রূহকে আমাদের দিলেন, [৭]যেন আমরা অনন্ত জীবনের আশ্বাস পেয়ে আল্লাহ্‌র সব কিছুর অধিকারী হই। এটা সম্ভব হয়েছে, কারণ আল্লাহর রহমতের মধ্য দিয়ে আমাদের ধার্মিক বলে গ্রহণ করা হয়েছে।

(১ পিতর ১) [১৪]আল্লাহর বাধ্য সন্তান হিসাবে তোমরা তোমাদের আগেকার খারাপ ইচ্ছা অনুসারে জীবন কাটায়ো না; তখন তো তোমরা আল্লাহকে চিনতে না। [১৫]তার চেয়ে বরং যিনি তোমাদের ডেকেছেন তিনি যেমন পবিত্র, তোমরাও তোমাদের সমস্ত চালচলনে ঠিক তেমনি পবিত্র হও। [১৬]পাক-কিতাবে আল্লাহ্‌ বলেছেন, "আমি পবিত্র বলে তোমাদেরও পবিত্র হতে হবে।"

৯২ অধ্যায়
ঈসার সাহাবীদের কিরূপ জীবন-যাপন করা উচিত?

কিভাবে আমরা ঈসার সাহাবীদের জীবন-যাপন সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারি? হয়তো বিষয়টি এরকম: আল্লাহ্ চান যেন তাঁর সন্তানেরা ব্যবহারের মধ্য দিয়ে তাঁর চরিত্র প্রকাশ করে। স্বাভাবিকভাবে, **আল্লাহ্ চান তাঁর সন্তানেরা যেন তাঁর মত হয়**। ঠিক আছে, আল্লাহ্ আসলে কেমন? পাক-কিতাব অধ্যয়নে আমরা আল্লাহ্‌র বিশেষ দুইটি চরিত্র লক্ষ করেছি, পবিত্রতা এবং মহব্বত। আল্লাহ্ পবিত্র। তিনি মহব্বতের আল্লাহ্। তাহলে যারা আমরা তাঁর সাথে যুক্ত তাদের প্রতি তিনি কি আশা করেন? **তিনি চান যেন আমরা তাঁর মত পবিত্র হই এবং যেমন করে তিনি আমাদের মহব্বত করেন তেমন করে আমরাও একে অন্যকে মহব্বত করি।**

পবিত্রতা এবং ভালবাসার ক্ষেত্রে যারা আল্লাহ্‌র এবং আল্লাহ্‌র না তাদের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? এই বিষয়ে পাক কিতাব বলে:

(১ ইউহোন্না ৩) [১০]যারা ন্যায় কাজে নিজেদের ব্যস্ত রাখে না এবং ভাইকে মহব্বত করে না, তারা আল্লাহর নয়। এতেই প্রকাশ পায়, কারা আল্লাহর সন্তান আর কারাই বা ইবলিসের সন্তান।

(তীত ২) [১১]আল্লাহর যে রহমত দ্বারা নাজাত পাওয়া যায় তা সব মানুষের কাছেই প্রকাশিত হয়েছে। ১২এই রহমতই আমাদের শিক্ষা দিচ্ছে যেন আমরা আল্লাহর প্রতি ভয়হীনতা ও দুনিয়ার কামনা-বাসনাকে অগ্রাহ্য করে এই দুনিয়াতেই নিজেদের দমনে রেখে আল্লাহ্-ভয়ের সংগে সৎ জীবন কাটাই, [১৩]আর আমাদের আল্লাহতা'লা এবং নাজাতদাতা ঈসা মসীহের মহিমাপূর্ণ প্রকাশের আনন্দ-ভরা আশা পূর্ণ হবার জন্যই আগ্রহের সংগে অপেক্ষা করি। [১৪]ঈসা মসীহ্ আমাদের জন্য নিজের জীবন দিয়েছিলেন, যেন সমস্ত গুনাহ্ থেকে আমাদের মুক্ত করতে পারেন এবং তাতে এমন একদল লোককে পাক-সাফ করতে পারেন যারা কেবল তাঁরই হবে এবং যারা অন্যদের উপকার করতে আগ্রহী হবে। (ইফিষীয় ৪) [২৫]এইজন্য তোমরা মিথ্যা ছেড়ে দাও এবং একে অন্যের কাছে সত্যি কথা বল, কারণ আমরা সবাই একে অন্যের সংগে যুক্ত। [২৬]যদি রাগ কর তবে সেই রাগের দরুন গুনাহ্ কোরো না; সূর্য ডুববার আগেই তোমাদের রাগ ছেড়ে দিয়ো, [২৭]আর ইবলিসকে কোন সুযোগ দিয়ো না। [২৮]যে চুরি করে **সে আর চুরি না করুক**, বরং নিজের হাতে সৎভাবে পরিশ্রম করুক যেন **অভাবী লোকদের দেবার জন্য তার কিছু থাকে**। [২৯]তোমাদের মুখ থেকে কোন বাজে কথা বের না হোক, বরং দরকার মত অন্যকে গড়ে তুলবার জন্য যা ভাল তেমন কথাই বের হোক, যেন যারা তা শোনে তাতে তাদের উপকার হয়। [৩০]**তোমরা আল্লাহর পাক-রূহকে দুঃখ দিয়ো না**, যাঁকে দিয়ে আল্লাহ্ মুক্তি পাবার দিন পর্যন্ত তোমাদের সীলমোহর করে রেখেছেন। [৩১]**সব রকম বিরক্তি প্রকাশ**, মেজাজ দেখানো, রাগ, চিৎকার করে ঝগড়াঝাঁটি, গালাগালি, আর সব রকম হিংসা তোমাদের কাছ থেকে দূর কর। [৩২]তোমরা একে অন্যের প্রতি দয়ালু হও, অন্যের দুঃখে দুঃখী হও, আর আল্লাহ্ যেমন মসীহের মধ্য দিয়ে তোমাদের মাফ করেছেন তেমনি তোমরাও একে অন্যকে মাফ কর। (ইফিষীয় ৫) [১]আল্লাহর প্রিয় সন্তান হিসাবে তোমরা আল্লাহর মত করে চল। [২]মসীহ্ যেমন আমাদের মহব্বত করেছিলেন এবং আমাদের

জন্য আল্লাহ্‌র উদ্দেশে সুগন্ধযুক্ত কোরবানী হিসাবে নিজেকে দিয়েছিলেন, ঠিক সেইভাবে তোমরাও মহব্বতের পথে চল। ৩কোন রকম জেনা, নাপাকী আর লোভের কথা পর্যন্ত যেন তোমাদের মধ্যে শোনা না যায়, কারণ এই সব কথা আল্লাহ্‌র বান্দাদের মানায় না। ৪কোন রকম লজ্জাপূর্ণ আচার-ব্যবহার এবং বাজে ও নোংরা ঠাট্টা-তামাশার কথাবার্তা যেন তোমাদের মধ্যে না হয়, কারণ এগুলোও মানায় না। তার চেয়ে বরং তোমরা আল্লাহ্‌কে শুকরিয়া জানাও। ৫তোমরা নিশ্চয়ই জান, যারা জেনা করে, যারা নাপাক এবং যারা লোভী, অর্থাৎ যাদের এক রকমের প্রতিমাপূজাকারী বলা যায় মসীহের ও আল্লাহ্‌র রাজ্যে তাদের কোন অধিকার নেই। ৬অসত্য কথাবার্তার দ্বারা যেন কেউ তোমাদের ভুল পথে নিয়ে না যায়, কারণ যারা অবাধ্য হয়ে ঐ সব কাজ করে আল্লাহ্‌র গজব তাদের উপরে নেমে আসে। ৭এই রকম লোকদের সংগে যোগ দিয়ো না, ৮কারণ তোমরা আগে অন্ধকারে থাকলেও এখন প্রভুর সংগে যুক্ত হয়ে নূরে এসেছ। নূরে পূর্ণ লোকের যেভাবে চলা উচিত তোমরা সেইভাবে চল।

(১ ইউহোন্না ৪) ৭প্রিয় সন্তানেরা, আমরা যেন একে অন্যকে মহব্বত করি, কারণ মহব্বত আল্লাহ্‌র কাছ থেকেই আসে। যাদের অন্তরে মহব্বত আছে, আল্লাহ্‌ থেকেই তাদের জন্ম হয়েছে এবং তারা আল্লাহ্‌কে জানে। ২০যে বলে সে আল্লাহ্‌কে মহব্বত করে অথচ তার ভাইকে ঘৃণা করে সে মিথ্যাবাদী; কারণ চোখে দেখা ভাইকে যে মহব্বত করে না সে অদেখা আল্লাহ্‌কে কেমন করে মহব্বত করতে পারে? ২১আমরা তাঁর কাছ থেকে এই হুকুম পেয়েছি যে, আল্লাহ্‌কে যারা মহব্বত করে তারা যেন ভাইকেও মহব্বত করে।

যারা ঈসার অনুসারী তাদের জীবন-যাপন সম্পর্কে কিতাব এই কথা বলে। এর অর্থ কি এই দাড়ায় যে ঈসার একজন উম্মত আর গুনাহ্‌ করতে পারবে না অথবা যেভাবে সে নিজেকে মহব্বত করে তেমনি প্রতিবেশিকে মহব্বত করতেই হবে। না! হয়তো সে তারপরও গুনাহ্‌ করবে কিন্তু সে এর সাথে বেশি সময় থাকবে না। যখন কেউ গুনাহ্‌ করবে তখন আল্লাহ্‌র কালাম কি ওয়াদ করেছে তা স্বরণ করতে পারে:

(১ ইউহোন্না ১) ৭কিন্তু আল্লাহ্‌ যেমন নূরে আছেন আমরাও যদি তেমনি নূরে চলি তবে আমাদের মধ্যে যোগাযোগ-সম্বন্ধ থাকে আর তাঁর পুত্র ঈসার রক্ত সমস্ত গুনাহ্‌ থেকে আমাদের পাক-সাফ করে। ৮যদি আমরা বলি আমাদের মধ্যে গুনাহ্‌ নেই তবে আমরা নিজেদের ফাঁকি দিই। তাতে এটাই বুঝা যায় যে, আমাদের অন্তরে আল্লাহ্‌র সত্য নেই। ৯যদি আমরা আমাদের **গুনাহ্‌ স্বীকার করি** তবে তিনি তখনই আমাদের গুনাহ্‌ মাফ করেন এবং সমস্ত অন্যায় থেকে আমাদের পাক-সাফ করেন, কারণ তিনি নির্ভরযোগ্য এবং কখনও অন্যায় করেন না। আমিন।

ঈসার সাথে নিজেকে যুক্ত করা মানে শুধুমাত্র একটি ধর্মকে গ্রহণ করা নয়। এটি একটি সম্পর্কের বিষয়। যখন কেউ ঈসার সাথে যুক্ত হয় তখন সে **মহব্বতের পাক-আল্লাহ্‌র সাথে সহভাগিতায়** আসে। আল্লাহ্‌র সাথে এই অন্তরঙ্গ সম্পর্ক আদম এবং হাওয়া গুনাহের কারনে হারিয়ে ফেলেছিলেন। ঈসার রক্ত দ্বারা সেই সম্পর্ক আবারো

আমাদের কাছে ফিরে এসেছে। আল্লাহ্ আর আমাদের অবাধ্যতা মনে রাখবেন না কারণ ঈসা আমাদের গুনাহের ঋন পরিশোধ করেছেন। ঈসার সাথে আমাদের সম্পর্কের কারনে আল্লাহ্ আমাদের বেহেশতি পিতা এবং আমরা তাঁর সন্তান। কিতাব বলে: "তাঁরই মধ্য দিয়ে একই পাক-রূহের দ্বারা পিতার কাছে যাবার অধিকার আমাদের সকলের আছে। এইজন্য তোমরা আর অচেনাও নও, **বিদেশীও নও;** কিন্তু আল্লাহর বান্দাদের সংগে তোমরাও তাঁর রাজ্যের ও **তাঁর পরিবারের** লোক হয়েছ।" (ইফিষীয় ২:১৮, ১৯ আয়াত)

যারা মসীহের তারা দুনিয়াতে আল্লাহ্র সাথে গভীর সম্পর্ক উপভোগ করতে পারে এবং বেহেশতে চিরস্থায়ী উত্তরাধিকারের উদ্দেশ্যে এগিয়ে যায়। কেউ কেউ হয়তো প্রশ্ন করতে পারেন যে, ঈসার সাহাবীরা কিভাবে দুনিয়াতে আল্লাহ্র সাথে এই গভীর সম্পর্ক উপভোগ করতে পারে? আমরা কিভাবে আল্লাহ্র সাথে আমাদের সম্পর্ক বৃদ্ধি করতে পারি? এই বিষয়ে পাক কিতাবে চারটি দায়িত্বের (নিয়মানুবর্তিতা) কথা উল্লেখ আছে যা আমাদের আল্লাহ্র ইচ্ছা জানতে এবং আল্লাহ্র সন্তান হিসাবে সামাঞ্জস্যপূর্ণ জীবন-যাপন করতে সাহায্য করে যেন আমরা সমস্ত বিষয়ে তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারি আর আল্লাহ্র জ্ঞানে বৃদ্ধি পেতে পারি।

১. সাহাবীদের প্রথম দায়িত্ব হচ্ছে **আল্লাহ্র কালাম অধ্যয়ন করা**। প্রতিদিন এই সম্পর্কে ধ্যান করা এবং আকাঙ্খার সাথে গ্রহণ করে তা জীবনে প্রয়োগ করা। পাক-কিতাব আল্লাহ্র ইচ্ছা প্রকাশ করে। আল্লাহ্ তাঁর কালাম দ্বারা আমাদের সাথে কথা বলে। আল্লাহ্র কালাম অনেকটা খাবারের মত আমাদের রূহ্কে পুষ্টি এবং শক্তি দান করে। এটি খুব সুন্দর খাদ্য। যারা সত্যিকার অর্থে আল্লাহ্কে মহব্বত করে তারা আল্লাহ্র কালাম অধ্যয়নের বিষয়ে অথবা শ্রবন করার বিষয়ে তর্ক করে না কারণ একজন যেমন খাবারের জন্য ক্ষুদার্থ হয় তেমনি সে কালামের জন্য ক্ষুদার্থ হয়। আইয়ুব নবী বলেছেন, "আমার প্রয়োজনীয় খাবারের চেয়েও তাঁর মুখের কথার আমি বেশী মূল্য দিয়েছি।" (আইয়ুব ২৩:১২ আয়াত)

২. দ্বিতীয় দায়িত্ব হচ্ছে আমাদের বেহেশতি আব্বা, **আল্লাহ্র কাছে মুনাজাত করা**। যারা আল্লাহ্র সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি করতে চায় তারা অবশ্যই প্রায়ই আল্লাহ্র সাথে কথা বলবে। সাহাবীদের জন্য মুনাজাত হচ্ছে আল্লাহ্র সাথে কথা বলা। যেমন করে একজন তার প্রিয় বন্ধুর সাথে কথা বলে তেমনি আল্লাহ্র সাথে সাহাবীরা কথা বলে থাকে। এই মুনাজাতের জন্য কোন নির্দিষ্ট সময় নেই। আমরা আমাদের বেহেশতি আব্বার সাথে যে কোন সময় (রাতে কিংবা দিনে) কথা বলতে পারি! আল্লাহ্র কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় আমাদের একটি মুহুর্তও কাটানো ঠিক না। আল্লাহ্ চান, তিনি যা করেছেন আমাদের জীবনে তার জন্য আমরা সর্বদা তাঁর প্রশংসা করি এবং তার শুক্রিয়া আদায় করি। তিনি চান আমরা যেন আমাদের সমস্ত কিছু তাকে জানাই। মসীহের সাহাবীরা জানে যে মুনাজাতে শক্তি রয়েছে। প্রভু ঈসা নিজে তাঁর সাহাবীদের ওয়াদা করেছেন: "আমার নামে যদি আমার কাছে কিছু চাও তবে আমি তা করব।" (ইউহোন্না ১৪:১৪ আয়াত) এবং: কোন

বিষয় নিয়ে উতলা হোয়ো না, বরং তোমাদের সমস্ত চাওয়ার বিষয় শুকরিয়ার সংগে মুনাজাতের দ্বারা আল্লাহ্‌কে জানাও। (ফিলিপীয় ৪:৬ আয়াত)

৩. তৃতীয় দায়িত্ব হচ্ছে, যারা প্রভু ঈসার উপর ঈমান এনেছে এবং তাঁকে মহব্বত করে তাদের সাথে **সহভাগিতায় মিলিত হওয়া**। যেমন করে কয়লা অন্য কয়লাদের সাথে আগুণে থাকলে গরম হতে থাকে তেমনি ঈমানদারদের সাথে সহভাগিতা আমাদেরকে মসীহে বেঁচে থাকতে সাহায্য করে এবং অন্যদের উৎসাহ দেয় যেন তারা একই রকম করে। আল্লাহ্‌র কালাম বলে:

"এস, আমরা একে অন্যের সম্বন্ধে চিন্তা করি যেন আমরা মহব্বত করতে ও ভাল কাজ করতে একে অন্যকে উৎসাহ দিতে পারি। কোন কোন লোকের যেমন অভ্যাস আছে তাদের মত আমরা যেন সভায় একসংগে মিলিত হওয়া বাদ না দিই, বরং মসীহের আসবার দিন যতই কাছে আসবে ততই যেন আমরা একে অন্যকে আরও উৎসাহ দিতে থাকি।" (ইবরানী ১০:২৪, ২৫ আয়াত)

৪. ঈসার সাহাবীদের চতুর্থ দায়িত্ব হচ্ছে, তাঁর সাক্ষ্যি হওয়া। ঈসা বেহেশতে যাওয়ার আগে তাঁর সাহাবীদের কি বলেছিলেন তা শুনুন: "লেখা আছে, মসীহ্‌কে কষ্ট ভোগ করতে হবে এবং তিন দিনের দিন মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠতে হবে। আরও লেখা আছে, জেরুজালেম থেকে শুরু করে সমস্ত জাতির কাছে মসীহের নামে এই খবর তবলিগ করা হবে যে, তওবা করলে গুনাহের মাফ পাওয়া যায়। তোমরাই এই সমস্ত বিষয়ের সাক্ষী।" (লুক ২৪:৪৬, ৪৮ আয়াত) হ্যাঁ, মসীহের সাহাবীরা অন্যদেরকে তাদের নাজাতদাতার সম্পর্কে বলেন। ঈসার মৃত্যুর বিষয়ে তারা সুখবর প্রচার করেন এবং সবাইকে জানান যে, এর মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌র সাথে চিরকালের জন্য একটি সুসম্পর্ক হতে পারে। অবশ্যই আমাদের সাক্ষির শুধু মাত্র কিছু কালাম জানা থাকলেই চলবে না কিন্তু নিজের জীবনের পবিত্রতা এবং মহব্বত দিয়ে তা পূর্ণ করতে হবে। আমাদের জীবনে ঈসার মধ্য দিয়ে এই পরিবর্তন সুখবরের শক্তি এবং নিশ্চয়তা দান করে। কিতাব বলে: "আল্লাহ্‌র রাজ্য তো কথার ব্যাপার নয়, তা শক্তির ব্যাপার। তোমাদের ইচ্ছা কি?"

আপনি কোনদিন নাজাতদাতা ঈসা মসীহের সম্মুখিন হতে যাচ্ছেন? আপনি কি আপনার গুনাহের ক্ষমা পেয়েছেন এবং আপনার দিলকে নতুনিকৃত করছেন? আপনার জীবন কি আল্লাহ্‌র পবিত্রতায় এবং মহব্বতে পূর্ণ? আপনি কি প্রভু ঈসার সত্যিকারের সাহাবী?

সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ......

যেভাবে আপনি পাক-কিতাবের লেখা গ্রহণ করেন সেভাবে আল্লাহ্‌ আপনাকে রহমত দান করুন:

৯২ অধ্যায়
ঈসার সাহাবীদের কিরূপ জীবন-যাপন করা উচিত?

“যে কথা আমরা ঈসা মসীহের কাছ থেকে শুনে তোমাদের জানাচ্ছি তা এই- আল্লাহ্‌ নূর; তাঁর মধ্যে অন্ধকার বলে কিছুই নেই। যদি আমরা বলি যে, আল্লাহ্‌ ও আমাদের মধ্যে যোগাযোগ-সম্বন্ধ আছে অথচ অন্ধকারে চলি তবে আমরা মিথ্যা কথা বলছি, সত্যের পথে চলছি না।” (১ ইউহোন্না ১:৫, ৬ আয়াত)

৯৩ অধ্যায়; পর্যালোচনা ১
আদম, গুনাহের কারণ; পয়দায়েশ ১-৪, ইত্যাদি

শ্রোতা বন্ধু, আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হউক।

আমরা আপনাকে আল্লাহ্‌র নামে শুভেচ্ছা জানাই। তিনি শান্তির প্রভু। তিনি তার তৈরীকৃত ধার্মিকতার পথ এবং তাঁর সত্যময় শান্তি সম্পর্কে আমাদের জানাতে চান। আজকে আপনার অনুষ্ঠান "ধার্মিকতার পথ" আবারো উপস্থাপন করতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত।

আমরা অনেকদিন যাবৎ নবীদের কিতাব অধ্যয়ন করছি। আমরা দেখেছি যে, আল্লাহ্ চল্লিশ জনেরো বেশি (পনেরশত বছরেরও বেশি সময় ধরে) নবীকে তাঁর কিতাব লিখতে উৎসাহ দান করেছেন। এই কিতাব ধার্মিকতা সম্পর্কে বলে থাকে, যার মধ্য দিয়ে একজন গুনাহ্‌গার আল্লাহ্‌র সম্মুখে ধার্মিক হতে পারে। আমরা আবিষ্কার করেছি, আল্লাহ্‌র প্রত্যেক সত্যিকারের নবীরা নাজাতের পথ সম্পর্কে শুধুমাত্র একটি বিষয় এবং সংবাদ তুলে ধরেছেন। যা তারা লিখেছিলেন তা তাদের নিজের চিন্তা থেকে আসেনি কিন্তু সেই সমস্ত বিষয় আল্লাহ্‌র রূহ্ থেকে এসেছে। আল্লাহ্‌র সাহায্যে আমরা চিন্তা করেছি, আজকে এবং আগামী তিনটি সম্প্রচারে আমরা এতদিন পাক কিতাব থেকে যে সকল বিষয় অধ্যয়ন করেছি সেই সকল বিষয়গুলো সংক্ষিপ্তভাবে পর্যালোচনা করবো। আমাদের আজকের পর্ব হচ্ছে, "গুনাহের কারণ।"

আসুন এখন আমরা আল্লাহ্‌র প্রতিষ্ঠিত ভিত্তিমূল তৌরাতে ফিরে যাই। তৌরাত ছিল আল্লাহ্‌র কালামের প্রথম অংশ, যা তিনি মূসা নবীর চিন্তাতে দিয়েছিলেন। আপনি কি প্রথম আয়াতটি মনে করতে পারেন? লেখা আছে: **"শুরুতেই আল্লাহ্ আসমান এবং জমীন সৃষ্টি করলেন।"** এই আয়াতে আমরা দেখতে পাই যে, আল্লাহ্ শুরুতে মহাকাশ, ফেরেশতা এবং মানুষ সৃষ্টি করার পূর্বে **একা অবস্থান** করছিলেন। আল্লাহ্ চিরকাল স্থায়ী, তিনি চিরস্থায়ী রূহ্। তাঁর কোন শুরু নেই এবং শেষও নেই। তিনি সর্ব-শক্তিমান, তিনি সব কিছু দেখতে পান এবং সবকিছু জানেন।

প্রথম রুকুতে আমরা দেখেছি যে আল্লাহ্ কিভাবে ছয় দিনে আসমান, জমীন, সমূদ্র এবং সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছিলেন। আল্লাহ্ মানুষের জন্য দুনিয়ার সমস্ত কিছু প্রস্তুত করেছিলেন। যার কারনে ছয় দিনের দিন আল্লাহ্ বলেছিলেন, 'আমরা আমাদের মত করে এবং আমাদের সংগে মিল রেখে এখন মানুষ তৈরী করি। তারা সমুদ্রের মাছ, আকাশের পাখী, পশু, বুকে-হাঁটা প্রাণী এবং সমস্ত দুনিয়ার উপর রাজত্ব করুক।' পরে আল্লাহ্ তাঁর মত করেই মানুষ সৃষ্টি করলেন। হ্যাঁ, তিনি তাঁর মত করেই মানুষ সৃষ্টি করলেন, সৃষ্টি করলেন পুরুষ ও স্ত্রীলোক করে।" (পয়দায়েশ ১:২৬, ২৭ আয়াত)

আল্লাহ্ **যা সৃষ্টি করেছেন** তার মধ্যে মানুষ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ্ তাঁর নিজের মত করে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন! আল্লাহ্ মানুষের সাথে একটি গভীর এবং সুন্দর সহভাগিতার পরিকল্পনা করেছিলেন। যার কারনে তিনি পুরুষ এবং মহিলার প্রানে রূহ্ দিয়েছিলেন যেন তারা আল্লাহ্‌কে জানতে পারে। তিনি মানুষকে দিল দিয়েছিলেন

যেন তারা আল্লাহ্‌কে মহব্বত করতে পারে এবং তাদেরকে স্বাধীন ইচ্ছা দিয়েছিলেন যেন সিদ্ধান্ত নিতে পারে, তারা আল্লাহ্‌কে মান্য করবে নাকি করবে না।

দ্বিতীয় রুকুতে, আমরা দেখেছি যে, আল্লাহ্ আদমকে একটি সতেজ বাগানে রেখেছিলেন যেখানে অনেক গাছপালা ছিল, অনেক ফল ছিল, যে ফলগুলো দেখতে সুন্দর এবং খেতে সুস্বাদু। আমরা আরো দেখেছি যে, আল্লাহ্ আদমের পাজর থেকে একজন মহিলা সৃষ্টি করেছিলেন এবং আদমকে উপহার দিয়েছিলেন। আদম তার নাম দিয়েছিলেন হাওয়া। আল্লাহ্ পুরুষ এবং মহিলাকে রহমত দান করে সকল প্রয়োজনিয় দ্রব্যাদি দিয়েছিলেন। তারপরও আল্লাহ্ তাদের কাছ থেকে কিছু আশা করেছিলেন। আল্লাহ্ তাঁর মত করে যে দুইজনকে সৃষ্টি করেছিলেন, তাদের কাছ থেকে তিনি কি আশা করছিলেন? তিনি চাচ্ছিলেন যেন তারা তাকে সমস্ত মন, সমস্ত দিল এবং সমস্ত ইচ্ছাশক্তি দিয়ে মহব্বত করে এবং এইভাবে একটি চিরস্থায়ী গভীর ও সুন্দর সম্পর্ক বজায় রাখে। এরপর আমরা দেখি যে, কিভাবে আল্লাহ্ তাদের সামনে একটি পরীক্ষা রাখে যার মধ্য দিয়ে তিনি জানতে চেয়েছিলেন যে তাদের দিলে কি আছে। আল্লাহ্ আদমকে হুকুম করেছিলেন: “তুমি তোমার খুশীমত এই বাগানের যে কোন গাছের ফল খেতে পার; কিন্তু নেকী-বদী-জ্ঞানের যে গাছটি রয়েছে তার ফল তুমি খাবে না, কারণ যেদিন তুমি তার ফল খাবে সেই দিন নিশ্চয়ই **তোমার মৃত্যু হবে**।” (পয়দায়েশ ২:১৬, ১৭ আয়াত)

তৃতীয় রুকুতে সেই একদিন আবারো ফিরে আসলো। একদিন শয়তান, যে ফেরেশতা আল্লাহ্‌র বিরূদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল, সে আদম এবং হাওয়ার কাছে সাপের বেশে এসেছিল। কিতাব বলে,

“মাবুদ আল্লাহ্‌র তৈরী ভূমির জীবজন্তুদের মধ্যে সাপ ছিল সবচেয়ে চালাক। এই সাপ একদিন সেই স্ত্রীলোকটিকে বলল, “আল্লাহ্ কি সত্যি তোমাদের বলেছেন যে, বাগানের সব গাছের ফল তোমরা খেতে পারবে না?” জবাবে স্ত্রীলোকটি বললেন, “বাগানের গাছের ফল আমরা খেতে পারি। তবে বাগানের মাঝখানে যে গাছটি রয়েছে তার ফল সম্বন্ধে আল্লাহ্ বলেছেন, ‘তোমরা তার ফল খাবেও না, ছোঁবেও না। তা করলে তোমাদের মৃত্যু হবে।’ ” তখন সাপ স্ত্রীলোকটিকে বলল, “কখনও না, কিছুতেই তোমরা মরবে না। আল্লাহ্ জানেন, যেদিন তোমরা সেই গাছের ফল খাবে সেই দিনই তোমাদের চোখ খুলে যাবে। তাতে নেকী-বদীর জ্ঞান পেয়ে তোমরা আল্লাহ্‌র মতই হয়ে উঠবে।”

আল্লাহ্ আদম এবং হাওয়াকে কি বলেছিলেন, যদি তারা সেই নিষিদ্ধ গাছের ফল খায় তাহলে কি হবে? আল্লাহ্ বলেছিলেন, “তোমাদের **মৃত্যু** হবে!” শয়তান কি বলেছিল? সে বলেছিল “তোমরা কখনোই মরবে না!” আদম এবং হাওয়া কার কথাতে ঈমান আনার এবং অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন? তারা আল্লাহ্‌র কথা মান্য করেছিলেন নাকি শয়তানের? **তারা আল্লাহ্‌র শত্রু শয়তানের কথা মান্য করেছিলেন!**

তারপর, আল্লাহ্ কি করেছিলেন? তিনি কি চুপ করে বসে আদম এবং হাওয়াকে দেখছিলেন? না, আল্লাহ্ ঠিক তাই করেছিলেন যা তিনি বলেছিলেন। আল্লাহ্ তাদের ডাকলেন, বিচার করলেন, মানুষ এবং দুনিয়াকে অভিশাপ

দিলেন, যে বাগান তিনি তাদের জন্য তৈরী করেছিলেন সেখান থেকে তাদের বের করে দিলেন। সেই শোকমাখা দিনে, আদম এবং হাওয়া রূহে মারা গিয়েছিলেন। তারা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে আলাদা হয়ে গেলেন যা ছিল জীবনের উৎস। শুধু তাদের দৈহিক মৃত্যু এবং চিরস্থায়ী শাস্তি বাকি ছিল কারণ আল্লাহ্ বলেছিলেন গুনাহের বেতন হচ্ছে মৃত্যু। হ্যাঁ, গুনাহ্ হচ্ছে একটি ভয়ঙ্কর দুঃখ। আদম এবং তার বংশধরেরা সেই একটি গুনাহের জন্য আল্লাহ্‌র কাছ থেকে আলাদা। গুনাহ্ অনেকটা এইডস এর মত। আপনারা জানেন যে, এইডস এর ভাইরাস রোগীর দেহে ছড়াতে থাকে। এটি দুনিয়ার জন্য একটি চরম দুর্দশা। যদি এইডস এর ভাইরাস কোন মানুষের দেহে প্রবেশ করে তাহলে তা কখনো তার শরীর থেকে বের হয় না। এইডস এর ভাইরাস তার সন্তানদের কাছেও যেতে পারে। এইডস হচ্ছে হত্যাকারি, যাদের মধ্যে এই ভাইরাস আছে তাদের মরতে হয়। গুনাহ্‌ও একই রকম। চারিদিকে গুনাহ্ আছে, সবার মাঝে এবং তা সবাইকে ধ্বংস করে। আল্লাহ্‌কে শুক্রিয়া জানাই যে গুনাহের রোগ এবং এইডস এর রোগের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। এইডস এর জন্য কোন ঔষধ এখনো বের হয়নি কিন্তু গুনাহ্‌গারদের জন্য ঔষধ আছে। সেই ঔষধ গ্রহণ করলে আমরা চিরকালের জন্য পরিষ্কৃত হই।

আপনি কি স্বরণ করতে পারেন, আদম এবং হাওয়ার গুনাহের দিনে আল্লাহ্ কি ওয়াদা করেছিলেন? হ্যাঁ, যেদিন দুনিয়াতে গুনাহ্ প্রবেশ করেছিল সেইদিন আল্লাহ্ একজন পবিত্র নাজাতদাতাকে পাঠানোর ওয়াদা করেছিলেন। এই নাজাতদাতা আদম-সন্তানদেরকে শয়তানের এবং গুনাহের শক্তির হাত থেকে রক্ষা করবে। আমরা আরো পড়েছি, আল্লাহ্ ঘোষণা করেছিলেন যে এই নাজাতদাতা একজন কুমারী সতি মেয়ের গর্ভে জন্ম নিবেন কারণ যে আদম নিজেই গুনাহ্‌গার তার বংশধরের মধ্য দিয়ে গুনাহ্‌গারদের নাজাতদাতা আসতে পারে না। তাঁর জন্ম হতে হবে আল্লাহ্‌র নিখুঁত এবং পবিত্র রূহ্ থেকে।

এইভাবে, আমরা ইঞ্জিল শরীফে দেখতে পাই যে, আল্লাহ্ ওয়াদা করার হাজার বছর পর তিনি নাজাতদাতাকে তাঁর সময়মত দুনিয়াতে পাঠান। একজন নিখুঁত ধার্মিক মানুষ দুনিয়াতে জন্মগ্রহণ করেন; তাঁর কোন জাগতিক আব্বা ছিল না; তিনি একজন কুমারীর গর্ভে জন্ম নিয়েছিলেন। তাঁর নাম ছিল **ঈসা**। যার অর্থ “নাজাতদাতা।” হ্যাঁ, আদম এবং হাওয়ার গুনাহের দিনে আল্লাহ্ যে পবিত্র নাজাতদাতার বিষয়ে ওয়াদা করেছিলেন তিনি ছিলেন ঈসা মসীহ্। তিনিই একমাত্র নাজাতদাতা।

আসুন আমরা আমাদের পর্যলোচনাতে ফিরে আসি। সেদিন কি হয়েছিল যেদিন দুনিয়াতে গুনাহ্ প্রবেশ করেছিল। আপনার কি স্বরণে আছে সেদিন আদম এবং হাওয়া নেকিবদী গাছের ফল খাওয়ার পর কি করেছিলেন? তারা ডুমুর গাছের পাতা একত্র করে বেঁধে তাদের কোমরে দিয়েছিলেন যাতে তাদের লজ্জা ঢেকে থাকে কারণ গুনাহ্ করার পূর্বে তারা উলঙ্গ ছিল কিন্তু লজ্জাবোধ ছিল না। তারা তাদের জন্য যে পোশাক তৈরী করেছিলেন তা কি আল্লাহ্ গ্রহণ করেছিলেন? আল্লাহ্ শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন যে দুনিয়াতে এমন কোন কিছুই নেই যা তাঁর সামনে গুনাহের লজ্জা ঢেকে রাখতে পারে! যাইহোক, আল্লাহ্ আদম এবং হাওয়ার জন্য কিছু করেছিলেন। আমরা দেখেছি

যে, কিভাবে আল্লাহ্ কিছু নিষ্পাপ পশু বাছাই করেছিলেন, জবাই করেছিলেন, চামড়া আলাদা করেছিলেন এবং আদম ও হাওয়ার জন্য কাপড় বানিয়ে তা তাদেরকে দিয়েছিলেন। এইভাবে, আল্লাহ্ আদম এবং হাওয়াকে শিক্ষা দিয়েছিলেন যে **গুনাহের বেতন হচ্ছে মৃত্যু**! আল্লাহ্ শুধু কোরবানিই করেনি কিন্তু আদম এবং আদমের বংশধরদের এই হুকুম দিয়েছিলেন যাতে তারাও গুনাহের জন্য নিখুঁত পশু কোরাবানি করে, যতদিন না তিনি নাজাতদাতাকে পাঠান।

এইভাবে, আল্লাহ্ তাদেরকে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছিলেন যে দুনিয়াতে নাজাতের একটি মাত্র পথ আছে: নিখুঁত কোরবানির পথ। আল্লাহ্র প্রদর্শিত ধার্মিকতার পথ আমাদের দেখায় যে প্রত্যেককে একটি নিখুঁত পশু বাছাই করতে হবে এবং কোরবানি হিসাবে দিতে হবে। এই কোরবানির চিত্র, পবিত্র নাজাতদাতাকে তুলে ধরে, যিনি দুনিয়াতে এসে তাঁর রক্ত আদমের বংশধরদের জন্য ঝড়িয়েছিলেন। এইভাবে, আল্লাহ্ পশুর দ্বারা গুনাহ্গারদের কাছে ঈসা মসীহের একটি ছায়া তুলে ধরেছিলেন, যিনি গুনাহ্ দূর করার জন্য তাঁর জীবন দিবেন। এইভাবে, আল্লাহ্ দেখিয়েছেন যে তিনি ধার্মিক, “তিনি যে ন্যায়বান তা তিনি এখন দেখিয়েছেন যেন প্রমাণ হয় যে, তিনি নিজে ন্যায়বান এবং যে কেউ ঈসার উপর ঈমান আনে তাকেও তিনি ধার্মিক বলে গ্রহণ করেন।” (রোমীয় ৩:২৬ আয়াত) আদমের গুনাহ্ এবং আল্লাহ্র নাজাতদাতা সম্পর্কে ওয়াদার এই রুকুতে আমরা আদমের দুই সন্তান হাবিল এবং কাবিল সম্পর্কে পড়েছি। আমরা দেখেছি, হাবিল আল্লাহ্র হুকুম অনুসারে তাঁর কাছে গুনাহ্ ঢাকার উদ্দেশ্যে একটি নিখুঁত মেষ কোরবানী করেছিলেন। কাবিল নিজের মত করে আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে সেই জিনিস দিয়েছিলেন যা দুনিয়ার মাটি থেকে উৎপন্ন হয় আর আল্লাহ্ এই মাটিকে অভিশাপ দিয়েছিলেন। কিতাব বলে: “হাবিলও তার পাল থেকে প্রথমে জন্মেছে এমন কয়েকটা ভেড়া এনে তার চর্বিযুক্ত অংশগুলো কোরবানী দিল। মাবুদ হাবিল ও তার কোরবানী কবুল করলেন, কিন্তু কাবিল ও তার কোরবানী কবুল করলেন না। এতে কাবিলের খুব রাগ হল আর সে মুখ কালো করে রইল।” (পয়দায়েশ ৪:৪, ৫ আয়াত) কেন আল্লাহ্ কাবিলের কোরবানি গ্রহণ করলেন না? আমরা ইতিমধ্যে দেখেছি, আল্লাহ্র প্রতিষ্ঠিত ধার্মিকতার পথ ঘোষণা করে যে, “মূসার শরীয়ত মতে প্রায় প্রত্যেক জিনিসই রক্তের দ্বারা পাক-সাফ করা হয় এবং রক্তপাত না হলে গুনাহের মাফ হয় না।”

যাইহোক, কাবিল আল্লাহ্র তৈরী কোরবানির পথকে অবহেলা করেছিল। কাবিল কৃত্রিমভাবে আল্লাহ্র উপর ঈমান দেখিয়েছিল কিন্তু তার কাজ তা প্রমান করেনি কারণ সে আল্লাহ্র দেখানো কোরবানি করেনি। যার কারনে আল্লাহ্ কাবিল এবং তার কোরবানিকে গ্রহণ করেননি। যাইহোক, আল্লাহ্ হাবিলের কোরবানি গ্রহণ করেছিলেন, তার সমস্ত গুনাহ্ মাফ করে দিলেন কারণ হাবিল আল্লাহ্র কালামের উপর ঈমান এনে আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে মেষের রক্ত ঝড়িয়েছিলেন।

হাবিল হচ্ছে তাদের প্রতিচ্ছবি যাদের ঈসা মসীহের উপর ঈমানের মধ্য দিয়ে আল্লাহ্ ধার্মিক বলে গণনা করেন। কাবিল হচ্ছে তাদের প্রতিচ্ছবি যারা আল্লাহ্কে নিজের মত করে সন্তুষ্ট রকতে চায় এবং নাজাতদাতাকে গ্রহণ

করতে চায় না যাকে আল্লাহ্ বেহেশত থেকে পাঠিয়েছেন। এই দিনেও শুধু মাত্র দুইটি পথ আছে: হাবিলের পথ এবং কাবিলের পথ। আপনি কাকে অনুসরন করছেন। আপনি কি হাবিলের পথ গ্রহণ করেছেন, যা ছিল ধার্মিকতার পথ, যে পথটি আল্লাহ্‌র প্রেরিত মসীহের কোরবানির মধ্যে পাওয়া যায়? নাকি আপনি এখনো কাবিলের পথ অনুসরণ করছেন, যা ছিল অধার্মিকতার পথ, যার ভিত্তি ছিল মানুষের কর্ম এবং ধর্মীয় বিধান।

শ্রোতাবন্ধু, বোঝার চেষ্টা করুন, আল্লাহ্ হচ্ছে ধার্মিক এবং গুনাহ্ সহ্য করেন না! আল্লাহ্ আদম-হাওয়া, হাবিল-কাবিল এবং অন্যান্য সকল আদম-জাতকে এইভাবে বলতে পারেন না: "আমি জানি তুমি গুনাহ্‌গার কিন্তু বিষয়টি ঠিক আছে! এটি খুব বড় বিষয় নয়, আমি তোমার গুনাহ্ মাফ করে দেবো!" আল্লাহ্ কি এইভাবে গুনাহ্ মাফ করতে পারেন? কখনো না! যদি আল্লাহ্ এরকমটি করেন তাহলে মানুষ কিভাবে তাঁর পবিত্রতা সম্পর্কে জানতে পারবে? আল্লাহ্ ধার্মিক বিচারকর্তা এবং অবশ্যই তাকে গুনাহের শাস্তি দিতে হবে। গুনাহের বেতন হচ্ছে মৃত্যু। যার কারনে পবিত্র নাজাতদাতাকে আমাদের উদ্দেশ্যে মারা যেতে হয়েছিল। যখন তিনি ক্রুশে নিজের জীবন দিয়েছিলেন তখন তিনি আমাদের গুনাহের সকল ঋন পরিশোধ করেছিলেন।

ইঞ্জিল শরীফ আল্লাহ্‌র প্রতিষ্ঠিত ধার্মিকতার পথ সম্পর্কে কি বলে, আসুন শোনা যাক। কিতাব বলে: **"একটি মানুষের** মধ্য দিয়ে গুনাহ দুনিয়াতে এসেছিল ও সেই গুনাহের মধ্য দিয়ে মৃত্যুও এসেছিল। সব মানুষ গুনাহ করেছে বলে এইভাবে **সকলের** কাছেই মৃত্যু উপস্থিত হয়েছে।" (রোমীয় ৫:১২ আয়াত) যারা ঈসা মসীহের উপর ঈমান আনে তাদের সেই ঈমানের মধ্য দিয়েই আল্লাহ্ তাদের ধার্মিক বলে গ্রহণ করেন। ইহুদী ও অ-ইহুদী সবাই সমান, কারণ **সবাই গুনাহ্ করেছে এবং আল্লাহ্‌র প্রশংসা পাবার অযোগ্য হয়ে পড়েছে। কিন্তু ঈসা মসীহ মানুষকে গুনাহের হাত থেকে মুক্ত করবার ব্যবস্থা করেছেন এবং সেই মুক্তির মধ্য দিয়েই রহমতের দান হিসাবে ঈমানদারদের ধার্মিক বলে গ্রহণ করা হয়।** আল্লাহ্ প্রকাশ করেছিলেন যে, যারা ঈমান আনে তাদের জন্য ঈসা মসীহ্ তাঁর রক্তের দ্বারা, অর্থাৎ তাঁর জীবন্ত কোরবানীর দ্বারা তাঁকে সন্তুষ্ট করেছেন। এইভাবেই আল্লাহ্ দেখিয়েছেন, যদিও তিনি তাঁর সহ্যগুণের জন্য মানুষের আগেকার গুনাহের শাস্তি দেন নি তবুও তিনি ন্যায়বান। তিনি যে ন্যায়বান তা তিনি এখন দেখিয়েছেন যেন প্রমাণ হয় যে, তিনি নিজে ন্যায়বান এবং যে কেউ ঈসার উপর ঈমান আনে তাকেও তিনি ধার্মিক বলে গ্রহণ করেন। (রোমীয় ৩:২২-২৬ আয়াত) গুনাহ্ যে **বেতন দেয় তা মৃত্যু**, কিন্তু আল্লাহ্ যা **দান করেন তা আমাদের হযরত মসীহ্ ঈসার মধ্য দিয়ে অনন্ত জীবন**। (রোমীয় ৬:২৩ আয়াত)

সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ। আমাদের পরবর্তী অনুষ্ঠানে, আল্লাহ্‌র ইচ্ছায়, আমরা নবীদের বার্তা সম্পর্কে পর্যালোচনা চালিয়ে যাব। দেখবো, আল্লাহ্ নাজাতদাতাকে দুনিয়াতে নিয়ে আসার বিষয়ে তাঁর বিস্ময়কর পরিকল্পনায় কিভাবে ইব্রাহিমকে আহ্বান করেছিলেন....

আল্লাহ্‌র যে কালাম আপনার জীবনের পবিবর্তন করতে পারে তা ধ্যান করার মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌ আপনাকে রহমত দান করুন:

গুনাহ্‌ যে বেতন দেয় তা মৃত্যু, কিন্তু আল্লাহ্‌ যা দান করেন তা আমাদের হযরত মসীহ্‌ ঈসার মধ্য দিয়ে অনন্ত জীবন। (রোমীয় ৬:২৩ আয়াত)

৯৪ অধ্যায়; পর্যালোচনা ২
ইব্রাহিম, ঈমানে ধার্মিক; পয়দায়েশ ৬-২২, ইত্যাদি

শ্রোতা বন্ধু, আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হউক।

আমরা আপনাকে আল্লাহ্‌র নামে শুভেচ্ছা জানাই। তিনি শান্তির প্রভু। তিনি তার তৈরীকৃত ধার্মিকতার পথ এবং তাঁর সত্যময় শান্তি সম্পর্কে আমাদের জানাতে চান। আজকে আপনার অনুষ্ঠান "ধার্মিকতার পথ" আবারো উপস্থাপন করতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত।

আজকে আমরা নবীদের বার্তা পর্যালোচনা করবো। নবীদের সংবাদ হচ্ছে কাহিনী...**আল্লাহ্‌র কাহিনী**...আল্লাহ্‌র বিস্ময়কর কাহিনী। এই কাহিনী সেই কাহিনী যেখানে তিনি হারানো আদম-সন্তানদের খুজে বের করেছেন এবং নাজাত দিয়েছেন। সংক্ষেপে, নবীদের সংবাদ হচ্ছে সুসংবাদ, যা আমাদের কাছে প্রকাশ করে একজন অধার্মিক কিভাবে ধার্মিক হতে পারে। আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের নাম হচ্ছে **"ঈমানে ধার্মিক।"**

অন্যান্য সকল কাহিনীর মত, আল্লাহ্‌র কিতাবেরও একটি শুরু আছে এবং একটি শেষ আছে। আমাদের শেষ পাঠে, আমরা কাহিনীর শুরু পড়েছি এবং দেখেছি যে প্রথম মানব কিভাবে আল্লাহ্‌র শত্রু শয়তানের কথা শুনেছিলেন। আদমের কারনে তার সকল বংশধরেরা গুনাহের মধ্যে জন্ম নেয়, যে পথ তাদেরকে দোযখের দিকে নিয়ে যায়। কেউ কেউ আছে যারা এই বিষয়টি মেনে নিতে চায় না এবং বলে, "আদমের গুনাহ্ তার নিজেস্ব সমস্যা! এটির প্রভাব আমাদের উপর পরে না!" যারা এই বিষয়টি অস্বীকার করে তাদের জন্য পাক কিতাবে লেখা আছে: **"একটি মানুষের মধ্য দিয়ে গুনাহ্ দুনিয়াতে এসেছিল** ও সেই গুনাহের মধ্য দিয়ে মৃত্যুও এসেছিল। সব মানুষ গুনাহ্ করেছে বলে এইভাবে **সকলের** কাছেই মৃত্যু উপস্থিত হয়েছে।" (রোমীয় ৫:১২ আয়াত)

প্রবাদবাক্যে আছে, "মহামারী যার মধ্য দিয়ে আসে শুধুমাত্র তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না!" একইভাবে, আদমের গুনাহ্ শুধুমাত্র তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, একটি মৃত্যুদায়ক রোগের মত সবার মাঝে এটি ছড়িয়ে পরেছে। আদমের গুনাহ্ হচ্ছে সকল গুনাহের স্বভাবের কারণ। "একটি ইঁদুর শুধুমাত্র গর্তই করতে পারে।" (প্রবাদ বাক্য) একইভাবে, আমরা সবাই আমাদের পূর্বপুরুষ আদমের স্বভাব অর্জন করেছি। একটি বিষয় আমাদের জন্য নিশ্চিত যে, গুনাহের সভাব সব সময় আমাদের দোষী করবে যদি না আল্লাহ্ আমাদের জন্য কোন ঔষধের ব্যবস্থা করেন। সুখবর হলো, আল্লাহ্ আমাদের জন্য একটি ঔষধের ব্যবস্থা করেছেন। আমরা তৌরাতে পরেছি যে, আদম এবং হাওয়ার গুনাহের দিন আল্লাহ্ দয়ার সাথে একটি ওয়াদা করেছিলেন। তিনি ওয়াদা করেছিলেন যে, একজন ধার্মিক নাজাতদাতাকে পাঠাবেন যিনি একজন কুমারীর গর্ভে জন্ম নিবেন। এই নাজাতদাতা আদমের সন্তানদের গুনাহের ঋন পরিশোধ করার জন্য নিজের রক্ত ঝড়াবেন।

আমরা ইঞ্জিল শরীফ অধ্যয়নে দেখেছি, আল্লাহ্ তাঁর নিরুপিত সময়ে তাঁর ওয়াদা অনুসারে নাজাতদাতাকে পাঠিয়েছিলেন। আল্লাহ্ যার বিষয়ে ওয়াদা করেছিলেন, সেই নাজাতদাতা কে? তিনি একজন নিখুঁত ধার্মিক ব্যক্তি, **ঈসা মসীহ্**। আসুন দেখি আল্লাহ্‌র কালাম আদম যিনি গুনাহ্ করেছিলেন এবং ঈসা মসীহ্ যিনি গুনাহ্ করেননি তাদের দুইজনের মধ্যে কি পার্থক্য তুলে ধরে। কিতাব বলে: "একজন মানুষের গুনাহের দরুন **মৃত্যু** সেই একজনের

মধ্য দিয়েই রাজত্ব করতে শুরু করেছিল। কিন্তু যারা প্রচুর পরিমাণে আল্লাহ্‌র রহমত ও ধার্মিক বলে তাঁর গ্রহণযোগ্য হওয়ার দান পায়, তারা সেই একজন মানুষের, অর্থাৎ ঈসা মসীহের মধ্য দিয়ে জীবনের পরিপূর্ণতা নিয়ে নিশ্চয়ই রাজত্ব করবে। তাহলে একটা গুনাহের মধ্য দিয়ে যেমন সব মানুষকেই **শাস্তির যোগ্য** বলে ধরা হয়েছে, তেমনি একটা ন্যায় কাজের মধ্য দিয়ে সব মানুষকেই ধার্মিক বলে গ্রহণ করবার ব্যবস্থাও করা হয়েছে এবং **তার ফল হল অনন্ত জীবন**। যেমন একজন মানুষের অবাধ্যতার মধ্য দিয়ে অনেককেই **গুনাহ্‌গার** বলে ধরা হয়েছিল, তেমনি একজন মানুষের বাধ্যতার মধ্য দিয়ে অনেককেই **ধার্মিক** বলে গ্রহণ করা হবে।" (রোমীয় ৫: ১৭-১৯ আয়াত)

যারা **আদমের** মধ্যে আছে এবং যারা **ঈসা মসীহের** মধ্যে আছে তাদের সম্পর্কে পাক কিতাব এই কথা বলে। আমরা সবাই আদমের সভাব নিয়ে জন্ম লাভ করেছি। কিন্তু আল্লাহ্‌ আদম-সন্তানদের দিল থেকে নতুন জন্মের জন্য আহ্বান করেছেন যেন আদমের মত হওয়া বাদ দিয়ে **ঈসার মত** হতে পারে। কিভাবে এটি হতে পারে? এটি শুধুমাত্র **ঈমানের দ্বারা** হতে পারে! কিতাব বলে, আপনি যদি আপনার দিল থেকে ঈমান আনেন যে, প্রভু ঈসা মসীহ্‌ আপনার গুনাহের ঋন পরিশোধ করেছে তাহলে আল্লাহ্‌ আপনার দিলকে পরিষ্কৃত করবেন, নতুন জন্ম দিবেন এবং পাক-রূহের দ্বারা আপনাকে নতুনিকৃত করবেন। আপনি ঈসার মধ্য দিয়ে নতুন সৃষ্টি হবেন, আপনি আর আপনার জন্য জীবন-যাপন করবেন না কিন্তু তাঁর জন্য জীবন-যাপন করবেন যিনি আপনার জন্য মারা গিয়েছেন এবং পুনরুত্থিত হয়েছেন।

এখন আসুন আবারো তৌরাতে ফিরে যাই এবং আল্লাহ্‌ নাজাতদাতাকে দুনিয়াতে নিয়ে আসার জন্য যে পরিকল্পনা করেছিলেন সেই সম্পর্কে আমাদের পর্যালোচনাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাই। আমাদের অধ্যয়নে আমরা দেখেছি যে, আদমের দুইজন ছেলে ছিল, হাবিল এবং কাবিল। আল্লাহ্‌ নাজাতদাতার বিষয়ে যে ওয়াদা করেছিলেন তাতে হাবিলের ঈমান ছিল কিন্তু কাবিলের ছিল না। আল্লাহ্‌ কাবিলকে সুযোগ দিয়েছিলেন যেন তওবা করতে পারে কিন্তু কাবিল রেগে গিয়েছিল এবং তাঁর ছোটভাই হাবিলকে হত্যা করেছিল। তারপর, আমরা দেখেছি যে, আদমের বেশিরভাগ বংশধরেরা কাবিলের পথ অনুসরণ করেছিল, গুনাহ্‌ করেছিল, যার কারনে নূহের সময়ে আমরা কিতাবে দেখতে পাই: "মাবুদ দেখলেন দুনিয়াতে মানুষের নাফরমানী খুবই বেড়ে গেছে, আর তার দিলের সব চিন্তা-ভাবনা সব সময়ই কেবল খারাপীর দিকে ঝুঁকে আছে।" (পয়দায়েশ ৬:৫ আয়াত) আমরা দেখেছি যে আল্লাহ্‌ কিভাবে আদম-সন্তানদের মহাবন্যার মাধ্যমে ধ্বংস করার পরিকল্পনা করলেন। এরকম দূর্নীতিগ্রস্ত এবং খারাপ সময়ে শুধুমাত্র নূহ্‌ নাজাতদাতার আগমন সম্পর্কে আল্লাহ্‌ যা ওয়াদা করেছিলেন তাতে ঈমান এনেছিলেন। যার কারনে আল্লাহ্‌ নূহ্‌কে একটি জাহাজ তৈরী করতে বললেন, যে জাহাজটি তাঁর পরিবার এবং অনেক পশুপাখির জন্য আশ্রয় হবে। যখন নূহ্‌ জাহাজ তৈরী করছিলেন তখন আল্লাহ্‌ খুব ধৈর্যের সাথে অন্যান্যদের ডেকেছিলেন। যাইহোক, নূহ্‌ এবং তার পবিবার ছাড়া কেউ তওবা করেনি এবং আল্লাহের কথায় ঈমান আনেনি। এইভাবে শেষে আল্লাহ্‌ বিশ্বস্তভাবে তাঁর দেয়া ওয়াদা অনুসারে তাদের সবাইকে ধ্বংস করেছিলেন যারা জাহাজে প্রবেশ করতে

অস্বীকার করেছিল যা আল্লাহ্ তাদের জন্য প্রস্তুত করেছিলেন। এরপর, আমরা দেখেছি, নূহের বংশধরেরা ধীরে ধীরে আল্লাহ্‌র কালাম ভুলে গিয়েছিল কারণ তারাও আদমের বংশধর ছিল এবং তাদের মধ্যেও গুনাহের সভাব ছিল। তারপর আমরা বাবিলের দালান সম্পর্কে পড়েছি এবং দেখেছি যে কিভাবে লোকেরা আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে গিয়ে এক স্থানে জড়ো হতে চেয়েছিল, একটি শহর তৈরী করতে চেয়েছিল এবং একটি বড় দালান তৈরী করতে চেয়েছিল। যাইহোক, আল্লাহ্ ভাষা পরিবর্তন করে এবং দুনিয়ার চারিদিকে ছড়িয়ে দিয়ে তাদের বিচার করেছিলেন। তারপর আমরা ইব্রাহিমের চমৎকার কাহিনীতে প্রবেশ করেছিলাম। সত্যিই, আদম সন্তানদের গুনাহের হাত থেকে রক্ষা করতে আল্লাহ্‌র পরিকল্পনায় ইব্রাহিম খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। ইব্রাহিমের আব্বা ছিলেন একজন পূর্তিপূজক এবং সকল আদম-জাতের মত ইব্রাহিম নিজেও ছিলেন একজন গুনাহ্‌গার।

যাইহোক, আমরা দেখেছি যে, আল্লাহ্ ইব্রাহিমকে তাঁর পরিকল্পনা সম্পর্কে বলেছিলেন এবং হুকুম করেছিলেন যেন, তার আব্বার বাড়ি আর দেশ ছেড়ে চলে যান। আল্লাহ্ ইব্রাহিমের দ্বারা একটি নতুন জাতি উৎপন্ন করার পরিকল্পনা করেছিলেন যার মধ্য দিয়ে পবিত্র নাজাতদাতা দুনিয়াতে আসবেন। আমরা তৌরাত শরীফের পয়দায়েশের দ্বাদশ রুকুতে দেখতে পাই আল্লাহ্ ইব্রাহিমকে ডেকে বলেছিলেন: “পরে মাবুদ ইব্রামকে বললেন, “তুমি তোমার নিজের দেশ, তোমার আত্মীয়-স্বজন এবং তোমার পিতার বাড়ী-ঘর ছেড়ে আমি তোমাকে যে দেশ দেখাব সেই দেশে যাও। তোমার মধ্য থেকে আমি একটি মহাজাতি সৃষ্টি করব। আমি তোমাকে দোয়া করব এবং এমন করব যাতে তোমার সুনাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে আর তোমার মধ্য দিয়ে লোকে দোয়া পায়। যারা তোমাকে দোয়া করবে আমি তাদের দোয়া করব, আর যারা তোমাকে বদদোয়া দেবে আমি তাদের বদদোয়া দেব। **তোমার মধ্য দিয়েই দুনিয়ার প্রত্যেকটি জাতি দোয়া পাবে।”** (পয়দায়েশ ১২: ১-৩ আয়াত)

কেন আল্লাহ্ ইব্রাহিমকে অন্যস্থানে যেতে বলেছিলেন? আল্লাহ্ তার মাধ্যমে একটি **নতুন জাতি** উৎপন্ন করতে চেয়েছিলেন। **কেন আল্লাহ্ ইব্রাহিমের মধ্য দিয়ে একটি নতুন জাতি উৎপন্ন করতে চেয়েছিলেন?** আল্লাহ্ চেয়েছিলেন যেন এই জাতির মধ্য দিয়ে সেই সকল নবীরা আসে যারা পাক-কিতাব রচনা করবেন এবং সেই একই জাতির মধ্য দিয়ে আল্লাহ্ **নাজাতদাতাকে** দুনিয়াতে পাঠাবেন। এই কারনে আল্লাহ্ ইব্রাহিমকে ওয়াদা করেছিলেন, **“আমি তোমাকে দোয়া করব... তোমার মধ্য দিয়েই দুনিয়ার প্রত্যেকটি জাতি দোয়া পাবে।”**

আল্লাহ্ ইব্রাহিমের কাছে যে ওয়াদা করেছিলেন তা কি পূর্ণ করেছেন? হ্যাঁ, তিনি তা করেছেন। ইব্রাহিমের যখন একশত বছর বয়স এবং তার স্ত্রীর নব্বই বছর বয়স তখন আল্লাহ্ তাঁর ওয়াদা অনুসারে তাদেরকে একজন ছেলে সন্তান দিয়েছিলেন, যার নাম ছিল ইসহাক। ইসহাকের একজন সন্তান হয়েছিল যার নাম ছিল ইয়াকুব। ইয়াকুবের বারোজন ছেলে ছিল যাদের মধ্য দিয়ে বনি-ইসরাইলের নতুন বংশ তৈরী হয়। আপনারা যারা পাক-কিতাব জানেন তারা অবশ্যই এই বিষয়ে জানেন যে, বনি-ইসরাইল জাতির মধ্য দিয়ে নাজাতদাতা দুনিয়াতে এসেছিলেন কারণ মরিয়ম (ঈসার আম্মা) এবং ইউসুফ (ঈসার পালক আব্বা) দুইজনই ইব্রাহিমের বংশধর ছিলেন। এইভাবে ইঞ্জিল

৯৪ অধ্যায়; পর্যালোচনা ২
ইব্রাহিম, ঈমানে ধার্মিক; পয়দায়েশ ৬-২২, ইত্যাদি

শরীফের প্রথম আয়াত বলে: "ঈসা মসীহ্ দাউদের বংশের এবং দাউদ ইব্রাহিমের বংশের লোক।" (মথি ১:১ আয়াত) জাগতিকভাবে ঈসা মসীহ্ ইব্রাহিম, ইসহাক এবং ইয়াকুবের বংশের মধ্য দিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু আত্মিকভাবে তিনি ছিলেন সর্বশক্তিমানের ছেলে, আল্লাহ্‌র কালাম {কালেমাতুল্লাহ্} যিনি বেহেশত থেকে দুনিয়াতে জন্ম নিয়েছিলেন। যাইহোক, আসুন আমরা ইব্রাহিমের কাহিনীতে ফিরে যাই কারণ উল্লেখ করার মত সেখানে আরো একটিগুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে। আমরা দেখেছি যে আদম-সন্তানদের মত ইব্রাহিমও গুনাহের মাঝে জন্ম নিয়েছিলেন। যাইহোক, পাক-কিতাব বলে যে ইব্রাহিম এখন আল্লাহ্-পাকের উপস্থিতিতে বেহেশতে আছেন যেখানে তিনি চিরকাল থাকবেন! এখন আমরা প্রশ্ন করি: **আল্লাহ্ যেন ইব্রাহিমের গুনাহ্ মাফ করে দেন, ধার্মিক হিসাবে গ্রহণ করেন এবং বেহেশতে স্বাগত জানান, এর জন্য ইব্রাহিম কি করেছিলেন?** কিতাব এ সম্পর্কে কি বলে? কিতাব বলে: "[ইব্রাহিম] মাবুদের কথার উপর **ঈমান** আনলেন আর মাবুদ সেইজন্য তাঁকে **ধার্মিক** বলে গ্রহণ করলেন।" (পয়দায়েশ ১৫:৬ আয়াত)

ইব্রাহিম আল্লাহ্‌র উপর ঈমান এনেছিলেন। আল্লাহ্ যা বলেছিলেন তার উপর ইব্রাহিম ঈমান এনেছিলেন। যার কারনে আল্লাহ্ তাকে ধার্মিক বলে গ্রহণ করেছিলেন। শ্রোতাবন্ধু, **আপনিও কি ইব্রাহিমের মত আল্লাহ্‌র কালামে ঈমান এনেছেন?** আমি আপনাকে এই কথা জিজ্ঞেস করছি না যে আপনি কি বিশ্বাস করেন যে আল্লাহ্ আছেন অথবা আপনি কি বিশ্বাস করেনে যে আল্লাহ্ এক। শয়তানও জানে যে আল্লাহ্ আছেন! আল্লাহ্ চান যেন আপনি তাঁর প্রতিষ্ঠিত নাজাতের পথ গ্রহণ করেন যেমনটি ইব্রাহিম করেছিলেন! ইব্রাহিম আমাদের বলেছেন, কোন বিষয়ে আমাদের ঈমান আনতে হবে। আপনার কি মনে আছে, সেই বিশেষ পাহাড়ের কথা অর্থাাৎ যে পাহাড়ে ইব্রাহিম তার ছেলের স্থানে ভেড়া কোরবানি করেছিলেন, সেখানে তিনি কি ঘোষণা করেছিলেন? তিনি বলেছিলেন, "ছেলে আমার, পোড়ানো-কোরবানীর জন্য আল্লাহ্ নিজেই ভেড়ার বাচ্চা যুগিয়ে দেবেন।" (পয়দায়েশ ২২:৮ আয়াত) এই সব কথা বলতে বলতে তাঁরা এগিয়ে গেলেন। তিনি সেই জায়গাটার নাম দিলেন ইয়াহ্‌ওয়েহ্-যিরি (যার মানে "মাবুদ যোগান")। সেইজন্য আজও লোকে বলে, "মাবুদের পাহাড়ে মাবুদই যুগিয়ে দেন।" (পয়দায়েশ ২২:১৪ আয়াত) কেন ইব্রাহিম সেই পহাড়ের নাম দিলেন "মাবুদ যোগান" যেখানে মাবুদ ইতিমধ্যেই মেষের যোগান দিয়েছেন? একজন নবী হিসাবে ইব্রাহিম ঘোষণা করছিলেন যে এখনো কিছু বাকি আছে। যখন ইব্রাহিম বললেন "মাবুদ যোগান" তখন তিনি ভবিষ্যতবানি করছেন যে ভবিষ্যতে এই পাহাড়ে কিছু ঘটতে যাচ্ছে যে পাহাড়ের কোরবানগাহে তার ছেলের স্থানে ভেড়া দেয়া হয়েছে। তিনি সেই দিনের দিকে তাকিয়ে ছিলেন যেদিন নাজাতদাতা এই একই পাহাড়ে রক্ত ঝড়াবেন যেন যারা ঈমান আনে তারা সবাই আল্লাহ্‌র ধার্মিক বিচার হতে নাজাত পায়।

আমাদের ইঞ্জিল শরীফ অধ্যয়নে আমরা দেখেছি যে, ইব্রাহিমের ভবিষ্যদ্বানির দুই হাজার বছর পর ঈসা মসীহ্ তা পূর্ণ করতে দুনিয়াতে এসেছিলেন। হ্যাঁ, জেরুজালেমে যে পাহাড়ে ইব্রাহিম তার ছেলের স্থানে ভেড়া কোরবানি করেছিলেন সেই একই স্থানে নাজাতদাতা ঈসা মসীহ্ আদম-সন্তানদের নাজাতের জন্য রক্ত ঝড়িয়েছিলেন। যার

কারনে ঈসাকে তারা ক্রুশে বিদ্ধ করার পর মারা যাওয়ার পূর্বে তিনি উচ্চ স্বরে বলেছিলেন, **"শেষ হয়েছে!"** শেষ হয়েছে কথাটার অর্থ দাড়ায় পূর্ণ হয়েছে। কেন ঈসা বলেছিলেন, "শেষ হয়েছে!"? তিনি এই কথাটি এইজন্য বলেছিলেন কারণ ক্রুশে তাঁর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে নাজাতের পরিকল্পনা পূর্ণ হল যা আল্লাহ্ বহু পূর্বে নবীদের মাধ্যমে ঘোষণা করেছিলেন। **ঈসার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে ইব্রাহিমের চিহ্নস্বরূপ কোরবানি এবং অন্যান্য সকল কোরবানির বিষয়টি শেষ এবং পূর্ণ হয়েছে!**

শ্রোতাবন্ধু, আপনি কি এই বিষয়ে ঈমান এনেছেন যে ঈসাই কোরবানির নিখুঁত এবং চূড়ান্ত মেষ{ঈদ-উল-আয্হা} যাকে আল্লাহ্ বেহেশত থেকে পাঠিয়েছিলেন। **আপনি কি ইব্রাহিমের ঈমানের প্রক্রিয়ায় আছেন?** শুনুন ইব্রাহিমের ঈমানের বিষয়ে কিতাবে কি লেখা আছে:

(রোমীয় ৪) ১তাহলে আমাদের পূর্বপুরুষ ইব্রাহিমের বিষয়ে আমরা কি বলব? এই ব্যাপারে তিনি কি দেখেছিলেন? ২কাজের জন্যই যদি ইব্রাহিমকে ধার্মিক বলে গ্রহণ করা হয়ে থাকে তবে তো তাঁর গর্ব করবার কিছু আছেই। কিন্তু আল্লাহ্র সামনে তাঁর গর্ব করবার কিছুই নেই। ৩পাক-কিতাবে লেখা আছে, "ইব্রাহিম আল্লাহ্র কথার উপর ঈমান আনলেন আর সেইজন্য আল্লাাহ্ তাঁকে ধার্মিক বলে গ্রহণ করলেন।" ২২এইজন্যই ইব্রাহিমের ঈমানের দরুন তাঁকে ধার্মিক বলে ধরা হয়েছিল। ২৩"ধার্মিক বলে ধরা হয়েছিল," এই কথাটা কেবল ইব্রাহিমকেই লক্ষ্য করে লেখা হয় নি, ২৪আমাদেরও লক্ষ্য করে লেখা হয়েছে। আমাদের ঈমানের জন্য আল-াহ্ আমাদেরও ধার্মিক বলে ধরবেন, কারণ যিনি আমাদের হযরত ঈসাকে মৃত্যু থেকে জীবিত করেছিলেন আমরা তাঁরই উপর ঈমান এনেছি। ২৫আমাদের গুনাহের জন্য ঈসাকে মৃত্যুর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল এবং আমাদের ধার্মিক বলে গ্রহণ করবার জন্য তাঁকে মৃত্যু থেকে জীবিত করা হয়েছিল।

আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ। আমরা আশা করি আমাদের পরবর্তী অনুষ্ঠানে আপনি আমাদের সাথে যুক্ত হবেন। আল্লাহ্র ইচ্ছায়, নবীদের বার্তা সম্পর্কে আমাদের পর্যালোচনা চালিয়ে যাবো এবং আরো একজন মহান নবীকে দেখবো, যাকে দুনিয়াতে নাজাতদাতা আসার পথ প্রস্তুত করার জন্য যাকে আল্লাহ্ বাছাই করেছিলেন। সেই নবী হলেন মূসা...

আল্লাহ্ আপনাকে রহমত দান করুন এবং আল্লাহ্র কালাম যা ঘোষণা করে তার সম্পর্কে স্পষ্ট করে বোঝার শক্তি দান করুন।

"ইব্রাহিম আল্লাহ্র কথার উপর ঈমান আনলেন আর সেইজন্য আল্লাহ্ তাঁকে ধার্মিক বলে গ্রহণ করলেন।"

(রোমীয় ৪:৩ আয়াত)

৯৫ অধ্যায়; পর্যালোচনা ৩
মূসা, আল্লাহ্‌র পাক-শরীয়ত; হিজরত ১-২০, ইত্যাদি

শ্রোতা বন্ধু, আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হউক।

আমরা আপনাকে আল্লাহ্‌র নামে শুভেচ্ছা জানাই। তিনি শান্তির প্রভু। তিনি তার তৈরীকৃত ধার্মিকতার পথ এবং তাঁর সত্যময় শান্তি সম্পর্কে আমাদের জানাতে চান। আজকে আপনার অনুষ্ঠান "ধার্মিকতার পথ" আবারো উপস্থাপন করতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত।

আমরা আজকে চিন্তা করেছি যে, নবীদের বার্তা সম্পর্কে আমাদের পর্যালোচনা চালিয়ে যাবো যা আমাদের কাছে সেই সুখবর প্রকাশ করে যে কিভাবে একজন গুনাহ্‌গার আল্লাহ্‌র সম্মুখে ধার্মিক হতে পারে। আমরা এখনো তৌরাত পর্যালোচনা করছি, যা আল্লাহ্‌ মূসার দিলে দিয়েছিলেন। আমরা ইতিমধ্যে দেখেছি, যারা সত্য জানতে চায় তাদের কাছে মূসার তৌরাত খুব গুরুত্বপূর্ণ; এটি হচ্ছে ভিত্তি, যাতে আমরা যা শুনে থাকি তা যাচাই করে দেখতে পারি যে আসলে এটি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে এসেছে কিনা। তৌরাতের শুরুতে আমরা দেখেছি যে, কিভাবে আমাদের পূর্বপুরুষ আদম গুনাহ্‌ করেছিলেন। তার গুনাহ্‌ মারাত্মক রোগের মত সকল বংশধরদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে, দুঃখ এনেছে, মৃত্যু এনেছে এবং চিরস্থায়ী শাস্তি এনেছে যার বিষয়ে আল্লাহ্‌ আগে থেকেই সতর্ক করেছিলেন। কিন্তু আমরা আল্লাহ্‌র শুক্রিয়া জানাই, কারণ কিতাব বলে: "শরীয়ত দেওয়া হল যাতে অন্যায় বেড়ে যায়, কিন্তু যেখানে অন্যায় বাড়ল সেখানে আল্লাহ্‌র রহমতও আরও অনেক পরিমাণে বাড়ল।" (রোমীয় ৫:২০ আয়াত) হ্যাঁ, যেদিন আদম এবং হাওয়া গুনাহ্‌ করেছিলেন সেদিন আল্লাহ্‌ ঘোষণা করেছিলেন যে একদিন তিনি দুনিয়াতে আদম সন্তানদের গুনাহের অভিশাপ থেকে নাজাত দেয়ার জন্য একজন নাজাতদাতাকে পাঠাবেন।

আমাদের শেষ অধ্যয়নে আমরা দেখেছি, আল্লাহ্‌ **ইব্রাহিমকে** আহ্বান করেছিলেন, ওয়াদা করেছিলেন যে ইব্রাহিমের মধ্য দিয়ে এক **নতুন জাতির** সৃষ্টি হবে, যে জাতির মধ্য দিয়ে সকল নবীগণ এবং নাজাতদাতা উঠে আসবেন। এইভাবে ইব্রাহিম ইসাহাককে জন্ম দিলেন, ইসাহাক ইয়াকুবকে জন্ম দিলেন যার বারোজন ছেলে ছিল, যাদের মধ্য দিয়ে **বনি-ইসরাইলদের** বারো গোষ্ঠি তৈরী হয়েছে।

আসুন আমাদের পর্যালোচনা সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাক। আসুন দেখা যাক আল্লাহ্‌ কিভাবে ইব্রাহিমের বংশধরদের অর্থাৎ বনি-ইসরাইলদের তাঁর সম্পর্কে শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং আল্লাহ্‌র ধার্মিক বিচার হতে পালানোর জন্য তাদের কোন পথ বেছে নিতে হবে তা দেখিয়েছিলেন। আমাদের আজকের পাঠের নাম হচ্ছে **"আল্লাহ্‌র পাক-শরীয়ত।"**

আমরা তৌরাত শরীফ অধ্যয়নে দেখেছি যে, চারশত বছরের জন্য আল্লাহ্‌ বনি-ইসরাইলদের মিসরে গোলাম হতে দিয়েছিলেন আর এই বিষয়টি আল্লাহ্‌ ইব্রাহিমকে অনেক আগেই বলেছিলেন। আল্লাহ্‌র নিরূপিত সময়ে তিনি বনি-ইসরাইলদের কাছে মূসাকে পাঠিয়েছিলেন। মূসা ছিলেন বনি-ইসরায়েলীয় কিন্তু তিনি বড় হয়েছেন ফেরাউনের বাড়িতে যে ছিল মিসরের দুষ্ট বাদশাহ্‌। আল্লাহ্‌ মূসাকে ফেরাউনের কাছে বলতে পাঠিয়েছিলেন, "আমার লোকদের যেতে দাও যেন আমার এবাদত করতে পারে!" কিন্তু ফেরাউন কথা শুনেনি বরঞ্চ ঠাট্টা করেছিল এবং বলেছিল,

"কে এই মাবুদ? আমি কখনো বনি-ইসরায়েলের লোকদের যেতে দেবো না!" এইভাবে, আল্লাহ্‌ তাঁর শক্তি এবং গৌরক ফেরাউনকে ও মিসরীয়দের জানিয়েছিলেন। আল্লাহ্‌ নয়টি মারাত্মক মহামারী তাদের দিয়েছিলেন। যাইহোক এই চিহ্ন ও কেরামতী দেখেও ফেরাউন তওবা করেনি এবং মূসার কথা মান্য করেনি। আল্লাহ্‌ মূসাকে বলেছিলেন, "আমি আরো একটি মহামারী ফেরাউনের জন্য এবং মিসরীয়দের জন্য আনবো। তারপর, সে তোমাদের যেতে দিবে!" আপনি কি সেই মহামারী স্বরণ করতে পারেন? হ্যাঁ, সকল বাড়িতে **প্রথমজাত ছেলের মৃত্যু**।

এইভাবে, আল্লাহ্‌ ফেরাউনের বাড়ির এবং মিসরীয় সকল বাড়ির প্রথমজাত ছেলে হত্যা করেছিলেন। কিন্তু তিনি বনি-ইসরাইলদের প্রথমজাত ছেলেকে নাজাত দিয়েছিলেন কারণ তারা আল্লাহ্‌র হুকুম অনুসারে কোরবান করা **মেষের রক্ত** তাদের দরজার উপর মাখিয়েছিল। আল্লাহ্‌ নিজে ওয়াদা করেছিলেন: "সকাল পর্যন্ত তার কোন কিছুই ফেলে রেখো না। যদি কিছু বাকী থাকে তবে তা আগুনে পুড়িয়ে ফেলবে। (হিজরত ১২:১০ আয়াত) এইভাবে, মেষের রক্তের কারনে আল্লাহ্‌ বনি-ইসরাইলদের বাদ দিয়ে গিয়েছিলেন যার কারনে তাদের ঘরের প্রথমজাত মারা যায়নি। এইভাবে আল্লাহ্‌ ফেরাউনের হাত থেকে বনি-ইসরাইলদের রক্ষা করেছিলেন। আমরা ইতিমধ্যে দেখেছি যে, উদ্ধার-ঈদের গভীর একটি অর্থ রয়েছে, যা ফেরাউনের হাত থেকে রক্ষা পাবার চেয়েও গভীর। কিতাব বলে: "অন্য লোকেরা যাতে দেখে শিখতে পারে সেইজন্যই তাঁদের উপর এই সব ঘটেছিল। আর আমরা যারা সমস্ত যুগের শেষ সময়ে এসে পড়েছি, সেই আমাদের সাবধান করবার জন্যই এই সব লেখা হয়েছে।" (১ করিন্থিয় ১০:১১ আয়াত) বনি-ইসরায়েলীয়েরা তাদের ঘরের দরজার উপর রক্ত মাখিয়েছিল যেন আল্লাহ্‌ মিসরীয়দের প্রথমজাত ছেলেকে মেরে তাদের উদ্ধার করতে পারে এই কাহিনীর সবই ছিল একটি ছবির মত। এটি ছবি ছিল যে, আল্লাহ্‌ একটি নাজাতের পথ প্রতিষ্ঠিত করেছেন, যেন শয়তানের হাত থেকে গুনাহ্‌গারদের নাজাত দিতে পারেন। শয়তান ফেরাউনের চেয়েও দুষ্ট তত্ত্বাবধায়ক। আল্লাহ্‌র কালাম আমাদের দেখায়, আদমের সকল সন্তানেরা হচ্ছে **গোলামের** মত। হয়তো আপনারা কেউ কেউ চিন্তা করছেন, "হ্যাঁ, আমরা আল্লাহ্‌র গোলাম!" কিন্তু প্রভু ঈসা ইঞ্জিল শরীফে যা ঘোষণা করেছেন তা এর সাথে মিলছে না। প্রভু ঈসা বলেছেন, "ঈসা তাঁদের এই জবাব দিলেন, "আমি সত্যিই আপনাদের বলছি, যারা গুনাহে পড়ে থাকে তারা সবাই **গুনাহের গোলাম**।" (ইউহোন্না ৮:৩৪ আয়াত) এইভাবে আদমের সকল সন্তানেরা গুনাহের গোলাম এবং তারা শয়তানের গোলামও কারণ শয়তান হচ্ছে গুনাহের কর্তা। একটি বিষয় অবশ্যই বুঝতে হবে, যারা শয়তানের দাসত্ব করে তাদের নিজে থেকে পালিয়ে যাওয়ার পথ নেই! গোলাম কি নিজে থেকে স্বাধীন হতে পারে? সে কি তার কর্তাকে কিছু দিয়ে চলে যেতে পারে? এটি করতে পারে একজন ভাল কর্তা কিন্তু শয়তান এরকমটি করবে না। ফেরাউনের মত, শয়তানও তার নিজের ইচ্ছায় গোলামদের স্বাধীন করবে না। কখনো না! আমরা আদমের সন্তানেরা কতটা অভিশাপগ্রস্ত। কেউ কি আছে যিনি আমাদের শয়তানের হাত থেকে রক্ষা করবে কারণ শয়তান সবাইকে গোলাম করে রেখেছে? হ্যাঁ, আল্লাহ্‌র

৯৫ অধ্যায়; পর্যালোচনা ৩
মূসা, আল্লাহ্‌র পাক-শরীয়ত; হিজরত ১-২০, ইত্যাদি

প্রশংসা হোক, একজন **নাজাতদাতা আছেন**! আল্লাহ্‌ আমাদের কাছে একজনকে পাঠিয়েছেন যিনি আমাদের স্বাধীন করতে পারেন। তিনি হচ্ছেন ক্ষমতাময় এবং ধার্মিক নাজাতদাতা ঈসা মসীহ্‌, যিনি বেহেশত থেকে এসেছেন, যার বিষয়ে সকল নবীগণ সাক্ষ্য দিয়েছেন। তৌরাত শরীফে আমরা পড়েছি যে, আল্লাহ্‌ কিভাবে শয়তানের মস্তক পবিত্র নাজাতদাতার মধ্য দিয়ে চূর্ণ করার ওয়াদা করেছিলেন, যিনি একজন কুমারীর গর্ভে জন্ম নিবেন। জবুর শরীফে আমরা শুনেছি, কিভাবে দাউদ নবী লিখেছিলেন, নাজাতদাতাকে আল্লাহ্‌র পুত্র বলে ডাকা হবে যাকে খুব ভয়ঙ্করভাবে হত্যা করার জন্য ধরিয়ে দেয়া হবে, তাকে অত্যাচার করা হবে এবং তাঁর পায়ে এবং হাতে পেরেক মারা হবে। তিনি হচ্ছেন ঈসা, মরিয়মের পুত্র যিনি একটি নিখুঁত জীবন কাটিয়েছেন, ক্রুশে মৃত্যুবরণ করেছেন এবং কবর থেকে আবারো উঠে এসেছেন। হ্যাঁ ঈসাই হচ্ছেন গুনাহ্‌গারদের নাজাতদাতা যিনি নবীদের লেখা পূর্ণ করেছেন। আল্লাহ্‌র কালাম ঈসাকে বলে, **"আল্লাহ্‌র মেষশাবক।"** উদ্ধার-ঈদে যেমন মেষকে জবেহ্‌ করা হয় তেমনি তিনি আমাদের বিচারের হাত থেকে নাজাত দেয়ার জন্য রক্ত ঝড়িয়েছেন। আনুমানিকভাবে, আল্লাহ্‌ যে মেষশাবকের রক্তের মাধ্যমে বনি-ইসরাইলদের উদ্ধার করলো সেই প্রথম উদ্ধার ঈদের পাঁচশত বছর পর আল্লাহ্‌ আদম-সন্তানদের ধার্মিক নাজাতদাতা ঈসাকে ক্রুশে বিদ্ধ করতে দিয়েছিলেন। উদ্ধার-ঈদের সময় তারা ঈসাকে ক্রুশে দিয়েছিল। এইভাবে, ইব্রাহিমের প্রতিকী কোরবানি পূর্ণ করেছিলেন {ঈদ-উল-আযহা}, ঈসা প্রতিকী উদ্ধার-ঈদও পূর্ণ করেছিলেন। যারা তাকে ক্রুশে দিয়েছিল তারা এড়িয়ে যাওয়ার ভান করছিল কিন্তু আল্লাহ্‌ দুনিয়া সৃষ্টির পূর্বে মসীহের কোরবানির পরিকল্পনা করেছিলেন। (প্রকাশিত কালাম ১৩:৮; প্রেরিত ৩:১৭ আয়াত দেখুন) ঈসা ছিল নিখুঁত এবং চূড়ান্ত কোরবানি। ঈসার রক্ত ছিল সঠিক মূল্য যার দ্বারা আল্লাহ্‌ আদম-সন্তানদের গুনাহের কর্তৃত্ব থেকে রক্ষা করেছেন। কিতাব বলে:

"আমাদের উদ্ধার-ঈদের মেষ-শাবক মসীহকে কোরবানী দেওয়া হয়েছে।" (১ করিন্থিয় ৫:৭ আয়াত)

যখন আমাদের কোন শক্তিই ছিল না তখন ঠিক সময়েই মসীহ্‌ আল্লাহ্‌র প্রতি ভয়হীন মানুষের জন্য, অর্থাৎ আমাদের জন্য প্রাণ দিলেন। কোন সৎ লোকের জন্য কেউ প্রাণ দেয় না বললেই চলে। যিনি অন্যের উপকার করেন সেই রকম লোকের জন্য হয়তো বা কেউ সাহস করে প্রাণ দিলেও দিতে পারে। কিন্তু আল্লাহ্‌ যে আমাদের মহব্বত করেন তার প্রমাণ এই যে, আমরা গুনাহ্‌গার থাকতেই মসীহ্‌ আমাদের জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন। (রোমীয় ৫:৬-৮ আয়াত) উদ্ধার-ঈদের কাহিনী শেষ করার পূর্বে আমাদের জানা প্রয়োজন পাক-শরীয়ত আমাদের কি শিক্ষা দেয় যা আল্লাহ্‌ বনি-ইসরাইলদের দিয়েছিলেন। আমরা তৌরাতে পেয়েছি, কিভাবে আল্লাহ্‌ তাঁর পবিত্রতা এবং গৌরব, মূসার কাছে এবং বনি-ইসরাইলদের কাছে প্রকাশ করেছিলেন মরুভূমির তুর পাহাড়ে আগুন, বিদ্যুৎ এবং আলোর মাধ্যমে। এইভাবে আল্লাহ্‌ বনি-ইসরাইলদের দশটি শরিয়ত এবং আরো অনেক শরীয়ত দিয়েছিলেন যাকে বলা হয় মূসার শরীয়ত। আল্লাহ্‌ তাদের এই বলে হুকুম করেছিলেন: **"তোমরা তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌কে সমস্ত দিল, সমস্ত প্রান এবং সমস্ত মন দিয়ে মহব্বত করবে:** তোমাদের সামনে আর কোন দেবতা থাকবে না!

তোমরা তোমাদের উদ্দেশ্যে কোন মূর্তি তৈরী করবে না। তোমরা তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌র নামের অপব্যবহার করবে না! বিশ্রামবারকে পবিত্র বলে স্বরণ করবে! **নিজের মত করে তোমাদের প্রতিবেশীকে মহব্বত কর:** তোমাদের আব্ব-আম্মাকে সম্মান কর! হত্যা কর না! জেনা কর না! চুড়ি কর না! প্রতিবেশির বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ দিয়ো না! প্রতিবেশীর কোন কিছুতে লোভ কর না। এবং এই শরীয়তের সাথে আল্লাহ্ আরো একটি শরীয়ত যুক্ত করেছিলেন: "যে লোক সমস্ত শরীয়ত পালন করেও **মাত্র একটা** বিষয়ে গুনাহ্ করে সে সমস্ত শরীয়ত অমান্য করেছে বলতে হবে।" (ইয়াকুব ২:১০ আয়াত) "সেই লোক বদদোয়াপ্রাপ্ত, যে শরীয়তে লেখা প্রত্যেকটি কথা পালন করে না। তাহলে দেখা যায়, যারা শরীয়ত পালন করবার উপর ভরসা করে তাদের সকলের উপরে এই বদদোয়া রয়েছে।" (গালাতীয় ৩:১০ আয়াত) এই শরীতগুলো আল্লাহ্ মূসাকে ঘোষণার জন্য দিয়েছিলেন!

শ্রোতাবন্ধু, আপনি কি আল্লাহ্‌র পাক-শরীয়তগুলো নিখুঁতভাবে চিন্তায়, কথায় এবং কাজে ধারণ করেছেন? আপনার জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কি এগুলো পালন করেছেন? প্রত্যেক দিন-ঘন্টা, রাত-দিন আপনাকে মাবুদ আল্লাহ্‌কে সমস্ত দিল, প্রান এবং মন দিয়ে মহব্বত করতে হবে। নিজের মত করে প্রতিবেশিকে ভালবাসতে হবে! আপনি কি এই পাক-শরীয়ত পূর্ণ করেছেন? আমরা প্রত্যেকেই জানি আমরা তা সঠিকভাবে পূর্ণ করিনি! পাক-কিতাব বলে: "ধার্মিক কেউ নেই, একজনও নেই।" (রোমীয় ৩:১০ আয়াত) যদি আমরা বলি আমাদের মধ্যে গুনাহ্ নেই তবে আমরা নিজেদের ফাঁকি দিই। তাতে এটাই বুঝা যায় যে, আমাদের অন্তরে আল্লাহ্‌র সত্য নেই। (১ ইউহোন্না ১:৮ আয়াত) গুনাহের স্বভাব নিয়ে জন্ম নেয়ার কারনে আমরা কেউ আল্লাহ্‌র ইচ্ছামত চলতে পারিনি। কেউ কেউ হয়তো জিজ্ঞেস করতে পারে: আমাদের কেউ মূসার শরীয়ত পূর্ণ করতে পারেনি, তাহলে কেন আল্লাহ্ আমাদের তা দিলেন? আল্লাহ্ কি সবাইকে শাস্তি দিতে চান? না। আল্লাহ্ হচ্ছেন মহব্বত এবং তিনি চান না যেন কেউ ধ্বংস হয়! তাহলে তিনি গুনাহগারদের কেন এই শরীয়ত দিলেন যদিও তিনি জানতেন, কেউ এইসকল পূর্ণ করতে পারবে না। তাহলে সেই শরীয়ত গুলোর উদ্দেশ্য কি? আল্লাহ্ কিতাবে তার উত্তর দিয়েছেন: "শরীয়ত পালন করলেই যে আল্লাহ্ মানুষকে ধার্মিক বলে গ্রহণ করবেন তা নয়, কিন্তু শরীয়তের মধ্য দিয়েই মানুষ **নিজের গুনাহের বিষয়ে চেতনা লাভ করে**।" (রোমীয় ৩:২০ আয়াত) "কিন্তু পাক-কিতাব সব মানুষকেই গুনাহের জন্য দোষী বলে স্থির করেছে, যেন ঈসা মসীহের উপর যারা ঈমান আনে তারা তাদের সেই ঈমানের ফলে ওয়াদা-করা দোয়া পেতে পারে।" (গালাতীয় ৩:২২ আয়াত)

এইভাবে, আমরা আবিষ্কার করেছি যে, আল্লাহ্ গুনাহ্‌গারদের জন্য তাঁর শরীয়ত দিয়েছিলেন যেন তারা বুঝতে পারে যে তাদের মধ্যে কতটা অপূর্ণতা রয়েছে এবং ঈসাকে আমাদের কতটা প্রয়োজন তা উপলব্ধি করতে পারে যিনি আমাদের গুনাহের অভিশাপ বহন করেছেন। আল্লাহ্ মূসাকে যে শরীয়ত দিয়েছিলেন তা সম্পূর্ণভাবে দুনিয়াতে শুধু ঈসা মসীহ্ পালন করেছেন। আমরা ইতিমধ্যে দেখেছি, ঈসা মসীহ্ আদম-সন্তানদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিলেন কারণ তিনি দুনিয়ার লোকদের গুনাহের স্বভাব তুলে ধরেছিলেন। ঈসা ছিলেন আল্লাহ্‌র চিরস্থায়ী কালাম,

যিনি বেহেশত থেকে এসেছিলেন এবং কুমারী মায়ের গর্ভে জন্মেছিলেন। ঈসা আমাদের মত একটি দেহ গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু আমাদের গুনাহের স্বভাব গ্রহণ করেননি। এইজন্য যখন তিনি দুনিয়াতে ছিলেন তখন বলতে পেরেছিলেন: "এই কথা মনে কোরো না, আমি তৌরাত কিতাব আর নবীদের কিতাব বাতিল করতে এসেছি। আমি সেগুলো বাতিল করতে আসি নি বরং পূর্ণ করতে এসেছি।" (মথি ৫:১৭ আয়াত) আপনি কি শুনেছেন, ঈসা কি বলেছেন? এটি একটি গভীর এবং বিস্ময়কর সত্য। ঈসা বলেছেন, তিনি দুনিয়াতে মূসাকে দেয়া পাক-শরীয়ত পূর্ণ করতে এসেছিলেন। আপনি কি এর অর্থ বুঝতে পারেন? **ঈসা আমাদের জন্য তাই করেছেন যা আমরা আদম-সন্তানেরা কখনো নিজের জন্য করতে পারতাম না!** তিনি আল্লাহ্‌র পাক-শরীয়ত **পূর্ণ করেছেন**, তিনি **শরীয়তের অভিশাপ বহণ** করার জন্য এবং আল্লাহ্‌র ধার্মিক বিচার থেকে নাজাত দেয়ার জন্য ক্রুশে নিজের রক্ত ঝড়িয়েছেন!

ঈসার মারা যাওয়ার কথা ছিল না কারণ তিনি কখনো গুনাহ্‌ করেননি। যাইহোক, আল্লাহ্‌ নবীদের মাধ্যমে যে ওয়াদা করেছিলেন তা পূর্ণ করার জন্য ঈসা নিজের ইচ্ছায় তাঁর জীবন আমাদের জন্য দিয়েছেন। আর আমাদের গুনাহের ঋন পরিশোধের জন্য নিজের রক্ত ঝড়ানোর পর আল্লাহ্‌ তাকে তিন দিনের দিন মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন!

পাক-কিতাবে এই সম্পর্কে কি লেখা আছে তা শুনুন। কিতাব বলে: "যারা মসীহ্‌ ঈসার সংগে যুক্ত হয়েছে আল্লাহ্‌ তাদের আর শাস্তির যোগ্য বলে মনে করবেন না... মানুষের গুনাহ-স্বভাবের দরুন শরীয়ত শক্তিহীন হয়ে পড়েছিল, আর সেইজন্য শরীয়ত যা করতে পারে নি আল্লাহ্‌ নিজে তা করেছেন। তিনি গুনাহ্‌ দূর করবার জন্য নিজের নিষ্পাপ পুত্রকে মানুষের স্বভাব দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন এবং তাঁর পুত্রের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে গুনাহের বিচার করে তার শক্তিকে বাতিল করে দিলেন।" (রোমীয় ৮:১, ৩ আয়াত) শ্রোতাবন্ধু, আপনি এখন কিসের উপর আশা করে আছেন? আল্লাহ্‌ আপনাকে ধার্মিক নাজাতদাতার বিষয়ে যে সুখবর দিয়েছেন যিনি আপনার গুনাহের শাস্তি বহন করেছেন, আপনি কি তার উপর ভরসা করে আছেন? নাকি আপনি এখনো আপনার ভাল কাজের উপর নির্ভর করছেন? আল্লাহ্‌র কালাম যা প্রকাশ করছে তা ভুলে যাবেন না। পাক-কিতাবে লেখা আছে, "সেই লোক বদদোয়াপ্রাপ্ত, যে শরীয়তে লেখা প্রত্যেকটি কথা পালন করে না।" তাহলে দেখা যায়, যারা শরীয়ত পালন করবার উপর ভরসা করে তাদের সকলের উপরে এই বদদোয়া রয়েছে.....**শরীয়ত অমান্য করবার** দরুন যে বদদোয়া আমাদের উপর ছিল, মসীহ্‌ সেই বদদোয়া নিজের উপর নিয়ে আমাদের **মুক্ত** করেছেন। পাক-কিতাবে এই কথা লেখা আছে, "যাকে গাছে টাংগানো হয় সে বদদোয়াপ্রাপ্ত.....আল্লাহ্‌ মানুষকে এত মহব্বত করলেন যে, তাঁর একমাত্র পুত্রকে তিনি দান করলেন, যেন যে কেউ সেই পুত্রের উপর **ঈমান আনে** সে বিনষ্ট না হয় কিন্তু অনন্ত জীবন পায়।" (গালাতীয় ৩:১০, ১৩ আয়াত; ইউহোন্না ৩:১৬ আয়াত)

আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ.....

পরবর্তী অনুষ্ঠানে, আল্লাহ্‌র ইচ্ছায়, নবীদের কিতাব সম্পর্কে আমাদের পর্যালোচনা শেষ করবো এবং দেখবো, কিভাবে ঈসা মসীহ্‌ নবীদের ভবিষ্যতবানি পূর্ণ করেছিলেন যা আদম-সন্তানদের জন্য নাজাতের এবং শান্তির দরজা খুলে দিয়েছে।

আজকের অধ্যয়ন স্বরণ করানোর মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌ আপনাকে রহমত দান করুন এবং কালামের এই ওয়াদা স্বরণ করিয়ে দিয়ে আপনাকে সাহায্য করুন:

যারা মসীহ্‌ ঈসার সংগে যুক্ত হয়েছে [পাক-শরীয়ত তাদের শাস্তির যোগ্য বলে মনে করে না।] (রোমীয় ৮:১ আয়াত)

অধ্যায় ৯৬; পর্যালোচনা ৪
ঈসা মসীহ, "শেষ হয়েছে!"; ইউহোন্না ১৯, ইবরানী ১০

শ্রোতা বন্ধুরা, শান্তি আপনাদের সহবর্তি থাকুক। আল্লাহ্‌র নামে আপনাদের অভিবাদন জানাই, শান্তির আল্লাহ্, যিনি ধার্মিকতার পথ প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তিনি চান যেন প্রত্যেকেই সে পথ সম্পর্কে জানতে পারে এবং আত্মসমর্পণ করে, এবং সত্যিকারের শান্তি যেন চিরদিন তাদের সাথে থাকে। আপনাদের অনুষ্ঠান "*ধার্মিকতার পথ*" নিয়ে আজ উপস্থিত হতে পেরে আমরা আনন্দিত। বিগত তিনটি অনুষ্ঠান আগে থেকে আমরা আমরা আল্লাহ্‌র নবীদের বানীগুলো নিয়ে পর্যালোচনা শুরু করেছি। আল্লাহ্‌র রহমতে আজ আমরা আমাদের পর্যালোচনার পর্ব **শেষে করতে যাচ্ছি**। আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের শিরোনাম হল: **"শেষ হয়েছে!"** আমরা জেনেছি আল্লাহ্ তাঁর পাক্-কিতাবকে প্রধান দুটি ভাগে বিভক্ত করেছেন, একটি হল পুরাতন চুক্তি এবং অন্যটি হল নতুন চুক্তি। আল্লাহ্‌র এ অসাধারন কিতাবের প্রথম অংশের নাম **পুরাতন চুক্তি**। এটা তৌরাত শরীফ, জবুর শরীফ এবং নবীদের কিতাব নিয়ে গঠিত। আমরা পাক্-কিতাবের প্রথম অংশে দেখেছি কিভাবে আমাদের পূর্বপুরুয় হযরত আদম (আঃ), আল্লাহ্‌র অবাধ্য হয়েছিলেন যা তাঁর বংশধরদের শয়তানের রাজ্যের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। কিন্তু আমরা এটাও জেনেছি যে আল্লাহ্ আদমের সন্তাদের কাছে একজন নাজাত দাতা পাঠানোর ওয়াদা করেছিলেন, যেন তিনি শয়তানের হাত থেকে তাদের মুক্ত করে, তাঁর উপর ঈমানদারী সকল মানুষেকে পুনরায় আল্লাহ্‌র রাজ্যে ফিরিয়ে আনতে পারেন। এই অসাধারন ওয়াদাটি পুরাতন নিয়মের(চুক্তি) একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এ দুনিয়াতে নাজাত দাতাকে পাঠানোর **পরিকল্পনাকে গতিশীল করতে**, বহু বছর আগে আল্লাহ্ হযরত ইব্রাহীমকে আহ্বান করেছিলেন এবং তাঁকে বলেছিলেন, *"তোমার মধ্য দিয়ে আমি এক মহাজাতি সৃষ্টি করব...তোমার মধ্য দিয়েই দুনিয়ার প্রত্যেকটি জাতি দোয়া পাবে।"* (পয়দায়েশ ১২: ২,৩) এইভাবে আমরা জানতে পেরেছি যে আল্লাহ্ হযরত ইব্রাহিমকে ইসরাইল জাতির আদি-পিতা করেছিলেন। এই সেই জাতি, যে জাতির কাছে আল্লাহ্ তাঁর নবীদের কিতাবগুলো দিয়েছিলেন। প্রায় পনেরশত বছরেরও বেশী সময় ধরে আল্লাহ, হযরত মূসা (আঃ) থেকে শুরু করে হযরত ইউহোন্না পর্যন্ত বহু নবীর দিলে তাঁর কালাম নাজিল করার মাধ্যমে ইসরাইল জাতিকে এ কালাম দিয়েছিলেন। এই সব নবীদের মাধ্যমে আল্লাহ্ বার বার প্রমান করেছেন যে আদমের সব সন্তান গুনাহ্‌গার সেই সাথে তিনি এটাও প্রকাশ করেছেন যে একজন ধার্মিক নাজাত দাতাকে পাঠানো হবে যিনি সকলের গুনাহের দায় পরিশোধ করার জন্য নিজের রক্ত ঢেলে দেবেন। পুরাতন চুক্তিতে আমরা এটাও দেখেছি যে গুনাহ্‌গারদের জন্য আল্লাহ্ পশু কোরবানীর একটা আইন দিয়েছিলেন। এ আইনের দ্বারা প্রকাশ পেয়েছিল যে, "রক্তপাত ব্যাতিত গুনাহের কোন মাফ হয় না–কারণ **গুনাহ্ যে ফল দেয় তা হল মৃত্যু!**" কিন্তু সৃষ্টির শুরু থেকে মানুষ পশু কোরবানীর যে নিয়ম পালন করে আসছিল, তা কিন্তু সম্পূর্ণ ভাবে গুনাহের মূল্য পরিশোধ করতে পারত না, কারণ **মানুষের মূল্য** আর **পশুর মূল্য** এক হতে পারে না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে; আমি যদি একটা খেলনা গাড়ি নিয়ে কোন গাড়ির দোকানের মালিকের কাছে গিয়ে বলি যে, এই খেলনা গাড়িটি বদলে আপনি আমাকে একটা মার্সেডিস গাড়ি দেন, তিনি কি তাতে রাজি

হবেন? কখনই নয়! কিন্তু কেন? কারন আমরা খেলনা গাড়ি এবং ঐ সত্যিকারের গাড়ির মূল্য সমান নয়! ঠিক তেমনি পূর্ব কালের লোকেরা, আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে যে পশু কোরাবনী দিত, তা তাদের গুনাহ্‌ মাফ করতে পারত না, কারণ মানষের মূল্য এবং পশুর মূল্য সমান নয়। অতএব, পশু কোরবানী কেবল মাত্র একটা প্রতিকী নিয়ম হিসেবে প্রচলিত ছিল–যতদিন না পর্যন্ত আল্লাহ্‌ সেই প্রকৃত কোরবানীকে–ধার্মিক নাজাত দাতাকে পাঠিয়েছিলেন, যিনি নতুন চুক্তি নিয়ে দুনিয়াতে এসেছিলেন। পশু কোরবানী শুধুমাত্র কিছু সময়ের জন্য গুনাহ্‌কে আড়াল করতে পারত, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে দূর করতে পারত না। আল্লাহ্‌র পাক্‌-কিতাবের দ্বিতীয় অংশকে নতুন চুক্তি বা সুসংবাদ{ইঞ্জিল} বলা হয়। এই অংশটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, আল্লাহ্‌ বেহেশত থেকে আসা সেই নাজাত দাতার রক্তের মধ্য দিয়ে এক নতুন নিয়ম প্রতিষ্ঠা করেছেন। সুসংবাদের কিতাব হল ঈসার জীবনী, যিনি ক্রুশের উপর নিজের রক্ত কোরবানী করে **পশু কোরবানীর প্রতিকী প্রথার পূর্নতা দান করেছিলেন**, আর এর মাধ্যমেই আমরা গুনাহের মাফ পেয়েছি। বেহেশত থেকে নাজাত দাতাকে কেন আসতে হয়েছিল? এর কারন হল, আদমের সব সন্তান জন্মগত ভাবে গুনাহের ভার বহন করে থাকে। **একজন গুনাহ্‌গার কখনও আরেকজন গুনাহ্‌গারকে নাজাত দান করতে পারে না**। উদাহরণ হিসেবে বললে; একজন স্ত্রীলোক যিনি মাথায় করে কলস ভর্তি পানি বহন করে, সে কি কখনও একই সংগে অন্য আরেকজনের পানির কলস মাথায় করে বহন করতে পারে? না। একেই ভাবে একজন গুনাহ্‌গার আরেকজন গুনাহ্‌গারের গুনাহের শাস্তি বহন করতে পারেন না। কিন্তু সেই উদ্ধারকর্তা, ঈসা মসীহ, যাঁকে আল্লাহ্‌'তালা দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন, তিনি সকল প্রকার গুনাহের কলঙ্ক থেকে মুক্ত ছিলেন, কারণ তিনি আল্লাহ্‌র পাক্‌ রূহের পুত্র, তিনি হলেন আল্লাহ্‌র কালাম যিনি সৃষ্টির শুরুতে আল্লাহ্‌র সাথে ছিলেন। তিনি এক সতী কুমারীর গর্ভে জন্মেছিলেন। আর এ কারনেই তিনি দৈহিকভাবে আমাদের মত ছিলেন, কিন্তু তাঁর মধ্যে আমাদের মত মন্দ স্বভাব ছিল না। তাঁর উপর গুনাহের কোন দায়ভার ছিল না। আর সে কারনেই আমাদের সকলের গুনাহের দায়ভার আল্লাহ তাঁর উপর দিতে পেরেছিলেন। আমাদের গুনাহের জন্য তাঁকে মরতে হয়েছিল। আর আমাদেরকে নতুন জীবন দেবার জন্য তিনি তিন দিন পরে মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠেছিলেন। তিনি গুনাহ্‌, শয়তান, কবর এবং মৃত্যুকে জয় করেছিলেন! আমাদের সকলেরই গুনাহের মধ্য দিয়ে জন্ম হয়েছে, আর আমদের নাজাত দেবার জন্য বেহেশত থেকে আসা মসীহ ছাড়া আর কেউ ছিল না। আমরা যদি তাঁর উপর ঈমান আনি, তাবে তিনি গুনাহের ফাঁদ থেকে আমাদের রক্ষা করবেন। আদমের সন্তানদের গুনাহ্‌ থেকে মুক্ত করার জন্য তিনি বেহেশত থেকে এসেছিলেন। আর এখন তিনি তাঁর ঈমানদারদের হয়ে মধ্যস্থতা করার জন্য বেহেশতে ফিরে গিয়েছেন। এবিষয়ে কিতাব বলে থাকে:

"আল্লাহ্‌ মাত্র একজনই আছেন এবং আল্লাহ্‌ ও মানুষের মধ্যে মধ্যস্থও মাত্র একজন আছেন। সেই মধ্যস্থ হলেন মানুষ মসীহ ঈসা। তিনি সব মানুষের মুক্তির মূল্য হিসেবে নিজের জীবন দিয়েছিলেন।" (১ তীমথিয় ২:৫,৬) *"এই রকম একজন পবিত্র, দোষশূন্য ও খাঁটি মহা-ইমামেরই আমাদের দরকার ছিল। তিনি গুনাহ্‌গার*

মানুষের চেয়ে আলাদা...মানুষের গুনাহ্ দূর করবার পরে পুত্র বেহেশতে আল্লাহ্‌তা'লার ডান পাশে বসলেন।"(ইবরানী ৭:২৬; ১:৩) আমরা সুসংবাদ থেকে জেনেছি যে, ঈসা মসীহ্ যখন দুনিয়াতে ছিলেন, তখন কিছু লোক তাঁর উপর ঈমান এনেছিল। যারা মসীহকে চিনতে পেরেছিল, তারা খুবই আনন্দিত হয়েছিল। তারা জানত যে হাজার বছর ধরে আল্লাহ্‌র নবীর এই মসীহের আগমনের বিষয়েই তবলিগ করেছিলেন; তখন তারা তাঁকে নিজের চোখে দেখতে পেয়েছিল! আমরা শুনেছি ঈসার সাহাবীদের মধ্যে কয়েকজনকে তাঁদের বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয় স্বজনদের কাছে বলছিলেন যে, ***"আমরা মসীহের দেখা পেয়েছি!...মূসা যাঁর কথা তৌরাত শরীফে লিখে গেছেন এবং যাঁর বিষয়ে নবীরাও লিখেছেন আমরা তাঁর দেখা পেয়েছি!"*** (ইউহোন্না ১:৪১, ৪৫ আয়াত) দুঃখজনক বিষয় হল, ঈসার সময়কার অধিকাংশ লোকই **জানত না যে প্রকৃতপক্ষে ঈসা কে ছিলেন**। কিতাবে উল্লেখ আছে:

"আর প্রথমেই তিনি আল্লাহর সংগে ছিলেন...সেই কালামই মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করলেন এবং আমাদের মধ্যে বাস করলেন...সেই নূর অন্ধকারের মধ্যে জ্বলছে কিন্তু অন্ধকার নূরকে জয় করতে পারে নি...তিনি দুনিয়াতেই ছিলেন এবং দুনিয়া তাঁর দ্বারাই সৃষ্টি হয়েছিল, তবু দুনিয়ার মানুষ তাঁকে চিনল না। তিনি নিজের দেশে আসলেন, কিন্তু তাঁর নিজের লোকেরাই তাঁকে গ্রহণ করল না।" (ইউহোন্না ১:২, ১৪, ৫, ১০, ১১)

আমরা আরও জেনেছি যে এমন অনেক মানুষ ছিল যারা মসীহের কেরামতী ও চিহ্ন কাজের সাক্ষি হয়েছিলেন। ঈসা অসুস্থদের সুস্থ করেছিলেন, ঝড় থামিয়েছিলেন, দুষ্ট রূহ্ দূর তাড়িয়েছিলেন, গুনাহ্ মাফ করেছিলেন এবং মৃতকে জীবন দিয়েছিলেন তবুও অধিকাংশ মানুষ ঈসাকে চিনতে পারে নি কারণ শয়তান তাদের দিলকে অন্ধ করে রেখেছিল। লোকেরা তাঁকে স্পর্শ করত তাঁর সাথে মুলাকাত করত কিন্তু সত্যিকার অর্থে তাঁকে চিনত না! তারা তাঁকে অন্যান্ন নবীদের মতই একজন নবী মনে করত, কিন্তু তারা এটা বিশ্বাস করত না যে আল্লাহ্‌র সকল বৈশিষ্ট্য তাঁর মধ্যে রয়েছে।

ইহুদী ধর্মীয় নেতাদের ক্ষেত্রে, আমরা দেখেছি যে তারা ঈসাকে একেবারে অগ্রাহ্য করেছিল। তারা তাঁকে একদম সহ্যই করতে পারত না এবং সবশেষে তারা তাঁকে ক্রুশে ঝুলিয়ে হত্যা করেছিল! কিন্তু শুরু থেকেই এটা আল্লাহ্‌র পরিকল্পনা ছিল; ঈসার ক্রুশীয় মৃত্যু ছিল আল্লাহ্‌র নিখুঁত পরিকল্পনার অংশ যা তিনি অনেকদিন আগে থেকে তাঁর নবীদের দ্বারা ঘোষণা করে আসছিলেন। আর সে কারনেই যে রাতে ইমামেরা ঈসাকে গ্রেফতার করতে এসেছিল, সে রাতে ঈসা পিতরকে বলেছিলেন যে কে তাঁকে রক্ষা করতে পারে, *"তুমি কি মনে কর যে, আমি আমার পিতাকে ডাকলে তিনি এখনই আমাকে হাজার হাজার ফেরেশতা পাঠিয়ে দেবেন না?* ***কিন্তু তাহলে পাক-কিতাবের কথা কিভাবে পূর্ণ হবে? কিতাবে তো লেখা আছে এই সব এভাবেই ঘটবে।"*** (মথি ২৬:৫৩, ৫৪ আয়াত)

অধ্যায় ৯৬; পর্যালোচনা ৪
ঈসা মসীহ, "শেষ হয়েছে!"; ইউহোন্না ১৯, ইবরানী ১০

ঈসা জানতেন যে তিনি কেন এই দুনিয়াতে এসেছিলেন। তিনি দুনিয়াতে এসেছিলেন গুনাহ্গারদের জন্য তাঁর রক্ত ঢেলে দিতে, ঠিক যেমন নবীরা বহু বছর আগে ঘোষণা করেছিলেন। ঈসা এসেছিলেন আর তাই হযরত ইব্রাহিমের ভেড়া কোরবানী এবং পশুর প্রতিকী কোরাবনী যে অর্থ বহন করত তা তাঁর মাধ্যমে পূর্ণ হয়েছিল। আপনি কি ক্রুশের উপরে ঈসার শেষ কথাটি মনে করতে পারেন যা তিনি আল্লাহ্র নিকটে তাঁর রূহ সমর্পনের ঠিক আগ্-মুহূর্তে বলেছিলেন? হ্যাঁ, কিতাবে লেখা আছে যে তখন ঈসা জোরে চিৎকার করে বলেছিলেন, "***শেষ হয়েছে***!" আর এর পরই তিনি মৃত্যু বরন করেছিলেন। যখন ঈসা প্রান ত্যাগ করেছিলেন তখন বাইতুল মোকাদ্দসের মহা-পবিত্র স্থানের পর্দাটা উপর থেকে নীচ পর্যন্ত চিরে দু'ভাগ হয়ে গিয়েছিল।(ইউহোন্না ১৯:৩০; মার্ক ১৫: ৩৭, ৩৮ আয়াত) ঈসা কেন জোরে চিৎকার করে বলে উঠেছিলেন, "শেষ হয়েছে!"? কোনই বা বাইতুল মোকাদ্দসের মহা পবিত্র স্থানের পর্দাটা চিরে দু'ভাগ হয়ে গিয়েছিল, যেখানে তারা গুনাহ্ ঢাকা দেবার জন্য কোরবনী করা পশুর রক্ত ছিটিয়ে দিত? আল্লাহ্ ঐ পর্দাটা ছিরে ফেলেছিলেন আর তাই ঈসা ঘোষণা করেছিলেন যে, *"শেষ হয়েছে!"* যেন প্রত্যেকে জানতে পারে যে **ঈসার রক্তের** মাধ্যমেই **আল্লাহ্** আদমের সন্তানদের গুনাহ্ **মাফ** করে থাকেন এবং চিরদিনের জন্য আল্লাহ্র পবিত্র উপস্থিতিতে থাকার অধিকার দান করেন।

তাঁর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে, মবুদ ঈসা মসীহ প্রতিকী পশু কোরবানী এবং নবীদের কালামের পূণর্তা দান করেছিলেন। আর আমরা জেনেছি যে তিন দিন পরে তাঁর মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে ওঠার মাধ্যমে প্রমানীত হয়েছে যে গুনাহ্র মূল্য **সম্পূর্ণ ভাবে** পরিশোধ করার জন্য তাঁর কোরবানীকে আল্লাহ্ গ্রহণ করেছেন। দুনিয়ার মানুষের জন্য আল্লাহ্র দেওয়া নিখুঁত কোরবানী হলেন ঈসা মসীহ্, তাই যে কেউ তাঁর উপর ঈমান আনবে সে কখনও ধ্বংশ হয়ে যাবে না কিন্তু অনন্ত জীবন লাভ করবে।

আর এখন, নবীদের বানীর পর্যালোচনা শেষ করার পূর্বে আমরা আপনাকে আল্লাহ্র কালাম থেকে নিখুঁত ও চুরান্ত কোরবানীর বিষয়ে কিছু গভীর জ্ঞানপূর্ণ অসাধারণ আয়াত শোনার জন্য আমন্ত্রন জানাচ্ছি, যা ঈসা মসীহ বলেছিলেন যখন তিনি ক্রুশের উপর গুনাহের মূল্য পরিশোধ কারার জন্য নিজের রক্ত ঢেলে দিয়েছিলেন। কিতাবে লেখা আছেঃ (ইবরানী ১০) {১-৭, ৯-২২, ২৩-২৪, ২৬-৩১}

১শরীয়তের মধ্যে যা আছে তা ভবিষ্যতের সব উন্নতির বিষয়ের ছায়ামাত্র; তাতে সত্যিকারের মহান বিষয়গুলো নেই। সেইজন্য যারা আল্লাহ্র এবাদত করতে আসে শরীয়ত কখনও বছরের পর বছর এই একই রকম ভাবে পশু-কোরবানীর দ্বারা তাদের পূর্ণতা দান করতে পারে না। ২শরীয়ত যদি তাদের পূর্ণতা দান করতেই পারত তবে তো পশু-কোরবানী বন্ধ হয়ে যেত, কারণ এবাদতকারীরা যদি একবারেই পাক-সাফ হতে পারত তাহলে গুনাহের জন্য আর নিজেদের দোষী মনে করত না। ৩কিন্তু এই পশু-কোরবানীগুলো প্রত্যেক বছরই নিজেদের গুনাহের কথা তাদের মনে করিয়ে দেয়, ৪কারণ ষাঁড় ও ছাগলের রক্ত কখনই গুনাহ্ দূর করতে পারে না। ৫সেইজন্য মসীহ্ এই দুনিয়াতে আসবার

<u>সময় আল্লাহ্‌কে বলেছিলেন, “পশু ও অন্যান্য কোরবানী তুমি চাও না, কিন্তু আমার জন্য একটা
শরীর তুমি তৈরী করেছ। ৬পোড়ানো কোরবানীতে এবং গুনাহের কোরবানীতে তুমি সন্তুষ্ট হও নি।
৭পরে আমি বলেছিলাম, “এই যে, আমি এসেছি; কিতাবে আমার আসার বিষয় লেখা আছে। হে আল্লাহ্‌,
তোমার ইচ্ছা পালন করতে আমি এসেছি।” চ ৯তারপর মসীহ্‌ বলেছেন, “দেখ, আমি তোমার ইচ্ছা
পালন করতে এসেছি।চ দ্বিতীয় ব্যবস্থাটা বহাল করবার জন্য তিনি আগের ব্যবস্থাটা বাতিল করে
দিলেন। ১০আল্লাহ্‌র সেই ইচ্ছামতই ঈসা মসীহের শরীর একবারই কোরবানী দেবার দ্বারা আল্লাহ্‌র
উদ্দেশ্যে আমাদের পাক-পবিত্র করা হয়েছে। ১১প্রত্যেক ইমাম প্রত্যেক দিন দাঁড়িয়ে আল্লাহ্‌র এবাদত-
কাজ করেন ও বারবার একইভাবে কোরবানী দেন, কিন্তু এই রকম কোরবানী কখনও গুনাহ্‌ দুর
করতে পারে না। ১২ঈসা কিন্তু গুনাহের জন্য চিরকালের মত একটি মাত্র কোরবানী দিয়ে আল্লাহ্‌র
ডান দিকে বসলেন। ১৩আর তখন থেকে যতদিন না তাঁর শত্রুদের তাঁর পায়ের তলায় রাখা হয়
ততদিন পর্যন্ত তিনি অপেক্ষা করছেন, ১৪কারণ যাদের পাক-পবিত্র করা হয়েছে ঐ একটি কোরবানীর
দ্বারা তিনি চিরকালের জন্য তাদের পুর্ণতা দান করেছেন। ১৫পাক-রূহ্‌ও এই বিষয়ে আমাদের কাছে
সাক্ষ্য দিচ্ছেন। প্রথমে তিনি বলেছেন, ১৬মাবুদ বলেন, “পরে আমি তাদের জন্য যে ব্যবস্থা স্থাপন
করব তা হল, আমার শরীয়ত আমি তাদের দিলে রাখব এবং তাদের মনের মধ্যে তা লিখে
রাখব।চ ১৭এর পরে পাক-রূহ্‌ বলেছেন, “আমি তাদের গুনাহ্‌ ও অন্যায় আর কখনও মনে রাখব
না।চ ১৮তাই আল্লাহ্‌ যখন গুনাহ্‌ ও অন্যায় মাফ করেন তখন গুনাহের জন্য কোরবানী বলে আর কিছু
নেই। ১৯ভাইয়েরা, ঈসা মসীহের রক্তের গুণে সেই মহাপবিত্র স্থানে ঢুকবার সাহস আমাদের
আছে। ২০মসীহ্‌ আমাদের জন্য একটা নতুন ও জীবন্ত পথ খুলে দিয়েছেন, যেন আমরা পর্দার মধ্য
দিয়ে, অর্থাৎ তাঁর শরীরের মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌র সামনে উপস্থিত হতে পারি। ২১এছাড়া আমাদের
একজন মহান ইমামও আছেন, যাঁর উপরে আল্লাহ্‌র পরিবারের লোকদের ভার দেওয়া
হয়েছে। ২২সেইজন্য ঈমানের মধ্য দিয়ে যে নিশ্চয়তা আসে, এস, আমরা সেই পরিপুর্ণ নিশ্চয়তায়
খাঁটি দিলে আল্লাহ্‌র সামনে যাই; কারণ দোষী বিবেকের হাত থেকে আমাদের দিলকে রক্ত ছিটিয়ে
পাক-সাফ করা হয়েছে এবং পরিষ্কার পানি দিয়ে আমাদের শরীরকে ধোয়া হয়েছে। ২৩ঈমানদার
হিসাবে আমাদের যে আশা আছে, এস, আমরা স্থির হয়ে তার কথা স্বীকার করতে থাকি, কারণ যিনি
ওয়াদা করেছেন তিনি বিশ্বাসযোগ্য। ২৪এস, আমরা একে অন্যের সম্বন্ধে চিন্তা করি যেন আমরা
মহব্বত করতে ও ভাল কাজ করতে একে অন্যকে উৎসাহ দিতে পারি। ২৬আল্লাহ্‌র সত্যকে জানবার
পরে যদি আমরা ইচ্ছা করে গুনাহ্‌ করতে থাকি তবে গুনাহের জন্য আমাদের আর কোন কোরবানী
নেই; ২৭আছে কেবল বিচারের জন্য ভীষণ ভয়ে অপেক্ষা করে থাকা এবং আল্লাহ্‌র শত্রুদের ছাই
করে ফেলবার মত জ্বলন্ত গজব। ২৮কেউ মুসার শরীয়ত অস্বীকার করলে কোন মমতা না পেয়েই দুই
বা তিনজন সাক্ষীর সাক্ষ্যের ফলে তাকে মরতে হয়। ২৯তাহলে ইবনুল্লাহ্‌কে যে ঘৃণা করেছে, যে রক্তে
সে পাক-সাফ হয়েছে আল্লাহ্‌র সেই ব্যবস্থার রক্তকে যে অপবিত্র মনে করেছে এবং যিনি রহমত
করেন সেই পাক-রূহ্‌কে যে অপমান করেছে, ভেবে দেখ, সে আরও কত বেশী শাস্তির
যোগ্য! ৩০আমরা তাঁকে জানি যিনি বলেছেন, “অন্যায়ের শাস্তি দেবার অধিকার কেবল আমারই
আছে; যার যা পাওনা আমি তাকে তা-ই দেব।চ তিনি আর এক জায়গায় বলেছেন, “মাবুদই তাঁর
বান্দাদের প্রতি ন্যায়বিচার করবেন।চ ৩১জীবন্ত আল্লাহ্‌র হাতে পড়া কি ভয়ংকর ব্যাপার!</u>

“নাজাতের জন্য আল্লাহ্‌ এই যে মহান ব্যাবস্থা করেছেন তা যদি আমরা অবহেলা করি তবে কি করে আমরা রেহাই পাব?” (ইবরানী ২:৩ আয়াত)

এই সব কালামের মাধ্যমে আজ আল্লাহ্‌ আপনাদের প্রত্যেককে সতর্ক করছেন যেন আপনারা নাজাত লাভের এই একমাত্র পথটিকে অবজ্ঞা না করেন, যা কেবল মাত্র মসীহের রক্তের মাধ্যমে পাওয়া যায়। **আল্লাহ্‌র দেওয়া**

কোরবানীকে যারা অবজ্ঞা করছেন, তাদের জেনে রাখা দরকার যে গুনাহের জন্য আর কোন কোরবানী হবে না। এখন হাশরের ময়দানে শেষ বিচার হওয়া ছাড়া আর কোন কিছুই বাকি নেই আর সেখানে কিন্তু ক্ষমা পবার আর কোন সুযোগ থাকবে না। ঈসা মসীহ্ হলেন নিখুঁত কোরবানী, যা আল্লাহ্ নিজে দিয়েছিলেন, তাই **যে কেউ তাঁর উপর ঈমান আনবে** সে কখনও ধ্বংস হয়ে যাবে না কিন্তু অনন্তকালীন জীবনের অধিকারী হবে। ক্রুশের উপরে ঈসা বলেছিলেন, "*শেষ হয়েছে*," এটা আল্লাহ্ নিজেই বলেছিলেন, ***"শেষ হয়েছে!"*** আর তিনদিন পরে আল্লাহ্ ঈসাকে মৃত্যু থেকে জীবিত করে তুলে দুনিয়ার কাছে প্রমাণ করেছিলেন যে তিনি ঈসার গুনাহের কোরবানীর উপর সম্পূর্ণ ভাবে সন্তুষ্ট হয়েছেন।

বন্ধু, আপনি কি বুঝতে পারছেন যে ঈসা আপনার গুনাহের মূল্য পরিশোধ করেছেন? আপনি কি বিশ্বাস করেন যে আপনাকে নাজাত দান করার জন্য ঈসা সকল কাজ সম্পন্ন করেছেন? নাকি আপনি আপনার নিজের কাজের মাধ্যমে নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা করছেন?

এতক্ষন আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ...

পরবর্তী অনুষ্ঠান পর্যন্ত আল্লাহ্ আপনাকে রহমত দান করুন যেন ক্রুশের উপর থেকে মসীহ্র জয়োল্লাসের গবীর অর্থ আপনি বুঝত পারেন, তিনি যা বলেছিলেন,

"শেষ হয়েছে!" (ইউহোন্না ১৯:৩০)

অধ্যায় ৯৭

জাহান্নাম!; লূক ১৬

শ্রোতা বন্ধুরা, শান্তি আপনাদের সহবর্তি থাকুক। আল্লাহ্‌র নামে আপনাদের অভিবাদন জানাই, শান্তির আল্লাহ্, যিনি ধার্মিকতার পথ প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তিনি চান যেন প্রত্যেকেই সে পথ সম্পর্কে জানতে পারে এবং আত্মসমর্পণ করে, এবং সত্যিকারের শান্তি যেন চিরদিন তাদের সাথে থাকে। আপনাদের অনুষ্ঠান *"ধার্মিকতার পথ"* নিয়ে আজ উপস্থিত হতে পেরে আমরা আনন্দিত।***"জ্বলন্ত আগুন ও গন্ধকের হ্রদের মধ্যে থাকাই হবে*** *ভীতু, বেঈমান, ঘৃণার যোগ্য, খুনী, জেনাকারী, জাদুকর, মূর্তিপূজাকারী এবং সব মিথ্যাবাদীদের শেষ দশা।"* (প্রকাশিত কালাম ২১:৮) *"...তাদের বাইরের অন্ধকারে ফেলে দেওয়া হবে...ইবলিস এবং তার ফেরেশতাদের জন্য যে চিরকালের আগুন প্রস্তুত করা হয়েছে তার মধ্যে... সেখানে লোকেরা কান্নাকাটি করবে ও যন্ত্রণায় দাঁতে দাঁত ঘষতে থাকবে।"* (মথি ৮:১২; ২৫:৪১ আয়াত) *"এই লোকেরা অনন্ত শাস্তি পেতে যাবে, কিন্তু আল্লাহ্‌ভক্ত লোকেরা* ***অনন্ত জীবন*** *ভোগ করতে যাবে।"* (মথি ২৫: ২৬) কেউই **জাহান্নাম** সম্পর্কে কথা বলতে পছন্দ করে না! এমনকি আমরা এই ব্যাপারে চিন্তাও করতে চাইনা! তবুও আজ আমরা জাহান্নাম সম্পর্কে অধ্যায়ন করার পরিকল্পনা করেছি, কারণ এ ব্যাপারে আল্লাহ্ অনেক কিছু বলেছেন। পাক্ কিতাবে এর বিষয়ে অনেক সতর্ক বানী রয়েছে যেন মানুষের এই পথে অগ্রসর হতে না হয়। আজ এবং পরবর্তী দিনের পাঠে আমরা জান্নাত ও জাহান্নাম সম্পর্কে কিতাবে শিক্ষাগুলো নিয়ে অধ্যায়ন করব যেন নিশ্চিত হতে পারি যে আমরা বেহেশতে যাব নাকি আমদেরকে দোজখে পাঠানো হবে। অনেকে মনে করে থাকে যে, মৃত্যুর পর তাদের কি হবে বা কোথায় তারা অনন্তকালীন সময় কাটাবে তা কেউ বলতে পারে না। তারা আল্লাহ্‌র প্রতিষ্ঠিত নাজাতের পথ এবং বিশ্বাসযোগ্য অসাধারণ ওয়াদার বিষয়ে জানে না বলেই এ ধরনের চিন্তা করে থাকে। বেহেশতে যাবার নিশ্চয়তা সম্পর্কে কি কিতাবে কিছু বলা আছে? অবশ্যই! আল্লাহ্‌র কালাম বলে: *"তোমরা যারা ইবনুল্লাহ্‌র উপর ঈমান এনেছ, তোমাদের কাছে আমি এই সমস্ত লিখলাম* ***যাতে তোমরা জানতে পার যে, তোমরা অনন্ত জীবন*** *পেয়েছ!"* (১ ইউহোন্না ৫:১৩)

শ্রোতা বন্ধু, আপনি কি **"জানেন"** যে, আপনার কাছে আল্লাহ্‌র তবলিগ করা অনন্ত জীবন রয়েছে? আপনি কি **জানেন**, মৃত্যুর পরে আপনার রূহ্ কোথায় যাবে? আপনি কি **নিশ্চত** যে আপনি দোজখে নয় বেহেশতেই যাবেন? সে বিষয়ে যদি আপনি নিশ্চত না হয়ে থাকেন, তবে আজকের অনুষ্ঠানটির প্রতি খুব আগ্রহ থাক দরকার। আমরা ইতিমধ্যে শুনেছি, ঈসা দুনিয়াতে থাকা কালীন সময়ে জনতাকে প্রায়ই বেহেশত ও দোজখ সম্পর্কে শিক্ষা দিতেন। কিন্তু বেহেশত সম্পর্কে তিনি যত না শিক্ষা দিয়েছেন তার চেয়ে অনেক বেশী শিক্ষা দিয়েছেন জাহান্নাম সম্পর্কে, কারন জাহান্নামের ভয়ানক শাস্তি সম্পর্কে তিনি জানেন, আর তাই তিনি চান না কেউ যেন সেখানে যায়। এখন চলুন সুসংবাদে ফিরে যাই এবং শুনি, জাহান্নাম সম্পর্কে ঈসা জনতাকে কি শিক্ষা দিয়েছিলেন। দু'জন মৃত ব্যাক্তি সম্পর্কে এই সত্য গল্পটি শুনুন। লূকের সুসংবাদের ষোল রুকুকে, ঈসা জনতা উদ্দেশ্যে গল্পটি বলেছেন:

অধ্যায় ৯৭

জাহান্নাম!; লূক ১৬

(লূক ১৬) {১৯-২৩ আয়াত}

১৬ ইয়াহিয়ার সময় পর্যন্ত তৌরাত শরীফ এবং নবীদের কিতাব চলত। তারপর থেকে আল্লাহ্‌র রাজ্যের সুসংবাদ তবলিগ করা হচ্ছে এবং সবাই আগ্রহী হয়ে জোরের সংগে সেই রাজ্যে ঢুকছে। ১৭তবে তৌরাত শরীফের একটা বিন্দু বাদ পড়বার চেয়ে বরং আসমান ও জমীন শেষ হওয়া সহজ। ১৮ যে কেউ নিজের স্ত্রীকে ছেড়ে দিয়ে আর একজনকে বিয়ে করে সে জেনা করে। স্বামী যাকে ছেড়ে দিয়েছে সেই রকম স্ত্রীকে যে বিয়ে করে সেও জেনা করে। ১৯ একজন ধনী লোক ছিল। সে বেগুনে কাপড় ও অন্যান্য দামী দামী কাপড়-চোপড় পরত। প্রত্যেক দিন খুব জাঁকজমকের সংগে সে আমোদ-প্রমোদ করত। ২০সেই ধনী লোকের দরজার কাছে লাসার নামে একজন ভিখারীকে প্রায়ই এনে রাখা হত। লাসারের সারা গায়ে ঘা ছিল। ২১সেই ধনী লোকের টেবিল থেকে যে খাবার পড়ত তা-ই খেয়ে সে পেট ভরাতে চাইত, আর কুকুরেরা তার ঘা চেটে দিত।২২ একদিন সেই ভিখারীটি মারা গেল। তখন ফেরেশতারা এসে তাকে নবী ইব্রাহিমের কাছে নিয়ে গেলেন। তারপর একদিন সেই ধনী লোকটিও মারা গেল এবং তাকে দাফন করা হল। ২৩কবরে খুব যন্ত্রণার মধ্যে থেকে সে উপরের দিকে তাকাল এবং দূর থেকে ইব্রাহিম ও তাঁর পাশে লাসারকে দেখতে পেল।

আমরা এখানে একটু সময় নেব। আপনি কি বুঝেছেন সেই ধনী লোক এবং ভিখারী লাসারের জীবনে কি ঘটনা ঘটেছিল? মৃত্যুর পর ভিখারীটি কোথায় গিয়েছিল? তার রূহ্ সাথে সাথেই **বেহেশতে**, আল্লাহ্‌র নিকটে গিয়েছিল, যেখানে আল্লাহ্‌র নবী হযরত ইব্রাহিম অনেক আগে থেকে ছিলেন। আর সেই ধনী লোকটি? সে কোথায় গিয়েছিল? মৃত্যুর পর তার রূহ্ সংগে সংগে **জাহান্নামে** গিয়েছিল, যেখানে রয়েছে তীব্র দৈহিক ও মানসিক যন্ত্রণা।

কেন সেই ভিখারী লাসার বেহেশতে গিয়েছিল এবং ধনী ব্যক্তিটিকে জাহান্নামে যেতে হয়েছিল? প্রথমে জেনে রাখুন, দরিদ্র হলেই যে আপনি বিপদ মুক্ত এমন নয় আবার খুব ধনী হলেই যে আপনি বিনষ্ট হয়ে যাবেন তাও নয়! ভিখারী লাসার বেহেশতে গিয়েছিল কারণ সে **নাজাত লাভের পথের দিকে মনোযোগ দিয়েছিল** যা আল্লাহ্ নবীদের লেখনীর মাধ্যমে প্রকাশ করেছিলেন। ধনী লোকটির ক্ষেত্রে, **সে আল্লাহ্‌র কালামকে অগ্রাহ্য করেছিল**। সেই ধনী লোকটি বর্তমান কালের বেশীরভাগ লোকের মতন যার কেবল লোক দেখানো ধর্ম-কর্ম করে থাকে। তারা জনে যে আল্লাহ্ কেবল মাত্র একজনই এবং নবীদের লেখাগুলো সত্য, কিন্তু তারা জাহান্নামের পথে হাটছে, কারণ তারা কখনও কিতাবে, নবীদের বর্ণনা করা নাজাত লাভের পথের উপর ঈমান আনে নি। গল্পে বর্ণনা করা ধনী লোকটির মত তারা ভালভাবে সময় কাটানো এবং ধন-সম্পদের পিছনে বেশী মনোযোগী ছিল। কিন্তু তারা তাদের দিলকে রক্ষা করার জন্য সত্যের কালামের দিকে কোন মনোযোগ দেয় নি।

চলুন গল্পটি চালিয়ে যাই এবং শুনি যে কিভাবে আল্লাহ্ জাহান্নামে থাকা সেই ধনী লোকটিকে নবী ইব্রাহিমের সাথে একবার কথা বলার সুযোগ করে দিয়েছিলেন, যিনি বেহেশতে ছিলেন। মাবুদ ঈসা গল্পটিকে এভাবে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল:

(লূক ১৬) {২৩-৩১ আয়াত}

অধ্যায় ৯৭

জাহান্নাম !; লূক ১৬

<u>২৪তখন সে চিৎকার করে বলল “পিতা ইব্রাহিম, আমাকে দয়া করুন। লাসারকে পাঠিয়ে দিন যেন সে
তার আংগুলের আগাটা পানিতে ডুবিয়ে আমার জিভ্ ঠাণ্ডা করে। এই আগুনের মধ্যে আমি বড়ই কষ্ট
পাচ্ছি।” ২৫“কিন্তু ইব্রাহিম বললেন “মনে করে দেখ, তুমি যখন বেঁচে ছিলে তখন কত সুখ ভোগ করেছ
আর লাসার কত কষ্ট ভোগ করেছে। কিন্তু এখন সে এখানে সান্ত্বনা পাচ্ছে আর তুমি কষ্ট
পাচ্ছ। ২৬এছাড়া তোমাদের ও আমাদের মধ্যে এমন একটা বিরাট ফাঁক রয়েছে যাতে ইচ্ছা করলেও
কেউ এখান থেকে পার হয়ে তোমাদের কাছে যেতে না পারে এবং ওখান থেকে পার হয়ে আমাদের
কাছে আসতে না পারে।” ২৭“তখন সেই ধনী লোকটি বলল “তাহলে পিতা, দয়া করে লাসারকে আমার
পিতার বাড়ীতে পাঠিয়ে দিন, ২৮যেন সে আমার পাঁচটি ভাইকে সাবধান করতে পারে; তা না হলে
তারাও তো এই যন্ত্রণার জায়গায় আসবে।” ২৯“কিন্তু ইব্রাহিম বললেন “মূসা ও নবীদের লেখা কিতাব তো
তাদের কাছে আছে। ওরা তাঁদের কথায় মনোযোগ দিক।” ৩০“সেই ধনী লোকটি বলল “না, না, পিতা
ইব্রাহিম, মৃতদের মধ্য থেকে কেউ তাদের কাছে গেলে তারা তওবা করবে।” ৩১“তখন ইব্রাহিম বললেন,
“মূসা ও নবীদের কথা যদি তারা না শোনে তবে মৃতদের মধ্য থেকে কেউ উঠলেও তারা বিশ্বাস করবে
না।”</u>

এভাবে ধনী ব্যক্তি ও লাসারের গল্পটা শেষ হয়েছে। সত্যি সত্যি জাহান্নাম খুব ভয়ানক একটি জায়গা যেখানে কোন মাফ নাই। জাহান্নামে গিয়ে ধনী লোকটি এমন যন্ত্রনার মধ্যে ছিলেন যে এক ফোটা পানি দিয়ে তার কষ্ট দূর করার মতও কেউ সেখানে ছিল না। আরও ভয়াবহ বিষয় হল এই ধনী ব্যাক্তিটি এখন পর্যন্ত সেখানে আছে! জাহান্নামে বসে বসে সে শেষ বিচারের দিনের জন্য অপেক্ষা করছে যেদিন তার দেহ ও রূহ্ উভয়ই **জ্বলন্ত আগুন ও গন্ধকের হ্রদের মধ্যে** নিক্ষেপ করা হবে। **যারা যারা** ঈসা মসীহের সুসংবাদ সম্পর্কে **নবীদের বানীগুলো অগ্রাহ্য করেছিল** তাদের সাথে সে সেখানে অনন্তকাল পুরতে থাকবে। তাই এ বিষয়ে কিতাব বলে থাকে: <u>*“যাদের নাম সেই জীবন কিতাবে পাওয়া গেল না, তাদেরও আগুনের হ্রদে ফেলে দেওয়া হল...আগুন ও গন্ধকের দ্বারা সেই লোককে যন্ত্রণা দেওয়া হবে...যে আগুন এই লোকদের যন্ত্রণা দেবে সেই আগুনের ধোঁয়া চিরকাল ধরে উঠতে থাকবে...সে দিনে ও রাতে কখনও বিশ্রাম পাবে না!”* (প্রকাশিত কালাম ২০:১৫; ১৪:১০, ১১ আয়াত)</u> বিষয়টি একবার ভাবুন! আল্লাহ্‌র প্রতিষ্ঠিত নাজাত লাভের ধার্মিকতার পথকে যে তুচ্ছ করবে সেই জাহান্নামে যাবে। সেখানে টিকে থাকার কোন উপায় **থাকবে না** আবার সেখান থেকে বের হয়ে আসারও কোন উপায় **থাকবে না**, আর সেই আগুন **কখনও** নিভ্‌বে **না। জ্বলতে থাকবে তো থাকবেই! চিরদিন ধরে জ্বলতে থাকবে!**

অনেকে মনে করেন যে, গুনাহ্‌গাররা জাহান্নামে কিছুকাল যন্ত্রণাভোগ করার পর একদিন বেহেশতে ফিরে যাবে। কিন্তু আল্লাহ্‌র কালাম মোতাবেক এই কথার কোন ভিত্তি নেই। আল্লাহ্‌র কালাম বলে যে, জাহান্নাম হল “***অনন্ত** শাস্তির”* জায়গা। (মথি ২৫: ৪৬ আয়াত) একই সাথে মৃতদের জন্য কোন দোয়ার কাথাও নবীদের কিতাবে লেখা নেই। মৃতদের জন্য দোয়া করাটা কেবল মানুষের তৈরী একটি নিয়ম মাত্র, কিন্তু এটা আল্লাহ্‌র কালাম অনুসারে এর কোন ভিত্তি নেই, কিতাবে লেখা আছে, <u>*“আল্লাহ ঠিক করে রেখেছেন যে, প্রত্যেক মানুষ একবার মরবে এবং তার পরে তার বিচার হবে!”* (ইবরানী ৯:২৭)</u> মৃত ব্যক্তিদের জন্য দোয়া করলেও তা

তাদেরকে জাহান্নামের নরক যন্ত্রণা দূর করতে পারে না, এমনকি তা তাদেরকে শেষ বিচারের দিনেও নাজাত দান করতে পারে না। একই ভাবে যারা বেহেশতে আছেন তাদেরও আমদের দোয়ার কোন প্রয়োজন পরে না কারন তারা সেখানে আল্লাহ্‌র উপস্থিতিতে পরমানন্দে দিন কাটাচ্ছে! প্রিয় শ্রেতা বন্ধুরা, সতর্ক থাকুন! **ফাঁকা কথার মাধ্যমে কেউ যেন আপনাকে না ঠকাতে পারে।** অনেকেই বলে থাকে, "আল্লাহ্‌ দয়াবান, তিনি তার গোলামদের দোজখের আগুনে পোড়ানোর জন্য সৃষ্টি করেন নি! তিনি ঠিকই আমাদের মাফ করে দেবেন এবং বেহেশতে নিয়ে যাবেন!" যারা এ ধরনের কথা বলে থাকে তাদের আল্লাহ্‌র কালামের সম্পর্কে কোন ধারণাই নেই। তাদের মনকে শান্ত রাখার জন্য তারা এ ধরনের কথা বলে কারণ তারা জেনে শুনেই আল্লাহ্‌র প্রতিষ্ঠিত নাজাত লাভের পথ থেকে দূরে সরে থাকে। যদি তারা তাদের ভূল ধারণা থেকে না ফিরে আসে এবং ঈসা মসীহের মধ্য দিয়ে ধার্মিকতার পথে ঈমান না আনে তবে তারা একদিন জানতে পারবে যে সত্যি সত্যিই জাহান্নাম বলে কিছু আছে। কিন্তু তখণ তওবা করার আর **সুযোগ থাকবে না**! আপনি কি শুনেছিলেন, ধনী লোকটি হযরত ইব্রাহিম কে কি জিজ্ঞেস করেছিল? সে তাঁকে অনুরোধ করেছিল যেন লাসার তার পিতার বাড়িতে গিয়ে তার বকি পাঁচজন ভাইকে সতর্ক করে, যারা এখনও মরে নি, *"না হলে তারাও তো এই যন্ত্রণার জায়গায় আসবে!"* প্রতি উত্তরে হযরত ইব্রাহিম তাকে কি বলেছিল? তিনি তাকে বলেছিলেন, ***"মূসা ও নবীদের লেখা কিতাব তো তাদের কাছে আছে। ওরা তাদের কথায় মনোযোগ দিক।"*** কিন্তু ধনী লোকটি তাঁকে বলেছিল, *"না, না, পিতা ইব্রাহিম, মৃতদের মধ্য থেকে কেউ তাদের কাছে গেলে তারা তওবা করবে।"* তখন হযরত ইব্রাহিম তাকে বলেছিলেন, ***"মূসা ও নবীদের কথা যদি তারা না শোনে তবে মৃতদের মধ্য থেকে কেউ উঠলেও তারা বিশ্বাস করবে না।"*** শ্রোতা বন্ধু, আপনি কি আল্লাহ্‌র নবীদের তবলিগ করা সুসংবাদটি জানেন যা আপনাকে জাহান্নাম থেকে নাজাত দিতে পারে? এ সুসংবাদটিই আপনি *"ধার্মিকতার পথ"* অনুষ্ঠানটিতে শুনে আসছেন। সংক্ষিপ্তাকারে, আমরা জেনেছি যে নবীর পাক্-নাজাতদাতার বিষয়ে সুসংবাদ তবলিগ করেছিলেন; যাঁকে আল্লাহ্‌ পাঠিয়েছিলেন, যেন তিনি ক্রুশে মরে আপনার গুনাহের মূল্য পরিশোধ করেন, এবং তিন দিন পরে মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে ওঠেন। **আপনি যদি দিল থেকে এই কথা বিশ্বাস করেন যে তিনি আপনার গুনাহের জন্য মৃত্যুবরণ করেছিলেন, তাহলে আপনি আর জাহান্নামে জাবেন না!** আর এ সুসংবাদেই আপনাকে আল্লাহ্‌র ন্যায় বিচার থেকে নাজাত দান করবে।

আমরা কিন্তু আমাদের প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে জেনেছিলাম যে আল্লাহ্‌ জাহান্নাম মানুষের জন্য নয় কিন্তু শয়তান ও তার ফেরেশতাদের জন্য সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু আমাদের পূর্বপুরুষ আদমের গুনাহের জন্য আমরা জন্ম থেকেই আল্লাহ্‌র কাছ থেকে আলাদা হয়ে শয়তানের রাজ্যে আছি, আর এ রাজ্যের প্রশস্ত পথ আমাদেরকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। যদি আল্লাহ্‌ আমাদের একটি **সমাধান** না দিতেন তাহলে সত্যিই আমরা আমাদের

গুনাহের কারনে **চিরদিনের জন্য বিনষ্ট** হয়ে যেতাম, কারন গুনাহের পরিনতি কেবল মৃত্যু ও জাহান্নাম। জাহান্নাম থেকে মুক্ত হওয়া কোন ক্ষমতা আমাদের নেই! কিন্তু আমরা আল্লাহ্‌র শুকরিয়া করি কারণ তিনি এমন একটি পরিকল্পনা নকশা করেছেন যার মাধ্যমে তিনি আমাদের গুনাহ্ মাফ করতে পারেন! সে পরিকল্পনাটি কি? এটা হল **পাক্ মসীহের মৃত্যু**। ক্রুশে মৃত্যু বরণ করার সময় আমাদের গুনাহের শাস্তির সমস্ত ভার আল্লাহ্ ঈসার উপর তুলে দিয়েছিলেন । যেমন লেখা আছে: ***"ঈসা মসীহের মধ্যে কোন গুনাহ্ ছিল না; কিন্তু আল্লাহ্ আমাদের গুনাহ্ তাঁর উপর তুলে দিয়ে তাঁকেই গুনাহের জায়গায় দাঁড় করালেন, যেন মসীহের সংগে যুক্ত থাকবার দরুন আল্লাহ্‌র পবিত্রতা আমাদের পবিত্রতা হয়।"*** (২ করিন্থীয় ৫:২১ আয়াত)

আমারা জেনেছি লোকেরা ঈসাকে কিভাবে মারধর করেছে, থুথু মেরেছে, মাথায় কাঁটার মুকুট পরিয়েছে, গালি দিয়েছে, চড় মেরেছে এবং এইভাবে নির্যাতন করে ক্রুশে ঝুলিয়ে হত্যা করেছে। গুনাহের জন্য আমরা যে শাস্তির যোগ্য ছিলাম তা আল্লাহ্ ঈসার এ নির্যাতনের ভোগের মধ্য দিয়ে আমাদের দেখিয়ে দিয়েছেন। ঈসার প্রতি লোকেরা যে নির্যাতন করেছিল–সে নির্যাতন আমাদের ভোগ করার কথা ছিল। কিন্তু আল্লাহ্ আমাদের এতই মহব্বত করেন যে, গুনাহের জন্য আমাদের প্রাপ্য শাস্তি তিনি প্রিয়তম অনন্তকালীন পুত্র, নিষ্পাপ ঈসার কাঁধে তুলে দিয়েছিলেন। এবং মনে রাখবেন, ক্রুশের উপরে ঈসার কষ্টভোগ কেবল মানুষের নির্যাতনের দ্বারাই সীমাবদ্ধ ছিল না। নবীদের কিতাব এ বিষয়ে আমাদের বলে যে, আল্লাহ্ নিজে, ঈসার উপর এমন যন্ত্রনার ভার তুলে দিয়েছিলেন যা কিনা মানুষের সহ্য ক্ষমতার বাইরে। আল্লাহ্ ঈসার উপর আমাদের গুনহের শাস্তি চাপিয়ে দিয়েছিলেন, অর্থাত যে **যন্ত্রণা, জাহান্নামে আমাদের ভোগ করতে হত**! আল্লাহ্‌র কাছ থেকে মসীহের এ তীব্র যন্ত্রণাভোগের ঘটনাটি নবী আইয়ুব ভবিষ্যদ্বানী করেছিলেন, তিনি লিখেছিলেন, ***"খারাপ লোকদের কাছে আল্লাহ্ আমাকে তুলে দিয়েছেন; দুষ্ট লোকদের হাতে তিনি আমাকে ছুঁড়ে ফেলেছেন।...আল্লাহ্ আমাকে ভীষণভাবে আক্রমণ করেছেন এবং রাগে আমাকে ছিঁড়ে ফেলেছেন; তিনি আমাকে দেখে দাঁতে দাঁত ঘষেছেন; আমার বিপক্ষে আমার বিরুদ্ধে চোখ রাংগিয়েছেন।"*** (আইয়ুব ১৬: ১১, ৯)

গুনাহের ফল হিসেবে মরতে হবে এবং আল্লাহ্‌র ভয়াবহ রাগের মুখোমুখে হয়ে জাহান্নামের অন্ধকারে প্রবেশ করতে হবে, যেখানে আল্লাহ্ সুসংবাদ অগ্রাহ্যকারীদের ছুঁড়ে ফেলেছেন! কিন্তু আমাদের জন্য ঈসা, আল্লাহ্‌র এই শাস্তি ভোগ করেছেন, যেন আমরা আল্লাহ্‌র করুণা লাভ করতে পারি। আমার পড়েছি যে যখন ঈসা ক্রুশে মৃত্যু বরণ করেছিলেন তখন সারা দেশ পিচের মত অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল-ঠিক যেন জাহান্নামের মত–দুপুর থেকে বিকাল তি'টা পর্যন্ত এরকম অন্ধকার হয়ে ছিল। এই সময়ের মধ্যেই ঈসা জোরে চিৎকার করে বলে উঠেছিল, **"আল্লাহ্ আমার, আল্লাহ্ আমার, কেন তুমি আমাকে ত্যাগ করেছ?!"** কেন আল্লাহ্, ক্রুশের উপরে থাকা তাঁর প্রিয়তম পুত্র, মসীহকে ত্যাগ করেছিলেন? **আমি এবং আপনি এর জন্য দায়ী!** আমাদের গুনাহ্ এর

জন্য দায়ী। আমাদের গুনাহ্রের শাস্তি! **আমাদের নরক যন্ত্রণার শাস্তি**, আল্লাহ্ ক্রুশে, ঈসার উপর তুলে দিয়েছিলেন। আমাদের মন এই গভীর সত্যটি একেবারে বুঝতেই পারে না। কিন্তু একটা নিশ্চয়তার বিষয় হল যে, **আপনি যদি সত্যিই মাবুদ ঈসার উপর ঈমান আনেন, তাহলে আপনি নাজাত লাভ করবেন এবং আপনাকে আর জাহান্নামে যেতে হবে না**, কারণ নাজাত দাতার কোরবানীর(আপনার বদলে) মাধ্যমে আল্লাহ্ আপনাকে ধার্মিক বলে গণ্য করবেন। হযরত ইব্রাহিমের পুত্রের বদলে যেমন ভেড়া কোরবানী করা হয়েছিল, তেমনি অনন্তকালীন **জাহান্নাম** থেকে আপনাকে নাজাত দান করার জন্য আপনার বদলে মসীহ মরেছেন!

আপনার জাহান্নামের শাস্তি আল্লাহ্ ঈসা মসীহের উপর তুলে দিয়েছেন। **আপনি কি এ কথা বিশ্বাস করেন?** আপনি কি বিশ্বাস করেন যে, নিষ্পাপ ঈসা মসীহ আপনার গুনাহের দায় পরিশোধ করেছের? **এটা সম্পূর্ণ আপনার ব্যাপার**। তাহলে আপনি কোনটাকে বেছে নেবেন? জান্নাত? নাকি **জাহান্নাম?**

এতক্ষন আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ। আমাদের পরবর্তী অনুষ্ঠানটি শোনার জন্য আপনাকে আমন্ত্রন জানাই, কারণ ঐ অনুষ্ঠানের আলোচ্য বিষয়টি আজকের আলোচ্য বিষয়টির সম্পূর্ণ বিপরীত। পরবর্তী দিন আমরা বেহশতের বিষয়ে আলোচনা করব...

আল্লাহ্ আপনাকে রহমত দান করুন। ঈসার গুরুত্বপূর্ণ এই বানীটি স্বরণ করতে করতে আজ আমরা আপনাদের বিদায় জানাচ্ছি...

"সরু দরজা দিয়ে ঢোক, কারণ যে পথ ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায় তার দরজাও বড় এবং রাস্তাও চওড়া। অনেকেই তার মধ্য দিয়ে ঢোকে। কিন্তু যে পথ জীবনের দিকে নিয়ে যায় তার দরজাও সরু, পথও সরু। খুব কম লোকেই তা খুঁজে পায়।" (মথি ৭:১৩, ১৪)

অধ্যায় ৯৮
বেহেশত; প্রকাশিত কালাম ২১, ২২

শ্রোতা বন্ধুরা, শান্তি আপনাদের সহবর্তি থাকুক। আল্লাহ্‌র নামে আপনাদের অভিবাদন জানাই, শান্তির আল্লাহ্‌, যিনি ধার্মিকতার পথ প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তিনি চান যেন প্রত্যেকেই সে পথ সম্পর্কে জানতে পারে এবং আত্মসমর্পণ করে, এবং সত্যিকারের শান্তি যেন চিরদিন তাদের সাথে থাকে। আপনাদের অনুষ্ঠান ”*ধার্মিকতার পথ*” নিয়ে আজ উপস্থিত হতে পেরে আমরা আনন্দিত। আমাদের গত দিনের অনুষ্ঠানে আমরা **জাহান্নাম** সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম, যে জায়গার শাস্তি থেকে কোন মুক্তি নেই। জাহান্নাম এমনই এক ভয়ংকর স্থান যা শয়তান ও তার ফেরেশতাদের জন্য তৈরী করা হয়েছে। এটা সে জায়গা, যেখানে তাদেরকেই যেতে হবে যারা আল্লাহ্‌র প্রতিষ্ঠিত নাজাত লাভের পথকে অগ্রাহ্য করবে। সেখানে তারা চিরদিনের জন্য আল্লাহ্‌র কাছ থেকে আলাদা হয়ে যাবে! তাই পাক্‌-কিতাব ঘোষণা করে থাকে: *“যাদের নাম সেই জীবন-কিতাবে পাওয়া গেল না, তাদেরও আগুরেন হ্রদে ফেলে দেওয়া হল।”* (প্রকাশিত কালাম ২০:১৫) সত্যিই, মানুষের ভাবনার সবচেয়ে ভয়ানক বিষয় হল জাহান্নাম। কিন্তু আজ আমরা মানুষের দিলের একটি প্রত্যাশিত বিষয় নিয়ে আলোচনা করার পরিকল্পনা করেছি। সে বিষয়টি হল **জান্নাত** বা **বেহেশত**। বেহেশত সম্পর্কে বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন ধরনের চিন্তা করে থাকে, প্রত্যেকেই সেখানে যাবার চেষ্টা করে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ, যারা পূর্বদেশীয় ধর্ম বিশ্বাসের সাথে যুক্ত, তারা বিশ্বাস করে যে সুখের তফাত অনুযায়ী অনেক ধরনের বেহেশত আছে এবং প্রত্যেকটি মানুষ তাদের কাজের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন বেহেশতে থাকবে। অন্যেরা ভেবে থাকে যে সব মানুষকে প্রথমে জাহান্নামে যেতে হবে, সেখানে তারা তাদের খারাপ কাজের জন্য শাস্তি ভোগ করে পরে আবার জান্নাতে প্রবেশ করবে। অনেকে আবার এমনটা ভেবে থাকে যে, আল্লাহ্‌ তাদের জন্যই বেহেশত ঠিক করে রেখেছেন, যারা বিশ্বস্তভাবে তাদের ধর্মীয় রীতি-নীতি পালন করে এবং সেটা এমন একটা যায়গা যেখানে লোকেরা প্রচুর খাবার খেতে এবং পরমানন্দে থাকতে পারে। সত্যিই বেহেশত সম্পর্কে মানুষের অনেক রকমের ধারনা আছে এবং সেখানে যাওয়ার বিভিন্ন মাধ্যমও তারা বের করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। যাইহোক, বেহেশত সম্পর্কে **লোকে কি ভাবে** তা আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়, কিন্তু পাক্‌ কালামে **আল্লাহ্‌** বেহেশত সম্পর্কে **কি বলেছেন**, তা আজ আমাদের মূল আলোচ্য বিষয়। নবীদের কিতাবে বেহশতের অনেক নাম রয়েছে। এটাকে বলা হয়ে থাকে জান্নাত; আল্লাহ্‌র সিংহাসন; আল্লাহ্‌র উপস্থিতি; আল্লাহ্‌র ঘড়; আল্লাহ্‌ পাকের আবাস স্থল; পবিত্র নগর; জীবন্ত আল্লাহ্‌র রাজধানী; বেহেশতের জেরুজালেম; পবিত্র ভেড়া ও ফেরেশতাদের বাড়ি; মাবুদ ঈসার পবিত্র ও গৌরবময় উপস্থিতি; এবং আল্লাহ্‌ লোকদের বাড়ি, যাদের নাম বেহেশতে লেখা আছে। মাবুদ আল্লাহ্‌ বেহেশতকে বলেছেন, *“আমার পিতার ঘর,”* কারন দুনিয়াতে জন্মগ্রহণ করার পূর্বে তিনি সেখানেই ছিলেন।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, বেহেশত হল **আল্লাহ্‌র বসবাসের জায়গা**। আমরা জেনেছি যে আল্লাহ্‌ সব জাগায় আছেন; তবুও এমন একটি জায়গা আছে যা পবিত্র, উজ্জ্বল, এবং খুব মনোহর, যা আকাশের নক্ষত্রদের চেয়েও অনেক অনেক দূরে, যেখানে আল্লাহ্‌ তাঁর মহিমায় বসবাস করেন। এটাই সে স্থান যেখানে পরাৎপরের পুত্র,

অধ্যায় ৯৮
বেহেশত; প্রকাশিত কালাম ২১, ২২

ঈসা, সর্বশক্তিমানের ডান পাশে, তাঁর সিংহাশনে বসে আছেন, এবং দুনিয়াতে তাঁর দ্বিতীয় আগমনের জন্য অপেক্ষা করছেন, যখন তিনি এর বিচর করবেন এবং আবার নতুন ভাবে এটি তৈরী করবেন। সেই সাথে বেহেশত সেই জায়গা যেখানে হাজার হাজার ফেরেশতা এবং লোকেদের বিশাল জামাত সিংহাসনের চারপাশে বিরাজ করে, যাদের আল্লাহ্, নিষ্পাপ ভেড়া, অর্থাত মাবুদ ঈসা মসীহের মধ্য দিয়ে নাজাত দান করেছেন। সুসংবাদের কিতাবের, প্রকাশিত কালামেল শেষ দু'টি রুকুতে, আল্লাহ্, তাঁর সাহাবী ইউহোন্নাকে এক স্বপ্নের মাধ্যমে বেহেশতের পবিত্র রাজধানী দেখিয়েছেন, যা আল্লাহ্ তাদের জন্য তৈরী করেছেন, যাদের নাম জীবন কিতাবে লেখা আছে। চলুন শুনে নেয়া যাক বেহেশতের রাজধানী সম্পর্কে কিতাবে কি লেখা আছে।

(প্রকাশিত কালাম ২১) {১০-১২, ১৬, ১৯, ২১-২৪, ২৫, ২৭

১০পরে সেই ফেরেশতা আমাকে একটা বড ও উঁচু পাহাডে নিয়ে গেলেন। তখন আমি পাক-রূহের বশে ছিলাম। আল্লাহ্র মহিমাতে উজ্জ্বল যে পবিত্র শহর জেরুজালেম বেহেশতের মধ্য থেকে এবং আল্লাহ্র কাছ থেকে নেমে আসছিল তিনি আমাকে তা দেখালেন। ১১সেই শহরের উজ্জ্বলতা খুব দামী পাথরের উজ্জ্বলতার মত, স্ফটিকের মত পরিষ্কার হীরার মত। ১২সেই শহরের একটা বড উঁচু দেয়াল ছিল ও তাতে বারোটা দরজা ছিল, আর সেই দরজাগুলোতে বারোজন ফেরেশতা ছিলেন। ইসরাইল জাতির বারো বংশের নাম ঐ দরজাগুলোর উপরে লেখা ছিল। ১৬শহরটা চারকোনা বিশিষ্ট- লম্বা ও চওডায় সমান। পরে তিনি সেই মাপকাঠি দিয়ে শহরটা মাপলে পর দেখা গেল সেটা লম্বা, চওডা ও উচ্চতায় দুহাজার চারশো কিলোমিটার। ১৯সেই শহরের দেয়ালের ভিত্তিগুলোতে সব রকম দামী পাথর বসানো ছিল। প্রথম ভিত্তিটা হীরার, দ্বিতীয়টা নীলকান্তমণির, তৃতীয়টা তাম্রমণির, চতুর্থটা পান্নার, ২১বারোটা দরজা ছিল বারোটা মুক্তা। প্রত্যেক দরজা এক একটা মুক্তা দিয়ে তৈরী ছিল। শহরের রাস্তাটা পরিষ্কার কাচের মত খাঁটি সোনায় তৈরী ছিল। ২২আমি সেই শহরে কোন এবাদত-খানা দেখলাম না, কারণ সর্বশক্তিমান মাবুদ আল্লাহ্ এবং মেষ-শাবকই ছিলেন সেই শহরের এবাদত-খানা। ২৩সেই শহরে আলো দেবার জন্য সূর্য বা চাঁদের কোন দরকার নেই, কারণ আল্লাহ্র মহিমাই সেখানে আলো দেয় এবং মেষ-শাবকই সেখানকার বাতি; ২৪আর সব জাতি সেই আলোতে চলাফেরা করবে। দুনিয়ার বাদশাহ্রা তাঁদের জাঁকজমক নিয়ে সেই শহরে আসবেন। ২৫দিনের বেলা শহরের দরজাগুলো কখনও বন্ধ থাকবে না আর সেখানে রাতও হবে না। ২৭নাপাক কোন কিছু কিংবা জঘন্য কাজ করে বা মিথ্যা কথা বলে এমন কোন লোক সেখানে কখনও ঢুকতে পারবে না; যাদের নাম মেষ-শাবকের জীবন্তকিতাবে লেখা আছে তারাই কেবল সেখানে ঢুকতে পারবে।

(প্রকাশিত কালাম ২২) {১,২,৩[২১:৪],৫}

১তারপর সেই ফেরেশতা আমাকে জীবন্ত পানির নদী দেখালেন। সেটা স্ফটিকের মত চক্‌চকে ছিল এবং আল্লাহ্র ও মেষ-শাবকের সিংহাসনের কাছ থেকে বের হয়ে শহরের রাস্তার মাঝখান দিয়ে বয়ে যাচ্ছিল। সেই নদীর দুধারেই জীবন্তগাছ ছিল। তাতে বারো রকমের ফল ধরে। প্রত্যেক মাসেই তাতে ফল ধরে এবং তার পাতায় সমস্ত জাতির লোক সুস্থ হয়। বদদোয়া আর থাকবে না। ৩আল্লাহ্র ও মেষ-শাবকের সিংহাসন সেই শহরে থাকবে এবং তাঁর গোলামেরা তাঁর এবাদত করবে। ৪তিনি তাদের চোখের পানি মুছে দেবেন। মৃত্যু আর হবে না; দুঃখ, কান্না ও ব্যথা আর থাকবে না, কারণ আগেকার সব কিছু শেষ হয়ে গেছে।চ৫রাত আর থাকবে না এবং তাদের আর বাতির আলো বা সূর্যের আলোর দরকার হবে না, কারণ মাবুদ আল্লাহ্ নিজেই তাদের আলো হবেন। তারা চিরকাল ধরে রাজত্ব করবে।

অধ্যায় ৯৮

বেহেশত; প্রকাশিত কালাম ২১, ২২

এভাবে আল্লাহ্ হযরত ইউহোন্নাকে সেই পবিত্র রাজধানী দেখিয়েছিলেন, যা তিনি তাঁর দেয়া নাজাতের পথের অনুসারীদের জন্য তৈরী করছেন। এ পর্যন্ত আমরা যা শিখেছি, এখন আসুন, আমরা তা আবার চিন্তা করে দেখি যে আল্লাহ্ তাঁর কালামে **বেহেশতের দিকে নিয়ে যাওয়ার পথ সম্পর্কে কি বলেছেন**। আমরা কিভাবে নিশ্চিত হতে পারি যে আমরা কি বেহেশতে যাব নাকি জাহান্নামে যাব? আপনি কি মনে করতে পারেন যে আল্লাহ্র ঘড় এবং সেখানে নিয়ে যাবার পথ সম্পর্কে মসীহ্ তাঁর সাহাবীদের কি বলেছিলেন? তিনি তাঁদের বলেছিলেন: (ইউহোন্না ১৪) {১-৪, ৬}

১"তোমাদের মন যেন আর অস্থির না হয়। আল্লাহর উপর বিশ্বাস কর, আমার উপরেও বিশ্বাস কর। ২আমার পিতার বাড়ীতে থাকবার অনেক জায়গা আছে। তা না থাকলে আমি তোমাদের বলতাম, কারণ আমি তোমাদের জন্য জায়গা ঠিক করতে যাচ্ছি। ৩আমি গিয়ে তোমাদের জন্য জায়গা ঠিক করে আবার আসব আর আমার কাছে তোমাদের নিয়ে যাব, যেন আমি যেখানে থাকি তোমরাও সেখানে থাকতে পার। ৪আমি কোথায় যাচ্ছি তার পথ তো তোমরা জান।চ ৬ঈসা থোমাকে বললেন, "আমিই পথ, সত্য আর জীবন। আমার মধ্য দিয়ে না গেলে কেউই পিতার কাছে যেতে পারে না।

ঈসা মসীহ্ এই বিষয়টিই বলেছিলেন। তিনি নিজেই **পথ**। যে কোন ব্যক্তি পরাৎপরের পুত্র, সেই পাক্ নাজাত দাতার মধ্য দিয়ে না আসে, সে কখনো আল্লাহ্ নিকটে যেতে পারে না! **কখনও না**! আর এ বিষয়ে কিতাব ঘোষণা করে থাকে:

*"নাজাত **আর কারও কাছে** পাওয়া যায় না, কারণ সারা দুনিয়াতে আর এমন কেউ নেই যার নামে আমরা নাজাত পেতে পারি।"* (প্রেরিত ৪:১২) *"আল্লাহ্ মাত্র একজনই আছেন এবং আল্লাহ্ ও মানুষের মধ্যে মধ্যস্থও মাত্র একজন আছেন। সেই মধ্যস্থ হলেন মানুষ মসীহ্ ঈসা। তিনি সব মানুষের মুক্তির মূল্য হিসেবে নিজের নিজের জীবন দিলেন..."* (১ তীমথিয় ২:৫, ৬ আয়াত)

ঈসা মসীহই সেই মধ্যস্থতাকারী, যিনি আল্লাহ্র কাছ থেকে এসেছেন, তিনিই **নাজাত দানের সেই পথ**, যার মাধ্যমে আমরা বেহেশতের দিকে এগিয়ে যাই। গুনাহ্গারদেরকে আল্লাহ্র কাছে নিয়ে আসার জন্য ঈসা দুনিয়াতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, দুনিয়াতে তিনি এক পবিত্র জীবন-যাপন করেছিলেন, গুনাহের জন্য নিখুঁত কোরবানী হয়ে নিজের রক্ত ঢেলে দিয়েছিলেন, এবং তিন দিন পরে আবার মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠেছিলেন। কেবল মাত্র তাঁর মধ্য দিয়েই আল্লাহ্র নিকট যাওয়া সম্ভব। আপনি কি তা বিশ্বাস করেন? আপনি কি জানেন যে ঈসা মসীহই **একমাত্র পথ** যার মাধ্যমে গুনাহ্গাররা আল্লাহ্র কাছে আসতে পারে। এ বিষয়টি আমরা একটা **ছোট গল্পের** মাধ্যমে ব্যাখ্যা করতে পারি। একজন লোক একটা ছোট গ্রামে বাস করত। গ্রামটা জঙ্গল থেকে দূরে। সে এমন সমাজের লোক ছিল যারা কোন পোশাক পরত না। তারা শুধুমাত্র তাদের কোমরে বেল্টের মত একটা বন্ধনী পরত। এই লোকটির এক খন্ড জমি ছিল যেখানে সে চাষ করত, কিন্তু একদিন খুব শক্তিশালী একজন লোক এসে তার জমিটাকে দখল করে নিল ফলে চাষ করার জন্য তার কাছে আর কোন

জায়গা থাকল না। কেউ তাকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এল না, কারণ তাদেরকে দেবার মত তার কাছে কিছু ছিল না।

একদিন সে চিন্তা করল যে সে রাজধানীতে প্রেসিডেন্টের সাথে দেখা করতে যাবে, যিনি সেই দেশ শাসন করেন, এবং তার কাছে সাহায্য প্রার্থণা করবে কারণ সে শুনেছিল যে সেই শাসক একজন দয়াবান ও সৎ লোক। তাই সে খুব ভোরে উঠে রাজধানীর উদ্দেশ্যে হাটতে থাকল, হাটতে থাকল, যতক্ষন না পর্যন্ত প্রেসিডেন্টের বাস ভবনে না পৌঁছল। ওহ! এটা কত বিশাল এবং সুন্দর বাসভবন! যখন সে সেই বসভবনের দরজায় এসে পোঁছাল এবং তার অমার্জিত এবং উলঙ্গ অবস্থা নিয়ে ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করল, তখনই গেটের দারওয়ান চেঁচিয়ে ধমক দিয়ে তাকে বলল, "এই, তুমি থাম! তুমি কি করার চেষ্টা করছ?!" তখন সে বলল, "আমি প্রেসিডেন্টের সাথে দেখা করতে চাই।" দারওয়ান তাকে বলল, আহা! কি শখ! তুমি কি মনে করেছ যার ইচ্ছা সেই এখান দিয়ে ঢুকে ভিতরে যেতে পারে? তুমি একবার নিজেকে দেখ! তুমি কি জান না যে তুমি এখানে এভাবে নোংরা এবং উলঙ্গ হয়ে আসতে পারবে না? এখনই এখান থেকে দূর হও, তা না হলে আমি এখনই তোমাকে জেলে বন্দি করে রাখব!" ফলে সেই দরিদ্র লোকটি ফিরে চলে গেল, কিন্তু সে তখনও হতাশ হয়নি। সে গিয়ে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ভিক্ষা করল। ভিক্ষার টাকা দিয়ে সে কিছু সস্তা পোশাক ক্রয় করল, গোসল করল, পোশাক পরল এবং আবার সেই সেই প্রেসিডেন্টের বাসভবনে ফিরে গেল। গেটের কাছে পৌঁছলে, দারওয়ান তাকে বলল, "তুমি কাপড় পরেছ ঠিকই কিন্তু এই কাপড় পরে প্রেসিডেন্টের কাছে যাওয়া আমি তোমাকে অনুমতি আমি তোমাকে দেব না। এমনকি তুমি যদি আরও ভাল কাপড়ও পরে আস তবুও তুমি ভিতরে যেতে পারবে না কারণ বিচারকের বাড়িতে ঢোকার জন্য তোমার অবশ্যই **বিশেষ অনুমতির প্রয়োজন আছে**। এখানে ঢোকার কোন অধিকার তোমার নেই! এখন এখান থেকে দূর হও!" এ ঘটনার কারনে লোকটি তার মনোবল হারিয়ে ফেলল, সে বলল, লাভ কি হল? আমি কত কষ্ট করলাম, তবু দেশের শাসনকর্তার কাছেই পৌঁছাতে পারলাম না। তার সব আসা শেষ হয়ে গেল, চরম হতাশ হয়ে সে রাস্তার পাশে বসে পরল। কিন্তু এ সব কিছু সেই দেশের শাসক আড়াল থেকে লক্ষ্য করছিলেন। সেই শাসনকর্তার বড় ছেলেও সেখানে ছিল। যাও! গিয়ে খুজে বের কর এই লোকটি কি চায়! শাসনকর্তার ছেলে সেই লোকটির কাছে এসে নিচু হয়ে বসে তাকে প্রশ্ন করল, "স্যার, আমি কি কোনভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি? আপনি এখানে কেন এসেছেন? আর আপনাকে কেনই বা এত হতাশ দেখাচ্ছে?" লোকটি তাকে উত্তর দিল, "আমি দেশের শাসনকর্তার সাথে দেখা করতে চাই, কিন্তু এটা একেবারে অসম্ভব। **আমার সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে**!" তখন সেই যুবকটি বলল, "আমি এই দেশের শাসনকর্তার পুত্র, আর আমার পিতা তোমাকে সাহায্য করার জন্য আমাকে এখানে পাঠিয়েছে। তুমি আমাকে অনুসরণ কর।" এভাবে সেই তার সাথে প্রেসিডেন্টর প্রাসাদের গেট পর্যন্ত গেল। যে দারোয়ান পূর্বে লোকটিকে ভিতরে যেতে দেয় নি, যখন তারা সেই দারোয়ানের সামনে আসল, দারোয়ান

অধ্যায় ৯৮

বেহেশত; প্রকাশিত কালাম ২১ , ২২

তখনই উঠে দাড়িয়ে সম্মানের সাথে তাদের স্যালুট দিল আর তারা গেট দিয়ে ঢুকে হাটতে হাটতে সোঁজা গিয়ে প্রেসিডেন্টর প্রাসাদের দরবারের উপস্থিত হল। তখন পুত্র সেই দরিদ্র লোকটিকে একটি খুব সুন্দর দামী কাপড় পরতে দিলেন। এরপরে তারা একসাথে প্রেসিডেন্টের প্রাসাদে প্রবেশ করল। আর এভাবেই **শুধুমাত্র বিচারকর্তার পুত্রের ক্ষমতা ও সাহায্যের কারণে** সেই লোকটা প্রেসিডেন্টের প্রাসাদে গিয়ে তার সাথে দেখা করার সুযোগ পেয়েছিল। বন্ধুগন, ঠিক একই উপায় তাদের জন্য যারা বেহেশতে, বাদশাহ্‌ দের বাদশাহ্‌র প্রাসাদে প্রবেশ করতে চায়। জগতের বিচারকর্তা, আল্লাহ্‌ পবিত্র ও সর্বশক্তিমান। আমরা যে কোন উপায়ে তাঁর পবিত্র উপস্থিতির সামনে গিয়ে হাজির হতে পারি না! আমাদের নিজেদের এমন কোন ক্ষমতা নেই যার মাধ্যমে আমরা তাঁর কাছে যেতে পারি। আমার সবাই ঐ দরিদ্র লোকটার মত যে সব ধরনের চেষ্টা করেছিল কিন্তু কোনভাবেই নিজের চেষ্টায় প্রেসিডেন্টের সাথে দেখা করতে পারে নি। কিতাব লেখা আছে: *"আমরা প্রত্যেকে নাপাক লোকের মত হয়েছি আর আমাদের সব সৎ কাজ নোংরা কাপরের মত।"*(ইশাইয়া ৬৪: ৬ আয়াত) বেহেশত একটি পবিত্র জায়গা, এবং *"নাপাক কোন কিছু কিংবা জঘন্য কাজ করে বা মিথ্যা বলে এমন কোন লোক সেখানে কখনও ঢুকতে পারবে না!"* (প্রকাশিত কালাম ২১: ২৭ আয়াত) **আর কেউই আমাদের সেই পবিত্র স্থানে নিয়ে যেতে পারবে না একমাত্র একজন ছাড়া, যিনি সেখান থেকে এসেছেন!** সেই পবিত্র ব্যাক্তি হলেন **ঈসা মসীহ**, পরাৎপরের অনন্তকালীন পুত্র, আল্লাহ্‌র ভেরা, যিনি বেহেশত থেকে এসেছিলেন, গুনাহ্‌ মাফ করার জন্য কোরবানী হয়ে ছিলেন; যিনি মৃত্যুকে জয় করে জীবিত হয়ে উঠেছিলেন এবং আবার বেহেশতে ফিরে গেছেন! তাহলে, কে বেহেশতে প্রবেশ করতে পারে? শুধুমাত্র তারাই বেহেশতে প্রবেশ করতে পারে , যারা নাজাত দাতা, ঈসা মসীহের উপর ঈমান এনেছে এবং তাঁর রক্তের মাধ্যমে নিজেদের পরিষ্কার করেছে! আর এ বিষয়ে কিতাব ঘোষণা করে থাকে: (রোমীয় ৩:২২-২৫)২২যারা ঈসা মসীহের উপর ঈমান আনে তাদের সেই ঈমানের মধ্য দিয়েই আল্লাহ্‌ তাদের ধার্মিক বলে গ্রহণ করেন। ইহুদী ও অ-ইহুদী সবাই সমান, ২৩কারণ সবাই গুনাহ্‌ করেছে এবং আল্লাহ্‌র প্রশংসা পাবার অযোগ্য হয়ে পড়েছে। ২৪কিন্তু মসীহ্‌ ঈসা মানুষকে গুনাহের হাত থেকে মুক্ত করবার ব্যবস্থা করেছেন এবং সেই মুক্তির মধ্য দিয়েই রহমতের দান হিসাবে ঈমানদারদের ধার্মিক বলে গ্রহণ করা হয়। ২৫আল্লাহ্‌ প্রকাশ করেছিলেন যে, যারা ঈমান আনে তাদের জন্য ঈসা মসীহ্‌ তাঁর রক্তের দ্বারা, অর্থাৎ তাঁর জীবন্তকোরবানীর দ্বারা তাঁকে সন্তুষ্ট করেছেন। এইভাবেই আল্লাহ্‌ দেখিয়েছেন, যদিও তিনি তাঁর সহ্যগুণের জন্য মানুষের আগেকার গুনাহের শাস্তি দেন নি তবুও তিনি ন্যায়বান। (১ ইউহোন্না ৫: ৯-১৩) ৯আমরা মানুষের সাক্ষ্য গ্রহণ করে থাকি, কিন্তু আল্লাহ্‌র সাক্ষ্য তার চেয়েও বড়; আর তিনি তাঁর পুত্রের বিষয়ে সেই সাক্ষ্য দিয়েছেন। ১০ইব্‌নুল্লাহ্‌র উপর যে ঈমান আনে তার অন্তরে সেই সাক্ষ্য আছে। যারা আল্লাহ্‌র কথায় ঈমান আনে নি তারা তাঁকে মিথ্যাবাদী বানিয়েছে, কারণ আল্লাহ্‌ তাঁর পুত্রের বিষয়ে যে সাক্ষ্য দিয়েছেন তা তারা ঈমান আনে নি। ১১সেই সাক্ষ্য এই যে, আল্লাহ্‌ আমাদের অনন্ত জীবন দিয়েছেন

এবং সেই জীবন তাঁর পুত্রের মধ্যে আছে। ১২ইব্‌নুল্লাহ্‌কে যে পেয়েছে সে সেই জীবনও পেয়েছে; কিন্তু ইব্‌নুল্লাহ্‌কে যে পায় নি সে সেই জীবনও পায় নি। ১৩তোমরা যারা ইব্‌নুল্লাহ্‌র উপর ঈমান এনেছ, তোমাদের কাছে আমি এই সমস্ত লিখলাম যাতে তোমরা জানতে পার যে, তোমরা অনন্ত জীবন পেয়েছ।

আজ আপনারা যারা এ অনুষ্ঠানটি শুনছেন, আপনারা কি আপনাদের অনন্ত জীবন সম্পর্কে **নিশ্চিত?** আপনি কি নিশ্চিত যে আপনি বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবেন এবং চিরদিন আল্লাহ্ উপস্থিতিতে থাকতে পারবেন? আপনি কি আল্লাহ্‌র পুত্রের নামের উপর ঈমান এনেছেন? আপনার নাম কি মেষশাবকের জীবন কিতাবে লেখা হয়েছে?

আজ আমরা যা নিয়ে আলোচনা করেছি তা গভীর ভাবে ধ্যান করুন, কারণ আল্লাহ্ চান যেন আপনি এর গভীর অর্থগুলো বুঝতে পারেন...

আল্লাহ্ আপনাকের রহমত দান করুন যেন আপনি পাক কিতাবের এই রোমাঞ্চকর আয়াত গুলোর অর্থ বুঝতে পারেন:

"আল্লাহ্‌কে যারা মহব্বত করে তাদের জন্য তিনি যা যা ঠিক করে রেখেছেন, সেগুলো কেউ চোখেও দেখে নি, কানেও শোনে নি এবং মনেও ভাবে নি।" (১ করিন্থীয় ২:৯ আয়াত)

অধ্যায় ৯৯
ঈসা সম্পর্কে আপনি কি চিন্তা করেন?; প্রথম পর্ব

{নোট: অধ্যায় #৯৯ এবং অধ্যায় #১০০ চার্লস আর. মার্শ এর একটি বয়ান থেকে নেওয়া হয়েছে যা তার লেখা, ÒSHARE YOUR FAITH WITH A MUSLIM," নামক চমৎকার একটি বইয়ের অন্তর্গত, MOODY PRESS, ১৯৭৫}

শ্রোতা বন্ধুরা, শান্তি আপনাদের সহবর্তি থাকুক। আল্লাহ্‌র নামে আপনাদের অভিবাদন জানাই, শান্তির আল্লাহ্‌, যিনি ধার্মিকতার পথ প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তিনি চান যেন প্রত্যেকেই সে পথ সম্পর্কে জানতে পারে এবং আত্মসমর্পণ করে, এবং সত্যিকারের শান্তি যেন চিরদিন তাদের সাথে থাকে। আপনাদের অনুষ্ঠান *"ধার্মিকতার পথ"* নিয়ে আজ উপস্থিত হতে পেরে আমরা আনন্দিত।

অনেকদিন যাবত, আমরা নবীদের কিতাব থেকে আল্লাহ্‌র প্রতিষ্ঠিত ধার্মিকতার পথের বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করে আসছি। এই সেই পথ যার মাধ্যমে গুনাহ্‌গাররা আল্লাহ্‌র কাছে ধার্মিক বলে গণিত হতে পারে। আমরা দেখেছি ঈসা মসীহ্‌ কিভাবে আল্লাহ্‌র নবীদের ভাববানীগুলো পূর্ণ করেছেন। **আজকের ও আগামী দিনের পাঠে** আমরা আপনার সাথে, সকল নবীরা যার বিষয়ে তবলিগ করে গেছেন, সেই গৌরবের রাজার সম্পর্কে পুনঃআলোচনার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আর নবীদের কিতাব থেকে আমাদের এই ধারাবাহিক অধ্যায়নের সর্বশেষ দুটি পাঠের নামকরণ করা হয়েছে, **"ঈসা সম্পর্কে আপনি কি চিন্তা করেন?"**

সুসংবাদ থেকে অধ্যায়ন করার সময়, আমরা শুনেছিলাম যে ঈসা লোকেদের প্রশ্ন করেছিলেন, ***"আপনারা মসীহের বিষয়ে কি মনে করেন? তিনি কার বংশধর?"*** (মথি ২২:৪২ আয়াত) আমাদের প্রত্যেকের জীবনের জন্য এটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন। এ প্রশ্নের উত্তরের মধ্যে আমাদের পরবর্তী জীবনের গন্তব্য নির্ভর করছে! খুব শীগ্রই ঈসা আবার আসবেন, আর যখন তিনি আসবেন, তখন তিনি আপনাকে প্রশ্ন করবেন যেমন তিনি তাঁর সময়ের লোকদের করছিলেন, "আপনার কি মনে হয়, আমি কে?"

প্রকৃতপক্ষে ঈসা কে, সে সম্পর্কে আপনাকে জানানোই আমাদের মূল লক্ষ্য। আপনার বিষয়ে আমাদের সর্বপ্রধান উদ্বেগ যেন এই বিষয়ে কেউ আপনাকে ভূল পথে নিয়ে না যায়। আমরা আপানাকে আবারও স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে আপনি ঈসাকে একজন ভাল মানুষ অথবা অন্যান্য নবীদের মত একজন সাধারণ নবী হিসেবে ভেবে ভূল করবেন না। না, **তিনি সবার থেকে আলাদা**! এই দুনিয়াতে তাঁর মত কেউ ছিলও না আর কেউ আসবেও না। তাঁর সম্পর্কে আপনি কি চিন্তা করেন? আপনি কি মনে করেন, তিনি কে? আজকের ও পরবর্তী দিনের অনুষ্ঠানে আমরা আপনাকে ঈসা সম্পর্কে মোট দশটি প্রশ্ন করতে চাই। আজ পাঁচটি প্রশ্ন করব এবং আগামী অনুষ্ঠানে বাকি পাঁচটি প্রশ্ন করা হবে।

১) তাঁর আশ্চর্য জন্ম সম্পর্কে আপনি কি মনে করেন?

অধ্যায় ৯৯
ঈসা সম্পর্কে আপনি কি চিন্তা করেন?; প্রথম পর্ব

তাঁর মত করে কেউ কখনও জন্মগ্রহণ করে নি। তিনি ছিলেন ঈসা, *বিবি মরিয়মের পুত্র*। আপনি জানেন যে হযরত ইয়াহিয়াকে হযরত *জাকারিয়ার পুত্র* বলা হত, বাদশাহ্ সোলায়মানকে বাদশাহ্ *দাউদের পুত্র* বলা হত, হযরত ইসমাইলকে বলা হত হযরত ইব্রাহিমের পুত্র। প্রত্যেকে তাঁদের পিতার ডাক নাম নিজের নামের সাথে ব্যাবহার করত অথবা নিজের নামের সাথে যুক্ত করে পরিচিতি লাভ করত। কিন্তু ঈসার ক্ষেত্রে কেন তাঁর নামের সাথে কেন তাঁর মায়ের নাম ব্যাবহার করা হয়েছে? এর কারণ হল তাঁর কোন জাগতিক পিতা ছিল না। তিনি একজন সতী কুমারী নারীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি আল্লাহ্‌র শক্তিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। মসীহের জন্মের প্রয় সাতশ বছর আগে, নবী ইশাইয়া মসীহের জন্মের বিষয়ে ভাববনী করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ***"একজন অবিবাহীতা সতী মেয়ে গর্ভবতী হবে, আর তাঁর একটা ছেলে হবে, তাঁর নাম রাখা হবে ইম্মানুয়েল(এই নামের অর্থ আমদের সংগে আল্লাহ।)!"*** (ইশাইয় ৭:১৪; মথি ১:২৩)

আমাদের পূর্বপুরুষ আদমকে, আল্লাহ্ মাটি থেকে সৃষ্টি করেছিলেন। আমরা সকলে আদমের বংশধর আর নবীরাও আমদের মতই। আমরা এই দুনিয়ার। কিন্তু, মাবুদ ঈসা বেহেশত থেকে এসেছিলেন। আমাদের গুনাহের কারনে আমরা ময়লা মটির মত, কিন্তু ঈসা আসমান থেকে আসা বৃষ্টির মত। তিনি নিখুঁত ও পবিত্র। সুসংবাদের লেখাগুলো ঘোষণা করে: ***"গুনাহ্‌গারদের নাজাত করাবার জন্যই মসীহ ঈসা দুনিয়াতে এসেছিলেন।"*** (১ তীমথিয় ১: ১৫ আয়াত) দুনিয়াতে আসার পূর্বে ঈসা আল্লাহ্‌র সাথে ছিলেন, কারণ তিনিই আল্লাহ্‌র কালাম এবং রূহ্‌ল'উল্লাহ্। তিনি সেচ্ছায় মানুষ বেশে, আমাদের মত গুনাহ্‌গারদের নাজাত দিতে দুনিয়াতে এসেছিলেন। তিনি বেহেশত থেকে এসেছিলেন।

গর্তে পরে যাওয়া দু'জন ব্যাক্তি সম্পর্কে একটি গল্প বলি; শুনুন। দুজন লোক একটা গভীর গর্তে পরে গেল। তাদের মধ্যে একজন বলতে লাগল, "এইযে শুনতে পাচ্ছ! এই বিপদ থেকে আমাকে রক্ষা কর! এই কাদাময় ময়লা জায়গা থেকে আমাকে উদ্ধার কর!" তখন অন্য লোকটি বলল, "তুমি কি বোক? আমি কিভাবে তোমাকে উদ্ধার করব? আমিও তো তোমার মত এই গর্তে পরে আছি।" যেহেতু তারা দু'জনই গর্তে পরে গিয়েছিল, তাই তারা কেউই একজন আরেক জনকে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসতে পারে নি। তখন হঠাত তারা উপর থেকে একটা গলার আওয়াজ শুনতে পেল। উপর থেকে কেউ যেন তাদের বলছিল, যে দড়ি টা উপর থেকে গর্তে ফেলা হয়েছে তা শক্ত করে ধর। **গর্তে পরে যায় নি এমন একজন ব্যাক্তিই কেবল তাদের উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছিল**।

নবীদের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ নবীরাও গুনাহ্ থেকে আমাদের নাজাত দিতে পারত না, কারণ তাঁরাও গুনাহ্‌গার ছিলেন। কিন্তু মানুষের মত গুনহের প্রকৃতি নিয়ে ঈসা জন্মগ্রহণ করে নি। তিনি **বেহেশত থেকে** এসেছিলেন। তিনি সতী কুমারীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আমরা এটাও জেনেছি যে আল্লাহ্ বেহেশতের ফেরেশতাদের পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, এমকি দুনিয়ার নাজাত দাতা, মসীহের জন্মের সুসংবাদ ছড়িয়ে দিতে তিনি

সে জায়গায় একটা উজ্জ্বল তারা স্থাপন করেছিলেন! সবকিছু কেমন আশ্চর্যজনক ছিল! এই ব্যক্তির মত করে কোন মানুষ কখনও জন্মগ্রহণ করে নি। তিনি তাঁর জন্মের দিক থেকে অদ্বিতীয়। তাঁর কোন তুলনা চলে না। কিন্তু ঈসার মাহাত্ম্য তাঁর জন্মে মধ্যেই শেষ হয়ে যায় নি। তাঁর বৈশিষ্টগত দিক থেকেও ঈসা সবার থেকে আলাদা। এক্ষেত্রে আমাদের দ্বিতীয় প্রশ্নটি হল:

২) তাঁর পাক স্বভাব নিয়ে আপনি কি চিন্তা করেন?

ঈসা ছিলেন নিখুঁত। তিনি কখনও কোন গুনাহ্ করেন নি। তিনি কখনও কারো কাছে মাফ চান নি, কারণ তিনি কখনও কারো সাথে কোন ভূল কাজ করেন নি। আল্লাহ্‌কে ভয়কারী প্রত্যেক গুনাহ্‌গারকে তাদের গুনাহের জন্য তওবা করে আল্লাহ্‌র কাছে মাফ চাইতে হবে। সব নবীরা তাই করেছিলেন। কিন্তু আপনি যদি আল্লাহ্‌র কালাম প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত খুব ভাল ভাবে অনুসন্ধান করে দেখেন, আপনি এমন কোন আয়াত খুজে পাবেন না যেখানে উল্লেখ আছে যে মাবুদ ঈসা আল্লাহ্‌র কাছে মাফ চেয়েছেন। তাঁর গুনাহের ক্ষমা প্রয়োজন ছিল না কারণ তিনি তো **কখনও গুনাহ্ করেন নি**। তাঁর সহচররা এমন কি তাঁর শত্রুরাও তাঁকে কখনো কোন ভূল কাজ করতে দেখে নি। বন্ধুগন, দুনিয়াতে এমন কেউ নেই যে কোন দিন কোন গুনাহ্ করে নি। মাবুদ ঈসা, নবীদের চেয়ে অনেক মহান ছিলেন। তিনিই ছিলেন আল্লাহ্‌র কালাম যিনি মানুষের রূপ ধারণ করে দুনিয়াতে এসেছিলেন। সত্যিই, ঈসা তাঁর চারিত্রিক দিক দিয়ে সবার থেকে আলাদা ছিলেন। তাঁর কোন তুলোনা হয় না। কিন্তু তাঁর বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আরও কিছু বোঝা বাকি আছে। ঈসা তাঁর কালামে অদ্বিতীয় ছিলেন।

৩) তাঁর কালাম সম্পর্কে আপনি কি চিন্তা করেন?

একদিন, তাঁর শত্রুরা তাঁকে গ্রেফতার করার জন্য সৈন্য পাঠিয়েছিল। সৈন্যরা এসে তাঁর শিক্ষা শুনে তাঁকে গ্রেফতার না করেই ফিরে চলে গিয়েছিল। তারা তাঁর শিক্ষা শুনে অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে বলেছিল, *"লোকটা যেভাবে কথা বলে সেভাবে আর কেউ কখনও কথা বলে নি।"* (ইউহোন্না ৭: ৪৬ আয়াত)

চিন্তা করে দেখুন তিনি তাঁর নিজের সম্পর্কে কি বলেছিলেন। *"আমিই **দুনিয়ার নূর**। যে আমার পথে চলে সে কখনও অন্ধকারে পা ফেলবে না, বরং জীবনের নূর পাবে।"* (ইউহোন্না ৮:১২) নবীগন হলেন তারার মতন, যা ঘোর অন্ধকারে মৃদু আলো দেয়। কিন্তু ঈসা হলেন সূর্যের মত। সূর্য উঠলে কারই বা চাঁদ বা তারার আলোর প্রয়োজন পরে? নবীরা ঈসাকে "*ন্যায়ের সূর্য*" বলেছেন। (মালাখি ৪:২ আয়াত) নবীরা হলেন নিঃশেষ হয়ে যেতে থাকা চাঁদের মত। কিন্তু ঈসা হলেন সূর্য। আপনি কি সূর্যকে কখনো নিঃশেষ হয়ে যেতে দেখেছেন? না, এটা কখনো নিঃশেষ হয়ে যায় না। এটা সারা দুনিয়াকে আলো দিয়ে থাকে। ঈসা মসীহ্ হলেন সূর্যের মত। তিনি কখনও শেষ হয়ে যাবেন না। তিনি দুনিয়ার সকল জাতির লোকেদের মাবুদ।

ঈসা আরও বলেছেন, “আমিই পথ, **সত্য** আর **জীবন**।” (ইউহোন্না ১৪:৬) ঈসা অন্যান্য ধর্মীয় নেতাদের চেয়ে ভিন্ন, যারা আদেশ দিয়ে বলে, “এটা কর, এই শিক্ষা পালন কর। এটাই নিয়ম। এই আদেশ পালন কর...” মাবুদ ঈসা বলেছেন, **“আমিই** পথ। আমার উপর ঈমান আন, আমাকে অনুসরণ করলে তোমরা আল্লাহ্‌র নিকটে যেতে পারবে।” **ঈসাই নিজেই *সেই* পথ**। চলুন আলোচনার মাধ্যমে এর অর্থ বুঝে বের করার চেষ্টা করা যাক।

বড় একটা শহরে একটা ছোট ছেলে হারিয়ে গিয়েছিল। সেই ছেলেটি পুলিশ অফিসারকে তার আত্মীয় স্বজনের বাড়ি যাবার রাস্তা চিনিয়ে দিতে বলেছিল। পুলিশ অফিসার তাকে বলল, “সামনের দিকে সোজা হেঁটে যাবে, তারপর হাতের বাম পাশের দ্বিতীয় গলি দিয়ে ঢুকবে, এরপর হাতের ডান পাশের তৃতীয় গলি দিয়ে ঢুকলে একটা ব্রীজ দেখতে পাবে, ব্রীজটা পার হবে। পার হয়ে ওপারে গেলে একটা ট্রাফিক সিগনাল দেখতে পাবে আর তারপর সেই সিগনাল থেকে দ্বিতীয় সরক ধরে সোঁজা হাঁটতে থাকবে...” এ কথা শুনে ছোট ছেলেটা ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদতে শুরু করল। যদিও পুলিশ অফিসার তাকে ঠিকানা বুঝিয়ে দিয়েছিল, কিন্তু ছোট ছেলেটা সব তালগোল পকিয়ে ফেলে একা একা সে পথে যেতে ভয় পাচ্ছিল। ঠিক তখন সেই ছোট ছেলেটির আত্মীয়ের বড়ির কাছাকাছি বসবাস করা এক লোক সে পথ দিয়ে যাচ্ছিল। সে ছেলেটি হাতে ধরে সেই গন্তব্যে দিকে রওনা হল। হাঁটতে হাঁটতে ছেলেটি যখন ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিল তখন সেই লোকটি ছেলেটিকে কোলে করে তার বাড়ি পর্যন্ত নিয়ে গেল। পুলিশ অফিসার **রাস্তার ঠিকানা বলে দিয়েছিল** কিন্তু সেই লোকটিই **পথ দেখিয়ে গন্তব্য পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিল**। ঈসা বলেছেন: **আমিই পথ**। আমার মধ্য দিয়েই বেহেশতে আল্লাহ্‌র কাছে যেতে পারবে। <u>*“আমার মধ্য দিয়ে না গেলে কেউই পিতার কাছে যেতে পারে না।”* (ইউহোন্না ১৪:৬ আয়াত)</u> মাবুদ ঈসার মত করে কেউ কখনো এরকম কথা বলে নি। তিনি সত্যিই ব্যাতিক্রম। কারো সাথে তাঁর তুলোনা করা যায় না! কিন্তু ঈসার মহিমা কেবল মাত্র তাঁর জন্ম, চরিত্র এবং কালামের মধ্যেই শেষ হয়ে যায় নি। তাঁর মহিমা আমরা তাঁর কাজের মধ্যেও দেখেছি।

৪) ঈসার ক্ষমতাশালী কাজগুলো আপনার কাছে কি অর্থ বহন করে?

তিনি যে কোন কিছু করতে পারেন। তাঁকে সমস্ত শক্তি ও সমস্ত ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। ঈসার মধ্য দিয়েই আল্লাহ্ দুনিয়াতে তাঁর কাজ গুলো প্রকাশ করেছিলেন যেন লোকরা বুঝতে পারে যে তিনি কে ছিলেন এবং কোথা থেকে এসেছিলেন। **আল্লাহ্** ছাড়া আর কেউ কি ঝড় থামাতে পারে? ঈসা ঝর থামিয়েছিলেন। **আল্লাহ্** ছাড়া আর কেউ কি মৃত ব্যাক্তিকে জীবিত করে তুলতে পারে? ঈসা মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করে তুলেছিলেন। **আল্লাহ্** ছাড়া আর কেই বা অন্ধের দৃষ্টি ফিরিয়ে দিতে পারে? ঈসা এটাও করেছিলেন। তিনি সকল প্রকার রোগীকে সুস্থ করেছিলেন। তাঁর এক কথায় মন্দ আত্মারা দূরে

পালিয়ে গিয়েছিল। তিনি বহু লোকের জীবন পরিবর্তন করে দিয়েছিলেন এবং গুনাহ্ থেকে তাদের নাজাত দিয়েছিলেন। আল্লাহ্ কোন কোন নবীকে কিছু কেরামতী কাজ করার ক্ষমতা দিয়েছিলেন। কিন্তু মাবুদ ঈসা নিজের শক্তি ও ক্ষমতায় এসব কেরামতী কাজ গুলো করেছিলেন। তিনিই একমাত্র ব্যাক্তি যিনি একজন অবশ লোকের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, ***"আমি তোমাকে বলছি***, *ওঠো, তোমার বিছানা তুলে নিয়ে হেঁটে বেড়াও।"* (ইউহোন্না ৫:৮ আয়াত) আর তখনই লোকটা সুস্থ হয়ে আল্লাহ্র প্রসংশা করতে করতে বাড়ি চলে গেল। ঈসা কোন ঔষধ কিংবা যাদু করে সুস্থ করেন নি। তাঁর নিজের কালামের শক্তি ও ক্ষমতার বলে ঈসা অসুস্থকে সুস্থ করেছিলেন।

লাসার নামে একজন লোক মারা গিয়েছিল আর তাকে দাফনও করা হয়েছিল। ঈসা সেখানে পৌঁছানোর চার দিন আগে লাসারকে দাফন করা হয়েছিল। ঈসা কবরের কাছে গিয়ে বলেছিলেন, "লাসার, বের হয়ে আস!" (ইউহোন্না ১১:৪৩ আয়াত) মৃত দেহটি করব থেকে বের হয়ে এসেছিল। মৃতকে জীবিত করে তোলার ক্ষমাত ঈসা ছিল বলেই তিনি বলেছিলেন, *"আমিই **পুনরুত্থান** ও **জীবন**!"* (ইউহোন্না ১১: ২৫ আয়াত) সেদিন আর বেশী দূরে নয় যেদিন কবরে থাকা মৃত ব্যাক্তিরা তাঁর হুকুম শুনে জেগে উঠবে। এমনকি এখনও, আপনি যদি আপনার জীবনের নাজাত দাতা হিসেবে মাবুদ ঈসার উপর ঈমান তাহলে তিনি আপনাকে এক নতুন জীবন দান করে বেহেশতে থাকার অধিকার দিতে পারেন। বর্তমানেও ঈসা দুনিয়ার অনেক মানুষের জীবনধারা পরির্তন করছেন। **তিনি আপনার জীবনও পরিবর্তন করতে সক্ষম**। ঈসা সম্পর্কে আপনি কি চিন্তা করে থাকেন? তাঁর কাজকে আপনি কিভাবে চিন্তা করেন? তিনি অদ্বিতীয়। তিনি সর্বশক্তিমান। তাঁর কনো তুলোনা হয় না। কিন্তু আজ বিদায় নেবার পূর্বে, আপনাকে ঈসা সম্পর্কে আরও একটি প্রশ্ন করতে চাই:

৫) তাঁর নাম এবং খেতাব সম্পর্কে আপনি কি চিন্তা করেন?

আমরা নবীদের কিতাব থেকে জেনেছি যে ঈসার শত শত নাম এবং খেতাব রয়েছে। এই নামগুলোর মাধ্যমে আমরা তাঁকে আরও ভালভাবে চিনতে পারি। উদাহরণ সরূপ, তাঁকে বলা হয়েছে: ইম্মানূয়েল...আল্লাহ্র কালাম...মনুষ্যপুত্র...আল্লাহ্র মেষশাবক...নাজাত দাতা...রক্ষাকর্তা...জীবন রুটি...আঙ্গুর লতা...উত্তম মেষপালক...দুনিয়ার নূর...গৌরবের মাবুদ... পুনরুত্থান ...আদি ও অন্ত, প্রথম ও শেষ, শুরু ও শেষ...দরজা...পথ, সত্য ও জীবন...এবং ***আল্লাহ্র পুত্র***!

আমরা দেখেছি যে আল্লাহ্র নবী, হযরত মূসা (আঃ) কে *আল্লাহ্র লোক* বলা হত। নবী ইব্রাহিমকে আল্লাহ্র বন্ধু বলা হত। কিন্তু কেবল মাত্র একজনকেই ***আল্লাহ্র পুত্র*** বলা হয়েছে। আল্লাহ্ অন্যদের থেকে আলাদা করে দেখানোর জন্য ঈসাকে তাঁর পুত্র বলেছেন। আমরা সুসংবাদে পড়েছি যে ঈসার বিষয়ে আল্লাহ্ বলেছেন, *"ইনিই আমার প্রিয় পুত্র, এঁর উপর আমি খুবই সন্তুষ্ট। তোমরা এর কথা*

শোন।" (মথি ১৭:৫ আয়াত) এর মধ্য দিয়ে আল্লাহ্ কি বোঝাতে চেয়েছিলেন। আমরা বলে থাকি যে, পুত্রের মধ্যেই পিতাকে খুজে পাওয়া যায়। পুত্রের মধ্য দিয়ে পিতার বৈশিষ্টগুলো প্রকাশিত হয়। আল্লাহ্ কেমন তা ঈসা আমাদের দেখেয়েছেন। আর এ বিষয়ে কিতাব বলে থাকে: *"আল্লাহকে কেউ কখনও দেখে নি। তাঁর সংগে থাকা সেই একমাত্র পুত্র, যিনি নিজেই আল্লাহ, তিনিই তাঁকে প্রকাশ করেছেন।"* (ইউহোন্না ১: ১৮ আয়াত) আপনি কি আল্লাহ্কে জানতে চান, এবং তাঁর সাথে চিরদিনের জন্য এক অসাধারণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে চান? তাহলে মাবুদ ঈসার কাছে আসুন যাঁকে তিনি তাঁর পুত্র বলেছেন। একজন পুত্রই তার পিতার নাম করে কথা বলতে পারে। আর দুনিয়াতে মানুষের মাঝে থাকার সময় ঈসা তাই করেছিলেন। আর সে কারনেই তাঁকে ইম্মানূয়েল বলা হয়েছে, যার অর্থ, ***আমাদের সংগে আল্লাহ্***।

অনেকে মনে করে থাকে যে আল্লাহ্ কখন মানুষ বেশে দুনিয়াতে আসতে পারেন না। কিন্তু যারা এমন ভেবে থাকে তারা আসলে গুনাহগারীদের রক্ষা করার জন্য আল্লাহ্র পরিকল্পনা সম্পর্কে কিছুই জানে না। আল্লাহ্র পরিকল্পনা এমন ছিল যে, তাঁর অনন্তকালীন পুত্রকে মানুষ বেশে দুনিয়াতে আসতে হবে, আদমের সন্তানদের কাছে নিজেকে প্রকাশ করতে হবে এবং শয়তানের হাত থেকে তাদের রক্ষা করতে হবে। বন্ধুগন, **আল্লাহ্ মহান** এবং তিনি সবকিছু করতে পারেন। আল্লাহ্ চান যেন প্রত্যেকে তাঁকে জানতে পারে। আর সে কারনেই তিনি মানুষ বেশে দুনিয়াতে এসেছিলেন।

ঈসা মসীহের নাম এবং খেতাব সম্পর্কে আপনি কি চিন্তা করে থাকেন? তাঁর কোন তুলোনা নাই। তাঁর জন্ম, তাঁর চরিত্র, তাঁর কালাম এবং তাঁর কাজকে আপনি কিভাবে দেখছেন? আপনি কি মনে করেন, তিনি কে? *"আপনি মসীহের বিষয়ে কি মনে করেন? তিনি কার বংশধর?"* (মথি ২২:৪২ আয়াত)

আজ আমারা আমাদের অনুষ্ঠানের একেবারে শেষে চলে এসেছি। আল্লাহ্র ইচ্ছায়, আমাদের পরবর্তী অনুষ্ঠানে আমরা ঈসার সম্পর্কে বাকি পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করব এবং সেই সাথে পাক কিতাবে আমাদের যাত্রার সমাপ্তি ঘোষণা করব...

আল্লাহ্ আপনাকে রহমত দান করুন যে আপনি কিতবের এই আয়াতটি নিয়ে গভীরভাবে ধ্যান করতে পারেন:

> ***"আল্লাহ্র সমস্ত পূর্ণতা মসীহের মধ্যে শরীর নিয়ে বাস করছে, আর মসীহের সংগে যুক্ত হয়ে তোমরাও সেই পূর্ণতা পেয়েছ। তিনি আসমানের সমস্ত শাসরকর্তা ও ক্ষমতার অধিকারীদে উপরে।"***
> (কলসীয় ২: ৯, ১০ আয়াত)

অধ্যায় ১০০

ঈসা সম্পর্কে আপনি কি চিন্তা করেন?; দ্বিতীয় পর্ব

শ্রোতা বন্ধুরা, শান্তি আপনাদের সহবর্তি থাকুক। আল্লাহ্‌র নামে আপনাদের অভিবাদন জানাই, শান্তির আল্লাহ্, যিনি ধার্মিকতার পথ প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তিনি চান যেন প্রত্যেকেই সে পথ সম্পর্কে জানতে পারে এবং আত্মসমর্পণ করে, এবং সত্যিকারের শান্তি যেন চিরদিন তাদের সাথে থাকে। আপনাদের অনুষ্ঠান *"ধার্মিকতার পথ"* নিয়ে আজ উপস্থিত হতে পেরে আমরা আনন্দিত। গত দিনের অনুষ্ঠানে আমরা **" ঈসা সম্পর্কে আপনি কি চিন্তা করেন?"** শিরোনামে দুই পর্বের যে ধারাবাহিক আলোচন শুরু করেছিলাম, আজ তার দ্বিতীয় দিত। আজ আমরা সেখান থেকেই আমাদের পাঠ চালিয়ে যাব। এই প্রশ্নটা আমদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ ঈস মসীহ্ সম্পর্কে এই প্রশ্নের উত্তর দানের উপরই আমাদের অনন্তজীবনের গন্তব্য নির্ভর করছে। গত অনুষ্ঠানে আমরা আপনাকে প্রশ্ন করেছিলাম যে আপনি **ঈসা মসীহের অলৌকিক জন্ম, পাক্-চরিত্র, তাঁর অসাধারন কালাম এবং তাঁর শক্তিশালী ও মহৎ নামের বিষয়ে কি চিন্তা করেন।** আজ আমরা ঈসা সম্পর্কে আপনাকে আরও পাঁচটি প্রশ্ন করতে চাই। প্রথম প্রশ্নটি হল: **তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে আপনি কি চিন্তা করেন?** আপনি কি জানেন আপনি **কোথায়** মারা যাবেন? অথবা কিভাবে মারা যাবেন? **কখন** মারা যাবেন? আপনাকে অবস্যই স্বীকার করতে হবে যে আপনি এই বিষয়গুলো সম্পর্কে কিছুই জানেন না। কিন্তু ঈসা আমাদের মত ছিলেন না। তিনি জানতেন যে তিনি **কোথায়** মারা যাবেন আর তিনি তা ঘোষণাও করেছিলেন। তাঁকে জেরুজালেমে মরতে হবে। এমনকি তিনি তাঁর মৃত্যুর **বিষয়ে** আগে থেকে ভবিষ্যদ্বানী করেছিলেন। তিনি তাঁর সাহাবীদের বলেছিলেন, (লূক ১৮:৩১-৩৩ আয়াত)

৩১ঈসা তাঁর বারোজন সাহাবীকে একপাশে ডেকে নিয়ে বললেন, "দেখ, আমরা জেরুজালেমে যাচ্ছি। ইব্‌নেআদমের বিষয়ে নবীরা যা যা লিখে গেছেন তা সবই পূর্ণ হবে। ৩২তাঁকে অ-ইহুদীদের হাতে দেওয়া হবে। লোকে তাঁকে ঠাট্টা ও অপমান করবে এবং তাঁর গায়ে থুথু দেবে। ৩৩ভীষণভাবে চাবুক মারবার পরে তারা তাঁকে হত্যা করবে, আর তৃতীয় দিনে তিনি জীবিত হয়ে উঠবেন।চ তিনি তাঁর মৃত্যুর **দিন-ক্ষনের** সময় উল্লেখ করে তাঁর সাহাবীদের বলেছিলেন যে উদ্ধার ঈদ পালান করার দিন ইহুদীরা তাঁকে হত্যা করবে। ঐ দিনই তাঁকে দুনিয়ার গুনাহ্ দূর করার জন্য আল্লাহ্‌র মেষশাবক হিসেবে কোরবানী হতে হবে। অন্যান্ন সকলের মৃত্যু ভিন্ন রকম ছিল কারণ তিনি নিজেই **মৃত্যকে বেছে নিয়েছিলেন**। আমরা শুনেছি যে ঈসা বলেছেন, ***"কেউ আমার প্রাণ আমার কাছ থেকে নিয়ে যাবে না, কিন্তু আমি নিজেই তা দেব। প্রাণ দেবার ক্ষমতা আমার আছে, আবার প্রাণ ফিরিয়ে নেবারও ক্ষমতা আমার আছে। এই দায়িত্ব আমি আমার পিতার কাছ থেকে পেয়েছি।" (ইউহোন্না ১০:১৮ আয়াত)*** ঈসা কখনও গুনাহ্ করেন নি। তাই তিনি মৃত্যুকে এড়িয়ে যেতে পারতেন। তিনি যেখান থেকে এসেছিলেন, মৃত্যুবরণ করা ছাড়াই তিনি তিনি যেখান থেকে এসেছিলেন আবার সেই বেহেশতে ফিরে যেতে পারতেন। কিন্তু তিনি মৃত্যুকে বেছে নিয়েছিলেন কারণ তিনি তাঁর পিতার ইচ্ছাকে সম্মান করতেন এবং গুনাহগারদের মহব্বত করতেন। তাঁকে ক্রুশে বিদ্ধ করার জন্য তিনি মানুষকে সুযোগ দান করে আমাদের জন্য তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তিনি আমাদের গুনাহ্ মাফ করার জন্য জীবন দান করেছেন এবং আমাদের বেহেশতে নিয়ে যাওয়ার ওয়াদা করেছেন। এ দুনিয়াতে মসীহের আগমনের প্রায় সাতশ বছর আগে, আল্লাহ্ রনবী হযরত ইশাইয়া ঘোষণা করেছিলেন যে দুনিয়ার নাজাত দাতাকে অবস্যই মরতে হবে। তিনি বলেছিলেন: (ইশাইয়া ৫৩: ৫, ৬ আয়াত)

৫আমাদের গুনাহের জন্যই তাঁকে বিদ্ধ করা হয়েছে; আমাদের অন্যায়ের জন্য তাঁকে চুরমার করা হয়েছে। যে শাস্তির ফলে আমাদের শান্তি এসেছে সেই শাস্তি তাঁকেই দেওয়া হয়েছে; তিনি যে আঘাত পেয়েছেন তার দ্বারাই আমরা সুস্থ হয়েছি। ৬আমরা সবাই ভেড়ার মত করে বিপথে গিয়েছি; আমরা প্রত্যেকে নিজের নিজের পথের দিকে ফিরেছি। মাবুদ আমাদের সকলের অন্যায় তাঁর উপর চাপিয়েছেন।

আমার ও আপনার কারনে ঈসাকে মরতে হয়েছিল। তিনি একজন উত্তম মেষপালক যিনি তাঁর ভেরাদের রক্ষা করার জন্য জীবন দান করেছেন। এর আগে দুনিয়ার কোন মানুষ এভাবে মৃত্যুবরণ করে নি। তিনি তুলনাহীন।

অধ্যায় ১০০
ঈসা সম্পর্কে আপনি কি চিন্তা করেন?; দ্বিতীয় পর্ব

মানুষদের মধ্যে তিনি ব্যাতিক্রম। আরেকটি যে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে সকলকে অবস্যই উত্তর দিতে হবে, তা হলঃ **৭) তাঁর মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে ওঠা, অর্থাত তাঁর পুনরুত্থান সম্পর্কে আপনি কি চিন্তা করেন?** ঈসা মৃত্যুবারণ করেছিলেন এবং তাঁকে দাফন করা হয়েছিল। তাঁর কবরকে পাহাড়া দেবার জন্য তাঁর শত্রুরা সব ধরনের সতর্কতা অবলম্বন করেছিল। তারা একটা বিশাল পাথর দিয়ে সেই কবরে প্রবেশের পথটা বন্ধ করে তা সীলগারা করে দিয়েছিল। এমনকি তারা সেই কবরটাকে পাহাড়া দেবার জন্য সেখানে সৈন্য নিয়োগ করেছিল। কিন্তু তাদের এই সকল চেষ্টা ঈসার মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে ওঠাকে বাধগ্রস্থ করতে পারে নি। মাবুদ ঈসা সত্যি সত্যিই তিন দিন পরে মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠে তাঁর সাহাবীদের দেখা দিয়েছিলেন। এর পরে তিনি প্রায় পাঁচশত সাহাবীকে একসাথে দেখা দিয়েছিলেন। মৃত্যুকে জয়লাভ করার পর ঈসা সেসব লোকদের সাথে একসাথে খাওয়া-দাওয়া করেছেন, তারা তাঁকে দেখেছে এমনকি তাঁকে স্পর্শও করেছে। তিনি তাঁদেরকে তাঁর হাত, পা এবং বুকের পাশের ক্ষতের দাগ দেখিয়েছেন। হ্যাঁ, ঠিক তাঁর ভাববানী অনুযায়ী তিনি মৃত্যু উপর জয়লাভ করেছিলেন। আল্লাহ্ ঈসাহ্কে মৃত্যু থেকে জীবিত করে তুলবার মধ্যদিয়ে সমস্ত দুনিয়াকে প্রমাণ করে দিয়েছিলেন যে ক্রুশের উপরে গুনাহের কোরবানী হিসেবে ঈসার মৃত্যুতে সন্তুষ্ট হয়েছেন। মৃত্যু একটা ভয়নক শত্রু। আমদের পূর্বপুরুষেরা মরেছেন। নবীরাও মরেছেন এবং তঁদের মৃতদেহ তাদের কবরেই আছে। আমদেরও কোন একদিন মরতে হবে। কিন্তু **মাবুদ ঈসার** গৌরব করি কারণ **তিনি মৃত্যুকে জয় করেছেন**। তিনি জীবন্ত নাজাত দাতা। তাঁর মধ্যে দিয়ে আল্লাহ্র কাছে আসা সকল লোকদের তিনি নাজাত দান করে থাকেন কারণ তিনি জীবন্ত এবং তাঁর ঈমানদারদের জন্য তিনি আল্লাহ্র কাছে মধ্যস্থতা করে থাকেন। এমন কি কোন নবী আছেন যিনি মৃত্যুর পরেও এখন পর্যন্ত জীবিত আছেন? হা, এমন কেউ নেই। একমাত্র ঈসা মসীহ্ই মৃত্যুকে জয় করে কবর থেকে উঠেছেন। তিনি আজ পর্যন্ত জীবিত আছেন, তাই আমাদের মধ্যে যারা তাঁর উপর ঈমান এনেছে, তারা মৃত্যুকে ভয় পায় না। তাদের কছে মৃত্যু বরণ করা মানে বেহেশতে গিয়ে আল্লাহ্র সাথে মিলিত হওয়া। হ্যাঁ, ঈসা ব্যাতিক্রম ও অতুলনীয়। দুনিয়াতে এবং বেহেশতে তাঁর মত আর কেউ নেই। আপনি তাঁর মৃত্যুর উপর জয়লাভের বিষয়টিকে কিভাবে বিবেচনা করেন? আরেকটি প্রশ্ন হলঃ৮) ঈসা মসীহের বেহেশতে ফিরে যাওয়ার বিষয়টিকে আপনি কিভাবে বিবেচনা করেন? মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে ওঠার পর, চল্লিশ দিন যাবত ঈসা তাঁর সাহাবীদের দেখ দিয়েছিলেন। আর এরপর আমারা জানি যে তিনি তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেহেশতে চলে গিয়েছেন এবং আল্লাহ্র দক্ষিন পাশে সর্বোচ্চ সম্মানের সাথে বসে আছেন। এ বিষয়টি প্রকাশ করে যে তিনি সকল ফেরেশতাদের চেয়ে, সকল নবীদের চেয়ে এবং সকল মানুষের চেয়ে অনেক মহান। এ সম্পর্কে কিতাব বলে থাকে,

(ফিলিপীয় ২: ৯-১১) ৯আল্লাহ্ এইজন্যই তাঁকে সবচেয়ে উঁচুতে উঠালেন এবং এমন একটা নাম দিলেন যা সব নামের চেয়ে মহৎ, ১০যেন বেহেশতে, দুনিয়াতে এবং দুনিয়ার গভীরে যারা আছে তারা

প্রত্যেকেই ঈসার সামনে হাঁটু পাতে, ১১আর পিতা আল্লাহ্‌র গৌরবের জন্য স্বীকার করে যে, ঈসা মসীহ্‌ই প্রভু।

হ্যাঁ, সত্যিই ঈসা সবার থেকে আলাদা। তাঁর কোন তুলোনা হয় না। এর সুত্র ধরে আপনার আরও একটি প্রশ্নের উত্তর যেনে রাখা প্রয়োজন:

৯) তাঁর দ্বিতীয় আগমনের বিষয়ে আপনি কি চিন্তা করেন?

ঈসা মসীহ্‌ আবার আসবেন। তিনি নিজে এ কাথা ঘোষণা করেছেন। নবীরাও এ কথা তবলিগ করেছেন। এমনকি ফেরেশতারা বলেছেন। ঈসার সব উম্মদরা তাঁর দ্বিতীয় আগমনের জন্য অপেক্ষা করছে। তিনি এবার এসে তাঁর উম্মদদের বেহেশতে নিয়ে যাবেন। তিনি ধার্মিকতার সাথে দুনিয়ার বিচার করবেন এবং জগতের উপর রাজত্ব্য করবেন। তিনি জগতের বাদশাহ্‌ হবেন। তিনি এক হাজার বছর পর্যন্ত দুনিয়ার উপর রাজত্ব্য করবেন যতদিন না পর্যন্ত তাঁর শত্রুরা তাঁর কাছে হাঁটু না পাতে। হ্যাঁ, তিনি আবার আসছেন। প্রত্যেককে স্বীকার করতে হবে যে তিনি বাদশাহ্‌দের বাদশাহ্‌ এবং প্রভুদের প্রভু। তিনি আসছেন, আর আপনাকে তাঁর শেষ বিচারের মুখোমুখে হতে হবে। যেদিন আপনি বিচারিত হওয়ার জন্য তাঁর সামনে দাড়াবেন, সেদিন তিনি আপনাকে প্রশ্ন করবেন, **"আমার সম্পর্কে তুমি কি চিন্তা কর?"** তখন আপনি কি উত্তর দেবেন? যদি আপনি উত্তর দেন যে, "আমি ভেবেছিলাম আপনি একজন নবী," তহলে তিনি হয়ত আপনাকে বলবেন যে, "তবে তুমি কেন আমার বিষয়ে গভীর ভাবে আমার বিষয়ে অনুসন্ধান কর নি"– আপনি দোষী হিসেবে বিবেচিত হবেন, কারণ তিনি তাঁর সম্পর্কে যা বলেছিলেন আপনি তার উপর ঈমান আনেন নি, এমন কি আপনি নবীদের কথাও বিশ্বাস করেন নি–যে **তিনি আল্লাহ্‌র পুত্র, একমাত্র নাজাত দাতা যিনি বেহেশত থেকে এসেছিলেন**। কে জগত শাসন করতে ফিরে আসছে? হযরত ইব্রাহিম? নবী মুসা? বাদশাহ্‌ দাউদ নাকি অন্য কোন নবী? না! একমাত্র ঈসা মসীহই জগতের উপর রাজত্ব্য করার জন্য ফিরে আসছেন। তিনি **বিচার করবেন**। ঈসকে মৃত্যু থেকে তাঁকে জীবিত করে তুলে আল্লাহ্‌ এর প্রমান দিয়েছেন। তিনি আবার ফিরে আসবেন। প্রত্যেকে তাঁকে দেখতে পাবে। প্রত্যকে উবুর হয়ে তাঁকে সেজদা করবে। প্রত্যেকে এ কথা স্বীকার করবে যে "ঈসা মসীহই মাবুদ।"

এখন আমরা শেষ প্রশ্নটি করব: ১০) আপনি কি মনে করেন, তাঁকে কি আপনার প্রয়োজন আছে ? {আপনার জীবনের জন্য তিনি কি চান?}

মাবুদ ঈসা বলেছেন, "(মথি ১১:২৮, ২৯) ২৮"তোমরা যারা ক্লান্ত ও বোঝা বয়ে বেড়া"ছ, তোমরা সবাই আমার কাছে এস; আমি তোমাদের বিশ্রাম দেব। ২৯আমার জোয়াল তোমাদের উপর তুলে নাও ও আমার কাছ থেকে শেখো, কারণ আমার স্বভাব নরম ও নম্র।

অধ্যায় ১০০
ঈসা সম্পর্কে আপনি কি চিন্তা করেন?; দ্বিতীয় পর্ব

আজ তিনি আপনাকে আহ্বান জানাচ্ছেন। যখন তিনি তাঁর প্রথম সাহাবীদে তাঁকে অনুসরণ করতে বলেছিলেন, তখন তাঁরা তাঁদের সব কিছু ছেড়ে তাঁকে অনুসরণ করেছিলেন–তাঁরা তাঁদের ঘর, পরিবার, কাজ সব ছেড়ে দিয়েছিলেন। তিনি চান যেন আপনিও এমন করেন। কিন্তু এটা এমন অর্থ বহন করে না যে তাঁকে অনুসরণ করতে হলে আপনাকে আপনার পরিবার, চাকরি ছেড়ে তাঁর পথে চলতে হবে। এর অর্থ হল আপনি তাঁর কাছে আত্মসমর্পন করবেন, তাঁর ইচ্ছায় জীবন পরিচালিত করবেন এবং আপনার দিল দিয়ে তাঁকে মহব্বত করবেন। তিনি চান যেন আপনি তাঁর উপর ঈমান আনেন, তাঁর উপর ভরশা করেন এবং আপনার মাবুদ ও নাজাত দাতা হিসেবে তাঁকে গ্রহন করেন। তিনি চান যেন আপনি আপনার সমস্ত দেহ, সমস্ত আত্মা, সমস্ত প্রান দিয়ে তাঁকে মহব্বত করেন। তাঁর চাওয়া প্রতিটি জিনিসই বৈধ। আমরা জেনেছি, ঈসা মসীহ সবার থেকে আলাদা এবং কারো সাথে, কোন কিছুর সাথে তাঁর তুলনা করা যায় না। তিনি তাঁর **জন্মের** দিক থেকে অদ্বিতীয়, তাঁর **চরিত্রের** দিক থেকে অনন্য, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ **শিক্ষক**, তাঁর **কাজ** অতুলোনীয়, **তাঁর নাম ও তাঁর খেতাব** মহান; তাঁর **যন্ত্রণাভোগ ও মৃত্যু**, **মৃত্যুকে জয়লাভ** করে ওঠা, **বেহেশতে ফিরে যাওয়া**, তাঁর **দ্বিতীয় আগমন** এবং **আদমের সন্তানদের দিল পরিবর্তন করা**, এ সব কিছুর জন্য তিনি ব্যাতিক্রম ও অতুলোনীয়। তিনি এখন পর্যন্ত জীবিত আছেন। যারা তাঁর উপর ঈমান আনে তিনি তাদের সাথে আছেন। খুব শীগ্রই তাঁর দ্বিতীয় আগমন ঘটবে। বেহেশত ও দুনিয়াতে তাঁর আর মত কেউ নেই। সে কারনেই তাঁর ক্ষমতা রয়েছে আপনার জীবনের মাবুদ ও খোদা হবার। মাবুদ ঈসা মসীহ্ আপনার জীবনের মাবুদ ও নাজাত দাতা হতে চান। আর সে কারনেই তিনি ক্রুশে জীবন দিয়েছেন এবং মৃত্যুকে জয় করেছেন। তিনি আপনার গুনাহ্ মাফ করতে পারেন এবং আল্লাহ্‌র সাথে আপনাকে গভীর সম্পর্কে আবদ্ধ করতে পারেন। যদি আপনি তাঁর উপর **ঈমান** আনেন, তাঁর কোরবনীর উপর ভরশা করেন তবে তিনি আপনার জীবন পরিবর্তন করে দেবেন, আপনার দিলকে পরিষ্কার করবেন এবং আপনাকে সম্পূর্ণ নতুন মানুষ করে গড়ে তুলবেন। দুঃখের বিষয় হল, এমন অনেক মানুষ আছে যারা ঈসা মসীহকে একজন মহান নবী ভেবে থাকেন, কিন্তু তারা তাঁকে কখনও মাবুদ আল্লাহ্ হিসেবে গ্রহণ করে নি। নবী মনে করে ঈসার উপর ঈমান আনাই যথেষ্ট নয়। **আপনাকে অবস্যই আল্লাহ্‌র কথায় ঈমান আনতে হবে যে, ঈসাই *সকলের* মাবুদ এবং তিনি *আপনার* বদলে নিজে ক্রুশে মরেছেন।** আমরা, আদমের সন্তানেরা এক ভয়ানক বিপদের মধ্যে আছি, কারণ আমাদের মধ্যে **গুনাহ্** আছে। আমাদের এই বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্য আল্লাহ্ যে সমাধান দিয়েছেন, আমাদের **অবস্যই তা গ্রহণ করা উচিৎ**। আমি যদি অসুস্থ হয়ে গিয়ে ডাক্তারের কাছে যাই তাহলে ডাক্তার আমার চিকৎসার জন্য একটা ঔষধের প্রেসক্রিপশন ধরিয়ে দেব। আমি যদি সেসব ঔষধ কিনে নিয়ে বাসার টেবেলের উপর রেখে দিই আর সে ঔষধ না খেয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকি তাহলে কি আমি সুস্থ হতে পারব? কখনই না। সুস্থ হবার জন্য আমাকে অবস্যই **প্রেসক্রিপশন** অনুযাই ঔষধ **খেতে** হবে। আল্লাহ্ পাঠানো ঔষধ হলেন ঈসা মসীহ এবং তাঁর রক্ত যা তিনি ক্রুশের উপর ঢেলে

দিয়েছেন। ঘতে পারে অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন যে "আমি কিভাবে আমার গুনার থেকে মুক্তি পেতে পারি?" খুবই সহজ! আপনাকে শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র কাছে তওবা করতে হবে এবং স্বীকার করতে হবে যে আপনি গুনাহ্‌গার, করান আপনার "নেক কাজ" আল্লাহ্‌র কাছে ছেড়া ময়লা কাপরের আর তাছাড়া তাঁর ভয়াবহ শাস্তির হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করার কোন ক্ষমতাই আপনার নেই। তাই আপনাকে অবস্যই ঈমান আনতে হবে যে ঈসা মসীহ আপনার গুনাহের শাস্তি বহন করেছেন। আল্লাহ্‌ শাস্তি থেকে নাজাত পাবার জন্য যা যা করা দরকার তার সবকিছুই ঈসা পূরন করেছেন। আপনি যদি ঈমান আনেন যে আপনাকে নাজাত দেবার জন্য ঈসা মরেছেন এবং মৃত্যু থেকে আবার জীবিত হয়ে উঠেছেন, তবে আল্লাহ্‌ আপনার গুনাহ্‌ মাফ করবেন এবং ঈসার ধার্মিকতা আপনাকে দেবেন, এবং আপনার দিলকে পাক্‌-রূহ দ্বারা পরিচালিত করবেন আর সেই সাথে তাঁর সাথে চিরদিন বাস করার সুযোগ দান করবেন। আল্লাহ্‌র গৌরব করুন; আজই আপনি ধার্মিক বলে গণিত হতে পারেন–যদি আপনি ঈমান আনেন–তবে আজই আপনি ধার্মিক বলে গণিত হতে পারেন। শ্রোতা বন্ধুগন, আপনারা কি আল্লাহ্‌র দেওয়া ঔষধ গ্রহণ করেছেন, যা আপনাকে গুনাহের ব্যাধি এবং অনন্তকালীন দোজখের আগুন থেকে নাজাত দিতে পারে? যারা আল্লাহ্‌র দেওয়া ঔষধ অর্থাত **ঈসা মসীহের রক্ত কোরবানীকে** ঘৃণা করে, তাদের অবস্যই জেনে রাখা উচিৎ যে গুনাহের মাফ পাবার জন্য **আর কোনো ঔষধ নেই**। কোনভাবেই কোন ঔষধ পাওয়া যাবে না। আল্লাহ্‌ অন্য আর কোন উপায়ে গুনাহের অভিষাপ থেকে গুনাহ্‌গারদের পরিষ্কার করে ধার্মিক গণিত করেন পারেন না। বেহেশতে যাবার **অন্য আর কোন** উপায় নেই। মনোযোগ দিয়ে শুনুন, গুনাহ্‌গারদের ধার্মিক হিসেবে বিবেচনা করে আল্লাহ্‌ নিকটে উপস্থিত করার জন্য আল্লাহ্‌ পাক্‌-কিতাবে **ধার্মিকতার এক এবং অদ্বিতীয় পথের** বিষয়ে কি ঘোষণা করেছেন:

(রোমীয় ৩) {২০, ২১-২৪, ২৭ আয়াত}

২০শরীয়ত পালন করলেই যে আল্লাহ্‌ মানুষকে ধার্মিক বলে গ্রহণ করবেন তা নয়, কিন্তু শরীয়তের মধ্য দিয়েই মানুষ নিজের গুনাহের বিষয়ে চেতনা লাভ করে। ২১আল্লাহ্‌ মানুষকে এখন শরীয়ত ছাড়াই কেমন করে ধার্মিক বলে গ্রহণ করেন তা প্রকাশিত হয়েছে। তৌরাত শরীফ ও নবীদের কিতাব সেই বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়ে গেছেন। ২২যারা ঈসা মসীহের উপর ঈমান আনে তাদের সেই ঈমানের মধ্য দিয়েই আল্লাহ্‌ তাদের ধার্মিক বলে গ্রহণ করেন। ইহুদী ও অ-ইহুদী সবাই সমান, ২৩কারণ সবাই গুনাহ্‌ করেছে এবং আল্লাহ্‌র প্রশংসা পাবার অযোগ্য হয়ে পড়েছে। ২৪কিন্তু মসীহ্‌ ঈসা মানুষকে গুনাহের হাত থেকে মুক্ত করবার ব্যবস্থা করেছেন এবং সেই মুক্তির মধ্য দিয়েই রহমতের দান হিসাবে ঈমানদারদের ধার্মিক বলে গ্রহণ করা হয়। ২৭এর পর মানুষের গর্ব করবার আর কি আছে? কিছুই নেই। কিন্তু কেন নেই? মানুষ শরীয়ত পালন করে বলে কি তার গর্ব করবার কিছু নেই? তা নয়। আসল কথা হল, ঈমানের মধ্যে গর্বের জায়গা নেই,

(ইফিষীয় ২:৮ ,৯ আয়াত)

৮আল্লাহ্‌র রহমতে ঈমানের মধ্য দিয়ে তোমরা নাজাত পেয়েছ। এটা তোমাদের নিজেদের দ্বারা হয় নি, তা আল্লাহ্‌রই দান। ৯এটা কাজের ফল হিসাবে দেওয়া হয় নি, যেন কেউ গর্ব করতে না পারে।

অধ্যায় ১০০
ঈসা সম্পর্কে আপনি কি চিন্তা করেন?; দ্বিতীয় পর্ব

(রোমীয় ১০: ৯ ,১৩ আয়াত)

৯সেই কথা হল, যদি তুমি ঈসাকে প্রভু বলে মুখে স্বীকার কর এবং দিলে ঈমান আন যে, আল্লাহ্‌ তাঁকে
মৃত্যু থেকে জীবিত করে তুলেছেন তবেই তুমি নাজাত পাবে; ১০কারণ দিলে ঈমান আনবার ফলে
আল্লাহ্‌ মানুষকে ধার্মিক বলে গ্রহণ করেন আর মুখে স্বীকার করবার ফলে নাজাত দেন। ১১পাক-
কিতাব বলে, "যে কেউ তাঁর উপর ঈমান আনে সে নিরাশ হবে না।" ১২ইহুদী ও অ-ইহুদীর মধ্যে কোন
পার্থক্য নেই, কারণ সকলের একই প্রভু। যারা তাঁকে ডাকে তিনি তাদের উপর প্রচুর দোয়া ঢেলে
দেন। ১৩পাক-কিতাবে আছে, "উদ্ধার পাবার জন্য যে কেউ প্রভুকে ডাকে সে নাজাত পাবে।"

প্রিয় বন্ধুগন, আপনি কি আল্লাহ্‌র এবাদত করছেন? আপনি কি আল্লাহ্‌র দেওয়া নাজাতের উপহার গ্রহণ করেছেন? নাকি এখনও আপনি আপনার নিজের কাজের উপর নির্ভর করে নাজাত লাভের চেষ্টা করছেন? আমরা আপনাকে অনুরোধ করছি, আপনি আল্লাহ্‌র দেখানো নাজাত লাভের ধার্মিকতার পথকে অগ্রাহ্য করবেন না। আল্লাহ্‌ আপনার দিলের অবস্থা জানেন। তাঁর কাছে তওবা করুন, স্বীকার করুন যে আপনি গুনাহ্‌ করেছেন, তাঁর শরীয়তের অবাধ্য হয়েছেন। তাঁর কাছে স্বীকার করুন যে আপনি দোজখের আগুনে পোড়ার যোগ্য। তারপর তাঁকে শুকরিয়া জানান কারণ তিনি আপনার গুনাহের শাস্তি থেকে আপনাকে রক্ষা করার জন্য একজন নিষ্পাপ নাজাত দাতাকে পাঠিয়েছেন যিনি সেচ্ছায় আপনার বদলে আপনার প্রাপ্য শাস্তি বহন করেছেন–এবং চিরদিনের জন্য গুনাহের অভিষাপ থেকে আপনাকে মুক্ত করে তিন দিনের মধ্যে মৃত্যুকে জয় করে কবর থেকে উঠে এসেছেন।

বন্ধুগন, আল্লাহ্‌র কাছে আসতে হলে আপনাকে অবস্যই **তাঁর প্রতিষ্ঠিত ধার্মিকতার পথকে** অনুসরণ করতে হবে–অন্যথায় আপনি কোনভাবেই আল্লাহ্‌র নিকটে যেতে পারবেন না। আল্লাহ্‌ করুণাময়, তিনি ধৈর্যশীল, তিনি আপনাকে তাঁর নিকটে আসার জন্য আহ্বান করছেন। আজই তাঁর কাছে আসুন এবং নাজাত লাভ করুন। *"আপনি ও আপনার পরিবার হযরত ঈসার উপর ঈমান আনুন, তাহলে নাজাত পাবেন।"*(প্রেরিত ১৬:৩১ আয়াত)

আপনি যদি তাঁর উপর ঈমান এনে থাকেন যার বিষয়ে সকল নবীরা সাক্ষ্য দিয়েছেন, তাহলে আপনার জীবনে সে সাক্ষ্য আমাদের লিখে জানাবেন...আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ জানাই। পাক্‌-কিতাবের এই অসাধারণ দোয়ার মাধ্যমে আমরা আপানাদের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করছি:(এহুদা ২৪ আয়াত)

২৪একমাত্র আল্লাহ্‌ যিনি আমাদের নাজাতদাতা তিনি তোমাদের উচোট খাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করে নিখুঁত অবস্থায় নিজের মহিমার সামনে আনন্দের সংগে উপস্থিত করতে পারেন। সমস্ত যুগের আগে থেকে যেমন ছিল তেমনি এখনও এবং চিরকাল আমাদের হযরত ঈসা মসীহের মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌র প্রশংসা, মহিমা, শক্তি এবং ক্ষমতা থাকুক। আমিন।